

পূজ্যপাদ
শ্রীলক্ৰুদাসকবিরাজগোস্বামি-বিরচিত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্মরিত
এবং
কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া-কলেজের ও পরে চৌমুহনী-কলেজের
ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষ
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
কর্তৃক লিখিত ও সংশোধিত

চতুর্থ সংস্করণ

সাধনা প্রকাশনী
৬৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট :: কলিকাতা ৯

প্রকাশক :

মনোরঞ্জন চৌধুরী

সাধনা প্রকাশনী

৬৯ সোতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

ঘনশ্যাম নাথ

অশোক প্রিন্টার্স

৮৮বি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৯২

মূল্য : শোভন সংস্করণ ১৭.০০ (সতের টাকা) মাত্র

সাধারণ সংস্করণ ১৫.০০ (পনের টাকা) মাত্র

৬২৩১/১৫/০৫
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
১৬.৩.৬৫

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপায়
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় সমর্পণমস্ত

নিবেদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদে গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইল। অনিবার্য কারণে পরিশিষ্ট-প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। তজ্জন্ম সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুশীলনকারীদিগের সৰ্ববিধ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিশিষ্ট-রচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্লোকসূচী-পয়ারসূচী দেখিয়া শ্রীগ্রন্থের যে-কোনও শ্লোক—বা পয়ার-পাঠক অনায়াসে বাহির করিতে পারিবেন। কোনও একটা বিষয়সম্বন্ধে শ্রীগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা আছে। মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে প্রত্যেক বর্ণিত বিষয়ই পয়ারাক্ষের সহিত একইস্থানে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং বর্ণনার বিভিন্ন স্তর সূত্রাকারে উল্লিখিত হইয়া এইরূপ ধারাবাহিক ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, যাহাতে মূলগ্রন্থের আলোচনা ব্যতীতই আলোচ্য বিষয়টির সম্বন্ধে মোটামোট ধারণা জন্মিতে পারে। গৌররূপা-তরঙ্গিণী টীকাতে যে-সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীর অতুলরূপ ভাবে সে-সমস্ত বিষয়ও পৃথক এক সূচীতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

পাত্রসূচী এবং স্থানাদি-সূচী তো দেওয়া হইয়াছেই, পৃথক ভাবে স্থানাদির ভৌগোলিক পরিচয় এবং একশত ছাব্বিশ জন গৌর-পার্শ্বদের চরিত্রও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পারিভাষিক শব্দের সূচী এবং প্রাদেশিক ও বিশেষার্থবাচক-শব্দসমূহের অর্থ এবং সূচীও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আরও কোনও কোনও জ্ঞাতব্য বিষয়ের সূচীও দেওয়া হইয়াছে।

কোনও কোনও পয়ারের এবং শ্লোকের টীকাতে কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় একটা টীকা-পরিশিষ্টও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

কয়েকটা নূতন প্রবন্ধও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকাসম্বন্ধে এস্তরে দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ১৩১৫ বাংলা সালে কলিকাতা-স্থিত ৯৮নং রাধাবাজার স্ট্রীট হইতে চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক শ্রীল মাখনলাল ভাগবতভূষণ মহোদয়ের সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে ভাগবতভূষণ মহাশয়ের নিজের একটা টীকা এবং তদতিরিক্ত একটা সংস্কৃত-টীকাও সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ভাগবতভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—এই সংস্কৃত টীকাটা “শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কৃত”। কিন্তু তিনি টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কোনও পরিচয় দেন নাই। এই টীকার কোনও কোনও অংশ আমরা গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকাতেও চক্রবর্তিপাদের নামোল্লেখ-পূর্বক গ্রহণ করিয়াছি। যাহাউক, “বিশ্বনাথ চক্রবর্তী” শুনিলেই বৈষ্ণব-সমাজে প্রায় সকলের মনেই শ্রীমদভাগবতাদি বহুগ্রন্থের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কথাই জাগে। তাই কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত-টীকাকারও তিনিই, আবার কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ শ্রীগ্রন্থের সংস্কৃত-টীকাটা দেখিলে ইহা সুপ্রসিদ্ধ চক্রবর্তিপাদের টীকা নহে বলিয়া মনে করার যথেষ্ট কারণ যে নাই, তাহা বলা যায় না। ভাগবতভূষণ মহাশয়ও এই টীকার সকল অংশের অনুসরণ করেন নাই। চক্রবর্তিপাদের শ্রীমদভাগবতাদিগ্রন্থের টীকাতে প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণাদি এবং উপসংহারেও বিশেষ উক্তি কিছু দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই টীকায় সে-সমস্ত কিছু নাই। দুইয়েক স্থলে এমন কথাও আছে, যাহা চক্রবর্তিপাদের সৰ্বজন বিদিত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। আরও কয়েকটা কারণে মনে হয়, এই সংস্কৃত-টীকা হয়তো অপর কোনও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য চক্রবর্তিপাদের টীকা মনে করিয়া কোনও কোনও ভক্ত পরিশিষ্টে এই সংস্কৃত-টীকাটা সন্নিবেশিত করার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমরা মূলগ্রন্থের উদ্দেশ্যে এই টীকার প্রতিলিপিও করিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামি-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থখানি হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের লীলাকথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু আটচল্লিশ বৎসর প্রকট ছিলেন; তন্মধ্যে চব্বিশ বৎসর গৃহাস্থাশ্রমে এবং চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমে। কবিরাজগোস্বামী গৃহস্থাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম দিয়াছেন—আদি-লীলা; আর সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম দিয়াছেন—শেষ-লীলা। শেষ-লীলাকে তিনি আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মধ্য-লীলা ও অন্ত্য-লীলা। সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসরের লীলার নাম মধ্য-লীলা এবং শেষ আঠার বৎসরের লীলার নাম অন্ত্য-লীলা। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু নীলাচলেই বাস করেন; প্রথম ছয় বৎসর কেবল নীলাচলেই ছিলেন না—একবার দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, একবার গোড়ে আসিয়াছিলেন এবং একবার ঝারিখণ্ড-পথে বারাণসী হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; ইহাতে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়; এই ছয় বৎসরের লীলার একটা পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। শেষ আঠার বৎসর প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া কোথাও যান নাই।

এইরূপে দেখা গেল সমগ্র গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত—আদি-লীলা, মধ্য-লীলা এবং অন্ত্য-লীলা। আদি-লীলায় মোট সত্তরটা, মধ্য-লীলায় পঁচিশটা এবং অন্ত্য-লীলায় বিশটা পরিচ্ছেদ আছে; সমগ্র গ্রন্থে মোট বাথট্টী পরিচ্ছেদ।

১। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়। কোন্ পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা স্হাচাকারে উল্লিখিত হইল।

আদি প্রথম পরিচ্ছেদ। মঙ্গলাচরণ; মঙ্গলাচরণ-শ্লোক-বিরূতি-প্রসঙ্গে দীক্ষাগুরু-তত্ত্ব, শিক্ষাগুরু-তত্ত্ব, ভক্ত-তত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব, প্রকাশ ও বিলাস, ঈশ্বরের শক্তি, গৌর-নিত্যানন্দের অবতরণে জগতেও ভ্রমোনাশ; অজ্ঞান-তমঃ; প্রোজ্জ্বলিত-কৈতব পরম-ধর্ম।

আদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বস্তুনির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের বিরূতি-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব; ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান এই তিন রূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান, মূলনারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-বৈভব; শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ।

আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদ। শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্য কারণ—নাম-প্রেম-বিতরণ; ভগবদবতারের প্রকার; শ্রীকৃষ্ণাবতারের জন্ম শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনা।

আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদ। শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল কাবণ—ব্রজলীলার তিনটা অপূর্ণ বাসনার পূরণ; প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল ও আত্মযজ্ঞিক কারণ; ব্রজগোপীদের প্রেমের কামগন্ধহীনতা; শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণিত্ব; শক্তি ও শক্তিমানের ভিন্নাভিন্নত্ব; রাধাভাবহুতি স্থবলিত কৃষ্ণই গৌর।

আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ। শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব; ব্রজের বলরামই নবদ্বীপের নিত্যানন্দ। ভগবদ্ধামসমূহ ও ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সংস্থান। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ শ্রীকৃষ্ণ; প্রকৃতি গোণ-কারণ। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে সর্বগুণ-তত্ত্ব, তিন পুরুষ-তত্ত্ব, সৃষ্টিলীলায় তিনপুরুষের সম্বন্ধ।

আদি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-মহাবিশ্বের অবতার, জগতেও উপাদান-কারণ; শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণদাস-অভিমানের মাহাত্ম্য-খ্যাপন।

আদি সপ্তম পরিচ্ছেদ। পঞ্চ-তত্ত্ব-বর্ণন; পঞ্চতত্ত্ব-কর্তৃক প্রেমদান, প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু—পটুয়া-পাণ্ডী-কর্ম-নিম্নকাদির উদ্ধার; কালীতে-শশিষ্ঠ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার; শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তভাষ্যের খণ্ডন।

আদি অষ্টম পরিচ্ছেদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনীয়ত্ব বিচার ; শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমা-কীর্তন ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার জগৎ কবিরাজগোস্বামীর প্রতি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ এবং শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞামালা ।

আদি নবম পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর বর্ণন । পর-উপকারের মহিমা ।

আদি দশম পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীচৈতন্যশাখারূপ মুখ্যশাখার বিবরণ ।

আদি একাদশ পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীনিত্যানন্দ-শাখার বর্ণন ।

আদি দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীঅদ্বৈত-শাখার বর্ণন ।

আদি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা বর্ণন ।

আদি চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। মহাপ্রভুর ঈশ-চেষ্ঠা-গর্ভা বাল্যলীলার বর্ণন ।

আদি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর পৌগণ্ড-লীলা ; অধ্যয়ন-লীলা ; প্রভুর প্রথম বিবাহ ।

আদি ষোড়শ পরিচ্ছেদ। প্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণন ; অধ্যাপন-লীলা ; প্রভুর পূর্ববঙ্গে গমন, পূর্ববঙ্গে নামসঙ্কীর্ণন-প্রচার ; তপনমিশ্রের প্রতি রূপা ; প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান ; পূর্ববঙ্গ হইতে নবরীপে প্রত্যাবর্তন ; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত পরিণয় ; দিগ্‌বিজয়ী-জয় ।

আদি সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর যৌবন-লীলার বর্ণনা ; বিদ্যোদ্ধত্য ; বায়ুবাধিচ্ছলে প্রেম-প্রকাশ ; গয়ায় গমন ; দীক্ষালীলা ; নবরীপে প্রত্যাবর্তন, মহাপ্রকাশ ; শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন, নগর-সঙ্কীর্ণন, কাজীদমন ; গোপী-ভাবের বৈশিষ্ট্য বর্ণন ।

মধ্য প্রথম পরিচ্ছেদ। মধ্য-লীলা ও অস্থ্য-লীলার সূত্র ; প্রসঙ্গক্রমে শ্রীবাধার দুরক্ষেত্রে মিলনের ভাবে রথাগ্রে প্রভুর “যঃ কোমারহরঃ”-স্লোকাবৃতি, শ্রীরূপকঙ্ক তাহার অর্থ প্রকাশ ।

মধ্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বাধাভাবাবেশে প্রভুর কয়েকটি প্রলাপ ।

মধ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ। প্রভুর সম্যাসগ্রহণ, প্রেমাবেশে তিন দিন রাঢ়-ভ্রমণ, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে বিলাসাদি ।

মধ্য চতুর্থ পরিচ্ছেদ। শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচল-গমন-পথে রেণুগাথে মাধবেন্দ্রপুরীর এবং ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণ ।

মধ্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ। সাক্ষীগোপালের বিবরণ ; প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা ।

মধ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। প্রভুর নীলাচলে উপস্থিতি, সার্কভোমের প্রতি রূপা—বেদাস্তবিচারাদি, সার্কভোমের উদ্ধার ।

মধ্য সপ্তম পরিচ্ছেদ। প্রভুর দাক্ষিণাত্য-গমন ; বাহুদেবোদ্ধার ।

মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ। রায়রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন, সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা ; রামানন্দের সাঙ্গাতে গোবরের স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ ।

মধ্য নবম পরিচ্ছেদ। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ, বেকটভট্টের সহিত মিলন, দক্ষিণদেশবাসী নানামতাবলম্বী লোকগণের বৈষ্ণব-মত গ্রহণ, প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ।

মধ্য দশম পরিচ্ছেদ। প্রভুর সহিত মিলনের জগৎ রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকর্ষা ; নানাস্থান হইতে আগত ভক্তদের সহিত প্রভুর মিলন ; গোড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমনের উদ্যোগ ।

মধ্য একাদশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত প্রভুর নিকটে ভক্তগণের অহ্নয় ; রামানন্দের নীলাচলে আগমন ; গোড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন, উহাদের সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বেটাকীর্তন ।

মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপকন্দের পুত্রের সহিত প্রভুর মিলন; গুণিচামার্কন; ভক্তবৃন্দের সহিত উত্তান-ভোজন।

মধ্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্তন, কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর লীলা, প্রেমাবেশে উত্তানে বিশ্রামাদি।

মধ্য চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপকন্দের প্রতি প্রভুর রূপা; লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব; ব্রজমানের বৈশিষ্ট্য।

মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। শ্রীঅদ্বৈত ও প্রভু এতদুভয়ের পরস্পর পূজা; কৃষ্ণজন্মোৎসব-লীলা; আবির্ভাবে শচীমাতার গৃহে প্রভুর ভোজন, গোড়ীয় ভক্তদের বিদায়; সার্কভৌমগৃহে প্রভুর ভোজন; অমোঘের প্রতি রূপা।

মধ্য ষোড়শ পরিচ্ছেদ। বৃন্দাবন-গমনচ্ছলে প্রভুর গোড়ে গমন; রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত মিলন; কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন; শান্তিপুরে ভক্তবৃন্দের সহিত ও রঘুনাথদাসের সহিত মিলন।

মধ্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। বনপথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন; ঝারিখণ্ডে পার্কতাজাতিকে এবং বহু স্বাবর-জঙ্গমাদিকে প্রেমদান; কাণীতে তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন; বৃন্দাবন-ভ্রমণাদি।

মধ্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণ; শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার, নন্দীথরে নন্দযশোদা-সম্মিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের আবিষ্কার, গোপাল-দর্শন, বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে গমন—পথে স্নেহ-পাঠানগণের উদ্বার।

মধ্য উনবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর মিলন, ব্রজভট্টের গৃহে প্রভুর গমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুর শিক্ষা—জীবতত্ত্ব, ভক্তিরস; প্রভুর কাণীতে প্রত্যাবর্তন।

মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ। কাণীতে প্রভুর সহিত শ্রীসনাতনের মিলন, শ্রীসনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা—সংক্ষেপে, সঙ্গত, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব; বাহুল্যে সঙ্গততত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

মধ্য একবিংশ পরিচ্ছেদ। সঙ্গততত্ত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাহাত্ম্যাদি-বর্ণন।

মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। অভিধেয়-তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ—বৈদী ও রাগাত্মগা ভক্তি।

মধ্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রয়োজন-তত্ত্ব-প্রেম; পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি; গুঢ় ভাগবত-সিদ্ধান্ত।

মধ্য চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ। আশ্বারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা।

মধ্য পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। কাণীবাসী সন্ন্যাসিগণের বৈষ্ণবীকরণ, শ্রীমদভাগবতের বেদান্ত-ভাষ্য-স্থাপন; প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।

অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদ। শিবানন্দসেনের কুরু-প্রসঙ্গ; নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রভুর মিলন; শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নাটক-লিখন-প্রসঙ্গ, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুকর্তৃক নাটকের আস্থাদন; শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন।

অন্ত্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ; নৃসিংহানন্দের সাক্ষাতে আবির্ভাব; ছোট-হরিদাসের বর্জন।

অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ। প্রভুর প্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড; হরিদাস-ঠাকুরের বিবরণ।

অন্ত্য চতুর্থ পরিচ্ছেদ। মথুরা হইতে শ্রীসনাতনের নীলাচলে আগমন, দেহভাগ হইতে সনাতনের রক্ষণ, জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে সনাতনের পরীক্ষাদি।

অন্ত্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ। রামানন্দরাগের নিকটে প্রত্যক্ষ মিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, প্রভুকর্তৃক রামানন্দের মতিমাবর্ণন, বঙ্গদেশীয় কবির নাটক-প্রসঙ্গ।

অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর চরিত্র-বর্ণন; তাঁহার নীলাচলে আগমন, প্রভুকর্তৃক তাঁহার স্বরূপের হস্তে অর্পণ, তাঁহার বৈরাগ্য ও ভজন।

অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদ। নীলাচলে প্রভুর সহিত ব্রজভট্টের মিলন, ভট্টের গর্গনাশ, ভট্টের প্রতি রূপাদি।

অন্ত্য অষ্টম পরিচ্ছেদ। শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চরিত্রকথন; প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন।

অন্ত্য নবম পরিচ্ছেদ। গোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধার।

অন্ত্য দশম পরিচ্ছেদ। রাঘবের ঝালির বর্ণনা ; ভক্তবৃন্দের সহিত নরেন্দ্রসরোবরে প্রভুর জগকেলি ; বেচা সঙ্কীর্তন ; প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দের সেবা-বৈশিষ্ট্য ; প্রভুকর্তৃক ভক্তদত্তদ্রব্য ভোজন ; ভক্তগণকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণাদি।

অন্ত্য একাদশ পরিচ্ছেদ। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্যাতন।

অন্ত্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। সঙ্গীক গোড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ; জগদানন্দের তৈলানয়ন-প্রসঙ্গ ; তৈল-ভাণ্ড-ভঞ্জনাদি।

অন্ত্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দুঃখ ; জগদানন্দের বন্দাবন-গমন ; প্রভুকর্তৃক দেবদাসীর গীত শ্রবণ ; রঘুনাথভট্টের প্রতি প্রভুর রূপা।

অন্ত্য চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা, উড়িয়া জীলোকের জগন্নাথ-দর্শন প্রসঙ্গ ; প্রভুর অস্তি-গ্রন্থির শিথিলতা।

অন্ত্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর দিব্যোন্মাদ চেষ্টা।

অন্ত্য ষোড়শ পরিচ্ছেদ। কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে নিষ্ঠা-প্রসঙ্গ, সম্ভবমণ বয়সে পুরীদাসকর্তৃক কৃষ্ণবর্ণনাথক শ্লোক রচনা ; মগাপ্রসাদগুণ বর্ণনা ; প্রভুর দিব্যোন্মাদ প্রলাপাদি।

অন্ত্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। প্রেমাবেশে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন, প্রভুর কৃষ্ণাকৃতি ধারণ ; দিব্যোন্মাদ-প্রলাপাদি।

অন্ত্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। জলকেলি-লীলার আবেশে প্রভুর সমুদ্রে পতন, প্রভুর অলৌকিক দীর্ঘাকারহাদি।

অন্ত্য ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর মাতৃভক্তি, দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ, গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ সংঘর্ষণ ইত্যাদি, কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-স্মৃতি।

অন্ত্য বিংশ পরিচ্ছেদ। প্রভুকর্তৃক স্বরচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকের আশ্বাদন, তৎপ্রসঙ্গে নাম-সঙ্কীর্তন-মাহাত্ম্য এবং রাধাকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য-খ্যাপন।

২। গ্রন্থের সংস্কৃত-শ্লোক-সংখ্যা। আদি-লীলায় ২০২, মধ্য-লীলায় ৬১৮, অন্ত্য-লীলায় ১৮০ এবং উপসংহারে ৪, সর্বসমষ্টি ১০১১। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্লোক একাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে ; তাহাদের প্রত্যেকটিকে এক একবার মাত্র করিয়া গণনা করিলে বিভিন্ন শ্লোকের মোট সংখ্যা হইবে ৭৭৭। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্লোকের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আদি-লীলা—২০২। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৩৮, দ্বিতীয়ে ১৭, তৃতীয়ে ২০, চতুর্থে ৪৮, পঞ্চমে ২৩, ষষ্ঠে ১৪, সপ্তমে ৭, অষ্টমে ৫, নবমে ৫, দশমে ২, একাদশে ২, দ্বাদশে ২, ত্রয়োদশে ৩, চতুর্দশে ৪, পঞ্চদশে ৩, ষোড়শে ৬ এবং সপ্তদশে ১০।

মধ্য-লীলা—৬১৮। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ১৩, দ্বিতীয়ে ১১, তৃতীয়ে ৩, চতুর্থে ২, পঞ্চমে ১, ষষ্ঠে ২৩, সপ্তমে ৪, অষ্টমে ৫৩, নবমে ২৬, দশমে ৬, একাদশে ১৪, দ্বাদশে ১, ত্রয়োদশে ২, চতুর্দশে ১৫, পঞ্চদশে ৮, ষোড়শে ৩, সপ্তদশে ১৭, অষ্টাদশে ১০, ঊনবিংশে ৩২, বিংশে ৬৬, একবিংশে ২২, দ্বাবিংশে ৭২, ত্রয়োবিংশে ৫৮, চতুর্বিংশে ২৫ এবং পঞ্চবিংশে ৪২।

অন্ত্য-লীলা—১৮০। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৫৬, দ্বিতীয়ে ২, তৃতীয়ে ১৩, চতুর্থে ২, পঞ্চমে ২, ষষ্ঠে ৮, সপ্তমে ১৩, অষ্টমে ৭, নবমে ২, দশমে ২, একাদশে ১, দ্বাদশে ১, ত্রয়োদশে ১, চতুর্দশে ৭, পঞ্চদশে ১৩, ষোড়শে ১১, সপ্তদশে ৫, অষ্টাদশে ৩, ঊনবিংশে ৭ এবং বিংশে ১০।

উপসংহার শ্লোক—৪।

৩। **গ্রন্থের পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা।** আদি-লীলায় ২০২৫, মধ্য-লীলায় ৫৩৮৭ এবং অন্ত্য-লীলায় ৩০৪২ ; সর্বসমষ্টি ১০৫২৪। বিভিন্ন পরিচ্ছেদের পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

আদি-লীলা—২০২৫। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৬৭, দ্বিতীয়ে ১০৩, তৃতীয়ে ২২, চতুর্থ ২৩০, পঞ্চমে ২১১, ষষ্ঠে ১০৬, সপ্তমে ১৬৪, অষ্টমে ৮০, নবমে ৫০, দশমে ১৬২, একাদশে ৫৮, দ্বাদশে ২৪, ত্রয়োদশে ১২৩, চতুর্দশে ২৩, পঞ্চদশে ৩১, ষোড়শে ১০৫ এবং সপ্তদশে ৩২৬।

মধ্য-লীলা—৫৩৮৭। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৭৩, দ্বিতীয়ে ৮৪, তৃতীয়ে ২১৬, চতুর্থ ২১০, পঞ্চমে ১৬০, ষষ্ঠে ২৫৮, সপ্তমে ১৫১, অষ্টমে ২৬৪, নবমে ৩৩৭, দশমে ১৮৩, একাদশে ২২৬, দ্বাদশে ২১২, ত্রয়োদশে ২০০, চতুর্দশে ২৪২, পঞ্চদশে ২২৬, ষোড়শে ২৮৭, সপ্তদশে ২২০, অষ্টাদশে ২১২, উনবিংশে ২১৫, বিংশে ৩৩৭, একবিংশে ১২৭, দ্বাবিংশে ২৭, ত্রয়োবিংশে ৬২, চতুর্বিংশে ২৬৪ এবং পঞ্চবিংশে ২৩৩।

অন্ত্য-লীলা—৩০৪২। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ১৬৭, দ্বিতীয়ে ১৭০, তৃতীয়ে ২৫২, চতুর্থ ২৩০, পঞ্চমে ১৫৫, ষষ্ঠে ৩২১, সপ্তমে ১৫৭, অষ্টমে ২৬, নবমে ১৫১, দশমে ১৫২, একাদশে ১০৭, দ্বাদশে ১৫৪, ত্রয়োদশে ১৩৮, চতুর্দশে ১১৬, পঞ্চদশে ৮৬, ষোড়শে ১৪১, সপ্তদশে ৬৮, অষ্টাদশে ১১৮, উনবিংশে ১০৫ এবং বিংশে ১৪৪।

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মোট শ্লোকসংখ্যা ১৫০৫০ ; তন্মধ্যে আদি-লীলায় ২৫০০, মধ্য ৬০৫০ এবং অন্ত্য ৬৫০০ (Bengali Language & Literature, 1st edition, P. 483) এ-স্থলে শ্লোকশব্দে তিনি পয়ার ও ত্রিপদীই বোধ হয় মনে করেন। আমরা গণনা করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাই উপরে লিখিত হইয়াছে।

আকর-গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে-সমস্ত গ্রন্থের প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

(১) অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটক, (২) অমরকোষ, (৩) অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীন বাক্য, (৪) আদি পুরাণ, (৫) আখ্যানশতক, (৬) উজ্জয়িনীলমণি, (৭) উত্তরচরিত, (৮) উদ্বাহতর, (৯) উপপুরাণ, (১০) একাদশীতর, (১১) কাত্যায়নসংহিতা, (১২) কাব্যপ্রকাশ, (১৩) কৃষ্ণপুরাণ (১৪) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (১৫) গরুড়পুরাণ, (১৬) গীতগোবিন্দ, (১৭) গোপীপ্রেমামৃত, (১৮) গোবিন্দলীলামৃত, (১৯) গৌরাঙ্গস্তুবকল্পতরু, (২০) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, (২১) জগন্নাথ-এনভ নাটক, (২২) দানকেলি কৌমুদী, (২৩) দ্বিজঙ্গী বাক্য, (২৪) নাটকচঞ্জিকা, (২৫) নাম কৌমুদী, (২৬) নারদ পঞ্চরাত্র, (২৭) নৃসিংহপুরাণ, (২৮) নৈষধীয়, (২৯) ন্যায়শাস্ত্র, (৩০) পঞ্চদশী, (৩১) পদ্মাবলী, (৩২) পদ্মপুরাণ, (৩৩) পাণিনি, (৩৪) বঙ্গদেশীয় বিপ্রকাব্য, (৩৫) বাসনা ভাষা, (৩৬) বিদ্যমাধব-নাটক, (৩৭) বিশ্বপ্রকাশ, (৩৮) বিষ্ণুধর্মোত্তর, (৩৯) বিষ্ণুপুরাণ, (৪০) বৃহদগোতমীয়তন্ত্র, (৪১) বৃহন্নারদীয় পুরাণ, (৪২) বৈষ্ণবতোষণী, (৪৩) ব্রহ্মসূত্র, (৪৪) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, (৪৫) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, (৪৬) ব্রহ্মসংহিতা, (৪৭) ভবতম্ভবিকা, (৪৮) ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ, (৪৯) ভাগবতসন্দর্ভ, (৫০) ভাবার্থ দীপিকা, (৫১) ভারবী, (৫২) মন্ত্রসংহিতা, (৫৩) মহাপ্রভুবাক্য, (৫৪) মহাভারত, (৫৫) মহোপনিষৎ, (৫৬) মুকুন্দমালা, (৫৭) যমুনাদীর্ঘাকৃত শ্লোক, (৫৮) যামলতন্ত্র, (৫৯) রঘুবংশ, (৬০) লঘুভাগবতামৃত, (৬১) ললিতমাধব নাটক, (৬২) শিক্ষাষ্টক-শ্লোক, (৬৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৬৪) শ্রীমদ্ভাগবত, (৬৫) শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠামি-বাক্য, (৬৬) শ্রীকৃষ্ণদামোদরের কড়চা, (৬৭) স্বন্দপুরাণ, (৬৮) স্তবমালা, (৬৯) স্তবাবলী, (৭০) স্তোত্ররত্ন, (৭১) সাবিত তন্ত্র, (৭২) সামুদ্রিকশাস্ত্র, (৭৩) সাহিত্যদর্পণ, (৭৪) সিদ্ধান্তকৌমুদী, (৭৫) হরিভক্তিবিলাস, (৭৬) হরিভক্তিস্বধোদয়।

এতদ্ব্যতীত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, ষড়দর্শনাদি গ্রন্থেরও অনেক স্থানের মর্ম কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, অবশ্য এ-সমস্ত গ্রন্থ হইতে কোনও প্রমাণবাক্য তন্ত্র-স্থলে উদ্ধৃত করা হয় নাই।

সংস্কৃত শ্লোকসমূহের প্রথম ও তৃতীয় চরণের বর্ণাবলম্বিক সূচী

(লীলা পরিচ্ছেদ। শ্লোক)

অ

অ

অ

অ

অংহ সংহরদখিলং ৩৩১০ ; অকামঃ সৰ্বকামো বা ২২২১৩ ; ২২৪২৮ , ২২৪১৭২ ; অকারণাঃ কৃষ্ণে যদি
৩১২৫ ; অকুরস্বভিবন্দনে কপিপতিঃ ২২২১৫৮ ; অক্লেশাং কমলভুবঃ ২২৪৩৬ ; অখিলরসামৃতমুদ্রিঃ ২৮৩৩ ;
অগজগদোকসামখিল ২১৫১৪ ; অগণাধনুচৈতন্য ৩২১ ; অগত্যেকগতিং নন্না ১৭১১ ; ২২১১ ; অগ্রে বীক্ষা
শিখণ্ডয়থণ্ডম্ ৩১২৪ ; অঘানাঃ লবিদ্রী ২৩৩ ; অঙ্গ চন্দনশীতলম্ ১৪৪৫ ; অঙ্গস্থচরমুদ্রয়ম্ ১৪৩২ ;
অঙ্গীকরকর্ন শৃটং চক্রে ২১৫১১ , অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ১১৭১০ , অচিন্তাদেব সর্কাথঃ ২২০৭ ; ২২৪৫৭ ;
অজনি চ যয়য়ং ২১২১৮ ; অজাতশত্রবঃ শাস্তাঃ ২২২৩৪ , অজানতা মহিমানং ২১২২৮ ; অজামিনোতপ্যাগাদাম
৩৩৫ ; ৩৩১১ ; অটতি যদভবানি ১৪২১ ; ২২১২১ ; অত আতান্তিকং ক্ষেমাং ২২২৩৭ ; অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ;
২১৭৬ ; অতুল্যমধুরপ্রেম ২২৩৩৫ ; অতুদগুং তাণ্ডব গৌরচন্দ্রঃ ২১১১ ; অতো হেতোরহেতৌশ ২৮২৮ ;
২১৪৪ ; অর সর্গো বিসর্গশ ১২১৫ ; অর্চনং বন্দনং দাস্যং ২২১৮ ; অর্চ্যামেব হরয়ে ২২২৩২ ; অথ পঞ্চগুণা
যে স্থাঃ ২২৩৩২ ; অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ ২২৩৩২ ; অথবা বহুতেনৈন ১২১৭ ; ২২০২৪ ; ২২০৬২ ;
অথাসক্তিস্ততো ভাবঃ ২২৩৬ ; অথোচান্তে গুণাঃ পঞ্চ ২২৩৩৪ ; অথোচয় ব্রহ্মস্থানাং ২২৫৩৫ অদর্শনীয়ানপি
নীচজাতীন ২১১১২ ; অদেষ্টা সর্কভূতানাং ২২৩৫০ , অদৈতঃ হরিণাদৈতঃ ১১১৩ ; ১৭৩ , অদৈতবীণাপথিকৈক-
পাশ্চাঃ ২১০৬ ; ২২৪৪২ ; অদৈতাণ্ডবাজুভঙ্গাঃ স্তান্ ১১২১ ; অধাগান্ধাদাথান্ ২২৪৩৫ , অনগমমতা বিষ্ণু
২২৩৪ ; অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ ২২৩৫৩ ; অনয়ারাধিতো নুনঃ ১৪১৪ ; ২৮২৫ ; অনর্পি তচরীঃ চিরাৎ ১১১৪ ;
১৩২ ; ৩১১৬ ; অনাথবন্ধো করুণৈকসিদ্ধো ২২৮ ; অনাদিরাপি গোবিন্দঃ ১২১৭ ; ২৮২২ ; ২২০১২ ;
২২১৮ , অনাকরুক্ষবে শৈলং ২১৮৪ ; অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ ২২৩৪২ ; অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ২২৩৫৬ ; অনিষ্টা-
শঙ্কিনী বহুহৃদয়ানি ৩১৮৩ ; অশ্রুত্যা কঠৈ জন্তুন্ ১৫১৭ ; অশ্রুগ্রহায় ভক্তানাং ১৪৪ ; অশ্রুদ্যাট্য দ্বারদ্রয়ং
৩১৭৫ ; অশ্রুদ্যমশ্রুতা তু ১২১৪ ; ১১৬৪ , অনেকত্র প্রকটতা ১১৩৪ ; অনেনাপি ন দত্তম্ ৩৬৬ ; অশ্রুক্ষণ
বহির্গোৱং ১৩১৪ ; অশ্রুক্ষেপকলঙ্কিতাঃ ৩১৩১ ; অশ্রুশ্বেবতয়োজ্জ্বলা ২১৪৬ ; অশ্রুগতঃ স্ববিবরণ ২১৭২ ;
২২৪১০ ; ২২৪৩৪ ; ২২৫৪৬ ; অশ্রুকাণ্ডিভিষপ্য ২২৩১২ ; ৩১২৭ ; অশ্রুভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো ২২৪২৩ ;
অশ্রুভূতৈষু বিলক্ষণ ২২০৩৩ ; অশ্রুয়মান ইহ বস্তুরবঃ ৩১৫৭ ; অশ্রু চ সংস্কৃতান্নানো ২২০২৬ ; অশ্রো বেদ
ন চাগ্রহুং ২২২ ; অপরিবলিতপূর্কঃ ১৪২০ ; ২৮৩৫ ; ২২০২৮ ; অপরিমিতা ক্রবাস্তুভূতো ২১২১৮ ;
অপরেয়মিতস্ত্য ১৭১৬ ; ২৬১২ ; ২২০১০ ; অপরে হতপাপানঃ ১৬৭ ; অপারং কস্তাপি ১৪৭ ; ১৪৪৭ ;
অপি বত মধুপুর্ণ্যাম ১৬২ ; অপি সস্তাবনা-প্রশ্ন ২২৪২০ ; অপোষণপত্ন্যপগতঃ ৩১৫৪৬ ; অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিদ্ধা
২১৫৬ ; অপ্রাণশ্বেব দেহস্ত ২১২৭ ; অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থান্ ২২৪৬৫ ; অবজানন্তি মাং মৃতাঃ ২২৫৭ ; অবতারা-
বলীবীজং ২২৩৩৪ ; অবতারাঙ্গসংখ্যো ২২০৩০ ; অবরুহ গিরেঃ কৃষ্ণে ২১৮৪ ; অবচিন্ত্যমহাশক্তিঃ ২২৩৩৪ ;
অবিজ্ঞা কৰ্মসংজ্ঞাগ্রা ১৭৭ ; ২৬১০ ; ২৮৩৬ ; ২২০২ ; ২২৪৮৮ ; অভয়ং সর্কদা তস্মৈ ২২২১২ ; অভয়াদিগ্ন
বৃথা ১৪১৭ ; অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাং ৩১২০ ; অমানিনা মানদেন ১১৭৪ ; ৩৬৩ ; ৩২০৫ ; অমৃতা-
ধ্যানি দিনান্তরাণি ২২৮ ; অমৃতং শাপ্তং নিত্যং ২২১১৪ ; অমৃতমধুনি জাতং ১১৬৬ ; অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবর
৩১৪০ ; অয়ং নেতা সুরম্যাস্তঃ ২২৩২৪ ; অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ ৩৩৭ ; অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য ১৪২০ ; ২৮৩৫

২২০২৮; অগ্নি দীনদয়ার্জনাথ ২৪১২; ৩৮১২; অগ্নি নন্দতমুজ্জ কিস্করং ৩২০১৭; অরণ্যজপরিজিয়াদ ৩১৪০; অশ্বখবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ ২২৪৮ অশ্বমেধং গবালম্ভং ১১৭১৭; অসমানোদ্ধরপত্নী ২২৩৩৬; অসর্বব্যাজকঃ পূর্বতরঃ ২২০৬৫; অশ্ববমঙ্গ ভগবান্ ১৮১৩; অস্পন্দনং গতিমতাং ২২৪১৬; অস্মাভির্গদমুষ্ঠেয়ং ২১৫১৭; অশ্বিন্ সম্পৃটিতে ৩১৩১; অশ্বিন্ স্ত্রুথঘনমুষ্ঠৌ ২২৪৩২; অহং তরিষ্যামি ছুরন্তপারং ২৩২২; অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যা ২৮১৭; ২২২২; ২২২৪৪; অহং সর্বশ্চ প্রভবো ২২৪৬৮; অহমিহ নন্দং বন্দে ২১২৮৮; অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ ১৩১৫; অহমেবাসমেবাগ্রে ১১২২৩; ২২৪২৩; ২২৫২০; অহহ চট্টলৈকং সর্পিভি ৩১৫৩; অহেরিব গতিঃ প্রেয়ঃ ২৮২৮; ২১৪৪; অহৈতুক্যাবহিতা ১৪৩৫; ২১২২৩; অহো এষাং বরং জন্ম ১২১৫; অহো ধনোহসি দেবর্ষে ২২৪৮৪; অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং ২২২৪৬; অহো বত স্বপচোহতো ২১১১৪; ২১২১৫; ৩১৬৪; অহো বিধাত স্তব ৩১২৩; অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনাং ৩৮১৩; অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং ২৬২২; অহো মহাত্মন্ বজ্রদোষজুষ্টো ২২৪৩৮, অক্ষত্বতাং ফলমিদং ১৪১২৩; অক্লোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং ২২০১৫।

অ

অ

অ

অ

আকর্ণা বেণুরণিতং ২১৭২, আকারাদপি ভেতব্যং ২১১৩; আকুষ্টিঃ কৃতচেতসাঃ ২১৫২; আচাধ্যাং মাং বিজানীয়াং ১১১৮; আচার্যো যজ্ঞনন্দনঃ ৩৬৪, আজ্ঞায়ৈবং শুণান্ দোহান্ ২৮৬; ২২২১; আততত্বাচ্চ মাতৃহৃদ ২২৪২৪; আত্মনিষ্কপকার্ণণো ২২২৪৭; আত্মা দেহমনোব্রহ্ম ২২৪৩; আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াং ৩৬৭; আত্মানঞ্চ তদালোকং ২১৮১; আত্মবাস্তুমিদং সর্বং ২২৫১৭; আত্মারামগণাকর্নৌ ২২৩৩৪; আত্মারামতয়া মে ২২৪৩২; আত্মারামশ্চ তন্ত্ৰেমা ১৬১৩; আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ২৬১৫; ২১৭৮; ২২৪২; ২২৪৭৩; ২২৫৪৭; আত্মারামেতি পত্ন্যর্ক ২২৪১; আত্মেচ্ছাহুগতাবায়া ২২৫২৮, আদরঃ পরিচর্য্যায়াং ২১১৫; আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ ২২৩৫; আত্মোত্তরতারঃ পুরুষঃ ১৫১২; ২২০৩৫; আধত বীৰ্য্যং সাস্ত ২২০৩৭; আনন্দচিন্ময়রস ১৪১২, ২৮৩২; আনন্দাশ্রুধিবর্দ্ধনং ৩২০৩; আনুকূল্যশ্চ সঙ্গ ২২২৪৭; আপামরং যো বিততার ২২৩১; আপায়য়তি গোবিন্দ ২২৪৮০, আবির্ভূতস্তস্মৈ পাদারবিন্দে ২৬২১, আবিষ্করোতি পিতৃনৈষপি ৩১১২; আবির্ভূতসি বৈষ্ণবীম্ ২১৭৮; ২২১৪; আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোবশ্ম ২১৫৮; ২২৫১৫; আরজ্যপ্রসনাং কিলধরপুটে ১৪৪৬; আরাদনানাং সর্বেষাং ২১১৭, আকরক্ক্ষ্মো'নৈর্যোগ' ২২৪৫৩; আকরক্ক্ষ্মেণ পরং পদং ২২২১০; ২২৪৪০; ২২৪৪৭, ২২৫৩; আকর্য যে ভ্রমভূজান্ ২২৪৬০, আন্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী ২২৪২২; আলিঙ্গিত্ব পরিষায়তদোভ্যাং ২২৪২৪; আশাবন্ধঃ সগুংকর্ষা ২২৩৮; আলিঙ্গা বা পাদরতাং ৩২০১০; আসক্তিস্তদুপাখ্যানো ২২৩২; আসন্ বর্ণাশ্রয়োহস্ত ১৩৬; ২৬৩, ২২০৪৮, আসামহো চরণরেণু ৩৭১২; আস্বাত্মানাদয়ন্ ভক্তান্ ৩১৬১, আশ্চ তে নগ্নিনানাভ ২১৮; ২১৩৭, আক্ষিপ্তঃ কালসামোন ৩১১৭।

ই

ই

ই

ই

ইতরগাবিশ্মাপণং নৃণাং ৩১৬২; ইতস্তত্ত্বাত্মমতস্য রাধিকাং ২৮২৭; ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং ৩১৪৫; ইতি দ্বাপর উর্কীশ ১৩২, ইতি পুংসর্পিতা বিষ্ণৌ ২২১২; ইতি ক্রবাণং বিহুয়ং ৩১২৪; ইতি মন্তা ভজন্তে মাং ২২৪৬৮; ইতি রামপদেনাসৌ ২২৩; ইতীদৃক্ স্বনীলাভিরানন্দ ২১২৩২; ইতো নৃসিংহঃ পরতো ৩১৬৬; ইথাং সত্যং ব্রহ্মস্বাহুভূত্যা ২৮১৪; ৩৭৬; ইত্যসাধারণং প্রোক্তং ২২৩৩৭; ইত্যস্তা হৃদয়ং লোকে ২২০১৬; ইত্যাদয়োহুভাবাঃ স্নাঃ ২২৩২; ইত্যুক্তবাদয়োহপ্যেতন্ম ১৪২৫; ২৮৪৬; ইন্দ্রারিবাকুলং লোকং ১২১৩; ১৫১১; ২২১২; ২২০২০; ২২৫২২; ইয়ং সখি স্তূত্বসাধা ৩১২২; ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ ২২২৬৬; ইষ্টোহসি দৃঢ়মতি ২২২২৩।

ঈ

ঈ

ঈ

ঈ

ঈশশ্য যল্লিভিহীন ১১২১০ ; ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ ১১২১৭ ; ২১৮২২ ; ২১২০১২ ; ২১২১৮ ; ঈশ্বরে তদধীনেষু ২১২২৩১ ।

উ

উ

উ

উ

উক্তাখানামপ্রয়োগঃ ২১২৪১৫০ ; ২১২৪৮৫ ; উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি ৩৩২ ; উগ্রোহপ্যাহুগ্র এবায়াং ২১৮২ ; উচ্চৈরনিন্দদানন্দম্ ১৪১৩৩ ; উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসাঃ ২১৫১৫ ; উল্লুং যদুপ্ৰসঙ্গমায় ২১২৪৩৬ ; উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ১৩৩৩ ; উৎসৃজ্যেতানথ যদুপতে ২১২২৩ ; উদরমুপাসতে য ২১২৪১৫৫ ; ২১২৪১৭২ ; উদগীর্ণাঙ্কুতমাধুরীপরিমল ২১২০২৭ ; উদঘূর্ণা চিরজল্লাতা ৩১৪১২ ; উদ্বাপ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ২১২৩১৮ ; উপগীয়মানমাহাশ্রয় ২১২৩৩১ ; ৩১৭৮ ; উপাশ্রয় প্রার্থয়মখিল ১৩১১১ ; উপেতা পথি সুন্দরীততিভিঃ ১৪১৩১ ; উবাহ কৃষ্ণে ভগবান্ ২১২৩৩৩ ; উরুক্রম এব ভক্তিমিব ২১২৪৮৭ ; উরো গুণাহারঃ প্রিয়মপি ৩৬৮ ; উরোহস্বরতটশ্চ চাভরণ ৩১৫৫৪ , উল্লজ্জিতগ্রিবিধনীম ১৩১১৭ ; ৩৩৮৮ ।

উ

উ

উ

উ

উল্লঙ্ঘ্যাবধূতেন্দোঃ ১১১১২ ।

ঋ

ঋ

ঋ

ঋ

ঋতেহর্গঃ যৎ প্রতীয়েত ১১১২৪ ; ২১২৫২১ , ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা ২১২২২০ ।

এ

এ

এ

এ

একদেশস্থিতস্থানে ২১২০৮ ; একম্ব মহতঃ শ্রেষ্টি ১৫১১০ ; একম্ব শ্রুতমেব ৩১২২১ ; একাবৃত্তা তু কৃষ্ণা ২১২৬ , একোহথ বাপ্যচ্যুত ২১২২২২ ; এতদীশনমীশশ্য ১১২১১ ; ১৫১১৪ ; এতশ্চ মোহনাথশ্চ ৩১৪১২ ; এতাং স আশ্রয় পরাশ্রয়নিষ্ঠা ২৩২ ; এতাদৃশী তব কৃপা ৩১২০৪ ; এতাবজ্জন্মসাক্ষ্যং ১১৩৩ ; এতাবদেব জিজ্ঞাস্তাং ১১২২৬ ; ২১২৫২২ ; এতে চাংশঃ কলাঃ পুংসঃ ১১২১৩ ; ১৫১১১ ; ২১২১২ ; ২১২০২০ ; ২১২৫১২ ; এতে নহুদ্যুতা ব্যাধ ২১২২৬৫ ; ২১২৪৮৩ ; এতেহলিনস্তব যশ ২১২৪৩১ ; এতৌ হি বিশ্বশ্চ বীজযোনী ২১২০৩৩ ; এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা ২১২৩৩৮ ; এবং মদর্থোজ্জ্বলিতলোকবেদ ১৪১২৭ ; এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা ১১৭১৪ ; ২১২২০ ; ২১২৩২০ ; ২১২৫৩৪ ; ৩৩২২ ; এবং শশাঙ্কান্তবিরাজিতা নিশা ২১৪৩৩ ; এবং হরৌ ভগবতি ২১২৪৫২ ; এবংমুক্তঃ প্রিয়ামাহ ২১২৩৩৪ ; এবং স্নিগ্ধমনদ্যুতি র্ননসি মে ৩১২২১ ।

ও

ও

ও

ও

ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ ১১৩৩৩ ।

ঔ

ঔ

ঔ

ঔ

ঔৎকর্থাবাপ্পকলয়া ২১২৪৫২ ; ঔৎস্ক্যাবলিভির্কলিং চটুলয়ন্ ৩১৩৩২ ।

ক

ক

ক

ক

কং প্রতি কথয়িতুমীশে ২১২২২ , কংসারাতীবীজনে যেন ১৪১৩২ , কংসারিরপি সংসারবাসনা ১৪১৪২ ; ২১৮২৬ ; কঃ পণ্ডিতসুন্দরঃ শরণং ২১২২৪৫ ; কই অব রহিঅং পেঙ্গং ২১২৫ ; কচ্চিস্তুলসী কল্যাণি ৩১৫১৪ ; কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ ১১৪১১ ; কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং ১১০১১ ; কথা গানং নাট্যং গমনং ২১৪১১৪ ; কদাহং যদুনাতীরে ২১২৩১৮ ; কদাহমৈকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ ২১১১২ ; ২১৮১৩ ; করুণানিকুরস্কোমলে ২১২১১১ ; করৌ হরেশ্চন্দ্রিমাঙ্কনাদিমু ২১২২৫২ ; কর্ণানন্দিকলধনির্বহু ১১২২ ; কর্ণণা মনসা বাচা ১১২৪ ; কর্ণণ্যস্মিন্নাথালে

২১২৪৮০; কক্ষভিজ্রামাণান ১৩৬; কক্ষাণি নির্দ্ধতি কিন্তু চ ২১৫১০; কৰ্ধন বেণুস্বৈনগোপীঃ ১১১১৭; ২১১৫; ৩১১৫; কলাবতীর্গাববনেৰ্ভাস্থান ২৮৩৩; কলাবপ্যতিগৃঢ়েয় ২১২১১; কলিং সভাজয়ন্তাৰ্থা ২১২০৫৭; কলেদোবনিধে ২১২০৫৪; কলৌ নষ্টদৃশ্যমেব ২১২৪১২; কলৌ নাষ্টোব ১৭১৩; ১১৭১৩; ২১৩১২; কলৌ যং বিধাঃসঃ ১৩১১১; কলৌ সর্কীর্জনাত্তেঃ স্ম ১৩১১৪; কস্তান্ত্রভাবোহস্ত ন দেব ২৮৩৪; ২১২৭; ২১২৪১৫; কস্যান্ত্রা বত গুরোর্বিস্বমা ৩১৩৭; কস্যাদ্ বন্দে প্রিয়সখি ১৪১৮; কা কৃষ্ণ প্রণয়জনিভুঃ ২৮৪০; কাচং বিচিরন্নিব ২১২১৫; ২১২৪৮২; কাস্ত্রাঙ্গসঙ্গকুচকুম ৩১৫৬; কাস্ত্রায়াঃ কিলকিঙ্কিতাকিত ২১৪১৭; কামঞ্চ দাস্তে ন তু কামকাম্যতয়া ২১২১৬১; কামাদিনাং কতি ন ২১২১৩; কালবৃত্তা তু মায়ায় ২১২০৮; কালান্তঃ ভক্তিযোগঃ নিজঃ ২১৩২১; কালেন যৈরী বিমিতা ২১২১৩; কালেন বৃন্দাবনকলিবর্জা ২১২১১১; ২১২৪১৫; কাস্ত্রাঙ্গ তে কলপদাম্যত ২১২৪১৬; ৩১৭১২; কিং কাবোন কবেস্ত ৩১৫৫; কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ ৩৭১২; কিং বা পামরকাম- কাম্মুক ৩১২৮; কিং বিধস্তে কিমাচষ্টে ২১২০১৬, কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা ৩৪৬; কিন্তু প্রোত্মিখিলপরমানন্দ ২১৩৫; কিমর্থময়মাগচ্ছতি ৩৬৬; কিমিচ্ছিন্ কস্ত বাহেতো ৩৬৭; কিমিহ ক্রণমঃ ১১৭১৪; কিরাতঃপাঞ্জ- পুন্নিদপুন্নিদা ২১২৪৬৪; ২১২৪৭৮; কীর্তনাদেব কৃষ্ণ ২১২০৫৪, কীর্তমানং যশো যস্ত ২১২৪১০; কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ ১৪১২১; ২১২১২১; কুতঃ পুনঃ শব্দভদ্রং ২১২১৪; কুমনাঃ স্মনস্বং হি ১১৫১১; কুরঙ্গমদজিৎ বপু ৩১২৬; কুবরী মিলপসি জঃ ২১২০২১; কুর্কস্তি চৈয়াং মুহ ২৬৬; কুর্কস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিঃ ২৬১৫; ২১৭৮; ২১২৪২; ২১২৪৭৩, ২১২৪৭৭, কুলবরতন্তু ধর্মগ্রাববৃন্দানি ৩১৪২; কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ ২১২২৭, কৃতান্ত্রতাপঃ স কলিন্দ- নন্দিনী ২৮২৭, কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিঃ ৩১৩৩; কৃত্য যত্র চিকিৎসাপি ৩১২২; কৃতিসাধা ভবেৎ সাধা ২১২১৫০, কৃতে যদ্ব্যয়তো বিষ্ণুঃ ২১২০৫৫; কৃতে শুক্ল শতুর্কাহ ২১২০৪২; কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ ৩২০৭; কৃপান্ত্রৈর্ঘ স্তৃগুহাঙ্গকৃপাদ্ ৩৬১; কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব ২১২১১১; ২১২৪১৫; কৃপারিণা বিমুচ্যাতান্ ২১২১; কৃপাস্থদাসরিদ্ যস্ত ১১৬১, কৃষিভূবাচকঃ শকো ২১২৪, কৃষ্ণ মর্তমুপাশ্রিতা ৩৫২; কৃষ্ণ স্মরন্ জনক্যস্ত ১১২১৭০, কৃষ্ণ স্মরং সমভবৎ ১৫১২১; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ২৭১৩; কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ২৭১৩, ২১২২; কৃষ্ণান্মো দ্গিরিতি ৩৭১৩; কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা ২১২৪৪৩, কৃষ্ণবর্ণং ত্রিধাকৃষ্ণ ১৩১০, ২৬৪, ২১১১১০; ২১২০৫৩; ১২০১২; কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্থা ৩১৩১, কৃষ্ণবিচ্ছেদবিন্ধ্যা ৩১৪১, কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ২৮১১; কৃষ্ণমেনমবৈহি স্ম ২১২০২৩, কৃষ্ণস্বরূপমাদুর্গো ২১২০৬, কৃষ্ণ পূর্ণতমতা ২১২০৬৬, কৃষ্ণাজিনোপবিতাঙ্কান্ ১২০৪২, কৃষ্ণাদয়ঃ কোবা ১৩৫; ৩৭১৩; কৃষ্ণাদিভি বিভাবাণ্ডে ২১২৪৭৭, কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে ২১২০৩; কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ২১২৪১২; কৃষ্ণেংকীর্তনগাননর্ভন ১২১২; কৃষ্ণেংহো যদ্রসমুত্তো ৩১৬, কেচিৎ স্বদেহান্ত ১২৪৫১, কেয় বা কৃত আয়াতা ১৫১১২, কেশবীং স্বপোতানা ২৮২, কেশাগ্রশতভাগস্ত ২১২১৫; কে। বস্তি ভূমন্ ২১২১২; কেচিৎ কৃষ্ণবৃন্তি ৩১৫১৩, কেচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তঃ ১৫১৮; কেচিদপি স কথ্যঃ ১৬২, চিক্করাশালী ৩১৩৫, কেচিদ্ ভৃঙ্গীগীতং ৩১৩৫, কেচিমিশ্রাবাসে ব্রজপতি ৩১৪৫; ক নন্দকুলচন্দমাঃ ৩১২২, কে কাশ্চঃ কৃষ্ণ ৩১৬৮, ক রাসরসভাঙলী ৩১২২, কাহং তমোমহদহম্ ১৫২, কাহং দবিদ্রঃ পাপীয়ান্ ১১৭১৬, ১৭৪, কাহো কথং বা কতি বা ২১২১২; কেদগ্ বিধাবিগণিতাণ্ড ১৫২; ক্রমঃ শকৌ পরিপাট্য ২১২৪৭, ক্রয়েত ভগবত্যাঙ্কা ২১২১২, ক্রীড়াকন্দুকতাঃ যেন ২১৮৬।

খ

খ

খ

খ

খ ইব রজাংসি বাস্তি ২১২১৫।

গ

গ

গ

গ

গচ্ছন বৃন্দাবনং গৌরঃ ২১৭১১; গতিবিদন্তবোধগীতমোহিতাঃ ২১২০৫; ৩৭১০; গতিস্থানাসনাদীনাঃ ১৪৮; গন্ধর্ষপালিভিরহৃত ৩১৮২; গর্ভাভিলাষকৃদিত ২১৪৫; গা গোপকৈরহুবনঃ ২১২৪৭৬,

গায়ত্রীভাষ্যরূপহর্সো ২২৫১৩৫ ; গায়ন্ গুণান্ দশশতানন ২২১১৪ ; গায়ন্তা উচ্চৈরম্মেব ২২৫১২৬ ; গিরিধর-
চরণান্তোজ্ঞ—উপসং ৩ ; গুণান্বনস্তেহপি গুণান্ ২২১১৩ ; গুণানিসম্পৎ কবিতা ২১৭১১৩ ; গুরুর্পিণ্ড-গুরুমেহা
২২৩৪৩ ; গৃঢ়গ্রহা কচিরয়া ৩১১১৮ ; গৃহান্তঃ খেলন্তো ৩১১৩০ ; গৃহীতকাপালিক-ধর্মকো ৩১৪১৩ ; গৃহীতচেতা রাজধে
২২৪১১১ ; ২২৫১৪৫ ; গৃহেষু ষাষ্টসাহস্রম্ ১১১৩২ ; ২২০১২৫ ; গোকুল প্রেমবসতি ২২৩৪২ ; গোপতিতনয়াকুলে
২১২১২ ; গোপাল-গোবিন্দ ২২৫১১০ ; গোপাঃ কিমাচরদয়ং ৩১৬১১১ ; গোপাশ্চ কৃষ্ণমূলভা ১৪১২২ ; গোপান্তপঃ
কিমচরন্ ১৪১২৪ ; ২২১১২ ; গোপিকালুথলে দ্বায়া ২১২১৩২ ; গোপীনাং পশুপেন্দ্র ১১৭১৮ ; ২২১১৪ ; গোবিন্দ-
প্রেক্ষণাক্ষেপি ১৪১৩৩ ; গোবিন্দাখ্যং হরিতম্মিতঃ ১৫১২৩ ; গোলোক এব নিবসত্যখিল ১৪১১২ ; ২১৮৩২ ;
নিজধাম্নি ২২১১২ ; গোড়ারাম্ গৌরমেঘঃ ২১৬১১ ; গোড়েন্দ্রস্ত সভাবিভূষণমনি ২২৪১৩ ; গোড়োদয়ে পুষ্পবন্তো
গোলোকনাম্নি ১১১২ , ২১১২ ; গৌরঃ পশুপ্তাস্ববৃন্দৈঃ ২১৪১১ ; গৌরস্ত কৃষ্ণবিচ্ছেদ ২২১১ ; গৌরাঙ্কিরেতৈরমুনা
২১৮১ ; গৌরেণ হরিণা প্রেম ৩১৫১১ , গ্রন্থোদধেন্থ সন্দর্ভে ২২৪১৫ ; গ্রন্থোদধেন্দ্রাদিশাহস্রঃ ২২৫১৩৬ ।

ষ

ষ

ষ

ষ

জ্ঞানক তৎপাদসরোজসৌরভে ২২২১৬০ ।

চ

চ

চ

চ

চন্দ্রারো জজিরে বর্ণা ২২২১৮ , ২২২১৫২ , ২২৪১৪৮ , চন্দ্রারো বাসুদেবাত্মা ২২০১২২ , চতুর্বিধা ভজন্তে
মাং ২২৪১২২ ; চতুর্ভুজং কঙ্করথাক্ষশঙ্খ ২২৪১৫১ ; চরিতমমৃতমেতৎ—উপসং ১১ , চলন্তারং স্ফারং ২১৪১২ , চক্ন্ত যঃ
স্বরহসা ২২৪১৬ , চাঞ্চাচয়ে সমাহারে ২২৪১১২ , চাকসৌভাগারেখাঢ্যা ২২৩৪০ ; চিত্রং বৈতদেদেকেন
১১১৩২ ; ২২০১২৫ ; চিত্রায় স্বয়মম্বরগয়দিহ ২১৮১৩৩ , চিদানন্দভানোঃ ২১৩৩ , চিন্তাত্রজাগরোদ্বৈগো ৩১৪১৪ ;
চিন্তামণির্জয়তি ১১১২৭ ; চিন্তামণিপ্রকরসদ্বাহ ১৫১৪ , চিন্তামণি শ্চরণভূষণ ২১৪১৫ , চিন্তাতাং চিন্তাতাং ৩১২১১ ;
চিরমখিলস্বক্কোর ৩১৪১৭ ; চিরাদদক্ন্ত নিজগুপ্তবিক্তঃ ২২৩১১ চৌরাণি কিং পথি ২২৩৫৮ , চূতপিয়ালপনশাসন
৩১৫১৩ , চেতঃকেলিকুতুহলো ২২০১২৭ , চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী ৩১১১১ , ৩১১১৪ , চেতোদর্পণমাজ্জনং ৩২০১৩ ;
চৈতন্যচরণান্তোজ ৩৭১১ , চৈতন্যার্ণিতমম্বৈতৎ ২২৫১৪২ , উপসং ১২ , চৈতন্যখ্যং প্রকটমধুনা ১১১৫ , ১৪১৮ ,
চৈতন্য মার্ণয়িতুমুত্ত ১১৬১১১ ।

জ

জ

জ

জ

জই হোই কস্ম বিবহ ২২১৫ , জগন্মো জহারাযাং ২২৪১১ , জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় ২১৩১২ , জগদ্ধিতায় সোহ-
পাত্র ২২০১২৩ ; জগমোহন পরিমুণ্ডা ৩১০১৩ ; জগৃহে পৌরুষং রূপং ১৫১১৩ , ২২০১৩৪ ; জজ্ঞাধন্তসঙ্গি ৩১৪১১ ,
জন্মাগস্ত যতোহম্বদ্যাদ্ ২১৮১৫১ ; ২২০১৫২ , ২২৫১৩২ , জয় জয় জহাজামজিত ২১৫১৪ , জয়তাং স্বয়তো পক্ষো
১১১১৫ , ২১১৩ ; ৩১১৩ ; জয়তি জননিবাসো ২১৩১৪ ; জয়তি জয়তি কৃষ্ণো ২১৩১৩ , জয়তি জয়তি দেবো ; ২১৩১৩ ;
জয়তি জয়তি পৃথ্বী ২১৩১৩ , জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ ২১৩১৩ ; জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ২২১১১১ ; জহৌ যুবেব
মলবৎ ২২৩১২ ; ৩১৬২ ; জানন্ত এব জানন্ত ২২১১৬ ; ২২১১৬ ; জানন্তি গোপিকা পার্থ ১৪১৩২ ; জানাতি তত্ত্বং
ভগবন্ ২১৬২ , ২১১১১১ ; জিহ্বাকলং ত্রাদৃশকীর্তনং ২২০১৫ ; জীবঃ স্মৃষ্ণরূপোহয়ং ২১২১১৫ ; জীবনীভূতগোবিন্দ
২২৩৪৫ ; জীবমুক্তা অপি পুনঃ ২২৫১১১ ; জীবভূতাং মহাবাহো ১৭১৬ , ২১৬১২ , ২২০১১০ ; জীবেষেতে
বসন্তোহপি ২২৩১১ , জীয়াং কৈশোরচৈতন্যঃ ১১৬১২ ; জৈক্শ কেশে দৃশি ২১৮১০ ; জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে ১১২১১ ;
২২৫১১৮ ; জ্ঞানতঃ স্থলভা মুক্তিঃ ১১৮১২ ; জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ৩৪১৮ ; জ্ঞানশক্তাদিকলয়া ২২০১৬০ ; জ্ঞানিনাঞ্চাত্ম-
ভূতানাং ২১৮১২ ; ২২১১১ ; ২২৪১২৬ ; ৩৭১৪ ; জ্ঞানে প্রয়াসমুদ্যান্ত ২১৮১২ ।

ত

ত

ত

ত

তং স্মৃতিঃ প্রতিতরুণতং ১৪১৮ ; তং নির্ঝাজং ভজ ৩৩৪ ; তং মদ্যাজমব্যক্তং ২১২৩২ ; তং বন্দে
 ক্ষেচতন্তং ৩৮১ ; তং বন্দে গৌরজলদং ২১০১ ; তং মোপযাতং প্রতিযন্ত ২২৩১০ ; তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্তদেবং
 ১২১ ; তং সনাতনমুপাগতং ২২৪২৪ ; ত আবেশা নিগন্তে ২২০৬০ ; তচ্চেদেহদ্রবণ ৩৩৩ ; তচ্ছোষণাদাম্বপবর্গ
 ১১২২, ২২২৩৮ ; ২২৩৭ ; তত উদগাদনস্ত ২২৪৫৫ ; ২২৪৭২ ; ততো গদ্বা বনোদেহং ২১২৩৪ ; ততো
 সঙ্গমুৎসজ্য ১১২৮ ; ততোহনর্থনিবৃদ্ধিঃ শ্রাৎ ২২৩৫ ; তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম ২২০৩২ ; তৎ কিং করোমি ২২২ ;
 ২৩১৫ ; তন্ত্বকথারতশাসো ২২২৭০ ; তন্ত্বদেবাবগচ্ছ স্বং ২২০৬১ ; তন্ত্বদভাবাদিমধুর্যো ২২২৬৮ ; তন্ত্বং
 নাতনায়েশ ২২০৬ ; তৎপাদাঙ্ঘ্রসর্কস্বৈঃ ২২৩৪৮ ; তৎপ্রকাশাংচ তচ্ছক্কাীঃ ১১১ ; তৎস্থানমাশ্রিতস্তম্বা
 ২২২৪৮ ; তন্ত্বেহুৎকম্পাং ২৬২২ ; ৩২২ ; তত্র লৌলামপি ২৮১১ ; তত্রাতিস্তত্তে তাভিঃ ২৮২৩ ; তত্রাপি
 গোপিকাঃ পার্থ ১৪৪১ ; তত্রাস্মাভিচ্চটুল ২১২ ; তথাপি তে দেব ২৬২ ; ২১১১১ ; তথাপাস্তঃখেলন ২১৭ ;
 ৩১৮ ; ৩১১৩ ; তথা মদবিষয়া ভক্তি ২২৪১৮ ; তথা যুক্তপদার্থেষু ২২৪২০ ; তথৈব তদ্বিজ্ঞান ১১২২ ;
 ২২৫১২ ; তদপি ভজসি ৩১৩৮ তদমলপাদপদ্মে—উপসং। ১ ; তদঙ্গসারং হৃদয়ং ১৮৪ ; তদায়তন্ত্বে প্রতিপত্ত
 ২৪২ ; ২২২৪২ ; তদ্বিমতিবহুশ্রং ২২৫৪২ ; তদীয়েশিতজ্জেষু ভক্তে ২১২৩২ ; তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত ২১১৩ ;
 তদ্বক্ষ্যেহচিৎকলি ১৪১৬ ; ২৮৪২ ; তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল ২২৫৬ ; ২৫৭ ; তদ্বিছাদান্মনো মায়াং ১১২৪ ;
 ২২৫২১ ; তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণায়ৈকাত্যং ১৫৫ ; তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনস্তম্ ১২৫ ; ২২০২২ ; তদ্বাবলিপ্স্থনা কার্য্যা ২২২৬২ ;
 তদ্রসায়ততপ্তস্ত ২২৫৩৮ ; তদ্ব্যয়ী যা ভবেদভক্তিঃ ২২২৬৬ ; তদ্ব্যয়গাতো বুধ ২২০১১ ; ২২৪৪৪ ; ২২৫৩২ ;
 তদ্বিষ্ণু দূর্ঘটা বুদ্ধে ২১২৩৬ ; তদ্ব্যয়ংসকোচাৎ কন্ঠ ৩১৭৫ ; তপশ্চরন্তীমাজ্জায় ১৬১২ ; তপস্বিনো দানপর
 ২২২৫ ; তব কথামৃতং ২১৪২ ; তব মধুরস্বরকণ্ঠী ২২৩১৬ ; তবাস্মীতি বদন্ বাচা ২২২৪৮ ; তমালশ্রামলম্বি
 ৩৭১৩ ; তমালস্ত স্বন্ধে ৩১২৫ ; তমিমমহমজ্জং ১২৮ ; তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ ১১৫৩ ; তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে
 ১৪১১ ; ২৮৩৮ ; তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম ২২৪ ; তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জলবিমলঃ ৩১৩৬ ; তরগিরিব তিমিরজলধিঃ
 ৩৩১০ ; তরেন্নাম্যতগ্রাহ ১২১ ; তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো ২১৭১১ ; ২২৫২ ; তল্লাভাতে দুঃখবদন্তঃ ২২৪৫৬ ;
 তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ ১১৩১ ; তস্মাৎ পরতরং দেবি ২১১৭ ; তস্মাদ্ভারত সর্কাত্মা ২২২৫১ ; তস্মাদ্ভক্তিয়ুক্তস্ত
 ২২২৬৪ ; তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং ২১২২ ; ২২০৩ ; ৩১৬২ ; তস্মৈ নমো ভগবতে ২২৫৬ ; ৩৫৭ ; তস্ত
 গ্রীথপদঃ কিংবা ২৮১২ ; তস্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ১১১২ ; তস্ত হরেঃ পদকমলং ২১২১৪ ; ৩১৫৬ ; তস্তাবতার এবায়ং
 ১১১২ ; ১৬২ ; তস্তাবিন্দনয়নস্ত পদাবিন্দ ২১৭২ ; ২২৪১০ ; ২২৪৩৪ ; ২২৫৪৬ ; তস্তাঃ পারে পরব্যোম
 ২২১১৪ ; তস্তাঃ স্তূতঃখভয়শোক ২১২৩০ ; তস্তাব হেতোঃ প্রযতেত ২২৪৫৬ ; তহ তহ কৃষ্ণসি ৩১২৩ ; তাং
 জহার দশগ্রীবঃ ২২১৬ ; তাংশ্চাক্লতার্থান্ বিয়ুন্ম্বা ৩১২৩ ; তাংকালিকস্ত বৈশিষ্ট্যং ২১৪৮ ; তানহং দ্বিষতঃ
 ক্রবান্ ২২৫৮ ; তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্কীত ২২২৩ ; ২২২২৫ ; তাবন্তুক্তিস্থতস্তাত্র ২১২২৬ ; তাভিযুতঃ শ্রমমপোহিতুং
 ৩১৮২ ; তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ ১৪৩০ ; তাসামাবিরভুচ্ছোরিঃ ১৫২২ ; ২৮১৮ ; ২৮৩০ ; তাসাং তৎসৌভগমদং
 ৩১৫১১ ; তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ ২২২৩৪ ; তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষণে ২১২৩৭ ; তীব্রেন ভক্তিয়োগেন ২২২১৩ ;
 ২২৪২৮ ; ২২৪৭২ ; তীর্থাঙ্কুরস্তি তীর্থানি ১১৩১ ; ২১০২ ; ২২০২ ; তুণ্ডে তাণ্ডবিনী ৩১১১ ; ৩১১৪ ;
 তুল্যাম লবেনাপি ২২২২২ ; তুলসীদলমাত্রেন ১৩১২ ; তুলানিন্দান্ততির্মোনী ২২৩৫৬ ; তৃণাদপি স্ননীচেন ১১৭৪ ;
 ৩৬৩ ; ৩২০৫ ; তৃতীয়ং সর্কভূতন্ত্বে ১৫১০ ; ২২০৩১ ; তেজোবান্ধুদাং যথা ২৮৫১ ; ২২০৫২ ; ২২৫৩২ ;
 তে তে প্রভাবনিচয়া ২২১১২ ; তে দ্বন্দ্বরামতিবরন্তি ২৬১৮ ; তেন তাক্তেন ভূকীথা ২২৫১৭ ; তেনাটবীমটসি
 ১৪২৬ ; ২৮৪৭ ; ২১৮৭ ; ৩৭২ ; তেপু স্তপস্তে জুহুঃ ২১১১৪ ; ২১২৫ ; ৩১৬৪ ; তে বৈ বিদন্ত্যতিবরন্তি
 ২২৪৬২ ; তেবামসৌ ক্লেশল ২২২৬ ; ২২৪৪৬ ; ২২৫২ ; তেবাং সততযুক্তানাং ১১২০ ; ২২৪৫২ ; ২২৪৭০ ;

হেমাশাস্ত্রেয় মন্ড্রে ২২২৪১, তৈ স্ট্রবতুল্যাতিশয়ে ২২০৫৮, অং পাসি নস্ত্রভুবনঞ্চ ২২০৪০; অং ভক্তি-
যোগপরিভাবিত ১৩২০; অচ্ছবঃ ত্রিভুবনানুভূতং ২২২০; ২২৩১৫; অংসাক্ষাৎকরণানুদ ১৭৭৫; ২২৪২;
৩৩১৩; অয়পি লক্ষ্য ২১১১৩, অয়োপযুক্তসংগন্ধ ২১৫৫; অং নীলরূপচরিতৈঃ ১৩১৬; অয়্যোচোপনিষত্তিষ্ঠ
২১২৩১; ৩৭৮; ত্রিজগন্মানসাকর্ষি ২২৩৩৬; ত্রিপাদবিভূতৈধামজাং ২২১১৫; ত্রিহুস্বঃ পৃথুগন্তীরঃ ১১৪৩,
ত্রৈতয়াং রক্তবর্ণেহমৌ ২২০৫০, ত্রৈলোক্যে পৃথিবী শ্রুতা ১৪৪১; ত্রৈলোক্যাসৌভগ ২২৪১৬; ২২৪১৭;
৩১৭২।

দ

দ

দ

দ

দংষ্ট্রিৎদ্বা হতো য়েচ্চ ৩৩২, দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড ২২৪১৩; ৩১৫২; দদামি বুদ্ধিযোগং তং ১১১২০,
২২৪৫২, ২২৪৭০; দধতে ফলতাং ভাবৈ ৩১৩১; দধদভিত্তৌ স্বশদবদনবিধু ৩১২৫; দশমস্ত্র বিস্তৃতার্থং ১২১৫,
দশমে দশমং লক্ষ্য ১২১৬, ২২০১৮; দশা কষ্টমষ্টাপদমপি ৩১৪৪, দক্ষিণো বিনয়ী শ্রীমান্ ২২৩২৮; দাতা
ভোক্তা তৎফলানি ১২২; দাস্যাস্তে রূপণায় মে ১৬১০; দিষ্টা যদাসীন্নংস্নেহো ১৪৩; ২৮২০; ২১৩৮;
দীপাচ্চিরেব হি দশাস্ত্রং ২২০৪৬, দীবাদবন্দনায় কল্পক্রমাধঃ ১১১৬, ২১৪; ৩১৪; দীপমানং ন গৃহস্থি
১৪৩৬, ২৬২৩; ২২২৪, ২১২২৪; ৩৩১২; দুৰাপা হস্ততপসঃ ২১১৮; দুৰহাস্তুতবীর্যোহস্মিন্ ২২২৫৭;
২২৪৭১, দুৰ্গমে কৃষ্ণভাবাকৌ ৩১৫১, দুৰ্গমে পথি মেধক্স ৩১২; দুৰ্য্যতয় এব তে ২২১৫; দুর্গভিঃ পিবন্ত্য
১৪২৪; ২২১১২ দুর্গভিঃ দীকৃতমলং ১৪২২; দুষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ ২২৫৫; দেবকী বসুদেবশ্চ ২১২২৭;
দেবরেন স্ততোৎপত্তিং ১১৭৭; দেবর্ষিভূতাস্থনৃণাং ২২২৬২, দেবী কৃষ্ণময়ী ১৪১৩; ২২৩২৩; দেশং যযৌ
বিপ্রকৃতে ২৫১; দেশকালস্থপাত্রজঃ ২২৩২৬, দেহদেহিবিভাগোহয়ং ৩৫৫, দেহপাতাদবন্ ৩৪১, দেহশ্চ
বিক্রবধিয়ঃ ২১২৩০; দৈন্যার্গবে নিয়মঃ ৩৫১, দৈবাৎ ক্ষুভিত-ধর্মিণাং ২২০৩৭, দৈবী হোষা গুণময়ী ২২০১২;
২২২৭, ২২৭৪৫; দোষেণ ক্ষয়িতাং ৩১২৭; দ্বাদশশঙ্কয়ুক্তোহয়ং ২২৫৩৬; দ্বাপরে পরিচর্যায়াং ২২০৫৫,
দ্বাপরে ভগবান্ শ্রামঃ ১৩৭, ২২০৫১, দ্বিজাত্যজা মে যুবয়ো ২৮৩৩; দ্বিজোপস্থঃ কৃষ্ণকঃ ২২৩১০, দ্বিতীয়
শ্রীলক্ষ্মীরিব ১১৬৩, দ্বৈতাত্ত্বকেনাপাখিল ৩৩৭; দ্বৌ ভূতসর্গৌ ১৩১৮; দ্রব্যং বিকারো ১৫১২; ২২০৩৫;
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টং ৩১৬৮।

ধ

ধ

ধ

ধ

ধগং তং নৌমি চৈতন্যং ২৭৭১; ধন্যাত্মা নবপ্রমা ২২৩১২, ৩১২৭; ধন্যাঃ স্ম যুগতয়োঃ ২১৭২;
ধন্যোমগ্ন ধরণী ২২৪৭৫; ধরিত্র পরিচ্ছন্দগুণং ৩১২৩, ধর্ম্যঃ প্রোজ্জ্বলিতকৈতবঃ ১১৩৭; ২২৪৩১, ২২৫৪০,
ধর্ম্যঃ সোহপি মহান্ ৩১২২, ধর্ম্যঃ স্বচর্চিতঃ পুংসাং ৩৫২, ধর্ম্যঃ স্থাপনাথায় ১৩২; ধর্ম্যস্ত তৎ নিহিতং ২১৭১১;
২২৫২; ধর্ম্যান্ সন্তাজা যঃ সর্বান্ ২৮৬; ২২২০, ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র ২২০৬৩; ধৃতরথচরণো ২১৬২; ধৃতিঃ
স্মাৎ পূর্ণতাজ্ঞান ২২৪৬৫; ধায়ন কৃতে যজন্ ২২০৫৬।

ন

ন

ন

ন

ন কর্চিচিৎসংপরাঃ ২২২৭১; ন গৃহং গৃহমিতাচ্ছঃ ১১৫৩, ন চ সঙ্কষণো ন শ্রীঃ ১৬১৪ ন চাতি স্বপ্নলীলস্ত
৩৮৪, ন চৈবং বিস্ময়ো ৩৩৬; ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি ২২২২০, নটতা কিরাতরাজং ৩১৪২; ন তথা মে
প্রিয়তমঃ ১৬১৪; ন তথাস্ত্র ভবেম্মোহো ২২২৩২; ন তদ্ভক্তেষু চাগোষু ২২২৩২; নদজ্জলদনিষ্মনঃ ৩১৭৩;
ন দেশনিয়মস্ত্র ২৬১৭; নতোহস্ত্রয়ঃ খগয়ুগাঃ ২২৪৭৫; ন ধনং ন জনং ৩২০৬; নন্দঃ কিম্করোদ্ ২৮১৫;
৩৭৭; ন নির্বিশ্রো নাতিসক্তো ২২২১২; ন পারয়েহহং চলিতুং ২১২৩৪; ন পারয়েহহং নিরবগ্গসংযুজাং ১৪২২;
২৮২২, ৩৭১১; ন প্রেমগন্ধোহস্তি দ্ব্যপি ২২৬; ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তি ২২৩১৪; নবান্দুলসদ্যুতিঃ ৩১৫৮;

ন বিক্রেয়েতাপ যদা ১৮৮, ন ভজন্ত্যবজানন্তি ২২২২; ২২২২৩; ন মর্ত্যবুদ্ধাবস্থয়েত ১১১১৮; নমস্তে নরসিংহায় ৩১৬৫; নমস্তে বাহুদেবায় ২২০৫২; নমামি হরিদাসং তং ৩১১১, ন যুধা পরমার্থমেব মে ২১১১১; ন মেধ ভরুশ্চতুর্বেদী ২১২২; ২২০৩; ৩১৬২; নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ২১৩২; নমো মহাবদান্তায় ২১২৩; ন যত্র মায় ২২০৩৬; নয়নং গলদক্ষধারয়া ৩২০৮; ন যুজাতে সদাশ্রুত্বে ১২১১, ১৫১১৪; ন শৌরিচিন্তাবিমূখ ২২২৪২, নষ্টকৃষ্টং রূপপুষ্টং ২১১১; ন সাধয়তি মাং যোগো ১১১১৫; ২২২১৩; ২২৫৩১; ৩৪২; ন স্বাধায়ন্তপস্ত্যাগো ১১১১৫; ২২০১৩; ২২৫১১; ৩৪২; নহলক্কাম্পদং কিঞ্চিৎ ১২১১৪; ১১৬৪; ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং ২২২৬৪; নজাখিলান্ তেষু মুখ্যাঃ ১১১১১; নাতঃ পরং পরম যদ্ ২২৫৪, ৩৫৬; নাতাপ্ততোহপি যোগোহস্তি ৩৮৪; নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ ২২২৬৮; নানাতন্ত্রবিধানেন ১৩২, নানোপচারকৃতপূজনং ২৮১০, নানাভাবালঙ্কৃতান্ ২১১১১; নানামতাগ্রহস্তান্ ২২১১; নাস্তং বিদ্যামাহমমী ২২১৪, নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ ২১১১৫; নাম-সকীর্তনং শ্রীমন্ ২২২৫৬; নাম্মাকারি বহুধা ৩২০৪; নামৈকং যন্ত বাচি ৩৩৩; নায়কানাং শিরোরঙ্গং ২২৩২২; নায়ঃ শ্রিয়োহঙ্গ উ ২৮১১; ২৮৫০; ২২২২; ৩১১৫; নায়ঃ স্থথাপো ২৮৪২; ২২১১১; ২২৪২৬, ৩১১৪, নাবায়ণকলাঃ শাস্ত্রাঃ ২২৪৩৭; নারায়ণোহঙ্গঃ ১২২২; ১৩১৩; ১৬৪; নারায়ণপরাঃ সর্কে ২২২৬; ২১২৩৮; নারায়ণস্তং ন হি সর্ক ১২২২; ১৩১৩; ১৬৪; নাবীগণমনোহারী ২২৩২২; নাহং বিপ্রো ন চ ২১৩৫; ন্যাসং বিধায়েৎ ২৩১; নিগমকল্পতরোগলিতং ২২৫৪১; নিজপ্রণয়িতা ৩১৪৮; নিজাক্ষমপি যা গোপাঃ ১৪৩০; নিজাত্মরূপে প্রভুরেকরূপে ২১২১৩; নিতাসিদ্ধস্তা ভাবস্তা ২২২৫০; নিতানন্দ-পদাঙ্কোজ ১১১১১; নিতোৎসবঃ ন তত্পু ২২১২০; নিতৌষধজানস্বাস্ত ৩২১১; নিতৌ যুগেন্দ্র ইব ১৬১১১; নিভূতমক্লম্মনোক ২৮৪৮; ২২১০; নিমগ্নো মুচ্ছালং ৩১৮১; নিমজ্জতোহনন্ত ২১১১৩; নির্দোষতমাদুরী ১৪৪৫; নির্নিশ্চয়ে নিষ্কর্মণে ২২৪৪৫, নির্বন্ধঃ কৃষ্ণস্বক্কে ২২৩৪২; নির্মমো নিরহঙ্কারো ২২৩৫০, নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ ২৮৩, নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ ২৮৪১, নিষ্কিঞ্চনস্তা ভগবদ্ ২১১২; নীচগৈব সদা ভাতি ১১৬১; নীচোহপি যৎ প্রসাদাৎ ২২০১; নীচোহপ্যুৎপলকো ২২৪৮৪; নৃত্যাস্ত্যামী শিখিন ২২৪৬৩, নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ ১৪৩৭; ২২৪৬৬; নেমাং বিরিক্ষো ন ভবো ২৮১৬, নৈচ্ছন্ নৃপ তত্চিহ্নং ২২২৫; নৈতচ্চিত্রং ভগবতি ১১৩৩; নৈবোপধৃত্যপচিতি ১১১১২; ২২২১৮, নৈষাং মতিস্তাবতরু ২২২২১, ২২৫১৬; নৈকস্ম্যমপাচ্যাত ২২২৪; নোচেদবয়ং বিরহজা ৩৪৪; নো জানে জনয়ন্ ৩১২৪; নো দীক্ষাং ন চ ২১৫২, নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং ৩৫২; নোমি তং গৌরচন্দ্রং ২৬১; ন্যস্তা স্বরূপে বিদম্ ৩৬১।

প

প

প

প

পঙ্কু লজয়তে শৈলং ৩১১১; পঙ্কতবাহুক কৃষ্ণ ১১১১৪, ১১১২, পঙ্কদীর্ঘঃ পঙ্কস্বক্কে ১১৪৩; পতিপুল্ল-
ভ্রুদভ্রাতৃ ২২২১২; পতিস্বতাস্বভ্রাতৃবান্ ২১২৩৫; ৩১১০; পদানি ভগবতীনি ৩১৫০, পদালস্তঃ কং বা ১৩১২; পদ্ম্যং চলন্ যঃ ২৫১১; পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং ২২৫২৬; পয়োরাশেষ্তীরে ৩১৫১৩; পরং ভাবমজানন্তো ২২৫১৭; পরবাসিনী নারী ২১১৩; পরস্বভাবকর্ম্মণি ৩৮৬; পরস্তা ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ ২২০৮, পরস্তা হৃদয়ে লগ্নং ৩১৫৫; পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়ম্ ৩১৩৬; পরিত্রাণায় সাধুনাং ১৩২; পরিনিষ্ঠিতোহপি ২২৪১১; ২২৫৪৫; পরিপূর্ণতয়া ভাস্তি ২২৩৩১; পরিমলবাসিতভুবনং—উপসং ১৩, পরিহারেহপি মে লজ্জা ২১১০; পরীক্ষাসময়ে বহিঃ ২২১৭; পশ্চাদহং যদেতচ্চ ১১২৩; ২২৪২৩; ২২৫২০; পশ্যামি বিশ্বস্রজ ২২৫৪; ৩৫৬; পাণিবোধমবিবোধিত ২১৪১৩; পাদসংবাহনককুঃ ১৬১৭; পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদা ২২২৬১; পাধাণস্তক্ষেদন ২২৩; পিবত ভাগবতঃ ২২৫৪১; পীড়াভি নবকালকুট ২২১৭; ৩১২৬; পীতাস্বরধরঃ শ্রবী ১৫২২; ২৮১৮; ২৮৩০; পুনর্দ্ব্যম্বিধেয় ক্ষণমপি ২২১৪; পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ ২১৪২; পুরাণাত্মা যে বা ২২২২; পুরাণানাং সামরূপঃ ২২৫৩৬; পুরুষণাত্ম-
ভূতেন ২২০৬; প্লকৈ নিচিহ্নং ৩২০৮; প্লিন্দেনাপায়িঃ ৩১২০; পুষ্পাণি চ ক্ষীতমধু ৩১৩৪; পূর্ণঃ শুদ্ধো

নিতামুক্তো ২১৭৫ ; পূর্ণতা পূর্ণতরতা ২২০৬৬ ; পূৰ্বাপরয়োর্মধো ৩৮৭ ; পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য ১১৫১২ ; প্রকাশিতাখিলগুণঃ ২২০৬৫ ; প্রকৃতিজড়মশেষং ৩৫১৪ ; প্রকৃতিভাঃ পরং যচ্চ ১১৭১০ ; প্রথাতদৈবপনমার্থবিদাং ১৩১৬ ; প্রণতভারবিটপা ২৮৫৩ ; ২২৪৭৭ ; প্রণয়রশনয়া ধৃতান্ত্রিষপদাঃ ২২৫২৪ ; প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ ২২৩২২ ; প্রতিদৃশমিব নৈকধার্ক ১২৮ ; প্রতাপ্রহীদগ্রজশাসনং ২১০৪ ; প্রত্নায়ানিরুদ্ধায় ২২০৫২ ; প্রধানপরব্যো-
 য়োরন্তরে ২২১২৩ ; প্রবর্ততে যত্র রজন্তম ২২০৩৬ ; প্রবহতি রসপুষ্টিং ২৮৪৪ ; প্রবিষ্টাণ্ড প্রবিষ্টানি ১১১২৫ ; ২২৫২৩ , প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং ১১১৩৩ ; প্রমদরসতরঙ্গশ্চের ৩১৪৬ ; প্রয়োজনঞ্চাবতারে ১৪৪৮ ; প্রলপা
 মুখসংঘর্ষী ৩১২১ ; প্রলাপো ব্যাধিরুদ্রাদো ৩১৪৪ ; প্রশমেন মোক্ষাভিসন্ধিঃ ১১১৩৮ ; প্রশমায় প্রসাদায় ৩১৫১১ ;
 প্রসভং নর্ত্যতে চিত্রং ১৮১ ; প্রসাদং লেভিরে গোপী ২৮১৬ ; প্রহষ্টরোমা ভগবৎকথায়ং ৩১২৪ ; প্রাণিনামুপ-
 কারায় ১২৪৪ ; প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া ১২৩ ; প্রাণোপহারাক্ষ ২২২২৬ ; প্রাপ্তপ্রণ্টাচূতবিস্ত ৩১৪৩ ; প্রাপ্তমগ্নং জুতং
 ২৬১৭ ; প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তবাং ২৬১৬ ; প্রায়েণাস্বাসমং শক্তা ১১১৩৫ ; প্রায়ো অমী মুনিগণা ২২৪৬১ ; প্রায়ো
 বতাস ২২৪৬০ , প্রায়ো মায়াস্ত মে ভর্তুঃ ১৫১২ ; প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ ২১৭ ; ৩১৮ ; ৩১১৩ ; প্রিয়প্রেমোন্না-
 সোল্লসিত ২২৪১ ; প্রিয়স্বরূপে দয়িত ২১২১৩ ; প্রিয়েণ সংগ্রথ্য ৩১০২ ; প্রীতিং বো জনয়ন্ ৩১৫৫ ; প্রেম-
 ক্ষেদরুজোহবগচ্ছতি ২২২ ; প্রেমনাম-প্রদানৈশ্চ ১১৭২ ; প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা ২২২৩১ ; প্রেমাস্তরঙ্গভূতানি
 ২২৩৪৫ ; প্রেমালপিদ্যুতর ২১২১২ ; প্রেমা হৃন্দরি নন্দনন্দনপরো ২২১৭ ; ৩১২৬ ; প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব
 ২১৮৩ , প্রেমৈব গোপরামাণাং ১৪২৫ ; ২৮৪৬ ; প্রেমোদভাবিতহর্ষেণো ৩২০১ ; প্রেমোন্নতাং সহোন্নত্যান্
 ২১৭১ ; প্রোত্তমন্তঃকরণকূহরে ৩৩৪ , প্রোচশ্রদ্ধোহধিকারী ২২২২৭ ; প্রোচানন্দচমৎকার ২২৩৪৭ ।

ফ

ফ

ফ

ফ

ফলেন ফলকারণম্ ৩২২ ।

ব

ব

ব

ব

বক্রং ব্রজেশহৃতয়োঃ ১৪২৩ ; বজ্রাদপি কঠোরানি ২৭২ ; বদন্তি তন্তুর্দ্বিধঃ ১২৪ , ১২১২ ; ২২০২১ ;
 ২২৪২২ ; ২২৪২৫ ; ২২৫২৭ ; বদান্তো ধার্মিকঃ ২২৩২৭ ; বনলতাতরব আশ্রয়ি ২৮৫৩ ; ২২৪৭৭ ; বন্দে
 গুরুনীলভক্তান্ ১১১১ ; বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণ ১১৪২ ; বন্দে চৈতন্যদেবং তং ১৮১ ; বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং ৩১২১ ;
 বন্দে তং শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যং ১৬১ ; বন্দেহনস্তাদভূতৈশ্বৰ্য্যং শ্রীচৈতন্য ২২০১ ; বন্দেহনস্তাদভূতৈশ্বৰ্য্যং শ্রীনিত্যানন্দ
 ১৫১ ; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবা ৩১৬১ ; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তান্তগ্রহ ৩১০১ ; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
 ২২২১ ; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দো ১১১২ ; ২১১২ ; বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামর ১১০২ ; বন্দে শৈবাস্তুতেং
 তং ১১৭১ ; বন্দেহং শ্রীগুরোঃ ৩২১ ; ৩৩১ ; বয়ং নেতুং যুক্তাঃ ৩১৩০ ; বয়ং কৈশোরকং ২১২১০ ;
 বয়স্ব ন বিতুপ্যাম ২২৫৪২ ; বয়মিব সখি কচ্ছিদ্ ২২৩২১ ; বয়সো বিবিধজ্ঞেহপি ২২০৬৩ ; বয়ং ছতবহুজ্জালা
 ২২২৪২ ; বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি ২২৩৩০ ; বর্ষয়ন্তি মহাশ্রয়ানঃ ১২১৫ ; বর্ণাশ্রমাচারবতা ২৮৪ ; বলবানিঙ্গিয়-
 গ্রামো ৩২২ ; বলদক্শো লক্ষীঃ ৩১৪৪ ; বলিং হরন্তি ২২১৭ ; বহিঃ কোধো ২১৪১২ ; বহিন্ সিংহো হৃদয়ে
 ৩১৬৬ ; বহ্নিঃ সীতাং সমানীয ২২১৭ ; বহনা কিং গুণান্তস্তাঃ ২২৩৪৩ ; বংশীং কুটুমলিতে ৩১৪১ ; বংশীধারী
 জগন্নারী ২১৭১৪ ; বংশীবীলান্তানলোকনং ২২৬ ; বাগ্ভিস্তবস্তো মনসা ২২৩১১ ; বাচালং বালিশং ৩৫২ ;
 বাচা স্থচিতশর্করী ১৪১৬ ; ২৮৪২ ; বাচোদিতং তদনৃতং ৩৪৬ ; বাচোহভিধায়িনী ১৬৫ ; বাবদূকঃ স্থপাণ্ডিতাঃ
 ২২৩২৫ ; বামস্তামরসাক্ষ ২১৮৬ ; বালাগ্রশতভাগস্ত ২১২১৬ ; বালোহপি কুরুতে শাস্ত্রং ১৪১ ; বাম্প-
 ব্যাকুলিতারুণা ২১৪৭ ; বাস্তং প্রিয়াংস উপধায় ৩১৫৭ ; বিকচকমলনেত্রে ৩৫১৪ ; বিকস্ম যচ্চোৎপতিতং
 ২২২৬৩ ; বিকীড়িতং ব্রজবধূভি ৩৫৩ ; বিকীর্ণীতে স্বমাস্থানং ১৩১২ ; বিচারযোগে সতি হস্ত ২৬৮ ; বিচ্ছেদাব-
 গ্রহয়ান ২১০১ ; বিচ্ছেদেহস্মিন্ ২২১ ; বিদম্ভচ্চতুরো ২২৩২৬ ; বিদম্ভো নবতারুণ্যঃ ২৮৪১ ; বিদ্যাবিনয়সম্পাদে

৩৪৭ ; বিদ্যারম্ভমুখ্য পানি ১১৫১২ ; বিদ্যাসৌন্দর্য্যসংক্ষেপ ১১৭১২ ; বিধুরেতি দিবা ৩১৪৫ ; বিনাচ্যুতাদ্ বস্ত্রভরাং ২২৫৫ ; বিনির্ঘাসঃ প্রেঙ্গঃ ১৪৮৬ ; বিনীতা করুণাপূর্ণা ২২৩৪১ ; বিদ্যাসভাস্থিরঙ্গানাং ২১৪১০ ; বিপ্রাদ্ধি-
ষড়্গুণযুতাদ্ ২২০৪ ; ৩৪৫ ; ৩১৬৩ ; বিবিধাদ্ভূতভাষাবিৎ ২২৩২৫ ; বিভূতিমায়িকী সৰ্ব্বা ২২১১৫ ;
বিভূরতিস্থতরূপঃ ২৮৪৪ বিভূরপি কলয়ন্ ১৪৮১২ ; বিমোহিতা বিকথন্তে ২২২১১ ; বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
২২২৬৭ ; বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ ১২১১০ ; বিলজ্জমানয়া যন্ত ২২২১১ ; বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ ৩৮৬ ; বিশ্বং পুরুষ-
রূপেণ ২২০৪৭ ; ২২১১২ ; বিশ্বেষামন্তরঙ্গনেন ১৪৮৩ ; ২৮৩২ ; বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং ১২১৭ ; ২২০২৪ ; ২২০৬২ ;
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবঃ ১৩১৮ ; বিষ্ণু র্মহান্ স ইহ ১৫৮ ; ২২০৩২ ; ২২১১০ ; বিষ্ণুরাধাতে পদ্মা ২৮৪ ;
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ১৭৭৭ ; ২৬১০ ; ২৮৩৬ ; ২২০১২ , ২২৪৮৮ ; বিষ্ণোহু' বীৰ্য্যগণনাং ২২৪৬ ; বিষ্ণোন্ত
ত্রীণি রূপাণি ১৫১০ ; ২২০৩১ ; বিম্বজতি হৃদয়ং ন ২২৫১২৪ ; বিম্বাপনং স্বস্ত চ ২২১১৮ ; বিম্বতে বিপরীতং
স্মাৎ ২১৪১১ ; বিহারস্থরদীর্ঘিকা মম ৩১৫৪ ; বিহারী গোপনারীভিঃ ২১৭১৪ ; বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং ২২৪১৩ ;
৩১৫১২ ; বৃন্দাবনরমণীনাং ৩১৬৭ , বৃন্দাবনং দিবালতাপরিতং ৩১৩৪ ; বৃন্দাবনং পরিতাজা ৩১৬ ; বৃন্দাবনাং
পুনঃ প্রাপ্তং ৩৪১ ; বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবর্তাং ২১২১১ ; বৃন্দাবনে ব্রজধনং ২১৪১৫ ; বৃন্দাবনে স্থিরচরান্ ২১৮১ ;
বৃষভ ভদ্রসেনস্ত ২১২৩৩ ; বৃষায়মাণৌ নন্দস্তৌ ১৫১৭ ; বৃহত্তাদ্ বৃহৎস্বাচ্চ ২২৪২১ ; বেদাঙ্গশ্বেদজনিতে ২২১১৩ ;
বেণীমুজো হু মম ২২১১১ ; বৈকারিকশৈল্পজশ্চ ২২০৪৪ ; বৈশ্বণ্যকীটকলিতঃ ৩৫১ , বৈরাগ্যবিজ্ঞা নিজভক্তি
২৬২০ ; বৈষ্ণবীকৃতা সন্ন্যাসিমুখান্ ২২৫১১ , ব্যতস্থত রূপয়া ২১৭৭ ; ২২৪১২ , ব্যামোহায় চরাচরস্ত ২২০১৫ ;
ব্রজজনাতিহীন বীর ১৬৮ ; ব্রজস্বামীতুলা প্রমদ ৩১৪৭ ; ব্রজবামদৃশাং ন ৩১৫২ ; ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে ৩১৬১০ ;
ব্রজবন্ধুরিতি ১১৭৬ ; ২৭৪ ; ব্রজভূতঃ প্রসন্নাত্মা ২৮৮ ; ২২৪৪১ ; ২২৫৪৩ ; ব্রজাখ্যং ধাম তে ১২৬ ;
ব্রজা ভবোহমপি ১৫১২০ ; ২২০৪২ ; ব্রজা য এব ২২০৪১ ; ব্রজেনি পরমাত্মেনি ১২১৪ ; ১২১১২ ; ২২০২১ ;
২২৪২২ ; ২২৪২৫ ; ২২৫২৭ ; ক্রহি যোগেশ্বরে কৃষে ২২৪২১ ।

ভ

ভ

ভ

ভ

ভক্তানামুদ্যাদনর্গল ৩১১২ , ভক্তাঃ শ্রবণেব্রজলাঃ ২২৩১১ , ভক্তাবতাবং ভক্তাখ্যং ১১১১৪ ; ১৭১২ ,
ভক্তাবতারমীশং তং ১১১১৩ , ১৬৩ ; ভক্তানাং হৃদি রাজস্টি ২২৩৪৬ , ভক্তিং পরাং ভগবতি ৩৫৩ , ভক্তিঃ
পুন্যতি মগ্নিষ্ঠা ২২০১৪ , ২২৫৩০ , ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম ২২৩৪ , ভক্তির্নিধু'তদোষণাং ২২৩৪৪ ; ভক্ত্যা ভাগবতং
গ্রাহ্যং ২২৪১০ , ভক্ত্যা সঙ্গতয়া ভক্ত্যা ২২৫৩৩ ; ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ ২২০১৪ , ২২৫৩০ ; ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত
২২২২২ , ভগবদ্ভক্তিশীনস্ত ২১২৭ ; ভগবানেক আসেদমগ্রে ২২৫২৮ ; ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ১৪৪ ;
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ ১৬৮ ; ভজে যেষাং প্রসাদেন ৩৭১ ; ভবদ্বিধা ভাগবতাঃ ১১৩১ ; ২১০২ , ২২০২ ;
ভবন্তমেবারুচরন্ ২১১২ , ২৮১৩ ; ভবাগ্নিদগ্ধজনতা ২১৬১ ; ভবাপবর্গো ভ্রমতো ২২২১৭ ; ২২২৩৬ , ভয়ং
দ্বিতীয়্যভিনিবেশতঃ ২২০১১ ; ২২৪৪৪ ; ২২৫৩২ ; ভর্তৃমিথঃ সৃষশসঃ ২২৪২৭ , ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ
২১২১৬ ; ভাবঃ স এব সাদ্রাষ্ট্রা ২২৩৩ ; ভাস্বান্ যথাশ্বসকলেষু ২২০৪১ ; ভিক্ষামটমরিপুরে ২২৩১৩ ; ভুক্তি-
মুক্তিস্পৃহা যাবৎ ২১২২৬ ; ভুঙ্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং ৩১৬১১ ; ভূতানি ভগবতাত্মা ২৮৫২ ; ২২২৩০ , ২২৫২৫ ;
ভূতান্ত পশ্যতি গুরুনপি ৩১১২ , ভেজে সর্বপুর্হিত্বা ২২৫১২ ; ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী ৩১৪২ ।

ম

ম

ম

ম

মঙ্গলাচরণং কৃষ্য ১৪৮৮ ; মঙ্গলাচরিতৈদাদনৈঃ ১৬৬ ; মণির্ঘথাবিভাগেন ২২১১৫ ; মৎকথাশ্রবণাদৌ
২২২৩ ; ২২২২৫ ; মন্তুলো নাস্তি পাপাত্মা ২১১০ ; মৎসর্কস্বপদান্তোজৌ ১১১১৫ ; ২১১৩ ; ৩১৩ ;
মৎস্তাশ্বকচ্ছপবরাহ ২২০৪০ ; মৎসেবয়া প্রতীতং তে ১৪৩৭ ; ২২৪৬৬ ; মদকলচলভৃঙ্গী ৩১৪৬ ; মদগন্তে ন

জানন্তি ১১১০; মদর্থেষক্চেট্টা চ ২১১১৬; মদেকবর্জং রূপয়িত্তীতি ২১১১১২; মদেন্দুবচনানাঙ্ক ৩১২১৬; মদগুণশ্রুতিমাত্রণ ১৪১৩৪; ২১২১২২; মদভক্তপূজাভাধিকা ২১১১৫; মদভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা ২১১১৪; মধুগন্ধি মধুস্মিত ২২১১২২; ২২২৩১৭, মধুরং মধুরং বপুঃ ২২১১২২; ২২২৩১৭; মধুর মধুরশ্চেরাকারে ৩১৭১৪; মধুরেয়ং নববয়া ২২২৩৩২; মধো রমণীনাং হৈমানাং ২১২২৩; মনসো বপুষো বাচো ২২১১৬; ২২১১১৬; মনসো বৃন্তয়ো নঃ স্বাঃ ১৬১৫, মনোগতিরবিচ্ছিন্না ১৪১৩৪; ২১২১২২; মনস্তরেশান্তকণা ১১২১৫; মন্যনা ভব মদভক্তো ২২২২২৪; মন্যাহন্যাঃ মৎসপর্যাং ১৪১৩২, মন্ত্রে মদপিত্তমনো ২২২০৪; ৩৪১৫, ৩১৬৩; মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ৩২০১৬; মম বহ্নীভবন্তে ১৪১২; ১৪১২৮, ২১২২১, ময়াত্তমোদিতঃ সোহসৌ ১১৪১৪; ময়া পরোক্ষ ভক্ততা ১৪১২৭; ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং ১৪১৩; ২১২২০, ২১২৩৮, ময়ূরদলভূষিতঃ ৩১৫৮; ময়েব বিহিতঃ দেবি ২৬১১৪, ময়াপিত্তমনোবুদ্ধি ২২২৩৫১; মন্তো যদা তাক্তসমস্ত ২২২১৬২; ৩৪১৪২; মহতা হি প্রযত্নেন ২১৫১৭; মহন্তং গঙ্গায়াঃ ১১৬৩, মহদ্বিচলনং নৃণাং ২১৬৩, মহৎসেবাং দ্বারমার্গবিস্তৃতো ২২২১৩৫; মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ ২২২১৩৫; মহাবিশ্ব জগৎকর্তা ১১১১২, ১৬১২, মহাভাবস্বরূপেয়ং ১৪১১১; ২১৬৩৮, মহাসম্পদবাদপি ৩৬৩৮; মহীয়সাং পাদরজো ২২২২২১, ২২২৫১৬, মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীচীতি ৩১৪৩, মাঞ্চ গোপয় যেন স্রাং ২৬১১৩; মাত্রা স্বশা হুহিতা ৩২১২, মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ২২২১৪৩; মাধবস্ত কুরুতে ২১৪১১৩; মানং তনোতি সহগোগণয়ো ২১৬১৫, ৩১৪১৬, মাং বিধন্তেভিধন্তে ২২২০১৭, মামেব যে প্রপদন্তে ২২২০১২, ২২২১৭, ২২২৪৪৫, মামেবৈবন্তসি সত্যন্তে ২২২২২৪, মায়্যাঃ মদীয়ামদগৃহ ২৬১৭, মায়্যাতীতে ব্যাপি ১১১৮; ১৫৩; মায়্যাবলেন ভবতাপি ১৩১৭, ৩৩৮; মায়্যাবাদমসচ্ছাস্ত্ৰ ২৬১১৪; মায়্যাত্তীজাওসজ্বাশ্রয়াজ্ঞ ১১১২; মায়্যাস্ত্রিতানা নরদারকণ ২৬১১৪; মারঃ স্বয়ং স্ত ২২১১১; মালতাদর্শি বঃ কচ্চিন্ ৩১৫১৫, মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ ১১২২; মিতঞ্চ সারঞ্চ ১১১৩২, মিত্রাণীবাজিতাবাস ২১৭১৩; মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দিশৌ ২২২১৬০, মুক্তা অপি লীলয়া ২২৪৩৩; ২২২৪৪২, ২২২৫৪৪, মুক্তিহিতাণ্ডারূপঃ ২২২৪৪৩; মুখবাহুরূপাদেভাঃ ২২২১৮, ২২২১৫২; ২২২৪৪৮; মুনয়ো বাতবসনা ১২১৬, মুমুক্শো যোররূপান্ ২২৪৩৭; মুরভিদি তদ্বিপরীত ১১৬৬, মুক্তরূপচিতবক্রিমপি ১৪১১২, মুক্ করোতি বাচান্ ২১৭১৪, মৈব মমাদমসাপি ২২২১৬, ম্রিয়মাণো হরেনাম ৩৩১৫, ৩৩১১।

য

য

য

য

যঃ কোমাহবঃ ২১১৬, ২১১৩৬, ৩১১৭, যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈঃ ২১২১২২, যঃ শাস্ত্রাদিষনিপুণঃ ২২২২২৮, যঃ শঙ্কৃতামপি তথা ২২০৪৩, যঃ সর্বলোকৈকমনোভি ৩৬১৫, য এষা পুরুষা সাক্ষাৎ ২২২২২, ২২২৫৩, যচ্চ ব্রহ্মন্তানিমিষান্ ২২৪২৭, যচ্চাবহাসার্যমসং ২১২২২২, যচ্চক্কয়ো বদতাঃ ২৬৬, যচ্চবৃত্তা বসন্তানা ২২২৫৪২, যচ্চক্কি ত্রয়্যাস্থাঃ বৈ ২২০২৬, যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ ১৩১০; ২৬৪৪, ২১১১১০, ২২০৫৩; ৩২০২; যং করোনি যদ্বাসি ২৬১৫, যংরূপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্য ৩১১, যংরূপা তমহং বন্দে পরমানন্দ ২১৭১৪, যন্তপশুসি কোন্তেয় ২৬১৫, যন্তে স্জাত ১৪২৬, ২৬৪৭, ২১৬১৭, ৩১১২; যন্তান্তরে তথাপাদ ২২৪১২, যৎপাদকল্পতরুপলব ১১২২৭, যৎপাদসেবাভিকৃতি ২২৪১৮, যত্র নিত্যতয়া সর্বো ২২৩২২, যত্র নৈসর্গতুর্করাঃ ২১৭১৩; যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব ২২০৫৭; যত্র স্বলোহপি সঙ্কঃ ২২২৫৭, ২২৪১১; যত্রায়মারোপিত ৩৬১৫, যথোপগায়তে নিত্যং ২১১৮; যথাগ্নিঃ স্তমস্বদ্রাক্ষিঃ ২২৪১৮; যথা তথা বা বিদধাতু ৩২০১০; যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ২২২২৬; যথাবিদ্যাসিনঃ কল্যাঃ ২২০৩০; যথা মহাস্তি ভূতানি ১১২৫; ২২৫২৩ যথা রাধা শ্রিয়া বিধোঃ ১৪৪০, ২৬২৪; ২১৬২, যথাহে মনসঃ ক্ষোভঃ ২১১৩, যথোত্তরমসৌ ১৪১৫; ২৬১২; মদরীণাঃ শ্রিয়াগাঞ্চ ১৫১৫; যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি ২২০৫৬; যদা যমন্তগুহ্যতি ২১১১২; যদা যাতো দৈবান্ ২২১৪, যদাহি নৈজিয়াথেষু ২২৪৫৪; যদি মে ন দয়িত্বসে ২১১১; যদচ্ছায়া মৎকথাদৌ ২২২১২; যদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি ১১১৩; ১২১৩; যদ্বাঙ্গয়া শ্রীললনা ২৬৩৪; ২৬১৭; ২২৪১৫; যদ্যদাচরতি জ্ঞেয়ান্ ১৩৬৪;

২১৭১০ ; যদ্যক্ষিয়া ত উৰুগায় ১৩২০ ; যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ ২২০৬১ ; যদ্ যদ্বাধস্ত গৌরাঙ্গ ৩১৪১ ; যজ্ঞদ্বীতক্রম
২২৪৬২ ; যজ্ঞচিন্ত্যমহাশক্তৌ ২২৫১১ ; যম্নো বিহায় গোবিন্দঃ ১৪১৪ ; ২৮২৫ ; যম্নাধেয়শ্রবণাহু ২১৬৩ ;
২১৮১০ ; যম্নাশ্রুতিমাশ্রয় ২৮১২ ; যম্নাশ্রুতীলৌপয়িকং ২২১১৮ ; যম্নিত্রং পরমানন্দং ২৬২ ; যবনাঃ স্তম্ভায়ন্তে
১১৭১ ; যর্হাষুজাক্ষ ন লভেয় ৩৪৩ ; যশোদা বা মহাভাগা ২৮১৫ ; ৩৭৭ ; যস্তাদৃগেব হি ২২০৪৬ ; যস্ত
নারায়ণং দেবং ২১৮২ ; ২২৫১৩ ; যস্তিঙ্গগোপ ২১৫৩ ; যস্ত প্রভা প্রভবতঃ ১২৫ , ২২০২২ ; যস্ত প্রসাদা-
দজ্ঞোহপি ১৬১ ; যস্তাংশঃ শ্রীল গৰ্ভোদ ১১১০ ; ১৫১৫ ; যস্তাংশাংশাংশঃ ১১১১ ; ১৫১৬ ; যস্তাংশঃ শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যো ১১৩২ ; যস্যাপ্তিষ্পকজরজঃস্রপনং ৩৪৩ ; যস্যাপ্তিষ্পকজরজোহখিল ১৫২০ ; ২২০৪২ ; যস্তাননং
মকরকুণ্ডল ২২১২০ ; যস্তানুকম্পয়া স্বাপি ১২১ ; যস্যাবতারা জায়ন্তে ২২০৫৮ ; যস্যাস্তি ভক্তি ভগবতা ১৮৫ ;
২২২৩৩ ; যস্তেচ্ছয়া তৎস্বরূপম্ ১৫১ ; যস্তৈকনিশ্বসিত ১৫৮ ; ২২০৩২ ; ২২১১০ ; যস্যৈকাংশঃ শ্রীপূমান্
১১১২ ; ১৫৭ ; যস্তোৎসঙ্গস্থখাশয়া ৩১২২ ; যস্যান্নোদবিজতে ২২৩৫২ ; যস্যৈ দাতুং চোরয়ন্ ২৪১ ; যা তে
লীলারস ২১১২ ; যা দুস্ত্যজং স্বজন ৩৭১২ ; যাবৎ প্রেম্নাং মদুরিপু ২১২২০ ; যাবৎ ক্ষুদ্রস্তি জঠরে ২৮১০
যাবানহং যথাভাবঃ ১১২২ ; ২২৫১২ ; যা মাভজন ১৪২২ ; ২৮২২ ; ৩৭১১ ; যা যা শ্রুতির্জল্লতি ২৬৮ ,
যুক্ত ইত্যাচ্যতে ৩৪৮ ; যুক্তঞ্চ সন্তি সর্বত্র ২৬৭ ; যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত ৩৮৫ ; যুক্তাহারবিহারস্ত ৩৮৫ ;
যুগপদয়মপূর্বঃ ৩১৪২ ; যুগায়িতং নিমেষেণ ৩২০২ ; যে তু ধর্ম্মমৃতমিদং ২২৩৫৭ ; যে ধায়ন্তি সদোদযুক্তা
২২২৭২ ; যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ৩১০১ , যেনাতিব্রজা ত্রিগুণান্ ২১২২৫ ; যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং ২১৩১ ,
যেহন্তে চ পাপা ২৪৬৪ ; ২২৪৭৮ , যেহন্তে পরার্থভবকা ৩১৫৩ ; যেহন্তে হরবিন্দাক্ষ ২২২১০ ; ২২৪৪০ ,
২২৪৪৭ ; ২২৫৩ ; যে মে ভক্তজনঃ ২১১৪ , যে যথা মাং ১৪২ ; ১৪২৮ ; ২৮২১ ; যেমাং স এবং
ভগবান্ ২৬১৮ ; যেমাং সংস্মরণং ৩৭২ ; যেমামহং প্রিয় আত্মা ২২২৭১ ; যৈর্দৃষ্টং তন্মুখং ৩১৭১ , যোগাকরুণ
তস্যৈব ২২৪৫৩ ; যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ ১১৩৩ ; যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণে ৩৩৬ ; যোজয়ন্তি পদৈরনৈ ৩১৫০ ;
যোহজ্ঞানমন্তং ২১২৪ ; যো দুস্ত্যজান্ দারহতান ২২৩১২ ; ৩৬২ ; যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিস্ত ২২২৫ ; যো ন
হৃদয়তি ন হেষ্টি ২২৩৫৪ , যোহন্তর্বহি তল্লভ্যতাং ১১১২ , ২২২১৮ , যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ ২২২২২ ,
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা ২২২৩২ ।

র

র

র

র

রতিবানন্দরূপৈব ২২৩৪৬ , রতিবাসনয়া স্বাদী ১৪৫ , ২৮১২ , রথাক্রুতসারাদিধি ২১৩২ , রমন্তে যোগি-
নোহনন্তে ২২৩ ; রমাদিকবরাঙ্গনা ৩১৭৩ , রসালকাবেৎকাব্যঃ ১১৬৫ ; রসেনোৎকৃষ্টতে কৃষ্ণ ২২৮ , ২২১৩ ,
রহগণৈতত্তপসা ন ২২২২০ ; রক্ষিতীতি বিশ্বাসো ২২২৪৭ , রাগাশ্রিকামহুস্ততা ২২২৬৭ ; রাজন্ পতিপুংসরলং
১৮৩ ; রাঢ়ে ভ্রমন্ ২৩১ , রাত্রাবত্র ঐক্ষব ৩৮৩ , রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি ১১৫ , ১৪৮ ; রাধামাধায় হৃদয়ে
১৪৪২ ; ২৮২৬ ; রাধায়াঃ প্রণয়স্ত হস্ত ১১৭২ , রাধায়া ভবতচ্চ ২৮৪৩ ; রাধাসঙ্গে যদা ভাতি ২১৭১৫ , রাম
রাঘব রাম রাঘব ২৭৩ ; ২২২ ; রাম রামেতি ২২৫ ; রামাদি-মুক্তিষু ১৫২১ , রাসারম্ভবিধৌ ১১৭২ , রাসে হরি-
বিহ ৩১৫১২ ; রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ ১১৩৩ ; রাসোৎসবেহস্ত ভুজদণ্ড ২৮১৭ ; ২৮৫০ ; ২২২ , ৩৭৫ ; রুচং স্বামা-
ত্রে ১৪৭ ; ১৪৪৭ ; রুচিভিচ্চিত্তমান্থা ২২৩২ , রুচিরস্তেজসা যুক্তো ২২৩২৪ ; রুদ্ধা গুহাঃ ২২৩৫৮ ; রুদ্ধায়াঃ
পৃথি মাধবেন ২১৪৬ ; রুদ্ধম্ভূত ৩১৩২ , রূপং দৃশ্যং দৃশিমতাং ২২৪১৪ , রূপং যন্তোদভাতি ১১৮ ; ১৫৩ ;
পেভেদমবাপ্নোতি ২২১৫ ; রূপে কংসহরস্ত ১৪৪৬ ; রেমে স্ত্রীরত্কুটস্থঃ ১৪১৫ ; রোদনবিন্দু মকরন্দ ২২৩১৬ ।

ল

ল

ল

ল

লজ্জালীলা স্তম্ভায়া ২২৩৪১ ; লপিতং গৌরচন্দ্রস্ত ৩২০১ ; লক্ষণং ভক্তিয়োগস্ত ১৪৩৫ ; ২১২২৩ ;
লক্ষীসহস্রশতসম্মম ১৫৪ ; লক্ষ্যার্চিতোহথ বাগ্দ্বেদ্যা ১১৬২ ; লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দো ৩১৭১ ; লীলাপ্রেম্না
—৬/৩

প্রিয়াধিক্য ২২৩৩৭ ; লুপ্তন ভূমৌ কাকা ৩১৪১৫ ; লেভে কৃষ্ণার্ঘ ৩১৩২ ; লেভে গতিং ধাক্ষাচিৎ ২২২৪৬ ;
লেভে চন্দ্রতাক ৩১১২ ; লোকশ্রুঃ স্তুতিকাধাম ১১১১০ ; ১৫১১৫ ; লোকোত্তরাণং চেতাংসি ২১৭২ ;
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ৩৮১ ; লৌকিকীমপি তামীশ ১১৪১২ ।

শ

শ

শ

শ

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন ২১০৬ ; ২২৪৪২ ; শমো দমো ভগশ্চেতি ২২২৪০ , শমো ময়িষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি
২১২৩৬ ; শমো ময়িষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ২১২৩৭ ; শরজ্ঞ্যাৎসাসিকো ৩১৮১ , শব্দভক্তি বিনোদয়া ২১০৩ ; শাকে
সিদ্ধয়ি উপসং । ৪ , শাখারূপান্ ভক্তগণান্ ১১০২ , শাস্ত্রে যুক্তৌ চ ২২২২৭ ; শিবঃ শক্তিযুতঃ ২২০৪৪ ;
শীতোষ্ণস্বদুঃখেষু ২২৩৫৫ , শীলং সর্বজনাত্ম ২১৭১২ ; শুক্লোরক্তস্থখা ১৩৩৬ ; ২৩৩৬ ; ২২০৪৮ ; শুচিঃ
সদ্বক্তিদীপ্তায়ি ২১২৩৬ ; শুদ্ধসরবিশোধয়া ২২৩২ ; শুনি চৈব স্বপাকে চ ৩৪১৭ ; শুভাশুভপরিতাগী ২২৩৫৪ ;
শুদ্ধং পূর্যাসিতং ২৩১৬ ; শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং ৩২০২ ; শেষশচ যন্তাশকলাঃ ১১১৭ , ১৫১২ ; স্বপাকোহপি বৃধেঃ
২১২৩৬ ; স্বাদোহপি সগঃ ২১৬৩ ; ২১৮১০ , শ্রামমেব পরং রূপং ২১২১০ , শ্রদ্ধদানান্ মৎপরমা ২২৩৫৭ ;
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ ২২২৫৫ ; শ্রবণং কীর্তনং বিশেষঃ ২২১৮ ; শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ২১৪২ ; শ্রবসোঃ কুবলয় ৩১৬৭ ;
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ ২১৪১৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী ২৩২০ , শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং ২২৩ ; শ্রীকৃষ্ণাখ্যং
পরং ধাম ১২১৬ , ২২০১৮ , শ্রীশুটিচামন্দিরমায় ২১২১১ ; শ্রীগোপালঃ প্রাদুবাসীৎ ২৪১১ , শ্রীচৈতন্যং লিখামাস্ত
২২১১ ; শ্রীচৈতন্যং লিখাতেতস্ত ১৭১১ ; শ্রীচৈতন্যরূপাতিরেক ৩৬৪ ; শ্রীচৈতন্যপদাষ্টোজ ১১০১ ; শ্রীচৈতন্যপ্রভুং
বন্দে বালোহপি ১২১১ ; শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদা ১৩১১ , শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন ১৪১১ ; শ্রীচৈতন্যমরতরোঃ
১১২২ ; শ্রীবৎসাদিভিরকৈশ্চ ১৩৭ , ২২০৫১ ; শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে ২২২৫৮ ; শ্রীভাগবতরক্তানং ২২৩৪৪ ;
শ্রীমদ্বৈতচন্দ্রস্ত ১১২২ ; শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাঃ ২২২৫৫ ; শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে ১১৩৭ , ২২৪৩১ ; ২২৫৪০ ;
শ্রীমদ্রাধাশ্রীল ১১১৬ ; ২১১৪ ; ৩১১৪ ; শ্রীমন্নদগোপাল ২২৫৪৮ ; উপসং । ২ ; শ্রীমান্ রাসরসারসী ১১১১৭ ,
২১১৫ ; ৩১১৫ , শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা ১১১৬ ; ১৪৪৪ ; শ্রীরাধিকায়ঃ প্রিয়তা ২১৭১৩ , শ্রীবাধেব হরেন্দ্রদীয়
২১৮৩ ; শ্রদ্ধা গুণান্ ভুবনস্থলর ২২৪১৪ , শ্রদ্ধা গোপীরসোরাসাঃ ৩১৪১ , শ্রদ্ধা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দু ৩১২৮ ;
শ্রুতিমপবে স্মৃতিমিতরে ২১২৩৮ , শ্রুতিমাতা পৃষ্ঠা দিশতি ২২২২ , শ্রুয়তাং শ্রুয়তাং ৩১২১ ; শ্রেয়ঃপতিং ভক্তিমুদস্ত
২২২৬ ; ২২৪৪৬ , ২২৫২ , শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্গৈঃ ২২০৬৪ , শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যঃ ২২২৫১ ।

ষ

ষ

ষ

ষ

ষড়ৈশ্বর্যোঃ পূর্ণো য ১১১৩ , ১২১৩ ।

স

স

স

স

সংগৃহ্যতাকরব্রাতাং ১৩৩১ , সংসাবকূপপতিতো ২১১৮ , ২১৩৭ , সংসারেহস্মিন্ কৃপাক্ষোহপি ২২২৩৭ ,
সংস্থিতামপি যন্মুক্তিং ৩১১১ , স এব ধৈর্যমাপ্নোতি ২২৪৬৭ ; স এব ভক্তিয়োগাখা ২১২২৫ , সন্ধদেব প্রপন্নো
২২২১২ ; সখি মুরলি বিশাল ৩১৩৮ ; সখি স্থিবক্লান্দনা ৩১৪৩ ; সখেতি মন্তা প্রসভং ২১২২৮ , সখাঃ
শ্রীরাধিকায় ২৮১৪৫ , সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ ১৬১২ , সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ ২২৩৩৩ , স জহাতি মতিং লোকে
২১১১২ , স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ ২১৩১ ; সঙ্করস্ত চ কণ্ঠা শ্রাম ১৩৩৩ ; সঙ্করণঃ কারণতোয়শায়ী ১১১৭ ; ১৫১২ ;
সঙ্করীকরণং হৃদাং ২১৪১৫ ; সঙ্কল্লো বিদিতঃ সাধ্বাঃ ১১৪৪ ; সঙ্গং ন কুৰ্য্যাদ্ভ্যোচ্যু ২২২৪১ , সঙ্গীতপ্রসরাজিঞ্জ
২২৩৪০ ; সঙ্কার্য্য রামাভিধ ২৮১১ ; সঙ্কার্য্য রূপে বাতনোৎ ২১২১১ , সংসঙ্গমাখোন ২২৪৩৮ ; সংসঙ্গমুক্তদুঃসঙ্গে
২২৪৩০ সংসঙ্গমোযহি ২২২১৭ ; ২২২৩৬ ; সতাং প্রসঙ্গায়ম ১১২২২ ; ২২২৩৮ ; ২২৩৭ ; সৎসং বিস্তুঙ্গ
বহুদেব ১৪১১০ ; সত্তে চ তস্মিন্ ১৪১১০ ; সত্যং দিশত্যাখিত ২২২১৪ ; ২২৪৩২ ; ২২৪১৭৪ ; সত্যং বদামি তে

পার্থ ১৪৮৬ ; সত্য শৌচ দয়া ২২২৪০ ; সদাশ্বরূপসংপ্রাপ্তঃ ২২৩০২ ; সদ্ধর্মস্তাববোধায় ২২০১৭ ; ২২৪৫৭ ;
 সঙ্কশতস্তবজনিঃ ৩১৩৭ ; সন্তঃ কীণোত্যহমেধতী ২২৪৮১ ; সনাতনঃ স্তবস্ততা ২২৫১ ; সন্ত এবান্ত ছিন্দন্তি
 ১১২৮ ; সন্তঃ সত্য যোগী ২২৩৫১ ; সন্তোহলৌপা ২১৫৬ ; সন্তবতারা বহবঃ ১৩৫ ; ৩৭৩ ; সন্দর্শনঃ
 বিয়য়িণামথ ২১১২ ; সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ ১৩৮ ; ২৬৫ ; ২১০৫ ; স প্রসীদতু চৈতন্য ১১৩১ ; স বৈ ভগবতঃ
 ২২৫১২ ; স বৈ মনঃ কৃষ্ণ ২২২৫২ ; সমঃ শত্রো চ মিত্রে ২২৩৫৫ ; সমঃ সর্কেষু ভূতেষু ২৮৮ ; ২২৪৪১ ;
 ২২৫৪৩ ; সমস্তেনৈব বীক্ষেত ২১৮২ ; ২২৫১৩ ; সমস্তাং সন্তাপোদগম ৩১১৫ ; সময়ে তেন বিধেয়ং ৩১৪২ ;
 সমীপে নীলাস্ত্রে ৩১৪৭ ; সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ ২২৩০ ; সমুদ্রং ষোড়শকলং ১৫১৩ ; ২১০৩৪ ; সমুদ্রমস্থপিত-
 স্বাস্তো ২২৩৩ ; স যৎ প্রমাণং ১৩৪ ; ২১৭১০ ; সরসি সারসহংস ২২৪৬৩ ; সরহস্তং তদঙ্গক ১১২১ ; ২২৫১৮ ;
 সরূপাণামেকশেষ ২২৪৫০ ; ২২৪৮৫ ; সর্বগুহ্যতমং ভূমঃ ২২২২৩ ; সর্বগোণীষু সৈবৈকা ১৪৪০ ; ২৮২৪ ;
 ২১৮২ ; সর্বথা তৎস্বরূপৈব ১১৩৪ ; সর্বথৈব দুর্যোধনম্ ২২৩৪৮ ; সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ২৮৫২ ; ২২২৩০ ;
 ২২৫২৫ ; সর্বলক্ষ্মীময়ী ১৪১৩ ; ২২৩২৩ ; সর্বসকলসন্ন্যাসী ২২৪৫৪ ; সর্বসদ্বিবৃত্তাদ্ধা ১৬১৩ ; সর্বধর্মান্
 পরিত্যজ্য ২৮৭ ; ২২২২ ; ২২২৪৪ ; সর্ববেদান্তসারং হি ২২৫৩৮ ; সর্ববেদেতিহাসানাং ২২৫৩৭ ; সর্বসদ-
 গুণপূর্ণং তাং ১১৩২ ; সর্বাঙ্গানাং যঃ শরণং ২২২৬২ ; সর্বাভুতচমৎকারি ২২৩৩৫ ; সর্বান্ দদাতি স্তব্দো
 ২২২৪৫ ; সর্বারক্ত-পরিত্যাগী ২২৩৫৩ ; সর্কো বিধিনিষেধাঃ ২২২৫৪ ; সর্কোপাধিবিমুক্তং ২১২২০ ;
 স লুক্কিততম ৩১৪৮ ; স শুশ্রবান্ মাতরি ২১০৪ ; স শ্রীচৈতন্যদেবো ২১১ ; স সর্কদগুপদ্রষ্টা ২২০৪৫ ; সহচরি
 নিরাতঙ্কঃ ৩১৫৩ ; সহ আলিকুলৈ ৩১৫৪ ; সহগং গায়ন্তি ২১৩২ ; সহস্রনামভি স্তলাং ২২৫ ; সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং
 ২২৬ ; সহস্রপত্রং কমলং ২২০৩২ ; সহায়্য গুরবঃ ১৪৩৮ ; সা চৈবাশ্মি তথাপি ২১৬ ; ২১৩৬ ; ৩১৭ ;
 সা জয়তি নিষ্কণ্টার্থী ৩১৫১ ; সাহিত্য সাবধুতং ৩২১ ; ৩৩১ ; সাধকানাং প্রেমঃ ২২৩৬ ; সাধনোঘোরনাসন্ধে
 ২২৪৫৮ ; সাধবো হৃদয়ং ১১৩০ ; সার্কভৌমং সর্কভূমা ২৬১ ; সার্কভৌমগৃহে ভুজন্ ২১৫১ ; সালোক্যসাষ্টি
 ১৪৩৬ ; ২৬২৩ ; ২২২৪ ; ২১২২৪ ; ৩৩১২ ; সিক্তায় কৃষ্ণলীলায়ত ২৮৪৫ ; সিক্তাং নন্দধরামৃত ৩৪৪ ;
 সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ ১৫৬ ; সিদ্ধা ব্রহ্মস্থে ১৫৬ ; সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি ২২৮ ; ২২১৩ ; সিদ্ধান্তে পুনরেক
 ২২০১৫ ; সিবৈব আশ্রয়বরুদ ২১৪৩ ; সীতয়া রাধিতো বক্টিঃ ২২১৬ ; স্তব্ধমারা ভবেদযত্র ২১৪১০ ; স্থানি
 গোপদায়ন্তে ১৭৫ ; ২২৪২ ; ৩৩১৩ ; স্থখী ভক্তস্তব্ধঃ ২২৩২৮ ; স্থগন্ধো মাকন্দ ৩১৩৩ ; স্থজনস্তব যেষাং বৈ
 ১২৫ ; স্থদুল্লভঃ প্রশান্তায়া ২১২১২ ; ২২৫১৪ ; স্থধাজিদহিষ্মিকা ৩১৬১০ ; স্থধাংস্তহরিচন্দনোং ৩১৫১০ ;
 গুণানাং চান্দ্রীণামপি ৩১১৫ ; স্থবর্ণবর্ণোহেমাঙ্গঃ ১৩৮ ; ২৬৫ ; ২১০৫ ; স্থবিলাসা মহাভাব ২২৩৪২ ;
 স্তম্বনোহর্পণমাত্রেন ১১৫১ ; স্তব্রতবন্ধনং শোক ৩১৬২ ; স্তবরিপুস্তদৃশাম্ ৩১৪৭ ; স্তবশানাং দুর্গং গতিঃ ১৪৬ ;
 স্তব্ধে কোকিলগণা ২২৪৬২ ; স্তব্ধোহাসিতপঞ্চমাং উপসং ১৪ ; স্তব্ধাণামপাতং জীবঃ ২১২১৭ ; স্তব্ধামি
 তন্নিযুক্তোহহং ২২০৪৭ ; ২২১২ ; সেবা সাধকরূপেণ ২২২৬২ ; সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদো ২১৭৬ ; সেয়ং
 সাধনসাহস্রৈঃ ১৮২ ; সোহপি কৈশোরকবয়ঃ ১৪১৫ ; সোহয়ং বসন্তসময়ঃ ৩১১৮ ; সৌখ্যং চান্দ্রা মদন্তবতঃ
 ১১৬ ; ১৪৪ সৌন্দর্যং ললনালি ২১৭১২ ; সৌন্দর্যায়তসিদ্ধুভঙ্গ ৩১৫২ ; সৌরভায়তসংপ্রবৃত্ত ৩১৫২ ;
 স্তনস্তবকসঞ্চরন্ ১৪৩১ ; স্তনাধরাদিগ্রহণে ২১৪১২ ; স্ত্রিয় উরগেজ্জভোগ ২৮৪৮ ; ২২১০ ; স্তোত্রং যত্র
 তত্স্থতাং ৩১২৭ ; স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং ২৮২ ; স্থানাভিলাষী তপসি ২২২১৫ ; ২২৪৮২ ; স্থিরচরবৃজিনঃ
 ২১৩৪ ; স্থিরো দাস্তঃ ২২৩২৭ ; স্বকীয়স্ত প্রাণার্কদ ৩১২৫ ; স্বরূপাযষ্টি দানেন ৩১২ ; স্বচিন্তবচ্ছীতলমুজ্জলক
 ২১২১ ; স্বচ্ছন্দঃ ব্রহ্মহৃদবীভিঃ ১৪৪৩ ; ২৮৩২ ; স্বজাতীয়শয়ে স্নিগ্ধে ২২২৫৬ ; স্বনিগমমপহায় ২১৬২ ;
 স্বপাদমূলং ভজতঃ ২২২৬৩ ; স্বপ্রেমসম্পদঃ স্বধয়া ২১২৪ ; স্বয়ং বিধন্তে ভজতাং ২২২১৪ ; ২২৪৩২ ; ২২৪৭৪ ;
 স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যাধ্যং ১৫১৮ ; স্বয়ংসাম্যাতিশয় ২২১৭ ; স্বরিতক্রিতঃ ২২৪৮ ; স্বরূপমণ্ডাকারং যৎ ১১৩৫ ;
 স্বর্গাপগাহেময়ুগালিনী ৩১১০ ; স্বর্গাপবর্ণনরকেষপি ২২২৬ ; ২১২৩৮ ; স্বস্থখনিভূতচেতা ২১৭৭ ; ২২৪১২ ;

স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ২২৪৯১ ; স্বাংগমৈঃ কল্লিতৈ ২৬১৩ ; স্বাবিভাসংবৃতো জীবঃ ২১৮৮ ; ৩৫৮ ; স্বরন্তঃ
স্বারয়ন্তশ্চ ২২৫১৩৩ ; স্বৰ্ত্তবাঃ সততং বিষ্ণুঃ ২২২৫৪ ; স্মিতালোকঃ শোকং ১৩১২ ; স্নেহাং ভঙ্গীভয় ১৫১২২ ;
স্বাদ্ৰবণুঃ স্তন্দরমপি ১১৬৫ ; স্রজং ন কাচিদ্বিজ্ঞো ৩১০২ ।

হ

হ

হ

হ

হস্তায়মদ্রিবল ২১৮৫ ; ৩১৪১৬ ; হস্তি শ্ৰেয়াংসি ২১৫৮ ; ২২৫১৫ ; হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ২২০১২ ;
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ২২৫১০ ; হরাবভক্তস্য কৃতো ১৮৫ ; ২২২৩৩ ; হরিঃ পুৰটস্তুন্দর ১১১৪ ; ১৩২ ; ১৩১৬ ;
হরিঃ পূৰ্ণতমঃ ২২০১৬৪ ; হরিণা চান্দয়েতি ২২৪৫৮ ; হরিণাণিকবাটিকা ৩১৫১০ ; হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ
২২০১৪৫ ; হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি ১৩১৫ ; হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা য়ে ২২২৬৫ ; ২২৪৮৩ ; হরিমুদিশতে রজোভরঃ
৩১৫২ , হরিমুপাসত তে ২২৪৬৩ ; হরিরেষ ন চেদবাতরিণ্যন্ ১৪১৭ ; হরেগুণাক্ষিপ্তমতি ২২৪৩৫ ; হরেন্নাম
হরেন্নাম ১৭১৩ ; ১১৭১৩ , ২৬১২ ; হরৌ রতিং বহম্নেষো ২২৩১৩ ; হর্যমৰ্গভয়োদ্বৈগৈ ২২৩৫২ ; হস্তাত্থো
রোদিতি ১৭১৪ ; ২২২০ ; ২২৩২০ ; ২২৫১৩৪ ; ৩৩২ ; হা নাথ রমণ ১৬১০ ; হিত্বা দূরে পথি ৩১৩২ ;
হিত্বা সারান্ সারভূতঃ ১১২১১ ; হরিণাকশিপোর্বক্ষঃ ৩১৬৫ ; হিরণ্যকেশশ্চয়্যাত্মা ২২০৫০ ; হীনার্থাধিকসাধকে
২২৩১৪ ; হৃদবাগ্ৰবপুভি ২৬২২ ; ৩২২ ; হৃদয়ং হৃদলোককাতরং ২৪২ ; ৩৮২ ; হৃদি যন্ত প্রেরণয়া ২১২১৪ ;
৩১৫৬ ; হৃদীকেশ হৃদীকেশ ২১২২০ ; হৃদীকেশে হৃদীকাণি ২২৪৬৭ , হে দেব হে দয়িত ২২১০ ; হে নাথ
হে রমণ ২২১০ ; হেলোদ্ধনিতখেদয়া ২১০১৩ ; হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ ৩১৩১ ; হ্রিয়মাণঃ কালনগা ২২২১৬ ;
হ্রিয়া তিৰ্য্যগ্ গ্রীবাচরণ ২১৪১১ ; হ্লাদতাপকরী ১৪২ ; ২৬১১ ; ২৮৩৭ ; হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিং ১৪২ ,
২৬১১ ; ২৮৩৭ ; হ্লাদিন্যাং সংবিদাশ্লিষ্টঃ ২১৮৮ ; ৩৫৮ ।

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষতিরিয়মিত্ৰ কা মে ২২৫১৪২ , ক্ষান্তিব্যবর্ধকালত্বং ২২৩৮ ; ক্ষিপ্যামাজশ্রমভান্ ২২৫৮ , ক্ষীরং যথা
দধিবিকার ২২০১৩ , ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ ২২৪৮২ , ক্ষেমং ন বিন্দন্তি ২২২৫ , ক্ষৌণীভৰ্ত্তা যৎকলা ১১১১ ,
১৫১৬ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার-মুচী

(নীলা। পরিচ্ছেদ। পয়ার)

অ

অ

অ

অ

অংশ অবতার আর ১১১৩২; অংশ অবতার পুরুষ ১১১৩৩, অংশ না কহিয়া কেনে ১১১২১; অংশ শক্তাবেশ ১১১৮১; অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে ১১১২১; অংশাশিরূপে শাস্ত্রে ১১১৩৩; অংশিনী রাধা হৈতে ১১১৬৬; অংশী-অংশে দেখি ১১১৮৫; অংশের অংশ যেই ১১১৬৩।

অকপটে কহে প্রভু ২১১২২৪; অকপটে রাজা এই ৩১১১৬; অকরণে দোষ ২১২৪২৫৪; অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র ১১৩১১; অকলঙ্ক পূর্ণকল ৩১৫১৫২; অকাম অনীহ স্থির ২১২১৪৬; অকাম মোক্ষকাম ২১২৪৬৩; অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় ১১১০৬৪; অকিঞ্চন হঞা লয় ২১২১৫০; অকৃষ্ণবরণে কহে ১১৩৪৫; অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম ২১১৩৮; অকুর কবে তোমার দোষ ৩১২১৪৬; অকুর বলি প্রভু যারে ১১১০৭৪; অকুরের লোক আইসে ২১১৮৭২।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক ২১১১২১।

অগণ্য অনন্ত যত ১১৫১২; অগাধ ঈশ্বরলীলা ২১১১৪৩; অগ্নি-উদ্ধা মোর মুখে ১১১৭১৮২; অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ২১১৭২২; অগ্নি-জালাতে যৈছে ১১৪৮৪; অগ্নি-পরীক্ষা দিতে ২১১১২০; অগ্নি যৈছে নিজ ধাম ২১১২৪, অগ্নি শক্ত্যে লৌহ ১১৫১২; অগ্রে নৃত্যগীত ২১২১৬৮; অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা ৩১১১২২।

অকুর পুলক মধু ২১১৭১২০; অকুরের ঘায়ে হস্তী ২১১৪৫১; অক্রে লৈয়া শচী তারে ১১১৪৮।

অঙ্ক উঘাড়িয়া ৩৩১০৩; অঙ্ক উপাঙ্গ নাম ১৩৪৭; অঙ্কপ্রভা অংশ ১১২১৩; অঙ্কমলা দূর করি ২১৪১২; অঙ্ক মোছে মুখ চূসে ২৩১৩২; অঙ্ক শব্দে অংশ করি ১৩১১২; অঙ্কশব্দে অংশ কহে শাস্ত্র ১৩৫৪; অঙ্কশব্দে অংশ কহে সেহো ১৩৫৬; অঙ্ক শব্দের অর্থ ১৩৫৩; অঙ্কসেবা গোবিন্দেরে ১১১০১৩২; অঙ্ক হৈতে সেই কীড়া ২১৭১৩৪; অঙ্কনে আরম্ভিল প্রভু ৩১১১৪৭; অঙ্কনে আসিয়া তেঁহো না কৈল ১১৫১৪৭; অঙ্কনে আসিয়া তেঁহো যবে ৩৩১৬১; অঙ্কনেতে আসি প্রেমে ২১২৫৫৩; অঙ্কনে দূরে রহি করেন ৩৩১৮৮; অঙ্কনে নাচেন প্রভু ৩১১৫৮; অঙ্কনে বসিলা সব ৩১৭৫১; অঙ্কনেতে মহাপ্রভু ২১১৪৬১; অঙ্গীকার করি প্রভু ২১৭৬৭; অঙ্গীকার কৈল প্রভু ৩১৩১৮; অঙ্গীকার জানি আচার্য্য ২১৬৬০; অঙ্গুলীতে ক্ষত হবে ২১৩১৫৮; অঙ্কে কাঁটা লাগিল ৩১৩৮১; অঙ্কে রসা লাগে ৩৪১২২; অঙ্কের অবয়ব উপাঙ্গ ১৩৫৪; অঙ্কের অবয়বগণ ১৩৫৭; অঙ্কের সৌরভে মুগ ২১৭১৮৮; অঙ্কোপাঙ্গ অস্ত্র ১৩৫২; অঙ্কোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র ১৩৫৮।

অজ্ঞিপদমুখ্য কহে ২১৮১৮২।

অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ ১১৭১২৪৭; অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই ১১৫৭৫; অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর ১১৭১২২৫; অচিন্ত্য প্রভাব তিনের ২৩১৭৭; অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর ২৩১৫৪; অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি ২১৬৬৬।

অচিরাতে আমি সহ ২১২১৫৩; অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা ২১৭১৪৪; অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় ২১১২০১; ২১৬২৩৭; অচিরাতে পাইবারে ২১২১৪; অচিরাতে পাবে তবে ৩৪৬১; ৩৩১২২; ৩১৭১২১; অচিরাতে পাবে তুমি ৩৩২৮২; অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ ২৩২৫৭; ২১৫১২২৫; ২১২৫১২১; অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণ ২১২১২৬; অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ ২৩১২১৫; অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণ ২১২৩৬৮; অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্য ২১৭১৪৮; অচিরাতে মিলে তারে তোমার ৩১৭৭৫; অচিরে করিবে কৃষ্ণ ২১৬১২৬২; অচিরে করিবেন রূপা ৩১৩১২০; অচিরে তোমারে রূপা ২১৫১২৭১; অচিরে নির্বিশেষে পাবে ৩৩১৪১; অচিরে পাইবে কৃষ্ণ ২১৫১২২; অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য ২১৬১৪৭; অচিরে মিলিবে তারে ১১৭১৩২২; অচিরে হইবে তাঁ-সভার

৩১১১২২ ; অচেতন দেহ নাসায় ৩১৪১৬০ ; অচেতন পড়ি আছে ৩১৭১১৬ ; অচেতন রথ তার ২১৪১৩২ ; অচেতন হঞা তেঁহো ২১২১৪১ ; অচেতন হঞা প্রভু ২১৮১৫২ ; অচ্যুত গদাপদ্ম ২১২০২০২ ; অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা ২১৩৪৪ ; অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য ১১২১৭৪ ; অচ্যুতানন্দ বড় শাখা ১১২১১১ ; অচ্যুতের যেই মত ১১২১৭২ ।

অজাগলন্তন-ন্যায় ২১৪১৬৬ ; অজাত-রতি সাধক ২১৪১২১১ ; অজামিল পুত্র বোলায় ৩৩৫৫ ; অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে ৩১৮৬ ; অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা ২১২১১২৬ ; অজ্ঞ জীব নিজ হিতে ৩৭১১০৩ ; অজ্ঞ মূর্থ সেই ৩৩১১২৫ ; অজ্ঞাননে কিছু নহে ২১৬৭৮ ; অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় ৩৫১১৫২ ; অজ্ঞান তমের ১১১৫০ ; অজ্ঞানেও হয় যদি ২১২১৮১ ।

অকর নয়নে সন্ভে ৩১২১৭৪ ।

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ১১২১৮ ।

অট্ট অট্ট হাসি গোসাক্ষি ৩৩১৪৬ ; অট্ট অট্ট হাসে করে ১১৭১৭৩ ; অট্টালি চড়িয়া দেখে ২১১১২১২ ।

অতঃপর আর না করিহ ৩১৬৪৪ ; অতঃপর মহাপ্রভু বিষয় ৩১২১৩ ; অতএব অংশী কৃষ্ণ ১৬৮৫ ; অতএব অদ্বৈত আচার্য্য ৩৭১৫ ; অতএব অদ্বৈত হয়েন ১৬১৭ ; অতএব অধীশ্বর ১২১৩২ ; অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের ২১৬১৩৭ ; অতএব অবশ্য আমি ১১৭১২৫৮ ; অতএব আকর্ষয়ে ২১৭১৩২ ; অতএব আচার্য্য তাঁরে ২১৬১২২৩ ; অতএব আত্মপর্য্যন্ত ২১৮১১২ ; অতএব আদিখণ্ডে ১১৩১১৭ ; অতএব আপন সূত্রের ২১৫১৭৬ ; অতএব আপনে প্রভু ১১৭১২২৪ ; অতএব আমার দেখা ৩১৪৬ ; অতএব আর সব ১৬৭১ ; অতএব আমি আজ্ঞা ১১২৩৪ ; অতএব ইহাঁ কহিল ২১৭১৩০ ; অতএব ইহাঁ তার ২১৬১২১৩ ; অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব ২১৬৮৪ ; অতএব ঈশী হয় ২১৮৭১ ; অতএব এইরূপ ২১৮১৩৭ ; অতএব এই লীলার ১১৪১২২ ; অতএব ঈশ্বর্য্য হৈতে ৩৭১২৭ ; অতএব কল্পনা করি ২১৬১৬৪ ; অতএব কছি কিছু ১৪১১৮২ ; অতএব কাম প্রেম ১৪১১৪৭ ; অতএব কৃষ্ণ কহে ৩৭১৩২ ; অতএব কৃষ্ণনাম না ২১৭১১৩৪ ; অতএব কৃষ্ণ মূল ১৫১৫৩ ; অতএব কৃষ্ণশব্দ ১২১৬৮ ; অতএব কৃষ্ণের করে ২১৪১১৫৫ ; অতএব কৃষ্ণের নাম ২১৭১১২২ ; অতএব কৃষ্ণের প্রকট ২১৪১১২৪ ; অতএব গূঢ় অর্থ ৩৩৪৭ ; অতএব গোপীগণ ১৪১১৪৮ ; অতএব গোপীভাব করি ২১৮১১৮৩ ; অতএব গোবধ করে ১১৭১১৫২ ; অতএব গোবধ কেহো ১১৭১১৫৭ ; অতএব গোলোকস্থানে ২১২০৩৩১ ; অতএব চৈতন্যগোসাক্ষি ১২১২২ ; অতএব জগন্নাথের রূপার ২১৩১১৬ ; অতএব জরদগব ১১৭১১৫৫ ; অতএব জানিহ তুমি ২১৬৫৫ ; অতএব জানিল তোমায় ৩৮১৭০ ; অতএব তটে রহি ১১২১২৩ ; অতএব তার আমি সূত্রমাত্র ২১১৪ ; অতএব তাঁর পায়ে ২৪৮৮ ; অতএব তার মুখে ২১৭১১২৬ ; অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস ৩৬১১২৪ ; অতএব তাঁরে আমি করিয়ে ৩৪১১৬৪ ; অতএব তাঁ সভার বন্দিয়ে ১১২১২১ ; অতএব তাঁ সভারে করি ১১০১৫ ; অতএব তাহা বর্ণিলে ২৪১৫ ; অতএব তাঁহা সনে না ২১৫১১৬৪ ; অতএব তুমি আমি ২১৮১২৪২ ; অতএব তুমি সব ২৭১২৭ ; অতএব তুমি হও ১২১৩০ ; অতএব তোমায় আমি ২৫১১২ ; অতএব ত্রিযুগ করি কহে তাঁর ২১৬১৭ ; অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণু ২১৬১৩ ; অতএব দণ্ড করি ১১২১৩৩ ; অতএব দাস্তুরদের হয় ২১৮১৮০ ; অতএব দিগমাত্র ইহাঁ ১১৫১৩০ ; অতএব দুইগণে দৌহার ১১১১১২ ; অতএব নাম তাঁর ১৬১২৫ ; অতএব নাম মাত্র ২১২১৫ ; অতএব নাম লয় ৩৭১২২ ; অতএব নাম হৈল ২৪১১২ ; অতএব নায়ক শ্লোক ২১২১২৬ ; অতএব নিকারিলা ১৫১১৮৭ ; অতএব পুনঃ কহো ১৮১১২ ; অতএব প্রভু ইহাঁরে ২১১১৭০ ; অতএব প্রভু কিছু ৩৫১২৫ ; অতএব প্রভু ভাল ২১৬১১২ ; অতএব প্রভুর তত্ত্ব ২১২১২২ ; অতএব প্রভুর তেঁহো ১১৩১৭৫ ; অতএব বড় সম্প্রদায় ২১৬১৭২ ; অতএব বিপ্র আগে ১২১৬৪ ; অতএব বিশ্বরূপ নাম ১১৩১৭৪ ; অতএব বিষ্ণু তখন ১৪১১২ ; অতএব বেদে কহে ২১২১৮০ ; অতএব ব্রহ্মবাক্যে ১২১৪৭ ; অতএব ভক্তগণ মুক্তি ৩৩১৮৪ ; অতএব ভক্তগণে করি ১৪১১২৪ ; অতএব ভক্ত লোক ১৮১৩২ ; অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যোর ২১২০১২২ ; অতএব ভাগবতে এই ২১২৫১০৫ ; অতএব ভাগবত করহ ২১২৫১১১ ; অতএব ভাগবত সূত্রের ২১২৫১০৮ ; অতএব মধুর রস কহি ১৪১৪১ ; অতএব মধুর রসে হয় ২১২১১২০ ; অতএব মায়ী তাঁরে ২১২০১০৪ ;

অতএব মূনিগণ ২২২৪ ; অতএব মোর সঙ্গে ২১১১৩৩ ; অতএব যার মুখে ২১৫১১১ ; অতএব যাই তাই
 ৩২১১২ ; অতএব রঘু পিতা ২১৫১১৬ ; অতএব রাধিকা নাম ১৪১৭৫ ; অতএব লক্ষ্মী-আজ্ঞের ২১১৩৩ ;
 অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণ ২১১৩২ ; অতএব শব্দ অলঙ্কার ১১৬৭০ ; অতএব শাস্ত্র কৃষ্ণভক্ত ২১১১৭৪ ; অতএব
 শুকবাস ৩৭১২৬ ; অতএব শুদ্ধভক্তির ২১১১৪৭ ; অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৫১১৬ ; অতএব প্রতি-কহে ব্রহ্ম
 ২৬১৪১ ; অতএব সংক্ষেপ করি ২১২১৪৭ ; অতএব সখ্যারসে বশ ২১১১৮৪ ; অতএব সখ্যারসের তিন ২১১১৮৩ ;
 অতএব সব শাস্ত্র করয়ে ২২৫১৪০ ; অতএব সমস্তের ১৪১৮২ ; অতএব সন্ডে ফল দেহ ১১১৩৭ ; অতএব সর্কপূজা
 ১৪১৭৬ ; অতএব সূত্রের ভাষ্য ২২৫১৮৪ ; অতএব সূর্য্য তাঁর ১২১১২ ; অতএব সেই ভাব ১৪১৪৫ ; অতএব
 সেই সূত্রে ১৪১৬৬ ; অতএব সে-সব লীলা ৩২০১৬৬ ; অতএব স্বরূপ আগে ২১০১১২ ; অতএব স্বরূপশক্তি
 ২১১১৮ ; অতএব স্বাদাধিকো ২১১১২২ ; অতএব হও তুমি ১২১৩৩ ; অতএব হরি ভজ্যে ২২৪১৬৬ ; অতএব
 হরি হরি ১১৩১২২ ; অতএব হিন্দুমাত্র ১১৭১৫৩ ; অতএব হৈল তাঁর নাম ১১৩১২৩ ; অতএব তব বর্ণে
 ৩৫১১৬ ; অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ২১৫১২৩ , অতি উচ্চ নামা ৩৩১২৬ ; অতি উচ্চ স্থবিস্তার ৩১৫১৬ ; অতি
 কাল দেখি মিশ্র ৩৫৩০ ; অতিকাল হৈল ২৭১৮১ ; অতিগুরুভোজনে ৩১০১৪৪ ; অতি গূঢ় হেতু ১৪১২১ ;
 অতিথি বিপ্রেস ১১৪১৩৪ ; অতি স্বরায় করিব ৩২১৫৬ ; অতি দীর্ঘ শিখিল ৩১৮৬২ ; অতি দৈন্তো পুনঃ ৩২০১২৫ ;
 অতি নিভৃত সেই গৃহে ২১১১৭৭ ; অতি বাহুল্য ভয়ে ৩১৭১০ ; অতি বৃদ্ধ অতি স্থূল ২১১২৮৪ ; অতিশয়োক্তি
 বিরোধভাস ৩১৮১৬ ; অতিশ্রুতি হয় এই ২১০১৭৫ ; অতিহীন জ্ঞানে ১৪১২১ ; অতি ক্ষুদ্র জীব মুক্তি ২২০১২১ ;
 অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার ২২১১৬৮ ; অতপ্ত হইয়া করে ১৪১৩১ ; অত্যন্ত নিগূঢ় ১৪১৩৭ ; অত্যন্ত নিবিড় কৃষ্ণ
 ২৪১৪৮ , অত্যন্ত বিরক্ত সদা ১১১১২৮ , অত্যন্ত বিস্তার কথা ২১১২১৩ ; অত্যন্ত রহস্ত শুন ২১১১৬১ ।

অথবা কৃষ্ণকে তৈহো ১৩১৪২ ; অথবা ভক্তের বাণ্য ১৫১১১০ ।

অদর্শনে পোড়ে মন ২২১৫২ ; অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই ২৬১৫১ ; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ ২২২১৫ ; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু
 ১২১৫৩ , অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম ২২০১৩১ ; অদ্বয়বাদ সেই ২১৮১৭৭ ; অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ ১৭১৫ ; অদ্বৈত অবধূত
 কিছু ৩১২১৭৭ ; অদ্বৈত অবধূত গোসাঞি ২১৬১৩৮ , অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু ২১২১৫৩ , ২১৩৩০ ; ৩১০১৫৭ ;
 অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত ১১৩১৫৩ , অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের ১৬১২২ ; অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ১৬১১৮ ; অদ্বৈত
 গোসাঞি সাক্ষাৎ ১৩১৫২ , ১৫১২২৬ ; ১৬৩ , ৩৭১২৪ , অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত ১১৭১২৮২ ; অদ্বৈত
 আচার্য্য গোসাঞির মহিমা ১৬১২২ ; অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সর্ক ৩১০১৩ ; অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে ২১০১৭৬ ; অদ্বৈত
 আচার্য্য তারে ৩৬১২৪২ ; অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরা ২১৩১৩৭ , অদ্বৈত আচার্য্য নাচে ২১১১২১০ ; অদ্বৈত আচার্য্য
 নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ ১৫১২২৫ , অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস ১৪১১৮৫ ; অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট ১৩১৭৫ ;
 অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ১১১২১ , অদ্বৈত আচার্য্য ভাষা ১১৩১১০ ; অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিশ্ব ১১৭১৩০২ ; অদ্বৈত
 আচার্য্য স্থানে ১১৩১৬১ ; অদ্বৈত আচার্য্যের তৈহো ৩৬১৬০ ; অদ্বৈত আলিঙ্গন করি ৩৩১২০২ ; অদ্বৈত আসিয়া
 করে ২১৫১৬ ; অদ্বৈত করিল প্রভু ২১১১১৩ ; অদ্বৈত কহে অবধূত ২১২১৮৬ ; অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের ২১১১২১ ,
 অদ্বৈত কহে সত্য কহি ২১৫১২৩ , অদ্বৈত গৃহে প্রভুর ২৩১২১৫ ; অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে ২১৪১৭৭ , অদ্বৈত নিত্যানন্দ
 চিত্তের ১৩১৫৭ ; অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই ৩৭১৫০ , অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু ৩১৫১ , অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন
 ১১২১৮৫ ; অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ ২১২২৪১ ; অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ ১৬১২১ ; অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস ৩৪১০৩ ;
 অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস ৩৭১৫৮ ; অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি যত ২১৬১২৪৩ , অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ২১৩১৬ ;
 অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ৩১১১৫২ ; অদ্বৈত নিত্যানন্দের ২১০১১১৫ ; অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ ১১৭১৮ , অদ্বৈত
 প্রসাদে লোক ১৬১১০০ ; অদ্বৈত মহিমানন্ত ১৬১১০১ ; অদ্বৈত রূপে উপাদান ১৬১১৩ ; অদ্বৈত রূপে করে
 ১৬১১৭ ; অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ২১০১৬৭ ; অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে ২১২১২০ ; অদ্বৈতাদি গেলা ২১১১৮১ ; অদ্বৈতাদি
 বক্ষ্য ২১০১৭০ ; অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ২১৪১৬৪ ; অদ্বৈতের হাতে প্রভুর ২১২২৪৭ ; অদ্বৈতেরে প্রভু কহে

২১১১২০ ; অদ্ভুত অনন্ত ১৪১২০ ; অদ্ভুত গুণা এই ১১৬৬২ ; অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় ১১৭১২২ ; অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য ৩১৭১৬৪ ; অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের ৩১৭১৬৩ ; অতাপি তাঁর সেবা করে ২১২৩১ ; অতাপি ধাহার রূপা ১১১১৮ , অতাপিহ এতক্ষণ ৩১০৮২ ; অতাপিহ গায় যাহা ৩১০১২২ ; অতাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে ২১৭১৫২ ; অতাপিহ দেখ চৈতন্য ১৮১১২ ।

অধম কাকেরে কৈলা ২১৭১৭৬ ; অধম জীব মুণ্ডি ২১৭১৭৪ ; অধম জীবেরে চড়াইল ১৫১১৩৬ ; অধম পতিত পাণী ২১১১৮৫ ; অধম পামর মুণ্ডি ৩৬১১২৭ ; অধম যবন কুলে ২১৬১১৭২ ; অধরামৃত নিজ স্বরে ৩১৬১১৮ ; অধরের এই রীতি ৩১৬১২১ ; অধরের গুণ সব ৩১৬১১০৫ ; অধর্ম অগ্নায় যত ৩৪১২৭ ; অধিক আনিলে আমা ৩৮১৫১ ; অধিক লাভ পাইয়ে ২১১১১০ ; অধিকারী ভেদে রতি ২১২৩২৫ ; অধিকৃত ভাব যার ২৬১১২ ; অধিকৃত ভাবে দিব্যো ৩১৪১১৪ ; অধিকৃত মহাভাব দুই ত ২১২৩৩৮ ; অধিকৃত মহাভাব সদা ২১৪১৬১ ; অধীরা নিষ্ঠুর বাকো ২১৪১১৪৫ ; অধীশ্বর শব্দের অর্থ ২১২১৭৩ ; অধোক্ষজ পদ্মগদা ২১২০২০৪ ; অধ্যয়নলীলা প্রভুর ১১৫১৫১ ।

অনন্ত অপার তার কে জানিবে ২১১৮০ ; অনন্ত অপার তার নাহিক ১৫১৪৪ ; অনন্ত আচার্য্য কবিচন্দ্র ১১২১৭২ ; অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের ২১৫১১৭৪ ; অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর ২১২০২৩২ ; অনন্ত কহিতে নারে ইহার ২১২০৩৩৪ , অনন্ত কহিতে নারে মহিমা ১৫১৪০ ; অনন্ত কামধেনু ঘাঠা ২১৪১২১০ ; অনন্ত কৃষ্ণের গুণ ২১২৩৪৬ ; অনন্ত কৃষ্ণের লীলা ২১৪১১৮২ ; অনন্ত গুণ রঘুনাথের ৩৬৩০৩ , অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার ২১৩৪৭ ; অনন্ত চতুর্ভূহগণের ২১২০১৫৮ ; অনন্ত চৈতন্যকথা ২১২৩৩১ ; অনন্ত চৈতন্যভক্ত ১১০১১১২ ; অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় ৩১৫১৮৫ ; অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্রজীব ১১৩৩৪২ , অনন্ত তাহার ফল ৩১১০৬ ; অনন্তদাস কাহ্নপণ্ডিত ১১২১৫২ ; অনন্ত নিত্যানন্দগুণ ১১১১৫৪ , অনন্ত পদ্মনাভ ২১২১২৪ ; অনন্ত পুরুষোত্তম ২১১১০৬ ; অনন্ত প্রকাশ কৃষ্ণের ২১২০১৪৪ ; অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত ২১৮১০৭ ; অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক ২১২১৫ , অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরবোম ২১২১৬ ; অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড ১১৭১২২ ; অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে ২১২১৬ ; অনন্ত বৈকুণ্ঠ ঘাঠা ২১২১৩৭ ; অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ ২১২১৭৬ ; অনন্ত বৈভব তাঁর ১৫১৮৮ , অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ইহাসভার ২১৮১০৭ ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক ২১২০২৩৬ ; ২১২০৩১৬ ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু ১১২৩৪ , অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ২১২০২৩৭ ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা ২১২১৩৮ , অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ১৬১৫ ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জৈছে ২১২০২৭৩ ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র ১৬৬৬ ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ২১২১৪৩ , অনন্তরূপে এক রূপ ১১২১৮৩ ; অনন্ত শক্তিমধ্যে ২১২০২১৮ ; অনন্ত শয্যাতে তাঁরা ১৫১৮৪ ; অনন্ত স্ফটিকে ১১২১৩ , অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের ২১২০৩৩৫ , অনন্ত স্বরূপ ঘাঠা ২১২১৩৬ , অনন্তাবতার কৃষ্ণের ২১২০২১৬ ; অনবসরে করে প্রভুর ২১০১৬২ ; অনবসবে জগন্নাথের ২১১১১৩ ; অনর্গল প্রেমভক্তি ২১৫১৪৩ ; অনর্গল প্রেমা সভার ১১১১৫৬ , অনর্গল রসবেত্তা ৩৭১২৮ , অনর্গলবৃত্তি হৈতে ২১২৩৭ ; অনায়াসে পাইবে প্রেম ৩১৮১২৫ ; অনায়াসে পাইল সেই ১১২১৭৩ , অনায়াসে ভবক্ষয় ১৮১২৪ ; অনায়াসে হয় ১১১৪ ; অনিকেতন দোহে ২১২১১১৫ , অনিপুণা বাণী ৩১২০১৪০ , অনিবেদিত তাগ ২১৪১২৫০ ; অনিমগ্ন ভিক্ষা ৩৮১৩৭ , অনিমিষ নেত্রে ২১৩১২৪ ; অনিরুদ্ধ চক্রগদা ২১২০১২৪ , অনিরুদ্ধমূর্তি ২১২০১৬৬ , অনিরুদ্ধের বিলাস ২১২০১৭৫ ; অনিষ্ট আশঙ্কা ৩১৮১৩৭ , অমূল্য বাতে যদি ১৪১২১০ ; অমুদিন বাচল ২৮১৫২ , অমুনয় করি প্রভুকে ৩১২১৩২ ; অমুপম গুণগণ ২৮১৪২ ; অমুপম জীব রাজেন্দ্রাদি ১১০১৮৩ ; অমুপম বল্লভ শ্রীরূপ ১১০১৮২ ; অমুপম মল্লিক তাঁর ২১২১৩৫ ; অমুপম লাগি তাঁর ৩১১১৪ ; অমুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ৩১৪৭৭ ; অমুবাদ কহি তারে ১১২৬২ , অমুবাদ কহি পাছে ১১২১৪ ; অমুবাদ কৈলে পাই ৩১২১২৩ ; অমুবাদ কৈলে হয় ২১২১১২৪ ; অমুবাদ না কহিয়া ১১২৬১ ; অমুবাদ হৈতে স্মরে ৩১২০১৩১ ; অমুভাব স্মিত নৃত্য ২১২৩৩১ ; অমুমান প্রমাণ নহে ২৬১৮১ , অমুরাগের লক্ষণ এই ৩১০১৫ ; অমুসঙ্কান বিনা রূপা ২১৪১১৩ ; অনেক করিল তবু ২১২১১৪৪ ; অনেক করিল যত্ন ৩১৭১১৮ ; অনেক কহিল তার ২১২৪৪৪ ; অনেক ঘট ভরি দিল ২৪১৭৫ ; অনেক দিন তুমি মোরে ২৩১১১৪ ; অনেক দেখিছ মুণ্ডি ২১৮১১২২ ; অনেক দেখিল তার ২১২০১১১ ; অনেক দৈন্তাদি করি ২১২১১৩ ; অনেক নাচাইলে মোরে ৩১১১২২ ; অনেক পণ্ডিত সভায় ৩৩১৬৬ ; অনেক প্রকার

স্নেহে ২১৭১২০ ; অনেক প্রকারে বিলাপ ২১৭১৩৭ ; অনেক প্রকাশ ১১১৩৮ ; অনেক প্রসাদ করি ৩১১৩৯ ; অনেক প্রসাদ দিল ৩১১৪১ ; অনেক যত্ন কৈলু যাইতে ৩১১৪২ ; অনেক লোকজন সঙ্গে ৩১১৪৩ ; অনেক লোকের বাহা ৩১১৪৪ ; অনেক সম্মান ভক্তি ৩১১৪৫ ; অনেক সামগ্রী দিয়া ২১১৪৬ ; অনেক সামগ্রী যত্ন ২১১৪৭ ; অনেক সিদ্ধ পুরুষ ২১১৪৮ ; অনেক হস্তে ইহার ৩১১৪৯ ; অনেক ক্ষণে মহাপ্রভু ৩১১৫০ ; অন্তঃপুর গোলোক ২১১৫১ ; অন্তরঙ্গ পূর্ণৈর্ঘর্ষা ২১১৫২ ; অন্তরঙ্গ ভক্ত করি ১১১৫৩ ; অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে ২১১৫৪ ; অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় ৩১১৫৫ ; অন্তরঙ্গ ভূতা করি ৩১১৫৬ ; অন্তরঙ্গ সেবা করে ৩১১৫৭ ; অন্তরঙ্গ চিহ্নিত ২১১৫৮ ; অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ২১১৫৯ ; অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি ২১১৬০ ; অন্তরাঙ্গ্য রূপে তাঁর ১১১৬১ ; অন্তরীক্ষে দেবগণ ১১১৬২ ; অন্তরে অহুগ্রহ বাহে ৩১১৬৩ ; অন্তরে অভিমান ৩১১৬৪ ; অন্তরে আনন্দ আশ্বাদ ৩১১৬৫ ; অন্তরে আনন্দ রাধা ২১১৬৬ ; অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা ১১১৬৭ ; অন্তরে উল্লাস রাধা ২১১৬৮ ; অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইহার ২১১৬৯ ; অন্তরে গরগর প্রেম ২১১৭০ ; অন্তরে জানিলা প্রভু ১১১৭১ ; অন্তরে হৃদয় মুকুন্দ ২১১৭২ ; অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণবিরহ ৩১১৭৩ ; অন্তরে বিস্তৃতি শতী ১১১৭৪ ; অন্তরে মানয়ে স্বথ ২১১৭৫ ; অন্তরে মুমুকু তেঁহে ৩১১৭৬ ; অন্তরে সব জানে প্রভু ২১১৭৭ ; অন্তরে সন্তোষ গোসাঞি ৩১১৭৮ ; অন্তরে সন্তোষ তারে ৩১১৭৯ ; অন্তরে স্ত্রী হৈলা প্রভু ৩১১৮০ ; অন্তর্দর্শার কিছু ঘোর ৩১১৮১ ; অন্তর্দর্শা বাহদর্শা ৩১১৮২ ; অন্তর্দান করি মনে ১১১৮৩ ; অন্তর্দান কৈল কেহো ২১১৮৪ ; অন্তর্দান কৈল প্রভু নিশ্চয় ৩১১৮৫ ; অন্তর্দান কৈল প্রভু নিজগণ ১১১৮৬ ; অন্তর্দান কৈল সঙ্কেত ১১১৮৭ ; অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহে ২১১৮৮ ; অন্তর্ধ্যামি উপাসক ২১১৮৯ ; অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বরের ২১১৯০ ; অন্তর্ধ্যামী প্রভু অবশ্য ৩১১৯১ ; অন্তর্ধ্যামী প্রভু মনে ৩১১৯২ ; অন্তর্ধ্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ ১১১৯৩ ; অন্ত্য কোনো কোনো ৩১১৯৪ ; অন্ত্যলীলার বর্ণন কিছু ৩১১৯৫ ; অন্ত্যলীলার স্ত্র্য এবে ২১১৯৬ ; অন্ত্যলীলার স্ত্রের করি ২১১৯৭ ; অন্নকূট করে সভে ২১১৯৮ ; অন্নকূট নাম গ্রামে ২১১৯৯ ; অন্ন খাইবে পীঠে ২১২০০ ; অন্ন দ্ব্যুত দধি দুগ্ধ ২১২০১ ; অন্ন জল তাগ কৈল ১১২০২ ; অন্নদোষে সম্মানীর ২১২০৩ ; অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ৩১২০৪ ; অন্নব্যঞ্জন উপরে দিল ২১২০৫ ; ৩১২০৬ ; অন্নব্যঞ্জন উপরে দেন ২১২০৭ ; অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি ২১২০৮ ; অন্নব্যঞ্জন সব রহে ২১২০৯ ; অন্ন লক্ষ্য এক গ্রামের ২১২১০ ; অন্নাদি দেখিয়া প্রভু ২১২১১ ; অন্নের সৌভ বর্ণ ২১২১২ ; অন্নেষণ করি কিরে ২১২১৩ ; অন্নেষিতে আইলা তাঁহা ১১২১৪ ; অন্না অবতার ঐছে ২১২১৫ ; অন্না অবতারে সব ৩১২১৬ ; অন্না অছ জগন্নাথের ২১২১৭ ; অন্না উত্তানে কিবা ৩১২১৮ ; অন্না ঐছে হয় আমার ৩১২১৯ ; অন্না কথা অন্না মন ৩১২২০ ; অন্নাকামী যদি করে ২১২২১ ; অন্না গ্রাম নিস্তারয়ে ২১২২২ ; অন্নাগ্রামী আসি তাঁরে ২১২২৩ ; অন্না গ্রামের লোক যেই ২১২২৪ ; অন্না জন কাঁহা লিখি ২১২২৫ ; অন্না ঠাকুর নাহি যায় ২১২২৬ ; অন্না তাজি ভজে তাতে ২১২২৭ ; অন্নাথা এই অর্থ কারো ৩১২২৮ ; অন্নাথা না রহে মোর ২১২২৯ ; অন্নাথা যে না মানে ১১২৩০ ; অন্না দেব অন্না শাস্ত্র ২১২৩১ ; অন্না দেশে প্রেম উছলে ২১২৩২ ; অন্নাদেহে না পাইয়ে ২১২৩৩ ; অন্না বাহা অন্না পূজা ২১২৩৪ ; অন্নাবাগ্যদির ধ্বনি ২১২৩৫ ; অন্না যত সাধ্যসাধন ২১২৩৬ ; অন্না লোক নাহি জানে ১১২৩৭ ; অন্না সম্মানীর বস্ত্র ৩১২৩৮ ; অন্না হৈতে নহে ২১২৩৯ ; অন্নাপেক্ষা হৈলে প্রেমের ২১২৪০ ; অন্নের আছুক কার্য ১১২৪১ ; অন্নের কা কথা আপনি ৩১২৪২ ; অন্নের কা কথা জগন্নাথ ২১২৪৩ ; অন্নের কা কথা ব্রজে ১১২৪৪ ; অন্নের দুর্ভাগ প্রসাদ ৩১২৪৫ ; অন্নের প্রসাদ নিমন্ত্রণে ৩১২৪৬ ; অন্নের ভিক্ষার স্থিতির ৩১২৪৭ ; অন্নের যে হৃদয় মনে ২১২৪৮ ; অন্নের হৃদয় মন ২১২৪৯ ; অন্নে অন্না কহ ২১২৫০ ; অন্নাগে সঙ্গমে ১১২৫১ ; অন্নাগে খটমটি ৩১২৫২ ; অন্নাগে দুর্ভাগ জন ৩১২৫৩ ; অন্নাগে দৌহার দৌহা ২১২৫৪ ; অন্নাগে বিলসে ১১২৫৫ , অন্নাগে বিলসে প্রেম ২১২৫৬ ; অন্নাগে মিলিয়া দৌহে ২১২৫৭ ; অন্নাগে লোকের মুখে ২১২৫৮ ; অন্নাগে পণ্ডিত ৩১২৫৯ ।

অপত্যবিরহে মিশ্রের ১১২৬০ ; অপবিত্র অন্ন এক ২১২৬১ ; অপবিত্র স্থানে বৈস ১১২৬২ ; অপমান করি সর্ব ৩১২৬৩ ; অপরাধ যায় গোসাঞি ১১২৬৪ ; অপরাধ কৈলু ক্ষম ৩১২৬৫ ; অপরাধ ছাড়ি কর —৬/৪

৩৭।১২১; অপরাধ নাহি কৈলে ১।১৭।২১; অপরাধ নাহি সলা ২।১৫।২৭২; অপরাধ ভয়ে তেঁহো ৩।৪।১৪৩; অপরাধ হউক কিবা ৩।১০।২২; অপরাধ হয় মোর ৩।৪।১৩৪; অপরাধ হস্তী যৈছে ২।১২।১৩২; অপরাধ কম্ব মোরে করহ ১।২।২৪; অপরাধ কম্ব মোর প্রভু ২।১৫।২৭৪; অপরাধ কম্বাইতে ১।২।২২; অপরাধ কম্বাইল ১।৭।৩৫; অপরাধ কম্বি তারে ২।১।১৪৪; অপরাধে আসি কৈল ২।১৪।২২; অপরিচিত শত্রুর মিত্র ৩।১৮।২৫; অপাণিপাদ প্রতি ২।৬।১৪০; অপাদান করণা ২।৬।১৩৫; অপার ঐশ্বর্য কৃষ্ণের ২।২।১২৪; অপার সৌন্দর্য্য হরে ৩।১৫।৪২; অপি শব্দ অবধারণে ২।২৪।২২২; অপি শব্দের মূখ্য অর্থ ২।২৪।৫১; অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে ২।৮।৭৬; অপূর্ব্ব রাধুরী কৃষ্ণের ১।৪।১৩৪; অপূর্ব্ব মোচার ঘট ২।২।২৬৮; অপ্রাকৃত দেহ তোমার ৩।৪।১৬৮; অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের ৩।৪।১৮৩; অপ্রাকৃত দেহে তাঁর ৩।৪।১৮৫; অপ্রাকৃত বস্তু নহে ২।২।১৭২।

অবগাহিতে নারিল ২।২।১৮১; অবজ্ঞাতে নাম লয় ২।১৭।১২৩; অবলার শরীরে ২।২।২০; অবসর জানি আমি ২।১৩।১৮০; অবসর না পায় লোক ২।১৮।১২২; অবসর নাহি হয় ২।১৫।৮১; অবশেষে পাত্র তুমি ৩।৮।১১; অবশেষে রাধা কৃষ্ণে ২।১৩।১২০; অব সোই বিরাগ ২।৮।১৫৬; অবহি চৈতন্য পাব ২।১৮।১৬০; অবতরি এবে তুমি ৩।৩।৭৭; অবতরি করে প্রেমরস ৩।৩।২৫২; অবতরি কৈল এবে ১।৬।২৩; অবতরি চৈতন্য কৈল ২।১।১৮৭; অবতরি প্রভু ১।৪।৮২; অবতার অবতারী ১।৫।১১১; অবতার কার্য্য প্রভুর ৩।৪।২৫; অবতার কালে দৌহে ১।৫।১৩২; অবতারকালে হয় জগতে ২।২০।৩০১; অবতারগণের ভক্তভাবে ১।৬।২৭; অবতার নাহি কহে ২।২০।২৪; অবতার লব ১।২।৫৭; অবতার হয় কৃষ্ণের ২।২০।২১৩; অবতারী কৃষ্ণ যৈছে ১।৪।৬৬; অবতারী নারায়ণ ১।২।৫০; অবতারীর দেহে ১।২।২৪; অবতারের আর এক ১।৪।২০; অবতারের এই বাহ্য ১।৪।১৮০; অবতীর্ণ হঞা তাহা ২।২।১৬২; অবতীর্ণ হয়্যা করেন ১।৩।৪; অবতীর্ণ হৈতে মনে ১।১৩।৫০; অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ ১।৩।২২; অবতীর্ণ হৈলা গৌর ১।৩।২১; অবধূত গোসাঁঞির ১।৫।১৩২; অবধূতের মুটা ২।৩।২৩; অবধ্য বধ করি ৩।৩।১৫২; অবশ্য করিব আমি তাঁর ২।৭।৪৩; অবশ্য করিব আমি তোমারে ৩।৩।১১২; অবশ্য করিবেন রূপা ২।১।১৪২; অবশ্য করিবে মোর ২।৭।৬০; অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের ৩।১৫।৩৪; অবশ্য চলিব দৌহে ২।১৬।৮৮; অবশ্য পাইবে তবে ১।১৭।২২; অবশ্য পুরাবে প্রভু ৩।১।১৪১; অবশ্য মো অধমে প্রভু ৩।১।১৩৮; অবশ্য মোর বাক্য ২।৫।৭৮; অবিকারী হয়েন তেঁহো ২।৭।৬১; অবিচার কবিত্তে অবশ্য ১।১৬।৭২; অবিচারে দেহ দোষ ১।১৪।২৬; অবিচারে প্রাণ লহ ৩।২।৫২; অবিচিন্ত্য শক্তিমুক্ত ১।৭।১১৭; অবিন্দন্য বিধি ১।৪।১৩১; অবিন্দন্যশক বন্ধন ৩।৫।১৩৬; অবিন্দন্য-বিধেয়াংশ এই ১।১৬।৫৭; অবিন্দন্য-বিধেয়াংশ দুই ১।১৬।৫২; অবিশ্বাস ছাড় য়েই ৩।২।৩০; অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে ৩।৩।২১০; অবৈষ্ণব সঙ্গ বহু শিষ্ট ২।২।২৬৪।

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে ১।৪।১২২; অভয়দান দেহ তবে ২।১।১২; অভাগিয়া জ্ঞানী ২।৮।২১৩; অভিধাত্তি ছাড়ি ২।৬।১২৬; অভিধেয় নাম ভক্তি ২।২০।১১০; অভিধেয় বলি তারে ২।২০।১২২; অভিধেয় সাধন ভক্তির স্তনহ ২।২৫।২২; অভিধেয় সাধনভক্তি স্তনে ২।২২।২৬; অভিমান ছাড়ি ভজ ৩।৭।১২০; অভিমান পঙ্ক ধূঞা ৩।৭।১৫১; অভিষ্টদেবের স্তুতি ৩।১।১৩৫; অভোজ্য বিপ্র যদি ৩।৮।৮১; অভ্যন্তরে গেলা লোকের ২।১২।৬৮; অভ্যুত্থান অল্পব্রজ্যা ২।২২।৬৮।

অমানী মানদ কৃষ্ণনাম ৩।৬।২৩৫; অমুক এই দিয়াছেন ৩।১০।১০৭; অমৃত কপূর আমি ৩।১০।২৪; অমৃতগুটিকা আমি ক্ষীরসা ২।১৪।২৬; অমৃতগোটিকা আমি পানাদি ৩।১০।১২২; অমৃতগুটিকা পিঠাপানা ২।১৫।২১২; অমৃত ছাড়ি বিধ ২।২২।২৫; অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ ২।৩।৪৩; অমৃত নিন্দয়ে এঁছে ৩।৬।১০২; অমৃতমণ্ডা ছানা বড়া ২।১৪।২৭; অমৃতলিঙ্গ শিব আসি ২।২।৭০; অমৃত হৈতে তাঁর পাক ৩।৬।১১৫; অমৃতের ধারা চন্দ্রবিধে ২।১৩।১০৪; অমোঘ আসি অন্ন ২।১৫।২৪৪; অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল ১।১২।৮৬; অমোঘ মরেন স্তনি ২।১৫।২৬৩; অমোঘেরে কহে তার ২।১৫।২৬৭; অম্বরীষাদি ভক্তের ২।২২।৭৮।

অযাচক জনে আমি ২।৪।২৮; অযাচিত বৃষ্টি কিবা ১।১৭।২৬; অযাচিত বৃষ্টি পুরী ২।৪।১২২; অযাচিত পাইলে খান ২।৪।১২২; অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ ২।৪।১১২; অযোগ্য মুক্তি নিবেদন ৩।৬।১৩১; অযোগ্য

হুকা তাহা কেহো ৩১৬১২৮ অকোপ্যে দেয়ায় ৩১৬১২২ ; অয়ন-শব্দে ১২১২২ ; অয়ি দীন অয়ি দীন ২৪১১২৮ ; অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস ১৫১১৭৩।

অন্নগো রোদিত হৈল ৩৩২৩৩ ; অন্নসজ্জ কাক চুষে ২৮২১২ ; অন্নবস্ত্র কাস্তি ২৩১০৭ ; অন্নগোবর-কালে হৈল ২৬১২২ ; অয়ে বিধি অকরণ ৩১২৪৫ ; অয়ে বিধি তাঁ বড় ৩১২৪৪ ; অয়ে মৃত লোক স্তন ১৮২২ ; অর্জুনের রথে কৃষ্ণ ২১২৩৩ ; অর্জুনেরে কহিতেছেন ২১২৪৪ ; অর্থ আবাদিতে স্থখে ২২১১২৬ ; অর্থভূমি গ্রাম দিয়া ২১৬২১৭ ; অর্থ লাগাইতে ১৪১৩ ; অর্থ স্তনি সনাতন ২২৪১২৮ ; অর্থভিজ্ঞতা স্বরূপশব্দে ২২০১২২ ; অর্ধ অর্ধ থাঞা প্রভু ২৩৮৫ ; অর্ধকুটীর ত্রায় ১৫১৫৪ ; অর্ধপথে রঘুনাথ ৩৬১৬৬ ; অর্ধ পেট না ভরিবে ২৩১৭৭ ; অর্ধবাহ্যে ইতি উতি ৩১৮১৭৩ ; অর্ধবাহ্যে কহে প্রভু ৩১৮১৭৬ ; অর্ধ মারা কর কেনে ২২৪১৬৩ ; অর্ধ মারা জীব যদি ২২৪১৬৫ ; অর্ধ মারিলে কিবা হয় ২২৪১৭০ ; অর্ধ রাত্রি গোড়াইল ৩১৭১৩ ; অর্ধ রাত্রে দুই ভাই ২১১৭৩ ; অর্ধ স্বরূপ না মানিলে ১৭১১৩৩ ; অর্ধাশন করে প্রভু ৩৮৫৭ ; অর্ধেক মানিল দধি ৩৬৫৬।

অলঙ্কার নাহি পড় ১১৬৮৬ ; অলঙ্কিতে যাই সিদ্ধ ৩১৮১২৬ ; অলঙ্কিতে রহি তোমার ২১৫১৪৫ ; অলাত-চক্রবৎ সেই লীলা ২২০১৩২৭ ; অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ২১৫১২৬ ; অলৌকিক আচার তোমার ৩৩২০৭ ; অলৌকিক এই সব ২১৫১২২৩ ; অলৌকিক ঐছে প্রভুর ১১০১৫৭ ; অলৌকিক ঐশ্বর্য সঙ্গে ২১৪১২২ ; অলৌকিক কথা স্তনি ২১৭১১০ ; অলৌকিক কর্ম ১৩৬৮ ; অলৌকিক কৃষ্ণ করে ১২১৩০ ; অলৌকিক কৃষ্ণলীলা ৩১২১৭ ; অলৌকিক গন্ধর্বাদ ৩১৬১০৬ ; অলৌকিক গুট প্রেমের ৩১৭১৬২ ; অলৌকিক প্রকৃতি তোমার ২১৮১১১ ; অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা ৩১২১২২ ; অলৌকিক প্রেম চিত্তে ২৪১১৭৬ ; অলৌকিক প্রেম তাঁর ১১১১২১ ; অলৌকিক বাঁকচেষ্টা ২১৭৬৫ ; অলৌকিক রূপ রস ২২৪১৩৫ ; অলৌকিক লীলা এই ২৮২৬০ ; অলৌকিক লীলা করে ২১৬১২৮ ; অলৌকিক লীলা গৌর ২১৩৬৫ ; অলৌকিক লীলা প্রভুর ২১৮২১৫ ; অলৌকিক লীলাতে যার ২১৭১০৮ ; অলৌকিক শক্তিগুণে ২২৪১৩১ ; অলৌকিক শক্তি তোমার ২১৮১১৫ ; অলৌকিকাস্বাদে সভার ৩১৬১০০ ; অন্ন অন্ন না আইসে ২১১১৮৪ ; অন্ন অপরাধ প্রভু ৩২১২১ ; অন্ন অন্ধরে কহে ২১২২২৩ ; অন্ন করি আনি ২৩৬৫ ; অন্নকালে হৈল পঞ্জী ১১৫১৪ ; অন্নদিনে দ্বাদশ ফলা ১১৪১২০ ; অন্ন বয়স তার ২১৮১২৮ ; অন্ন সেবা বহু মাঝে ৩১১২৬ ; অন্ন স্বল্পমূল্য পাইলে ২১৭১৩৬।

অশুদ্ধ পড়েন ২১৮৮ ; অশেষ বিশেষে কৈল ১৪১৮৩ ; অশেষ বৈকুণ্ঠজাণ্ড ২২১১২ ; অশোকের তলে কৃষ্ণ ৩১২৮০ ; অশ্রু কল্প গদগদ ৩১৩১২৬ ; অশ্রু কল্প পুলক প্রেমে ২১৭১২৫ ; অশ্রু কল্প পুলকশ্বেদ ২৩১২০ ; অশ্রু কল্প স্তম্ভ শ্বেদ ৩২১৮ ; অশ্রু কল্প স্বরভঙ্গে ২১৫১৬৪ ; অশ্রু গঙ্গা নেত্রে বহে ৩১৪১৩৪ ; অশ্রু ধারায় ভিজ়ে লোক ২২৫১৫৮ ; অশ্রু পুলক কল্প ২১১১২০৫ ; অশ্রু স্তম্ভ পুলক ২৬১৮৮।

অষ্ট কণ্ডা ক্রমে হৈল ১১৩৭০ ; অষ্ট কোড়ির থাড়া ৩৬২২৮ ; অষ্ট চল্লিশ বৎসর ১১৩৭৭ ; অষ্ট দিকে অষ্টমূল ১২১১৪ ; অষ্টগ্রহর কৃষ্ণ ভজন ২১২১১৮ ; অষ্টগ্রহর রামচন্দ্র ৩১৩১২২ ; অষ্ট ভাব সম্মিলনে ২১৪১৭০ ; অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে ২১১১২০০ ; অষ্ট মোহর হয় তোমার ২২০১২৮ ; অষ্টম দিবসে তাঁরে ২৬১১৬ ; অষ্টম শ্লোকের কৈল ১৫১৪২ ; অষ্টমাস বহি পুন ৩১৩১১৮ ; অষ্টমাস বহি প্রভু ৩১৩১১১ ; অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা ১১০১৫৪ ; অষ্টমে চৈতন্যলীলা ১১৭১৩১১ ; অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর ৩২০১০৬ ; অষ্টমে রামানন্দ ২২৫১২০১ ; অষ্ট সাব্বিক অঙ্গে প্রকট ৩১৫১৭৪ ; অষ্ট সাব্বিক ভাবোদয় ২১৩১২৬ ; অষ্ট সাব্বিক হৃদ্যদি ২১৪১৬৩ ; অষ্টাংশ বদল নাহি ১১৭১৭২।

অষ্টাদশ অর্থ কৈল ২৬১৭৬ ; অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে ৩২০১২৫ ; অষ্টাদশ বৎসর রহিলা ১১৩১১২ ; অষ্টাদশ বর্ষ কেবল ২১১১৭ ; অষ্টাদশ মাতা আর ২১৫১২৩৭ ; অষ্টাদশ লীলাচন্দ ২১১৩৪ ; অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে ২১৮৮ ; অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে ১৫১২৮ ; অষ্টাদশে বৃন্দাবন ২২৫১২০৮ ; অষ্টাবিংশ চতুর্ঘুগে ১৩৬৮।

অসংখ্য অষ্টমত শাখা ১/১২/৬৩; অসংখ্য অনন্তগণ ১/১১/৪; অসংখ্য আইসে মিতা ২/৪/২২; অসংখ্য গণন তার ২/২০/২৬; অসংখ্য নিজ ভক্তের করাক্ষণ ১/১৩/৬০; অসংখ্য বৈষ্ণব তাই ২/১১/১১৭; অসংখ্য ব্রহ্মার গণ ২/২১/৫১; অসংখ্য লোকের ঘটা ০/২২/৫; অসংখ্য সংখ্যা তার ২/২০/২৮।

অসংস্কৃত ত্যাগ এই ২/২২/৪২; অসংস্কৃত ত্যাগ শ্রীভাগবত ২/২৪/২৫১; অসংস্কৃত না করিহ ০/২১/৪২; অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ২/১৫/১৬৮; অসমোক্ষ মাধুর্য ১/৪/১২২; অসম্ভব কহ কেনে ২/৫/২০; অসম্ভব নহে সত্য ১/২/২৬; ১/৫/১১৩; অসহ বেদনা দুঃখে ১/১৭/৪২।

অসারের নামে ইহা ১/১২/২০।

অসুর সংহার আনুশঙ্গ ১/৪/৩২; অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণ ১/৩/৭১।

অস্তবাস্ত লিখন সেই ৩/৭/১১৮; অস্তবাস্ত সেই স্ত্রী ৩/৪/২৫।

অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ২/২০/১৭৬; অস্ত্রধৃতি ভেদে ২/২০/১২০; অস্ত্রভেদে নাম ভেদে ২/২০/১৬০।

অস্থিগ্রস্থি ত্যাগ অহুভাবের ০/২০/১১৫; অস্থিগ্রস্থি ভিন্ন ০/১৪/৩১; অস্থিগ্রস্থি ছাড়ে হয় ০/১৮/৬৭; অস্থিগ্রস্থি ছুটিল ০/১৮/৫০।

অম্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে ০/১১/২৭; অম্পৃশ্য পামর মুক্তি ২/১২/৬৩; অম্পৃশ্য স্পর্শিলে ২/৮/৩২। অস্বাস্থ্যের ছন্দ করি ২/১২/১৪; অশ্বিন বনে বৃক্ষ ২/২৪/২১৮।

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ২/২০/২২২; অহমেব অহমেব শ্লোকে ২/২৫/২৪; অহৈতুকী ভক্তি করে ২/২৪/১১৩; অহোবল নৃসিংহাদি ২/১২/৭; অহোবল নৃসিংহেরে ২/২/১৪; অহো ভাগ্যবতী এই ০/১৪/২৮; অহোভাগ্য যমুনাব ২/৩/২৫; অহো শুন গোপীগণ ০/১৬/১১৬।

অক্ষর দেখিয়া প্রভুর ০/১৮/৬।

আ

আ

আ

আ

আই দেখিতে যাব আমি ২/১৬/১৩৪; আই দেখিতে যৈছে ০/১৩/৩১; আই টোটা আইলা প্রভু ২/১৪/৮২; আই টোটা আসি কৈল ০/১৫/৭; আই টোটা আসি প্রভু ২/১৪/৬৩; আই তাঁরে ভিক্ষা দিল ২/১০/২০; আইকে কহিবে যাই ২/১০/৬৬; আইর চরণ যাই ০/১২/৮৬; আইর মন্দিরে স্থখে ২/১০/২০; আইল সকল লোক ২/৫/১০৮; আইলা নূতন কোপীন ২/৩/২৭; আইস তুমি মোর সঙ্গে ০/১৬/৭৬; আইসে যায় লোক ২/৩/১০৮।

আউলায় সর্ব অঙ্গ ১/৮/২০।

আকর্ষ পুরিয়া সভার ০/১১/৮৭; আকর্ষ বপু জলে পৈশে ০/১৮/৮২; আকর্ষিয়া তার মাথে ০/৬/৪৭।

আকার না দেখি তার ০/২/৫৫; আকার বর্ণ অস্ত্রভেদে ২/২০/১৪৪; আকার স্বভাবভেদে ১/৪/৬৮; আকারে ত ভেদ ১/১৩/৬; আকাশ অনন্ত তাতে ০/২০/৭০; আকাশাদির গুণ যেন ২/৮/৬৮; ২/১২/১২১; আকাশে উড়িতাম ১/১০/১৮; আকাশে কহেন সব ০/১৮/৭৬; আকাশের শব্দগুণ ২/১২/১৭৬।

আকৃতি প্রকৃতি এই ২/২০/২২৬; আকৃত্যে তোমাকে দেখি ২/১৮/১০২; আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ২/৮/৪০।

আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ২/১৪/৬; আঁখি মুদি কাঁপি আমি ১/১৭/১৭৫।

আগম শাস্ত্রের বিধি ০/২২/২৪; আগু বাড়ি পাঠাইল ২/১৬/৪০।

আগ্রহ করিয়া তাঁরে ০/৮/১২; আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত ০/২১/১৩৫; আগ্রহ করিয়া পুঁথি ২/২/২৭৮; আগ্রহ করিয়া পুনঃ ০/৮/১৩।

আগে অহুবাদ ১/২/৬১; আগে অবতারিলা ১/১৩/৫১; আগে আর কিছু শুনিবার ২/৮/২০; আগে আসি রহিলা ২/৩/২৮; আগে ইহা বিবরিব ১/৪/২৮; আগে কহ প্রভু বাক্যে ২/১২/৮২; আগে কালীন্দ্র যায় ২/১২/২০৪; আগে কেনে ইহা মাতা ১/১৪/৩০; আগে চলিবারে সেই ২/১৬/১৫৫; আগে ত করিব তন ১/২/১৮;

আগে ত কহিব তাহা ২১৭৫২; আগে তাঁরে মিলি ২১১১২৪; আগে তের অর্থ কৈল ২২৪১৩৬; আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ ৩১২৮১; আগে নৃত্য করি চলে ২১৩১১০; আগে নৃত্য করে গৌর ২১৩১৮৭; আগে পাইল কৃষ্ণ ৩১২৮২; আগে পাছে গান করে ২১১২০৪; আগে পাছে দুই পার্শে ২১৩১২২; আগে বিস্তারিয়া তাহা ১১০৮২; আগে বৃক্ষগণ দেখে ৩১৫৪৩; আগে মন নাহি চলে ২১১১৫০; আগে যুগীগণ দেখি ৩১৫৪৮; আগে যত যত অর্থ ২২৪১৭৪; আগে যদি কৃষ্ণ দেন ২১০১১৭৩; আগে লোকভীড় সব ২১০১১৭২; আগে স্তন জগন্নাথের ২১৩৬২; আগে সস্ত্রদায়ের নৃত্য ১১৭১১৩০; আগে সাবধান যাবে ৩১৩৩৩।

আচণ্ডালাদি করিহ ২১৫৪২; আচণ্ডালে প্রেমভক্তি ২১২৩৭; আচমন করাইয়া ২১৫২৫১; আচমন কৈলে নিন্দা ৩১৮১৩; আচমন দিয়া দিল ২৪১৭২; আচমন দিয়া পুনঃ ২৪১৬৪; আচম্বিত অবশ্য যাইব ৩২৪১১; আচম্বিতে আসি পিয়াও ২১৪১১৫; আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জন ২৩১২৬; আচম্বিতে উঠে প্রভু করি হৃদয় ৩১০৬৮; আচম্বিতে এক গোপ ২১৮১১৫১; আচম্বিতে গোসাক্ষিষ্ঠাঞি ২১২১১৭; আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ ৩২৪৪৭; আচম্বিতে প্রভু দেখি ২১২১২০৪; আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল ৩১৮৮৪; আচম্বিতে স্তনে প্রভু ৩১৭১২; আচম্বিতে ক্ষুরে কৃষ্ণের ৩১২৩১; আচল পাতিয়া প্রসাদ ৩১১১৭২; আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ১৭১১১৩।

আচার প্রচার নামের ৩৪১২৮; আচার্য আজ্ঞাতে মানেন ৩৬১৬০; আচার্য আসিয়াছে ভিক্ষার ২১১১১৮৮; আচার্য উঠাইল প্রভুকে ২৩১১২২; আচার্য করিতে চাহে ২৩১০২; আচার্য করিল তাই ২১৬২২৭; আচার্য কল্পনা করে ২২৫২২৫; আচার্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে ১৭১১২২; আচার্য কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে ২২৫২২৬; আচার্য কহে অহুমান ২৬৮০; আচার্য কহে আগে ৩৭৮২; আচার্য কহে আশাসভার ৩২১২৬; আচার্য কহে আমি ২৩৬৪; আচার্য কহে ইহাকে কেন ১১২২৪৫; আচার্য কহে ইহার নাম ২১১১৭২; আচার্য কহে উপবাস ২১৫২৬৬; আচার্য কহে ছাড় তুমি ২৩৬৮; আচার্য কহেন তুমি না করিহ ৩৩২০৮; আচার্য কহে তুমি যাহা ২৩৩০; আচার্য কহে তুমি যেই কহ ২১২২৪৭; আচার্য কহে তুমি হও তৈরিক ২৩৭৮; আচার্য কহে না করিব ২৩২৮; আচার্য কহে নীলাচলে ২৩৭২; আচার্য কহে বর্ণাশ্রমধর্ম ২১২২০৮; আচার্য কহে বস্ত্রবিষয়ে ২৬৮৭; আচার্য কহে বিজয়ত ২৬৭২; আচার্য কহে বৈদ্যদোহে ২৩৬৬; আচার্য কহে মাধবীদেবী ৩২১০২; আচার্য কহে মিথ্যা নহে ২৩৩২; আচার্য কহে যে দিয়াছি ২৩৮৮; আচার্য কান্দেন কান্দে ২১২১৪৪; আচার্যগোসাক্ষি আইসেন ৩১২১৬২; আচার্যগোসাক্ষি আসি ২৩৫৬; আচার্যগোসাক্ষি কৈল ২১০৮৪; আচার্যগোসাক্ষি চৈতন্যের ১৬৩৩; আচার্যগোসাক্ষি তবে ২৩১৩২; আচার্যগোসাক্ষি প্রভুর কৈল ২১৬৫৪; আচার্যগোসাক্ষি প্রভুকে সন্দেহ ৩১২১৬; আচার্যগোসাক্ষি প্রভুর ভক্ত ১৩৭২; আচার্যগোসাক্ষি যারে ১১০৪২; আচার্যগোসাক্ষিকে প্রভু কহে ঠারে ২১৬৫২; আচার্যগোসাক্ষির গুণ ১৬৩২; আচার্যগোসাক্ষির তত্ত্ব ১৫১২২৭; আচার্যগোসাক্ষির পুত্র ২১২১৪০; আচার্যগোসাক্ষির ভাণ্ডার ২৩১৫৬; আচার্যগোসাক্ষির মনে ১১২১৫১; আচার্যগোসাক্ষির শিষ্য ১৮৬৫; আচার্যগোসাক্ষিরে প্রভু করে গুরু ১১৭৬২; আচার্যগোসাক্ষিরে প্রভু গুরু ১৬৩৬; আচার্য-চরণে য়োর ১৬১০২; আচার্য তর্জা পড়ে কেহো ২১৬৫২; আচার্য তাঁহারে প্রভু ৩২৮২; আচার্য দেখি বোলে ২৩২৮; আচার্য নাচেন প্রভু ২৩১০২; আচার্যনিধি আর পণ্ডিত ২১০৮০; আচার্যনিধি বিজ্ঞানিধি ১১৩৫৩; আচার্যনিধির এই ৩১০১১৭; আচার্য-প্রসাদে পাইলা ২১৬২২৪; আচার্য বচন প্রভু ২৩১২৬; আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ১১১১৩২; আচার্য বোলে অকপটে ২৩৭০; আচার্য ভগিনীপতি ২৬১০৪; আচার্যরত্ন আচার্যনিধি পণ্ডিত ৩৭৩৭; আচার্যরত্ন আচার্যনিধি নন্দন ৩১০১৩৬; আচার্যরত্ন আচার্যনিধি শ্রীবাস গদাধর ২১২১৫৪; আচার্যরত্ন আচার্যনিধি শ্রীবাসাদি বৃত্ত ৩১০১৩; আচার্যরত্ন আদি যত ২১৬৫৭; আচার্যরত্ন আর পণ্ডিত ২১০৮০; আচার্যরত্ন ইহো ২১১৭৩; আচার্যরত্ন নাম ধরে ১১০১০; আচার্যরত্ন বিজ্ঞানিধি পণ্ডিত ২১১১৪৪; আচার্যরত্ন বিজ্ঞানিধি শ্রীবাস ২১৬১৫; আচার্যরত্ন শ্রীবাস জগন্নাথ ১১৩১০৭; আচার্যরত্ন শ্রীবাস হৈল ১১৩১০১; আচার্যরত্ন সকে তাঁহার ২১৬২৩;

আচার্য্যরত্নের এইসব ৩১০।১১৭; আচার্য্যরত্নের নাম ১১০।১১১; আচার্য্যরত্নের সঙ্গে ৩১২।১০; আচার্য্যরত্নের কহে ২।৩।১৮; আচার্য্য-ভাণ্ডার প্রেম ১।৭।২২; আচার্য্য-মন্দির হৈল ২।৩।১৫৩; আচার্য্য মিলিয়া কৈল ৩।৩।২০২; আচার্য্য মিলিতে তবে ৩।২।২৯৬; আচার্য্য শিবানন্দসনে ৩।১।১০; আচার্য্য শেখর তার ১।১৭।১১২; আচার্য্য সঙ্কে বাহে ৩।২।৯০; আচার্য্যস্থানে মাতার ১।১৭।৬৭; আচার্য্য হইল সেই ২।১৮।১১৩; আচার্য্য হরিদাস বুলে ২।৩।১২৮; আচার্য্য হারিয়া পাছে ২।১৪।৭৭; আচার্য্য-হুক্মারে পাপ ১।৩।৬১।

আচার্য্যাদি আগে ভট্ট ৩।৭।৮৬; আচার্য্যাদি প্রভুর সব ২।১৫।২২; আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসা ৩।২।৩১; আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ ৩।৩।৪২; আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে ২।১২।৬৭; আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিয়া ৩।২।১৫; আচার্য্যাদি মহাশয় ৩।১০।১১।

আচার্য্যে প্রবোধি কহে ২।৩।২১০; আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া ২।১০।৭৭; আচার্য্যের অভিপ্রায় ১।২।৫২; আচার্য্যের আগ্রহ অশ্বৈত ২।২৫।৩২; আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা ১।১৩।১১০; আচার্য্যের আর পুত্র ১।২।২২৫; আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু ২।৩।৮২; আচার্য্যের এই পৈড় ৩।১০।১১৫; আচার্য্যের কৈল সন্ভে ২।১০।৮৪; আচার্য্যের ঘর ইহার ৩।৬।১৬৫; আচার্য্যের ঘরে নিত্য ৩।৩।২০৪; আচার্য্যের ঘরে যৈছে ২।২৫।১২৭; আচার্য্যের ঠাক্রি আইলা ২।১০।৮৮; আচার্য্যের ঠাক্রি গিয়া ৩।২।১১৬; আচার্য্যের দোষ নাহি ২।৬।১৬৪; আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য ২।১৫।১২; আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ২।১৪।২০; আচার্য্যে ব্যবহার তাঁহার ১।২।২২৬; আচার্য্যের মত যেই ১।২।২৮; আচার্য্যের মনঃকথা ২।৩।৬৩; আচার্য্যের লজ্জাধর্ম্ম ১।১২।৪৭; আচার্য্যের শ্রদ্ধাভক্তি ২।৩।২০০; আচার্য্যের সিদ্ধান্তে ২।৬।১০৫; আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা ২।১৫।৪২; আচার্য্যেরে করিলা প্রভু ২।১১।১১৩; আচার্য্যেরে হাপিয়াছে ১।২।২৩২।

আছাড় খাইয়া পড়ি ২।১৩।৮০; আছাড়ের কালে ধরে ২।১১।২০৪; আছুক নারীর কাজ ৩।৬।১১৪; আছে দুই চারিজন ২।১৩।১৪২।

আজ্ঞ আপনি যাঞা ৩।১৩।৮; আজ্ঞ আজ্ঞাকারী তেঁহো ১।১০।৭২; আজ্ঞ করিল আমি ২।১০।১৬৩; আজ্ঞ করুককীর্তন ৩।২।১৫৬; আজ্ঞ না দিল জিহ্বায় ৩।৬।৩০৫; আজ্ঞ নিময় নিত্য ১।১১।৩৬; আজ্ঞ সেবিলা তিঁহো ১।২।১১১।

আজ্ঞাচলধিতভূজ কমল-লোচন ১।৩।৩৫; আজ্ঞাচলধিতভূজ কমল-নয়ন ২।১৭।১০৩।

আজি আমা অঙ্গীকার ৩।৩।১১০; আমি আমার এথা ৩।৩।১০২; আজি আমি আছিলাঙ ২।১৮।১৩০; আজি আমি পূর্ণ হৈলাঙ ২।১১।১২০; আজি আমি কমা করি ১।১৭।১২১; আজি উপবাস হৈল ২।৩।৭৭; আজি কালি করি উঠায় ২।১৬।২; আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য ২।৬।২১২; আজি ছাড়াইমু তোমা ৩।৬।২২; আজি ছিন্ন কৈলে তুমি ২।৬।২১১; আজি তারে জগন্নাথ ৩।২।৬৪; আজি তাঁরে নিবেদিব ১।১৬।২০; আজি দিন ভাল ১।১৪।১৫; আজিহ নহিল মোরে ৩।৪।১৫২; আজি নিরুপটে তুমি ২।৬।২১০; আজি পাইলুঁ কৃষ্ণভক্তি ৩।২।২২২; আজি পারণা করিতে ২।৩।৭৬; আজি বাসা যাহ কালি ১।১৬।২৮; আজি ভিক্ষা দিবে মোরে ৩।২।১২১; আজি মুক্তি অনায়াসে ২।৬।২০৮; আজি মুক্তি করিহু ২।৬।২০৮; আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর ২।৩।৩৫; আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ২।২।১২৮; আজি মোর পূর্ণ হৈল ২।৬।২০২; আজি মোরে ভৃত্য করি ৩।২।২২৬; আজি মোর দ্বাষ্য হৈল ২।৭।১২২; আজি মোর সকল হৈল ৩।২।২২২; আজি যে রাখিল সেই ৩।২।৭৭; আজি যে হইল আমার ২।৬।৬০; আজি রাজ্যে পলাহ ২।১৮।২৪; আজি রাজ্যে রাম মোর ২।১৫।১৪৬; আজি লাগি পাইয়াছো ৩।৬।৪২; আজি সকল হৈল মোর ২।৮।৩১; আজি সব মহাপ্রসাদ ২।৬।৪৪; আজি সমাপ্তি হইবে ৩।৩।১১৭; আজি যে খণ্ডিত ভোম্বার ২।৬।২১১; আজি হৈতে এই মোর ৩।২।১১২; আজি হৈতে দিল তোমায় ৩।২।১০৪; আজি হৈতে দৌহার নাম ২।১২।২৬; আজি হৈতে না পারিব ২।১০।১৫৫; আজি হৈতে ভিক্ষা মোর ৩।৮।৫০।

আজ্ঞা কর সন্ধ্যা চন্দ্র ২১৭১১১; আজ্ঞা কর কাঁহা করে ১ ৩৫২৮; আজ্ঞা দিল শীত তুমি ৩৪২২২৫; আজ্ঞা দিল হরি বলি ৩৩৮৫; আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি ২৭১৪৪; আজ্ঞা দেহ আজি সব ২১২১৭৪; আজ্ঞা দেহ গোড়দেশে ২১০১৬২; আজ্ঞা নহে তবু করিহ ২১১১১০৮; আজ্ঞা দেহ নীলাচলে ২৩১৮৮; আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের ২১১১১৫৬; আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে ৩১৬১২২; আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি ৩১৩৩০; আজ্ঞা দেহ বে লাগিয়া ৩৫৫২; আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল ১১৬১১৫; আজ্ঞা পাঞা মোর ১৮১৭২; আজ্ঞা মালা পাঞা হর্ষে ২৭১৫৬; আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের ৩১০১৭; আজ্ঞা পালন লাগি ২৪১৪৫; আজ্ঞা দেহ যদি চাঙ্গে ৩২২২৭; আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে ২১০১৪৭; আজ্ঞা দেহ যাই করি ২১৮১২২; আজ্ঞা দেহ যাই দেখি ২১৬১২৩০; আজ্ঞা দেহ রথ দেখি ৩৪১১৫০; আজ্ঞা মাগি গেলা ২৬৪৬৬; আজ্ঞা মাগি গোড়দেশে ২৪১১০৮; আজ্ঞা লজ্জি আইসেন ৩১২১৬৮; আজ্ঞা হয় আইসো মুখি ২১২১১২৭।

আটার চ-কারের সব ২১২৪১২১৭; আটারবার আত্মারাম ২১২৪১২১৫।

আঠার নালকে আইলা ২১৬১৩৭; আঠার নানাতে আসি ২১২৫১৭৬; আঠার বর্ষ তাই বাস ২১১২৩৫; আঠি চোকা সেই ৩১৬১৩৩।

আউড়লের ঘাটে তবে ২১২১৭৬।

আত্ম-ইচ্ছা মতে বৃক্ষ ১১২১৩৬; আত্মকথা দিব ২৫১৭০; আত্মকৃষ্ণদেব হৈতে ২১৮১৭২; আত্মনিষ্ঠা করি লৈল ২৬১৮২; আত্মপবিত্রতা হেতু ১১১১৫৪; আত্মবৃত্তি করি করে ১১০১৪৮; আত্ম মধ্যে গোষ্ঠী করে ২১২৫২১; আত্ম লুকাইতে প্রভু ১১৪১৩০; আত্মভূত শব্দে কহে ৩৭১২৪; আত্মসাৎ করি তাঁরে ২১০১৩১; আত্মস্থ-দুঃখ ১৪১৪৪২; আত্মস্তুতি নাহি ৩১৫১৩; আত্মস্তুতি নাহি কাঁহা ৩৫১৬২।

আত্মান্তর্যামী ধারে ১২১১২; আত্মা বৈ জায়তে পূত্র ২১২১৫৩; আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ ২১২০১৩৬; আত্মা-রাম এব হুঞা ২১২৪১৩২; আত্মারামগণের আগে ২১২৪১০; আত্মারাম জীব যত ২১২৪১২২; আত্মারাম পর্যন্ত করে ২৬১৬৭; আত্মারামা অপি অপি ২১২৪১৪৭; আত্মারামা অপি ভঞ্জে ২১২৪১৪৬; আত্মারামাশ্চ অপি করে ২১২৪১৮; আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটার ২১২৪১২৬; আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি ২১২৪১০১; আত্মা-রামাশ্চ মনয়শ্চ কৃষ্ণের ২১২৪১০৩; ২১২৪১৪৩; আত্মারামাশ্চ মনয়শ্চ নির্গছাশ্চ ২১২৪১২১; আত্মারামাদি স্নোকে ২৬১৭৫; আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে ২১২৪১২২; আত্মারামের মন হরে ২১৭১৩৩; আত্মা-শব্দে কহে কৃষ্ণ ২১২৪১৫৬; আত্মা-শব্দে কহে সর্ক ২১২৪১০৫; আত্মা-শব্দে কহে ক্ষেত্রজ ২১২৪১২৪; আত্মাশব্দে দেহ কহে ২১২৪১৩৭; আত্মা-শব্দে ধৃতি কহে ২১২৪১১৬; আত্মাশব্দে বুদ্ধি কহে ২১২৪১২১; আত্মাশব্দে ব্রহ্ম, দেহ ২১২৪১২; আত্মাশব্দে মন কহে ২১২৪১১২; আত্মাশব্দে যন্ত্র-কহে ২১২৪১১৪; আত্মাশব্দে স্বভাব কহে ২১২৪১২২; আত্মা সমর্পিল আমি ২১০১৫৩; আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ১৬১৮৮; আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ১৬১৮৭;

আত্মীয় জান করি ২১০১৫৫।

আত্মোদ্ভিন্ন-প্রীতি-ইচ্ছা ১৪১৪৪১।

আদা লবণ লেখু ছন্দ ৩১০১৩৪।

আদি চতুর্ভূহ ইহার ২১২০১৫৮; আদিবক্তা এই স্ত্রীকে ৩১৪১২৪; আদিলীলা মধ্যলীলা অন্তালীলা ২১১১৬; আদিলীলার মধ্যে প্রভুর ১১৩১৪৪; আদিলীলার সূত্র লিখি ১১৩১৪২।

আদৌ ভূমি শুন ৩৫১২৭; আদৌ প্রকট করায় ২১২০৩১৪; আদৌ মালা অষ্টভেতরে ২১১১৬৭।

আত্ম অবতার করে ১৫১৪৮; আত্ম অবতার মহাপুরুষ ১৫১৭০; আত্ম এব পরোবস ২১৫১২৫; আত্ম কায়বুহ ১৫১৪; আত্মোপাস্ত চৈতন্যলীলা ২১৮১২১৬; আত্মোপাস্ত সব কথা ২১২০৬০।

আধুনিক আমার শাস্ত্র ১১৭১৬২; আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে ২১২১১১।

আন কথা না শুনে কান ২১২১১২২।

আনন্দ আর মদন ২১২৩৩; আনন্দ উদ্ভাটনা ২১৩১৬৩; আনন্দ কোলাহলে লোক ২১৮১৩৪; আনন্দচিন্নয়
রস প্রেমের ২৮১২২২; আনন্দ বাঢ়য়ে মনে ২৪১৮৬; আনন্দ-সমুদ্রে ভালে ২২৫১৮৩; আনন্দ-সমুদ্রে মন ১৪২১১
আনন্দ সহিত অঙ্গ ২১১১৩৮।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে ১৪১৫৫; ২৪১৪৫; ২৮১১২; আনন্দারণ্যে বাহুদেব ২২০১৮৫।

আনন্দিত বন্ধু যেন ২১১১২২; আনন্দিত ভক্তগণ ২১৬২৫১; আনন্দিত রঘুনাথ ৩৬২৮; আনন্দিত
শিবানন্দ করে ৩২১১৩১; আনন্দিত হঞা নিজ ২১২১০৪; আনন্দিত হঞা ভট্ট ২১২১৭৮; আনন্দিত হঞা রঘুনা
৩৬২১০; আনন্দিত হৈয়া আইলা ১১২১৪১; আনন্দিত হৈয়া শচী ২৩১২২; আনন্দিত হৈয়া সভে ১১২১২৪
আনন্দিত হৈল শিবাই ৩২২১২৪; আনন্দিত হৈলা আচার্য্য ২৩১২৭; আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ ২১২১২০২।

আনন্দে আরম্ভিল প্রভু ২১৪১৬১; আনন্দে আসিয়া কৈল ২৩২২০১; আনন্দে আসিয়া লোক ২১৭৮৬
আনন্দে উদ্গু নৃত্য ২১২১১৩৮; আনন্দে করিলা জগন্নাথ ২৬১১০; আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে ৩৫১৪৫; আনন্দে চন্দ্র
লাগি ২৪১১৪২; আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্তন ৩১২১১৩; আনন্দে দক্ষিণ দেশে ২১৭১৫৬; আনন্দে দেখিতে আই
২৩২২২৫; আনন্দে নাচয়ে সভে ২৩১১৫৩; আনন্দে বিহ্বল আমি ১৫১১৭২; আনন্দে বিহ্বল নাহি ৩৭১৬১
আনন্দে বিহ্বল প্রহ্লাদ ৩২১৬২; আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ২২২১১৭৮; আনন্দে বিহ্বল মন ১১৩১০১; আনন্দে ভক্তসনে
সদা ২১২১৩৩; আনন্দে মধুর নৃত্য ২১৩১০২; আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম ২১৪১৬২; আনন্দে মহাপ্রভুর বর্ষ
২১৬২৩৩; আনন্দে রঘুনাথ সেবা ৩৬২২২; আনন্দে রঘুনাথের বাহু ৩৬৩০২; আনন্দে রাখিলেন ঘরে ৩১২১২৭
আনন্দে সকল বৈষ্ণব ৩১৪১২৬; আনন্দে সার্বভৌম লৈল ২৬৩০৭; আনন্দে ষাঠীর মাতা ২১৫১২২।

আনি করে তোমার দাসী ৩১৬১১২; আনিব প্রভুরে এহৌ ৩২১৫১; আনিয়া কৃষ্ণের ১৩৮২; আনিয়
নৈবেদ্য তারা ১১৪১৫৭।

আগ্নিকুল্যে সর্বেজিয়ে ২১২১১৪৮, আগ্নেয় কক্ষ ১৪১১৩; আগ্নেয় ফলে করে ২১৫১১১০; আগ্নেয়জিক ফ
নামের ৩৩১১১১; আগ্নেয় কৈল ১৪১১৮২; আগ্নেয় প্রেমময় ২৮২৩১।

আনের কা কথা আমি ২৮১৪২; আনের কি কথা তুমি ৩৫১৫৮; আনের কি কথা বলদেব ১৬৬৩; আনে
বৈভবসত্তা ২২১১০১।

আপন ইচ্ছায় কৈল ১১৭১৮৩; আপন ইচ্ছায় চল রহ ২১৬২৮০; আপন ইচ্ছায় চলে করিতে ২১৩১১২
আপন ইচ্ছায় প্রভুর ২১৭১৬৬; আপন ইচ্ছায় বুলন ২১১১৬০; আপন দৈশ্বর মূর্তি ২১১২২; আপন উদ্ধার এই
৩৬৩১২; আপন উত্তোগে নাচাইল ২১৩১৭০; আপন কারুণ্য লোকে ৩২১১৬৬; আপন কৃপাতে কহ ২২০১২৫
আপন চুখে মরৌ ৩৮২২; আপন নিকটে প্রভু সভারে ২১১১১৮; আপন প্রারঞ্জে বসি ২১৭১২১; আপন বাসা
চালে ২১১৫৫; আপন বিশ্বাস প্রভুস্থানে ২১৬১৬৭; আপন মনের বার্তা ৩১৪১৩৮; আপন মাধুর্য্য পানে ১৬২৩
আপন মাধুর্য্যে হরে ২৮১১১৪; আপন মিলন লাগি ২১২১৩৭; আপন শ্রীঅঙ্গসেবায় ২১০১১৪২; আপন শ্রীহরে
বালু ৩১১৬৭; আপন সঙ্গে লঞা দ্বাদশ ২২৫১১৫২; আপন সমান মোরে ২৩১২৫; আপন হৃদয় কাজ ২২৩২৩
আপন হৃদয় যেন ২১২১১০৩।

আপনা অযোগ্য দেখি ২১১১২২; আপনা আশ্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ১৭১২; আপনা আশ্বা . কৃষ্ণ
করেন যতন ১৪১১২২; আপনা জানাইতে আমি ৩৭১১০৭; আপনা নিন্দিয়া কিছু ২১৫১২৫৭; আপনা পবি কৈ
৩৫১২২; আপনা পাসরে সভে ৩১২১২৮; আপনা বিহু অশ্রু মাধুর্য্য ৩১৬১০৪; আপনা লুকাইতে ১৩১৭০; আপন
শোধিতে করি ১১১১৪; আপনা শোধিতে তার ৩১৮১২২।

আপনাকে করেন তাঁর ১৬১৩৮; আপনাকে করে সংসার জীব ৩২০১২৫; আপনাকে পালকজ্ঞান ২১২১১৮৭;
আপনাকে বড় মানে ১৪১২০; আপনাকে ভৃত্য করি ১৫১১২০; আপনাকে হয় মোর ৩৪১১৭৭; আপনাকে
হীনবুদ্ধি ২১১১০৫।

আপনার আগে মোর ৩১১৩১ ; আপনার এক অংশে ১৫৪৭ ; আপনার এক কণে ২২১১১১ ; আপনার কথা পর মুণ্ডে ৩৪১৭৪ ; আপনার কথা লিখি ১৫২০২ ; আপনার কৃত্য লাগি ৩৬২২৬ ; আপনার কর্মদোষ ৩১২৪৭ ; আপনার গণ সহিত ৩৬২৮ ; আপনার গুণ নাহি ৩৫১৭৫ ; আপনার ঘর আইলা তাঁরে ৩২১৩২ ; আপনার ঘর আইলা বহু ধন ২১২১৫ ; আপনার দুখ কিছু ২১৮১৩৬ ; আপনার দুঃখস্বথ ২৩১৮২ ; আপনার দুর্দৈবে পুন ৩১৫৬২ ; আপনার দোঁড়াগোর ৩৪১৫৭ ; আপনার বলে করে ২২৪৩০ ; আপনার মুণ্ডে আপনি ২১৮২১৭ ; আপনার স্বথদুঃখে হয় ৩২১৭৪ ; আপনার হাসি লাগি ৩১৬১২৪ ; আপনার হিতাহিত ২২০২৪ ।

আপনি আচরি ভক্তি করিল ১৪৩১ ; আপনি আচরি ভক্তি শিখাইয়া ১৩১৮ ; আপনি আচরি জীবে ২১১১৭ ; আপনি আশ্বাদি প্রভু ৩১৭১৩৩ ; আপনি আশ্বাদি ভক্তি ২২৫২১৬ ; আপনি করিব ভক্তভাব ১৩১৮ ; আপনি চন্দন পরি ১১৪৪৮ ; আপনি না কৈলে ধর্ম ১৩১২ ; আপনি নিরভিমानी ১১৭১২৩ ; আপনি পরিবেশে প্রভু ৩১১৮০ ; আপনি প্রভুকে লক্ষ্য ২১৬১১১ ; আপনি মহাপ্রভু ধার ২১১২৪৩ ; আপনি শোধয় প্রভু ২১২৮১ ; আপনি শ্রীমুখে মোর ৩৬২৩০ ; আপনি স্বর্গহে করে ২১২১৫ ।

আপনে আইলে মোরে ২৮২৩২ ; আপনে আগ্রহ করি ৩৮১২ ; আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ১৩৭২ ; আপনে আচরে কেহো ৩৪২৭ ; আপনে আপনা চাহে ২৮১১৪ ; আপনে আমাকে বোলায় ৩২২৩ ; আপনে আসিয়া প্রভু ২১৬৪২ ; আপনে আসিয়া ভূতো ২১৭২০ ; আপনে আশ্বাদে প্রেম ১৪৩৫ ; আপন ইচ্ছায় লহ ২১১১৬২ ; আপনে দ্বন্দ্ব তবে ২২০২৬১ ; আপনে করহ যদি ২২৪২৩৮ ; আপনে করি আশ্বাদন ২২১৭০ ; আপনে করিবে কৃপা ৩৭১৪২ ; আপনে করিল প্রভুর ২১২৭৮ ; আপনে করিলা বরণী ২১২২২ ; আপনে করেন ক্রম ১৫১৭ ; আপনে রহে এক পৈছার ২২৫১৫৭ ; আপনে কালীমিশ্র আইলা ৩১১৮৫ ; আপনে খাইব কৃষ্ণ ৩২২১৩১ ; আপনে গায়ন নাচে ২১৩৬২ ; আপনে চলয়ে রথ ২১৪৫৪ ; আপনে চৈতন্যমালী ১২২ ; আপনে চৈতন্যরূপে ১২২১ ; আপনে তাহার উপর ২১৪৮৭ ; আপনে দক্ষিণদেশ ১৭১৫২ ; আপনে দুই ভাই হৈলা ১১৭২২২ ; আপনে নাচয়ে তিনে ৩১৮১৭ ; আপনে নাচিতে তবে ৩১০৬৩ ; আপনে নাচিতে যবে ২১৩৭১ ; আপনে না জানে পুতলী ৩৪৮০ ; আপনে নামিয়া রাজা ২১৫১২৪ ; আপনে পুরুষ বিশ্বের ১৬১৩ ; আপনে প্রকাশনন্দ ১৭১৩৩ ; আপনে প্রতাপকর আর ২১৫২১ ; আপনে প্রতাপকর নিবাসিল ২১৩২১ ; আপনে প্রতাপকর লক্ষ্য ২১৩৫ ; আপনে প্রত্নমিশ্রসহ ৩৫৮২ ; আপনে প্রভুর প্রসাদ ৩১২১৪৮ ; আপনে প্রসন্ন করি পাছে ৩৫৬১ ; আপনে প্রসাদ মাগি ৩১১১০৩ ; আপনে প্রসাদ লয়েন ৩১২১২৮ ; আপনে বর্ণেন যদি ২১৪১৮২ ; আপনে বসিয়া মাঝে ২১২১২৮ ; আপনে বসিল সব ২১১১২১ ; আপনে বহুত অন্ন ২৪১০ ; আপনে বৈরাগ্য দুঃখ ২৭১২২ ; আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন ২১৪৩২ ; আপনে ভট্ট করেন প্রভুর ২১২৮৩ ; আপনে ভট্টাচার্য্য করে ২১৫২০১ ; আপনে মহাপ্রভু করে ২২০২১ ; আপনে মহাপ্রভু গায় ১১০১৬ ; আপনে মহাপ্রভু তার ২১৬১৭৩ ; আপনে মহাপ্রভু যদি ৩৭৬৬ ; আপনে মাধবপুরী ২৪৫৮ ; আপনে মিলিবে তাঁরে ২১২১২৪ ; আপনে রথের পাছে ২১৪৫৩ ; আপনে নাগিলা রথ ২১৪৪৭ ; আপনে গুলিল সব ২২৫২০১ ; আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি ১৩৭২ ; আপনে শ্রীমুখে প্রভু ৩৫১৫১ ; আপনে শ্রীহস্তে সভায় ২১১১১৮ ; আপনে সকল ভক্তে ২১৪৭৪ ; আপনে সার্কভোয় করে ২২৩২৫ ; আপনে স্বহস্তে তাঁরে ৩১১১০৩ ।

আবরণরূপে চতুর্দিকে ২২০১৬২ ; আবরণ দূর করি ২৪৫১ ।

আবালবৃদ্ধ গ্রামের ২৪৮২ ।

আবির্ভাব হঞা আমি ২৫২১ ; আবিষ্ট করিয়া করে ২১৩১৫৬ ; আবিষ্ট হইয়া কৈল ২৫১৫ ; আবিষ্ট হইয়া গীতা ২২৮২ ।

আবেশ করয়ে কাঁহা ৩২৩ ; আবেশে আপন ভাব ১৪২৬ ; আবেশে করিলা পুরী ২৪১৩৭ ; আবেশে মদিনা প্রভু ২৬২ ; আবেশে তার গায়ে প্রভুর ২১৭২৭ ; আবেশে শিষ্টানন্দ ২১৩১৭৫ ; আবেশে প্রভুর ৬/৫

হৈল ২০২৪; আবেশে বিলাইল ঘরে ২১৫১০; আবেশে ব্রহ্মচারী কহে ৩২২৬; আবেশে শ্রীবাসে প্রভু ১১৭১২২৬।

আভিজাতো পণ্ডিত নারে ৩৭৮১।

আমরা ধর্মভয় করি ৩১৬১১৮; আমলী তলাতে রাম ২০২০৭; আমলীতলায় গোসাক্ষি ২১৮১৭৬; আমলী আশ্রম ৩১০১৫।

আমা ইহা লঞা আইলা ৩১৭১২৬; আমা উদ্ধারিতে বনী ২১১১৮৮; আমা উদ্ধারিয়া যদি ২১১১৮৯; আমা উদ্ধারিলে তুমি ২৬১২৩; আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে ৩১০১০৯; আমা দেখি লুকাইলা ১১৭১১৩৯; আমা দৌহা সঙ্গে তৈহো ৩৪৩১; আমা দৌহার গৌরবে ৩৪৩৫; আমা দ্রবাইলে তুমি ২৬১২৪; আমা নিস্তারিতে তোমার ২৮৩৬; আমা পরীক্ষিতে ইহা ৩৪১৮৬; আমা পাইতে সাধনভক্তি ২২৫১৮৬; আমা প্রতি ভট্টাচার্যের ২৬১০৮; আমা বই জগতে আর ২২১৫০; আমা বিনা অঙ্গে ১৩২০; আমা লঞা পুন দীলা ২১৩১২৫; আমা সঙ্গে আইস সব ২১৬২৭৩; আমা সঙ্গে যাইহ ২৬৬১; আমা সভা অধমে যে ৩৪১৭৪; আমা সভার কৃষ্ণভক্তি ২১৫১১৬; আমা সভা ছাড়ি আগে ২৬২৩; আমা সভা জীবন হয় ২২০২২৩; আমা সভার নাহি দেহ ৩৬৩১৩; আমা সভার পক্ষে ইহা ১১৪১৫০; আমা সভার মন ভাগ্য ৩২২৬; আমা সভার মনে তবে ২১৭১২; আমা সভা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ৩৪৩২; আমা স্কৃতি হৈল অশ্র ৩৩৩২; আমা হেন এক কীট ৩১১১৪০; আমা হেন যেরা কেহো ২২৪২৩৫; আমা হৈতে আনন্দিত ১৪১২৬; আমা হৈতে কিছু নহে ভা১৪৬; আমা হৈতে কোটিগুণ ১৪১১৫; আমা হৈতে গুণী ১৪১২৮; আমা হৈতে প্রসাদপাত্র ১১২১৪২; আমা হৈতে যার হয় ১৪১২৭, আমা হৈতে যে না হয় ৩৩২৩; আমা হৈতে রাধা পায় ১৪১২১৭।

আমাকে আনন্দ দিবে ১৪১২৬; আমাকে করিলে দণ্ড ৩৩২৩; আমাকে খাট তুলি গাণ্ড ৩১৩১৪; আমাকে ত যে যে ভক্ত ১৪১১৮; আমাকে দুঃখ দেন ভা১৬৩, আমাকে প্রণতি করে ১১৭১২৫৬; আমাকেই যাতে তুমি ৩৩২১; আমাকেই বুঝাইতে ধর ৩৪১৬৩।

আমাতে যে প্রীতি ২২৫১০২; আমাতে সঞ্চারি পূর্ণে ৩১১০৩।

আমায় দুঃখ দেহ তুমি ২০২১৩; আমায় দোষ লাগাইয়া ৩১৩২২।

আমার অবশেষপাত্র তারা ৩১২৫২; আমার আগে আজি তুমি ৩১২১৪০; আমার আজায় গুরু ২৭১২২৫; আমার আজায় রঘুনথ ৩১৩১১২; আমার আলয়ে ১৫১১৪০; আমার ইষ্টমন্ত্র জানি ৩২২৩, আমার উদ্ধার হেতু ২২০৫২; আমার উপদেষ্টা তুমি ৩৪১৫৫; আমার এই বাক্য তবে ৩৬২৩৩, আমার এই দেহ প্রভুর ৩৪২৩; আমার রূপাতে নাটক ৩১৩৭; আমার রূপায় স্করুক ২২৫১২০; আমার গৌরবে কিছু ২১৫১৪৩; আমার গ্রামেতে কেহো ২৪২৭; আমার ঘোড়া গ্রীবা ভা১২৫; আমার ঠাকুর কৃষ্ণ ২০১০৬; আমার ঠাকুরাণী বৈসে ২১৪২০১, আমার ঠাক্রি আইলা রূপ ২১৬২৫৮; আমার তার এক স্থানে ৩১৩৩৯; আমার দর্শনে কৃষ্ণ ১৪১৬২; আমার দর্শনে রাধা ১৪১২০৭; আমার ছদ্মে নামে ৩২০১৫; আমার দুর্কর কথ ২১৬৬৪; আমার নাটক পুথক ৩১৩৭, আমার নামে গণ সহিত ২৬১০২; আমার নামে পাদপদ্ম ৩১২৫; আমার নাম লঞা তার ৩৩৩৯; আমার নিকটে এই ২১১১৬০; আমার পুস্তকের তুমি ৩৬১৭৮; আমার পিতাজ্যেষ্ঠা হয় ৩৬২৪; আমার প্রাণ রক্ষা কর ২২০৩১; আমার বচনে তাঁরে ২৭৬২; আমার বচনে তোমার ২১৫১৫৩; আমার বহু প্রীতি বাড়ে ২৬৬৮; আমার বাতুল চেষ্টা ২৮২৪১; আমার ব্রজের রস ১৪১২৪; আমার ব্রাহ্মণে তুমি ২০২১২, আমার ভঙ্গীতে তোমার ৩৭১৪৬; আমার ভাগ্যে নাহি তুমি ২১৩২২; আমার ভাগ্যের সীমা ২৭১২২২; আমার মহিমা দেখ ১১৭১৩৮; আমার মাতৃঘনা গৃহ ২৬৬৪; আমার মাধুর্য্য নিত্য ১৪১১৫; আমার মাধুর্য্যমৃত ১৪১২১; আমার মাধুর্য্যের নাহি ১৪১২৩; আমার মোহিনী

রাধা ১৪১২১৬; আমার যে কিছু কার্য ২১২১২০; আমার লক্ষীর দেখ ২১৪১১২০; আমার লক্ষীর সম্পদ ২১৪১২০০; আমার লিখন যেন ১৮১৭৩; আমার শক্তি তারে ৩১১১২৪; আমার শপথ যদি ২১৬১১৪০; আমার শরীর কাঠপুতলী ৩২০৮৩; আমার সঙ্গমে ১৪১২১২; আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি ২৮১৩৮; আমার সঙ্গে রহিতে চাহ ২১৬১৩৩; আমার সন্ন্যাসধর্ম ২৬১১০২; আমার সঙ্গকে যেন ৩৩১২২৪; আমার সর্সনাশ তোমা ৩১২১১১২; আমার সর্সনাশ হয় ২১২৫৬৩; আমার হিত করেন ঈহো ৩৭১১০৮; আমার হৃদয় হৈতে গেলা ১১৬১৮৫; আমার ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ ২১২১৬৩।

আমারে ঈশ্বর মানে ১৪১১৭; আমারে কহেন আমি ২১৫১১৪৪; আমারে দেখিলে আমি ২৫১২৭; আমারে পুজিলে পাবে ১১৪১৬৩; আমারে ভাসায় যৈছে ৩৩২৪৫; আমারে মিলিবা আমি ২১১২২১; আমারে মিলিবে নীলা ২১২১১২২; আমারেহ কভু য়েই ১১২১৪৩।

আমি অকুলীন ২৫১২১; আমি অজ্ঞ জীব ৩৭১১১০; আমি অজ্ঞ হিতস্থানে ৩৭১১১২; আমি অতি ক্ষুদ্র জীব ৩২০৮১; আমি আর রূপ তাঁর ৩৪১৩১, আমি ইহা সভা লঞা ৩১১১৮২; আমি এই নীলাচলে ৩১২১৭১; আমি এক বাতুল ২৮১২৪২; আমি কহিল আমা ২১১১১৫; আমি কহি আমার অনাথ ১১৫১১৭; আমি কহো নাহি চিনি ২১১১৬১; আমি কি করিব মন ২১১১২২; আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব ২১২১২৪; আমি কৃষ্ণপদদাসী ৩২০৮৩; আমি খাইএ দেখি ৩৩১৩৩; আমি গোপ তুমি ১১২১২৫; আমি গৌড় চৈতে তৈল ৩১২১১১৭; আমি চালাইল তোমা ৩৭১১৪৫; আমি ছার যোগ্য নহি ২১১১১২; আমি জরাগ্রস্ত নিকট ৩১১৬, আমি জিতি এই গরু ৩৭১১০৬; আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি ২১১১১৫; আমি ও আনিব তাঁরে ৩২১৫০; আমি ত করিব তোমা ১১৫১১৩, আমি ত জগতে বসি ১৫১৭৪; আমি ত বাউল আন্ ২১২১১২৪; আমি ও ভিক্ষুক বিপ্র ৩৫১৫৮; আমি ত সন্ন্যাসী আপনা ৩৫১৩৩; আমি ত সন্ন্যাসী আমার ৩৪১১৭১, আমি ত সন্ন্যাসী তৈল ৩১২১১১৫; আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ২৭১২৪; আমি তত নাহি জানি ৩৬১২৩২; আমি তার পুত্র ২১৫১১১৫; আমি তাহা কাঁই পাব ২৩১৮৩; আমি তীর্থ করি তাঁই ২৮১২৪৮; আমি তুষ্ট হৈয়া তবে ২১৬১২৬১; আমি তোমার না হই ২১২৫৬২; আমি তোমার পাল্য ৩৬১২৬; আমি তোমার বহু অন্ন ২১২৪১৮৪; আমি দুই ভাই চলিলাম ২১২১৩২; আমি দুই হই তোমার ২১১১১৬৩; আমি না লগ্নাইলে ভক্তি ১১৭১২৫৪; আমি না শিখাইলে ১১৪১৮৩; আমি নীচ জাতি আমার ৩১৬১২৬; আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি ৩১৬১১৮; আমি নীচ জাতি তুমি স্তম্ভজন ৩১৬১২৩; আমি পরতন্ত্র আমার ৩৭১১৩৫; আমি বড় গুণ ৩১৮১৫৮; আমি বড় জ্ঞানী এই ২১৮১১২৩, আমি বহি জগতে ২১১১৮০; আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ ২৬১৫৮; আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা ১১৫১১৭; আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে ২১২১২৬, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী ৩১৩৪৪; আমি বৃদ্ধ জরাভর ২১২১৭২; আমি বৃন্দাবনে তুমি ২৩১২২; আমি বোঝা বহিব ২১২৫১২৩, আমি ভাগ্যবান ইহার ২১৫১২২৮; আমি মায়া করিতে আইলাঙ ৩৩১২৩৭; আমি যবে যাই তবে ৩৬১২৫৭, আমি যাই ভোজন করি ৩১২১২১; আমি যৈছে পরম্পর ১৪১১১০; আমি যৈছে পিতার তৈছে ৩৬১২৬; আমি রাজপথে আইলাঙ ৩১১৪৬; আমি নিখি এহো মিথ্যা ৩২০৮৩; আমি লোকাপেক্ষা কভু ২৭১২৬; আমি সংহারিব আজি ১১৭১১২৪; আমি সঙ্গে চলি প্রভু ২৭১১৬; আমি সব আসিয়াছি ২৬১২০; আমি সব কহি যবে ২১২১১৩; আমি সব কেবলমাত্র ৩১২১১৩৩; আমি সব জানি তোমার ২৩১৬৮; আমি সব না জানি ৩১২১৩৪; আমি সব পাছে আইলাঙ ২৬১২৩; আমি সব পাছে যাব ২৫১১৫৪; আমি সন্থকতস্থ ২১২৫৮৬; আমি স্তম্ভ পাই এই ৩৬১৭৪, আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ৩৭১৪১; আমি সে ভাগবত-অর্থ ৩৭১৪১; আমি সেতুবন্ধ হৈতে ২১২১৫৬; আমি সেই বিপ্রে সাধি ৩৬১১৬৬।

আমিহ আসিতেছি কহিয় ৩১৩৩২; আমিহ আসিতেছি রহিতে ৩১৩৬৪; আমিহ তোমার স্পর্শে ২৮১৪২; আমিহ না জানি ১৪১২৭; আমিহ ভাগী আমারে ৩৬১৩১; আমিহ রায়ের কাছে ৩৫১৪২; আমিহো দেখিতে তাঁই ৩১১৬৩; আমিহো বুঝিতে নারি ৩১২১২৭।

আজুয়া মূলকে হয় ৩২।১৫।

আজ্ঞেকাহ্নদী আদা ৩।১০।১৪ ; আশ্র পনস পিয়াল ৩।১৫।৩০ ; আশ্র ফল লক্ষণ তেঁহো ৩।১৬।১৪ ; আশ্র ভেট দিয়া তাঁর ৩।১৬।১৫ ; আশ্র-মহোৎসব প্রভু ১।১৭।৮২।

আশ্র আয় আজি তোর ৩।১৭।৪৬ ; আশ্রামবিস্তার ১।১৮।১।

আশ্র অদ্ভুত চিত্তগুহার ১।১৮।২২ ; আশ্র অর্থ শুন যাহা ২।২৪।২০৪ ; আশ্র অর্থ শুন যৈছে ২।২৪।১৪৮ ; আশ্র অর্থালঙ্কার আছে ১।১৮।৭৩ ; আশ্র অর্থে কৈল ১।১৮।৮২ ; আশ্র অর্থে ঘনাবর্ত ৩।১৮।৫৭ ; আশ্র অষ্ট সন্ন্যাসীর ২।১৮।১২৪ ; আশ্র আশ্র গ্রাম হৈতে ৩।১৮।৫৪ ; আশ্র এক অঙ্গ তাঁর ১।১৮।৩৩ ; আশ্র এক অদ্ভুত ১।১৮।১৫৬ ; আশ্র এক অর্থ কহে ২।২৪।১০০ ; আশ্র এক অর্থ শুন ২।২৪।২২৩ ; আশ্র এক অলৌকিক ৩।১৮।২১৪ ; আশ্র এক এক মূর্ত্তে ১।১৮।৮ ; আশ্র এক কথা রায় ৩।১৮।৬২ ; আশ্র এক করিয়াছ পরম ৩।১৮।১১৭ ; আশ্র এক কহি ১।১৮।৫৭ ; আশ্র এক গোপী প্রেমের ১।১৮।১৬৭ ; আশ্র এক জন দিয়া ২।১৮।২২ ; আশ্র এক দান আমি ২।২৪।১৬৮ ; আশ্র এক দোষ আছে ১।১৮।৫৭ ; আশ্র এক পাঠান তার ২।১৮।১২৭ ; আশ্র এক প্রসন্ন করি ১।১৮।১৬৫ ; আশ্র এক বিপ্র আইল ১।১৮।৫৬ ; আশ্র এক ভেদ শুন ২।২৪।২১৪ ; আশ্র এক শক্তি প্রভু ২।১৮।৫১ ; আশ্র এক শুন তাঁর ১।১৮।৩৬ ; আশ্র এক শুন তুমি ২।১৮।১৬৮ ; আশ্র এক শুন ভাগবতের ১।২৪।৫৪ ; আশ্র এক শ্লোক শুন ১।২৪।৭৬ ; আশ্র এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ১।১৮।১১ ; আশ্র এক স্বভাব গৌরের ৩।১৮।৮০ ; আশ্র এক হয় তেঁহো ৩।২০।৮২ ; আশ্র এক হেতু শুন আছে ১।১৮।৫ ; আশ্র কথো দূরে এক ২।২৪।১৫৪ ; আশ্র কিছু আছে বলি ৩।১৮।১২৪ ; আশ্র কিছু সঙ্গে নাহি ২।১৮।৩৫ ; আশ্র কেহ নাহি জানে ২।১৮।৫৭ ; আশ্র কেহ সঙ্গে নাহি ২।১৮।৫২ ; আশ্র কোন উপায় নাই ১।১৮।২৬০ ; আশ্র গুহ্য কথা তাঁরে ৩।১৮।৮ ; আশ্র গ্রাম লৈতে স্বরূপ ৩।১৮।৩৬ ; আশ্র ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার ২।১৮।২০৩ ; আশ্র জনা হই দেহ ২।১৮।৬৫ ; আশ্র তাতে বান্ধ আছে ৩।১৮।৭৮ ; আশ্র তিন অর্থ শুন ২।২৪।১৪২ ; আশ্র তিন কুণ্ডিকায় ৩।১৮।২৪ ; আশ্র তিন যুগে ধ্যানাদিকে ২।২৪।২৮৭ ; আশ্র দিন আইলা প্রভু ২।১৮।৬৪ ; আশ্র দিন আইলা স্বরূপ ২।১৮।১০০ ; আশ্র দিন আজ্ঞা মাগি ২।১৮।১০০ ; আশ্র দিন আসি কৈল ২।১৮।২৩ ; আশ্র দিন এক ভিক্ষুক ১।১৮।২৫ ; আশ্র দিন কেহো তার ৩।১৮।২৭ ; আশ্র দিন গেলা প্রভু ১।১৮।৫৬ ; আশ্র দিন গোপালেতে ৩।১৮।২২ ; আশ্র দিন গোপীনাথ ২।১৮।৬৬ ; আশ্র দিন গোঁড়েশ্বর ২।১৮।১৭ ; আশ্র দিন গ্রামের লোক ২।১৮।৫২ ; আশ্র দিন চলিলা প্রভু ২।২৪।১৩০ ; আশ্র দিন চৈতন্যদাস ৩।১৮।১৪৫ ; আশ্র দিন জগদানন্দ ৩।১৮।৩০ ; আশ্র দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব ২।২৪।২০২ ; আশ্র দিন দামোদর ৩।১৮।২২ ; আশ্র দিন হুখী হৈয়া ২।১৮।২২ ; আশ্র দিন পাঁচ সাত ৩।২৪।৭৬ ; আশ্র দিন প্রভাতে প্রভু ২।২৪।৭৬ ; আশ্র দিন প্রভু আসি ৩।১৮।১১৪ ; আশ্র দিন প্রভু কহে পঢ় পুরীদাস ৩।১৮।৬৮ ; আশ্র দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে ২।২৪।২০৩ ; আশ্র দিন প্রভু গেলা ২।১৮।২৬ ; আশ্র দিন প্রভু ঠাঞি ২।১৮।৬২ ; আশ্র দিন প্রভু যদি ৩।১৮।১২৬ ; আশ্র দিন প্রভু রূপে ৩।১৮।৬০ ; আশ্র দিন প্রভুকে কহে নির্বেদ ৩।১৮।১১০ ; আশ্র দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় ১।১৮।৫৭ ; আশ্র দিন বসিলা আসি ৩।১৮।২৬ ; আশ্র দিন ভক্তগণসহে ৩।১৮।৬৬ ; আশ্র দিন ভট্টাচার্য্য ২।১৮।২৬ ; আশ্র দিন মধ্যাহ্ন করি ২।২৪।১৪ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু করে নদী ২।১৮।২২ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে ২।১৮।২৭ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে ২।১৮।১০ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু মিলিতে ৩।১৮।৪০ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি ৩।১৮।২০ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু দেখি ৩।১৮।২২ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু নিজ ৩।১৮।৫৫ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু সব ৩।১৮।৪২ ; আশ্র দিন মহাপ্রভু হঞা ২।১৮।৩৩ ; আশ্র দিন মিশ্র আইল ৩।১৮।৩১ ; আশ্র দিন মুকুন্দ দত্ত ২।১৮।১৪৬ ; আশ্র দিন রঘুনাথ ৩।১৮।২৬ ; আশ্র দিন রাত্রি হৈল ৩।১৮।১১ ; আশ্র দিন রায় পাশে ২।১৮।২৪৭ ; আশ্র দিন লঘু বিপ্র ২।১৮।৪৭ ; আশ্র দিন শিবভক্ত ১।১৮।২৩ ; আশ্র দিন সন্ধ্যা হৈতে ৩।১৮।১২ ; আশ্র দিন সব বৈষ্ণব ৩।১৮।৪৬ ; আশ্র দিন সভা লক্ষণ ৩।১৮।৫৪ ; আশ্র দিন সভে পরমানন্দ ৩।২৪।২৬ ; আশ্র দিন সভে মেলি ৩।২৪।২০ ; আশ্র দিন সার্কভৌম কহে ২।১৮।২ ; আশ্র দিন সার্কভৌমাদি ২।২৪।২৭ ; আশ্র দিন সে বালক ৩।১৮।৮ ; আশ্র দিন হৈতে পুণ্ড ৩।১৮।২২ ; আশ্র দিন হৈতে ভোজন ৩।২৪।১৩৫ ;

আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয় ২১৪১২২২; আর দিনে জ্যোতিষসর্বজ্ঞ ১১৭১২৭; আর দুই বৎসর চাহে ২১১৬৮৪; আর দুই রথে চড়ে ২১৩২১; আর দুই শ্লোকে ১১১১১; আর দ্রব্য রহ স্তন ২১৫১৭১; আর দ্রব্যের মুক্তি ৩২৫৩; আর নানা দেশের লোক ৩২৮; আর নাম হৈতে কৃষ্ণ ২২৫১৫২; আর পঞ্চজন দিল ২১৩৩৫; আর পঞ্চ শ্লোকে ১১১১০; আর পুত্রস্বরূপ শাখা ১১২২৫; আর পৈছা বাণিয়া স্থানে ২২৫১৫৭; আর বৎসর যদি গোড়ের ৩৭২; আর বার আসি আমি ২৪৩০; আর বার ঐছে না খাইহ ৩২১০৪; আর বিপ্র যুবা ২৫১৫; আর বিশেষণে তার ১৩৪৪; আর ভক্তগণ অবসর ২১৪৬৬; আর ভক্তগণ চাতুর্দশ ২১৪৬৫; আর ভক্তগণ প্রভুকে ২১৫১৩; আর ভাগবত ভক্ত ১১৫৭; আর স্নেহ কহে স্তন ১১৭১২৪; আর স্নেহ কহে হিন্দু ১১৭১৮৭; আর যত গ্রন্থ কৈল ৩৪২১৩; আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ১৪১৮৬; আর যত দেখ সব ১৭৬; আর যত পিঠা কৈল ২১৫২১৪; আর যত বৃন্দাবনবাসী ১৮৬৬; আর যত ভক্তগণ গোড়ে অবতরি ৩৭৩৮; আর যত ভক্তগণ গোড়-দেশবাসী ১১০১২৬; আর যত মত সব হৈল ছারখার ১১২১৭২; আর যত মত সেই সব ছারখার ২২৫১৩৭; আর যত লোক সব ৩৬৬৫; আর যত সব তাঁর ১৬৭০; আর যদি কীর্জন করিতে ১১৭১২২; আর যেই স্তনে তার ১৭১০২; আর যে যে কহে কিছু ২৬১৬৩; আর শত শত জন ২১২২২; আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম ১৪১৭২; আর সব অবতার ১৪২; আর সব অর্থে মোর ৩৭৭১; আর সব কড়চাকর্তা ৩১৪৭; আর সব গোপীগণ ১৪১৭৭; আর সব গোবিন্দের আঁচলে ৩১৬৮৫; আর সব পারিষদ ১৫১২২; আর সব প্রকাশে ২২১২৮; আর সব বস্তু ভরে ৩১০৩৪; আর সব ভক্ত প্রভুর ২২৫১৮২; আর সব স্বরূপ পূর্ণ ২২০৩৩৩; আর সম্প্রদায় চারিদিকে ২১৩৭৪; আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ ২১১২১০; আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত ২১১২১১; আর সাত ভাব আসি ২১৪১৭০।

আরতি করিয়া কৃষ্ণে ২৩৫৬; আরতি করিয়া কৈল ২৪৬৫; আরতি দেখিয়া পুরী ২৪১২১; আরতি করিল লোকে ২৪৭২; আরতিকালে দুই প্রভু ২৩৫৫।

আরস্তিয়া হিলা এবে ৩১১১১; আরস্তিল জলকৈলি ৩১৮৮২।

আরাত্রিক মহোৎসব ২২২৭০; আরাম আবাস ১৫১০৬।

আরটি গ্রামে আসি ২১৮২; আরটি রাধাকুণ্ড বার্তা ২১৮৩।

আরে অধম মোর ভগ্নী ২৫৫১; আরে পাণী ভক্তদেবী ১১৭১৪৭; আরে মূখ আপনার ৩৫১১৩।

আর্জ অর্থার্থী দুই ২২৪৬৭; আর্জকোপান ছাড়ি ২৩৩৪; আর্জকোপীন দূর করি ৩১৮৭০; আর্ধ্য সরল ভূমি ২১৭১৫৬; আর্ধ্য সরল বিপ্রেস ২২২১০; আর্ধ্য বিজ্ঞবাকো ১২৭২।

আলালনাথ আসি ২২৩১০; আলালনাথে গেলা প্রভু ২১১৫২; আলালনাথ ঘাই তাঁহা ৩২২১।

আলিঙ্গন করি কহে ২১৬৮৬; আলিঙ্গন করি তাঁরে ১১০১৩০; আলিঙ্গন করি তেঁহো ৩৮৮; আলিঙ্গন করিবেন তোমায় ২১১৪৭; আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল ২৮২৩৬; আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে ২১৬৬১; আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় ৩১৩১১৪; আলিঙ্গন করি সভারে ২৭৬; আলিঙ্গন কৈল প্রভু ২২২২২; আলিঙ্গন কৈল সর্বশক্তি ২১৬৭; আলিঙ্গিয়া কৈল তারে ৩৪১৮২।

আশপাশ গ্রামের লোক ২৪৮৮; আশপাশ ব্রজভূমির ২৪২৬; আশপাশ লোক সব ২১৩১০০।

আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে ৩৫৩২; আশ্চর্য্য তেজ এই বড় ২১১৭১; আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর ২২৪১৪; আশ্চর্য্য শুনি সব লোক ২৭১১২; আশ্চর্য্য সাবিক দেখি ৩১৪২৩; আশ্বাসিয়া কহে ভূমি ২১৬১৮৪; আশ্বিনে পদ্মনাভ ২২০১৭০; আশ্রয় করিল আমি ৩১৩১২৪; আশ্রয় জাতীয় স্থখ ১৪১১৬; আশ্রয় জানিতে কহি ১২৭৭।

আসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে ২২৩৮; আসন দিয়া মহাপ্রভুর ৩৬৮৩; আসন হৈতে উঠি মোরে ২১১১৬।

আসি আগে ধরি কিছু ২৪২৩; আসি উত্তরীলা হরিদাস ৩১৪০; আসি কহে গেলুঁ মুক্তি ১১৭১৮২; আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ১১৭১২৭; আসি জগন্নাথের কৈলা ২১১১৮২; আসি তেঁহো কৈল প্রভুর ২১২৮৬; আসি

নিবেদন কৈল ১১৭৫১; আসি প্রভু পদে পড়ি ২১৭৮২; আসি বিজ্ঞাবাচস্পতি ২১১১৪০; আসি রূপসনাতনের ১১০১২৩; আসি সব ব্রহ্ম কৃষ্ণ ২১২১৫৫; আসি সবে ভট্টাচার্য্যে ২১৭৫৭; আসি সেই দুর্গামণ্ডপে ৩৩১৫২; আসিতে যাইতে দুঃখ ৩১২১৬৬, আসিতে লাগিল লোক ৩৬৫৩; আসিব আজ্ঞা দিল ৩২১৪২; আসিবেক পাঁচ সাত ২১৬১৭৫; আসিয়া করিল দণ্ডবৎ ২১৮১৭; আসিয়া করিল প্রভুর ২১১১১৫৪; আসিয়া কহিল সব ২১২১২২; আসিয়া তুলসীকে সেই ৩৩২২১; আসিয়া দেখিল সবে ৩১২২৩; আসিয়া পরম ভক্ত্যে ২১৫১৪৮; আসিয়া বন্দিল ভট্ট ৩৭১৪; আসিয়া বসিলা দুর্গা ৩৩১৪২; আসিয়া রহিলা বলরাম ৩৩১৫৭; আসিয়া শ্রীরূপগোসাক্ষির ১১০১১৫৫; আসিহু নদীতীর আর ১১০১৮৫।

আন্তেবাস্তে আচার্য্যগোসাক্ষি ২১২১১৪২; আন্তেবাস্তে আমি গিয়া ৩৩৩৩; আন্তেবাস্তে আমি কৈল ২৬২০১; আন্তেবাস্তে কোলে করি ২১৪১২৬; আন্তেবাস্তে গোবিন্দ তাঁর ৩১৩৮১; আন্তেবাস্তে ধাক্ষা আইসে ২১৪১২২; আন্তেবাস্তে পিতামাতা ১১৫১১৫; আন্তেবাস্তে পুরীগোসাক্ষি ৩২১১৩২; আন্তেবাস্তে ভক্তগণ ১১৭১২৪৪; আন্তেবাস্তে ভট্টাচার্য্য ২১৭১১৪১; আন্তেবাস্তে মহাপ্রভুর ২১৭১২০৬; আন্তেবাস্তে সবে ধরি ২১২১৭৩; আন্তেবাস্তে সেই বিপ্র ২১২১৬২।

আন্বাদ করিয়া দেখ ৩১৬১০৩; আন্বাদন দূরে রহ যার গন্ধে মন ৩১৬৮৩; আন্বাদ দূরে রহ যাব গন্ধে মাতে ৩১৬১০৪; আন্বাদিতে প্রেমে মত্ত ৩১৬১০৮; আন্বাদিতে লোভ হয় ১১৪১২৬; আন্বাদিয়া পূর্ণ কৈল ১১৩৪১; আন্বাদিল এই সব রস ১১০১৫৮; আন্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ ১১৩৪০।

আহার নিদ্রা চারি দণ্ড ৩৬৩০৪।

ই

ই

ই

ই

ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি ২১৩৬৪; ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা ২১০১২২০; ইচ্ছা নাই তবু তথা ২১৭১২৬; ইচ্ছা নাহি তবু বোলে ১১৭১২৩; ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ ৩১১১২৫; ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ২১০১২৮; ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ২১২০১২২।

ইচ্ছায় অনন্ত মূর্তি ১৬৬; ইচ্ছায় জগৎ রূপে ১৭১১১৭।

ইতর লোকের তাতে ৩১৪১৭৭; ইতরেরতর চ দিয়া ২১২১২১৫; ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁই রাধা ২১৮৮৭; ইতি উতি অগ্নেয়িয়া ৩১৭১১৪; ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর ১৭১৪৭; ইত্যাদিক পূর্বসঙ্গী ১১০১২২৫; ইত্যাদিক ভেদ এই ২১২০১২৮।

ইথম্ভুত গুণশব্দের ২১২১২৮; ইথম্ভুত শব্দের অর্থ ২১২১২২২; ইথং শব্দের ভিন্ন অর্থ ২১২১২৮।

ইথি লাগি আগে ১১৪৫১।

ইথে অপরাধ মোর ২১৭১৫০; ইথে কিছু অপরাধ ১৬১০২; ইথে তর্ক করি কেহো ১১৭১২২৬; ইথে দোষ নাহি ১১২১৩২; ইথে ভক্তভাব ধরে ১৭১১০; ইথে যত জীব ১১২১৩৫।

ইদং শব্দে অহুবাদ ১১৬৫৩; ইদানীং স্বাপরে ১৩৩০।

ইন্দ্র আসি কৈল যবে ২১২৩৫৮; ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ ২১২১৫৩; ইন্দ্র বোলে মুক্তি কৃষ্ণের ৩১৫১৩০; ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা ৩৭১১২; ইন্দ্রদ্বায় সরোবরে ২১৪১৭৩; ইন্দ্রধনু শিখিপাখা ৩১৫১৫৮; ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী ৩৬৩৮; ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভায় ২১২০১২৮।

ইন্দ্রিয় চরাঞ্চা বলে ৩১১১৮; ইন্দ্রিয় দমনে হৈল ৩৩১৩৩; ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ৩১৫১১৬।

ইষ্ট না পাইলে নিজ ২১২১২৮; ইষ্টগোষ্ঠি কথোক্ষণ ৩১৬১১৭; ইষ্টগোষ্ঠি করি প্রভুর ২১২১২০৫; ইষ্টগোষ্ঠি কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ ২১৮১২৬; ইষ্টগোষ্ঠি কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণে ৩১৫১১; ইষ্টগোষ্ঠি হুঁহাসনে করি ৩১৫৫৫; ইষ্টগোষ্ঠি বিচার করি ২৬২১১; ইষ্টগোষ্ঠী সভা লক্ষ্য ৩১০১২২।

ইষ্টদেব করি মালা ৩১৩২৩ ; ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি ৩২১৬০ ; ইষ্টদেব রাম তাঁর ২৯২২৯ ।

ইষ্টে আবিষ্টতা এই ২২২১৮৬ ; ইষ্টে গাঢ়ত্ব রাগ ২২২১৮৬ ।

ইহলোক পরলোক তার হয় ২৭১১০৮ ; ইহলোক পরলোক দুইলোক ৩৪১২২৬ ।

ইহা অমুভব কৈল ২৪১৭৭ ; ইহা আশ্বাদিতে আর ২৪১২৩ ; ইহা খাইলে কৈছে ২৩৬৭ ; ইহা ছাড়ি ক্ষয় যদি ২১৭১২৭৩ ; ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের ৩২১৬৭ ; ইহা দেখি করিবে ডোরী ২১৪১২৩৫ ; ইহা দেখি ব্রহ্মা হুলা ২২১১১২ ; ইহা নাহি জানি আমি ২২০১২৬ ; ইহা নাহি জানে এহো ২১৪১১২ ; ইহা বই কিবা স্থখ ১৪১২৩ ; ইহা বই মহাভাগা ৩৫১৫৫ ; ইহা বই শ্লোকের আছে ২৬১৭৩ ; ইহা বহি আর অধিক ৩৮১৫১ ; ইহা বিস্তারিয়াছেন ১১৪১২১ ; ইহা মধো মরি যবে ২২১৮০ ; ইহা যেই নাহি শুনে ৩১৭১৪৫ ; ইহা যেই পড়ে শুনে ২২০১৩৩৬ ; ইহা যেই শুনে জানে ৩৩১৮২ ; ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে ২১৭১২১২ ; ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় ৩১৭১৬২ ; ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেম ৩১৪১১১৫ ; ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য ২১০১১৮২ ; ৩১১১৬৬ ; ৩১৮১১১৭ ; ইহা যেই শুনে শুদ্ধভক্তি ১১৭১৩০০ ; ইহা যেই শুনে সেই ২১৩১১২২ ; ইহা যেই শ্রদ্ধা করি ২৬১২৫৬ ; ২২৫১১২১ ; ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ ৩১০১১০৫ ; ইহা যৈছে ক্রমে নিম্নল ২২৩২২৪ ; ইহা লক্ষ্য ধর্ম দেখি ২২০১২৬ ; ৩১ শুনি তাম্ভার ১১৪১৫৬ ; ইহা শুনি দিগবিজয়ী ১১৬১৮২ ; ইহা শুনি দুই ভাই ২২৫১১৬১ ; ইহা শুনি বোলে কার ১৭১২৮ ; ইহা শুনি মহাপ্রভু ১১৬১৮৭ ; ইহা শুনি মাতাকে ১১৪১৭১ ; ইহা শুনি রহে প্রভু ১৭১৫০ ; ইহা শুনি রামদাসের ১১৫১১৫২ ; ইহা হৈতে কৃষ্ণ লাগে ১২১২২ ; ইহা হৈতে পাবে স্মরণ ২২৫১১১১ ; ইহা হৈতে হবে ই ১১৩১১৪ ।

ইহাকে আপন সেবা ২১০১১৪০ ; ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দূত ১৪১১৪৬ ; ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখা ১১৩১৩৭ ; ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ ৩৩১১৮ ; ইহাকে বুটা কহিলে ২৩১২৬ ; ইহাঞ্জি রহিব আমি ২১৫১১০৬ ।

ইহাতে কি দোষ ২২১১১১ ; ইহাতে তোমার কিবা ২১৫১২৫৪ ; ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে ২২০১১১২ ; ইহাতে বরোধ নাহি ১১৬১৭৬ ; ইহাতে সংশয় যার ৩৬১২২৪ ; ইহাতে সন্তোষ হও ২৩১৭২ ; ইহাতেই অচ্যুমানি ২১৮৮৮ ; ইহাতেই তুষ্ট হবেন ১১৫১১৮ ।

ইহার আশীর্বাদে তোমার ২১১১৬৭ ; ইহার কারণ মোরে ২১৭১২২৪ ; ইহার কি দোষ এই ২৬১১০১ ; ইহার ঠাঞ্জি স্ববর্ণের ২২০১১৮ ; ইহার প্রমাণ শুন ১৬১৫০ ; ইহার প্রসাদে আছে ৩১৪১২৮ ; ইহার প্রসাদে পাবে ক্ষতক ২২৫১২২২ ; ইহার প্রসাদে পাবে চৈতন্য ২২৫১২২১ ; ইহার বিচার নাহি ১২১২৭ ; ইহার বিস্তার মনে ১২১১২৩ ; ইহার মধ্যে কারো ২২০১১৮২ ; ইহার মধ্যে যাহার হয় ২২০১১৭৭ ; ইহার মধ্যে মানি পাছে ১২২১৬৫ ; ইহার মধ্যে রাখার প্রেম ২৮১৭৫ ; ইহার যে এই গতি ২১৬১১৮৩ ; ইহার শ্রবণে ভক্ত ২২৪১২৬২ ; ইহার শ্রবণে হয় ১৭১১৬১ ; ইহার শ্লোকগীতে প্রভুর ৩১৫১২৫ ; ইহার সঙ্কোচে আমি ৩৬১২৭৫ ; ইহার সত্যত্বে মাণ ৩১২১১০০ ; ইহার সেবা কর তুমি ৩৬১২৮৮ ; ইহারে উঠাইয়া তবে ২১৫১১৫২ ; ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম ১১৬১৬৫ ।

ইহাসভার কি প্রকারে ৩৩১৬২ ; ইহা সভার কোন মতে ৩৩১৫০ ; ইহা সভায় দিতে চাহি ৩১২১১৪২ ; ইহা সভার মুখ ঢাক ২১১২৬৫ ; ইহা সভাকারে মুঞ্জি ৩২১১১৮ ; ইহা সভা লৈয়া প্রভু ২১৫১২২ ।

ইহা আইলাম প্রভু দেখি ৩৪১১৩২ ; ইহা আইস ইহা আইস ১৭১৬১ ; ইহা আনি মোরে জগন্নাথ ২৭১৮ ; ইহা আনিয়াছে বহু ৩১২১১০৬ ; ইহা উৎসব কর ঘরে ৩৬১৭২ ; ইহা কেনে তোমরা সব ৩১৮১১০৮ ; ইহা জগন্নাথের রথ ২১৪১৪৫ ; ইহা দুই হার উন্টা স্থিতি ৩১৮১২৪ ; ইহা না স্পর্শিহ ইহা ২১২১৬৫ ; ইহা প্রভু একত্র করি ২১৬১২৪৩ ; ইহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন ২২০১২১ ; ইহা বিষ্ণুপাদপদ্মে ১১৬১৭৫ ; ইহা মালী সেবে নিত্য ২১২১১৩৭ ; ইহা যদি মহাপ্রভু ৩২১৪৪ ; ইহা যদি রহে তবে ২১৫১১০৪ ; ইহা যে বিশেষ কিছু ২১১৭ ; ইহা রহিতে নাহি আমি ৩২১৫২ ; ইহা

রহি সেবা কর ২১৬১৬২; ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ২১২১২৩; ইহাঁ রামচন্দ্রখান ৩৩১৪২; ইহাঁ লোকারণ্য হাধি ২১৩১২২; ইহাঁ শ্লোক দুই চারি ২১২১৭৭; ইহাঁ সর্দার স্থান ৩৩১৪৫; ইহাঁ স্বরূপাঙ্গিণ ৩১৮৩১; ইহাঁ হৈতে আজি মুক্তি ৩১৪১০০; ইহাঁ হৈতে গোড়ে গেলা ৩৪১২৫; ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ২১১২০৮।

ইহাঁ দেখি সেই দশা ২১০১১৭১; ইহাঁ বিহু আর সব ২১২১১০৬; ইহাঁ সঙ্গে করি লহ ২১৭১৩৮; ইহাঁ সঙ্গে লহ যদি ২১৭১১৭।

ইহাঁকে চন্দন দিলে গোপাল ২৪১১৬৩; ইহাঁকে চন্দন দিলে হবে মোর ২৪১১৫২; ইহাঁকে পুছিয়া তবে ২১৮১৬১।

ইহাঁর অগ্রেতে আমি ২১৭১২৫; ইহাঁর ইচ্ছা আছে সর্ব ২১৭১১৫; ইহাঁর রূপাতে হয় ২১০১১৭৪; ইহাঁর কৃষ্ণসেবার কথা ২১৫১৭০; ইহাঁর গুণে ইহাতে আমার ৩১১১৪২; ইহাঁর ঘরের আয়বায় ২১৫১২৭; ইহাঁর দুঃখ দেখি আমার ২১৭১২৩; ইহাঁর দৈন্ত্য শুনি মোর ২১৫১১৫৭; ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণে আনি ২১৫১৮৪; ইহাঁর প্রথম পুত্র ২১০১৪৮; ইহাঁর বচনে কেনে ৩১৮১৭৬; ইহাঁর বাপ জ্যেষ্ঠা হয় ৩৬১১২৫; ইহাঁর যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৩১১১৪৫; ইহাঁর বিষয়-স্বথ ৩৬১১৩৩; ইহাঁর শরীরে সব দেশের ২১৬১৮৮; ইহাঁর সঙ্গে আছে বিপ্র ২১৭১১৬; ইহাঁর সহ আমার জায় ২১০১১৬২; ইহাঁর স্বভাব ইহাঁ ৩১৮১৭৫।

ইহাঁরে দেখি সন্ন্যাসিগণ ২১২৫১৮; ইহাঁরে না ভায় স্বতন্ত্র ২১৭১২৫; ইহাঁরে পুছ ইহাঁ ৩১৮১৮২।

ইহাঁ সভার আছে ভিক্ষা ৩১০১১৫০; ইহাঁসভার চরণরূপায় ৩২০১৮২; ইহাঁসভার চরণ বন্দা ৩৪১২২৭; ইহাঁসভার পৃথক বৈকুণ্ঠ ২১২০১৮০; ইহাঁসভার বশ প্রভু ২১৭১২৮; ইহাঁসভার যৈছে হৈল ১১০১১০২; ইহাঁসভার লীচরণ ১১৩১২২৩; ইহাঁ সভার সঙ্গে কৃষ্ণ ৩১৭১৩২।

ইহাঁ কৃষ্ণ নহে ১১৭১২৭২; ইহাঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে ২১৫১১৫৬; ইহাঁ গৌর কভু দ্বিজ ১১৭১২২৩; ইহাঁ ত দ্বিজ ১১২১২১; ইহাঁ ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ২১৬১৮১; ইহাঁ পথে করিবেন ২১৭১১৬; ইহাঁ বেণু ধরে ১১২১২১; ইহাঁ মোরে কণ্ঠা দিতে ২১৫১৫৪; ইহাঁ সব রহ কৃষ্ণ ২১৭১১৩৩; ইহাঁ সর্বশক্তি নিজ ২১৪১১৩৭।

ঈ

ঈ

ঈ

ঈ

ঈশান কহে এক মোহর ২১২০৩৪; ঈশান কহে মোর ঠাকুর ২১২০২৩; ঈশান দ্বারায় পুনঃ ২১৫১৬৪।

ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্ত্যে ১১৬১৭৬; ঈশ্বর-চরিত্র কিছু ৩১২১৮৪; ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর ৩১৮১৮৮; ঈশ্বর-জগন্নাথ যার ৩১৪১৩৩; ঈশ্বর-জ্ঞান সত্ত্ব ২১২১১৭২; ঈশ্বর তুমি যে করাহ ২১২৪১২৩২; ঈশ্বর দর্শনে প্রভু ২১৬১২৫; ঈশ্বর দেখি আসি কালি ৩১১১৪২; ঈশ্বর না দেখি আগে ২১১১২৭; ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ ২১৮১১০৬; ঈশ্বরপূরীগোসাঞি করে ৩১৮১২৭; ঈশ্বরপূরীর ভৃত্য ২১০১২১২; ঈশ্বরপূরীর শিষ্য ১১০১১৩৬; ঈশ্বরপূরীর সঙ্গে তথাই ১১৭১১৬; ঈশ্বরপূরীর লক্ষ্য ২১২১২৬৪; ঈশ্বরপূরীর সেবক ২১১১৬২; ঈশ্বর-প্রেমসী সীতা ২১২১১৭৬; ঈশ্বর-মন্দিরে মোর ২১২১১২৩; ঈশ্বর-মায়ায় করে ২১৬১৮২; ঈশ্বর-সাক্ষ্য পায় ১৬১২৮; ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত ২১২১৪২; ঈশ্বর-সেবক পুছে প্রভু ৩১৬১৮২; ঈশ্বর-সেবক মালা ২১৬১৩৪ ঈশ্বর-স্বভাব এই করে ৩১৭১০৬; ঈশ্বর-স্বভাব ঐশ্বর্য ৩৩১৮৪; ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ২১৮১১১০; ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের ৩১১২৬; ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব ১১৭১২১; ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত ১১১৩০; ঈশ্বর হইয়া কহায় ১১১১৬।

ঈশ্বরকে আচার্য্যে ১১২১২২; ঈশ্বরকে ভেদ মানিলে ২১২১৪০।

ঈশ্বরে নাহিক কভু ৩৫১১১৮; ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ ২১৩১২৭; ঈশ্বরেতে অপরাধ ২১৫১২৬৪; ঈশ্বরের অঙ্গ ৩৬১২০; ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ১১৭১২০; ঈশ্বরের অনবসরে ২১১১৫১; ঈশ্বরের অবতার ১১১৩২; ঈশ্বরের

অভেদ হৈতে ১৬২২; ঈশ্বরের রূপা জাতি কুলাদি ২১০১৩৫; ঈশ্বরের রূপা নহে ২১০১৩৬; ঈশ্বরের রূপালেশ নাহিক ২৬৮৪; ঈশ্বরের রূপালেশ হয়ত ২৬৮২; ঈশ্বরের তব যেন ১৭১১১; ঈশ্বরের দৈন্ত করি ১১২১৩৩; ঈশ্বরের পরোক্ষ আত্মা ২১১১০০; ঈশ্বরের বাক্য নাহি ১৭১০২; ঈশ্বরের নীলা কোটি ২১১১১৫; ঈশ্বরের দক্তি হয় ১১১৪০; ঈশ্বরের শক্ত্য তবে ১৬১১৬; ঈশ্বরের শক্ত্য স্ফিট ২১২০২২৬; ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ ২৬১৫০; ঈশ্বরের সেবা বিদ্যা ১৫১০৩; ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ২১১১৪।

ঈশ্বৎ ক্রোধ করি কিছু ২৫১৫১; ঈশ্বৎ চলয়ে তুলা ২৬১২; ঈশ্বৎ হসিত বাস্তি ২১২১২১০; ঈশ্বৎ হাসিয়া করে ২১৪১৮৭; ঈশ্বৎ হাসিয়া তবে স্বরূপ ২১৪১১১৪; ঈশ্বৎ হাসিয়া প্রভু ৩৭১১৪৪।

ঈর্ষ্যা উৎকর্ষা দৈন্ত ৩২০১৩৫।

উ

উ

উ

উ

উষাড় অঙ্গে পড়িয়া ৩১২১৬৮।

উচ্চ করি করে কৃষ্ণ ৩১৪১৫৫; উচ্চ করি করে সডে ২৬১৩৬; উচ্চ করি কৃষ্ণনাম ৩১৮১৭১; উচ্চ করি গায় গীত ১১৭১২০০; উচ্চ করি অবশে করে ৩১৭১১২; উচ্চ দৃঢ় তুলি সব ২১৩১১০; উচ্চ মূখে বার বার ৩১২১২৩; উচ্চ সঙ্গীর্জন করে প্রভুর ৩১৪১২৪; উচ্চ সঙ্গীর্জন তাতে ৩৩১৭১।

উচ্ছিষ্ট গর্ভে তান্ত ১১৪১৬২; উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর ১১৭১২২৩; উচ্ছিষ্ট মার্জন আর ১১০১১৫৩।

উচ্ছ্বল লোক সঙ্গে ২১৭১১৭৭।

উছলিত কর যবে তার ২১৪১৮৩।

উজ্জীয়ে কহিয়া রঘুনাথে ৩৬১৩০।

উজ্জল নীলমণি আর ২১১৩৩; উজ্জল নীলমণি নাম গ্রন্থ ৩৪১২১৫; উজ্জল মধু প্রের ৩৪১৪৫।

উজালি ফেলিল ২৩১২১।

উঠ উঠ বলি মোর ১৫১১৬১; উঠ উঠ রূপ আইস ২১২১৪৭; উঠ উঠ শ্রীপাদ ২১২১৬১; উঠ গান করি দেখ ২১৫১২৮২; উঠ অমোঘ তুমি ২১৫১২৭১; উঠ গোপাল কৈল বোল ১১২১২৩; উঠ গোপাল বলি উচ্চ ২১২১১৪৫; উঠ পণ্ডিত করি ৩১২১১২০; উঠ পূজারী ২৪১১২৬।

উঠাইয়া প্রভু তাঁরে ৩১২১২৬; উঠাইয়া প্রভু সভারে ৩১০১৪৩; উঠাইয়া মহাপ্রভু ২১০১১৭৭; উঠাইয়া সেই কীড়া ২৭১১৩৪।

উঠি তাঁরে নাথি মাইল ৩১২১২৩; উঠি তাঁর রূপ দেখি ১৫১১৬১; উঠি দুই ভাই তবে ২১১১৭৭; উঠি ধায় ব্রজজন ৩১২১৪০; উঠি প্রভু কহে উঠ ২১৮১১৮; উঠি প্রভু রূপায় তাঁরে ৩৬১১৮২; উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন ২১৪১২; উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে ৩১৫১৭৩; উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল ২১৬১০৪; উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় ২১১৬২; উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ৩১৪১২৭; উঠি শিবানন্দে কৈল ৩১২১৩০; উঠিতেই অস্থি সদ ৩১৮১৭৩।

উঠিয়া চলিলা ঠাকুর ৩৩১১৩০; উঠিয়া চলিলা প্রভু ২১৬১২২৪; উঠিয়া চলিলা প্রেমো ২১৩১১১; উঠিয়া চৌদিকে প্রভু ৩১৫১৫২; উঠিয়া বসিয়া প্রভু ৩১৭১২১।

উঠিল পদ্মগুণ ৩১৮১২২; উঠিল গোপাল প্রভুর ১১২১২৪; উঠিল নানা ভাবাবেগ ২১২৫০; উঠিল বহু রক্তোৎপল ৩১৮১২৩; উঠিল বিষাদ দৈন্ত ৩২০১১২; উঠিল বৈষ্ণব সব ১১৭১২২৬; উঠিল ভাক চাপল ২১২৫২; উঠিল মঙ্গল ধনি চৌদিগ্ ৩১৪১২৬; উঠিল মঙ্গলধনি স্বর্গ ২১২৫৫৫; উঠিল শ্রীকৃষ্ণ ২১১১৬২; উঠিল সন্ন্যাসিগণ ১৭১৫২।

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে ৩১৪১২২; উড়িয়া কটক আইল ২১৬১১৫২; উড়িয়া দেশে সভাভাষা ৩১১৩৫; উড়িয়া নাবিক কুকুর ৩১১৩৩; উড়িয়া পদ মহাপ্রভু ৩১০১৬৫; উড়িয়া পড়িতে চাহে ১৪১২১০; উড়িয়া ভক্তপণে প্রভু ২১৬১২৬; উড়িয়া ভক্তগণ সঙ্গে ২১৬১২৫।

উড়ুপকৃষ্ণ দেখি তাঁহা ২১২২৮ ; উড়ুস্বর বৃক্ষে যৈছে ১১২২৩।

উৎকট বিয়োগ দুঃখ ৩১৮৪ ; উৎকর্ষাতে অর্থ করে ৩১৬১৩১ ; উৎকর্ষণ গেলা জগন্নাথের ২১২২০৬ ; উৎকর্ষণ চলি সভে ৩১২০ ; উৎকর্ষাতে প্রতাপকল্প ২১২২৪২ ; উৎকর্ষিত হৈয়া আছে ২১০১৩৭ ; উৎকর্ষিত হঞা তোমা ২১১১৪ ; উৎকলেব দানী রাখে ২১৪১৮১ ; উৎকলের রাজা ২১১১১২।

উত্তম অধম কিছু ১১৫১৮৬ ; উত্তম অধিকারী সেই ২২২১৩২ ; উত্তম অন্ন এ ততুল ৩২১০২ ; উত্তম অন্ন পাক ২১৫১০১ ; উত্তম উত্তম প্রসাদ ২১৬২২৫ ; উত্তম প্রকারে প্রভুকে ২১৫২০০ ; উত্তম বস্তু ভেট লঞা ৩১৫১০ ; উত্তম ব্রাহ্মণ এক ২১৭১১০ ; উত্তম ভোগ লাগে ২১৪১১৩ ; উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ২২২১৩৮ ; উত্তম শয্যাতে লঞা ২১৩২২ ; উত্তম সংস্কার করি ৩১৮১০০ ; উত্তম হঞা আপনাকে ৩২০১১৭ ; উত্তম হঞা বৈষ্ণব ৩২০১২০ ; উত্তম হইয়া রাজা ২১৩১১৬ ; উত্তম হইঞা হীন করি ২১৬২৬২।

উত্তর না আইসে মুখে ২১৮১৭৮ ; উত্তর না পাইয়া পুন করে ৩১৫১৩২ ; উত্তর না পাইয়া পুন ভাবেন ৩১৫১৩৭ ; উত্তরে খুদিলে আছে ২২০১১১২।

উত্থান ঘাদনী যাত্রা ২১৫১৩৭।

উৎপন্নরতি সাধক ২২৪১২১০ ; উৎসবাস্তে গেলা ১১৫১১৫০।

উৎখলিল প্রেমবল্লা ১৭১২৩।

উদয় করয়ে যদি ২১১৭৪ ; উদয় না হৈতে আরম্ভে ৩৩১৭৩ ; উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে ৩৩১৭৫ ; উদয় হৈলে ধর্ম কর্ম ৩৩১৭৪।

উদারী মহতী যার ২২৪১২২৭।

উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে ৩৭৮৪।

উদ্ঘাতাক নাম এই ৩১১৩৬ ; উদ্ঘর্গা চিত্রজন্ম ২২৩১৩২ ; উদ্ঘর্গা দশা হৈল ৩১২১৩১ ; উদ্ঘর্গা প্রলাপ তৈছে ২১১৭৮ ; উদ্ঘর্গা বিবশ চেষ্টা ২২৩১৪১।

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া ২১৩১৭৭ ; উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত ২১৩১২৬ ; উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল ২৩১৩০ ; উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর ২১৩১৭৩।

উদ্দেশ করিতে করি ২১৮১ ; ২১৭১২১৮ ; উদ্দেশ कहিয়ে ইহা ২২৫১৫।

উদ্ভক্ত লোক ভাসে ১১৭১৩৬ ; উদ্ভব দর্শনে যৈছে ৩১৪১১২ ; উদ্ভারণ দত্ত আদি যত ৩৬৬২।

উদ্ভিগ্ন হইল প্রাণ ২১৮১৪১ ; উদ্বেগ ছাদশ হাথে ৩১৪১৪২ ; উদ্বেগ বিবাদ দৈন্তে ৩২০১৩০ ; উদ্বেগ বিবাদ মতি ৩১৭১৪৬ ; উদ্বেগে দিবস না যায় ৩২০১৩১।

উত্তানে আসিয়া করেন ২১৪১২২৮ ; উত্তানে উত্তানে ভ্রমে ৩১৮১৪ ; উত্তানে বসিল প্রভু ২১২১১৫০ ; উত্তান ভরি বৈসে ভক্ত ২১২১১৫৬ ; উত্তোগ বিনা মহাপ্রভু ৩১১৪৮।

উন্মাদ হইয়া নাচে ১৭৮৫ ; উন্মাদের প্রায় কভু ৩১৪১৩৭ ; উন্মাদ চেষ্টিত তাতে ৩১৭১৬৬ ; উন্মাদ চেষ্টিত হয় ৩১৭১৫২ ; উন্মাদ বজ্রাবাযু ২১৩১১৬২ ; উন্মাদ দশায় প্রভুর ৩১২১৬২ ; উন্মাদ প্রলাপ করে ৩১২১২ ; উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা ৩১২১৩০ ; উন্মাদ বিবাদ ধৈর্য ১৭৮৬ ; উন্মাদে করিল তেঁহো ২১০১১০৫ ; উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ ৩১৭১২ ; উন্মাদের চেষ্টা করে ১১৩১৩৮ ; উন্মাদের লক্ষণ ২২১৫৬ ; উন্মাদের সামর্থ্যে ৩১৭১৪৭।

উপজিল প্রেমাস্কুর ২২১১৭ ; উপজিয়া বাড়ে লতা ২১২১৩৫।

উপদেশ কৈল তারে ৩১৫১২২ ; উপদেশ পাঞা মায়া ৩৩২৪৭ ; উপদেশ লঞা করে ২২৫১২০।

উপনিষদ্ কহে ১২১৮ ; উপনিষদ্ শব্দের সেই ২৬১২২৫ ; উপনিষৎ সহিত স্ত্র ১৭১১০৩ ; উপনিষদের করে মূর্ত্যার্থ ২২৫১২৪।

উপপুরাণেহ শুনি ১৩৬৬

উপবনে কৈল প্রভু ২১১১৩৪ ; উপবনোচ্ছান দেখি ২২২০ ; উপবাসী দেখি গোপ ৩৬১৭৩ ।

উপমা দ্বিবারে নাহি ৩৬১০৩ ; উপমালঙ্কার গুণ কিছু ১১৬৪৩ ।

উপরি উপরি শাখা ১২১১৫ ; উপরেহ এক টাটি ২৪৮১ ; উপরে দেখিয়ে যাতে ২১৫১২২৫ ; উপরে পতাকাশত ২১৩১১২ ; উপরে বসিলা সব ৩৬৬২ ; উপরোধে প্রভু মোর ৩৬২৭১ ; উপর্য্যোধে ব্যাপি ১৫১১৫১ ।

উপল ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা ৩১৬২৪ ; উপলভোগ দেখি প্রভু হরিদাস ৩১৪২ ; উপলভোগ লাগিলে ২১৫১৫ ।

উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার ২১২১৩৮ ; উপাদান অশেষ করেন ১৬১১৪ ; উপাসনা ভেদে জানি ১২১১২ ; উপাসনা লাগি দেবের ৩১২১২৫ ; উপাস্তের মধ্যে কোন্ ২৮২১০ ।

উপেক্ষা করিয়া কারো ১৭১৪১ ; উপেক্ষা করিয়া কৈল ১৭১৪২ ।

উরুক্রম্ অহৈতুকী কাই ২২৪১১১০ ; উরুক্রম শব্দের এই ২২৪১১৮ ; উরুক্রম শব্দে কহে ২২৪১১৫ ।

উলটি আমাকে তুমি ২৫১২৭ ; উলটিয়া চাহে পাছে ৩৬১৬২ ; উল্লাসের বশে লিখি ১৫১১৩৮ ; উলুকে না দেখে ১৩৬২২ ।

উহার বামো উঠে কৃষ্ণের ২২৪১১৫২ ।

উ

উ

উনবিংশত অর্থ হৈল ২২৪১৩৬ ; উনবিংশে ভিত্তো প্রভুর ৩২০১২৭ ; উনবিংশে মথুরা হৈতে ২২৫১২০২ ।

উর্দ্ধ অধ ভিত্তি ২১২১২৪ ; উর্দ্ধবাহ করি কহি ১১৭১২৮ ; উর্দ্ধবাহ করি বোলে ২১২১৪১ ; উর্দ্ধবাহ নৃত্যকরে বস্ত্র ২২৪১২৭ ; উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে ২১৩১৭৫ ; উর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলা ২১১১১৮৫ ।

উষস ভূমিতে যেন ২৬২২২ ।

ঋ

ঋ

ঋ

ঋ

ঋণ শোধিবারে চাহি ১১২১৩০ ; ঋষভ পর্ব্বত চলি ২২১১৫১ ; ঋগ্মুখ পর্ব্বতে ২২২২৮৩ ।

এ

এ

এ

এ অগ্ন গোবিন্দ নহে ২২০১৬৫ ; এ অমৃত কর পান ২২৫১২৩১ ; এ অর্থ না জানি মূর্থ ১২১৪২ ; এ ঋণ শোধিতে আমি ৩১৩৮৫ ; এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের ৩১৫১৩৩ ; এ চৌদ্দ একদিনে ২২০১২৭১ ; এ ত কৃষ্ণদাসী ভয়ে ৩১৫১৩৭ ; এ ত নারী রহ দূরে ৩১৬১৩৭ ; এ তিন ঠাকুর গোড়িয়াকে ১১১২ ; এ তিনে লাগিল মন ২২১১১৪ ; এ তিনে সব ছাড়ায় ২২৪১৭৩ ; এ তিনের চরণ বন্দো ১১১২ ; এ দর্পণের আগে ১৪১১২৩ ; এ হুই অধম নহে ২১২১৬৭ ; এ দেহ দর্শন-স্পর্শে ১৪১১৫৫ ; এ নবের উৎপত্তি হেতু ১২১৭৭ ; এ বৎসর তাই আমি ৩২১৪০ ; এ বৎসর তুমি ইহা ৩৪১২১ ; এ বস্ত্রায় যে না ভাসে ৩৩২৪২ ; এ বর্ষ নীলাজি কেহো ২১৬১২৪৫ ; এ বার না যাবেন প্রভু ২১১১৫১ ; এ বিপত্তো রাখি প্রভু ৩২১২৮ ; এ বিরোধের এক এই ১৪১১৬০ ; এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় ১২১৩১ ; এ বেণু অযোগ্য অতি ৩১৬১৩৪ ; এ মত অন্তর নাহি ২২১১২৩ ; এ মত কৃষ্ণেরে করাইল ১৩৩৮৮ ; এ মত স্বরূপগণ ১২১৮৭ ; এ মাধুর্য্যামৃত পান ১৪১১৩০ ; এ যতি আমার গুরু ২১৮১১৫২ ; এ রূপ এ প্রেম লৌকিক ২১৭১১৫২ ; এ শরীর ধরিবারে ২২১৭৭৪ ; এ শরীরে সাধিব আমি ৩৪১৭৩ ; এ সখি সে সব ২৮১১৫৪ ; এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ ৩৭১৮১ ; এ সঙ্কে বসিতে যোগ্য ২১২১১৫৮ ; এ সব কথাতে কারো ৩৩২৪৭ ; এ সব কহিব আগে ২১১৬২ ; এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ ১৪১৫৭ ; এ সব ছাড়িয়া আর ২২২১৫০ ; এ সব জীবের অবস্থা

এই ছয় আশ্রয় ২২৪১৭; এই ছয় গুরু করণ ৩১২; এই ছয় গুরু শিক্ষা ১১১২; এই ছয় তত্ত্বের ১১১২; এই ছয় তেহা যৈছে ১১২৫; এই ছয় যোগী সাধু ২২৪১০৮; এই ছয় রূপে হয় ১২১৮৩; এই ছয়

শ্লোকে ১১১০; এই ছলে আত্মা মাগি ৩৬১৬৭; এই ছলে চাহে ভক্তগণের ২১১২৭; এই ছার মুখে তোমার ২১৫২৭৫।

এই জানি কঠিন মোর ২৮৮৩; এই জালিয়া জালে করি ৩১৮১১০।

এই ঠাকুর তোমার ২১১১৭৯।

এই ত আখ্যানে কহি ২৪২০৮; এই ত আচার করে ১১৭১২৭; এই ত আসনে বসি ২১৫২০২।

এই ত করিবে বৈষ্ণবধর্মের ১১৪১১৪; এই ত করিল এক ২২৪২৩৪; এই ত কল্পিত অর্থ ২২৫১৩৪।

এই ত কহিল অভিধেয় ২২২১২৫; এই ত কহিল আচার্য্যগোসাঞির ১১২১৭৫; এই ত কহিল কৃষ্ণকৃতি ৩১৭১৬৬; এই ত কহিল গোবরের ৩২৮২; এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে ১১৩১৫; এই ত কহিল তাতে চৈতন্যের ৩১৩১৩৪; এই ত কহিল তাঁর সেবক ১৫১১৫৭; এই ত কহিল তোমায় ২২৪২০২; এই ত কহিল দামোদরের ৩৩৪৫; এই ত কহিল নিত্যানন্দের ৩৬১২২; এই ত কহিল পঞ্চতন্ত্রের ১১৭১৬১; এই ত কহিল পুন রূপের ৩১১১৬৬; এই ত কহিল পুন সনাতন ৩৪২২৮; এই ত কহিল প্রথম ২২০১২৪১; এই ত কহিল প্রহ্লাদবিষ্ণু ৩৫১১৫০; এই ত কহিল প্রভু দেখি ২২৫১২০; এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত ৩১৪১৭৫; এই ত কহিল প্রভুর উত্তান ৩১৫১৮৩; এই ত কহিল প্রভুর কীর্তন ২১১১২২৫; এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ৩১৪১১২; এই ত কহিল প্রভুর প্রথম ২১৭১৪৭; এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব ২১০১১৮২; এই ত কহিল প্রভুর ভিত্তি ৩১০১৫৫; এই ত কহিল প্রভুর মহাসকীর্তন ২১৩১২৭; এই ত কহিল প্রভুর সনাতনে ২২৪২৫৮; এই ত কহিল প্রভুর সমুদ্র ৩১৮১১৭; এই ত কহিল প্রেমফল ১২১৪২; এই ত কহিল ব্রজভ-ভট্টের ৩৭১১৫৬; এই ত কহিল মধ্যলীলার ২১২১৭২; এই ত কহিল রঘুনাথের ৩৬৩২০; এই ত কহিল শক্ত্যাবেশ ২২০১৩১২; এই ত কহিল শ্লোকের ২২৪২২৩; এই কহিল ষষ্ঠ ১৪২২৮; এই ত কহিল সনাতনে ২২৪২৬০; এই ত কহিল সম্বন্ধতন্ত্রের ২২২২২; এই ত কহিল হরিদাসের ৩১১১০০।

এই ত কৈশোর-লীলার সূত্র ১১৬২২।

এই ত সীতার অর্থ ১৫১৭৫।

এই ত জানিয়ে তোমায় ৩১২১১৩০।

এই ত তর্জার অর্থ ৩১২১২৩।

এই ত দ্বিতীয় পুরুষ ২২০১২৫১; এই ত দ্বিতীয় সূত্র ১৫১১৪৮; এই ত দ্বিতীয় হেতুর ১৪১১৩৬।

এই ত নবম শ্লোকের ১৫১৭৭; এই ত নিশ্চয় করি আইলা ১১০১২৩; এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে ৩৪১২২।

এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ ১৪৮৭; এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল ১৪৪৮; এই ত পরম ফল ২১৪১৪৬; এই ত পৌগণ্ডলীলার ১১৫১২৮; এই ত প্রস্তাবে আছে ১১২১৫৩; এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর ৩৬২৫২।

এই ত বৈষ্ণবের নহে ২২২২৪৫; এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে ৩৩১৭২; এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি ২১২১২৫।

ত মহিমা তোমার ২১৮১১৬।

এই ত সংক্ষেপে আমি ৩৬২৩৬; এই ত সম্মানীয় তেজ ২৮২২৪; এই ত সম্বন্ধ স্তন ২২৫১০৬; এই ত সাধন ভক্তি দুই ২২২১৫৮; এই ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভট্টের ৩৭১৬৩; এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ১৩১১২; এই ত স্বভাব তাঁর ৩৮১৬।

তাঁর গরু প্রভু ২২১২২; এই তাঁর গাড় প্রেম ২৪১১৮৫; এই তাঁর বাক্যে আমি ১৭১২১।

এই তিন অর্থ সর্বস্বত্রে ১৭১৩২; এই তিন কার্য সঙ্গ ২১৫১৩২; এই তিন গীতে করে ২১৫১১৩; এই তিন গুরু আর ৩৪২২৭; এই তিন ঠাকুর সব গোড়িয়ার ৩২০১৩৪; এই তিন তত্ত্ব আমি ২২৫০৮; এই তিন তত্ত্ব সবে ১৭১১১; এই তিন সর্কারাধ্য ১৭১১৩; এই তিন তৃষ্ণা ১৪২২১; এই তিন ধামের হয়ে ২২১৪০; এই তিন ভেদে কেহো ২১৪১৪১; এই তিন মধ্যে যবে যাকে ২১৫২; এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল ১৫২১; এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য ২২১৭৪; এই তিন শাখা বৃক্ষের ১১০৮২; এই তিন সর্কার্য ২২১৩১; এই তিন সেবা হৈতে ৩১৬৫৬; এই তিন স্বক্কে কৈল ১১২৮২; এই তিন স্থল স্থল ২২১৩০; এই তিনে হয়ে সিদ্ধ ২৬১৭৮; এই ত্রিগুণ ভরি ৩১৭৩২; এই তীর্থে শঙ্করাগ্যের ২২২৭২; এই তের অর্থ কৈল ২২৪১১০; এই তোমার বর হইতে ২২৩৬৫; এই দশ জন প্রভুর ২১৩৭৪; এই দশ দশায় প্রভু ৩১৪৫০; এই দীক্ষা করিয়াছি ৩৩১১৬; এই দুঃখে জলে দেহ ২২১৭৪; এই দুই আসি কৈল ১১২৮০; এই দুই কড়চাতে এ লীলা ৩১৪৬; এই দুই গুণ শৈল ২১৪৮৪; এই দুই গুণ ব্যাপে ২১২১৭৬; এই দুই ঘরে প্রভু ১১০৬২; এই দুই জনার সৌভাগ্য ৩৬১০; এই দুই জনের স্ত্রী দেখিয়া ১১৩০৬; এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল ৩৮৩১; এই দুই নাম ধরে ২২০২০২; এই দুই পুথি সেই সব ২২২২৬; এই দুই ভাই আমি ৩১১৪৭; এই দুই ভাবের স্বরূপ ২২৩৪; এই দুই মেলি ছাশিশ ২২৪২০০; এই দুই লক্ষণে কেহো ২২০৩০১; এই দুই লক্ষণে বস্তু ২২০২২৫; এই দুই শ্লোকের অর্থ ২১৮৮১; এই দুই শ্লোকের আমি ১৪২২২; এই দুই শ্লোকে কৈল ১১৬২; এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে ২৬২৩০; এই দুই হেতু হৈতে ১৪১৫; এই দৃঢ় যুক্তি করি ১১৭২৬১; এই দৃষ্টান্তে জানিহ ৩২০৮২; এই দৃষ্টে ভাগবতের ২২৪২৩৫; এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ১১৭২৭৬; এই দেখ চৈতন্যের রূপা ২১৪১৪; এই দেখ তোমার গোড়িয়ার ২১২১২২; এই দেখ নখচিহ্ন ১১৭১৭২; এই দেখ কৈলু আমি ১৪১৫৪; এই দ্রব্যে এত স্বাদ ৩১৬৮৭; এই দ্বাদশ নামে স্পর্শে ২২০১৭১; এই দ্বারে করিব ১৪২২।

এই ধূয়া উচ্চস্বরে গায় ২১৩১০২; এই ধূয়া গানে নাচেন ২১৫১; এই ধ্যান এই জপ ২৬২৩২।

এই নব শ্রীতাকুর যার ২২৩১১; এই নবমূল নিকসিল ১২১৩; এই নবমূলে বৃক্ষ ১২১৩।

এই নিন্দা করি কহে ৩৮৪৩; এই নিবেদন তাঁর চরণে ৩১২১৮; এই নিবেদন মোর কর ৩১১৩৪; এই নিমন্ত্রণে দেখি ৩৬২৭০।

এই নীচ দেহ মোর পড়ে ৩১১৩৫।

এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি ১৭১৮; এই পঞ্চতত্ত্বরূপে ১৭১৫৬; এই পঞ্চদোষে শ্লোক ১১৬৬৪; এই পঞ্চ পুত্র তোমার ১১০১৩২; এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বপ্ন ২২৪১২৬; এই পঞ্চ স্থায়িত্ব ২২৩২৬।

এই পট্টভোরীর তুমি ২১৪২৩৪; এই পট্টভোরীতে হয় ২১৪২৩৬।

এই পদ গাই হর্ষে ২৩১১২; এই পদ গায় মুকুন্দ ২৩১২৩; এই পদে নৃত্য করে ৩১০৬৬।

এই পাপ আমি সভার ৩৮৫৩; এই পাপে নবদ্বীপ ১১৭২০৪; এই পাপ যায় মোর ২২৪১৭৬।

এই পিতার বাক্য শুনি ১১২১২২।

এই প্রতিজ্ঞা করি জানি ২১১৩৭; এই প্রেমদ্বারে নিত্য ১৪১২১; এই প্রেমার অমুরূপ ২৮৭১; এই প্রেমার আশ্বাদন ২২৪৫; এই প্রেমা সঙ্গ জাগে ৩১২২৮; এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ ২৮৬২।

এই বড় আজ্ঞা এই ২১৬১৮৮; এই বড় পাপ সত্য ২২৫১৩২; এই বস্ত্র মাতাকে দিহ ২১৫৪৮।

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের ২২২৮; এই বাক্যে বিকাইল ২১৫১০১; এই বাক্যে সাক্ষী মোর ২৫৭৫; এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ ১৪৩২; এই বাঞ্ছা লাগি মোর ৩১১৩৫; এই বাণীনাথ রহিবে ২১০৫৪; এই বাত কাঁই না ২২১০০; এই বাহুদেব দত্ত এই ২১১৭৬; এই বাহু প্রতারণা ৩৪১৭৩।

এই বিজয়াদশমীতে হৈল ২১৫৬৭ ; এই বিপ্র বহি নিবে ২১৭১৮ ; এই বিপ্র মোর সেবায় ২১৬৪ ; এই বিপ্র সত্য বাক্য ২১৮২ ।

এই বুদ্ধো ছই জনা ২১৭২ ; এই বুদ্ধো মহাপ্রভুর ৩১৬৮ ।

এই বেশ দূর কর যাহ ২২০৬৪ ।

এই অজের রমণী ৩১৯৩৬ ।

এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় ২১৮১৮ ; এই ভক্তিরসের কৈল ২১৯১২৩ ; এই ভয়ে রাজিশেবে ২১৮১৪১ ।

এই ভাবে করে যেই ১৮১২ ; এই ভাবে নৃত্য মধ্যে ২১১৫২ ; এই ভাবযুক্ত দেখি ২১৮১৭৪ ; এই ভাল এই মন্দ ৩১১৭০ ।

এই ভিক্ষা মাগো ২৩১৮৬ ।

এই ভূঞা কেনে মোরে ২২০২২ ; এই ভূত নৃসিংহ-মন্ডে ৩১৮৫৫ ।

এই ভোট লঞা এই ২২০৮০ ; এই ভোগে কৈছে হয় ৩১৮৪২ ।

এই মত অর্ধতগ্গহে ২৩২০২ ; এই মত অদ্ভুত ভাব ২২১১৩ ; এই মত অন্তর্যব ১৮২০৬ ; এই মত অগ্নোত্তো করেন ২১৫১১ ; এই মত অভাস্তর ২১২৮২ ; এই মত অর্ধরাত্রি ৩১৮৫৩ ; এই মত অষ্টমঙ্করী ৩১২২১ ।

এই মত আবেশে ৩২১৪ ; এই মত আর সব ২১৮১৮৮ ।

এইমত কথোদিন অকুরে ২১৮১১৮ ; এইমত কথো দিন করেন ৩১২২৭ ; এইমত কথোক্ষণ করাইল ৩১০৬৩ ; এইমত কথোক্ষণ করি বনলীলা ২১৮১০০ ; এইমত কথোক্ষণ নৃত্য ২১২১৩২ ; এইমত করে যেবা ২২২২৩ ; এইমত কলা আশ্র ২১৫৮৭ ; এইমত কর্ণপুর লিখে ২১৯১১০ ; এইমত কল্পনাভায়ে ২১৬১৬০ ; এইমত কহি তারে ২১৬১৪৫ ; এইমত কীর্তন করি ১১৭১৩৩ ; এইমত কীর্তন প্রভু ২১৩৭০ ; এই মত কৃষ্ণের দিবা ২২১৮ ; এইমত কৈলা যাবৎ ২১৭১০৫ ; এইমত কোলাহল ২১৮৫৭ ; এইমত ক্রীড়া প্রভু ২১৮২২৮ ।

এইমত গায় নাচে ১৬৪৭ ; এইমত গীতাতেহো ১৫৭৩ ; এইমত গোষ্ঠাইল পাঁচ ২১২৬৫ ; এইমত গোপালের ২১৮৩৬ ; এইমত গৌরচন্দ্র নিজ ভক্ত ৩১৫ ; এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ ৩১২ ; এইমত গৌর প্রভু ৩১৫২৩ ; এইমত গৌর রায় ৩১২৫০ ; এইমত গৌর লীলা ২১৬২৮৫ ; এইমত গৌরশ্যাম ২১৩১১৪ ; এই মত গৌর হরি ৩১২২৩ ।

এইমত চলি চলি আইলা ২১২১৮ ; এইমত চলি চলি কটক ২১৬৩৪ ; এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ ২১৮২২২ ; এইমত চলি প্রভু বেগুণা ২১৬১৫১ ; এইমত চলি বিপ্র ২১৫১০২ ; এইমত চাপল্য সব ১১৮৫৮ ; এই মত চিন্তিতেই দৈবে ৩১১৫৭ ; এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ ১৮৩৩ ; এইমত চৈতন্যগোসাঞি ১৫১২২ ।

এইমত জগতের স্থখে ১৮২০৫ ; এইমত জগদানন্দ ৩১২২৪ ; এইমত জগন্নাথ ২১৮৩৪ ; এইমত জলক্রীড়া ২১৮৮২ ; এইমত জানিবে প্রভুর ২১৭১৩০ ; এইমত জানিহ যাবৎ ২১৭১০২ ।

এইমত তাণ্ডব নৃত্য ২১৩১০৬ ; এইমত তার উচ্ছিষ্ট ৩১৬১৩ ; এইমত তাঁর ঘরে গর্ক ২১২৫১ ; এইমত তাসভার ১৭১৪৩ ; এইমত তিন দিন করে ৩৩২৩২ ; এইমত তিন দিন গোপাল ২১৮৩৩ ; এইমত তিন দিন প্রয়াগে ২১৭১৪২ ; এইমত তিন বৎসর শিলা ৩১২৮৭ ; এইমত তিন রাত্রি ২১৮৮২ ; এইমত তোমা দেখি ২১২২৪ ; এইমত ত্রিঙ্গণ ৩২১১১ ।

এইমত দশ দিন প্রয়াগে ২১৯১২২ ; এইমত দশ দিন ভোজন ২৩১৩৩ ; এইমত দশা প্রভুর ২২১৩ ; এইমত দাশে দাস ২২৩৪২ ; এইমত দিনে দিনে ২২৪৪ ; এইমত দুই কৈল শুভন ৩১৩১৮ ; এইমত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী ২১২৭৪ ; এইমত দুইজন করে ২১২১৭৩ ; এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা রঙ্গে ৩১১৫৭ ; এইমত দুইজন

কৃষ্ণকথা রসে ২৮২১৪ ; এইমত দুইজনে করে বোলা ২১২১২৩ ; এইমত দুইজন নানাকথা ৩৪২২ ; এইমত দুই ভাই জীবের ১১১৪২ ; এইমত দৌহার কথা ১১৭১৪৫ ; এইমত দৌহে স্ততি ২৮৪৪ ।

এইমত নানা অর্থ ২৬১৭২ ; এইমত নানা গ্রন্থ ২১১৪০ ; এইমত নানা ছলে ১১৪৩৩ ; এইমত নানা রঙ্গে চাতুর্দান্ত ২১৫১৭ ; এইমত নানা রঙ্গে দিন কথো ২১২৬৮ ; এইমত নানা রঙ্গে সে রাত্রি ২১৫১৩৮ ; এইমত নানা লীলা করে ১১৫১২০ ; এইমত নানা লীলায় চাতুর্দান্ত ৩১২৬৪ ; এইমত নানা শ্লোক ২৮৫ ; এইমত নানা স্থখে ২১৭১৭৮ ; এইমত নিত্যানন্দ কিরায় ২১৫১২৭ ; এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় ৩৬৮০ ; এইমত নিমন্ত্রণ করে ৩১০১৩৭ ; এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ ৩৬২৬৬ ; এইমত নৃত্য প্রভু ৩১১৬০ ; এইমত নৃত্য যদি ৩১৫১৭৭ ; এইমত নৃত্য হৈল ১১৭১১৪ ।

এইমত পঞ্চদিন ২২৫১৩০ ; এইমত পথে যাইতে ২৭১০২ ; এইমত পরম্পরায় ২৭১১৫ ; এইমত পরম্পর ১৪১৬৪ ; এইমত পিঠাপানা ২১৫১২০ ; এইমত পুনঃ পুনঃ ২৮৮৬ ; এইমত পুরষার ২১২১৩২ ; এইমত পুরুষোত্তমবাসী ২১০১২২ ; এইমত পূর্বে কৃষ্ণ ১৪১০৩ ; এইমত প্রতিদিন করেন ২১৭১২২ ; এইমত প্রতিদিন প্রভুর ৩১৫৬ ; এইমত প্রতিদিন ফলে ১১৭১৮০ ; এইমত প্রতিশ্রুতি করেন ১৭১২২৭ ; এইমত প্রতিশ্রুতি সহজার্ঘ ১৭১২২৬ ; এইমত প্রত্যক্ষ আইসে ২১৬৮১ ; এইমত প্রত্যহ দেয় ২৪১৬৬ ; এইমত প্রভু আছে ২১৪৩ ; এইমত প্রভু তোমার ২১৬১৪৪ ; এইমত প্রভু তত্ত্ব ৩২০৫৪ ; এইমত প্রভু নৃত্য ২১৩১৭২ ; এইমত প্রভু সঙ্গে ৩১৩১০৪ ; এইমত প্রহরেক ২৩১২২ ; এইমত প্রেম যাবৎ ২১৭১২৬ ; এইমত প্রেম দেবা ২১৫১২২ ; এইমত প্রেমাবেশে ২৮১৮৮ ।

এইমত বন্ধে প্রভু ১১৬১৮ ; এইমত বন্ধের লোকের ১১৬১৭ ; এইমত বলভঙ্গ করেন ২১৭১৭৭ ; এইমত বহু বেরি ৩১৪১৫ ; এইমত বার বার করাইহ ৩৩৩২ ; এইমত বার বার করিয়ে ৩৩৩৭ ; এইমত বার বার কহি দুই ৩৪৩৫ ; এইমত বার বার পালায় ৩৬৩৬ ; এইমত বার বার শুনিয়া ২১৫১৪৩ ; এইমত বার মাস কীর্তন ১১৭১৮২ ; এইমত বিদায় দিল ২১৬৬৭ ; এইমত বিদ্যানগরে ২১৫১১৮ ; এইমত বিপ্রগণ ভাবে ২৮২৬ ; এইমত বিপ্রচিন্তে ২১৫৪৭ ; এইমত বিলপিতে ৩১২১৫২ ; এইমত বিলসে প্রভু ৩৭১৩ ; এইমত বিলাপ করে ২১১৬ ; এইমত বিহরে গৌর ৩৬১১ ; এইমত বৈষ্ণব কারে ১১৭১২৬ ; এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ ২১৮১২১০ ; এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ ২৭১৮ ; এইমত বৈষ্ণবগণ করে ২১৫১৫ ; এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল ২১৩৩২ ; এইমত বৈষ্ণব সব নীলাচলে ৩১০৩২ ; এইমত বৈষ্ণব হৈল সব ২৭১০১ ; এইমত ব্যঙ্গনের শাক ২১৫৮২ ; এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ২১২০১৮৭ ।

এইমত ভক্তগণ করি ২১২৮৬ ; এইমত ভক্তগণ রহিলা ২১৬৪৬ ; এইমত ভক্তগণ যাত্রা ২১৪১২৪০ ; এইমত ভক্তততি ১১৩১০২ ; এইমত ভক্তভাব ১৪৩৭ ; এইমত ভক্তিবৃক্ষে ১২১২৩ ; এইমত ভট্টের কথোদিন ৩৭১৩৭ ; এইমত ভাগবত শ্লোক ২১২৫৮৪ (ক) ; এইমত ভাল কর্ম ২১২১১৪ ।

এইমত মধুরে সব ২১২১২২ ; এইমত মহাত্ম্যে ৩৮৫২ ; এইমত মহাপ্রভু অচিন্ত্য ৩২১৩২ ; এইমত মহাপ্রভু করি ২১৩৬৭ ; এইমত মহাপ্রভু কৃষ্ণ ৩১২১২ ; এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের ২১৭১২৬ ; এইমত মহাপ্রভু দুইমাস ২১৫১২ ; এইমত মহাপ্রভু নাচিতে ২১৮১২ ; এইমত মহাপ্রভু দেখি ২১৭১৬ ; এইমত মহাপ্রভু বৈসে ৩২০১২ ; এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লক্ষ্য ৩৫৮৭ ; এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ২১২১৬৬ ; ২১৫১৩ ; ৩১০১৩০ ; এইমত মহাপ্রভু প্রতিতে ৩১৮১২৪ ; এইমত মহাপ্রভু রহে ৩১৬১২ ; এইমত মহাপ্রভু রাগিণিবসে ৩১৫১৩ ; ৩১৭১২ ; ৩১২১১২ ; এইমত মহাপ্রভু লক্ষ্য নিজগণ ৩১০১০০ ; এইমত মহাপ্রভু লক্ষ্য ভক্তগণ ২১২১২৩ ; এইমত মহাপ্রভু চাকরি বৎসর ২১৬৮৬ ; এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ২১৪৬৭ ; এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে ৩১১১০ ; এইমত মহাপ্রভুর প্রতি ৩১৭১৫২ ; এইমত মহাপ্রভুর স্থখে ৩১১১২ ; এইমত মাস গেল ৩২৪৬ ; এইমত মাস দুই ৩১৩৬৬ ; এইমত মোক্ষ ইচ্ছা ৩১১৩৩ ।

এইমত যত বৈষ্ণব ৩১৩০৫ ; এইমত যবে করে উত্তম ২১৫১৬৫ ; এইমত যাইতে যাইতে ২১৭১১০ ; এইমত যার ঘরে ২১৭১২৭ ; এইমত যার প্রভুর ৩১১১১ ।

এইমত রঘুনাথ আইলা ৩১৩১২ ; এইমত রঘুনাথ করেন ৩১৩২০৪ ; এইমত রঘুনাথের বৎসরের ৩১৩৩৪ ; এইমত রথযাত্রা আর ২১৫১৩৭ ; এইমত রথযাত্রা সকলে ৩১৭১৬৪ ; এইমত রহে তেঁহো ৩১৩২১১ ; এইমত রাসলীলার হয় ৩১৮১৮ ; এইমত রাসের প্লোক ৩১৮১২৩ ।

এইমত লীলা করি দৌহে ১১৪১৬৬ ; এইমত লীলা করে গোরাঙ্কনন্দ ২১৫১৩২ ; এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ২১১১২২৩ ; ৩১২১৬৫ ; এইমত লীলা কৈল ২১১২৭১ ; এইমত লীলা প্রভু ২১৩১৬২ ; এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি ২১১২৫ ।

এইমত শচীদেবী ২১৩১৬৪ ; এইমত শচীগৃহে সতত ৩১২৭৮ ; এইমত শিশুপাল ৩১৫১৩৭ ; এইমত শিশু লীলা ১১৪১৮২ ; এইমত শেষ লীলা ২১১৭২ ।

এইমত বড়ৈশ্বর্য স্থান ২১২১৭৭ ।

এইমত সংখ্যাভিত ১১০১৫৭ ; এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা ২১২৫১৬৮ ; এইমত সনাতন রহে ৩১৪১৫০ ; ৩১৪১২৭ ; এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ২১৭১৮৭ ; এইমত সব পুরী ২১২১৩০ ; এইমত সব বৈষ্ণব ২১৬১৭৫ ; এইমত সব ভক্তের ২১৫১৭২ ; এইমত সব লীলা যেন ২১২০৩১৭ ; এইমত সব শাখার ১১০১১৪ ; এইমত সব সূত্রের ১৭১১৪০ ; এইমত সম্মানিল ২১৫১২৩ ; এইমত সর্বকাল আছে ৩১৩২১৫ ; এইমত সর্ব রাত্রি করেন ২১৫১১৪৭ ; এইমত দার্কভোমের ২১৭১২ ; এইমত সেই রাত্রি কথা ২১৮১২৮ ; এইমত সেই রাত্রি তাইহা ২১৭১৩১ ; এইমত সেবকের প্রীতি ২১৫১১৫৪ ; এইমত স্ততি করে ২১৮১১০ ।

এইমত হঞা যেই ৩১২০২১ ; এইমত হস্তরসে ২১৩১৮৫ ; এইমত হৈল কৃষ্ণের ২১৩১৬৮ ।

এইমতে কাজীয়ে প্রভু ২১৭১২১২ ; এইমতে কৌতুক করে ২১৩১৫৭ ; এইমতে চিড়া ছড়ম ২১৫১৮২ ; এইমতে হৈ ভাই গোড়দেশে ৩১৩১৩২ ; এইমতে দৌহে করে ১১৪১৬৬ ; এইমতে নানা প্রসাদ ৩১১১৭৮ ; এইমতে নানা ভাবে ৩১৭১৭ ; এইমতে নানারূপে ১১২১৫১ ; এইমতে নিজ ঘরে ১১৬১২২ ; এইমতে নীলাচলে ৩১৩১৭৬ ; এইমতে চট্টগৃহে ২১৩১০২ ; এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে ৩১৮১২ ; এইমতে মহাপ্রভু পাইয়া ৩১৩১২৬ ; এইমতে রঘুনাথে বার বার ৩১৩১৩৮ ; এইমতে রামচন্দ্রপুরী ৩১৮১৮২ ; এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে ৩১৪১২০৪ ; এইমতে সেবক প্রভু ৩১৪১৩০ ; এইমতে হরিদাসের ৩১২১৪৩ ।

এই মধ্যলীলা নাম ১১৩১৩৫ ; এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে ২১২০২৮৪ ; এই মর্যাদা প্রভু ৩১৩১২৪ ; এই মহাত্ম্য হৈ ৩১৩১২০ ; এই মহাপ্রভুর লীলা ২১৩১২৬ ; এই মহাপ্রসাদ অন্ন ২১২১১৭১ ; এই মহাভাগবত ২১২১৫৮ ; এই দ্বারাজ মহাপণ্ডিত ২১৮১২৫ ।

এই মাঘসংক্রান্ত্যে ৩১৩১৩১ ; এই মাত্র কৈল ইহার ৩১২১৪৭ ; এই মালাকার খায় ১১৩১৪৬ ; এই মালীর এই বৃক্ষের ১১০১২ ; এই মাসে পুত্র হৈবে ১১৩১৮৮ ।

এই মধ্যবেশাবতার ২১২০৩০৮ ; এই মুক্তি তাঁহারে ছাড়িছ ৩১৩১২৮ ; এই মুরারিগুপ্ত এই ২১১১৭৫ ।

এই মৃত্যু গিয়া যদি ২১৫১২৩ ।

এই মোর মনের কথা ২১১১২২ ।

এই যতিপাশ ছিল ২১৮১১৫৪ ; এই যতি ব্যাধিতে কভু ২১৮১১৬০ ; এই যাঁহা নাহি তাঁহা ২১২১২২ ; এই যে তোমার অনন্ত ২১২১২১ ; এই যে মাধবেন্দ্র লীলা ৩১৮১২৫ ।

এই রঘুনাথে আমি ৩১৩১২০০ ; এই রঙ্গ লীলা করে ২১৩১১৫০ ; এই রঙ্গ সেই দিন ২১৮১৬৭ ; এই রস যত্নভবে যৈছে ২১২১৫০ ; এই রস আনন্দ নাহি ২১২১৫১ ; এই রসে যম প্রভু ২১৪১৭২ ; এই রঙ্গনার্থে আছে

২।১।১২২; এই রাধার বচন ৩২০।৫২; এইরূপ রতন ২।২।১৮৫; এইরূপ দর্শ রাত্রি ২।৮।২৪৩; এইরূপে উৎসভাবে ২।১৮।৩২; এইরূপে নিত্যানন্দ ১।৫।১১৭; এইরূপে নৃত্য আগে ২।৭।৮০; এইরূপে পালি আমি ২।২।১৭০; এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে ২।৩।৫৪; এইরূপে সেই ঠাক্রি ২।৭।৮৮।

এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু ৩।৭।১৩০; এই লাগি করে দেহের ১।৪।১৫৫; এই লাগি কৃপার প্রভু ১।৮।২; এই লাগি গীতাপাঠ ২।২।২৫; এই লাগি তোমা ত্যাগ ৩।৪।১৭২; এই লাগি পুছিলেন ২।৪।১১৫; এই লাগি প্রভু মোরে ৩।৩।২৭; এই লাগি শ্লোকের অর্থ ১।১৬।৫৪; এই লাগি সাক্ষীগোপাল ২।৫।১৩২; এই লাগি স্বথভোগ ২।২।১০৭।

এই লীলা কহিব আগে ১।৭।১৫৫; এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ ৩।১৬।৮০; এই লীলা বর্ণিয়াছেন ২।১২।১৪৭; এই লীলাভঙ্গী তোমার ৩।৪।১২৫; এই লীলা মহাপ্রভু ৩।১৪।৬৮; ৩।১২।৭১; এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ ৩।১৭।৬৭।

এই শস্যমৃত চারি ৩।১৭।৪৫; এই শিলার কর তুমি ৩।৬।২৮২; এই শিশু অঙ্গে দেখি ১।১৪।১২; এই শিশু সব লোকের ১।১৪।১৩; এই শিক্ষা সভাকারে ১।১২।৫১; এই শুদ্ধ ভক্ত লঞা ১।৪।২৪; এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা ১।১২।১৪২।

এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া ৩।৫।১২৬; এই শ্লোক কহিয়াছেন ২।৪।১২২; এই শ্লোক জীবগোসাক্রি ১।৩।৬৫; এই শ্লোক তত্ত্বলক্ষণ ভাগবত ১।২।৪৮; এই শ্লোক পঢ়ি অন্ন ২।৬।২০৪; এই শ্লোক পঢ়ি তেঁহো ৩।৮।৩২; এই শ্লোক পঢ়ি দৌহারে ২।১২।৪২; এই শ্লোক পঢ়ি নাচে ২।১৮।৩২; এই শ্লোক পঢ়ি পথে ২।৭।২৪; এই শ্লোক পঢ়ি প্রভু চলে ৩।১৪।৮১; এই শ্লোক পঢ়ি প্রভু ভাবের ২।২।৪; এই শ্লোক পঢ়িতে প্রভু হইলা ২।৪।১২৫; এই শ্লোক পথে পঢ়ি ২।২।১২; এই শ্লোক মহাপ্রভু ২।১৩।১১৬; এই শ্লোক শুনি প্রভু ৩।১৬।১৩১; এই শ্লোকার্থ আচার্য্য ১।৩।৮৪; এই শ্লোকে উঘাড়িল ২।৪।২০০; এই শ্লোকে কহে তাঁর ১।৩।৪১; এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম ৩।৮।৩৩; এই শ্লোকে পর-শব্দে ২।২০।২৮; এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী ২।২৪।৭১; এই শ্লোকের অর্থকর পণ্ডিতের ৩।৩।৭২; এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি ১।১৬।৩২; এই শ্লোকের অর্থ করি সংক্ষেপের ১।৩।২০; এই শ্লোকের অর্থ জানে ২।১।৫৩; এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা ১।২।৫৪; এই শ্লোকের অর্থ পূর্বের ২।১৩।১১৭; এই শ্লোকের অর্থ প্রভু ২।২৫।১১৪; এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল ২।৬।২১২; এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে ২।৬।১৬৮; এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ ২।১।৭০; এই শ্লোকের হয় অতি ৩।২০।৩৮।

এই সংক্ষেপে সূত্র কৈল ২।২৪।২৫৭; এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণ ২।২৫।৩৬; এই সপ্তদশ প্রকার ১।১৭।৩১৮; এই সব অর্থ প্রভু ২।১৩।১৫৩; এই সব কার্য্য তাঁর ২।২০।৩০০; এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসের ২।১২।১৫৪; এই সব গুণ তাঁর ৩।৫।৭৮; এই সব গুণ লঞা ১।৩।৩৮; এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব ২।২২।৪৪; এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাক্রি ২।১।০১; এই সব চন্দ্রোদয়ে ১।১৩।৩; এই সব নামের ইহো ১।১০।১৬৫; এই সব প্রকাশিতে কৈল ৩।১০।২৮; এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রে ২।১০।৪৫; এই সব ভাবভূষণ ২।৮।১৩৫; এই সব মহাপ্রভু ২।৪।২; এই সব মহাশাখা ১।১০।৭৭; এই সব মূখ্যভক্ত ২।১৮।৪৭; এই সব মোর নিন্দা অপরাধ ১।১৭।২৫৪; এই সব রসনির্যাস ১।৪।২২; এই সব লঞা চৈতন্য ১।৬।৩৫; এই সব লীলা করে ১।১৭।৮১; এই সব লীলা প্রভুর ২।৪।৩; এই সব লৈয়া করে ১।৬।৩৫; এই সব লোক প্রভু ২।১০।৩৭; এই সব শব্দে হয় ২।২৫।২৬; এই সব শাস্ত্র যবে ২।২৪।১১১; এই সব শাস্ত্রগম ১।৩।৩০; এই সব শ্লোকের করি ১।১।১৩; এই সব সঙ্গ প্রভু ২।১৫।১৮৩; এই সব সাধনের অতি ২।২২।১৫; এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিৎ ২।১৪।১৬২; এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের ৩।১০।২৭; এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের ১।৬।৮৩।

এই সভের প্রভু সঙ্গে ১।১০।১৪২; এই সভের বিদ্বাত্যাগ ২।২৪।২৫৪।

এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল ২।২৫।২৮; এই সর্কশাখা পূর্ণ ১।১১।৫৫।

এই স্বভাবগুণে যাতে ২।২৪।৩২।

এই সাত অর্থ প্রথম ২২৪১০৪; এই সাতের রমে যেই ৩২৪১০; এই সাত স্বর্ণমোহর ২২০২৬।

এই স্থল লাগি আমি ৩১২১১২; এই স্থলে গোপীর ১৪১১৬২; এই স্থলে মহাপ্রভুর ২১৪১৩৪।

এই স্থানে আছে ধন ২২০১১৭; এই স্থানে রহ কর ২১১১১৭৮; এই স্নেহ মনে ভাবি ৩১০১২২।

এই হয় কৃষ্ণভক্তের ২২২২৩৮; এই হরি ভট্ট এই ২১১১৭৬; এই হেতু গোপী-প্রেমে ১৪১১৬৬।

এক অঙ্গাভাষে করে ১৭১৫৮; এক অঙ্গে জাভা ১৫১১৪৪; এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল ২২২১৭৭; এক অধৈত নাম ১২১১২; এক অন্তত সমকালে ১১১৫২; এক অশ্ব এক ক্ষণে ৩১৫১১৫।

এক আত্মা দেহ সেবা ২১৬১৮৫; এক আত্মারাম-শব্দ অবশেষ ২২৪১১০২; এক আত্মারাম-শব্দে আটাল ২২৪১২১৭; এক আত্মারাম-শব্দে ছয় জনে ২২৪১১০২; এক আত্মবীজ প্রভু ১১৭১৭৪।

এক উভয় বৃক্ষে ২১৫১৭১।

এক এক গুণ গুনি ২২৩৪৬; এক এক গোপ করে ২২১১১৫; এক এক জনে দশ দোনা ৩১৪১৩৫; এক এক তিন ভেদে ২২৪১০৬; এক এক দন্তের কম্প ২১৩১২৮; এক এক দন্ত যেন ৩১০১৭১; এক এক দিন করি ২১৪১৬৫; এক এক দিনে চাতুর্মাশ ২২২৮৬; এক এক দিনে সভে ২২২৮৫; এক এক বস্ত্র পরি ২২৪১৮১; এক এক বারে অন্ন ২৩১৭২; এক এক বৃক্ষ তলে ২১৪১২৭; এক এক মূর্ত্ত্যে করে ১৬১৬।

এক কণ স্পর্শি মাত্র ১৫১১৩৫; এক কলস হৃগন্ধি তৈল ৩১২১১০৬; এক কালে বৈশাখের ৩১২১৭৩; এক কালে সভে টানে ৩১৫১১৫; এক কালে সাত ঠাণ্ডি ২১৩১৫১; একটি কুকুর চলে ৩১১১২; এক কুজা জল আর ৩৬২২০; এক কুঞ্জ লক্ষ্য গেলা ২৪১৩৪; এক কৃষ্ণ দেহ হৈতে ২২১১৮; এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ ১৬১২২; এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপক্ষয় ২১৫১১০৮; এক কৃষ্ণনামের ফলে ১৬১২৪; এক কৃষ্ণনামের মহামহিমা ১১৭১৩১১; এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ২২০১৩৩৩; এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ ২২০১৮৩; এক কৃষ্ণ সর্ব সেবা ১৬১৭০; এক কৌপীন নাহি ২৩১২৬।

এক খানি ঘর আছে ২১১১১৬০।

এক গুটি পট্ট ভোরী ২১৪১২৩১; এক গোড়িয়া কাছা ধুঞ্জা ২২০১৭২; এক গ্রাম মাধুকরী ২১৫১২৪০।

এক ঘরে শালগ্রামের ২১৫১২০২।

এক চৌঠা ধন দিল ২১২১৬; এক চৌঠা ভাত পাঁচ ৩৬১৫৪।

এক জন আসি রাহো ২১৮১২৩; এক জনে নিলে আনের ২১৭১১২; এক জনে যাই কহে ২১০১৭১; এক জনের উদর পূরে ১১৭১৭৭; এক জনের দোষে সব ৩৩১৫৬।

এক টোটা হৈতে সমুদ্র ৩১৮১২৪।

এক ঠাণ্ডি কহিল ২১৭১১৭; এক ঠাণ্ডি তপ্ত ছুঙ্কে ৩৬১৫৬।

এক তুলী গাণ্ড গোবিন্দের ৩১৩১৭; এক তুলী হৈতে আর তুলী ২১৩১০।

এক দিগে বৈসে সভে ৩৭১৪২।

এক দিন অক্ষর ঘাটের ২১৮১২২৫; এক দিন অন্ন আনে ২২৪১১৮২; এক দিন আচার্য্য প্রভুকে ৩১১১০০; এক দিন আসি প্রভু ৩৪১৫৩; এক দিন করে প্রভু জগন্নাথ ৩১৫১৬; এক দিন কহিল নারদ ২২৪১২০০; এক দিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ ৩১১১১৫; এক দিন গোপীভাবে ১১৭১২৪০; এক দিন জগদানন্দ স্বরূপ ৩২১১৫১; এক দিন তবে এক ৩১১১৩; এক দিন দশ বিশ ২১৮১২২১; এক দিন দশ ফল ২১৫১৮; এক দিন দ্বারকাতে ২২১১৪৪; এক দিন নিজ লোক ২৫১৩৬; এক দিন নিমন্ত্রণ করে ২১৪১৬৭; এক দিন নৈবেদ্য তাধূল ১১৫১১৪; এক দিন পথে ব্যাজ ২১৭১২৭; এক দিন পুন মোর ৩৭১২২২; এক দিন পুরীগোলাগ্রি ২৪১১০৪; এক দিন প্রহ্ম মিত্র ৩৫১৩; এক দিন প্রভু গেলা ৩১৬১৭৪; এক দিন প্রভু তথা ২১৬১২০২; এক দিন প্রভু তাঁহা ৩১৬১৪২; এক দিন প্রভু পাশে ২১৫১১৮৪; এক দিন প্রভু বিষ্ণুগুণে ১১৭১১০২; এক দিন প্রভু যমেশ্বর ৩১৬১৭৭;

এক দিন প্রভু শ্রীবাসের ১১৭৮৪ ; এক দিন প্রভু সব ১১৭৭৩ ; এক দিন প্রভু স্বরূপ ৩১৭১৩ ; এক দিন প্রভু হরিনাসের ৩৩৮৪ ; এক দিন প্রাতঃকালে ৩৮৮৬ ; এক দিন বলরাম ৩৩১৬৪ ; এক দিন বলভাচার্যের কণ্ঠা ১১৪৫২ ; এক দিন বিপ্র নাম ১১৭১৩৩ ; এক দিন বোলে কিছু ১১৭১৪৩ ; এক দিন ভট্ট পুছিল ৩৭৮৭ ; এক দিন মথুরার লোক ২১৮৮৫ ; এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন ৩৪১১৫ ; এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ২১৫১৩ ; এক দিন মহাপ্রভু নৃত্য ১১৭১২৩৬ ; এক দিন মহাপ্রভু পুছিল ৩২১৪৮ ; এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে ৩১৫১২৬ ; এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে ৩১৪১৭২ ; এক দিন মাতার করি ১১৫১৬ ; এক দিন মিশ্র পুত্রের ১১৪১৭২ ; এক দিন স্নেহ রাজার ২১৫১২১ ; এক দিন যদি উপরি ৩৭১২৪ ; এক দিন রূপ করে নাটক ৩১৮৪ ; এক দিন লোক আসি ৩২১২ ; এক দিন শটী থৈ ১১৪১২১ ; এক দিন শটীদেবী পুত্রের ১১৪১৬৮ ; এক দিন শাল্যম্বাঞ্জন ২১৫১৫৫ ; এক দিন শিবানন্দ ৩১১৫ ; এক দিন শ্রীনারদ দেখি ২২৪১৫২ ; এক দিন শ্রীবাসাদি ২১১২৫৫ ; এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে ১১৭১২২০ ; এক দিন সব লোক ৩১২১৬ ; এক দিন সনাতনে পণ্ডিত ৩১৩৪৮ ; এক দিন সভাতে প্রভু ৩২৭৫ ; এক দিন সার্কভৌম ২৬২৩৩ ; এক দিন স্বরূপ তাহা ৩৬৩১২ ; এক দিন হরিনাস ৩৩২১৬ ; এক দিনে যত হয় ৩১৭১৬০ ; এক দিনের উত্তোগে ২৪৭৮ ; এক দিনের লীলার তত্ত্ব নাহি পায় অন্ত ৩১৮১২ ; এক দিনের লীলার তত্ত্ব নাহি পায় শেষ ৩১৮১৩ ।

এক দুই তিন ক্রমে ২১২১২১ ; এক দুই তিন চারি ২২০১৩২৪ ; এক দুই ভেদে করি ২১৪১৪০ ; এক দুই সঙ্গে চলুক ২৭১৫ ।

এক দোষে সব অলঙ্কার ১১৬৬৫ ।

এক নবীন নৌকা ২১৬১২৩ ; এক নবা নৌকা আনি ২১৬১১৩ ; এক নামাভাসে তোমার ২২৫১৫২ ; এক নারিকেল নানা ৩১৮১০১ ; এক নিত্যমুক্ত একের ২২২১৮ ; এক নিত্যানন্দ বিহু ১৫১১৮৫ ; এক নিবেদন যদি ২১৭১২ ; এক নৃসিংহমূর্তি আছে ৩১৬৪৭ ।

এক পদ্যু আছিল ১১৭১২৪১ ; এক পদ না চলে রথ ২১৪৪২ ; এক পরিক্ষেদে তিন ৩১৩১৩৬ ; এক পাদ বিভূতি ইহার ২২১৭১ ; এক পাদ বিভূতির স্তনহ ২২১৪২ ; এক পাদে নাহি এই ১১৬৬৩ ; এক পাশ হও যোরে ৩১০৮৩ ; এক পিপীলিকা মৈলে ৩১১৪০ ।

এক ফল খাইলে রসে ১১৭৭২ ; এক ফলের মূল্য করি ১২১২৬ ।

এক বৎসর তেঁহো ৩২৩৭ ; এক বৎসর রূপ গোসাঞির ৩৪২০৫ ; এক বন্দী ছাড়ে যদি ২২০১৫ ; এক বপু বহু রূপ যৈছে ২২০১৪০ ; এক বস্ত্র বিনা সেই ২১২১২১ ; এক বস্ত্র মাগৌ দেহ ১৭১৫১ ; এক বহির্কাস তেঁহো ৩১৩৪২ ; এক বহির্কাস যদি ২১২১৩১ ।

একবাক্যতা নাহি তাতে ৩৭১২৮ ; এক বাঞ্ছা হয় মোর ৩১১৩০ ; এক বাঞ্ছা হয় যদি ৩১৬১২২ ; এক বার ইহা পাঠাইও ৩১১৬১ ; একবার দেখি করি ২১০১৬ ; একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ ২১২৪৩ ; একবার যার নয়নে লাগে ৩১২৩৮ ; একবার যারে স্পর্শে ৩১৫৬৭ ; একবার যে দেখিল ৩২৬ ; একবার যেই শুনে ৩১৭৪০ ; এক বারানসী ছিল ২২৫১২৫ ; এক ব্রাহ্মণী আসি ১১৭১২৩৬ ।

একবিংশে কৃষ্ণধর্ম ২২৫১২১ ; এক বিতস্তি দুই বস্ত্র ৩৬২২৩ ; এক বিপ্র এক সেবক ২৪১৫১ ; এক বিপ্র দেখি আইল ২১৭১০১ ; এক বিপ্র পড়ে প্রভুর ২১৭১৪২ ; এক বিপ্র প্রভুর নাটক ৩৫১২৬ ; এক বিপ্র প্রভু লাগি ৩৬৫৫ ।

এক বৈধী ভক্তি রাগাঙ্গনা ২২২১৫৮ ।

এক ভক্ত ব্যাধের কথা ২২৪১৫১ ; এক ভাগবত বড় ১১৫৭ ; এক ভাবে চক্ৰিশ গ্রহর ১১০১৫ ; এক ভিক্ষা লাগি মোরে ২১২১০৭ ; এক ভুক্তি কহে ভোগ ২২৪১২১ ; এক ভৃত্য সঙ্গে রায় ২৮৫২ ।

এক মঠ করি তাহাঁ ২৪১৩৭ ; এক মন পঞ্চ দিগে ৩১৫৮ ; এক মন হঞা স্তন ৩২১২২ ; এক মনস্তবাবতাদের ২২০১২৭৪ ; এক মহাধনী ক্ষত্রিয় ২৪১১০০ ; এক মহাপ্রভু আর ১৭১১২ ; এক মালাকার আমি কত ১২১৩৫ ; এক মাস দর্শন কৈল ২১৮১৪২ ; এক মাস রহি গোপাল ২১৮১৪৮ ; এক মাস রহিল ২১৮১৪১ ; এক মুখ্যতত্ত্ব তিন ১২১৫২ ; এক মুষ্টি অন্ন ২১৩৩৬ ; এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ২২০১৫৭ ।

এক ব্রহ্ম লঞা তার ৩১১১১২ ; এক রাজপুত্র ঘোড়ার ৩২১২১ ; এক রাত্রি সেই গ্রামে ৩১৩৩৫ ; এক রামানন্দ রায় ২২১৩২২ ; এক রামানন্দের হয় ৩৫১৪০ ; এক রূপ করি কৈল ২১৩১৩৩ ।

এক লক্ষীগণ পুরে ১১১৪০ ; ১৪১৬৩ ; এক লীলায় করে প্রভু ৩২১১৬৭ ; এক লীলাপ্রবাহে বহে ৩৫১১৫৩ ; এক লীলায় বহে গঙ্গার ৩৭১১৪২ ।

এক শত মুদ্রা আর ৩৬১৫১ ; এক শিলা আলিঙ্গিয়া ২১৮১২৩ ; এক শেত কুঠে ১১৬১৬৬ ; এক শ্লোক করি তেঁহো ৩১৬১৬৮ ; এক শ্লোক দেখায়া কৈল ২২৫১৮৪ (ক) ; এক শ্লোক পঢ়িতে কিরায় ৩১৩১২৭ ; এক শ্লোকের অর্থ যদি ১১৬১৩৭ ; এক শ্লোকের আঠার অর্থ ২২৪১৩ ।

একষষ্টি অর্থ তবে ২২৪১২২৭ ।

এক সংশয় মনে তাহাঁ ২২১১৪২ ; এক সংশয় মোর ২৮১২২০ ; এক সখী সখীগণে ৩১৮১৭২ ; এক সঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে ২১২১৩২ ; এক সন্ন্যাসী আইল ২১৬১৬১ ; ২১৭১১০২ ; এক সন্ন্যাসী আসি ২১৬১১৪ ; এক সাধনভক্তি প্রেমভক্তি ২২৪১২৩ ; এক সের অন্ন রাঙ্কি ২১৫১২২ ; এক স্বয়ং ভগবান্ আর ২২৪১২০৫ ।

এক ক্ষণ প্রভুর যদি ৩২১২৩ ।

একই দৈশ্বর ভক্তের ধ্যান ২২১১৪১ ; একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ১২১২০ ; একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন ১১১৩৮ ; একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত ২২০১৩৭ ; একই বিগ্রহ যদি ১১১৩৬ ; একই বিগ্রহে করে নানাকার ২২১১৪১ ; একই চিহ্নকি তাঁর ১৪১৫৪ ; একই স্বরূপ দুই ভিন্নমাত্র ১১৫১৪ ; একই স্বরূপ তার নাহি দুই ১১৫১৬ ।

একত্র মিলনে কেহো ২২১১৬৪ ; একত্র মিলিলা সভে ৩১২১৮ ; একত্র লিখিল সর্বত্র ২১৭১২১৬ ।

একথা শুনিয়া প্রভুর ২১৪১১৫২ ; একথা শুনিয়া সবে ২১২১১১৫ ।

একলা উঠাঞা দিবে ১২১৩৩ ; একলা তোমার আমি ৩৩২৩৮ ; একলা বৈষ্ণব-বেশে ২১৪১৪ ; একলা মালাকার আমি কাহাঁ ১২১৩২ ; একলা রহিব তাহাঁ ৩২১১৩০ ; একলি রাধাতে তাহাঁ ১৪১১২৮ ; একলে আইলা তাঁর ২১৫১২২০ ; একলে দৈশ্বর কৃষ্ণ ১১৫১২১ ; একলে দৈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ১৭১৮ ; একলে করেন প্রেমে ২১২১১১১ ; একলে গিয়া মহাপ্রভু ২১১১৪৬ ; একলে প্রভুকে লঞা ৩২১৮৬ ; একলে বা কত ফল ১২১৩২ ।

একা রাত্রে বুলি ৩১৮১৫৪ ; একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ ২১৭১৩১ ; একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না ২১৭১০ ; ২১৭১৪ ; একাকী যাইব কিবা ২১১২১৬ ; ২১৬২৬৮ ; একাকী যাইবে তুমি কে ২১৭১৪ ; একাঙ্গলি দুই অঙ্গলি ৩১৬১৪৩ ; একান্তর চতুর্ঘূণে ১৩৩৬ ; একাদশ পদ এই শ্লোকে ২২৪১৮ ; একাদশ শ্লোকের অর্থ ১১৫১২২ ; একাদশ স্বন্ধে তার করিয়াছে ২২২১৪২ ; একাদশ স্বন্ধে তার ভক্তি ২২৪১৮৫ ; একাদশী জন্মাষ্টমী ২২৪১২৫৩ ; একাদশে নিত্যানন্দসাধা ১১৭১৩১৪ ; একাদশে শ্রীমন্দিরে ২২৫১২০৩ ; একাদশে হরিদাস ঠাকুরের ৩২০১১১০ ; একান্ত আশ্রয় কর ৩৫১২৩ ; একান্ত ভাবে আশ্রিয়াছে ৩২১৮৫ ; একান্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র ২১৫১৪৫ ; একান্ত ভাবে ভজেনাভে ২১০১৪৫ ; একান্তে অকুর তীর্থে ২১৮১৬৩ ।

একিবারে ক্ষুরে প্রভুর ৩১৫১৭ ।

একে একে মিলিলা ২৩২৪৮ ; একে একে সব ভক্তে ২১১১১১৬ ; একে একে সভার নাম ৩১২১৬৮ ।

একে ত প্রকাশ ১১১৩৫ ; একেতে বিশ্বাস ১১৫১৫৪ ।

ଏକେ ଦେବଦାସୀ ଆରେ ୩୧୩୭ ; ଏକେ ହୁଏ ଚିଡ଼ା ଆରେ ୩୩୭୫ ; ଏକେ ନୀଚ ଅର୍ଧ୍ୟ ଆରେ ୩୩୧୨ ; ଏକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରେ ୩୩୮୬୦ ; ଏକେ ମାନି ଆରେ ୩୧୩୫୫ ; ଏକେଲା ସମ୍ଭାସୀ କରେ ୨୩୧୨୫୫ ।

ଏକେକ ଜନେରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ୩୩୭୬ ; ଏକେକ ଦିନ ଏକେକ ଜନ ୨୩୧୩୨୫ ; ଏକେକ ଦିନ ଏକେକ ଭକ୍ତ ୨୩୧୩୫ ; ଏକେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକେକ ୩୩୩୩୩ ; ଏକେକ ନର୍କକେର ଶ୍ରେମେ ୩୩୩୦ ; ଏକେକ ପଦ ପୁନଃ ପୁନଃ ୩୩୩୩୩ ; ଏକେକ ପରିଚ୍ଛେଦେର କଥା ୩୨୩୩୩ ; ଏକେକ ପାତେ ପାତ ଜନାର ୩୩୩୮ ; ଏକେକ ଫଳେର ମୂଲ୍ୟ ୨୩୩୩୩ ; ଏକେକ ବିତନ୍ତି ଭିନ୍ନ ୩୩୩୩୨ ; ଏକେକ ବୁଦ୍ଧେର ତଳେ ୨୩୩୩୩ ; ଏକେକ ଭୋଗେର ଅମ୍ଳ ୨୩୩୩୩ ; ଏକେକ ହସ୍ତପଦ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୩୩୩୩୩ ; ଏକେକ ହାଥ ପାଦ ତାର ୩୩୩୩୩ ।

ଏକେକ ଦିନ ଏକେକ ଗ୍ରାମେର ୨୩୩୩ ; ଏକେକ ଦିନ ସଭେ କରେ ୨୩୩୩ ; ଏକେକ ବୈକୁଣ୍ଠେର ବିସ୍ତାର ୨୩୩୩ ; ଏକେକ ବ୍ରହ୍ମାସୀ ୨୩୩୩ ; ଏକେକ ରୂପେ ପ୍ରବେଶିଲା ୨୩୩୩ ; ଏକେକ ଶାଖାତେ ଉପଶାଖା ୩୩୩୩ ; ଏକେକ ଶାଖାତେ ଲାଗେ ୩୩୩୩ ; ଏକେକ ଶାଖାର ଶକ୍ତି ୩୩୩୩ ।

ଏଥନି ଆସିବେ ସବ ୨୩୩୩୩ ; ଏଥନ ଯେ ଦିଏେ ତାର ୨୩୩୩ ।

ଏତ ଅହୁମାନି ପୁଛେ ୩୩୩୩ ; ଏତ ଅମ୍ଳ ଖାଓ ୩୩୩୩ ; ଏତ ଅମ୍ଳ ନା ପାଠାଓ ୨୩୩୩ ।

ଏତ ଆର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ୩୩୩୩ ।

ଏତ କରି ଦୁଇଜନ ଚଳିଲା ୨୩୩୩ ।

ଏତ କହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାରେ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ଆପନ କୃତ ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ଆମି ଯବେ ୨୩୩୩ ।

ଏତ କହି ଉଠିଲା ଚଳିଲା ୨୩୩୩ ।

ଏତ କହି କହେ ଶ୍ରୀ ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି କ୍ରୋଧାବେଶେ ୩୩୩୩ ।

ଏତ କହି ଗୌରପ୍ରଭୁ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ଗୌରହରି ୩୩୩୩ ।

ଏତ କହି ଜଗନ୍ନାଥେର ୩୩୩୩ ।

ଏତ କହି ତାରେ ରାଖିଲ ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ତିନିଜନ ଅଟ୍ଟାଳି ୨୩୩୩ ।

ଏତ କହି ଦୁଇଜନ ୨୩୩୩ ।

ଏତ କହି ପଢ଼େ ଶ୍ରୀ ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ଶ୍ରୀ ତାର ଗର୍ବ ୨୩୩୩ ।

ଏତ କହି ବିଶ୍ଵ ଶ୍ରୀ ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ବିବର୍ତ୍ତବାଦ ୩୩୩୩ ।

ଏତ କହି ମହାଶ୍ରୀ ଆଇଲା ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ମହାଶ୍ରୀ କରିଲା ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ମହାଶ୍ରୀ ତାରେ ବିଦ୍ୟା ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ମହାଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ମହାଶ୍ରୀ ମୌନ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ମାତାର ମନେ ୩୩୩୩ ।

ଏତ କହି ସଂସାରେ ପୁନ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ସଂସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ସଂସାରେର ହସ୍ତ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ରାଜା ଗେଲା ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ରାଜା ରହେ ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ରାଜାକାଳେ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ରୂପେ କେଲ ୩୩୩୩ ।

ଏତ କହି ଶତୀହତ ୨୩୩୩ ।

ଏତ କହି ସବେ ଗେଲା ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ସିଂହ ଗେଲ ୩୩୩୩ ; ଏତ କହି ସେହି କରେ ୨୩୩୩ ; ଏତ କହି ସେହି ଚର ୨୩୩୩ ।

ଏତ କାଳ କେହ ନାହି କେଲ ୩୩୩୩ ।

ଏତ ଚିନ୍ତି ଗେଲା ଗଙ୍ଗା ୨୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ନୟନ ୨୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ନିବେଦିଲୁ ୩୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ନିରାଶ୍ରୀ ୨୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ପାକପାତ୍ର ୨୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ପୂର୍ବମୁଖେ ୩୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ପ୍ରାତେ ଆସି ୩୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ପ୍ରାତଃକାଳେ ୨୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ବିବାହ କରିତେ ୨୩୩୩ ; ଏତ ଚିନ୍ତି ଭୌତାନ୍ତ ୨୩୩୩ ;

এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ৩৬২২৫ ; এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ ১৪১১৮ ; এত চিন্তি লৈল প্রভু ১৩৩৬ ; এত চিন্তি শিবানন্দ ৩২২৪ ; এত চিন্তি সনাতন ২২০২২ ; এত চিন্তি সেই বিপ্র ২৫১০৫ ।

এত জানি তার ভিক্ষা ২১৯২১০ ; এত জানি তুমি সাক্ষী ২৫৮২ ; এত জানি মাতা মোরে ২১৫১৫১ ; এত জানি রাহ কৈল ১১৩২২ ।

এত তব্ব মোর চিন্তে ২৮২১৮ ; এত তারে কহি কৃষ্ণ ২১৩১৫২ ।

এত দিন নাহি জানি ২৮১৭৪ ।

এত পঢ়ি পুনরপি ২১৩১৭৬ ।

এত বলি অন্ন দিল ২২০২০ ।

এত বলি আচার্য্য ২৩১১৫ ; এত বলি আগে চলে ৩১৫১৪৮ ; এত বলি আপন গালে ২১৫২৭৫ ।

এত বলি এক গ্রাস করিল ৩৬৩১৫ ; এত বলি এক গ্রাস ভাত হাতে ২৩২১ ; এত বলি এক শ্লোক ১১৭৭৩ ; ১১৭২০ ।

এত বলি কণ্ঠমালা ৩১৩১১৩ ; এত বলি করেন তেঁহো ৩৩২৩০ ; এত বলি কাজি গেল ১১৭১২৩ ; এত বলি করজি নিজ ১১৭১৮০ ; এত বলি কাঁথা লইল ২২০৮৩ ; এত বলি কাশীমিশ্র ৩২১৭৮ ; এত বলি কিছু আগে স্বয়ং ২১৭২ ; এত বলি ক্রোধে গোসাঞি ৩৩১৪৮ ।

এত বলি গেলা গৃহকন্ধ্যাদি ১১৪১২২ ; এত বলি গেলা প্রভু ঈশ্বরদর্শনে ২১৫২৮২ ; এত বলি গেলা প্রভু করিতে ১১৭১৫০ ; এত বলি গোবিন্দে ২১০১৩৮ ; এত বলি গোপাল গেলা ২৪১৬১ ।

এত বলি ঘরে গেলা ২১৫১৪৫ ; এত বলি ঘর হৈতে ৩২২১১৮ ; এত বলি ঘোড়া আনি ৩২২০ ।

এত বলি চরণ বন্দি ২১১২২২ ; এত বলি চলিলা প্রভু ২২৫১৩৭ ; এত বলি চলে প্রভু ২৩৮ ।

এত বলি জগদানন্দ ৩১৩৪০ ; এত বলি জগমোহন ৩১৬১৭৭ ; এত বলি জননীর কোলে ত ১১৪৩২ ; এত বলি জন দিল ২৩১৭৫ ।

এত বলি ঝাঁপ দিল ২১৮১২৭ ; এত বলি ঝালি বহে ৩১৩২৮ ।

এত বলি তাঁর ঠাঞি ২২১৫৮ ; এত বলি তারে নাম ৩৩১৩০ ; এত বলি তাঁরে নিল ২৩২৪ ; এত বলি তাঁরে বহ ২১৬৪ ; এত বলি তাঁরে লক্ষ্য ২১১১৭৭ ; এত বলি তাঁরে সন্তে ১১৭২৭২ ; এত বলি তাঁরে স্নান ৩২১৩২ ; এত বলি তিন তত্ত্ব ২২৫২০ ।

এত বলি দধিভাত ৩১০১৪৮ ; এত বলি দামোদর ৩৩১৭ ; এত বলি দিলা তারে ২১৪২৩৫ ; এত বলি দুইজনে করাইল ২৩২২ ; এত বলি দুইজনে কৈল ২২৪২০১ ; এত বলি দৌহে নিজ কার্য্যে ৩৪১৪০ ; এত বলি দৌহে নিজ নিজ কার্য্যে ২৮১২৬ ; এত বলি দৌহে রহে ১১৩৮৬ ; এত বলি দৌহার শিরে ২১২০২ ।

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান ২৩২৬ ; এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ ১১৭১২৮১ ; এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ ২৪১৩৭ ; এত বলি নাচে গায় করয়ে ১৫১৪২ ; এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার ১৬১৭৪ ; এত বলি নানা ভাব ৩৩২২৫ ; এত বলি নান্দীশ্লোক ৩১১২৮ ; এত বলি নেউটি প্রভু ৩১৩৮৭ ; এত বলি নেতধটা ৩২১০৫ ; এত বলি নৌকায় চড়াই ২৩৩৭ ।

এত বলি পড়ে দুই ২১৫২৬৪ ; এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর ২১৮১২৪ ; এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি ২১৬১৩৫ ; এত বলি পণ্ডিত প্রভুর ৩১১৪৩ ; এত বলি পিঠাপানা ২৬৪৫ ; এত বলি পুন তারে কৈল ২১২৫২ ; ৩৪১২২ ; এত বলি পুন তাঁরে প্রসাদ ৩৬২৮১ ; এত বলি পুনঃ পুনঃ ২৩১৪৬ ; এত বলি পুরী গোসাঞি ৩২১৩৫ ; এত বলি প্রভু আইলা ২১৫২৭২ ; এত বলি প্রভু গেলা ৩১২১২২ ; এত বলি প্রভু গোবিন্দে ৩২১৩১ ; এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন ৩৪১২৮ ; ৩১৩১২১ ; এত বলি প্রভু তারে করি ২৩২২২ ; ২১৬১৪৩ ;

এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল ২১০৫৮; ২১০১২৫; ৩১১৬৪; এত বলি প্রভু তাঁসভারে ৩১৬২৪; এত বলি প্রভু ধরি ৩১৪১১; এত বলি প্রভু পাশ ৩১২২৩; এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন ৩৬২০৭; এত বলি প্রভু লক্ষ্য করিল ২১০১০২; এত বলি প্রভু লক্ষ্য তাইহা ২১২৫৭১; এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া ২১২৬৩; এত বলি প্রেমাবেশে ২১৪৪৪ এত বলি প্রেরিতা মোরে ১৫১৭৪।

এত বলি ফল ফেলে ২১৫৮৫।

এত বলি বন্দিল হরিদাসের ৩৩২৪৬; এত বলি বালক গেলা ২১৪৩১; এত বলি বিদায় দিল ২১১১০২; এত বলি বিশ্বাসেরে ২১৬১৭৪।

এত বলি ভট্ট পড়ে ২১০১৪৭; এত বলি ভট্টাচার্য্য ২১৮১৪৭; এত বলি ভারতী গোসাঞি ১১৭১২৬৫; এত বলি ভারতী লক্ষ্য ২১০১৭৬।

এত বলি মনে কিছু ১৭১৩১; এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে ৩২১১২; এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া ৩৪৪২; এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন ২৭১৬২; এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন ৩১৪১০৬; এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ২১৫২৫৫; এত বলি মহাপ্রভু নাচেন ৩১১১২৭; এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে ২১৬১৪১; এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ৩১০১১৪; এত বলি মহাপ্রভু সব ২১০১৪৮; এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ ৩১০১৪২; এত বলি মহাপ্রসাদ করিল ৩১১১১২; এত বলি মহানন্দীর ২১৪১২৬; এত বলি মিশ্রে নমস্করি ৩২১০২।

এত বলি যমুনায়ে ২৩২৫।

এত বলি বাঘবেরে ২১৫১২৩; এত বলি রামানন্দে ২১৮২৫০।

এত বলি লোকে করি ২১১২৬৮।

এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র ৩৩২০২; এত বলি শ্রীকান্ত বালক ৩১২১৩৫; এত বলি শ্রীনিবাস করিল ১১৭১২২; এত বলি শ্লোক পড়ে ২১২১২৬।

এত বলি সভাকারে ঈশ্বর ২৩১৮২; এত বলি সভারে প্রভু ৩২১৪২; এত বলি সভে বুলে ৩১৮১৩৫; এত বলি স্থখে বিপ্র ২১২০০; এত বলি সে বালক ২১৪৪৩; এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ ২১৭১১৩৭; এত বলি সেই বিপ্রে কৈল ২১২০৭; এত বলি সেই শ্লোক ২১৪১১১।

এত বলি হাতে ধরি ২৩৬৬।

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ৩৬২৭২; এত বিচারিয়া প্রভু ৩৩১২।

এত ভাব এক ঠাঞি ৩২০১৩৫; এত ভাবভূষায় ভূষিত ২১৪১৬৫; এত ভাব মিলি রাধায় ২১৪১৮০; এত ভাবি আচার্য্য ১৩৮৬; এত ভাবি কলিকালে ১৩২২; এত ভাবি কহে শুন ১১৬৮৫; এত ভাবি গোড়দেশে ২১৭১৬২; এতভাবে প্রেমা ভক্ত ১৭৮৭; এত ভাবে রাধায় মন ৩২০১৩৬।

এতন্যত্র গোবিন্দ সবে ৩৮৫৫; এত মনে করি কৈল ২১৬২৫৫; এত মনে করি প্রভু ২১৮২১; এত মহাপ্রসাদ বা ২১১১২৬; এত মূর্ত্তিভেদ করি ১৫১০৭।

এত রূপে লীলা করে ২১০১২১৫।

এত লক্ষ্য স্থজে পুরুষ ১৬১০; এত লাভ ছাড়ি কোন্ ২১১১০২; এত লিখি দুই ভাই ২১২১৩৪।

এত শুনি আমি মনে ২১৫১৫২।

এত শুনি কহে রাজা ৩২১২২; এত শুনি কাজীর দুই ১১৭১২১২; এত শুনি কৃষ্ণদাস ২১০১৬৪।

এত শুনি গুরু হাসি ১৭৭২; এত শুনি গোপীনাথ ২৬২৮; এত শুনি গোড়েশ্বর ২১২১৬।

এত শুনি জগদানন্দ ৩১২১২১।

এত শুনি তার পুত্র ২৫৫৭; এত শুনি তাসভারে ১১৭১২৬।

এত শুনি বিদ্য গেলা ১১৪৮৭।

এত শুনি পুরী গোসাঞি ২৪।১৩৪ ; এত শুনি প্রহ্মমিশ্র ৩৫।৫১ ; এত শুনি প্রভু আগে ২৫।১৫৫ ; এত শুনি প্রভু তারে ২৮।১৮৭ ; এত শুনি প্রভু মনে ৩৩।৮২ ; এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত ২১৪।১৭৫ ; এত শুনি প্রভুর হৈল বিশ্বয় ২১৭।২০২ ।

এত শুনি বাঢ়ে প্রভুর ২১৪।১৬০ ; এত শুনি বিপ্রেয় চিন্তিত ২৫।৪৫ ।

এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা ২১১।৪০ ।

এত শুনি মহাপাত্র ২১৬।১৮১ ; এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ ৩৪।১৫২ ; এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে ১১২।৪৪ ; এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া ১১৭।২০২ ; এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ১১৭।৪৬ ; এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত ২১৫।১৬৪ ।

এত শুনি যবনের ২১৬।১৬৭ ।

এত শুনি রঘুনাথ ৩৬।২৩৭ ; এত শুনি রামচন্দ্র ৩৮।৬৫ ; এত শুনি রায় কহে ৩১।১৩৮ ।

এত শুনি লোকের মনে ২৫।৬২ ।

এত শুনি সনাতনের ৩৪।৬৭ ; এত শুনি সবলোক ২৫।৮৫ ; এত শুনি সন্তে নিজ ৩২।১২৪ ; এত শুনি স্বরূপ-গোসাঞি ৩১৮।৫৭ ; এত শুনি সার্কর্ভোম ২১০।১৩৩ ; এত শুনি সেই বিপ্র মহাত্ম ২১৭।১১৮ ; এত শুনি সেই বিপ্র রহে মোঁ ২৫।৫০ ; এত শুনি সেই বেণ্ডা ৩৩।১০৮ ; এত শুনি সেই মনুজ ৩৬।২৫৪ ; এত শুনি সেই স্নেহের ৩৬।২৮ ।

এত শুনি হরিদাস ৩৩।১২০ ; এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন ১৭।২৭ ; এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে ২১৫।২৪১ ।

এত সব কর্ম আমি ৩৪।৭৮ ; এত সব মনে করি ৩১০।২৪ ।

এত সম্পত্তি ছাড়ি ২১৪।১২৩ ।

এতাদৃশ তুমি ইহারে ৩৪।৮৬ ; এতাবতা বাঁধাপূর্ণ ৩১৬।৪৪ ।

এতে শব্দে অবতারের ১২।৬৬ ; এতেক কহিয়া প্রভু অন্তর্দান ২৭।১৪৫ ; এতেক কহিতে প্রভু বিশ্বল ২১৫।৬৮ ; এতেক কহিতে প্রভুর কেবল ৩১৮।১০৭ ; এতেক চিন্তিতে রাধার ৩২০।৩৪ ; এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি এই অর্থে ৩১৫।৬৮ ; এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি সঙ্গ লৈয়া ৩১৬।১৪০ ; এতেক বিলাপ করি ২২।২৫ ।

এথা আচার্য্য ঘরে ২৩।২০৮ ; এথা কৃষ্ণ রাধাসনে ৩১৮।২০ ; এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর ৩১৭।১২ ; এথা গোড়দেশে প্রভুর ৩১২।৬ ; এথা গোড় সনাতন ২২০।২ ; এথা তপনমিশ্রের পুত্র ৩১৩।৮৮ ; এথা তাঁর সেবক রক্ষক ৩৬।১৭৪ ; এথা তুমি বসি রহ ৩২।৭৬ ; এথা তুমি মোর সর্ব ২১২।২৪ ; এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী ১১৬।১৮ ; এথা নিত্যানন্দ প্রভু ১৫।১৪১ ; এথা নীলাচল হৈতে ২১২।২২ ; এথা পূজারী করাইল ২৪।১২৪ ; এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ ৩১২।২২ ; এথা প্রভু সেই মনুজেরে ৩২।৫৪ ; এথা মহাপ্রভু যদি ২২৫।১৭৪ ; এথা রঘুনাথদাস ৩৬।১৮২ ; এথা শ্রীকৃষ্ণগোসাঞি ২২৫।১৩২ ; এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে ২২৫।১৬২ ; এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে ২১২।১২ ; এথা সব বৈষ্ণবগণ ৩১২।৪০ ; এথা হৈতে বিশ্বরূপ ১১৫।১৬ ; এথাহো তাহার পিতা ৩২।৭০ ।

এবে অন্তরীলা গণের ৩২০।২৩ ; এবে অন্ন সংখ্যা করি ৩১১।২৫ ; এবে অহঙ্কার মোর ২৭।১৪২ ; এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য ৩১৩।২৪ ; এবে আজ্ঞা না দেন ৩১৩।২৭ ; এবে আমায় করি রোষ ৩১৭।৩৪ ; এবে আমার বড় ভাই ২১১।১৩৪ ; এবে আমি ইহা আনি ২১০।৬৩ ; এবে আমি একা যাব ২২৫।১৩৪ ; এবে কঁতা নাহি দেন ২৫।৫৪ ; এবে কপট কর তোমার ২৮।২৩২ ; এবে করি সেই শ্লোকের ১৪।৪৮ ; এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম ১১৩।৫ ; এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ ২৭।৫২ ; এবে কহি বাল্যলীলা ১১৪।৩ ; এবে কহি শুন অভিধেয়ের ২২২।৩ ; এবে কহি শেষ লীলার ২১।৫ ; এবে কাঁথ্য নাহি ১৪।২৮ ; এবে কিছু নাহি কহ ২৫।৪২ ; এবে কেনে নিরন্তর

২৯২২; এবে কেনে প্রভুর মোতে ৩৭১০৫; এবে গোসাঁঞির গুণ যশ ৩৩১১; এবে ঘর যাহ যবে ৩৬২৫৮; এবে তুমি শাস্ত হৈলে ১১৭১৪১; এবে তো জানিহু আর ১২৪৩১; এবে তোমা দেখি মুক্তি ২৮২২১; এবে তোমা পাদাঙ্কে মোর ২২৫৭০; এবে তোমার যে হইবে ৩১২৪৬; এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের ২১৫১৮৫; এবে বৈষ্ণব হৈল তার ২১৫২৮৬; এবে ভয় গেল তোমার ৩১৮৬৪; এবে মধ্যলীলার কিছু ২১১৬; এবে মুক্তি গ্রামে ২৫১০৩; এবে মোর ঘরে ভিক্ষা ২১৫১৮৬; এবে যত কৈল প্রভুর ৩১৪১১৪; এবে যদি মহাপ্রভু ২১৬২২২; এবে যদি স্ত্রী দেখি ৩১৪৩১; এবে যে উত্তম চালাও ১১৭১২০; এবে যে না কর মানা ১১৭১৬৭; এবে যদি যাই প্রয়াগে ২১৮১৪০; এবে শুন প্রভুর যৈছে ৩২৩২; এবে শুন প্রেম যৈহ ২২৫১০৭; এবে শুন ফলদাতা ১২৪৪২; এবে শুন ভক্তগণ রঘুনাথ ৩৬১১; এবে শুন ভক্তিফল ২২৩২; এবে শুন মৃখা শাখা ১১০১২; এবে শিক্ষা হৈল না ৩২১২১; এবে শ্লোকার্থ করি ২২৪৫২; এবে শ্লোকের করি মূল ২২৪৭৫; এবে সংক্ষেপে কহি শুন ২৮১১৫; এবে সব বৈষ্ণব গোঁড়ে ২১৫১৮৫; এবে সভাস্থানে মুক্তি ২৭১২; এবে লানন-ভক্তিলক্ষণ ২২২৫৫; এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন ৩৮৪৭; এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি ২৯১৪৬; এবে সে জানিল সেবাসাধ্যের ২৮২০।

এমন রূপালু নাহি ২১৬১২০; এমন নিষুর্ণ মোরে ১৫১৮৫; এমন মাধুর্য্য কেহো ৩১১০৮।

এলাচি মিলনে যৈছে ২১৪১৭৩।

এহো অর্থ মধ্যম ২২১৩২; এহো এক লীলা করয়ে ২১২৭৩; এহো কৃষ্ণগুণাকুট মহামুনি ২২৪১১৩; এহো বাহু হেতু ১৪৮২; এহো ব্রজেন্দ্রনন্দন ৩১৬১৩২; এহো ভাগ্য তোমার ৩৫১৪৫; এহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ ২২০২৩৭; এহো মাটি সেহো মাটি ১১৪২৫; এহো শুক বৈরাগ্য ৩৮৬২; এহো সব কলা অংশ ২২১৩১।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐছন অঙ্কিত লীলা ২১৪৪৪; ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের ২৩১৬৭; ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণের ২৩৬২; ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ১৪১১১; ঐছে অমৃত অন্ন ৩১২১৩২; ঐছে আর নানামুক্তি ২২০১৮৬; ঐছে আর শাখা উপশাখার ১১২৮৭; ঐছে উৎসব কর যৈছে ২১৪১০৫; ঐছে এক অণু নাশে ২১৫১৭৬; ঐছে এক শশক দেখে ২২৪১৫৫; ঐছে কবিত্ব বিহু নহে ৩১১৪৩; ঐছে কৰ্ম্ম এথা কৈল ১১৭৩২; ঐছে কৰ্ম্ম না করিহ ১১২৫০; ঐছে রূপালু কৃষ্ণ ২২৪৪৭; ঐছে কৃষ্ণলীলা মণ্ডল ২২০৩২৫; ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো ১৮৩৬; ঐছে ঘর যাই কর ২১১৩০; ঐছে চলি আইলা প্রভু ২২১৫৬; ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি ৩১৮২৭; ঐছে চিত্র লীলা করে ২১৫২২১; ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য ৩১৩৫৮; ঐছে তাঁহারে রূপা ২১৬১০৭; ঐছে দয়ালু অবতার ২২৭১; ঐছে দয়ালু দাতা ৩১৭৬৪; ঐছে দিব্য লীলা করে ৩১২৮; ঐছে দেবের বরে কেহো ১১৬৪১; ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য ৩১০৩১; ঐছে নির্ণয় করি দেহ ২১০১৮; ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা ২১৫৮৫; ঐছে প্রভু শচীঘরে ১১৩১২১; ঐছে প্রণোত্তর কৈল ২৮২৪৬; ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ২১১৮৫; ঐছে রাত্ কহু কেনে ২১৭১৬২; ঐছে বাত পুনরপি ২১১১২; ঐছে বাত মুখে তুমি ২৩৩৭; ঐছে বেদপুরাণ জীবে ২২০১১৪; ঐছে ভট্ট গৃহ করে ২১৫২২২; ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত ২১০১৮০; ঐছে মহাপ্রভুর লীলা ৩২০৭১; ঐছে যেক্ষভয়ে গোপাল ২১৮২৭; ঐছে মোহন বিদ্যা ২১৭১১৪; ঐছে যদি পুন কর ১১৭১৭৮; ঐছে যবে পাই তবে ২১৭১৩; ঐছে লীলা করে প্রভু ২১৮২০৩; ঐছে শচী জগন্নাথ ১১৩১১৮; ঐছে শাস্ত্র কহে কৰ্ম্ম ২২০১২১; ঐছে শ্লোক করে লোকের ৩১৬৬২; ঐছে সভার নাম লঞা ৩১০১২১; ঐছে স্বাহু আর কোন ৩৬৩১৭।

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণকৃষ্টি ২২১৮২; ঐশ্বর্য্য কহিতে স্মৃতিল কৃষ্ণের ২২১১২৫; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর ৩৭১২২; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দৌহার মনে ২১২১৬২; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ ২১২১২০; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ৩৭১২৩; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধাত্তে ২১২১৬৭; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন ১৩১৫; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রা কেবলা ২১২১৬৫; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যুক্ত কেবলা ৩৭১২৩; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষী ৩৭১২৪; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত ১৩১৪; ১৪১৬; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হীন কেবল ১৩৫৬; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে কেবলা ৩৭১৩৩; ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ ২১২১৭২; ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো শুকের ৩৭১২৭; ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ২১৪১২০৪; ঐশ্বর্য্যমদে মন্ত ইন্দ্র ৩৫১২২; ঐশ্বর্য্যমধুর্য্য কারুণ্য ২২৪১৩৪; ঐশ্বর্য্য-শিখিল প্রেমে ১৩১৪; ১৪১৬; ঐশ্বর্য্যস্বভাব গুণ ৩৫১৮০।

ঐক্যব কপূর মরিচ ৩১৬১০১।

ও

ও

ও

ও

ওঝা ঠাঞ্জি যাইছ ৩১৮৫৩; ওড়ন যঙ্গীর দিনে ২১৬৭৭; ওঝা না যাইছ ৩১৮৫৬; ওয়াইয়া চালু একমান ৩২১০২।

ও

ও

ও

ও

ওৎসুক্য দৈন্ত চাপলা ২২১৫৪; ওৎসুক্যের প্রাবীণ্যে ৩১৭১৫৪; ওন্তমে সত্যসেন ২২০১২৭৫; ওন্ততা করিতে হৈল ২১১২৫৭।

ক

ক

ক

ক

কংসারি পরমানন্দ ১১৩১৫৫; কংসারিসেন রামসেন ১১১১৪৮।

কটক আইলা সাক্ষীগোপাল ২১৫৪; কটক আসি প্রভু তাঁরে ২১৬১৩৫; কটক আসিয়া কৈল ২১৬১২২; কটক ডাহিনে করি ২১৭১২৩; কটক হৈতে পত্নী দিল ২১২১৪; কটকে গোপাল সেবা ২১৫১২৩; কটিতটে বন্ধ দৃঢ় ২১৩১২; কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে ২১৪১২৬।

কড়চা করিয়া কিছু ৩১৩১; কড়ার চন্দনডোর ২১৬১২৪।

কত উপহার আনে ৩৬১১৪; কত কত ভাবাবেশ ৩৬১৮৪; কত ঠাঞ্জি বুঝাইয়াছ ৩৪১৬৩; কত নাম লৈব যত নবদ্বীপ ২৩১৫২; কত নাম লৈব শত প্রকার ৩১০১২২; কত বঞ্চনা করিব ৩১০১১২; কতক দয়িতা করে স্বদ্ধ ২১৩৮; কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম ২১৩৮; কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার ২১৮৬; কতক কহিব আর যত ২১০১৮৩; কতক কহিব এই দেখ ২১১৮২; কতক শুনিব প্রভু ১৭১৪৮।

কথা কহি অম্ববাদ ১১৭১৩০২; কথায় সভা উজ্জল ১৮১৫২; কথোক চিড়া ভুজ ৩১০১২৬; কথো দিন কর ইঁহাঁর ৩৬১২০৫; কথো দিনে কৈল প্রভু ১১৬১৬; কথো দিন তেঁহো নৈমিষারণ্যে ২২৫১৫৪; কথো দিনে প্রভু চিন্তে ১১৫১২৩; কথো দিনে বড় বিপ্র ২১৫৩৪; কথো দিনে মিশ্রপুত্রের ১১৪১২০; কথো দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ৩৬১২৭৬; কথো দিন রহি মিশ্র ১১৫১২১; কথো দিনে রেমুণায় ২৪১৫৩; কথো দূরে দেখে ব্যাধ ২২৪১৫৬; কথো দূরে বহি প্রভু ২১৭১৬; কথো দূরে যাই প্রভু ২৩১২১০; কথোক্ষণে উঠি সভে ২২৫১৩৮; কথোক্ষণে দুইজন স্থস্থির ২১২১২৪; কথোক্ষণে দুইজনে স্থির ২১০১১৮; কথোক্ষণে প্রভু যদি ২১৭১১৬; কথোক্ষণে প্রভুর কানে ৩১৮১৭২; কথোক্ষণে সে বালক ৩৩১২।

কদম্বের বৃক্ষ এক ২১৫১২২; কদলীর গুপ্তপত্র ৩১৩১৬; কদর্ঘনা দিয়া মার ২২৪১৭২। কদর্ঘিয়া তুমি যত ২২৪১৭৩।

কনিষ্ঠ ভাবে আপনাতে ১৬১৮৬; কন্টক দুর্গম বনে ২১৭১২০৮; কণ্ঠ ঘরষ নাহি ৩১৪৮৭; কণ্ঠধনি উক্তি শুনি ৩১৭১২৫; কণ্ঠে করি এই শ্লোক ১৭১৭৩; কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে ২১৫১৪৬; কণ্ঠে না নিঃশ্বরে বাণী

২।৪।১৯৮; কর্ণের গম্ভীর ধ্বনি ৩।১।১৩৮; কণ্ড করি পরীক্ষা করিলে ৩।৪।১২৫; কণ্ডক্লেশ মহাপ্রভুর ৩।৪।২০; কণ্ড গেল অঙ্গ হৈল ৩।৪।১২২; কণ্ঠা কেনে না দেহ ২।৫।৫৫; কণ্ঠা চাহি বিবাহ দিতে ১।১৪।৯; কণ্ঠা তোরে দিলু ২।৫।৭০; কণ্ঠা দিতে চাহিয়াছে ২।৫।৬০; কণ্ঠা দিতে নারিবে ২।৫।৬২; কণ্ঠা পাব মনে মোর ২।৫।৮৮; কণ্ঠাকুমারী তাই ২।৯।২০৬; কণ্ঠাগণ আইলা তাই ১।১৪।৪৫; কণ্ঠাগণে কহে আমি পূজ ১।১৪।৪৭; কণ্ঠাগণ মধ্যে প্রভু ১।১৪।৪৬; কণ্ঠাদান-পাত্র আমি ২।৫।২২।

কপোতেশ্বর দেখিতে ২।৫।১৪১।

কবাট দিয়া কীর্তন করে ১।১।৭।৩১; কবি কহে কহ দেখি ১।১৬।৫০; কবি কহে জগন্নাথ ৩।৫।১১০; কবি কহে যে কহিল ১।১৬।৪৬; কবি রাখে কৈল ১।১৬।২৯; কবিচন্দ্র আর কীর্তনীয়া ১।১০।১০৭; কবিত্ব-করণে শক্তি ১।১৬।২৬; কবিত্ব না হয় এই ৩।১।১৩২; কবে আসি মাধব আমি ২।৪।৩৮; কবে কি বলিয়াছি কিছু ২।৫।৫৬।

কভু অর্ধেত নাচে ২।১৪।৬২; কভু অসঙ্গত নহে ১।৭।১০০; কভু ইতি উতি কভু ২।১।২৩২; কভু উপবাস কভু করয়ে ৩।৬।২৫৩; কভু উপবাস কভু চর্যণ ৩।৪।৩; কভু এক মণ্ডল কভু ২।১৪।৭৫; কভু এক মৃতি হয় কভু ২।১৩।৬৩; কভু কলহ কভু প্রীত ৩।৬।২৫; কভু কাস্তি দেখি যেন ২।১৩।১০১; কভু কুঞ্জে রহে কভু ২।১৮।৩৮; কভু রূপা করিবেন যাতে ৩।২।১৩৭; কভু কৃষ্ণ করে তাঁর ১।৫।১১২; কভু কোন অঙ্গে ১।৫।১৪৪; কভু কোন দশা উঠে ৩।১৪।৫০; কভু গুপ্ত কভু ব্যাপ্ত ৩।৬।২৩; কভু গুরু কভু সখা ১।৫।১১৮; কভু গোঁ গোঁ করে ৩।১৮।৫১; কভু চর্যণ কভু রঞ্জন ৩।৬।১৮৫; কভু ডুব্যাণ রাখে ৩।১৮।২৯; কভু ডুবায় কভু ভাসায় ৩।১৮।২৭; কভু ত লৌকিক রীত ৩।৮।৮৬; কভু তারে নাহি মানে ৩।৮।৮৭; কভু তোমার সঙ্গে যাবে ২।১৫।১২৩; কভু দক্ষিণ কভু গোড় ১।২২।১১; কভু দুই জন ভোক্তা ৩।৮।৮০; কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী ১।১৭।২৩৫; কভু দেবালয়ে কভু ১।১৩।৪৬; কভু না বাধিবে তোমায় ২।৭।১২৬; কভু নাচে কভু গায় ৩।১৬।১৪০; কভু নাসায় ভ্রাণ লয় ৩।৬।২৮৫ কভু নাহি খাই এঁছে ৩।২।৭৬; কভু নাহি শুনি এই ২।১১।৮৪; কভু নেত্র নাসাজল ২।১৩।১০৪; কভু পড়ি মুচ্ছা যায় ৩।১০।৬৮; কভু পুত্র সঙ্গে শচী ১।১৪।৭২; কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ ৩।১০।৬২; কভু প্রভু করেন তাঁরে ১।১৭।২৯০; কভু প্রেমভক্তি না দেয় ১।৮।১৬; কভু প্রেমাবেশে করেন ৩।১৮।৫; কভু ফলমূল খাও ২।৩।৭৮; কভু বক্রেস্বর কভু ২।১৪।৭০; কভু বা আসিব আমি ২।৩।২০৫; কভু বা করিবে তোমরা ২।৩।২০৫; কভু বাহুস্পর্শি ৩।১৫।৪; কভু ভক্তিরস শাস্ত্র ২।১৯।১১২; কভু ভাবাবেশে রাসলীলা ৩।১৮।৫; কভু ভাবে মগ্ন কভু ৩।১৫।৪; কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ৩।১৮।৬; কভু ভূমি পড়ে কভু ২।১৩।১০৩; কভু ভেদ দেখি এই ১।১৭।১০৭; কভু মিলে কভু না ১।৪।২৮; কভু মৃদু হস্তে কৈল ১।১৪।৪২; কভু যদি ইহার বাক্য ২।৭।২১; কভু যদি এই প্রেমার ১।৪।১১৭; কভু রাত্রিকালে কিছু ৩।১০।১২২; কভু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ৩।৮।৮৭; কভু শশ্য খাণ্ডা পুন ২।১৫।৭২; কভু শিশুসঙ্গে স্নান ১।১৪।৪৫; কভু শূণ্য ফল রাখে ২।১৫।৭৬; কভু সঙ্গে আসিবেন ২।১৫।১২৬; কভু সিংহদ্বারে পড়ে ২।২।৭; কভু হুখে নৃত্যরঙ্গ ২।১৩।১৭১; কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ২।১৩।১০২; কভু স্তুতি কভু নিশা ২।১৪।১৪৬; কভু স্বতন্ত্র করেন ৩।৮।৮৬; কভু স্বর্গে উঠায় কভু ২।২০।১০৫; কভু হরিদাস নাচে ২।১৪।৬২; কভু হর্ষ কভু বিষাদ ২।৩।১২২।

কমল-নয়নের তেঁহো ১।৬।২৭; কমলপুরে আসি ২।৫।১৪০; কমলাকর পিঙ্গলাই ১।১১।২১; কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম ১।২২।২৬; কমলাক্ষ করি ধরে ১।৬।২৭; কমলে গঙ্গার জন্ম ১।১৬।৭৪; কম্পঅশ্রুস্বেদস্তম্ভ ২।৯।২২১; কম্পপুলকান্দ হয় ২।২৪।১২৭; কম্পস্বরভঙ্গ স্বেদ ২।২৫।৫৮; কম্পস্বেদ পুলকান্দ ২।৪।১২২; কম্পস্বেদ পুলকান্দ ২।৯।৩৮; কম্পাশ্র পুলকস্বেদ ২।১৫।২৭৩।

কল্প নথ চাঁদের হাট ২।২।১০৭; করাইল জাতকর্ম ১।১৩।১০৭; করি আগে বাউরী ৩।৯।২০; করি এত বিলপন ২।২।৩২; করি শীঘ্র পুন তাই ৩।৩।২৫; করিতে এঁছে বিলাপ ৩।১৭।৪৬; করিতে সমর্থ ভূমি ২।১৫।১৬১; করিব বিবিধ বিধ ১।৪।২৪; করিয়া কল্মষনাশ ১।৩।৪২; করিয়াছেন যাহা শুনি ২।২৫।১১৪; করিল ইচ্ছায় ভোজন

২।৩।১০৪ ; করক যথেষ্ট জগন্নাথ ৩।১৪।২৪ ; করোয়ার জলে করে ৩।১৪।২১ ; করোয়ার পানী তার ২।২৫।১৪৬ ; করোয়ামাত্র হাথে ২।১২।১১৭ ; কর্ণ ভূবায় মরে পট ৩।১৭।২৮ ; কর্ণ মন তুষ্ট করে ৩।১১।১০৫ ; কর্ণপুর সেইরূপ শ্লোক ৩।৬।২৬০ ; কর্ণামৃত বিজ্ঞাপতি ৩।৫।২৫ ; কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা ২।২।২২৫ ; কর্ণামৃত স্তনি প্রভুর ২।২।২৭৮ ; কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ ৩।২।১২৪ ; কর্ণামৃত সম বস্তু ২।২।২৭২ ; কর্ণ হস্ত দিয়া প্রভু ২।১।১৫ ; কর্ণোৎপলে তাড়ে ২।১৪।১৪৫ ; কর্তব্য অবশ্য এই অস্তথা ১।৪।৩১ ; কর্তব্যাকর্তব্য সব তোমার ২।১২।২৩ ; কর্তব্যাকর্তব্য সব স্মার্ত ২।২৪।২৫৬ ; কর্ত্তুমকর্ত্তুমস্তথা ৩।২।৪৩ ; কর্ত্তমকে বর দিলা ২।২।২৮১ ; কপূর চন্দন আমি ২।৪।১৫৭ ; কপূর চন্দন ধার ২।৪।১৭৩ ; কপূর ময়িচ এলাচি ৩।১।২৮ ; কপূরলিপ্ত চন্দন ৩।১২।৮৮ ; কপূর সনে চর্চা অঙ্গে ৩।১২।৮২ কপূর সহিত ঘষি ২।৪।১৫৮ ; কর্মজপযোগজ্ঞান ২।২।১।১০০ ; কর্মজ্ঞানযোগ আগে ২।১৮।১৮৬ ; কর্মতাগ কর্মনিন্দা ২।২।২৪২ ; কর্ম মুক্তি দুই বস্তু ২।২।২৪৪ ; কর্ম হৈতে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি ২।২।২৪২ ।

কলার ভোজ্য ভরি বাজ্ঞন ৩।২।১২৪ ; কলার পাটুমা খোলা ৩।১৬।৩১ ; কলার পাত উপরে খুইল ১।১৭।৩৫ ; কলার শরলার উপর ৩।৩।১১ ; কলার শরলাতে শয়ন ৩।১৩।৪ ; কল্লনা অর্থতে তাহা ২।৬।১২৪ ; কল্লবৃক্ষলতা যাই ২।১৪।২০২ ; কলিত আমার শাস্ত্র ১।১৭।১৬৩ ; কল্মষ ঘুচিলে জীব ২।১৫।২৭০ ; কল্মষ-দ্বিহদ নাশে ১।৩।২৪ ; কলানিধি স্থধানিধি ১।১০।১৩১ ; কলি অবতার তৈছে ২।২।২২২ ; কলিকালে অবতার নাহি ২।৬।২৩ ; কলিকালে কৈছে হবে ১।৩।৮০ ; কলিকালে তৈছে শক্তি ১।১৭।১৫৭ ; কলিকালে ধর্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ৩।৭।২ ; কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ২।১।৮৭ ; কলিকালে নামরূপে ১।১৭।১২ ; কলিকালে নামাভাসে ২।২৫।২২ ; কলিকালে যুগধর্ম ১।৩।৩১ ; কলিকালে সন্ন্যাসে ২।২৫।২৭ ; কলিকালে সে-ই কৃষ্ণাবতার ২।২।৩০৩ ; কমিযুগে ধর্ম নামসঙ্কীর্তন ১।৩।৪০ ; কলিযুগে কৃষ্ণনামে ২।২।২৮৭ ; কলিযুগে লীলাবতার ২।৬।২৭ ।

কষ্ট স্রষ্টে করি গেলাম ২।১৬।২৫৮ ; কষ্টে রাত্রি গোড়ায় ৩।২।১৫ ; কষ্টে সংবরণ করে ৩।১৬।২৬ ; কষ্টে স্রষ্টে দেখু সব ২।১৭।১৮৬ ।

কন্তু রীলিপ্ত নীলোৎপল ৩।১২।৮৬ ।

কহ কহ দামোদর কহে ২।১৪।১৫২ ; কহ কহ বোলে প্রভু ২।১৪।১৬০ ; কহ গিয়া সনক-পিতা ২।২।১৪৬ ; কহ জালিক এই দিগে ৩।১৮।৪৩ ; কহ তাই কৈছে রহে ২।১২।১১৩ ; কহ তোমার এই শ্লোকে ১।১৬।৪৪ ; কহ তোমার কবিত্ব স্তনি ৩।১।২২৫ ; কহ দেখি কোন্ পথে ২।৩।১৬ ; কহ বিপ্র এই তোমার ২।২।২১ ; কহ মুগি রাধাসহ ৩।১৫।৩২ ; কহ রামরায় কিছু ৩।১৬।১৩০ ; কহ সখি কি করি উপায় ৩।১৫।৫৭ ; ৩।১৭।৩২ ; কহনে না যায় কৃষ্ণ ৩।৬।১২৮ ।

কহিতে উন্মুখ সভে ২।১২।১৫ ; কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্ত ৩।২।২২ ; কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে ৩।১।৫০ ; কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব ৩।১৬।১২৫ ; কহিতে কৃষ্ণের রসে ২।২।১২৩ ; কহিতে চাহয়ে কিছু ১।১৬।৮২ ; কহিতে না জানি নাম ৩।১০।৩১ ; কহিতে না জুয়ায় তবু ৩।২।১২০ ; কহিতে না পারি এই ২।১৬।১৫৩ ; কহিতে না পারি তার ২।২।১৫ ; কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ১।১৭।২০২ ; কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে ২।১।৬২ ; কহিতে লাগিলা কিছু বিম্বিত ২।১।১৫৮ ; কহিতে লাগিলা কিছু মনের ৩।৫।৫৪ ; কহিতে লাগিল কিছু হৃদয়ের স্বরে ৩।৩।১০৩ ; কহিতে লাগিলা লোকে ১।১৭।১২৬ ; কহিতে স্তনিতে ঐছে ১।১৭।২৩৩ ; কহিতে স্তনিতে দৌহে ৩।৬।১৬৫ ; কহিতেই হৈল স্ততি ৩।১৭।৫২ ; কহিহু তাঁহার পদে ২।৫।৭৩ ; কহিবার কথা নহে অকথা ১।৫।১২৫ ; কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য ৩।৫।৩৫ ; কহিবার কথা নহে কহিলে কেহো ২।২।৭২ ; কহিবার কথা নহে দেখিলে ২।১৬।১৬৫ ; কহিবার যোগ্য নহে এসব ১।৫।১৮২ ; কহিবার যোগ্য নহে তথাপি ২।২।৪৩ ; কহিয় তাঁহারে তুমি ৩।১২।৬ ; কহিয়

পণ্ডিত এবে ৩১২১৪৫ ; কহিল গিয়া সব রঘু ৩৬২৫৪ ; কহিল চৈতন্যগোসাঁঞি ৩৬১২২ ; কহিল যাক্ষা করহ ২৬২২৩ ; কহিলেন তারে কিছু ২৩৮১ ।

কহেন যদি পুনরপি ২৬৭৫ ; কহে যে জগত মায়ে ৩১৭৫৩ ।

কঙ্কতালি বাজায় ২১৪১২৪ ।

কাকেরে গরুড় কর এঁছে ২১২১৭২ ।

কাজী কহে আজ্ঞা কর ১১৭১৪৬ ; কাজী কহে ইহা আমি ১১৭১৮১ ; কাজী কহে তুমি আইস ১১৭১৪০ ; কাজী কহে তোমার যৈছে ১১৭১৪২ ; কাজী কহে মোর বংশে ১১৭২১৫ ; কাজী কহে যবে আমি ১১৭১৭১ ; কাজীগণের মুখে ১১০৫১ ; কাজীপাশে আসি সভে ১১৭১১৮ ; কাজী বোলে সভে তোমায় ১১৭১৬৮ ; কাজী যবন ইহার না করিহ ২১১৬০ ; কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে ১১৭১২৫ ; কাজীরে বসাইলা প্রভু ১১৭১৩৮ ; কাজীরে বিদায় দিল ১১৭১২৮ ।

কাজালের ভোজনরঙ্গ ২১৪১৪৩ ।

কাঞ্চন সদৃশ দেহ ২৭৭৭ ; কাজি বড়া হুঙ্ক চিড়া ২১৫১২৪ ।

কাটিতে চাহে গোড়িয়া ২১৮১৫৬ ; কাটিলেহ তরু যেন ১১৭১২৫ ।

কাটিতে না পারোঁ মাথা পাণ্ড ৩৪৩২ ; কাটিতে না পারোঁ মাথা মনে ২১৫১৪২ ।

কাণা কড়ি ছিদ্র সম ২২২৮ ; কানের ভিতর বাসা করে ২২১১২২ ।

কাঁথা করঙ্গিয়া মোর ২২৫১৩৬ ।

কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত ২১১৪২ ; কানাইর নাটশালা হৈতে ২১১৫২ ; কানাক্ষি খুঁটিয়া আছে ২১৫১২০ ; কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ ২১৫১০ ।

কানু ঠামে কহবি ২৮১৫৪ ; কানুপ্রেমবিধে মোর ২৩১২১ ।

কান্তবন্ধুস্থিতা ২৪১০৫ ; কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া ২১২১২০ ; কান্তসেবা স্মৃথপূর ৩২০৫১ ; কান্ত্যমৃত যেনা পিয়ে ৩১২৩৪ ; কান্তা কৃষ্ণ করে রোষ ৩২০৪৫ ; কান্তাগণের রতি পায় ২২৪২৭ ; কান্তের ঔদাস্তলেশ ২১৪১২৫ ; কান্তের বিনয়-বাকো ২১৪১৪৮ ।

কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য ২৩২০২ ; কান্দিতে কান্দিতে কিছু ২১৫১৪৮ ; কান্দিতে কান্দিতে সভায় ৩১২৭৫ ; কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে ২১৬১২৪ ; কান্দিতে লাগিলা শচী ২৩১৩৭ ; কান্দিয়া কহেন শচী ২৩১৪০ ; কান্দিয়া বোলেন শিশু ১১৪১২৪ ।

কান্ধে চড়ে কান্ধে চটায় ২১২১৮২ ।

কান্ধুজ দাক্ষিণাত্য ২১৮১২৩ ।

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ৩১৪১০ ।

কাবেরীর তীরে আইলা ২৪৬৮ ; কাবেরীতে স্নান করি দেখি ২৪৭৪ ; কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ ২৪৮১ ।

কাম অদ্বতম ১৪১৪৭ ; কামকীড়া সাম্যে তার ২৮১৭৪ ; কামক্রোধের দাস হঞা ২২২১২ ; কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক ১৪১৭৩ ; কামগায়ত্রী কামবীজে ২৮১০২ ; কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ ২২১১০৪ ; কাম ছাড়ি দাস হৈতে ২২২২৭ ; কামত্যাগি কৃষ্ণ ভজে ২২২৭২ ; কামপ্রেম দোহাকার ১৪১৪০ ; কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে ২২২২৭ ; কামাদি হুসঙ্গ ছাড়ি ২২৪৬২ ; কামের তাৎপর্য্য ১৪১৪২ ।

কায়বাহ করি করেন ১৮৮২; কায়বাহ রূপ তাঁর ১৮৮৬; কায়বাহ হৈলে নারদের ২২০১৪২; কায়মনে আশ্রিয়াছে ২১০১০৪; কায়মনে সেবিলেন ৩৬৩০২; কায়মনোবাক্যে করে ১৮৫৭; কায়মনোবাক্যে চিন্তে ৩৬১৭১; কায়মনোবাক্যে তাঁর ১৬৭৯; কায়মনোবাক্যে প্রভু ২১৬১০৬; কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ২১২৪৭১।

কার অবতার এই ১২৮৫; কার পদচিহ্ন ঘরে ১১৪৬; কারণ-সমুদ্র মায়া ১৫৪৯; কারণাক্ষিপারে হয় ২২০২৩১; কারণাক্ষিপায়ী নাম ২২০২৩০; কারণাক্ষিপায়ী সব ২২০২৪০; কারণাক্ষি কীর্ত্তি ১২৪০।

কারুণ্যামৃত ধারায় ২৮১২৮।

কারে তোমার ভয় ২১২৪৬।

কারো মন কোন গুণে ২২৪৩৫; কারো সহ স্পর্শ হৈলে ৩৪১২২।

কার্ত্তিক আইলে কহে ২১৬৮; কার্ত্তিক আইলে তবে ২১৬৭; কার্ধ্য অম্বরূপ প্রভু ২১৩৬৩; কার্ধ্য ছাড়ি রহিলা তুমি ২১২২০; কার্ধ্যদ্বারে কহি তার ২২৫১০২; কার্ধ্যদ্বারায় জ্ঞান এই ২২০২২৬; কার্ধ্যসিদ্ধি নহে; কৃষ্ণ ৩৬২২২।

কাল দেশ নিয়ম নাহি ৩২০১৪; কাল বস্ত্র পরে সেই ২১৮১৭৫; কাল কৃষ্ণদাস বড় ১১১৩৪।

কালি অবশ্য তার সঙ্গে ৩৩১১০; কালি আনি দিব তোমার ২১৪১২২; কালি কে রাখিবে যদি ৩২৬৪; কালি দুঃখ পাইলে ৩৩১১২; কালি পুন তিন ভাই ৩৬২৫; কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো ৩২৫৪; কালি সমাপ্ত হবে ৩৩১১৮; কালি হৈতে তুমি যেই ২২৪১৬২; কালি হোরা পঞ্চমী ২১৪১০৫; কালিকার বটুয়া জগা ৩৪১৫৩; কালিদহে মন্ত্র মারে ২১৮২৭; কালিদাস আসি তাই ৩১৬৪২; কালিদাস এছে সভার ৩১৬৩৫; কালিদাস কহে ঠাকুর ৩১৬২০; কালিদাসে দিল প্রভুর ৩১৬৫১; কালিদাসে পাওয়াইল ৩১৬৫২; কালিদাসে মহাপ্রাণ ৩১৬৫২; কালিন্দী দেখিয়া আমি ৩১৮৭৭; কালিয় শরীরে কৃষ্ণ ২১৮২৮; কালিয় শিরে নৃত্য করে ২১৮৮৭; কালিয় হৃদে স্নান কৈল ২১৮৬৪।

কালে যাই কৈল ৩১৪২০।

কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো ৩১৩৮২, কাশী হৈতে পুন নীলা ২২৫২১৩; কাশীতে গ্রাহক নাহি ২২৫১২২; কাশীতে প্রভুকে আসি ২১২৩০; কাশীতে প্রভুর চরিত্র ২২৫১৭১; কাশীতে বেচিতে আমি ২২৫১২১; কাশীতে বোদন্ত পতি ৩২৮৮; কাশীতে লেখক শূদ্র ১৭৪৩; কাশীপুরে না বিকাবে ২১৭১১৬; কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ ৩১১৭৯; কাশীমিশ্র আদি যত ২৬২৫৩; কাশীমিশ্র আসি পড়িলা ২২৩২১; কাশীমিশ্র কহে আমি ২১০২১; কাশীমিশ্র কহে তোমার ২১৩৫৬; কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ৩২৬৬; কাশীমিশ্র গৃহ-পথে করিল ২১১১১১; কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা ২১২১৫১; কাশীমিশ্র পড়িছা পায়ে ২১১১০৫; কাশীমিশ্র পড়িলা আসি ২১০৩০; কাশীমিশ্র প্রহুর্মিশ্র পণ্ডিত ২২৫১৮১; কাশীমিশ্র প্রহুর্মিশ্র রায় ১১০১২২; কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু ২১৪১১৩; কাশীমিশ্র রামানন্দ ২১৬২৫২; কাশীমিশ্র কহে রাজা প্রভুর ২১৩৫৬; কাশীমিশ্র কহে রাজা সমস্ত ২১৪১০৪; কাশীমিশ্রে কৃপা ২১১২০; কাশীমিশ্রে না সাধিল ৩২১৪৮; কাশীমিশ্রের আবাসে ২১০২২; কাশীমিশ্র আসিবেন ২১০১৩১; কাশীমিশ্র গোপীনাথ ২১২১৬০; কাশীমিশ্র গোবিন্দ আছিল ২১৩১৭৫; কাশীমিশ্র গোবিন্দাদি যত প্রভুর ৩৪১০৫; কাশীমিশ্র গোবিন্দাদি যত ভক্ত ২১৩৮৪; কাশীমিশ্র গোসাঞি আইলা ২১০১৭৮; কাশীমিশ্র গোসাঞির শিষ্য ১৮৬১; কাশীমিশ্র মুকুন্দ বাহুদেব ৩৭৩৮; কাশীমিশ্র শঙ্কর দ্বামোদর ৩২১৫১।

কার্ত্তি নারী স্পর্শে যৈছে ২১১৮; কার্ত্তি-পাষণ দ্রবে ১১১১৬; কার্ত্তি-পাষণ স্পর্শে ৩৫১৭; কার্ত্তের পুতলি তুমি পার ৩১১৪৮; কার্ত্তের পুতলি যেন কৃষ্ণকে ১৮৭৪; ৩৪৮০; ৩১২৮৪।

কাসন্দী আদি আচার ২১৫২১; কাস্ত্র্যপতে শ্লোকের অর্থ ৩২০১২৩।

কাঁহা আছে মহীশিরে ১৫১০০; কাঁহা আমি সব শিশু ১১৬৩২; কাহা এই পরমানন্দ ২১২১৭৭; কাঁহা এই সঙ্গস্বাসমুদ্র ২১২১৮১; কাঁহা একা যানেন ৩১০১৩৫; কাঁহা কর কি এই ৩১৪৬২; কাঁহা করোঁ কাঁহা পাণ্ড ২১২১৪; কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাণ্ড, কৃষ্ণ বিহু ৩১৭৪২; কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাণ্ড, দৌহে মোরে ৩১৫১২২; কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে তোমা পাণ্ড ২১২১৫৩; কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ২৪১১২; কাঁহো কাঁহো অশ্রুজলে ২১২১৮৩; কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাও ৩১৪৩২; কাহারে কহিব কথা ২১২১৫; কাহাকে কিছু কহি ৩১০১১০; কাঁহা কৈলে এই তুমি ৩১২১৫২; কাঁহা গেল কৃষ্ণ ৩১৫১৫৩; কাঁহা গেলে তোমা পাই ৩১৭১৫৭; কাঁহা গেলা প্রভু ৩১৮৩১; কাঁহা গোপবেশ কাঁহা ২১১৭২; কাঁহা চাক্ষের উপর সেই ৩১১৩২; কাঁহা চাক্ষে চড়াইয়া ৩১১০৮; কাঁহা জগাই কালিকার ৩৪১৬২; কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ ৩১৮৬৪; কাঁহা তুমি পণ্ডিত ২১৫৬৬; কাঁহা তুমি প্রামাণিক ৩৪১৬২; কাঁহা তুমি সর্বশাস্ত্রে ১১৬৩২; কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ২১৮৩৩; কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ ২১১৪২; কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস ৩১১৩১; কাঁহা দ্বিগুণ বর্জন ৩১১০২; কাঁহা না কহিও ইহা ২১৪১৭; কাঁহাও না পায় যবে ৩১৬১১; কাঁহা নাহি দেখি ঐছে ২১১৮৫; কাঁহা নাহি শুনি যে যে ২১২১০; কাঁহা নেতধটা এই ৩১১৩২; কাঁহা পাইলে এই তুমি ৩১৩৫২; কাঁহা পাব এই বাহা ২১১৭৭; কাঁহা পুথি লিখ বলি ৩১৮৬; কাঁহা পূর্ণানন্দস্বরূপ ৩১১১২; কাঁহা বস্তু খাও সতে ৩৬৩১৫; কাঁহা বহিষ্মুখ তাকিক ২১২১৮১; কাঁহাকে বা স্তুতি করে ১১৪১৭৭; কাঁহা ভট্টাচার্যের পূর্ব ২১২১৭৭; কাঁহো ভক্তমুখে কহাই ২১২১২২; কাঁহা মুক্তি দরিদ্র ২১৫৬৬; কাঁহা মুক্তি পাব কাঁহা ২১২১৩৫; কাঁহা মুক্তি রাজসেবা ২১৮৩৩; কাঁহা মোর প্রাণনাথ ২১২১৪; কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন ৩১৮১০৬; কাঁহা যাও কাঁহা পাণ্ড ৩১২১৪; কাঁহায়ে রাবণা প্রভু ২১৫৩৫; কাঁহা রাসবিলাস ২১২৪২; কাঁহা সব ছাড়ি সেই ৩১১০৮; কাঁহা সর্বস্ব বেচি লয় ৩১১০২; কাঁহা সে চুড়ার ঠান ৩১২১০৭; কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম ২১২৪২; কাঁহা সে মুরলীধর ৩১২১৪০; কাঁহা স্মরণ জীব ২১৮২০৬; কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্না ২১২১১০২; কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি ২১৭১১৫৬; কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী ৩১৫১১২।

কি কথা শুনিতে চাহ ৩১৫৬৬; কি করিব একো করিতে ৩১৭৭২; কি করিয়া বেড়ায় ইহা ৩৬৮১; কি করিলে হিত হয় ৩৪১৩৫; কি কহব রে সখি ২৩১১১; কি কহিয়ে ভালমন্দ ২১৮২৫; ২১৮১৫২; কি কারণে আমাসভার ১৭১৩৫; কি কারণে লীলা ইহা ১১৫১২০; কি কার্য সম্মাসে মোর ২১৫১২২; কি তোমার হৃদয়ে আছে ২১২২১; কি দিয়া তোমাসভার ৩১২১৭২; কি দেখিছ কি শুনিছ ১৫১১৭৬; কি পণ্ডিত কি তপস্বী ১১২১৭০; কি মোর কর্তব্য প্রভু ৩৬২২৭; কি মোর কর্তব্য মুক্তি ৩৬২৩০; কি মোর কর্তব্য যাতে ৩৩১২৭; কি লাগি কি করে ৩৩৪৬; কি লাগি ছাড়াইলে ঘর ৩৬২২৭; কি লাগি তোমার ইহা ২১২১৪৮; কি লাগিয়া দ্বার মানা করে ৩১২১১৫; কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহো ৩১২১১৩।

কিংবা দুই না মানিয়া ১৫১১৫৫; কিংবা ধৃতি-শব্দে নিজ ২১২৪১১৮; কিংবা নিজ প্রাণ ২১৫১২৫২; কিংবা সোমুখ বাক্যে ২১৪১১৪৪।

কিঙ্করে দয়া তবে ২১৫১১৪।

কিছু দেবমুর্তি হয় ২১৮৫৩।; কিছু দেয় কিছু না দেয় ৩১২১২২; কিছু মা বলিহ কঙ্ক ৩১২১৩৭; কিছু প্রসাদ আনে কিছু ৩৮৮২; কিছু বলিতে নারেন প্রভু ৩১২১৩৭; কিছু ভয় নাহি আমি ২১২১১২; কিছু ভোগ লাগাইয়া ২৪১৮৭; কিছুমাত্র কহি করি ১১২১৭৬; কিছু স্থখ না পাইব ২১২১১৫।

কিন্তু অহুরাগী লোকের ২১২১২৮; কিন্তু আছিলাম ভাল ২১৭১৪২; কিন্তু আজি এক মুক্তি ২১৮১০; কিন্তু আমি দৌহার ২১৭১৮; কিন্তু আমার যে কিছু স্থখ ৩১১৩৭; কিন্তু ইহ দারুদ্র ৩১৫১৩২; কিন্তু এক করিৎ যোর ৩১২১৪০; কিন্তু এক নিবেদন করোঁ ২১৭৩৪; কিন্তু কাহো কৃষ্ণ দেখি ২১৮১০১; কিন্তু

কৃষ্ণের হৃথ হয় ১৪১৬৫ ; কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার ১৪৮ ; কিন্তু ঘটসম্মাননী ২১২১৭৪ ; কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু ১১২১৩০ ; কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে ২৬১১৭৩ ; কিন্তু তোমা স্বরণের এই ৩২১১৩৫ ; কিন্তু তোমার প্রেম দেখি ২১১৭১৬৩ ; কিন্তু যদি লতার অঙ্গে ২১২১১৪০ ; কিন্তু যার যেই ভাব ২৮১৬৫ ; কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক ৩৫১৪২ ; কিন্তু সর্বলোক দেখি ১১৩১৬৫ ।

কিবা অহুবাগ করে ৩২০১৪০ ; কিবা আমি আগে যাই ২৫১১৫৩ ; কিবা আমি ভ্রমে পাতে ২১৫১৬২ ; কিবা উত্তর দিবে ইহার ৩১৫১৪৭ ; কিবা উত্তর দিবে এই ৩১৫১৪২ ; কিবা এই সাক্ষাৎ কাম ২১২১৬৪ ; কিবা কোন জন্ত আসি ২১৫১৬১ ; কিবা কোলাহল করে ১১৪১৭৭ ; কিবা গৌরচন্দ্র ইহা ২৪১১২৩ ; কিবা তেঁহো লম্পট ৩২০১৪২ ; কিবা না দেন দরশন ৩২০১৩২ ; কিবা নাম ইহার ২৬১৬২ ; কিবা নাম ধরিয়াছ ৩১০১১৪১ ; কিবা নাহি করে কহ ৩১৫১৪৬ ; কিবা প্রলাপিলাম কিছু ২১২৪৬ ; কিবা প্রেমাবেশে কহে ৩২১৭১ ; কিবা বিপ্র কিবা গ্রামী ২৮১১০০ ; কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ৩১৮১৪৮ ; কিবা মন্ত্র দিলা ১৭১৭৮ ; কিবা মনোনেত্রোৎসব ২১২১৬৪ ; কিবা মার ব্রজবাসী ২১৩১১৩৮ ; কিবা মোর মনঃকথায় ২১৫১৬১ ; কিবা যুক্তি করে নিত্য ২১৬১৫৮ ; কিবা যুক্তি কিবা আজ্ঞা ২১৬১৬১ ; কিবা যুক্তি কৈলা দৌহে ২১৫১৩২ ; কিবা রঘুনন্দন পিতা ২১৫১১১৪ ; কিবা রাজ্য কিবা দেহ ২১১১৩২ ; কিবা রূপগুণলীলা ১৫১১৭১ ; কিবা লিখিয়াছে শেষে ২১৮১১৮৮ ।

কিন্দা কান্তি-শব্দে ১৪৮০ ; কিন্দা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার ১৪১৭২ ; কিন্দা প্রেমরসময় ১৪১৭৪ ; কিন্দা সর্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ১৪১৭৮ ।

কিলকিঞ্চিত কুটুমিত ২১৪১৬৪ ; কিলকিঞ্চিত ভাবভূষায় ২১৪১৬৬ ; কিলকিঞ্চিতাদি ভাব ২৮১১৩৬ ।

কিশোর গোপাল উপাসনায় ৩৭১১৩৩ ; কিশোর বয়সে আরম্ভিল ১১৩১২২ ; কিশোর-শেখর ধর্মী ২১২০১৩৩ ; কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ ১২১৮২ ।

কীর্তন আটোপে পৃথিবী ৩১০১৬২ ; কীর্তন আবেশে প্রভুর ২১১১১৭ ; কীর্তন আরম্ভ তাই ২১১১২৭ ; কীর্তন করিতে আসি ৩৩১২৩১ ; কীর্তন করিতে তবে ৩৩১২২২ ; কীর্তন করিতে প্রভু আইল ১১৭১৮৩ ; কীর্তন করিতে প্রভু করিলা ১১৭১২১৭ ; কীর্তন করিতে প্রভুর হয় ২৩১৫২ ; কীর্তন করিলু মানা ১১৬১১৭১ ; কীর্তন করে হরিদাস ৩৩১০৮ ; কীর্তন দেখি উড়িয়া লোক ২১১১২০২ ; কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ ২১৩১৫৪ ; কীর্তন দেখেন রথ ২১৩১৫৪ ; কীর্তন না বর্জিহ ঘরে ১১৭১১৮৪ ; কীর্তন শুনি বাহিরে তারা ১১৭১৩২ ; কীর্তন সমাপি প্রভু ২১১১২২১ ; কীর্তন সমাপ্তি হৈলে ৩৩১২২৮ ; কীর্তনীয়াগণে দিলা ২১৩১৩১ ; কীর্তনীয়ার পরিশ্রম ২১৪১৩৬ ; কীর্তনীয়া সহ প্রভু ২১৩১১১১ ; কীর্তনীয়া সেবকগণ ৩৬১৪২ ; কীর্তনে নর্তন করে ১১২১১৮ ; কীর্তনের কৈল প্রভু তিন ১১৭১২২২ ; কীর্তনের ধনিতে কাজী ১১৭১১৩৫ ; কীর্তনের মহামঙ্গল ধনি ২১১১২০১ ।

কীর্তিগণ মধ্যে জীবের ২৮১২০০ ।

কুকুর চাহিতে দশ ৩১১১৭ ; কুকুর পাঞাছে ভাত ৩১১১৬ ; কুকুর ভাত নাহি পায় ৩১১১৭ ; কুকুর রহিল শিবানন্দ ৩১১১৪ ; কুকুরকে কৃষ্ণ কহাই ৩১১২৮ ; কুকুরকে ভাত দিতে ৩১১১৫ ।

কুণ্ডাম দিয়া দিয়া ৩৬১১৮৩ ।

কুঞ্জ কাটি দ্বার করি ২৪১৪২ ; কুঞ্জ দেখাইয়া কহে ২৪১৩৫ ; কুঞ্জে আছেন চল ২৪১৪৭ ; কুঞ্জে চলিলা কৃষ্ণ ৩১৭১২৩ ।

কুটিল প্রেমা অগেয়ান ২১২১২ ; কুটুখ বাছিয়া তোমার ৩২১১৩৮ ; কুটুখ ব্রাহ্মণ দেবালয়ে ৩৪১২০৬ ; কুটুখের স্থিতি অর্থ ৩৪১২০৫ ।

কুঠায় কোদালি লহ ২৪১৪৮ ।

কুণ্ডের মহিমা যেন ২১৮১২ ; কুণ্ডের মাধুরী যেন ২১৮১২ ; কুণ্ডের যুক্তিকা লঞা ২১৮১১১ ।

কুবিষয়-কূপে পড়ি ২১২০১২৩ ; কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ভে ২১১১৮৭ ।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর ৩৪১৬১ ।

কুম্বারের চাক যেন ৩১৫১৫ ; কুস্তীপাকে পচে ১১১৭১২৯৮ ।

কুরুক্ষেত্রে দেখে কৃষ্ণ ৩১৪১৩২ ; কুরুবন্তি পদ এই ২১২৪১১২ ।

কুলাধিদেবতা মোর ১৮১৭৫ ; কুলিয়া গ্রামে কৈল ২১১১৪৩ ; কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর ২১১২৪২ ; কুলিয়া নগর হৈতে পথ ২১১১৪৬ ।

কুলীনগ্রামবাসী আর যত ৩১২১৮ ; কুলীনগ্রামবাসী এই ২১১১৮০ ; কুলীনগ্রামবাসী চলে ২১৬১১৬ ; কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে ২১১১২২ ; কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ ১১০১৭৮ ; কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত ৩১০১৩৮ ; কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা ৩১০১১১ ; কুলীনগ্রামী পূর্ববৎ ২১৬১৬৮ ; কুলীনগ্রামী ভক্ত আর ৩১১১০ ; কুলীনগ্রামী রামানন্দ ২১১৪১২৩৩ ; কুলীনগ্রামীর এই আগে ৩১০১১২০ ; কুলীনগ্রামীরে কহে ২১৫১২২ ; কুলীনগ্রামীর পট্টভোরি ২১৬১৪৮ ; কুলীনগ্রামের এক ২১৩০৪৩ ; কুলীনগ্রামের ভাগ্য ১১০১৮১ ; কুলীন নিন্দক তেঁহো ২১৫১২৪২ ; কুলীন পণ্ডিত ধনীর ৩৪১৬৪ ।

কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী ৩১১৪৪ ; কুশল বার্তা মহাপ্রভু ৩৪১২৩ ; কুশাবর্তে আইলা ২১২১৮২ ; কুশাসন আনি দোঁহা ২১৪১১২৫ ।

কুষ্ঠি বিপ্রেয় রমণী ৩২০১৪৮ ।

কুটুমিত নাম এই ২১৪১১৮৫ ; কুন্তকর্ণ কপালের ২১২১৭২ ; কুন্তকারের ঘরে ছিল ২৪১৬৭ ; কুর্ষ দরশন বাহুদেব ২১৭১৪৭ ; কুর্ষ দেখি তাঁরে কৈলা ২১৭১১০ ; কুর্ষনামে সেই গ্রামে ২১৭১১৮ ; কুর্ষ যৈছে রীতি ২১৭১২২ ; কুর্ষক্ষেত্রে কৈল বাহুদেব ২১১১৩ ; কুর্ষ্যকার অহুভাবের ৩২০১২২ ; কুর্ষের সেবক বহু ২১৭১১৬ ।

কৃতঘ্ন হইল তারে স্বক ১১২১৬৭ ; কৃতঘ্নতা হয় তোমার ২১৫১১২ ; কৃতার্থ করিলা এই শ্লোক ৩১১১১৭ ; কৃতার্থ করিলে মোরে কহি রূপা ২১২১৪৬ ; কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা ২৩১১৩ ; কৃতার্থ হইলাম আমি ২১২১৫২ ; কৃতার্থ হইলাঙ বলি ৩৫১৬৪ ; কৃতার্থ হইলুঁ মোর ৩১৬১২১ ; কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে ২১২১৬৫ ; কৃতমালায় স্নান করি আইলা তুরেশন ২১২১৮২ ।

কৃপা কর মোরে প্রভু ২১৭১২৩ ; কৃপা করি এই তব ২১৮১২২ ; কৃপা করি কর মো-অধমের ৩৩১২২৪ ; কৃপা করি কর মোর সঃসার ১১৭১২৬৩ ; কৃপা করি কর মোরে পদধূলি ৩২০১২৭ ; কৃপা করি কর যদি গঙ্গার ১১৬১৩৩ ; কৃপা করি কবাহ মোরে ২১০১৫ ; কৃপা করি কহ ইহা পাবার ২১৮১৫৮ ; কৃপা করি কহ মোরে তাহার ২১৮১২২০ ; কৃপা করি কহ যদি আগে ২১৮১৭৩ ; কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় ২১২৪১৪ ; কৃপা করি কহিলে মোরে ২১২১৪৫ ; কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে ৩১১১২৩ ; কৃপা করি কৈল দুখচিণীট ৩৬১১৩৮ ; কৃপা করি তেঁহো মোর ২১৭১১৫৮ ; কৃপা করি দেহ প্রভু ৩১১১৪ ; কৃপা করি প্রভু তাঁরে ২১২১৪৭ ; কৃপা করি প্রভু হস্ত ২১৭১১৮৮ ; কৃপা করি ব্যাস প্রতি ১৩১৬৬ ; কৃপা করিবারে তবে ২১৬১৮২ ; কৃপা করি বোল মোরে ২১৮১২৪ ; কৃপা করি মোর ঠাক্রি ২১০১১৩২ ; কৃপা করি মোর মাথে ৩১১১১৪ ; কৃপা করি মোর হাথে ২১৭১৭৫ ; কৃপা করি মোরে আজ্ঞা ৩৪১৪০ ; কৃপা করি যদি মোরে ২১২০১২৫ ; কৃপা করি রূপে সন্তে ৩১১৫০ , ৩১১১৫২ ; কৃপা করি সব তব ২১২০১৭ ; কৃপা না নাচায় বাণী ৩২০১৩২ ; কৃপা বিনে ঈশ্বরতব ২১৬১৮১ ; কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক ২১৩০৫৮ ; কৃপামূল্যে চারি ভাই ২১১১১৩১ ; কৃপারঙ্ঘ গলে বাঁধি ২১০১১২২ ; কৃপাতে করিল অনেক ৩২০১১৩ ; কৃপাতে দোঁহার মাথায় ২১২১৪২ ; কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ ২১২০১৫৮ ; কৃপার সমুদ্র দীন হীনে ২১৭১৭২ ; কৃপার্ত্ত তোমার মন ২১৩১১৪০ ; কৃপালু অকৃতদ্রোহ ২১২১৪৫ ।

কৃষ্ণ অংশী উঁহো অংশ ২২০২৬৭; কৃষ্ণ অঙ্গ হুশীতল ৩১৫১২২; কৃষ্ণ-অঙ্গুরাগ দ্বিতীয় ২৮১১৩০; কৃষ্ণ অবতারি করে ভক্তির ১১৩৩৬৭; কৃষ্ণ অবতারি হেতু ১১৩৭২; কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য ৩১৩২১১; কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত ৩১৩৩৩; কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির ১১৭১২৮২; কৃষ্ণ অবতারি খেঁহো ১৫১২২৭; কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে এই তার ৩১৩২১২; অবতীর্ণ হৈলা শান্ত্রেতে ১৪৬৩; কৃষ্ণ আগে রাধা যদি ২১৪১৮১; কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন ৩১৪১৪৭; কৃষ্ণ-আদি আর যত ৩১৩২৫৫; কৃষ্ণ-আদি নয়নারী ১৪১২৮; কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইছ ১৪১২০২; কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা ৩১৫১৪২; কৃষ্ণ উদাসীন হৈল ৩১৩০৩৩; কৃষ্ণ উপদেশি কর ২১৭১৪৪; কৃষ্ণ উপাসক হৈল ২১৩১১১; কৃষ্ণ এই ছয়রূপে ১১১১৫; কৃষ্ণ এই দুইবর্ণ সদা ১১৩৪২; কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ ৩১৫১৪০; কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা ৩১৭১২২; কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় ১১২৭৮; কৃষ্ণ এঁছে নিজগুণ ২১২২৪।

কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু ৩১৮১৩০; কৃষ্ণ কর্তা মায়া তার ১৫৫৫৬; কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ ২১৮১২৬; কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জলকৈলি ২১৭১৩০; কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বোলে ৩১৬৬২; কৃষ্ণ কহ বোলে প্রভু বাহির ৩১৩১০; কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে ২১৬১৬৪; কৃষ্ণ কহি নাচে সন্ডে ৩১২১০; কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র যুগ ২১৭১৩৭; কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে ২১২২২৫; কৃষ্ণ কহে এই ব্রহ্মাণ্ডে ২১২১৬৮; কৃষ্ণ কহে তোমাসভা ২১২১৬০; কৃষ্ণ কহে আমি হই ১৪১১০৫; কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে ২১৫১২৪; কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি ২১৫১২০; কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি ১১২১৩৮; কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা ১১২১২৫; কৃষ্ণ রূপা করিবেন ২১৩১১৫; কৃষ্ণ রূপায় তাহা ৩১১১৩৬; কৃষ্ণ রূপালু অর্জুনের ২১২২৩৪; কৃষ্ণ রূপালু আমায় ২১৭১৬৬; কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের ১৫৫১২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি ২১৭১৩৭; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ ২১২১১০২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন ২১২১১০২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে ২১৭১১৮; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র ২১৭১২৮; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে ২১২১৬১; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্র ২১৬১১১২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে ২১৬১৬৮; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সন্ডে ১৫৫১৬২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি ২১৮১৩২ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা ১৭১১৪২; কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহো ২১২১৩৮; কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ১৫৫১৬৭; কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক্ষুট কহি ২১৬১২০০; কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ১১৩১২২; কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম ২১২০১২৬; কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিম্ব ২১৪১৭০; কৃষ্ণ কেনে দরশন ২১৮১২৪; কৃষ্ণ গুরু ভক্ত ১১১১৫; কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি ২১২১১৭১; কৃষ্ণ জিতি পদ্মচন্দ ৩১৫১৬২; কৃষ্ণ তাহা সম্যক ৩১৮১১৬; কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে ২১২১৫৪; কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে ২১২১৮১; কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা ৩১৫১৩১; কৃষ্ণ তোমার হৃদ যদি ২১২১২২; কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু ২১৮১২৬; কৃষ্ণ দেখি এই সব ৩১৫১৪৪; কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে ১১৭১২৭৮; কৃষ্ণ দেখি নানাজন ২১২১১০৩; কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ৩১২১৮১; কৃষ্ণ নবজলধর ২১২১২১; কৃষ্ণ না পাইলু মুঞি না পাইলু ৩১৮১২২; কৃষ্ণ না পাইলু মুঞি মরি ৩১৮১২৪; কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই ২১৩১৩২; কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে ১১৮১৮; কৃষ্ণ নিরুপটে হৈলা ২১৬১২০; কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ২১২০১০২; কৃষ্ণ বড় দয়াময় ২১২০৫৭; কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর ১১৮১২১; কৃষ্ণ বলি আচার্য্য ২১২১৫৬; কৃষ্ণ বলি পড়ে সেহ ২১৮১১২২; কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল ২১৭১১২৫; কৃষ্ণ বোলেন কোন্ ব্রহ্মা ২১২১৪৫; কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে ২১৭১২৭; কৃষ্ণ ভক্ত বশ গুণ ২১২১৮৮; কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে ২১৪১১০৮; কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব ২১২০১০৪; কৃষ্ণ মত্ত করিবর ৩১৮১৮১; কৃষ্ণ মথুরা গেলে ৩১৪১১১; কৃষ্ণ মাগু পূজা করি ২১২১৪৮; কৃষ্ণ মোর জীবন ৩১২০৪২; কৃষ্ণ মোর প্রভু জাতা ২১২০১০৮; কৃষ্ণ মোরে কান্ধা করি ৩১২০৫০; কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত ১১২১৭০; কৃষ্ণ যদি রূপা করে ২১২১৩০; কৃষ্ণ যদি ছুটে ১১৮১১৬; কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে ১১৩১৭৩; কৃষ্ণ যদি রক্তিকীকে ২১২১১৭১; কৃষ্ণ যবে অবতরে ১৫৫১১৪; কৃষ্ণ যার না পায় ৩১৮১১৪; কৃষ্ণ যাই ধনী ২১৪১২০৭; কৃষ্ণ যে ইহার বশ ২১৪১৩৬; কৃষ্ণ যে খায় তাহুল ৩১৬১১২৩; কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ৩১৭১০২; কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে ৩১৮১৮৬; কৃষ্ণ রাম হরি কহ ৩১১২৪; কৃষ্ণ রাসলীলা করে ৩১৪১১৫; কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই ২১১৫১; কৃষ্ণ লঞা কান্ধাগণ ৩১৮১৮০; কৃষ্ণ লাগি আর সব ১৪৪১৫০; কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ২১২১২২; কৃষ্ণ সূর্যাসম মায়া ২১২১২১; কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল ২১৫১৭৬; কৃষ্ণ সেই সত্য করে ২১৫১১৬৬; কৃষ্ণ সেই সেই তোমা

২১২৪২৪০ ; কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় ২১২৪১৮২ ; কৃষ্ণ হরি ধনি বিনা ২১২৪১০৮ ; কৃষ্ণ হরি নাম শুনি ১১৩১২১ ; কৃষ্ণ
স্বয়ং ভগবান ১২১৫৭ ।

কৃষ্ণকে আহ্বাদে তাতে ২৮১২০ ; কৃষ্ণকে করাইল নানা ১৫১১৩১ ; কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক ১৪১৭০ ;
কৃষ্ণকে করায় শ্রামরস ২৮১১৪১ ; কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ ১২১২৫ ; কৃষ্ণকে তুলসীজল ১৩৮৪৪ ; কৃষ্ণকে দেখিল লোক
২১৮১১০০ ; কৃষ্ণকে দেখিল মুঞি ২৪৪৪৪ ; কৃষ্ণকে বাহির নাহি ৩১১৬১ ।

কৃষ্ণকথা আশ্বাদয়ে ৩৪১২২ ; কৃষ্ণ কথা কহ মোরে ৩৫১৫ ; কৃষ্ণ কথা কহি রূপায় ২১২৭২ ; কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ নাম
২১২১১১৭ ; কৃষ্ণকথা পূজাদিতে ৩১৩১৩১ ; কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর ২১২১৫২ ; কৃষ্ণকথা রামানন্দসনে ২১৬১৪২ ;
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি ২১১২৫০ ; কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ ২৮১১২২ ; কৃষ্ণকথা শুনিবারে ৩৫১৫ ; কৃষ্ণকর-পদতল, কোটি-
চন্দ্র স্বশীতল, জিতি কর্পূর ৩১৫১৬৭ ; কৃষ্ণ কর-পদতলে, কোটিচন্দ্র স্বশীতল, তার স্পর্শ ২১২৩১ ; কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি
১৪১৬৩ ; কৃষ্ণকার্য করে বিপ্র ১৫১১৪২ ; কৃষ্ণকুন্দমালা-গন্ধ ৩১৫১৪১ ; কৃষ্ণ রূপায় অজ্ঞ পায় ২১২১১২৪ ; কৃষ্ণরূপায়
কৃষ্ণ ভজে ২১২৪১৪১ ; কৃষ্ণরূপা নাহি তারে ১৮১৬ ; কৃষ্ণরূপা পারাবার ২১২২২ ; কৃষ্ণরূপা বিনা কোন ২১১৭১২২ ;
কৃষ্ণ রূপা যারে তারে ২১৬২৩২ ; কৃষ্ণরূপায় শাধুরূপায় ২১২৪১১৭ ; কৃষ্ণ-রূপায় সাধুসঙ্গে ২১২৪১২৩ ; কৃষ্ণরূপাদি
হেতু হৈতে ২১২৪১৩১ ; ২১২৪১৩৫ ; কৃষ্ণকেলি স্বমুগল ২১২৫১২২৬ ।

কৃষ্ণকথা বক্তা করি ৩৫১৬২ ; কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ৩৫১৬৭ ; কৃষ্ণকথা-রসামৃতসিদ্ধি ৩৫১৬০ ; কৃষ্ণকথাকৃতি
তোমার ৩৫১৮ ।

কৃষ্ণগন্ধ-লুন্ধ রাধা ৩১২৮৫ ; কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস ৩১৪১৪৬ ; কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় ১৬১৬৮ ; কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া
করেন ২১২৪১৮৩ ; কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ২১২৪১৮১ ; ২১২৪১৩১ ; কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ২১২৪১৩৫ ;
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে ২১২৪১২৩ ; কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় ২১২৩১৮ ; কৃষ্ণগুণাশ্বাদের এই ২১২৪১৭৪ ; কৃষ্ণগোপী জলকেলি
৩২০১২২৫ ।

কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে ২১২১১৩৬ ; কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা ৩৪১১২৭ ; কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি ২১১০১৩০ ।

কৃষ্ণজন্ম-যাত্রা দিনে ২১৫১১৮ ; কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ ২১১১৩৬ ; কৃষ্ণজন্ম-যাত্রায় প্রভু গোপবেশ
২১৫১১৭ ।

কৃষ্ণঠাঞি অপরাধ-দণ্ড ৩৪১১৮৭ ; কৃষ্ণঠাঞি মাগে সপ্রেম ৩২০১২৮ ।

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব ২১২৫১২১৭ ; কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব ২১২১১০৫ ; কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব ২৮১২১৭ ;
কৃষ্ণতুলা ভাগবত জানাইল ২১২৫১২১৮ ; কৃষ্ণতুলা ভাগবত বিভু ২১২৪১২৩২ ।

কৃষ্ণ-দর্শন করিহ কালি ২১৮১২৫ ; কৃষ্ণদাস অভিমানে ১৬১৪০ ; কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর ২১৮১১৬৩ ;
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি ২১৮১৭৮ ; কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ২১৭১৩৮ ; কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবত্র ২১০১৪০ ; কৃষ্ণদাস নাম
শুদ্ধ কুলীন ১১০১১৪৩ ; কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব আর ১১০১১০৭ ; কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ১১২১৮৩ ; কৃষ্ণদাসভাব বিহু আছে ১৬১৬৪ ;
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় ২১৮১১৫৭ ; কৃষ্ণদাস হও জীবে ১৬১৩২ ।

কৃষ্ণধ্যান করে লোক ২১২০১২৮২ ।

কৃষ্ণনাম উপদেশি রূপা কর ৩৩২৪০ ; কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব ১৭১৮২ ; কৃষ্ণনাম করে অপরাধের
১৮১২১ ; কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা ২৩১১৮৭ ; কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ ২১৭১১৩০ ; কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপ দুই ২১৭১১২৬ ; কৃষ্ণনাম
কেনে না লও ১১৭১২৪২ ; কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি ২১১২৫৬ ; কৃষ্ণনাম গুণ-যশ অবতংশ ২৮১১৪০ ; কৃষ্ণনামগুণ-যশ
প্রবাহ ২৮১১৪০ ; কৃষ্ণনামগুণ লীলা ২৮১২০৬ ; কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল ২১৭১৪৩ ; কৃষ্ণনাম দেহ সেবী ৩৩২৪৫ ;
কৃষ্ণনাম নিরন্তর ২১৬৭১১ ; কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ১৫১২০৪ ; কৃষ্ণনাম পারক হয়ে ৩৩২৪৪ ; কৃষ্ণনাম পূজা লেই

২১৫১০৭; কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল ৩৭১৩৯; কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ১৭১৫৩; কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিষ্ঠাবিলা ২১৭১৪২; ২১৮১১৮; কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে ২১৭১৪৩; কৃষ্ণনাম বসি মাত্র ৩৭১৬৮; কৃষ্ণনাম বিনা কেহ ২১৮৮৪; কৃষ্ণনাম বিহু তেঁহো ৩১৫১৫; কৃষ্ণনাম বীজ তাহে ১৮২৬; কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি ৩৭১৭৮; কৃষ্ণনাম মহাময়ের ১৭১৮০; কৃষ্ণনাম মুখে ক্ষুরে ২১০১১০; কৃষ্ণনাম লয় নাচে প্রেমবস্ত্রায় ৩৩২৫০; কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়া ২১৮১১৩; কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার ৩১৮১১৩; কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি ২১৭১১৪; কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর ২৬২০০; কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ণন ২১২০২৮৪; কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ৩১৫১৬; কৃষ্ণনাম সহ যৈছে ১১৭১৩১৫; কৃষ্ণনাম ক্ষুরে রামনাম ২১২২৫; কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত ২১২১১০; কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে ১৭১৭১।

কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদা ৩৩২৩৩; কৃষ্ণনামামৃত-বস্ত্রায় ২১৭১১৫।

কৃষ্ণনামে আনাচ্ছন্ন ১৭১৭৬; কৃষ্ণনামে ভাসাইল ১১৩১২৮; কৃষ্ণনামে যে আনন্দ ১৭১২৩।

কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু ২১১২৪২; কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা ১৭১৮৩; কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র ৩১১২০।

কৃষ্ণ-নিজশক্তির রাধা ১৪১৬১; কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ২১২১১৭; কৃষ্ণ-নিষেবন করি ২৩১৭; কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ ২১২১৭৫।

কৃষ্ণপদার্চন হয় দ্বাপরের ২১২০২৮৩; কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় ২১২৪১২৮; কৃষ্ণপাদপদ্ম গন্ধ ৩৬১৩৫; কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি ১৩৮৭; কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে ২১২১২; কৃষ্ণপূজা করে তুলসী ১১৩৬৮; কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা ১১৩৬৪; কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত ৩২০১১১; কৃষ্ণপ্রাপ্তোর উপায় কোন ৩৪১৫৫; কৃষ্ণপ্রাপ্তোর উপায় বহুবিধ ২১৮৬৪; কৃষ্ণপ্রাপ্তোর তারতম্য বহুত ২১৮৬৪; কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ২১৫২২; কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ ২১২১৬২; কৃষ্ণপ্রেম উছলিল ২১৩১৬৮; কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ৩৪১৬৫; কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই ২১২১৭৫; কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো ২১২১৪৮; কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ১১১১২৩; কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল ১৭১১৬০; কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ১১৩১১২; কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি ২১৮২০০; কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি তার ৩২০১৫৬; কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ২১২৪১৬২; কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার ১৪১৬১; কৃষ্ণপ্রেম যার সেই ২১৮২০৩; কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা ২৪১১৪৬; কৃষ্ণপ্রেম স্থনির্মল ২১২৪২; কৃষ্ণপ্রেমসেবা পূর্ণানন্দ ২১২৪১১২; কৃষ্ণপ্রেমময় তরু ১৮১৫৪; কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ফলের ২১২৪০০।

কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা ২১৭১১৬৪; কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় ১৭১২৫; কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার ২১৬১১২০; কৃষ্ণ-প্রেমাকণের তৈছে ৩১৮১১২; কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান ২১৮২১৩; কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে ১১১১২৭।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত বিহ্বল ১৬৬৬৮; কৃষ্ণপ্রেমে পুলকান্দ্র ১৮১১২; কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ ৩৩২৫৫; কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ২১৩১০৫।

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক ১৬৪৪২; কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে ২১২৩২০।

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত ৩২০১১১।

কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা ২১৪১২১৩; কৃষ্ণবংশৈরসংখ্যাতৈঃ ২১২১১৪; কৃষ্ণবপু সিংহাসনে ২১২১১০৫; কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে ২১২০২৮৩; কৃষ্ণবর্ণ শব্দের ১৩৪৪৩; কৃষ্ণবলরাম দুই ১১৩৭৫; কৃষ্ণবশ করিবেন ১৩৪৮৩; কৃষ্ণবশ হেতু এক ১১৭১৭১; কৃষ্ণবহিঃস্থ দোষে মায়া ২১২৪১২৪; কৃষ্ণবাহ্মা পূর্ণ করে ২১৪১৮৬; কৃষ্ণবাহ্মা পুষ্টি করে ২১৮১২৫; কৃষ্ণবাহ্মা পুষ্টিরূপ ১৪১৭৫; কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর ৩১৪১১১; কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূষাদি ১৫১১১; কৃষ্ণ বিহু অশ্রু তার ১৭১৩৬; কৃষ্ণবিনা উপাসনা ২১৫১৪২; কৃষ্ণ বিহু তাঁর মুখে ১৩৪৪৩; কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ ২১২১৭৪; কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা ১৭১৮১।

কৃষ্ণভজন কর তুমি ৩৪১৩৪; কৃষ্ণভজন করায় মুখা ২১২৪১৮; কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি ৩৪১৬৩; কৃষ্ণভক্তগণ করে ২১২৩৫১; কৃষ্ণভক্ত হুংহীন ২১২৪১১২; কৃষ্ণভক্ত নিকাম ২১২১৩২; কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিহু ২১৮২০২;

କୃଷଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ବିନା ୨୮/୧୨/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ଅଭିଧେୟ ସର୍ବ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷକ୍ତି ବର ଇହାର ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି କୃଷପ୍ରେମ ୦୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି କୈଳେ ସର୍ବ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ଗନ୍ଧବୀନ ୧୦/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ଜନ୍ମମୂଳ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ତଦ୍ବଦ୍ଧା ୨୮/୧୨/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ଦୂରେ ରହ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ପାୟ ତବେ କୃଷ ନିକଟ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ପାୟ ତାଁରେ ସେ କରେ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ବିନେ ତାହା ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଶ୍ରବଣ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତିରସ ମଧ୍ୟେ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତିରସ ସ୍ବରୂପ ପାୟ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି-ରସସ୍ବରୂପ ଶ୍ରୀଭାଗବତ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତିରସ ହୟ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତିରସେ ଦୌହେ ୦୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତିରସେ ଏହି ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତିରସେ ଯାହା ୦୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି-ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗଣ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି ହୟ ଅଭିଧେୟ ୨୧/୨୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତିର ବାଧକ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଭକ୍ତି କୃଷେର ଶୁଣ ୨୧/୨୧/୧୫ ।

କୃଷମନନ ମୁନି କୃଷେ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମନ୍ତ୍ର ଜପ ସଦା ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମନ୍ତ୍ର ହେତେ ହବେ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମନ୍ତ୍ର କରାହିଲ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମୟୀ କୃଷ ଯାର ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେବାନଳ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମିଶ୍ର ନାମ ଆର ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଶ୍ରବଣ ୨୧/୧୧/୧୫ ।

କୃଷଯୋଗ୍ୟ ନହେ ଫଳ ୨୧/୧୧/୧୫ ।

କୃଷରସ ଆସାଦହ ଲଠ ୦୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷରସ ଆସାଦେୟ ଦୁହି ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷରସ-ତଦ୍ବେଦା, ଦେହ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷରସ-ଲୋକ-ଗୀତେ ୦୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷରାଧିକାର କୈଳେ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷରାମାଞ୍ଚ ଏବ ହୟ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ କରିତେ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷରୂପ ମାଧୁରୀ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷରୂପ ଶବ୍ଦାଞ୍ଚଳ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷରୂପାୟତସିନ୍ଧୁ ୦୧/୧୧/୧୫ ।

କୃଷଲୀଳା-କାଳେର ବୃକ୍ଷ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳା କୃଷଲୋକ ୦୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳା ଗୌରଲୀଳା ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳା ନାଟକ କରିତେ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳା ନିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷକ୍ର ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତେ ନା ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳା ଭାଗବତେ ୧୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳା-ମଂଗଳ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳାମନୋବୃତ୍ତି ସଖୀ ୨୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳାୟତସାର ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳାୟତାସିତ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳାୟତେ ଯଦି ୨୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳାରସ ତାହା ୦୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳାରସ ପ୍ରେମ ଯାହା ୦୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷଲୀଳାସ୍ଥାନେ କରେ ୨୧/୧୧/୧୫ ।

କୃଷଶକ୍ତି ଧର ତୁମି ଇଥେ ନାହି ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଶକ୍ତି ଧର ତୁମି ଜାନ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଶକ୍ତି ବିନେ ନହେ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଶକ୍ତି ଶ୍ରବଣ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷଶୋଭା ଦେଖି ୧୧/୧୧/୧୫ ।

କୃଷସକ୍ତ ଦେହ ମୋର ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସକ୍ତେ ପତିବ୍ରତା ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସକ୍ତେ ସତ ଗୋପ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସକ୍ତେ ଯୁକ୍ତ କରେ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସହ ଦ୍ବାରକା-ବୈଭବ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସହ ନିଜ ଲୀଳାୟ ୨୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷସହ ରାଧିକାର ଲୀଳା ୨୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷସାମ୍ୟେ ନହେ କୃଷେର ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବ ତାଂପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ତାର ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବ ତାଂପର୍ଯ୍ୟ ହୟ ପ୍ରେମ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବ ନିମିତ୍ତେ ଭଜନେ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବ ଲାଗି ମାତ୍ର ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବହେତୁ କରେ ପ୍ରେମ-ସେବନ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବହେତୁ କରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅହରାଗ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବହେତୁ ଚେଷ୍ଟା ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବର ତାଂପର୍ଯ୍ୟ ଗୋପୀଭାବ ୨୮/୧୧/୧୫ ; କୃଷସେବା କରେ ଆର ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସେବା ବିନା ଇହାର ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସେବା ରସଭକ୍ତି ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବର ତୈହୋ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବ ବିନେ ହୟ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷସ୍ବତ୍ବର ତାର ମନ ୨୧/୧୧/୧୫ ।

କୃଷକ୍ଷେତ୍ରେ ଯାତ୍ରା ୨୧/୧୧/୧୫ ।

କୃଷାଗମନ ପୁଛେ ତାରେ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାନ୍ତମାଧୁର୍ଯ୍ୟ-ସିନ୍ଧୁ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟପୁର ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାନ୍ତ-ନୌରାଜା ଭର ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାନ୍ତୁତ ବଳାହକ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାନ୍ତରାୟତ ସଦା ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାନ୍ତରାୟତେର ଶ୍ଳୋକ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାବତାରିତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାବତାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୈଲ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାବଲୋକନ ବିନା ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାବେଶେ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରେମେ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାର୍ଥେ ଅଧିଲ ଚେଷ୍ଟା ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷାନ୍ତରେ ଛାଡ଼େ ସେହି ୨୧/୧୧/୧୫ ।

କୃଷେ ଉପଜିବେ ଶ୍ରୀତି ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷେ କେନେ କରି ଯୋଷ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷେ ଗାଡ଼ ପ୍ରେମ ହବେ ୧୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷେ ଗାଳି ଦିତେ କରେ ୦୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷେ ଜାନାହିୟା ଦ୍ବାରୀ ୨୧/୧୧/୧୫ ; କୃଷେ ଭୋଗ ଲାଗାହିୟା ହବେ ୦୧/୧୧/୧୫ ;

কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অহুমান ২১৫১২২৫ ; কৃষ্ণে মতিরঙ্গ বলি ২৬৮৭ ; কৃষ্ণে মতি রহ বোলে ২১৯৮৬ ; কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে ২১২৩৩ ; কৃষ্ণের রতির চিহ্ন এই ২১২৩২০ ; কৃষ্ণে সমর্পণ করে ২১৫১৭৫ ; কৃষ্ণে স্থখ দিতে করে ২৮১৭৬ ; কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদম্ব্যাদি ২৯১০৮ ; কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে ২১২০৩৩০ ; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ১৮১৪১১ ।

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা ১৫১২৮ ; কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত ১১৭১২২৬ ; কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লখিতে ২১২১৫৬ ; কৃষ্ণের অধরামৃত ইহঁ ৩১৬৮৭ ; কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ ২১২৩০ ; কৃষ্ণের অধরামৃত তাতে কপূর ৩১৫১২১ ; কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে ২৮১১১৬ ; কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ১৭১৮৭ ; কৃষ্ণের আসন পীঠ ২১৫১২২২ ; কৃষ্ণের আস্থান করে করিয়া ১৩৮৮ ; কৃষ্ণের আস্থান করে সঘন ১১৩৬২ ; কৃষ্ণের উচ্চিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ ৩১৬৫৪ ; কৃষ্ণের উজ্জলরস ২৮১৩২ ; কৃষ্ণের উদ্দেশ্য কহি ৩১৫১৩১ ; কৃষ্ণের উপরে কৈল যেন ৩৭১০৮ ; কৃষ্ণের এই চারি প্রভাব ২১২০১৫২ ; কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-অপার ২১২১৮১ ; কৃষ্ণের করুণা কিছু ২১৯৮৮ ; কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে ৩১৮৮২ ; কৃষ্ণের কলার কলা ১৫১১২০ ; কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ ১১৭১২০৪ ; কৃষ্ণের চরণে আসি ২১২১৬৬ ; কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় ২১২১৯৩ ; কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম ৩২০১২১ ; কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তো ১৭১৮৪ ; কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা ২১২১৪৭ ; কৃষ্ণের চরণে যদি ১৭১১৩৬ ; কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ২১২০১০১ ; কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া ২১৩১১৮ ; কৃষ্ণের দর্শন যদি ২১৪১৬২ ; কৃষ্ণের দর্শনে কারো ২১২৪১০ ; কৃষ্ণের নামকরণে ১৩১২৮ ; কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক ১৪১৫১ ; কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ২৮১৭০ ; কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে ৩১৬৫৮ ; কৃষ্ণের প্রভাব বিলাস ২১২০১৭২ ; কৃষ্ণের প্রেমসী ব্রজে ১৬৫৮ ; কৃষ্ণের প্রেমসী শ্রেষ্ঠা ২৮১১২৪ ; কৃষ্ণের বচন-মাধুরী ৩১৫১১৮ ; কৃষ্ণের বল্লভা রাধা ১৪১৭৮ ; কৃষ্ণের বসিতে এই ২১৫১২৬৮ ; কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য ২৬২৩৭ ; কৃষ্ণের বিচার এক ১৪১২৫ ; কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা ৩১২১২২ ; কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ৩১৩৩ ; কৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ ২১২১৭২ ; কৃষ্ণের বিয়োগ দশা ৩১২১৩ ; কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক ৩১৫১৪৭ ; কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর ৩১৪১৪২ ; কৃষ্ণের বিয়োগে যত ১১৩৪১ ; কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার ৩১৫১১১ ; কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে ৩১১১১২ ; কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ৩৮১৩৩ ; কৃষ্ণের বিরহ-লীলা ২১১৪৬ ; কৃষ্ণের বিরহ স্মৃতি প্রলাপ ৩২০১২৭ ; কৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতি হয় নিরন্তর ২১২১ ; কৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতি হৈল অবসান ২১৪১৭১ ; কৃষ্ণের বিলাস-স্মৃতি ২১২১৩১ ; কৃষ্ণের বিমুক্ত প্রেমরত্নের ২৮১৪২ ; কৃষ্ণের বিম্বরূপ দেখি ২১২১১৭০ ; কৃষ্ণের ভগবৎপ্রাণ ১৪১৫৮ ; কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইল ২১৩৩২ ; কৃষ্ণের মধুর বাণী ২১২১৮ ; কৃষ্ণের মধুর রূপ ২১২১৮৪ ; কৃষ্ণের মধুর হান্তবাণী ৩১৭১৩১ ; কৃষ্ণের মহিমা কহি ১২১১০১ ; কৃষ্ণের মহিমা বহু ২১২১২২ ; কৃষ্ণের মাধুরী আর ২১২১১২৬ ; কৃষ্ণের মাধুরী আশ্বাদনের ১৪১৪৪ ; কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে ১৪১৩৫ ; কৃষ্ণের মাধুরীগুণে ২১২১৬৩ ; কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় ১৭১১৩৭ ; কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত ১৬১২২ ; কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃত শ্রোতে ২১২১১২৪ ; কৃষ্ণের যতেক খেলা ২১২১৮৩ ; কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ রূপ ৩১৬১২ ; কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ ৩১৬১১ ; কৃষ্ণের যে সাধারণ ১৮১৫৩ ; কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর ৩২০১২৩ ; কৃষ্ণের শরীরে ১২১৭৮ ; কৃষ্ণের শেষতা পাঞা ১৫১১০৭ ; কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে ৩১২১৮৩ ; কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা ১৪১৮০ ; কৃষ্ণের সকল শেষ ২১৫১২৩৪ ; কৃষ্ণের সদৃশ তোমার ২১৮১০৮ ; কৃষ্ণের সমতা হৈতে ১৬১৮৭ ; কৃষ্ণের সহায় গুরু ১৪১৭৪ ; কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা ৩৩২০০ ; কৃষ্ণের সধক বিনা ২১২৩১২ ; কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবৎ ১২১৬২ ; কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত ২১২০১২২ ; কৃষ্ণের স্বরূপ আর ১২১৭২ ; কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা ২৮১২১ ; কৃষ্ণের স্বরূপগণের সব ২১২৪১২৬১ ; কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের ২১২০৩৩৬ ; কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ২১২০১৩১ ; কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা ৩৫১১২৫ ; কৃষ্ণের স্বরূপসম ২১৭১৩০ ; কৃষ্ণের স্বরূপে হয় ১২১৮০ ; কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন ২১২০১০৩ ; কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে ৩১৩১২৮ ; কৃষ্ণের সৌরভ্য-মোহকের ৩২০১২৮ ।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে ১৪১৬২ ; কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ৩১৮১৭১ ।

কৃষ্ণোদেশ কহি লভে ৩১৫১৩৬ ; কৃষ্ণোমুখ ভক্তি হৈতে ২২৪১২৪ ; কৃষ্ণোমুখে সেই মুক্তি ২২২১১৬ ।

কে অন্নব্যঞ্জন খাইল ২১৫১৩০ ; কে আছিলো আমি পূর্বে ১১৭১২৮ ; কে আমি আমারে কেন ২২০১২৬ ; কে কত কড়ায় সব ২১২১১২২ ; কে করিতে পারে তাহে ১১২১২২ ; কে কহিতে পারে গোবরের ৩১১১১৩ ; কে কহিতে পারে তাঁর ৩১১১১৬ ; কে কি দিয়াছে সব ৩১০১১১৩ ; কে কৈছে ব্যবহার করে ৩১১১১১ ; কে জানিবে তাঁহা দৌহার ২১৫১২৭ ; কে তোমার সাক্ষী দিবে ২১৫১৪২ ; কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার ১১৩১৪২ ; কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর ৩১৪১১১৪ ; কে বা আইসে কে বা যায় ১১৩১১০৬ ; কে বা এড়াইবে প্রভুর ১১৭১৩৫ ; কে বা কি বলিতে পারে ৩২১১৩৩ ; কে বুঝিতে পারে এই ৩১৮১২৮ ; কে বুঝিতে পারে গন্তীর ৩১৫১৮৪ ; কে বুঝিতে পারে গোবরের ৩১৫১৭৭ ; কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের ২১৩১৬০ ; কে বুঝিতে পারে তোমার ৩১৪১৮২ ; কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর ২১৭১৭০ ; কে বৈষ্ণব কহ তার ২১৫১১০৬ ; কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ ৩১৪১৩৫ ; কে শিখাইল এ-লোকে ২১১২৬৫ ।

কেতাব কোরাণ-শাস্ত্রে ২২০১৪ ।

কেনে উপবাস কর ২১৫১২৮১ ; কেনে এত ছুখে ভূমি ২১৩১৭১ ; কেনে চুরি কর কেনে ১১৪১৩৯ ; কেনে পর ঘরে যাহ ১১৪১৩৯ ; কেনে বা আনিলে মোরে ৩১৪১১০৫ ; কেনে শ্লোক পড়ে ইহা ৩১১৬২ ।

কেবল এই গণপ্রতি নহে ১১২১৬২ ; কেবল গোড়িয়া পাইলে ৩১৩১৩৪ ; কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে ২২২১১৬ ; কেবল নীলাচলে প্রভুর ১১০১১২১ ; কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ২২৪১৭৭ ; কেবল ব্রহ্মোপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ২২৪১৭৬ ; কেবল যে রাগমার্গে ২২২১১০০ ; কেবল শব্দ পুনরপি ১১৭১২১ ; কেবল স্বরূপ জ্ঞান ২১২১১৭৮ ; কেবলার শুদ্ধ প্রেম ২১২১১৭২ ।

কেমতে এসব লোকের ১১৩১৬৬ ; কেমতে চৌদিকে দেখে ২১১১২১৫ ; কেমতে সন্ন্যাসধর্ম ২১৬১৭৩ ; কেমনে এসব অর্থ ১১৬১৮৬ ; কেমনে চন্দন নিব ২১৪১৮২ ; কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের ২১৫১১৪৬ ; ৩১৪১৩৭ ; কেমনে ছুটিলা বলি ২২০১৬০ ; কেমনে জানিব কলিতে ২২০১২২১ ; কেমনে জানিলে আমি ২১৩১২৬ ; কেমনে তরিমু মুক্তি ২২৪১১৭৫ ; কেমনে ধরিমু এই ২১৩১১২২ ; কেমনে প্রভুর সঙ্গে ২১৬১২৩৩ ।

কেয়াপত্র কলার খোলা ২১৫১২০৭ ; কেয়াপত্রদ্রোণী আইল ২১৪১৩৫ ।

কেশ না দেখিয়া ভক্ত ২১৩১৪২ ; কেশ না দেখিয়া শচী ২১৩১৩৮ ; কেশগ্র শতক ভাগ ২১২১১২৬ ; কেশাবতার আর যত ২২৩১৫২ ; কেশীতীর্থ কালীয় হৃদাদিকে ২১৫১১৩ ; কেশী স্নান করি সেই ২১৮১৭৬ ; কেশে ধরি বিপ্র লঞা ২১২১১৬ ; কেশবছত্রীয়ে রাজা ২১১১৬১ ; কেশব দেখিয়া প্রেমে ২১২১১৮ ; কেশব ভারতী আইলা ১১৭১২৬১ ; কেশব ভারতী আর ১১৩১৫২ ; কেশব ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ২১৭১১১২ ; কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে ১১৭১৬৪ ; কেশব ভেদ পদ্ম-শঙ্খ ২২০১২০৭ ; কেশব-সেবক প্রভুকে ২১৭১১৫১ ; কেশবাদি যাহা হৈতে ২২০১১৬৩ ।

কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ ১১৫১১২ ; কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ১১৫১১২ ; কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার ১১৫১১৩ ; কেহ কেহ এড়াইল ১১৭১৩০ ; কেহ কোন মতে কহে ১২১২৪ ; কেহ না করিতে পারে ১১০১৪ ।

কেহো অন্ন আনি দেয় ২১৭১৫৬ ; কেহো উপরে কেহো তলে ৩১৬১৬২ ; কেহো করে বীজন ৩১৮১১০৫ ; কেহো কহে দৈব দয়ালু ২১৫১৮৫ ; কেহো কহে এই নহে ২২৫১১৪২ ; কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ১২১২৫ ; কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার ১২১২৬ ; কেহো কহে পরবোম ১২১২৭ ; কেহো কান্দে কেহো হাসে ২১২১৩৮ ; কেহো কিছু কহে ৩১৬১৮২ ; কেহো কোন অংশে ৩১৬১৮৭ ; কেহো কোন প্রসাদ ৩১০১১০৫ ; কেহো

কীর্তন না করিহ ১১৭১২১; কেহো কেহো কৃষ্ণদাস ১১৭১২১; কেহো কেহো গড়াগড়ি যায় ১২৮৫; কেহো গায় কেহো নাচে ২৮৫৬; কেহো ঘরভাত করে ২১৫১৫; কেহো ছত্রে মাগি খায় ৩৬২১৭; কেহো ছলে জল দেয় ২১২২৮; কেহো জলঘট দেয় ২১২২৮; কেহো জানী কেহো কর্মী ২২৮; কেহো ত আচার্য্য-আজ্ঞায় ১১২১৭; কেহো তত্ত্ববাদী ২২১০; কেহো তাঁরে পুত্রজ্ঞানে ২২১১২; কেহো তাঁরে বোলে যদি ১৩৮৪; কেহো তাঁরে সখাজ্ঞানে ২২১১২; কেহো তোমা না শুনায়ে ৩২৭৬; কেহো দুহুদধি কেহো ২১৭৭৬; কেহো নাচে কেহো গায় ২৭৭২; কেহো নাহি কহে সঙ্গের ২১৮৩; কেহো নাহি বুঝে ৩৩৭৭; কেহো পাক-ভাণ্ডার ২৮১০০; কেহো পাপে কেহ ১৩৭৭; কেহো পায় কেহো না ১২৩৩; কেহো পৈড় কেহ নাড়ু ৩১০১০৬; কেহো বড়া বড়ি কড়ি ২৮৬২; কেহো বোলে নাম হৈতে জীবের ৩৩১৬২; কেহো বোলে নাম হৈতে হয় ৩৩১৬২; কেহো ভূমে পড়ে কেহো ২১৭৩২; কেহো মাগি খায় ২৮২৮; কেহো মাগি লয় ২১২২২; কেহো মানে কেহো না ১৬৭২; কেহো মুক্ত কেশ পাশে ৩১৮৮; কেহো মুখরা কেহো ২১৮১৫০; কেহো যদি তাঁর মুখে ২১৭৮৫; কেহো যদি দেয় তবে ৩৬২৫৩; কেহো যদি দেশে যায় ২১২১১২; কেহো যদি মূল্য আনে ৩৮৩২; কেহো যদি সঙ্গে মেলে ২১৭৫; কেহো যেন এই বোলে ২৩১৭৫; কেহো যেন পোতা ২৮২৪৫; কেহো রাত্রে ভিক্ষা লাগি ৩৬২১৭; কেহো লখিতে নারে ২১৩৫৩; কেহো লুকাইয়া করে ২১২২২; কেহো হয় করি প্রভু ২২০৮৭; কেহো হরিদাস বোলে ১১৭১২২; কেহো হারে জিনে ২১৮৭৬; কেহো হাসে কেহো নিন্দে ২২৮৮।

কৈছে অষ্ট গ্রন্থ করেন ২১২১১৪; কৈছে নাচে কেবা নাচায় ৩৮৮১; কৈছে রহে বৈরাগ্য ২১২১১৩; কৈলা যত বেগুননি ৩১৭৩৩; কৈশোর বয়স কাম ১৮১০২; কৈশোর বয়স দীর্ঘ ২১২৫৫ কৈশোর বয়স সফল ২৮১৪৮; কৈশোর লীলার সূত্র ১১৭১২।

কৌকড হইল সব ৩৩১২৭; কোটি অংশ কোটি শক্তি ১৬১০; কোটি অমৃত স্বাহ পাণ্ডা ৩১৬৮৬; কোটি অর্কদ পদ্মশঙ্খ ২২১১৫; কোটি অশ্বমেধ এক ১৩৬৪; কোটি কৰ্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে ২১২১৩০; কোটি কল্ল কভো তার ৩৩২৪২; কোটি কাম জিনি ১৮১২২; কোটি কামধেনু পতির ২১৫১৭৮; কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ১২১১০; কোটি কোটি ভক্তনেত্র ২১২১২১; কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে ২১১৫৭; কোটি কোটি লোক আসি কৈলা ২১১৪২; কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে ২১৭২১৭; কোটি গ্রন্থে বর্ণন না ২২৫২১৫; কোটি চন্দ্র জিনি মুখ ১৫১৬৬; কোটি চিন্তামণি পাভ ৩২২৩; কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় ১১৭৮৭; কোটি জন্ম হবে তোর নরকে ১১৭৮৮; কোটি জন্মে তোমার ঋণ ২৩১৪৩; কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান ৩৩১৮২; কোটি জন্মের পাপ গেল ২১৮১২৫; কোটি জ্ঞানি মধ্যে হয় ২১২১৩১; কোটি দেহ ক্ষণেকে ৩৮৫৪; কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ ৩৩১১৬; কোটি নেত্র নাহি দিল ১৮১৩২; কোটি ব্রহ্মস্থ নহে ১৬৮০; কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ১৬৮; কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরবোম ২২১৮৮; কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে ২১৫১৭১; কোটি ভোগ জগন্নাথ ২১৩১৮৮; কোটি মন্থন-মোহন ৩১৫৮২; কোটি মুক্ত মধ্যে ছল্লভ ২১২১৩১; কোটি যুগ পর্য্যন্ত যদি ৩১৮১৩; কোটি সূর্য্য জিনি ১১৮৫; কোটি সূর্য্যসম সভার ২১১৮৮; কোট্যর্কদ মুখ কারো ২২১৫২; কোণার্কের দিকে প্রভুকে ৩১৮২২; কোথা হৈতে জানিবেক ৩৩১২৩; কোন্ অর্থ জানি ২২২১; কোন্ অপরাধ প্রভু ৩২১১৫; কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা ২২১৫২; কোন্ ঐছে হয় ইহা ৩১৩৫৬; কোন কণা পলাইল ১১৮৫৪; কোন কল্ল যদি যোগ্য ২২০২৬১; কোন কারণে যবে ১৮৩৪; কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি ৩৮৮৫; কোন বিপ্র উপরে ৩৬৬৭; কোন কোন বৈষ্ণব ৩১০১৪২; কোন চলে গোপাল আসি ২১৮৩৭; কোন্ ছার পদার্থ এই ৩২২৫; কোন জন্মে মোরে অবশ্য ২১১২০; কোন্ জানে ক্ষুদ্রজীব ৩৫২৪; কোন্ তীর্থে কোন্ তপ ৩১৬১৩৩; কোন দিন কোন ভাবে ৩২০৬; কোন দেশে কারো খ্যাতি ৩১৮১০২; কোন নিযুত কোটি ২২১৬২; কোন পরদেশীকে

দিব ৩১৩৬০; কোন প্রকারে করিব আমি ৩১৬১৮; কোন প্রকারে পারোঁ যদি ২২৫৮; কোন প্রকারে হরিদাসের ৩৩২৬; কোন বলে কর তুমি ১১৭১৪৮; কোন ব্রজা পুছিলে তুমি ২২১৫০; কোন ব্রজাও কোন লীলার ২২০৩২২, কোন ব্রজাও শতকোটি ২২১৬২; কোন বা মনুষ্য হয় ১১৭১২৪২; কোন বাহা পূর্ণ লাগি ১১৩৫০; কোন ভাগ্যে কারো সংসার ২২২২২; কোন ভাগ্যে পাণ্ডাছোঁ ৩৫১৪; কোন মতে রাজা যদি ২১২১৩; কোন লীলা কোন ব্রজাও ২২০৩১৬; কোন সম্প্রদায়ে সম্মান ২৬৬২; কোন স্থানে বসিব ২৩৬৫; কোনো পাকে সেই পত্নী ১১২২৮; কোনো ভাগ্যে কোনো ২২৩৫; কোমল নিষ্পত্ত সহ ২৩৪৪; কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ২২২৫৪; কোলাহল নাহি প্রভুর ৩১০৭৬; কোলিগুঠী কোলিচূর্ণ ৩১০২২।

কোঁটিল্য মাংসর্গা হিংসা ১৮৫২; কোঁড়ি ছাড়িলে কদাচিৎ ৩২২২; কোঁড়ি নাহি দিবে এই ৩২২৭; কোঁড়ি মাগি লঙ মুঞি ৩২৩৮; কোঁড়ক দেখিতে আইল ৩৬২২; কোঁড়ক দেখিয়া প্রভু ২১৭১৪০; কোঁড়কী নিত্যানন্দ সহজে ৩৬৪৮; কোঁড়কে তেঁহো যদি ৩১৬৭; কোঁড়কে পুরী তাঁরে ২২২৬৬; কোঁড়কে লক্ষ্মী চাহেন ২২১০২; কোঁপীন বহির্দাস আর ২৭১৩৫; কোঁয়ার পোগণ্ড আর ১৪১২২।

ক্রন্দন করিয়া তবে ২৪১২৬; ক্রন্দনের চলে বোলাইল ১১৪১২; ক্রম করি কহে প্রভু ২১৬৭৪; ক্রম-শব্দে কহে ২২৪১৫; ক্রমে আমি কহি ১১৬৫১, ক্রমে ঈশ্বর পর্যান্ত ৩৮২২; ক্রমে উঠাইতে যেন ২৮২৪৬; ক্রমে ক্রমে কীর্তনীয়া ৩১০৭৪; ক্রমে ক্রমে দিবে বার্থ ৩২৪৭; ক্রমে ক্রমে দিব সব ৩২৫২; ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক ২১১১২২; ক্রমে ক্রমে পায় লোক ২১৬২৩৫; ক্রমে ক্রমে বিকি কিনি ৩২১২; ক্রমে ক্রমে সেহো ভক্ত ২২২৪১; ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর ৩১৪১২; ক্রমে বালা পোগণ্ড ২২০৩১৮; ক্রমে রূপগোসাঞি কহে ৩১১২৫; ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি ৩১১২১; ক্রমে সব তত্ত্ব শুন ২২০১০০।

ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্গরণ ২২০২২১।

ক্রীড়া করে এই ছয় ১২৮২; ক্রীড়ার সহায় যৈছে ১৪৬২।

ক্রোধ অংশ শাস্ত হৈল ৩১৬১২৫; ক্রোধ অম্বাসহ আর ২১৪১১১; ক্রোধ করি রাস ছাড়ি ২৮৮৪; ক্রোধাবেশে কহে তারে ১১৭১৪৬; ক্রোধাবেশে পাকের ২১২১৩০; ক্রোধাবেশে প্রভু তারে ১১৭১৬৩; ক্রোধে কণ্ঠাগণ বোলে ১১৪১৪২; ক্রোধে কিছু না কহিলা ৩৭১৪৫; ক্রোধে গোপীনাথে কৈল ৩২৮৫; ক্রোধে তিন দিন ২৭২১; ক্রোধে সম্মাকালে কাজী ১১৭১১২; ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা ২১১৮২; ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু ২১৩২১; ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে ১১২১৩৮; ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গে ১৫১১৫৬; ক্রুদ্ধ হঞা বোলে সেই ৩৩১৮১; ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে ২২৪১৫২; ক্রুদ্ধ হঞা স্নেহ উজীর ৩৩১৫১; ক্রুদ্ধ হঞা লাগি-মারে ৩১২১৩২; ক্রুদ্ধ হঞা স্বক তারে ১১২১৬৭; ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী ২১৪১২২।

ক্রুর শঠের গুণভোরে ২২১২২।

খ

খ

খ

খ

খড়্গ উপর পেলাইতে ৩২২২; খড়্গোপরি গোপীনাথে ৩২৪০।

খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারী ২৪২১৫; খণ্ড-খিরসার বৃক্ষ ৩১৮১০৩; খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ২১১৮১; খণ্ডবাসী নয়হরি ২১৬১৭; খণ্ডবাসী নৃসিংহদাস ১১০৭৬; খণ্ডবাসী লোকের এই ৩১০১২০; খণ্ডের মুকুন্দদাস ২১৫১১২; খণ্ডের সম্প্রদায় করে ২১২৪৫; খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি ৩১২১০৩; খণ্ডিবে সংসার-দুখ ১৮৩২; খণ্ডিবে সকল দুখ ২২৫২২৭; খণ্ডিল তাহার চিত্তের ১১৭১৬১; খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক ১১০১০৬।

খরমুদা খিরিগী-তাল ৩১৮।১০২।

খাইতে শুইতে যথা তথা ৩২০।১৪ ; খাইয়া নৈবেদ্য তারে ১১৪।৫৭ ; খাইয়া হউক লোক ১২।৩৭ ; খাইলে প্রেমাবেশ হয় ২।৪।১৩২।

খাওয়াইয়া পুন তারে ৩।৮।৬২।

খাটে বসি প্রভু কৈলা ১।১৭।২ , খাটে বসি ভক্তগণে দিলা ১।১৭।২৩৫।

খান কহে মোর পাইক ৩।৩২২।

খাপরা ভরিয়া জল ২।১২।২৫।

খায় পিয়ে লুটে বিলায় ৩।২।১১২।

খে সন্দেশ অন্ন যত ১।১৪।২৫।

খোলা-বেচা শ্রীধর ১।১০।৬৫।

গ

গ

গ

গজপতি রাজা শুনি ২।১১।২১২ ; গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে ২।২।২০৪।

গঙ্গা পার করি দিল ২।২০।৪৩ ; গঙ্গা পার করি দেখ ২।২০।৪২ ; গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে ১।১৭।৪৩ ; গঙ্গাজল অমৃত কৈলি ৩।১৮।১০৩ ; গঙ্গাজল তুলসী মংগী ১।৩।৮৭ , গঙ্গাজল পান আনি ১।১৭।১১০ ; গঙ্গাতীর পথ তবে ২।৩।১৫ ; গঙ্গাতীর পথে কৈল ২।১৮।২০৪ ; গঙ্গাতীর পথে প্রভু ২।২৫।১৬১ ; গঙ্গাতীর পথে যাই ২।৮।১৩৩ ; গঙ্গাতীর পথে লৈয়া ২।১২।২২৭ ; গঙ্গাতীর পথের স্তম্ভ ২।১৮।১৩৭ ; গঙ্গাতীরে গোফা করি ৩।৩।২০৩ , গঙ্গাতীরে তীরে আইলা ২।১০।৮২ গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু ২।৩।২১৩ ; গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে ৩।৬।৪৩ ; গঙ্গাতীরে যমুনা পুলিন ৩।৬।৮২ ; গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভু ২।১৬।১৮৭ ; গঙ্গাতীরে লক্ষ্মী আইলা ২।১।৮৪ ; গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত নুরারি ১।১৩।৫২ ; গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহো ২।১১।৭৪ ; গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে ১।১৫।৩ ; গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর ২।৩।১৫০ ; গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ ২।১৩।৩৮ ; গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর ১।১৪।৪৭ ; গঙ্গাপথে দুই ভাই ২।২৫।১৬৪ , গঙ্গাপথে মহাপ্রভু ২।২।১০৩ ; গঙ্গাপথে যাইবান ২।১৮।১৪৮ , গঙ্গাময়ী মায়ু ঠাকুর ১।১২।৭২ ; গঙ্গা মৃত্তিকা আনি ৩।১০।৩৩ ; গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ ২।১২।৩২ ; গঙ্গাস্নানে কহু হবে ২।৩।৮১ ; গঙ্গাস্নান কর যাই ১।১৪।৭০ ; গঙ্গাস্নান করি পূজা ১।১৪।৪৬ ; গঙ্গাতে কমল জন্মে ১।১৬।৭৪ ; গঙ্গায় আনিয়া মোরে ২।৩।৩১ ; গঙ্গায় যমুনা বহে ২।৩।৩৩ ; গঙ্গার নিকটে গঙ্গা দেখি ২।২০।১০ ; গঙ্গার বন্দনা করি ১।১৬।২৭ ; গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকে ১।১৬।৫৩ , গঙ্গার মহত্ত্ব সাধা ১।১৬।৭৭ ; গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না ৩।৩।২১৭।

গড় খাইতে ভাসে যেন ২।১৫।১৭৫ ; গড়িয়ার পথ ছাড়িল ২।২০।১৫।

গণসহ ভাল স্থানে ২।১৪।১১৩ ; গণসহ মহাপ্রভু ভোজন ৩।৭।৪৮ ; গণি ধানে দেখে সর্পজ ১।১৭।২২ ; গণিতে লাগিলা সর্পজ ১।১৭।২৮ ; গণস্থল ঝলমল ৩।১৫।৬৪।

গত বর্ষে পৌষে আমা ৩।২।৭৬।

গঙ্গদ বাণী রোম উঠিল ৩।১৮।৪৭ ; গঙ্গাইর গৌরঙ্গ বলি ৩।৭।১৪৮ ; গঙ্গাধর আদি প্রভুর ১।৪।১৫ ; গঙ্গাধর জগদানন্দ শঙ্কর ১।১০।১২৩ ; গঙ্গাধর জগদানন্দ স্বরূপের ২।২।৬৭ ; গঙ্গাধর দামোদর ১।৪।১৮৫ ; গঙ্গাধর দাস গোপীভাবে ১।১১।১৪ ; গঙ্গাধর পণ্ডিত আসি ২।১৬।২৫৩ ; গঙ্গাধর পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য ৩।১০।১৫০ ; গঙ্গাধর পণ্ডিত যবে ২।১৬।১২২ ; গঙ্গাধর পণ্ডিত রহিলা ২।১৫।১৮১ ; গঙ্গাধর পণ্ডিতাদি ১।১২।২৩ ; গঙ্গাধর পণ্ডিতে তৈহো ২।১৬।৭৭ ; গঙ্গাধর পণ্ডিতের তত্ত্ব ৩।৭।২২৮ ; গঙ্গাধর প্রাণনাথ নাম ৩।৭।১৪৭ ; গঙ্গাধরে ছাড়ি গেহু ২।১৬।২৭৫।

গন্ধ আশ্বাদিতে প্রভু ৩১২৮৪ ; গন্ধ তৈল মর্দন ৩১৮২৭ ; গন্ধপুষ্পপদীপে ২১২৮০ ; গন্ধবস্ত্র অলঙ্কার ২১৫২১ ; গন্ধ বাটে তৈছে ২৪১২০ ; গন্ধকর্ষের দেহে গান ৩২১৪৭ ।

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে ২২০২৩৮ ; গবাক্ষের রক্তে যেন ১৫৫৬২ ।

গমন কালে সনাতন ২১৬২৬৩ , গম্ভীর করুণ মৈত্র ২২২৪৭ ; গম্ভীর চৈতন্যলীলা ১১৪১৬৬ ; গম্ভীরা ভিতরে বাহ্যে ২২১৬ ; গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি ৩১২১২২ ; গম্ভীরার দ্বারে কৈল ৩১০১৭২ ; গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ ৩১৭৮ ; গম্ভীরার ভিত্তো মুখ ৩১২১৫৫ ।

গম্মা বারাগনী আদি ২৫১১০ ; গম্মা হৈতে আসিয়া ১১৭১২২ ।

গরুড় পণ্ডিত লয়ে ১১০১৭৩ ; গরুড়ে চড়ি দেখে ৩১৪১২২ ; গরুড়ের পাছে রহি করে ৩১৬১৭২ ; গরুড়ের পাছে রহি দর্শন ২৬৬২ ; গরুড়ের সমিধানে ২২১৪৭ ; গরুড়-স্তম্ভের তলে ২২১৪৭ , গরুর যতক রোম ১১৭১৫২ ।

গর্ব অভিলাষ ভয় ৭১৪১৭১ ; গর্ক করি আইসে সঙ্গে ২২১৪০ ; গর্ক চূর্ণ হৈলে পাছে ৩৭১১০৩ ।

গর্ভোদকশায়ি দ্বারে ২২০২৬০ ; গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী ১৫১৬৬ ।

গলাগলি করি দৌহে ২২২৬৩ ; গলে বস্ত্র ঝাড়ি পড়ে ২১১১৭৫ ; গলে মালা দেয় মাথায় ২১৫৮ ।

গাই নাচি নাহি আমি ১৭১২২ ; গাঢ় অন্তরাগ হয় জানি ২১১১৩৫ ; গাঢ় প্রেমভাবে হৈঁহো ২১৪১৫৮ ; গাঢ় ভক্তি যোগে তবে ২২১১২৩ , গাঢ়ান্তরাগের বিয়োগ ৩৪৬০ ; গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের ২১২২০৮ ; গাঢ়কণ্ঠ হৈলা রসা ৩৪১৪ ; গানমধ্যে কোন্ গান ২৮২০৪ ; গাবীগণ মধ্যে যাই ৩১৭১১৪ ; গাবী দেখি স্তব্ধ প্রভু ২১৭১৮৪ ; গাবীসব চৌদিকে শুখে ৩১৭১১৭ ; গাভীয়া গেল দৌহার ২১৪৮০ ; গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ ২২৫১০২ ; গায়ের সঙ্গম গীত ৩১২১৫১ ; গাঠস্থ্যে প্রভুর লীলা ১১৩১৩ ; গাল ফুলিল আঁচাখা ২১৬৮০ ।

গিরি ধাতু শিথিপিচ্ছ ২১৪১২১ ।

গীতগোবিন্দ পদ গায় জগমন ৩১৩৭৮ ; গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে ৩১৫১৭২ ; গীতশ্লোক গ্রন্থ কিবা ৩৫২২ ; গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ১৭১১২২ ; গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য ১১৩৬২ ; গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ২৬২৪ ; গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ ২৬১৪২ ; গীতের গুঢ় অর্থ ৩৫২০ ।

গুণামালা দিয়া দিলা ৩৬৩০১ ; গুণমধ্যে ছলে করে ৩৮৭৪ ; গুণরাজ খান কৈল ২১৫১১০০ ; গুণ-শব্দের অর্থ কৃষ্ণের ২২৪৩৩ ; গুণশ্রেণী পুষ্পমালা ২৮১৩৬ ; গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ২২৪৮৫ ; গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্মল ২২৪৮০ ; ২২৪৮২ ; গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া গুণে ১৫৮৮ ; গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়াসনে ২২০২৪৭ ; গুণাধিক্য স্বাদাধিক্যে ২৮৬৭ ; গুণাবতার আর ২২০২১৪ ; গুণাবতার তেঁহো সর্ব ১৬৬৬ ; গুণাবতারের এবে গুন ২২০২৫৭ ; গুণার্ণব মিশ্র নাম ১৫১১৪৬ ; গুণে দোষোদ্‌গার ছলে ২৭১৩১ ।

গুণ্ডিচাগৃহের কৈল ৩১০১০০ ; গুণ্ডিচা দেখিয়া যান ২১১৪৪ ; গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে ২১৫১৪১ ; গুণ্ডিচা মন্দিরে কিবা ৩১৮৩৪ ; গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা ২১২১৭৮ ; গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর ১১২১১৮ ; গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন ২১২১৭০ ; গুণ্ডিচা মার্জন লীলা ২১২২১৮ ; গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে ২১১৩৫ ; গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় ২১৫১২৮ ।

গুণ্ডদন্ত জলযুক্ত করে ২১৪৭৮ ; গুণ্ডে বোলাইল নীলাশ্বর ১১৪১০ ; গুণ্ডে রাখিহ কাই ২৮২৪১ ; গুণ্ডে সভারে আনি ২৩১৪ ।

গুরু অন্তর্য্যামিরূপে ২২২৩০ ; গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন ২১০১১৪০ ; গুরু আজ্ঞা না লভ্যিবে ২১০১৪১ ; গুরু ইহার কেশবভারতী ২৬৭০ ; গুরু উপেক্ষা কৈলে ৩৮২২ ; গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম ২২৫৩ ; গুরুকর্ণে কহে

কহ ২৯৫৫ ; গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ২১৯১৩৩ ; গুরু কৃষ্ণরূপ হন ১১১২৭ ; গুরুঠাকুর আজ্ঞা মাগি ২১০১০৭ ; গুরুতর কহিয়াছে ১৭৭২ ; গুরুতুল্য জীগণের ২২৪৪২ ; গুরু নানা ভাবগণ ২২২৬৫ ; গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা ২২২৬১ ; গুরুপাশে সেই ভক্তি ২২৫১০১ ; গুরুবর্ণ নিত্যানন্দ ১৫১২২৩ ; গুরুবুদ্ধে ছোট বিপ্র ২৫১৩৩ ; গুরু বৈষ্ণব ভগবান ১১১৩ ; গুরুভোজনে উদরে কভু ৩১০১৮ ; গুরু মোরে মূৰ্খ দেখি ১৭৭৬২ ; গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপা ১১১২৭ ; গুরু লক্ষণ শিখলক্ষণ ২২৪২৪২ ; গুরু লঘু ভাব তার ১১০১৩ ; গুরু-শিষ্টা-ন্যয়ে সত্য ২১০১৬৭ ; গুরু সম লঘুকে করায় ১৬৪৪২। গুরুসেবা উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ২২৪২৪৪ ; গুরু হৃদয় তরুলতা ৩১৯৭৬ ; গুরু হৈয়া শিষ্টে নমস্কার ২১৭১৬১ ; গুরুর কিস্কর হয় ২১০১৩২ ; গুরুর সম্বন্ধে মাগু ১১০১৩৮ ; গুরুজ্যো বাগ লক্ষ্য ৩১৩৭৮।

গুহ অঙ্গের হয় তাঁহা ৩৫৩৭।

গুট মোর হৃদয় তুফি ৩১৭৬।

গৃহস্থিতি যেন ছিল ৩৩১৩১ ; গৃহভিতর বসি কৈল ২১২১২৭ ; গৃহসহিত আত্মা তাঁরে ২১০১৩০ ; গৃহস্থ বিষয়ী আমি ২১৫১০৪ ; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার ২১২১৮৮ ; গৃহস্থ হইয়া করিব ১১৫১১৮ ; গৃহস্থ হইলাম এবে ১১৫২৩ ; গৃহস্থ হৃদয় রায় নহে ৩৫৭৭ ; গৃহস্থ হয়নি ইহো ২১৫২৬ ; গৃহস্থের ঘরে তোমায় ৩৩১৪৪ ; গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম ১১৫২৪ ; গৃহে দুইজন দেখে ১১৪৫ ; গৃহে পাক করি প্রভুকে ২৭৭৫০ ; গৃহে বসি কৃষ্ণনাম ২৭১২৪ ; গৃহের ভিতরে প্রভু ২৩৫৭।

গৌ গৌ শব্দ করে ৩১৯৫৭ ; গৌকর্ণ শিব দেখি ২৯২৫৩ ; গোকুল দেখিয়া আইল ২১৮১৬২ ; গোকুলাখ্য মথুরাখ্য ২২০১৮৩ ; গোকুলে কেবলা রতি ২১৯১৬৬ ; গোকুলে রহিলা দৌহে ৩১৩৪৪ ; গোড়াইলা নৃত্যগীত ২১১০১ ; গোদাবরী তীরে চলি ২৮৮ ; গোদাবরী তীরে বনে ২১৯৫ ; গোদাবরী দেখি হৈল ২৮৯ ; গোদাবরী পার হৈয়া ২৮১০ ; গোদোহন করিতে ২৪৩০।

গোপগণের যত, তার ২২১১৬ ; গোপ গোপী সঙ্গে ১৫১১৮ ; গোপগৃহে জন্ম ছিল ১১৭১০৫ ; গোপজাতি আমি বহু ৩৬৭৪ ; গোপজাতি কৃষ্ণ ২৯১২৪ ; গোপবালক সব ২৩১১ ; গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম ১১৭১৭২ ; গোপবেশ বেণুকের ২১১৮৩ ; গোপবেশ হৈলা প্রভু ২১৫১৮ , গোপলীলায় পায় যেই ৩১৯১১।

গোপাল আচার্য্য আর ১১০১১২ ; গোপাল আসিয়া কহে ২৪১৫৭ ; গোপাল কহে পুরী ২৪১০৫ ; গোপাল গোপীনাথ ২৪২০৭ ; গোপাল গোবিন্দ রাম ১১৭১১৬ ; গোপাল চক্রবর্তী নাম ৩৩১৭৮ ; গোপাল চন্দন মাগে ২৪১৪২ ; গোপাল তাঁরে আজ্ঞা ২৪১৮৫ ; গোপাল দর্শনে থণ্ডে ২৪২৫ ; গোপাল দেখিয়া লোক ২৫১০৮ ; গোপাল দেখিয়া সভে ২৪৮৪ ; গোপাল বালক এক ২৪২৩ ; গোপাল বিপ্রেস ক্ষমাইল ২১১৪৩ ; গোপাল ভট্টাচার্য্য তাঁর ৩২৮৮ ; গোপাল প্রকট করি ২১৭১৫২ ; গোপাল প্রকট শুনি ২৪২৭ ; গোপাল প্রকট হৈল ২৪৮৮ ; গোপাল মন্দিরে গেল ২১৮৩৫ ; গোপাল যদি সাক্ষী দেন ২৫৭৬ ; গোপাল রহিলা দৌহে ২৫১১৫ ; গোপাল লইয়া সেই ২৫১২২ ; গোপাল-চরণে মাগে ২৫১২১ ; গোপালচম্পু নাম গ্রন্থসার ৩৪২২১ ; গোপালচম্পু নাম গ্রন্থ মহা ২১৩২ ; গোপাল-প্রভাবে হয় ২৪৭৮ ; গোপাল রায়ের দর্শন ২১৮২০ ; গোপালসঙ্গে চলি আইলা ২১৮৩৪ ; গোপাল-স্থাপন ক্ষীর ২২৫১২৮ ; গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি ২৫৪ ; গোপাল-সৌন্দর্য্য দৌহার ২৫১৪ ; গোপালে পরাইব এই ২৪১৮০ ; গোপালের আগে এক কহ সত্য ২৫৩০ ; ২৫৭১ ; গোপালের আগে পড়ে ২৫১১০ ; গোপালের আগে বিপ্র ২৫৩১ ; গোপালের আগে যাব ২৫১৩৪ ; গোপালের আগে লোক ২৪২২ ; গোপালের পূর্ব্বকথা ২৫৬ ; গোপালের সহজ প্রীতি ২৪২৪ ; গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর ২১৮৩২ ; গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোকে ২৫১০২।

গোপিকা অহুগা হৃদয় ২৯১২৫ ; গোপিকা জানেন কৃষ্ণের ১৪১৭৫ ; গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাটে ১৪১৬১ ; গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ ১৪১৫৮ ; গোপিকা ভাবের এই স্বদূত ১১৭১৭১ ; গোপিকা

হয়েন প্রিয়া শিষ্টা ১৪১৭৪; গোপিকার প্রেমে নাহি ২১৪১৫৫; গোপিকার ভাব না যায় ১১৭১২৭৩; গোপিকার মন হরিতে ২১২১৩৪; গোপিকার স্বথ কৃষ্ণস্বথে ১৪১১৬০; গোপিকারে হাস্ত করিতে ২১২১৩৫।

গোপী অমৃগতি বিনা ২৮১১৮৫; গোপীগণ করে যবে ১৪১১৫৭; গোপীগণ কহে সন্ভে করিয়া ৩১৬১১৩৩; গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের ১১৭১২৭৭; গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের ২১৪১২২১; গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা ২১৪১১৫৭; গোপীগণ সহ বিহার ৩১৭১২৫; গোপীগণের প্রেম অধিকৃত ১৪১১৩২; গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ২৮১৮০; গোপীগণের শুদ্ধ প্রেম ৩১৭১৬১; গোপী গোপী নাম লয় ১১৭১২৪০; গোপী গোপী নাম শুনি ১১৭১২৪১; গোপী গোপী বলিলে বা ১১৭১২৪২; গোপীচন্দন ভিতর ২১২১৩০; গোপীচন্দন মালা ধৃতি ২১২৪২৪৫; গোপীদ্বারা লক্ষী করে ২১২১৪০; গোপীনাথ অইলা বাসার ২১১১১৬৬; গোপীনাথ আচার্য্য কহে ২১৬১৫০; গোপীনাথ আচার্য্য কিছু ২১৬১৭৬; গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে ২১৬১৪২; ২১৬১৩৩; গোপীনাথ আমার সে এক ২১৪১১৫২; গোপীনাথ এই মত ৩১২১২১; গোপীনাথ কহে ইহার ২১৬১৭২; গোপীনাথ কহে তোমার ২১৪১৮৩; গোপীনাথ কহে নাম ২১৬১৭০; গোপীনাথ চরণে কৈলা ২১৪১১৫৪; গোপীনাথ চিনে সভাকে ২১১১৬০; গোপীনাথ পট্টনায়ক রামরায়ের ৩১২১১৬; গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ২১১২৫১; গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক ৩১৪১৪৫; গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে ৩১২১৮৪; গোপীনাথ প্রভু লক্ষ্য ২১৬১৬৫; গোপীনাথকে বড় জানা চান্দ্রে ৩১২১২; গোপীনাথ বড় জানারে ডাকিয়া ৩১২১০২; গোপীনাথ বাণীনাথ দুই ২১১১১৬৪; গোপীনাথরূপে যদি ২১৪১২০৫; গোপীনাথ-সিংহ এক ১১০১৭৪; গোপীনাথ-সেবক দেখে ২১৪১২০০; গোপীনাথচার্য্য আর ২১৬১১২৭; গোপীনাথচার্য্য উত্তম ২১২১১৭৬; গোপীনাথচার্য্য কহে ২১৬১২০; গোপীনাথচার্য্যে কিছু ২১৪১৮১; গোপীনাথচার্য্য গেলা ২১৫১২৬৫; গোপীনাথচার্য্য চলে ২১২১৩৩; গোপীনাথচার্য্য জগদানন্দ ৩১০১১৫১; গোপীনাথচার্য্য তারে করিয়াছে ২১১১১৮৭; গোপীনাথচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা ২১৬১২৫; গোপীনাথচার্য্য বোলে আমি ২১৬১২২০; গোপীনাথচার্য্য ভট্টাচার্য্য ২১১১১১০; গোপীনাথচার্য্য সভাকে করাবে ২১১১৬১; গোপীনাথচার্য্য সভায় বাসাস্থান ২১১১১৬২; গোপীনাথে দেখাইল ২১১১১৬৫; গোপীনাথের অঙ্গে নিতা ২১৪১৫৮; ২১৪১৬২; গোপীনাথের ক্রোধ হৈল ৩১২১২; গোপীনাথের নিন্দা আর ৩১২১৪৭; গোপীনাথের সেবকগণে ২১৪১৬১; গোপীনাথের ক্ষীর ২১৪১১৭; গোপীপ্রোমে করে কৃষ্ণ ১৪১১৬৮; গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ ২১২১১৩৩; গোপীভাব দর্পণ ২১২১১২২; গোপীভাব যাতে প্রভু ১১৭১২৭০; গোপীভাব হৃদয়ে ৩১২১৫০; গোপীভাবে প্রভু বিরহে ২১১১৫২; গোপী লক্ষী ভেদ নাহি ২১২১৩২; গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের ১৪১১৬৩; গোপীসঙ্গে লীলা যত ২১৪১২২৩; গোপেন্দ্রসুহৃৎ বিনা তেঁহো ২১৮১২৩৮; গোফার শোভা দেখি ৩১২১৮।

গোবদীর রৌরব মধ্যে ১১৭১১৫২; গোবর্দ্ধন উপরে আমি ২১২১২০; গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট ২১৮১২২; গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা ২১৮১১৩; গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় ২১৮১২৮; গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্ন ২১৫১২৩২; গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে ৩১৪১৮০; গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে ৩১৪১২২; গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ ৩১৪১১০১; গোবর্দ্ধনে তাজিবে দেহ ১১০১২২; গোবর্দ্ধনে না চড়িহ ৩১৩১৩৮; গোবর্দ্ধনের চৌদিকে ৩১৪১১০১; গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো ৩১২১৪৭; গোবর্দ্ধনের শিলা কভু ৩১৬১২৮৫; গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা ৩১৬১২৮১; ৩১২১১০৪।

গোব্রাহ্মণহ্রোহি সঙ্গে ২১১১৮৬; গোব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা ২১৬১১৮৬; গোব্রাহ্মণ হিংসা করে ৩১৩১৪২।

গোবিন্দ আইলা করিতে ৩১০১৭২; গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা ১১০১১৪২; গোবিন্দ আসি দেখি ৩১২১১৫০; গোবিন্দ আসিয়া করে ৩১০১৮১; গোবিন্দ করিল প্রভুর ২১০১১৩৮; গোবিন্দ কহে উঠি আসি ৩১১১১৭; গোবিন্দ কহে করিতে ৩১০১৮৫; গোবিন্দ কহে জগন্নাথ ৩১৩১৮৫; গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা ৩১০১২০; গোবিন্দ কহে মনে ৩১০১২২; গোবিন্দ কহে রাঘবের ৩১০১২৫; গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত ৩১২১৩৬; গোবিন্দ কানীশয়ে প্রভু ৩১৮১৫৮; গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে ২১৮১৩০; গোবিন্দকুণ্ডের জল ২১৪১৫৪; গোবিন্দ দ্বারায় হুঁহাকে ৩১৪১৪২; গোবিন্দদ্বারায় প্রভুর

৩১৫২ ; গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু ৩১০৮২ ; গোবিন্দ ধাইল পাছে ৩১৪৮১ ; গোবিন্দপাশে শুনি প্রভু ৩৬২৭৭ ; গোবিন্দ প্রধান কৈল ২১৩৪১ ; গোবিন্দ প্রভুকে কহে ৩৬২১২ ; গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে ৩৬২১১ ; গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু ৩৭৪২ ; গোবিন্দ মাধব আর ২১১৭৭ ; গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ১১০১১৩ ; গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ ১১১৪৮ ; গোবিন্দচরণে কৈল ৩১৩১২২ ; গোবিন্দ-চরণারবিন্দ য়ার ৩১৩১২২ ; গোবিন্দ-বিরহে শূন্য ৩২০৩২ ; গোবিন্দ বিরুদাবলী ২১১৩৫ ; গোবিন্দ ভক্ত আর বাগীনাথ ২১৮৪৬ ; গোবিন্দ-মহিমা জ্ঞানের ২১২২২ ; গোবিন্দ-সর্বস্ব সর্বকাজ ১৪৭১ ; গোবিন্দাদি মিলি সভে ৩২১৫৩ ; গোবিন্দানন্দিনী রাধা ১৪৭১ ; গোবিন্দের ঠাক্রি তৈল ৩১২১০৩ ; গোবিন্দের ঠাক্রি রাঘব ৩১১৫৩ ; গোবিন্দের প্রতিমূর্তি ১৫৬০ ; গোবিন্দের প্রিয় সেবক ১৮৬১ ; গোবিন্দের ভাগ্যসীমা ২১০১৪৫ ; গোবিন্দের মাধুরী দেখি ২২০১৫০ ; গোবিন্দের মুখে প্রভু ৩৬৩১৪ ; গোবিন্দের সঙ্গে করে ২১০১৪৫ ; গোবিন্দের সঙ্গে সেবা ১১০১৪১ ; গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন ৩১২৫১ ; গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল গ্রিহা আজ ১১২১৩৪ ; গোবিন্দেরে কহি এক ৩১৩১০৩ ; গোবিন্দেরে কহি সেই ৩১৩১১ ; গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে ৩৬২০৪ ; গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু ৩১৬৫০ ; গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু ৩১২১৪৪ ; গোবিন্দেরে পুছে ইহা ৩১৩১০ ; গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে ৩১৬৪০ ; গোবিন্দেরে সভে পুছে ৩১০১০২ ।

গোময়-জলে লেপিল ৩৩১৫০ ।

গোয়ালের ঘরে গোহালি ৩৩১৪৫ ।

গোলোক গোকুল ধাম ২২০৩৩০ ; গোলক পরব্যোম ২২১৪০ ; গোলোক বৈকুণ্ঠ স্বর্গে ২২০২২২ ; গোলোকাখা গোকুল ২২১৭৪ ; গোলোকে ব্রজের সহ ১৩৩৩ ।

গোষ্ঠী সহিতে কৈল ২১৪০ ।

গোসমাজ শিব দেখি ২১৬৬ ; গোসাক্রি আইলা গ্রামে ২১২২৮ ; গোসাক্রি কহেন এই মত ৩৪৪৪ ; গোসাক্রি কহে এক ক্ষণ ২২০৪২ ; গোসাক্রি কহে কেহো দ্রব্য ২২০৩১ ; গোসাক্রি কহে পুরীশ্বর ২১০১৩২ ; গোসাক্রি কহে মোহর ২২০৩৪ ; গোসাক্রি কহে যে খণ্ডিল ২২০৮৮ ; গোসাক্রি কুলিয়া হৈতে ২১১৫৩ ; গোসাক্রি কোতুকে নিল ২১২৬৬ ; গোসাক্রি গোসাক্রি এবে ৩৩১০ ; গোসাক্রি ঠাক্রি নিত্য আসে ৩৩৩ ; গোসাক্রি দাস আনি মালা ১৮৭১ ; গোসাক্রিদাস পূজারী ১৮৬২ ; গোসাক্রি দেখিয়া আচার্য্য ২৩১১৭ ; গোসাক্রি দেখিতে লোক ২১২২৮ ; গোসাক্রি তারে প্রীত করি ৩৩৮ গোসাক্রি প্রমাণ পথ ২২৪১৬০ ; গোসাক্রি বিদায় দিল ৩১১৫৮ ; গোসাক্রি ঘাই বসিলা ৩৩১৪২ ; গোসাক্রি রাখিতে করিহ ২১৬৫ ; গোসাক্রির অভিপ্রায় এই ৩৬৩০০ ; গোসাক্রির আবেশ দেখি লোক ২১৫৩৬ ; গোসাক্রির আবেশ দেখি সভে মৌন ৩২১১২ ; গোসাক্রির জানিতে চাতি ২৬৪২ ; গোসাক্রির ঠাক্রি আইলা ২২০৮৩ ; গোসাক্রিরে নমস্করি ৩৩১০২ ; গোসাক্রির পাণ্ডিত্য প্রেমে ২১১০০ ; গোসাক্রির ভগিনীপতি ২২০৩৭ ; গোসাক্রির মহিমা তেঁহো ২১১৬৫ ; গোসাক্রির শয়ন করাই ৩১৭৭ ; গোসাক্রির শেষ অন্ন ২৭১২০ ; গোসাক্রির সঙ্গে ভক্ত ৩১৪৮ ; গোসাক্রির সঙ্গে রহে ২১২০২ ; গোসাক্রির স্থানে আচার্য্য ২৬১০৬ ; গোসাক্রির সৌন্দর্য্য দেখি ২১৩৫

গোড় নিকট আসিতে ২১১১৮ ; গোড় বঙ্গ উৎকল ২১৭৪২ ; গোড় সব রথ টানে আগে না ২১৪৪৫ ; গোড় সব রথ টানে করিয়া ২১৩২৬ ; গোড় হৈতে আইলা তেঁহো ২১০৪ ; গোড় হৈতে আইল দুই ২৪১০২ ; গোড় হৈতে চলি আইলা ২১০২৬ ; গোড় হৈতে বৈষ্ণব ২১১৫৬ ; গোড় হৈতে ভক্ত আইসে ২১১৫৩ ; গোড় দেশ দিয়া যাব ২১৬২০ ; গোড়দেশ ঘাইতে তবে ৩১২৬৪ ; গোড়দেশ হৈতে সব ২১১২২ ; গোড়দেশে পাঠাইতে ২১০৬৬ ; গোড়দেশে পূর্বশৈলে ১১৪৬ ; গোড়দেশে যত হয় ৩১৬২ ; গোড়দেশে যাহ লবে ২১৫৪০ ;

গোড়দেশে হয় মোর ২১৬৮২; গোড়দেশের ভক্তগণ ৩২১৭; গোড়দেশের ভক্তের কৈল ১১০১১২; গোড়দেশের লোক নিস্তারিতে ৩২১৬।

গোড়িয়া আইসে দধি ২২৫১৫৮; গোড়িয়া উড়িয়া যত ৩১৫৩; গোড়িয়া ঠক এই ২১৮১৬২; গোড়িয়া বাটপাড় নহে ২১৮১৬৫; গোড়িয়া সন্ধীৰ্তন আর ৩১০৪৬; গোড়িয়া সম্প্রদায় সব ৩১০৪৪; গোড়িয়া ভক্তে আজ্ঞা দিল ২১১২৬।

গোড়ে আসি অহুপমের ৩১৩২; গোড়ে উৎকলে যত ২১৫২১৬; গোড়ে ঐছে আবেশ ৩২১৪; গোড়ে পূৰ্ণ ভূতা প্রভুর ১১০১৪৭; গোড়ে যে অর্থ ছিল ৩৪২০৬; গোড়ে রহি মোর ইচ্ছা ২১৬৬৩; গোড়ে রহে পাৎসাহা ৩৩১৭২; গোড়ে রাখিল মুদ্রা ২১২৮; গোড়েশ্বর যখন রাজা ২১১৫৮; গোড়ের নিকটে গ্রাম ২১১৫৬; গোড়ের ভক্ত আইসে ২১১১৪; গোড়ের ভক্তগণে তবে ২১১৩৭; গোড়ের ভক্তগণ যত ৩৭৫১।

গোণ বৃত্তো যেবা ভাষ্য ১৭১০৪; গোণ মুখ্য বৃত্তি কি ২২০১২৮; গোণার্থ করিল ১৭১০৫; গোণার্থে ব্যাখ্যা করে ১৭১২৬।

গোতমী গঙ্গায় যাই ২২১২২।

গৌর অঙ্গ নহে মোর ২১৮২৩৮; গৌর আগে চলে শ্রাম ২১৩১১৩; গৌর কথা বিনা আর ১৮৬৩; গৌর গোপাল ময় ৩২৩০; গৌর জঙ্গমরূপে ৩৫১৪২; গৌরচন্দ্র বলে লোক ১১৭১৩৪; গৌরচন্দ্র বিনা নাহি ১১০১২; গৌর দেহ কাস্তি ২৩১০৭; গৌরপাদ পদ্ম যার ৩৫১০৩; গৌর প্রভু দয়াময় ১১৩১২১; গৌর ভক্তগণ কৃপা কে ৩৫১৪২; গৌর যদি আগে না যায় ২১৩১১৩; গৌর লীলা ভক্তি-ভক্ত ৩৫১৫৪; গৌরলীলামৃতসিদ্ধ ১১২২২; গৌর হরি বলি তাঁরে ১১৩২৩; গৌরস্থ দান হেতু তৈছে ৩৬৮।

গৌরান্ন-স্তবকল্পবৃক্ষে ৩৬৩১২; ৩১৪৬৮; ৩১৪১১৩; ৩১৬৮০; ৩১৭৬৭; ৩১২৭১; গৌরান্নের শেষ লীলা ১৮৬০।

গৌরী দাস পণ্ডিত ষাঁর ১১১১২৩।

গ্রন্থ বাঢ়ে পুনরুক্তি ২২৫১৬; গ্রন্থ-বাহুলা ভয়ে নারে ১১২১৫৩; গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তেঁহো ১১৩৪৭; গ্রন্থ লোক গীত কেহো ২১০১১০; গ্রন্থের আরম্ভে করি ১১১৩; গ্রন্থের ফল শুনাইবে ৩১১১৫।

গ্রন্থগ্রন্থ প্রায় নকুল ৩২১৭।

গ্রাম উজাড় হৈল ২১৮২৬; গ্রাম সন্মুখে আমি তোমার ১১৭১৪৪; গ্রাম সন্মুখে চক্রবর্তী ১১৭১৪২; গ্রাম সন্মুখে তুমি ১১৪৪২; গ্রাম্য কথা না শুনিবে ৩৬২৩৪; গ্রাম্য কবির কবিত্ব ৩৫১০৪; গ্রাম্যবার্তা নাহি শুনে ৩১৩১৩১; গ্রাম্যবার্তা ভয়ে ২৪১৭৭; গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত ২২০২৪।

গ্রামান্তর হৈতে দৈবে ২১৭২২; গ্রামে গ্রামে কৈলা ১৭১৫২; গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি ৩৬১৭১; গ্রামে ধনি হৈল ব্যাধ ২২৪১৮৮; গ্রামের ঈশ্বর তোমার ২৪৪৭; গ্রামের ঠাকুর তুমি ১১৭২০৬; গ্রামের নিকট আসি ২৫১০২; গ্রামের ব্রাহ্মণ সব ২৪৫৪; গ্রামের যতেক তগুল ২৪৬৬; গ্রামের লোক আসি ২৪৩৬; গ্রামের লোক সব অন্ন ২২৪১৮৮; গ্রামের শুল্ক হাটে ২৪১২৪।

গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র ৩৬২৪।

গ্রাহক নাহি না বিকায় ২১৭১৩৫।

গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ ২৪১৬৮; গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ ২৪১৬৪।

ঘ

ঘ

ঘ

ঘ

ঘট পট্টা মুখ তুষ্টি অৱাৱাচ; ঘট ভরি প্রভু তেঁহো ২১৩৫১; ঘটি একে শত শ্লোক ২১৩৩৪; ঘটে ঘটে
ঠকি ২১২১০৭; ঘটের কারণ চক্র ১৫৫৬; ঘটের নিমিত্ত হেতু ১৫৫৫।

ঘল ঘন পড়ে প্রভু ২১৩১৬০।

ঘর দুই গুণালিকার ২১২১০০; ঘর ভাত করে আর ২১৩১০৫; ঘর যাঞ কর সদা ২১৩৮৭; ঘর যাহ ভর
কিছু ২১২০০; ঘর বৃষ্টি সহৈ আনেন ২১০১১২; ঘৰিতে ঘৰিতে যৈছে ২১৪১২০।

ঘরে আইলা প্রভু লঞা ১১৩২১; ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য ২১৩২২৪; ঘরে আসি করে প্রভু ২১৫১৬; ঘরে
আসি তেঁহো প্রভুর ২১৩২৪০; ঘরে আসি দুই ভাই ২১১১৭২; ঘরে আসি পবিত্র স্থানে ২১৩৭; ঘরে আসি
প্রভুর কৈল ২১১১১২; ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা ২১৫১১২২; ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য বাটীর মাতা ২১৫১২৫৭;
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি ২১৩৪২; ঘরে আসি মিশ্র কৈল ৩৫৩৫; ঘরে আসি রাত্ৰো ভট্ট ২১১১০৪; ঘরে কৃষ্ণ ভজি
মোরে ২১৩৬৮; ঘরে গিয়া কর সন্তে ২১৩২০৪; ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ ২১২৪১৮১; ঘরে গিয়া সব লোক ১১১১২৫;
ঘরে গুপ্ত হও কেনে ২১২৬৪; ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে ২১২৪১৮৬; ঘরে ঘরে সঙ্কীৰ্তন ১১১১১৫; ঘরে পাইয়াছো
এবে ২১৩১১৪; ঘরে বলি চিন্তে তা-সভার ১১১১২৫২; ঘরে ভাত করি করে ২১৩৬; ২১১০০; ঘরে ভাত রাখে
আর ২১০১৩১; ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ১১৪১৪০; ঘরে যাই দুঃখ মনে ২১১২৩; ঘরে লঞা আইলা ২১১১৮৩;
ঘরেতে পাঠায়া দেয় ১১৩৮১; ঘরের ভিতর গেলা প্রভু ২১৫১২২১।

যাগর কিকিণী বাজে ২১৩২০।

ঘাটি ছাড়ি কথো দূরে ২১৮১১; ঘাটিয়াল প্রবোধি ২১৩২৫; ঘাটীদানী ছাড়াইতে ২১৪১৫২; ঘাটে স্থল
নাহি ২১১১০৪।

ঘুমাঞা পড়েন তৈছে ২১২১৬৭।

ঘুণা করি আলিঙ্গন ২১১৮৭; ঘুণা নাহি উপজয় ২১১৭৮; ঘুণাবুদ্ধি করি যদি ২১১৭২।

ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল ২১০১২৭; ঘৃতসিক্ত পরমায় ২১৫১২৫।

ঘোড়া দশ বার হয় ২১২০; ঘোড়া পিড়া লুটি লবে ২১৮১৬৪; ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় ২১০১৩৮।

ঘোর নরকেতে পড়ে ১৫১২০২।

চ

চ

চ

চ

চ অপি দুই শব্দ ২১২৪৪২; চ অবধারণে ইহা অপি ২১২৪১২০; চ এবার্থে মুনয় এব ২১২৪১৪৭; চ-শব্দ অধাচর্যে
অর্থ ২১২৪১৪৫; চ-শব্দ অপি অর্থ অপি ২১২৪১১৫; চ-শব্দ এব অর্থ ২১২৪১৩২; চ-শব্দে অপি অর্থ ইহাও ২১২৪১০২;
চ-শব্দে করে যদি ২১২৪১০০; চ-শব্দে সমুচ্চয়ে আর ২১২৪১৪৩।

চই মরিচ সূক্তা ২১৩৪৩।

চক্রপানি আচার্য্য আর ১১২১৫৬; চক্রবর্তী করে দৌহার ২১৩২১৮; চক্রবর্তী শিবানন্দ শাখাতে
১১২১৮৫; চক্রবর্তী সঙ্ঘে হাম ৩১১২৩; চক্রবর্তীর দৌহে হয় ৩১১২৪; চক্রবাক মণ্ডল ৩১৮১২২; চক্রভ্রমি
ভ্রমে যৈছে ২১৩৭৭; চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ ২১০১৬৪; চক্রাদি ধারণ ভেদ স্তন ২১০১২০; চক্রাঙ্ক
ধারণের ২১০১২১।

চঞ্চল স্বভাব কুকের ৩১৫১৭০।

চটকগিরি গমন লীলা ৩১৪১১৩; চটক পর্কতে কিবা ৩১৮১৩৪; চটক পর্কত দেখি গোবর্দ্ধন ২১২৮; চটক
পর্কত দেখি প্রভুর ৩১০১১৬; চটক পর্কত দেখিল আচরিতে ৩১৪১৭২

চড়াইতে চড়াইতে গাল ২১৫২৭৬।

চটি গোপী মনোরথে ২১২১৮২।

চণ্ডাল পবিত্র ধার ২১৬১৮২; চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতি ২১২৬৬।

চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার ২১৫১৮৫; চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই ২১২১৭৩; চতুর্থ চরণে চারি ভূ-কার ১১৬১৭০; চতুর্থ দিবসে গোপাল ২১৮১৩৩; চতুর্থ যে ভক্তভব ১১৭১৩৩; চতুর্থ শ্লোকেতে করি অগতে ১১১৮; চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল ১১৪১৮; চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল ১১৪১২; চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ১১৩২; চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল অনিশ্চিত ১১৩২১; চতুর্থে কহিল জয়ের ১১৭১৩০৭; চতুর্থে মাধব পুরীর চরিত্র ২১২৫১২৮; চতুর্থে ঐসনাতনের ২১২০১২২; চতুর্বিংশে আত্মারাম শ্লোকার্থ ২১২৫১২২; চতুর্বিধ ভক্তভাব ১১৭১২৬৮; চতুর্ভুজ পীতবাস বৈছে ১১৬২৮; চতুর্ভুজ মূর্তি দেখায় ২১২১৩৬; চতুর্ভুজ মূর্তি দেখি ২১২৫৮; চতুর্ভুজ মূর্তি ধরি আছেন ১১৭১২৭৮; চতুর্ভুজ হৈলে নাম ২১২০১৪৭; চতুর্দশ লোক ভরি ২১১১২০১; চতুর্দশে দিব্যোগ্নার আরম্ভ ২১২০১১৪; চতুর্দশে বাল্যলীলার ১১৭১৩১৬; চতুর্দশে হোরা পঞ্চমী ২১২৫১২০৪; চতুর্দ্বারে করহ উত্তম ২১১৬১১৫; চতুর্দিকে লোকসব ২১৭১৭৬।

চন্দন আনিঞা প্রভুর ৩১৬২৫; চন্দন জলেতে করে ২১৩১১৫; চন্দন তুলসী পুষ্পমালা ২১৪১৬২; চন্দন পরি ভক্তপ্রম ২১৪১৭৫; চন্দন লেপিত অঙ্গ ১১৫১৬৫; চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর ২১০১১৬৫; চন্দনাদি তৈল তাই ১১২১১০১; চন্দনাদি লঞা প্রভু ৩১২১১৪০; চন্দনে পড়ে আমার জ্ঞান ৩১৪১৭১; চন্দনের অঙ্গদ বাল ১১৩৩৭; চন্দনের নিজপুত্র দিল ২১৬৩২; চন্দনের সিংহেশ্বর ২১০১৪৩।

চন্দ্র কাণ্ডে উচ্ছলিত ৩১৮২৫; চন্দ্রশেখর কহে প্রভু ২১৭১২০; চন্দ্রশেখর কীর্তনীয়া ২১২৫১৩২; চন্দ্রশেখর ঘরে আসি ২১২০১৪৫; চন্দ্রশেখর ঘরে কৈল ১১০১১৫২; চন্দ্রশেখর তপন মিশ্র ১১৭১৪৬; চন্দ্রশেখর দেখে বৈক্যব ২১২০১৪৬; চন্দ্রশেখর বৈক্য আর ১১০১১৫০; চন্দ্রশেখর মিলিলা ২১২১২০২; চন্দ্রশেখরেরে প্রভু ২১২০১৬৪।

চক্ৰিণ বৎসর ঐছে নবদীপ ১১৩৩৩১; চক্ৰিণ বৎসর কৈল নীলাচলে ১১৩৩১০; চক্ৰিণ বৎসর ছিল করিয়া ১১৩৩৩২; চক্ৰিণ বৎসর প্রভু কৈল গৃহ ১১৩৩২; চক্ৰিণ বৎসর প্রভুর গৃহে ২১১১০; চক্ৰিণ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস ২১৩২; চক্ৰিণ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস ২১১১১; চক্ৰিণ বৎসর শেষে করিয়া সম্মাস ১১৩৩১০।

চমৎকার হৈল প্রভুর ২১৩১০৬; চম্পক কলিকা সম ৩১৩১২৭।

চরণ-চালনে কাঁপাইল ২১২৪১৬; চরণ পাখালি প্রভু ২১৬৩২; চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ৩১১৩৩৩; চরণে ধরে কহে হরিদাস ৩১১৩৮; চরণে ধরি প্রভুকে ৩১২১২৫; চরণে ধরিয়া কহে ২১৭১৪৫; চরণে ধরিয়া; প্রভুরে ২১৩১১৩; চরণে পড়িয়া শ্লোক ২১০১১১৬; চরণের ধূলি সেই ১১৭১২৩৭; চর্য্য করিতে হয় ৩১৪১২২২; চর্য্য শুচাইয়া কৈল ২১০১১৬৪; চর্য্যচক্ষে দেখে বৈছে স্বর্ঘ্য ১১২১২; চর্য্যচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের ১১৫১১৭; চর্য্য ছাড়ি জ্ঞানানন্দ ২১০১১৫৬; চর্য্যমাত্র উপরে সন্ধির ৩১৪১৬৩; চর্য্যধর পরিধানে ২১০১১৫৪।

চল তুমি আসি সিকদার ২১৮১১৫৮; চল সভে যাই সার্কর্ডোমের ২১৬২৭।

চলি আইলা জ্ঞানানন্দ ২১০১১৪৮; চলি চলি আইলা পুরী ২১৪১৪২; চলি চলি গোসাঞি তবে ২১২০১৩৬; চলিতে চলিতে আইলা ১১৫১২; চলিতে চলিতে প্রভু ২১৫১৪৬; চলিতে না পারে কেমনে ৩১৪১১২; চলিতে নূরুধনি ১১৪১৭৪; চলিতেছিল আচার্য্য ৩১২৪৪; চলিবার তরে প্রভুরে ২১১১৬৪; চলিবার লাগি আত্মা ২১৭১৫৩; চলিবার সজ্জা আমি ২১৩৩০৩; চলিয়া আইলা রথ ২১৩৩১৫৮; চলিল দক্ষিণে পুরী ২১৪১১০; চলিলা আচার্য্য সঙ্গে ২১৬২০; চলিলা মাধবপুরী ২১৪১৫৩; চলিলা সভ ভক্তগণ ৩১২১৮১।

চলে হালে নাহি ভোলা ২১৩৪৮।

চাঁপড়া নাইয়া পল্লারি ২১১১৭৫; চাঁপে চক্কা বড়গে ডারা ২১১১৩৩; চাঁপে হৈতে গোপীনাথে ২১১১৫০; চাঁপের উপর ভোয়ার ২১১১৩৩।

চাতুর্দশ অশ্বে পুনঃ দক্ষিণ ২১১১০২; চাতুর্দশ অশ্বে পুন নিত্যানন্দ ২১১১৫৮; চাতুর্দশ আসি প্রকৃ ২১১১৭৮; চাতুর্দশ কৃপা করি ২১১১৭২; চাতুর্দশ গোড়াইল ২১১১৩০; চাতুর্দশ তাই প্রকৃ ২১১১০১; চাতুর্দশ পূর্ণ হৈল ২১১১৪৮; চাতুর্দশ বহি গোড়ে ২১১১৮৩; চাতুর্দশ সব যাত্রা ২১১১৬১; চাতুর্দশ-বৈবক্ষ্য করে ২১১৫১৪১।

চান্দ ধরিতে চাহে ২১১৮১৮।

চাঁপড় খাইয়া কুক ২১১৩২০; চাঁপড় মারিয়া তারে ২১১৩২০; চাঁপা কলা ঘন হুয় ২১১৫২১৫; চাঁপা কলা চিনি যুত ২১১৫৫৭; চাঁপা কলা দধি সন্দেশ ২১১৫৫০।

চামড়াপুরে আসি দেখে ২১১২০৫।

চারিকুণ্ডী অবশেষ ২১১২০৩; চারিকুণ্ডি আরোয়া ২১১৮২; চারি কোপীন বহির্কাস ২১১৫২; চারি গোসাঞির কৈল রায় ২১১১২৪; চারিজন পরিবেশন ২১১১৮৩; চারিজনে আচ্ছা দিল ২১১৩৩৪; চারিজনে পুন পৃথক ২১২০১৬৩; চারিজন মিলি করে ২১২৫৫৪; চারিজনে যুক্তি তবে ২১১০৬৫; চারিজনের নৃত্য প্রকুর ২১১১২১৪; চারি লগু নিত্যা ২১১০১০০; চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চবরে ২১১১২০৮; চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে ২১১১১২২; চারিদিকে ধার লোক ২১২২৭; চারিদিকে নৃত্যগীত ২১১১২১৩; চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোকা ২১৩৪১; চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ ২১২১১৩৬। চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন ২১২১১৩৪; চারিদিকের লোক সব ২১১১২০৬; চারিদিকে ধরিয়াকে ২১১৫১২০৭; চারিদিকে পাতে যুত ২১১৫১২০৬; চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন ২১১১৬৬; চারিগ্রন্থের রাজি গেলে ২১২০৩২৪; চারিপাশে বেড়ি আছে ২১১১৬৮; চারি পাশে শত ভক্ত ২১২১৮১; চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে ২১১০৪৭; চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় ২১২৪৪৮; চারি বৎসর ধরে পিতামাতা ২১৩১১১৬; চারি বর্ষ ধরি কৃষ্ণ ২১২০২৮০; চারি বর্ষাশ্রমী যদি ২১২২১২০; চারিবার লোক আসি ২১১৬২; চারিবিধ পাপ তার ২১২৪৪৫; চারি বেদ উপনিষদ্ ২১২৫৮২; চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া ২১১১৭৬; চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন ২১৪১২; চারি ভাই সবংশে ২১১০১২; চারি ভাইর দাসদাসী ২১১০১৭; চারি ভাব ভক্তি দিয়া ২১৩১৭; চারি ভাবের চতুর্দিক ২১৪১৮; চারি ভাবের ভক্ত যত ২১৩১২; চারি মহান্তরে তবে ২১১১২০২; চারি মাস এই মত ২১১০১৪২; চারি মাস প্রকুর সঙ্গ ২১১১০১; চারি মাস বর্ষা রহিলা ২১১০১২; ২১১০১৩; চারি মাস বহি গোড়ের ২১১০১৫৪; চারি মাস বহি ভক্ত ২১১২৪৫; চারি মাস বহি সব ২১১১৫৮; চারি মাস রহিলা সতে ২১১৫১৬; চারি মাস রহে প্রকুর ২১১২৩৬; চারি মাসের দিন মুখ্য ২১১৪৬৬; চারি মুক্তি দিয়া ২১১২৬; চারি যুগের অবতার ২১২০২৮২; চারি রসের গুণে বাৎসল্য ২১১১৮৭; চারি লক্ষ গ্রন্থ দৌহে ২১১২২২; চারি শত মুদ্রা হুই ২১১২৫৬; চারি শব্দ সঙ্গে এবের ২১২৪১৪৭; চারি সম্প্রদারে কৈল গায়ন ২১১৩৩৩; চারি সম্প্রদায় কৈল চক্ষিণ ২১১৩৩২; চারি সম্প্রদায় গান করে ২১১৪২১২; চারি সেবক হুই ব্রাহ্মণ ২১১৬২২৭; চারি হস্ত হুই মহাপুরুষ ২১৩৩৩।

চালে গোজা তালপত্র ২১১৬০; চালের উপর শ্লোক দেখি ২১১৭৩।

চাহিয়া না পাইল কুতুর ২১১১৮; চাহিয়া বেড়াইতে আছে ২১১৮৩৬।

চিকিৎসা করেন যারে ২১১০৪২; চিকিৎসার বাত কহে ২১১৫১২১।

চিহ্নহস্তি আশ্রয় তিঁহো ২১৫৩৫; চিহ্নহস্তি জীবনশক্তি মায়া ২১২০১০৩; চিহ্নহস্তি বিকৃতি ধাম ২১২১৪১; চিহ্নহস্তি বিলাস এক ২১৫৩৬; চিহ্নহস্তি মাদ্রাশক্তি জীবনশক্তি আর ২১২০১২২; চিহ্নহস্তি মাদ্রাশক্তি জীবনশক্তি মায় ২১৮১১৬; চিহ্নহস্তি-সম্প্রদায় বৈষ্ণব ২১২১৭২; চিহ্নহস্তি স্বরূপশক্তি ২১২৮৪।

চিড়ানধি দুই সন্দেশ ৩৬৫২; চিড়ানধি মহোৎসব খ্যাতি হৈল ৩৬৯২; চিড়ানধি মহোৎসব তাহাই করিলা ২১১২৬০; চিড়ানধি সন্দেশ কলা ৩৬৯০।

চিত্রবর্ণন তাহাঁ নাহি ১৫১২৯; চিত্র আকর্ষিয়া করে ২১৫১১০; চিত্র আত্র হৈল তার ২১৮১১৬; চিত্র কাটি তোমা হৈতে ২১৩১৩৩; চিত্র দূর হঞা লাগে ১২১১০০; চিত্র কিরি গেল কহে ১১১২৪; চিত্র যোর শুক হৈল ৩৩২৪০; চিত্রশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন ৩২০১০০।

চিত্র এই দুই ভক্টের ২১২১১৭০; চিত্রজন্ম দশ অঙ্গ ২১২৩৪০; চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ১১৩১১২; চিত্র বস্ত্র আর ছত্র ২১৪১১০৭; চিত্রভাব চিত্র গুণ ১১৭১২২৭; চিত্রোৎপলা নদী তীরে ২১৬১১৮।

চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান ১৪১৫৫; ২৬১৪৫; ২৮১১২; চিদবিত্ত্বি আচ্ছাদি তারে ১১১১০৭; চিত্রব্রহ্ম মায়া মিথ্যা ৩২১২৭; চিত্রব্রহ্ম হঞা কেনে ৩৮২০; চিদানন্দ কৃষ্ণের বিগ্রহ ২১২৫১৩২; চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাস্থ ২১৪১২২২; চিদানন্দ তেঁহো তাঁর স্থান ১১১১০৮; চিদানন্দ দেহ সর্বাক্ষয় ২১২০১৩২; চিদৈশ্বর্যপরিপূর্ণ অন্তর্ক ১১১১০৬।

চিন্তা উৎসে প্রলাপাদি ৩১১১৩৩; চিন্তা কাহা উটি গায় ৩১৪১৪২; চিন্তামণিগণ দাসী ২১৪১২০৮; চিন্তামণি ভূমি ১৫১১৭; চিন্তামণিময় ভূমি ২১৪১২০৮; চিন্তিত হইলা সভে ৩১৪১৫৭।

চিনি পাকে উথড়া ৩১০১২২; চিনি পাকে কপূরাদি ৩১০১৩০; চিনি পাকে নাডু কৈল ৩১০১২৬; চিন্নয় জল সেই ১৫১৪৬।

চিন্নড়তালা তীর্থ দেখি ২১২২০৩।

চিরকাল নাহি করি ১৩১১২; চিরকালের পচুয়া জিনে ১১৪১৪৪; চিরদিনে মাধব ২৩১১১১; চিরলোকপাল শবে ২১২১৪০; চিরস্থায়ী ঋণ বিকার ৩১০১২৩; চিরস্থায়ী ক্ষীর সার ৩১০১২৪; চিরাইয়া পর্বতদিকে ৩১৮১৩৮।

চিহ্ন দেখি চক্রবর্তী ১১৪১১১।

চুরি করি দ্রব্য খায় ১১৪১৩৭; চুরি করি রাধাকে নিল ২৮১৭৭; চুরি করি চোকা আঠি ৩১৬১৩২।

চুষিতে চুষিতে হয় ৩১৬১৩৪।

চুড়া পাঞা প্রভু ২৪১১৪; চূর্ণ দিয়া নাডু কৈল ৩১০১২৮; চূর্ণ হৈল হেন বাসো ২৩১১৬১।

চেতন পাইয়া প্রভু ২১৭১২০৭; চেতন পাইয়া পুন ২১৮১৬৬; চেতন পাইল আচার্য্য ২১২৫৫; চেতন পাইলে হস্ত পদ ৩১৭১২০; চেতন হইতে অস্থি ৩১৪১৬৭।

চৈতন্য আবেশ হয় ৩২১২১; চৈতন্য কথা শুনে করে ২১২১১২; চৈতন্য কৃপায় জানে ৩১০১২৭; চৈতন্য কৃপায় লেখিল ৩৩২৫৭; চৈতন্য কৃপাতে সেহো ৩৬১৩৪; চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে ১৩৬৭; চৈতন্য কৃষ্ণের দৈন্ত ১৩৫১; চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্রমত ১১১১৪; চৈতন্যগোসাঞি কৃষ্ণ ২১২৫১১৬; চৈতন্যগোসাঞি তাতে ৩৫১১১০; চৈতন্যগোসাঞি বৈসে ১১২১১৬; চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে ১৬৪৮; চৈতন্য গোসাঞি ধীরে বোলে ২১১২২; চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে ২১২৫৩৭; চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য ১৬১৩৮; চৈতন্যগোসাঞিকে তাঁর ১৫১১৫১; চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব ১১২১০২; চৈতন্যগোসাঞির গুরু ১১২১১২; চৈতন্যগোসাঞির তেঁহো ১৪১১৩২; চৈতন্যগোসাঞির নিন্দা ২১৫১২৫৮; চৈতন্যগোসাঞির যত ১১০১৩; চৈতন্যগোসাঞির লীলা অন্তের ১১৬১১০৪; চৈতন্যগোসাঞির লীলার এইত ৩৩২৫৪; চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ৩৬৪০; চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল ৩৬৪০; চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ১৮১৪২; চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গভীর ৩২৩৩৫; চৈতন্যচরণ দেখি হইল ৩২৮; চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ১১০১৫০; চৈতন্যচরণ বিহু নাহি জানে আর ১১০১৩৪; চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন ২৬১১১৪; চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় ২১৩৩৩২; চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে ৩১০১১৫৭; চৈতন্যচরণে রহৌ বহি ২১১১১৫; চৈতন্যচরিত এই ইন্দ্রপু ৩৪১২২২; চৈতন্যচরিত বর্ণন কৈল ৩২০১৬০; চৈতন্য চরিতাঙ্ক

অমৃত সৈতে অৱাণীয়া; চৈতন্যচরিতামৃত কর নিত্য অপোহ; চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ১।১৬৭;
২।১০৩; ১।৩২২; ১।৪২৩০; ১।৫২২২। ১।৬১০৬; ১।৭১৬৮; ১।৮৮০; ১।৯৫০; ১।১০১৬২; ১।১১৫৮;
১।২২৪৮; ১।২৪৩৩; ১।২৫৩১; ১।২৬১০৫; ১।২৭১৩২৬; ২।১২৭৩; ২।৩২১৬; ২।৪২১০; ২।৫১৬০;
২।৬২৫৮; ২।৭১৫১; ২।৮২৬৮; ২।৯৩৩৭; ২।১০১৮৩; ২।১১২২৬; ২।১২২১২; ২।১৩২০০; ২।১৪২৪২;
২।১৫২২৬; ২।১৬২৮৭; ২।১৭২২০; ২।১৮২১২; ২।১৯২১৫; ২।২০৩৩৭; ২।২১১২৭; ২।২২১২৭; ২।২৩৬৩;
২।২৪২৬৮; ২।২৫১৬৭; ২।২৬১৭০; ২।২৭২৫২; ২।২৮২৩০; ২।২৯২৫৫; ২।৩০২২১; ২।৩১২৫৭; ২।৩২২৬;
২।৩৩২৫১; ২।৩৪২৫২; ২।৩৫১০৭; ২।৩৬২৫৪; ২।৩৭১৩৮; ২।৩৮১১৬; ২।৩৯১৮৬; ২।৪০১৬৮। ২।৪১১১৮;
২।৪২১০৫; ২।৪৩১৪৪; চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন অৱাণীয়া; চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন ২।৫২২;
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন অৱাণীয়া; চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম ১।৮৫৬; চৈতন্যচরিতে তঁহো অতি বড় ১।৮৬২;
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের ২।৮৭২১৮; ২।৮৮১০৫; চৈতন্যচরিত এই পরম অৱাণীয়া; চৈতন্যচরিত যেন অমৃতের
১।৮৯৪; চৈতন্যচরিত লিখি ১।৯০৫; চৈতন্যচরিত শুনে ২।৯১৩৩; চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে ২।৯২৩৬; চৈতন্য
চাপলা দেখি ১।৯৩৬৭; চৈতন্য চৈতন্য করি ২।৯৪১২২; চৈতন্যদাস নাম শুনি ২।৯৫১১; চৈতন্যদাস রামদাস
২।৯৬০; চৈতন্যদাসের দিল ২।৯৭১৪৮; চৈতন্য না মানিলে তৈছে ১।৯৮৮; চৈতন্য নাম তাঁর ২।৯৯১১৩;
চৈতন্য নিজাই য়াতে ১।৯৯২; চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় ২।১০১৮; চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ ১।১০১২; চৈতন্য নিত্যানন্দে
তাঁর পরম ১।১০৫৬; চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব ১।১১২৭; চৈতন্যপ্রভাপ দেখি ২।১১৫৬; চৈতন্য প্রভুর এই
কুপার ২।১২৭০; চৈতন্য প্রভুর মহিমা ২।১৩০১; চৈতন্য প্রভুর লাগি ২।১৪২; চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত
২।১৫২৪১; চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে ২।১৬১২২; চৈতন্য প্রসাদে মনের ২।১৭২০৮; চৈতন্য পারিবদ মোর
মাতুলের ২।১৮৩৪; চৈতন্যপার্শ্ব শ্রীআচার্য ২।১৯২৮; চৈতন্যবিমুক্ত যেই তার এই ২।২০২৭০; চৈতন্যবিমুক্ত যেই
সেই ত ২।২১৬৩; চৈতন্যবিরহে দৌড়ে ২।২২৬২; চৈতন্য বিলাস সিদ্ধ ২।২৩৮৪; চৈতন্যভক্তিযোগে তঁহো
২।২৪১৭; চৈতন্যমঙ্গল ধৌড়ে করিলা ২।২৫১১; চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি ১।২৬৩৮; চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে
অৱাণীয়া; চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি ২।২৭৫৫; চৈতন্য মঙ্গলে তঁহো লিখিয়াছে ২।২৮১৭; চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর
নীলাম্রি ২।২৯১৪; চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন ২।৩০১৮৮; চৈতন্য মঙ্গলে বিস্তারি করিলা ২।৩১৬; চৈতন্য
মঙ্গলে বাহা করিলা ২।৩২৬; চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবুদ্ধাবন দাস ২।৩৩৮; চৈতন্য মঙ্গলে সকলকে ২।৩৪৩০;
চৈতন্য মহিমা জানি এসব ২।৩৫০০; চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে ১।৩৬২২; চৈতন্যমালীর কহি লীলা
২।৩৭২১; চৈতন্য মালীর কুপা ২।৩৮৩; চৈতন্যমালীর ভক্ত ২।৩৯১০; চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ক ২।৪০৬৮;
চৈতন্যলীলামৃত পুর ২।৪১২২২; চৈতন্যলীলামৃত সিদ্ধ ২।৪২১৭২; চৈতন্যলীলারত্নসার ২।৪৩১৩; চৈতন্যলীলাতে
ব্যাস ১।৪৪১৭; ১।৪৫১২; চৈতন্যলীলার আদি অন্ত ২।৪৬১২২; চৈতন্যলীলার তঁহো হয় ২।৪৭১৩; চৈতন্যলীলার
ব্যাস দাসবুদ্ধাবন ২।৪৮৮; চৈতন্যলীলার ব্যাস বুদ্ধাবন দাস ২।৪৯৩০; ১।৫০৬৬; চৈতন্য সমান আর কুপালু
২।৫১২২০; চৈতন্য সিংহের নবধীপে ১।৫২২৩; চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও ২।৫৩২৪।

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেম ৩৩২৪২ ; চৈতন্যাবতারে বহে ৩৩২৪১ ; চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর ২১০১০৩ ;
চৈতন্যষ্টকে রূপগোসাঞি ২১৩১২৮ ।

চৈতন্যে যে ভক্তি করে ২১১২৪ ; চৈতন্যের অবতারে ১৩৮৯ ; চৈতন্যের কৃপা বাঁধা ২১২১২০ ; চৈতন্যের কৃপা রূপ ২১২১২১ ; চৈতন্যের গুণ তত্ত্ব ২১৮২৫৯ ; চৈতন্যের গুণ লীলা ২১৭১৫১ ; চৈতন্যের ভোমা সম ৩১৩১৫৭ ; চৈতন্যের দাস মুক্তি চৈতন্যের ১৬৭৩ ; চৈতন্যের দাস মুক্তি তাঁর দাসের ১৬৭৩ ; চৈতন্যের দাসে জানে ১৪১৮৪ ; চৈতন্যের দাস্ত প্রেম ১৬৪৪ ; চৈতন্যের দাস্তে সভায় ১৬৪৬ ; চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ৩১২১০০ ; চৈতন্যের বাসার আগে ২১১১২২ ; চৈতন্যের ভক্তগণের কর ৩৫১২৪ ; চৈতন্যের ভক্তবাংসল্য অকথ্য ২১৭১২৯ ; চৈতন্যের ভক্তবাংসল্য ইহাতেই ৩১১১০১ ; চৈতন্যের ভক্তবাংসল্য কহিতে না ৩৬২০৪ । চৈতন্যের ভক্তি বেঁধে ২১২১২ ;

চৈতন্যচরিতামৃতের পরিচিষ্ট

চৈতন্যের মর্ষকথা শুনে ৩১২৯৮; চৈতন্যের লীলা এই অধ্যায়ের ৩৫৮৫; চৈতন্যের লীলা গভীর ৩৩৩৮৩; চৈতন্যের শেষ লীলা ১৮৮৪৪; চৈতন্যের সঙ্গে সেই ১৫১৭৬; চৈতন্যের স্মৃতি ৩১২৯৪৪; চৈতন্যের স্মৃতি এই ২১১৮৬।

চৈত্রে বিষ্ণু বৈশাখে ২২০১৬৮; চৈত্রে রহি কৈল সাক্ষ্যভোম ২১৭৫।

চোর প্রায় করে জগন্নাথের ২১৪১২৮; চোরে যেন দণ্ড করি ২১৪১৩১; চোরে লঞা গেল প্রভুকে ১১৪১৩৫।

চৌতরা উপরে যত প্রভুর ৩৬৫২; চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ২১০১৩২; চৌদিকে লোক লক্ষ ২২৫১৫৫; চৌদিকে লোক উঠে ২১৩১৮২; চৌদিকের সখা কহে ২১১১২১৬; চৌদিকে গিওয়ার মহা আবরণ ৩১১১৬৮; চৌদিকে সঙ্গে মিলি ৩১৫১৭২; চৌদ অস্তার তাই ২২০১২৭০; চৌদ ভুবনে ধীর ১৫১১২২; চৌদ ভুবনে বৈসে ২১১২৫৩; চৌদ ভুবনের গুরু ১১২১১৪; চৌদ মন্থস্তর ব্রহ্মার ১৩৬; চৌদ মাদল বাজে ৩৭৬০; চৌদ শত ছয় শকে ১১৩৭৭১; চৌদ শত পঞ্চাশে ১১৩৮৮; চৌদ শত সাত শকে জন্মের ১১৩৮৮; চৌদ শত সাত শকে মাস যে ১১৩৮৮; চৌদ হাত জগন্নাথের ৩১৩১১২; চোর প্রেত রাক্ষসাদির ৩৩১৭৪; চৌরানী লক্ষ বোনিতে ২১২১২৫।

ছ

ছ

ছ

ছ

ছত্রে চামর ধর ২১৪১২৭; ছত্র পাছুকা শয্যা ১৫১১০৬; ছত্রভোগ পায় হঞা ৩৬১৮৩; ছয় বৎসর ঐছে প্রভু ২১২৩২; ছয় বৎসর কৈলে বৈছে ২২৫১২২; ছয় ঋতুগণ ধাঁহা ৩১২৭৮; ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ ৩৬২৭৬; ছত্রে যাই মাগি ধায় মধ্যাহ্ন ৩৬২৭৮; ছত্রে যাই মাগি ধায় বিষয় স্পর্শ না ভাৱ ১১; ছত্রে যাই যথালভ উদর ৩৬২৮০; ছয়ের ছয় মত ব্যাস ২২৫১৪৫।

ছাড় কৃষ্ণ কথা অধন্য ৩১৭১৫১; ছাড় চাতুরী প্রভু ২৩৭৪; ছাড়ায় অন্যত্র লোভ ৩১৫১১১; ছাড়িবার মন হৈলে ৩৪৪১; ছাড়ি অন্য নারীগণ ৩২০১৪১।

ছি ছি বিষয়ী স্পর্শ ২১৩১৭৪; ছিগু কানি কাঁথা বিদ্র ৩৬৩০৬; ছিত্র চাহি বলে ৩৮৪১; ছিত্র পাঞা রায় তারে ২২৫১৪১।

ছুটা পান বিড়া ৩১৩১২২; ছুটিবার বাত গোসাঞি ২২০১৪০; ছুটিল তোমার যত ৩৬১৩২।

ছেলা পানা পৈড় ২১৪১২৪।

ছোট পুত্র দেখি প্রভু ৩১২১৪৪; ছোট বড় কীর্তনীয়া ২১০১৪৪; ছোট বড় ভক্তগণ ২২৮২; ছোট বিপ্র করে সঙ্গ ২৫১১৬; ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর ২৫১৩২; ছোট বিপ্র কহে তোমার ২৫১২৫; ছোট বিপ্র কহে পত্র ২৫১৮০; ছোট বিপ্র কহে যদি ২৫১৩০; ছোট বিপ্র কহে শুন ২৫১২০; ছোট হরিদাস নাম ৩২১০১; ছোট হরিদাসে ইহা ৩২১১২; ছোট হরিদাসের নাম ৩২১১১০; ছোট হৈরা মুকুন্দ এবি ২১১১২৬।

জ

জ

জ

জ

জগৎ আনন্দময় ১১৩১০০; জগৎ আনন্দে ভাবায় ২১৮১২৮; জগৎ কারণ তিন ২২১২২; জগৎ ডুবাইতে আমি ১৭১২২; জগৎ ডুবিল জীবের ১৭১২৫; জগৎ তারিতে প্রভু ২১২৫২; ২১৫১৬০; জগৎ নাচাই বৈছে ৩১১২৮; জগৎ নিস্তারিতে এই ৩৩৭০; জগৎ নিস্তারিলে তুমি ২৬১২৩; জগৎ বান্ধিল খোঁহো ৩৮২; জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের ২২০১৩১; জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক ১৩২২২; জগৎ ভরিয়া মোর ১৩২৮; জগৎ ভরিয়া লোকে ২১২৩২; জগৎ মিথ্যা নহে নম্বর ২৬১৫৭।

অগস্ত-কার্য নহে প্রকৃতি ১৫৫১; অগস্ত-নারীর নাম ১৫৫২০; অগস্ত নিজের লাগি ১৫২১০; অগস্ত পালক
ভেঁহো ১৫১০৫; অগস্ত ভাগিল চৈতন্যলীলার ২১১১২১২; অগস্ত মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণ ২১১১১০২; অগস্ত মঙ্গলাবৈষ্ণব ১৫৩০;
অগস্ত মোহন কৃষ্ণ ১৫১৮২।

অগস্তে করিলে কৃষ্ণনাম ১১১১১; অগস্তে নাহি অগস্তানন্দসম ১৫১১৫১; অগস্তে যত্নে জীব ১১০১৫০।

অগস্তের অধর্ম নানি ২২০১৮৮; অগস্তের উপাদান প্রধান ১৫৫৫০; অগস্তের নারী কাশে ১৫৫১৮; অগস্তের
বন্দ্য ভূমি ১৫২২৩; অগস্তের ভাগ্যে গোড়ে ১১১৬০; অগস্তের মধ্যে পাত্র ১২১১০৮; অগস্তের মাতা সীতা ২১১১৮৭;
অগস্তের হিত লাগি ১১১১০১; অগস্তের হিত হউক ১১১১২৪; অগস্তেরে রাগিয়াছে ২২২১৩৪।

অগস্তের মাধবের ৬৮১০২; অগস্তের শ্রীধর স্বামী ১১১১১১; অগস্তের কত প্রভেদ ১১২১১৩; অগস্তের
হয় কেশর তবু ২১৬১৫৫; অগস্তানন্দ প্রভুর ১১৩১১৩; অগস্তানন্দ কহে মাতা ১১২১৮২; অগস্তানন্দ কাশীর
২২৫১৮০; অগস্তানন্দ চন্দ্রনাথ তৈল ১১২১১০৮; অগস্তানন্দ চলিল প্রভুর ১১৩১৪০; অগস্তানন্দ চাহে আমা
২১১২০; অগস্তানন্দ দামোদর দুই সজ্জ ২১৬২২৪; অগস্তানন্দ দামোদর পণ্ডিত ২১১৩১২; অগস্তানন্দ দামোদর শঙ্কর
১১১৩৭; অগস্তানন্দ নদীয়া গিয়া ১১২১১৪; অগস্তানন্দ পণ্ডিত চলিল ১১৩১৬৭; অগস্তানন্দ পণ্ডিত তবে ১১৩১৬৫;
অগস্তানন্দ পণ্ডিত তাঁরে ১৮১২; অগস্তানন্দ পণ্ডিতে আমি ১৪১১৫১; অগস্তানন্দ পণ্ডিতের শুক ১১১১২৬; অগস্তানন্দ
প্রসাদ পায় ১১২১১৪২; অগস্তানন্দ প্রিয় আমার ১৪১১৬১; অগস্তানন্দ পাইয়া আচার্য ১১২১২৬; অগস্তানন্দ পাণ্ডা
মাতা ১১২১৮৮; অগস্তানন্দ পাণ্ডা সতে ১১২১২৫; অগস্তানন্দ বেড়ায় পরিবেশন ২১২১১৬৬; অগস্তানন্দ ভগবান
গোবিন্দ ২১১২৩২; অগস্তানন্দ মিলিতে যায় ১১২১২২; অগস্তানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ ২১৬১২৬; অগস্তানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর
২১০১২৪; অগস্তানন্দ মুকুন্দা দি যত ২১১১২৫; অগস্তানন্দ শিবানন্দ দুই ১২১৪৬; অগস্তানন্দ হয় তাই ১২১৪২;
অগস্তানন্দে ক্রুদ্ধ হইয়া ১৪১১৫২; অগস্তানন্দে পিয়াও ভূমি ১৪১১৫৮; অগস্তানন্দে প্রভুর প্রেমা ১১২১১৫১; অগস্তানন্দে
বোলাইয়া ১১৩৩২; অগস্তানন্দের আগমনে ১১৩১৭৬; অগস্তানন্দের ইচ্ছা আমার ১১৩১১৩; অগস্তানন্দের ইচ্ছা বড়
১১৩১১২; অগস্তানন্দের কহিল বৃন্দাবন ১১৩১১৩৫; অগস্তানন্দের নাম শুনি ১১৩১১০; অগস্তানন্দের প্রেমবিবর্ত ১১৩১১৫৩;
অগস্তানন্দের বাসাধারে ১১৩১৫০; অগস্তানন্দের ভিতরে ক্রোধ ১১৩১১২; অগস্তানন্দের সৌভাগ্য আজি সে ১৪১১৫৬;
অগস্তানন্দের সৌভাগ্যের কে করিব ১১২১১৫২; অগস্তানন্দের সৌভাগ্যের তেঁই ১১২১১৫২।

অগস্তীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য ১১০১৬৮; অগস্তীশ পণ্ডিত হয় অগস্ত ১১১১২৭।

অগস্তাথ অচল ব্রহ্ম ২১০১৫৮; অগস্তাথ আগে চারি ২১৩১৪৬; অগস্তাথ আচার্য প্রভুর ১১০১১০৬; অগস্তাথ
আলিঙ্গিতে ২১৬১৩; অগস্তাথ ইহারে কুপা ২১৬১২১; অগস্তাথ কর আর কর ১১২১৫৮; অগস্তাথ কৈছে করিয়াছেন
২১৬১৪৪; অগস্তাথ গেলে তাঁর ১৪১৬; অগস্তাথ জনাধিন ১১৩১৫৬; অগস্তাথ তীর্থ বিপ্র ১১০১১২২; অগস্তাথ
ডোমার ঐক্য ১২১৬৩; অগস্তাথ দরশনে করিল ২১২১২০৩; অগস্তাথ দরশনে কৈল ২১২১২৭; অগস্তাথ দরশনে
থগুয়ে ১৫১১৪৩। অগস্তাথ দরশনে প্রেমের ২১১২৩৩; অগস্তাথ দরশনে বিচার ২১১১২২; অগস্তাথ দর্শন কৈল
২১৪১১১১; অগস্তাথ দর্শন নিত্য ২১৫১১৮৩; অগস্তাথ দেখি আসি ১৬২০৬; অগস্তাথ দেখি করে ২১৪১২২৭;
অগস্তাথ দেখি নৃত্য ২১৩১৮৪; অগস্তাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ পাশ ১৬২০২; অগস্তাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘর ১১০১৫১;
অগস্তাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট ২১৫১৮৪; অগস্তাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ ২১৩১৮৮; অগস্তাথ দেখি প্রভুর সে-ভাব
২১৩১১১২; অগস্তাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ২১৬১২; অগস্তাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ২১৪১৪২; অগস্তাথ
দেখি বৈছে প্রভুর ২১১৭০; অগস্তাথ দেখি সভার ২১৬১৩৩; অগস্তাথ দেখিতে কিবা ১১৮১৩৩; অগস্তাথ দেখিতে
চলেন ১১০১১৩২; অগস্তাথ দেখিলেন ১১০১৫৫; অগস্তাথ না দেখি আইলা ২১৬১২৬; অগস্তাথ না দেখিয়ে এ হুৎ
১৪১১৩৪; অগস্তাথ নাম পদবী ২১৬১৫০; অগস্তাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ ১২১৬৬; অগস্তাথ নৃসিংহের উপবাস
১২১৭০; অগস্তাথ পরেন তথা ২১৬১৭৮; অগস্তাথ পূর্ব কৈল ১১৭১৬; অগস্তাথ প্রদক্ষিণ করি ২১৭১৫৭; অগস্তাথ
প্রসাদ আইল ২১৪১২২৫; অগস্তাথ প্রসাদ তত্ত্ব ২১৫১২৪১; অগস্তাথবল্লভ নাম উত্তান ১১২১৭৪; অগস্তাথবল্লভ নাম

ক্রীড়াচৈতন্যচর্চাভাষ্যের পরিশিষ্ট

বড় পুষ্পারাম ২১৪১০০; জগন্নাথ বসিল আসি ২১৪১৫০; জগন্নাথ বিজয় করায় ২১৩৭; জগন্নাথ মন্দিরে নাহি ২১১৫৭
জগন্নাথ মহাসোয়ার ইতো ২১০৪১; জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ২১৫২০; জগন্নাথ মিশ্র কহে ১১৩৮৪; জগন্নাথ মিশ্র
যশে ভিক্ষা ২১২৬৮; জগন্নাথ মিশ্র পত্নী ১১৩৭০; জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী ১১৩৫৭; জগন্নাথ মিশ্র যোর ২১২৭৩;
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ২১৩৪; জগন্নাথ রথযাত্রায় ৩৪১০; জগন্নাথ রথ রাধি ২১৩১৮৫; জগন্নাথ শটীর দেহে ১১৩৭৭;
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের ৩১৪৩১; জগন্নাথ-সেবক আসি ২১৫১৮৫; জগন্নাথ-সেবক এই ২১০১৩০; জগন্নাথ-
সেবক যত ২১৩১৬৭; জগন্নাথ-সেবক রাজা ২১১৭; জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের ৩৫১৩০।

জগন্নাথে আনি দিল ২১৫১২৩; জগন্নাথে আবিষ্ট ৩১৪২৭; জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ৩১৪১২০; ৩১৫১৬;
জগন্নাথে দেহ তৈল ৩১২১০৮; জগন্নাথে দেহ লজ্জা ৩১২১১৬; জগন্নাথে নেত্র দিয়া ২১৩১১১; জগন্নাথে ময়
প্রভুর ২১৩১১২; জগন্নাথের আগে দৌছে ৩৫১২২; জগন্নাথের আগে বৈছে ২১৩১২৭; জগন্নাথের আত্মা মাগি
২১৬০৫; জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ ৩১২১২২; জগন্নাথের করে সেবার ৩১৮০; জগন্নাথের চক্র দেখি ৩৪৫০;
জগন্নাথের ছোট বড় ২১৩১৮২; জগন্নাথের দেউল দেখি ২১৫১৪৩; জগন্নাথের নানা যাত্রা ২১৫১৬; জগন্নাথের
পড়িছা ২১৩২২; জগন্নাথের পুন পাণ্ডুবিজয় ২১৪২৩১; জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে ৩১০১৩৮; জগন্নাথের
প্রসাদ আনে করিতে ৩১০১৩৫; জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ৩৮১০; জগন্নাথের প্রসাদ পিঠা ৩১২১২৫; জগন্নাথের
প্রসাদ প্রভু ২১৬০৪; জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র এক ২১৫২৮; জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র কৈল ১১২১৮৬; জগন্নাথের
প্রসাদ বহু ৩১০১৪৩; জগন্নাথের প্রসাদ সব ২১৫২১২; জগন্নাথের ব্রাহ্মণী ২১২৬০; জগন্নাথের সেবক দেখি ৩১৬৮৮
জগন্নাথের সেবক করে ৩৪৮; জগন্নাথের সেবক যোর ২১১১৫২; জগন্নাথের সেবক যত বিঘরীর ৩৬২১৩;
জগন্নাথের সেবক যত যতক ২৪১১৪৮; জগন্নাথের সেবক সব ২১৩২০; জগন্নাথের স্নানভোগ ২১৪৬০; জগন্নাথের
ভরে তুলা ২১৪১২৩২; জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ ৩২১৫০।

জগন্নাথ মহালক্ষ্মী ২১২১৭৩; জগন্নাথ হরে পাণী ২১৫১৩৫।

জগন্নাথ রাধি রহে ২১২১৩০।

জগাই মাধাই দুই ২১১১৮১; জগাই মাধাই পঞ্চাশ ১৮১৭; জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি ২১১১৮৫;
জগাই মাধাই হৈতে মুক্তি সে ১৫১১৮৩।

জগন্মে তিথ্যক্ জলস্থলচর ২১২১২৭।

জজ গগ জজ গগ ২১৩১২০; জজ গগ মম ৩১০১৭০।

জড়রূপা প্রকৃতি নহে ২১২০২২৪; জড়লোক বুঝাইতে পুন ১১৭১১০; জড় হৈতে কছু নহে ১৬১১৫;
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ২১২০২২৫।

জন চারি পাচ রাখে ২৪১৬৮; জন দুই চারি যাহ ৩২১২৬; জন দুই সঙ্গে আমি ২১১২২১; জন পাচ
সাত রুটি ২৪১৭০; জননী প্রবোধ করি বন্দিল ২৩২০৭; জননী প্রবোধি কর ভক্ত ২৩২১১; জননী জাহ্নবী
এই ২১৬৮২।

জনার্দন পদ্মনাভ ২১২০২০৩।

জন্মকূল শীলাচর ২১২১৮২; জন্মদাতা পিতা নারে ৩৬৩০; জন্মদিনাদি মহোৎসব ২১২১৭২; জন্ম-বালা-
পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ ২১০১৩২৮; জন্ম-বালা-পৌগণ্ড-কৈশোর যুবকালে ১১৩২০; জন্ম সার্থক করি কর ১২৩০২;
জন্মস্থান দেখি রহে ২১৮৬২; জন্মস্থানে কেশব দেখি ২১৭১৪৭; জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ২১৪৮১; জন্মষ্টমী
আদি যাত্রা ৩১০১০৩; জন্মিলা চৈতন্য প্রভু ১১৩১২০; জন্মে জন্মে তুমি আমার ২১০১৫৬; জন্মে জন্মে তুমি দুই ২১১২০১;
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ ৩১১৩০; জন্মে জন্মে তোমার পার ৩৫১৭৩; জন্মে জন্মে গিরে ধরো ২৩৬২; জন্মে জন্মে সেবো
ব্রহ্মাণ্ডের ৪৪৪০।

জ্ঞান কামেশ্বর-গ্রন্থ ৩১১৩; জয় কলচৈতন্য বলি ২১২৫৮; জয় গুণাধর গ্রন্থ ৩১১২; জয় গৌরচন্দ্র
 ১১৪৫৭; জয় নৌরহেব কৃষ্ণ ৩১১৪; জয় গৌরভক্তগণ কৃষ্ণাখুণী ৩১২২; জয় গৌরভক্তগণ গৌর যার
 ১; জয় গৌর ভক্তগণ সর্বরস ৩১২; জয় জগদ্ব্যধি বহি আর ২১৪৫৫; জয় হামোদর স্বরূপ ১১৩৩;
 নিত্যানন্দ জয় চৈতন্যের ৩১১৫; জয় নিত্যানন্দ জগদ্ব্যধি ১৬১২; জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলোদর ৩১৫১;
 কৃষ্ণ বাসুদেব ১১৩২; জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ ৩১১৮; জয় রূপসনাতন রঘুনাথেশ্বর ৩১১৩; জয়
 ভক্তজ্ঞান তত্ত্ব ১১৩৭; জয় শ্রীচৈতন্য-চরিত্র জ্যোতা ২১৫২; জয় শ্রীনিবাসেশ্বর ৩১১২; জয় শ্রীমাসারি
 ১১২; জয় শ্রীমাদ্বপুত্রী ১১৮৮; জয় জ্যোতাগণ যার ২১৪২; জয় জ্যোতাগণ শুন ২১৩২; জয় স্বরূপ
 ৩৫২; জয় স্বরূপ শ্রীমাসাদি ৩১৪৩; জয় হরিনাম বলি ৩১১৩৭ ।

জন্ম জন্ম অর্থেত আচার্য ১৮৯২; জয় জয় অর্থেত দৈবর ৩৮৭০; জয় জয় অবধূত নিত্যানন্দ ৩৮৯২; জয় জয় কৃপাম্বর নিত্যানন্দ ৩৫১৬; জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস ১৯৩২; জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ১৮৯২; জয় জয় গোঁরচন্দ্র জয় কৃপাসিদ্ধ ২১১১; জয় জয় গোঁরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ২২১১; ২৪১১; ২৬১১; ২৯১১; ২৯৮১; ২৯৯১; ৩০১১; ৩১১১; ৩২১১; ৩৩১১; ৩৪১১; ৩৫১১; ৩৬১১; ৩৭১১; ৩৮১১; ৩৯১১; জয় জয় গোঁরচন্দ্র ভক্তগণ প্রার্থ ৩১৪১; জয় জয় গোঁরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ২১৪১; জয় জয় অঙ্গরাথ করে ২১৩৫০; জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয় ৩৩১১; জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিদ্ধ ৩২২১; জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন ৩১৪২; জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ ১৫১৮২; জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাম্বর ১৫১১২; জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াইহেত চন্দ্র ৪১১২; জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াইহেত যন্ত্র ১১২১; ২১২১; ২১৪১; জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রায় ১৫১১৮; জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ১৮১১; জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেনকুমার ২১১২৫০; জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১১১১; ১১১১১; ১১২১১; ২১২১১; জয় জয় শটান্নত জয় দীনবন্ধু ২১১১; জয় জয় শটান্নত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৩৫১১; জয় জয় শ্রীঅর্থেত ১৬১০৪; জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর ৩১৫১; জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁরচন্দ্র ১৮১১; ১৯১১; ১৯৩১; জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দ্বয়াময় ১৬১১; ২১১১১৮; ৩৯১১; জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ১১০১১; ১১৬১১; ২১২১১; জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিদ্ধ অবতার ৩৮১১; জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাম্বর ৩১২১; জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দ্বয়াময় ৩১১১; জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ১১১১, ১১২১, ১১৩১, ১১৪১, ১১৫১, ১১৬১, ১১৭১, ১১৮১, ১১৯১, ১২০১, ১২১১, ১২২১, ১২৩১, ১২৪১, ১২৫১, ১২৬১, ১২৭১, ১২৮১, ১২৯১, ১৩০১, ১৩১১, ১৩২১, ১৩৩১, ১৩৪১, ১৩৫১, ১৩৬১, ১৩৭১, ১৩৮১, ১৩৯১, জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্থ ১৬১০৪; জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্ ৩১৪১; জয় জয় শ্রীনিবাস আহি ভক্তগণ ৩১৫১; জয় জয় শ্রীবালাদি গোঁর ভক্তগণ ১৯১২; ১১২১২; ২১৪১২; জয় জয় শ্রীবালাদি গোঁর ভক্তবৃন্দ ২১১২; জয় জয় শ্রীবালাদি প্রভুর ভক্তগণ ৩৮১৪; জয় জয় শ্রীবালাদি যত ভক্তগণ ১৮১০; জয় জয়সাইবে চন্দ্র ৩১১৬।

-6/22

জলদগব হঞা ঘুবা ১১৭১৫৬; জরাসন্ধ কহে কুব ৩৫১৩৪; জর্জর হইলা প্রভু ২৩১২৫।

জল আন বলি ২১২২৩; জল আনি ভক্ত্য দৌহার ২২৪১২৬; জলকরক লঞা গোবিন্দ ৩১৬৩৭; জলকীড়া করি কৈল ৩১৮১১৫; জলকীড়া করি পুন ২১৪১০১; জলকীড়া করে সব ৩১০১৪০; জলকীড়া কৈল প্রভু ২১১৩২; জলকীড়ার বাচনীত ৩১০১৪৫; জল গোময় দিয়া ১১৭১৪০; জল জলপাত্রাধিক ২৩৬৩৫; জল তুলসী দিয়া করে ১৬৮১; জল তুলসী দিয়া পূজা ৩৩২১১; জল তুলসীর সম ১৩৮৫; জল তুলসীর সেবার তাঁর ৩৬২২৬; জলদন্ত্য ভয়ে সেই ২১৬১২৫; জলপাত্র বস্ত্র বহি ২১৭৩২; জলপাত্র বহির্কাস বহিবে ২১৭৩৬; জলপাত্র বস্ত্রের কেবা ২১৭৩৭; জল পান করি নাচে ১১৭১১১; জল ভরে ঘর ধোর ২১২১০৮; জলমণ্ডক বাত বাজার ২১৪১৭৫; জলযন্ত্র ধারা ঘেন ২১৩১০০; জল লীলা করি গোবিন্দ ৩১০১৫০; জল লৈতে স্নান ২১৪১২২; জলশায়ী অন্তর্যামী ১৩৫৫; জলশূন্য কল দেখি ২১৫১৭৭; জল সেক করে অঙ্গে ২১৭১২০৬।

জলাদি পরিচর্যা লাগি ২১০১২৬; জলাভাবে ক্লশ শাখা ১১২১৬৭।

জলে জল কেলি করে ২১৮১৭; জলে নাশি করে দধি ৩৬৬৮; জলে ডরি অর্দ্ধ ১৫৮২; জলে খেত তরু ৩১৮৬৮; জলের উপরে তাঁরে ২১৪১৮৬।

জলদগ্নি রাশি যৈছে ২১৮১০৬।

জাগিয়া মাধবপুরী ২১৪১৩; জাগিলে স্বপ্নজান ৩১৪১২১।

জাতাজাত রতিভেদে ২১৪১২০৮; জাতি অল্পরোধে তবু ১১৭১৬৩; জাতি ধন জন ধানের ৩৩১৫৫।

জানা এত কৈল ইহা ৩২১২৩; জানা সহিত অশ্রীতে ৩২১২২।

জানি কার ঘরে ধন ১১৭১২২; জানি কোন দেবাবিষ্ট ১১৪১৫৬; জানিতেহো রায়ের মন ২১৮১০৩; জানি দাঢ্য লাগি পুছে ২১২০১২; জানি পৃথক করিতে ৩১৬৩; জানি বা না জানি করি আপন ১১৮১৪; জানি বা না জানি কৈল ২৩১৪৪; জানি ব্যঞ্জন রাঙ্কে ৩১০১৩৩; জানি শেষ দ্রব্য কিছু ২১২০৩৩; জানি সরস্বতী ঘোরে ১১৬৮৩; জানি সাক্ষী না দেয় ২১৫৮২; জানিঞা গোপাল কিছু ২১৮২১; জানিঞাহো স্বরূপ গোসাঞি ৩১২২৩; জানিতেহো রায়ের মন ২১৮১০৩। জানিবে পশ্চাৎ কহিহু ২১১১৫২; জানিল সর্বজ্ঞ প্রভু এত ৩১২৩২।

জাল ধসাইতে তার ৩১৮১৬; জাল বাহিতে এক মৃতক ৩১৮১৪৪; জালিয়া উঠাইলা প্রভু ৩২০১২৬; জালিয়া কহে ইহা ৩১৮১৪৪; জালিয়া কহে প্রভুকে ৩১৮৬৫; জালিয়াকে কহে কিছু ৩১৮৫৭; জালিয়াকে মূঢ় লোক ২১৮১২২; জালিয়ার চেষ্টা দেখি ৩১৮১৪২; জালিয়ার মুখে শুনি ৩১৮১১।

জাহ্নবীতে জল কেলি ১১৬৫।

জাতি লোকে কহে মোরা ২১৫১৪০।

জ্ঞান-কর্ম নিলি করে ১১৩৬২; জ্ঞান কর্ম পাশ হৈতে ২১৬২৫৭; জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্ম ১১৭১৭১; জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি ২১২১৮২; জ্ঞানমার্গে উপাসক ২১৪১৭৬; জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ২১৪১৬০; জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে ১১২১২; জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ১১৩৬৩; জ্ঞান যোগ তপ কর্ম ১১৭১২১; জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের ২১২০৩৪; জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক ২১৪১৫৭; জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে ১১২১৮; জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব ২১২০২১২; জ্ঞানী জীবন্ত দশা ২১২১২০।

জিজ্ঞাসু জানী দুই ২১৪১৬৭।

জিতামিত্র কাঠ কাটা ১১২১৮২; জিতি কহা লবে ২১৫১৪১।

জিনি উপমানগণ ৩১৫১৫৬; জিনি পঞ্চদশ দর্প ২১২১৮২; জিনিয়া তমালহাতি ৩১২৩২; জিরডনসিংহ-কেছে ২১৮১২; জিহ্বা কুসুমায় করে ১১৭১২৫; জিহ্বার লালসে যেই ৩৬২২৫; জিহ্বার উচ্চারিত্ত ভোমার ৩১১৩৩; জিহ্বাপর্শে আচণ্ডালে ২১৫১০২।

জীব মার দেশরতন ২১৮১০৬; জীব কীট কোথায় ১৬৩২; জীব গোসাজি গোড় হৈতে ৩৪২২৩; জীব ছার কাঁহা তার ৩১৮২০; জীবতত্ত্ব নহে, নহে ২২০২৬৩; জীবতত্ত্ব শক্তি ১৭১১২২; জীব তুমি এই তিন ২২৫৮৮; জীব নীল কি করিবে ৩১৭৬১; জীব নাম ভট্টস্বামী ১৫৩৮; জীব নিস্তারিতে আছে ১২১৪; জীব নিস্তারিতে প্রভু ২২৫২১৬; জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ১৬২৪; জীবমুক্ত অনেক সেও ২২৪২১; জীব প্রকৃতি পতি করি ৩৭৮৭; জীব বহু মারিয়া ২১২২৪; জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক ২১০১৬৩; জীব রূপ বীজ তাহে ২২০২৩৪; জীবরূপ বীজ তাহে ১৫৫৭; জীবরূপ ব্রহ্মার আবশ্যাবতার নাম ২২০৩০৭; জীব শক্তি ভট্টস্বামী ১২১৮৬; জীব হৃৎ করে যেই ৩১৮২২; জীব হৃৎ কেবা সম্যক ৩২০৭১; জীব হৃদি জলে বৈসে ১২১৬৮; জীব হৃদবুদ্ধি তাহা ৩২০৬২।

জীবজ্ঞান কল্পিত দেশর ৩২২৮; জীবায়মে কৃষ্ণজ্ঞান ২১৮১০৪।

জীবিতেই মৃত সেই ১১২১৬৮।

জীবে এই গুণ নাহি ২১৭১৪০; জীবে দুঃখ দিছ তোমার ২২৪১৭১; জীবে না সম্ভবে এই ২৮১৪০; জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি দূরে ২২৫১৬৭; জীবে বিষ্ণু মানি এই ২২৫১৬৬; জীবে সম্মান দিবে জানি ৩২০২০; জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাহে ১১১২২।

জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই ২৬১২৮; জীবের দেশর পুরুষাদি ১২১৩১; জীবের কল্মষ তমো ১৩৪৭; জীবের রূপায় কৈল ২২০১০৭; জীবের জীবন চঞ্চল ২২১২২; জীবের দুঃখ দেখি নারদ ২২৪১৫৫; জীবের দুঃখ দেখি মোর ২১৫১৬২; জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি ২৬১৫৭; জীবের ধর্ম নাম দেহ ২১৭১২৮; জীবের নিদান তুমি ১২১২৮; জীবের নিস্তার লাগি ২৬১৫৩; জীবের পাপ লঞা ২১৫১৬৩; জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস ২২৪১৩০; জীবের স্বরূপ যেহে শুল্কেশ্বর ১৭১১১; জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণেশ্বর ২২০১০১।

জীয়াড় নুসিংহে কৈল ২১২৪৪; জীয়াইতে পার যদি ১১৭১৫৪; জীয়াহ আমার গুরু ২২১৫২।

জ্যেষ্ঠ ভাবে অংশীতে ১৬৮৬।

জ্যেষ্ঠে ত্রিবিজ্ঞ ২২০১৬৩; জ্যেষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ২১২৪৬; জ্যেষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ৩৪১১০; জ্যেষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বর ৩৪১১১; জ্যেষ্ঠ মাসের ঘামে তারে ৩২০১০০।

জ্যোড় হাতে দুইজন ২৩৫৮; জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি চলি ২১৬১২১; জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা ৩৩২১৭; জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু ১১৬২৬; জ্যোতির্ষয় দেহে গেহে ১১৩৭২; জ্যোতির্ষয় ধাম মোর ১১৩৮৪; জ্যোতিষ্ককে স্বর্ঘ্য যেন ২২০১৩২।

ক

ক

ক

ক

কঙ্গাবাত প্রায় আমি ১১৬৪০; কড়ুঠাকুর কহে তাঁরে ৩১৬১৭; কড়ুঠাকুর ঘর বাই ৩১৬৩০; কড়ুঠাকুর তবে তারে ৩১৬২৭; কলমল করে যেন ৩১৮২৫।

কাঁকরা পর্যন্ত গেল ৩৬১৭২; কাঁকরা হইতে তোমা ৩৬২৪৪; কাঁকরাতে পাইল গিয়া ৩৬১৭২।

কারিখণ্ড পথে আইলা ৩৪৩; কারিখণ্ড পথে কাশী ২১২২৪; কারিখণ্ডে স্থাবর ২১৭৪৩; কারিখণ্ডের জলে ৩৪৪।

কালি বান্ধি মোহর ৩১০৩৬; কালির উপর মৌসিন ৩১০৩৮।

কুটা দিলে বিপ্র বলি ২৩২৫।

এ

এ

এ

এ

এইহো প্রসাদ পাইলে ২২৫২৮৮।

ট ট ট ট

টানা টানি প্রকুর মন ৩১৫৮; টানিতে না পারি গোড় সৰ ২১৪৪৬; টুঙ্গির উপর বসি সেই ২১২০৩০।

ঠ ঠ ঠ ঠ

ঠাকুর উপবাসী রহে ৩২৫৪; ঠাকুর কহে ঐছে বাত ৩১৬২৩; ঠাকুর কহে খানের কথা ৩৩১২৫; ঠাকুর কহে ঘরের অব্য ৩৩১২৮; ঠাকুর তুমি পরম স্মরণ ৩৩১০৪; ঠাকুর বর্ণন করাইয়া ৩৩১৪৬; ঠাকুর বেশি দুই ভাই ৩৩১৬৫; ঠাকুর দেখিল মাটি তুণে ২৪১৫০; ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল ২৪১৪০; ঠাকুর লইয়া ভাগ ২১৮২৪।

ঠাকুরালী করেন গোসাঞি ৩১২১৩৪।

ঠাকুরে শয়ন করাই ২৪১২০২।

ঠাকুরের চন্দন সাধন ২৪১৪৭; ঠাকুরের নাসাতে যদি ২৪১২৬; ঠাকুরের নিকট আর ২১০১৮; ঠাকুরের নিকট হয় পরম ২১০১২; ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর ২১৪১০৭; ঠাকুরের ভোগ সরি ২৪১২০১; ঠাকুরের সঙ্গে বেজার ৩৩১২২; ঠাকুরেরে তবে নারী ৩৩২৩৪।

ঠাঠাঠাঠি করি হাঁসে ২৪১৩৭।

ঠেলা দেখি সেই বিপ্র ২৪১৫২; ঠেলা লৈয়া উঠিল প্রভু ১১৭১২৪৩।

ঠেলিলে চলিল রথ ২১৩১৮২।

ঠোটে করি অন্ন সহ ২১২৪৮।

ড ড ড ড

ডাকিনী শাকিনী হৈতে ১১৩১১৬; ডালিমা মরিচালাডু ২১৪১২৮; ডাহিনে পুষ্পোচ্চান ২১৩১৮৬; ডাহিনে বামে ধনি ২১৭১৩৪।

ডুবিতে লাগিল নৌকা ২১২১৭৪; ডুবিয়া রহিল প্রভু ২১৮১২৭; ডু-ডুঙ খাতুর অর্থ ১৩২৬।

ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র ৩১১৬৫।

ঢ ঢ ঢ ঢ

ঢকা বাজে নৃত্য করে ১১১১২২।

ঢেকা মারি পুরীর ১১২১২৫।

ড ড ড ড

ডটহ হইয়া মনে ১৪১৪০; ডটহ হঞা বিচারিলে ২৪৮৬৫; ডটহ লক্ষণে উপস্থায় ২১২১৫৬।

ডতুল দেখি আচার্যের ৩১১০৬।

ডত্বকালে আমার জাতার ১৪১৫৬; ডত্বপদ-প্রাধাণে আত্মারাম ২৪১১৭৬; ডত্বকণে অঙ্গিল হুক ১১৭১৭৪; ডত্ব কামাদি ছাড়ি ২১৪৬৮।

ডত অন্ন পিঠাপান ২১২১৫২; ডত ডত বাড়ে জল ১১৭১২৬; ডত দিতে চাহ যত করিয়ে ২১৩১০৬; ডতরূপে পুরুষ করে ১৪১৫২; ডতকে ডরিল পেট ৩২০৮০।

ডত্ব কহি তোমা বিষয়ে ৩৪১১৭৫; ডত্ব জানে কৈলা শচীর ১১৬২১; ডত্ব বস্ত্র কুক কুকভক্তি ১১১৫৪; ডত্ববাদী আচার্য শাস্ত্রে ২১২২৩৬; ডত্ববাদিগণ প্রভুকে মারাবাদী ২১২২৩০; ডত্ববাদি সহ ডত্বের ২১১১০৫; ডত্বমসি আবহেছু প্রাদেশিক ২৪১৫২; ডত্বমসি বাক্য হয় বেদের ১১৭১২২।

তথা রাজ অধিকারী ২১৩১৫৪; তথা হৈতে পাণ্ডুর ২১২৫৫; তথা হৈতে প্রভু বৈছে ২১৩২০৮;
তথা হৈতে যবে কুলিয়া ২১১১৫১; তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে ২১৩১৫১।

তথাই আমার সজ ৩১২১৮০; তথাই তোমার সব ৩১৪১৭০।

তথায় এক ভূমিক হয় ২১২০১৬; তথায় রহিলা পুরী ২১৪১৬৭।

তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে ১১১১১৮; তথাপি অন্ন বর্ণিয়া ৩২০১৭৪; তথাপি আদর করে ৩৮১৪৫;
তথাপি আপনগণ ২১৩১১৭; তথাপি আমার আজ্ঞায় ৩৬২৩০; তথাপি আমার মন ২১৩১২১; তথাপি
আশ্রিত্যদোষে ২৬২৪৬; তথাপি ঈশ্বর তারে ৩৩১২২; তথাপি এতেক অন্ন ২১৫১২৩৫; তথাপি করিয়ে
কিছু ৩১৬৮; তথাপি কহিয়ে আমি ২১১১৪৩; তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম ৩৮১৭৫; তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা
১৫১৩৭; তথাপি ষড়্ভিবে দুঃখ ১৮১১০; তথাপি ক্ষুর ধর্ম ১৪১১১২; তথাপি চকারের কহে ২১২৪৫৩;
তথাপি চন্দন লৈয়া ২১৪১৮৩; তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে ২১৬১১৪; তথাপি চৈতন্তের করে দাস ২১১২৩;
তথাপি জানিয়ে আমি ১১১২৬; তথাপি জীবের কৃপার ১৫১২৫; তথাপি তৎস্পর্শ নাহি ১২১৪৪; তথাপি
তাঁর-সেবক ৩৩১১১; তথাপি তাহাতে মোর ১৬৫৫৫; তথাপি তাঁহার দর্শন ২১১৭৪৮; তথাপি তাহার
দোষ ৩৩১৫৫; তথাপি তাহার শ্রীতে ৩১২১৫৮; তথাপি তাঁহার ভক্ত ১৩১৭০; তথাপি তোমা সভা হৈতে
২৩১১২; তথাপি তোমার কক্ক ২৩১৪৪; তথাপি তোমার গুণে ২১১২২; তথাপি তোমার তাতে ৩৪১৬৮;
তথাপি তোমার যদি ২১২১৫২; তথাপি দান্তিক পদ্য ১১১১২৫১; তথাপি দেখিতে চলিলা ৩১২১২; তথাপি
দৈর্ঘ্য করি প্রভু ২৮১১৫; তথাপি নহিল তিন ১৪১১০৪; তথাপি না করে জেঁহো ২১১১৩৪; তথাপি না পাইল
ব্রজে ২১১১৮৬; তথাপি না মানে কৃষ্ণ ২১৫১১৭৭; তথাপি নামের তেজ ৩৩৫৪৪; তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে
৩১০১৪; তথাপি নির্লজ্জ সেই ৩১৩১২৭; তথাপি নৃতন প্রায় ৩১০১২২; তথাপি পিতার ধর্ম ১১৪১৮৫;
তথাপি পুছিল ভূমি রায় ২৮১১২; তথাপি পুরী দেখি তাঁর ২১১১১৭০; তথাপি প্রকারে তোমার ২১০১৮;
তথাপি প্রকৃতি সহ নহে ১৫১৭২; তথাপি প্রভুর ইচ্ছা ২৮১১০৩; তথাপি প্রভুর গণ তাঁরে ৩১১৮৩; তথাপি
বৎসর মধ্যে ২১৪১১৬; তথাপি বল্লভ ভট্ট ৩১১৮৪; তথাপি বলিলা প্রভু ২১১৪২; তথাপি বাড়য়ে নুখ ১৪১১৫২;
তথাপি বাহিরে কহে ২১২১১২; তথাপি বিষয়ের স্বভাব ৩৬১২৭; তথাপি বৃক্ষ না মানে ২১৫১১৭২; তথাপি
ব্রহ্মাণ্ডে কারো ২১২০১৮১; তথাপি ভক্তবাৎসল্য ৩৫১৩৩; তথাপি ভক্তসঙ্গে ২১১১২২; তথাপি ভক্ত-
স্বভাব ৩৪১২৫; তথাপি ভূমি নহে ১১৩০৮৭; তথাপি যণি রহে ১১১১১২; তথাপি মধ্যার্চাষে বে ২১২৪৮;
তথাপি যবন জাতি ২১১২০২; তথাপি যবন মন ২১২০১৩; তথাপি রাখিতে তাঁরে ২১০১১৪; তথাপি রাখিকা
যত্নে ২৮১১৭১; তথাপি লইতে নারি ২১২২৮; তথাপি লিখিয়ে স্তন ৩২০১৮৬; তথাপি লৌকিক লীলা ২১১২১১;
তথাপি স্তনেন যথা ২১৫১৭২; তথাপি সর্ষপ ইচ্ছায় ২১২০২২৩; তথাপি সর্ষপা বায় ১৪১১১৩; তথাপি শূদ্রসঙ্গে
স্তন ২১২৪২৪১; তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে ১৪১১১১; তথাপি স্বচ্ছতা তার বাটে ১৪১১২২; তথাপি স্বভাবে হও
২১২১২৬; তথাপিহ মোর হয় ১৬১৪৮।

তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্তাবতার ১৩৩৩।

ভদ্রীর তুলসী বৈকুণ্ঠ ২১২১৭১; ভদ্রেকাত্য রূপের বিলাস ২১২০১৫৩।

ভদ্রমুন করে কোড ৩১৩১১২।

ভদ্র করি কৈছে কৃষ্ণ ২১৩১১৩; ভদ্রন আচার্য আর ১১০১৪৬; ভদ্রন মিশ্র চন্দ্রশেখর ৩১৩৪২;
ভদ্রন মিশ্র তাঁরে তবে ২১২০৬৩; ভদ্রন মিশ্র রঘুনাথ ২১৫১৩২; ভদ্রন মিশ্র স্তনি আসি ২১৩২০৫; ভদ্রন
মিশ্রের করে ভিক্ষা দুইলাস ১১০১৫২; ভদ্রন মিশ্রের যবে ভিক্ষা নির্বাহণ ১১১৪৪; ভদ্রন মিশ্রের আর চন্দ্র
২১২০১৬২; ভদ্রনি প্রকৃতি যত ২১২৪১৪০; ভদ্রনি ব্রতী যতি ২১২৪১২১।

তপ্ত বালুতে তোমার ৩৪।১১২ ; তপ্ত বালুতে পা পোড়ে ৩৪।১১৪ ; তপ্ত হেম সম কাম্বি ১৩।৩২ ।

তব কৃথামৃতং শ্লোক ২।১৪২ ; তব শুকশ্রেমে আমা ৩।৩৩৭ ; তবহি বিকার পায় ৩৫।৩৪ ।

তবু অন্ন হানি কৃষ্ণের ২।৫।১৭৩ ; তবু আপনাকে মানে ২।১৬।২৬০ ; তবু এই বিপ্র মোরে কহে ২।৫।৬৭ ; তবু এক দিনের লীলার ২।১৬।২৮৬ ; তবু ত ঈশ্বর জ্ঞান ২।৬।৮২ ; তবু ত না জানে ২।৩।১৩১ ; তবু তোমার বাক্যে কারো ২।৫।৯২ ; তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা ২।৮।৫০ ; তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে ১।৮।১৫ ; তবু পূর্বপক্ষ কর ১।২।২০ ; তবু বৃন্দাবন যাহ ২।১৬।২৭৮ ; তবু লিখিবারে নারে ২।১৭।২১৮ ; তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন ২।১৫।২২৪ ।

তবে অঙ্গীকার কৈল ৩।৩৩২ ; তবে অবতরি করে ১।৫।৯৮ ; তবে অব্যাহতি হয় ২।১৯।১৩ ; তবে অষ্ট কোড়ির খাজা ৩।৬।২২২ ।

তবে আই লঞা আচার্য ২।৩।১৪৭ ; তবে আচার্য গোসাঞির ১।১৭।৬৪ ; তবে আচার্যের ঘরে ১।১৭।২৩৪ ; তবে আত্মা বেচি করে ১।৩।৮৬ ; তবে আনি মিলাহ মোরে ২।১২।৫২ ; তবে আমার নাক কাটি ৩।৩।৮৩ ; তবে আমার মনোবাঞ্ছা ২।১৩।১২৫ ; তবে আমি কহিলাম ২।৫।৭১ ; তবে আমি গোপালারে ২।৫।৭৩ ; তবে আমি দৌড়ে তাঁরে ৩।৪।৭২ ; তবে আমি নিষেধিল ২।৫।৬৫ ; তবে আমি গ্রায় করি ২।৫।৪৪ ; তবে আমি শ্রীতিবাক্যে ১।১৭।২০৭ ; তবে আমি যাই দেখি ২।১৭।৩ ; তবে আমি শুনিলা মাত্র ১।১৬।২৬৫ ; তবে আর নারিকেল ২।১৫।৮৬ ; তবে আর শ্লোক শুক ২।১৭।২০১ ; তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব ২।১৭।৮২ ; তবে আসি নিত্যানন্দ ৩।৬।৮২ ; তবে আসি রঘুনাথ ২।১৬।২২১ ।

তবে ইহো গোপালের ২।৫।৭২ ।

তবে এই অপরাধ হইবে ২।৩।২৭ ; তবে এই দাসী মুক্তা ২।৫।১২৬ ; তবে এই প্রেমানন্দের ১।৪।১১৭ ; তবে এই বিপ্রের সত্য ২।৫।৮৪ ; তবে এক শত ঘট ২।১২।৭৫ ; তবে এথা আসি আজি ২।১১।২৬৮ ।

তবে গুড়দেশ সীমা ২।১৬।১৫৪ ।

তবে কথোদিনে কৈল পদ ১।১৪।২০ ; তবে কথোদিনে প্রভুর জাহ্ন ১।১৪।১৮ ; তবে কদাচিত্ত ভক্ত করে ২।৬।২৪০ ; তবে কল্যা দিব এই ২।৫।৭৭ ; তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র ৩।১৪।৮২ ; তবে করিবারে যার ঈশ্বর ৩।১৬।৩২ ; তবে করে ভক্তিবাদক কর্ম্ম ২।২৪।৪৬ ; তবে কালিদাস শ্লোক ৩।১৬।২৪ ; তবে কেনে পণ্ডিত সব ২।১১।৮২ ; তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী ২।১৪।১২৪ ; তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন ২।২।৭২ ; তবে কৃষ্ণ সব ব্রহ্মাগণে ২।২।৬৫ ; তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা ২।১৯।২৩ ।

তবে খেলাতীর্থ দেখি ২।১৮।৫২ ।

তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমা ২।১৬।২৭৬ ; তবে গোপীনাথ দুই ২।৭।৮৪ ; তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল ২।১১।৬৮ ; তবে গোবিন্দ বহির্কাস ৩।১০।৮৬ ; তবে গোবিন্দেরে প্রভু ৩।১২।১৪৮ ; তবে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা ৩।৩।১১ ; তবে গোসাঞির সঙ্গে ভুঞা ২।২০।৩২ ; তবে গোড়দেশে আইলা ২।১০।৭৩ ।

তবে চতুর্ভুজ হৈলা ১।১৭।১২ ; তবে চলি আইলা প্রভু ২।১৮।১২ ; তবে চারিজন বহ ২।৭।৩২ ; তবে চিন্তে হয় মোর ১।৪।১২২ ।

তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন ২।৫।৬৩ ; তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সর্কজন ২।৫।৮২ ; তবে ছোট হরিদাসে প্রভু ২।১২।৪৫ ।

তবে জগদানন্দ পত্নী ২।৬।২২৮ ; তবে জগন্নাথ যাই ২।১৪।২৩২ ; তবে জানি অপরাধ ১।৮।২৬ ; তবে জানি ইহাতে হয় ৩।২।২৪ ; তবে জানি রাখায় কৃষ্ণের ২।৮।৭৮ ।

তবে ত আচার্য কহে ২।৩।১২৫ ; তবে ত আচার্য সঙ্গে লঞা ২।৩।১০৪ ; তবে ত আনন্দ মোর ২।২৪।১৬৫ ; তবে ত করিল প্রভু দক্ষিণ ২।১।২৩ ; তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী ১।১৬।২৩ ; তবে ত করিল সব ভক্ত

১১৭১২২৩; তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে ১১৭১৬; তবে ত গোবিন্দ প্রভুর ১১৮১২; তবে ত চলিলা প্রভু ২১১৮২; তবে ত আনিবে সিদ্ধান্ত ১১৮১২৪; তবে ত বিকল্প কেবল ১১৭১১৩; তবে ত নগরে হৈবে ১১৭১১৮৫; তবে ত পাণ্ডিত্য ভোমার ১১৮১২৫; তবে ত পান্ডীগণে ২১১৮৭; তবে ত বল্লভ ভট্ট প্রভুরে ২১১২৪২; তবে ত ভ্রাতারে আমি ১১৮১৫২; তবে ত স্বরূপগোসাঞি ২১৮১৭৭; তবে তার দিশা শুরে ২১২৪২৩২; তবে তাঁর পদে রূপ ২১২১১৬; তবে তাঁর বাক্যে প্রভু ২১৭৪০; তবে তার মাতা কহে ১১৮১৩৬; তবে তাঁরে এখা আমি ১১৮১৫৫; তবে তারে কহে প্রভু ২১৮১২৩; তবে তারে বান্ধি রাখি ২১২১২২; তবে তুমি আমা পাশ ২১৮১২৩৮; তবে তোমা সভাকারে ১১৮১৫৮; তবে তোমার নাক কাটি ১১৮১৮৫; তবে তোর হবে এই ১১৭১৫৪।

তবে দ্বীপ ধাম আইলা ২১১৭১১; তবে দামোদর চলি ১১৮১৪১; তবে দিগবিজয়ী ব্যাখ্যার ১১৮১৩৮; তবে দুই খণি আইলা ২১২৪১২১; তবে দুই ভাই তাঁরে ১১৮১২৪; তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে ২১২১২০১; তবে দোহে জগন্নাথ প্রসাদ ২১২১১৮২।

তবে ধৈর্য্য করি মনে ১১৭১৭৬।

তবে নবদীপে তাঁরে ২১৮১২৪৮; তবে নবদীপে তুমি ২১৮১২০; তবে নারী কহে তাঁরে ১১৮১৩৭; তবে নিজ ভক্ত কৈল ১১৭১৩৭; তবে নিজ মাধুর্য্যরস ২১৮১২৩২; তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা ২১৭১৩৩; তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি গোবিন্দের ২১২১৩৩; তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি স্বজিল ২১৭১৮১; তবে নিত্যানন্দ গোসাঞির ব্যাস ১১৭১১৪; তবে নিত্যানন্দ প্রভু ১১০১৭৪; তবে নিত্যানন্দ সভায় ১১০১৭৬; তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের ১১৭১১০; তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই ১১৭১১৫।

তবে পণ্ডিত কহে কিছু ১১২১২২৭; তবে পরিবেশক স্বরূপাদি ২১২১২২৭; তবে পুত্র উপজিলা ১১৩১৭২; তবে পুন রচনাথ কহে ১১৮১৪৭; তবে পুরীগোসাঞি একা ১১২১২৭; তবে পূর্ণ করিব আজি ১১৮১২১; তবে প্রতাপরত্ন করে ২১৩১১৪; তবে প্রহ্লাদমিশ্র গেলা ১১৮১২; তবে প্রহ্লাদমিশ্র তাই ১১৮১১৪; তবে প্রভু আইলা হরিন্দাস ২১১১১৭০; তবে প্রভু কহে করি ১১২১১৩৮; তবে প্রভু কালা কৃষ্ণদাসে ২১০১৬০; তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ ১১৮১৪২; তবে প্রভু কৈল তাঁরে দূত ২১৮১২০; তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল ২১১১০৭; তবে প্রভু জগন্নাথের ২১১১২০৩; তবে প্রভু ঠাকুর গোবিন্দ ১১২১১০৪; তবে প্রভু তারে আজ্ঞা ১১৮১৩২; তবে প্রভু তাঁর হাথ ২১২১৫৩; তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ ২১৩১১৮৩; তবে প্রভু পিতামাতার ১১৮১১১; তবে প্রভু পুছিলেন ২১৩১১৬; তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত ২১২১১৮৪; তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল ২১১১২৬; তবে প্রভু প্রসাদায় গোবিন্দ ২১১১১২০; তবে প্রভু প্রকাশিল ২১২১১১৬; তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে ১১৭১৩০; তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের ২১২১১২৪; তবে প্রভু সার্বভৌম ২১৬১৮৬; তবে প্রভু ক্ষণ এক ২১২১১২৫; তবে প্রশংসিয়া কহে ২১২১১১৪।

তবে বজ্রেশ্বরে প্রভু ২১৪১২৮; তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য ২১৮১৭৬; তবে বাগীনাথ আইলা ২১২১১৫০; তবে বারাগসী গোসাঞি ২১২০৪৪; তবে বাসুদেবে প্রভু ২১৮১১৫৮; তবে বিপরীত হৈত ২১২১১০; তবে বিপ্র প্রভু লৈয়া ২১৭১১৬৬; তবে বিপ্র লৈল আসি ১১৭১৫৫; তবে বিশ্বরূপ ইহা ১১৮১১২; তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ১১৮১২৩; তবে বোল বোল প্রভু ১১৭১২২২।

তবে ভট্ট কহে বহু ১১৭১৪৫; তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ ১১৭১৪৮; তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে ২১২১৬১; তবে ভট্টমারী হৈতে ২১১১০৩; তবে ভট্ট ঘাই পণ্ডিতগোসাঞির ১১৭১৭৪; তবে ভট্টাচার্য্য কহে ঘাহ গোসাঞির ২১৮১০২; তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই ২১৮১৪৩; তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সধন ২১৭১১৬৫; তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু স্থস্থির ২১৮১২২; তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ ২১৮১২২২।

তবে মঞ্চল হয় এই ২১৮১১৩২; তবে মনে বিচারয়ে ১১৮১৮২; তবে মহন্ত হৈতে ২১২০২৩৫; তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেধা ২১২১২৭৬; তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা ২১৭১১৬৭; তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল

৩১২১১৩৯; তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে ৩১১৫১; তবে মহাপ্রভু গেলা ২১৮৮৪৩; তবে মহাপ্রভু তারি দ্বারেতে ১১৭১৩৭; তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ ২২৫১১৪; তবে মহাপ্রভু তার বৃকে ২১২১১৪৫; তবে মহাপ্রভু তার শিরে ২২৩৬৬; তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে ১১২১২৩; তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে ২১৩০৭; তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য ২১৪১১৭; তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল ২১১০০; তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি ৩১১৪৩; তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার ২১০১৪২; তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ২১০১৪২; তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে ২১০১১৮; ৩১২১৪৫; তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপাদৃষ্টি ২১৬১৮৪; তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধরে ২১০১৫২; তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য ২১২১৬২; তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে ২১২১৫১; তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিবেশ ৩১৬১৪৩; তবে মহাপ্রভু তাঁরা বসিলা ২১০১৩২; তবে মহাপ্রভু দোহা করি আলিঙ্গন ৩১১০১; তবে মহাপ্রভু দোহা করি আলিঙ্গন ৩৪৮৭; তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল ২১৭৮৬; তবে মহাপ্রভু নিজ ৩৩৮৫; তবে মহাপ্রভু বৈলে নিজ ২১৪১৪০; তবে মহাপ্রভু মনে বিচার ২১৩৩৩; তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ ২১২১২২৭; তবে মহাপ্রভু রূপ ২১৩১৮১; তবে মহাপ্রভু সব নিজ ২১২১২৬; তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ ৩১১১৭০; তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া ৩১১৫৪; তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় ৩১১১২২; তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল ২১৫১৪০; তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া ২১৩২৮; তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ২১৪১৫২; তবে মহাপ্রভু সভাকারে ৩১২১৭২; তবে মহাপ্রভু সভার নৃত্য ৩৭৬২; তবে মহাপ্রভু স্নেহে ভোজন করিলা ২১৬৪০; তবে মহাপ্রভু স্নেহে ভোজনে বসিলা ৩১২১২২; তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে ২১৭১৫৫; তবে মহাপ্রভু স্বস্তো ৩১২১৫০; তবে মহাপ্রভু স্থানে ৩৫১২৩; তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক ২১২১৪৮।

তবে মারা সীতা অগ্নি ২১১২২১; তবে মায়ের গর্ভে হয় ৩১২১৪৭।

তবে মিশ্র কহে তাঁর ৩২৮৩; তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ৩২৮১; তবে মিশ্র পুরাতন ২২০১৭৩; তবে মিশ্র বিশ্বরূপের ১১৫১২; তবে মিশ্র রামানন্দের ৩৫১৩২।

তবে মুকুন্দ দত্ত কহে ২১৬১৮৭; তবে মুণ্ডি কহিলু ২১৫৬৮।

তবে মূল শাখা বাঢ়ি ২১২১৪৩।

তবে মোর লক্ষ্যপঙ্ক ৩৭৭৮; তবে মোরে ক্রোধ করি ৩১৬১১৭।

তবে যদি মহাপ্রভু ২১২১১৫০; তবে যাই প্রভুর শেষ ৩১০৮১; তবে যাই রায় সব ২১২১১৪; তবে যার ভক্তপরি ২১২১৩৬; তবে যে করি ক্রন্দন ২১৪০; তবে যে চ-কার সেই ২১২৪১০৩; তবে যে তোমার মন ২১৩১৩৭; তবে যে দেখিয়ে গোপীর ১৪১১৫৩; তবে যে বৈকল্য প্রভুর ৩৬৪; তবে যেই আত্মা দেহ ৩৫১১৩; তবে যুদ্ধ হৃদাহুদি ৩১৮৮৪।

তবে রঘুনাথ কহে ৩৬২৬৪; তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল ৩৬২৩; তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা ৩৬৪১; তবে রঘুনাথে প্রভু ৩৬১৩৬; তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ৩৬১৪৬; তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে ২১১১০৫; তবে রাজা সন্তোষে তাহারে ২১২১৩৭; তবে রাধা স্তম্ভমতি ৩১৮১০; তবে রামকলি গ্রামে ২১৬১০৮; তবে রামানন্দ আর ২১৫১০৩; তবে রামানন্দ ক্রমে ৩৫৬০; তবে রায় কৃষ্ণকথা ৩৫৬৩; তবে রূপগোসাঞি কহে ৩১১৩৫; তবে রূপগোসাঞি বাড়ি ৩১১১৬; তবে রূপগোসাঞি সব ২১৮১৪২; তবে রূপগোসাঞির পুন ২১১২৪৪।

তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ২১৫১২৪; তবে লক্ষী শান্ত হৈয়া ২১৪১২০০।

তবে শক্তি সঞ্চারি আমি ৩১৮১; তবে শচী কোলে করি ১১৪১৪১; তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ ১১৭১১৫; তবে শত ষট আনি ১১২১২৩; তবে শিবানন্দ তাঁরে ৩২৪২; তবে শিবানন্দ পুন ৩২১৭২; তবে শিবানন্দ ভোগ ৩২১৭৩; তবে শিবানন্দ যেন ৩২৩১; তবে শিষ্ট লোকসব ১১৭১৩০; তবে শিষ্টগণ সব হাসিতে ২১৬১২২; তবে

পর্যায়-সূচী

ভক্তাবতার কৈল ১১৭১৮; তবে শুক হয় মোর ২৮৮৪২; তবে তার বৃত্তান্ত ৩২১৬২; তবে শ্রীবাসের চিত্তে ১১৭১২২১।

তবে সনাতন কহে ভোমাকে ৩৪৭১২; তবে সনাতন গোসাঞির পুন ২১১২৪৬; তবে সনাতন প্রভুর চরণে ২২০১২২; ২২৩৩৬১; ২২৪১২; তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত ২২৩৩৫৭; তবে সপ্ত প্রহর প্রভু ছিল ১১৭১১৬; তবে সব ভক্ত তারে ৩৫১১৪৮; তবে সব ভক্ত লঞা ৩১২১৫১; তবে সব লোক এক পত্র ২৫১৮১; তবে সব লোক স্নিহিতে ২২৫১১৫; তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে ১৭১১৪৪; তবে সন্তে পায় পড়ে ২১০১৪৬; তবে সন্তে মিলি প্রভুকে ৩৮৭১২; তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের ২১০১২৩; তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে ৩১৩২২; তবে স্বরূপ তার ঘাড়ে ২১২১২৫; তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে কহিল ৩৬২২৭; তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে নান ৩১৮১১৬; তবে স্বরূপ গোসাঞি সঙ্গে ৩১৭১১৩; তবে স্বরূপ রামরায় ৩১২১৫১; তবে স্বরূপাধি যত ৩২৩৩৫; তবে সর্কজ কহে তারে ২২০১১৬; তবে সার্কর্ভোম করে আর ২১৫১২১; তবে সার্কর্ভোম কহে প্রভুর ২৭১৬০; তবে সার্কর্ভোম প্রভুর চরণ ২১৫১৮২; তবে সার্কর্ভোম প্রভুর দক্ষিণপার্শ্বে ২১০১৩৬; তবে সার্কর্ভোমে প্রভু ২১৩২২; তবে সীতা করিবেক ২২১১৬৮; তবে স্মৃষ্ হয় আর ৩৭১২৫; তবে স্মৃষ্ হয় যদি ২১৮১৪০; তবে স্মৃষ্ নৌকাতে ২১৬১৫৮; তবে স্মৃষ্টি রায় সেই ২২৫১৪৭; তবে স্মৃষ্ হইবেন ভোমার ১১৪১৪৩; তবে স্মৃত গোসাঞি মনে ১২৫১৬; তবে স্মৃতির মূল অর্থ ২২৫১৭৭; তবে সে অদ্বৈত নাম ১৩৬৮২; তবে সে ইহারে ভক্তি ১১৭১২৫৬; তবে সে করিতে পারি ২২৪১১৭৭; তবে সে গ্রন্থের অর্থ ১১৭১৩০১; তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনরে ২১১২১৬; তবে সে সকল লোকের ১১৩৩৬৭; তবে সে হিরণ্যদাস ৩৩১২৫; তবে সেই কবি নান্দী ৩৫১০৮; তবে সেই কবি সভার ৩৫১৪৭; তবে সেই কৃষ্ণদাসে গোড়ে ২১০১৭২; তবে সেই ছোট বিপ্র ২৫১৮৬; তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ ২২৩৩৫; তবে সেই জিন মৃগ ২২৪১৮৫; তবে সেই দুই চর ২১৩৩০; তবে সেই দুই জনে নৃত্য ৩৫১২০; তবে সেই দুইজনে প্রসাদ ৩৫১২৩; তবে সেই দুই বিপ্রে ২৫১১২২; তবে সেই পাঠান চারি ২১৮১৫৬; তবে সেই পাণী লইল ১১৭১৫২; তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস ২১২৩৮২; তবে সেই বড় বিপ্র ২৫১১১০; তবে সেই ব্যাধ দৌহা ২২৪১২৫; তবে সেই বিপ্র আইল ২২৫১১০; তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ২১৭১৭৬; তবে সেই বিপ্র ঘাই ২৫১১০৭; তবে সেই বিপ্রে পুছিল ২৫১৫৫; তবে সেই বেষ্ঠা গুরুর ৩৩১৩১; তবে সেই মহাপ্রভুর ২১৬১৮২; তবে সেই যবন কহে ২২০১৮; তবে সেই যবনরে ১১৭১৮২; তবে সেই লঘু বিপ্র ২৫১৫৩; তবে সেই লোক কহে ৩২১১৫; তবে সেই লোক রূপ ৩১১১০৬; তবে সেই সাত মোহর ২২০১২৫।

তবে হরিচন্দন আসি ৩২৫০; তবে হাসি কহে প্রভু ২১৬৭০; তবে হাসি প্রভু তারে ২৮১২৩৩; তবে হাসি প্রভু মোরে ১৫১১৭২; তবে হাসি মহাপ্রভু ২৮১২৭।

তত্ব কৃষ্ণনাম বালক ৩১৬৬২; তত্ব নির্মিকার রায় ৩৫১১৬; ৩৫১৩৮; তত্ব পূজ্য হও তুমি বড় ২২৫১৬২; তত্ব মহাপ্রভুর মনে ৩২১১৪৩; তত্ব যদি কর তাঁর দাস ২২৫১৬৮; তত্ব রামচন্দ্রের মন ৩৩১৫০; তত্ব সে বালক কৃষ্ণনাম ৩১৬৬৩।

তমাল কার্তিক দেখি ২২২০৮; তমো নাশ করি করে তব্বের ১১১৫৩; তমোনাশ করি কৈল তব্ববন্ত ১১১৪২; তমোরজো ধর্ম কৃষ্ণের ৩৪১৫৬।

তরুকে বহিয়া বুলে ৩১৮১২৮; তরুণী স্পর্শে রাম রায়ের ৩৫১১৭; তরুলতা জ্যোৎস্নায় ৩১২১৭৭; তরু সম সহিষ্ণুতা ১১৭১২৪।

তর্ক না করিহ তর্কীগোচর ৩৩২১৫; তর্ক না করিহ তর্কে হবে ৩২১৬২; তর্ক না করিহ স্তন ৩১২১২২; তর্কনিষ্ঠ কবির ভোমার ২৬৩৮; তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র ২২১৪৩; তর্কশাস্ত্রে জড় আমি ২৬৩১২৪; তর্কশাস্ত্র যত

উঠায় ২৬১৭০; তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই ১৮১১৩; তর্কে ইহা নাহি মানে ১১৭১২২৮; তর্কেই খণ্ডিল প্রভু ২১২৪৩; তর্কেই
গোচর নহে চরিত্র ৩১২১২৭; তর্কের গোচর নহে নামের ৩৩১২৩; তর্ক গর্জ করে লোক ১১৭১১৩৪; তর্কন গর্জন শুনি
১১৭১১৩৫; তর্কনীতে ভূমি লেখে ২১৩১১৫৭; তর্ক প্রহেলি আচার্য ৩১২১১৭; তর্ক শুনি মহাপ্রভু ৩১২১২২;
তর্কার না জানি অর্থ ৩১২১২৬।

তলে উপরে বহু ভক্ত ৩৬৪৪; তলে খড়্গ পাতি ৩১১১৩।

তহি মধ্যে কহি সব ১১১১২; তহি মধ্যে কোন ভাগের ২১৫১২২৫; তহি মধ্যে নানাতাবের ২১৫১২২৬; তহি
মধ্যে প্রেমদান ১১৭১৩০৬।

ত্রয়োদশে অগদানন্দ ৩২০১১২; ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর ১১৭১৩১৫; ত্রয়োদশে রথ আগে ২১৫১২০৪; ত্রয়োবিংশে
প্রেম ভক্তি ২১৫১২১২।

তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপে ২১৩১০৭।

তাতে অতি সুগন্ধ দেহ ২১৮১২২৭; তাতে অহুরাগী বাজে ৩৪৬০; তাতে আদি লীলার করি
১১৭১৩০৩; তাতে আমার অঙ্গে কতু ৩৪১১৪৮; তাতে ইহা রহিলে মোর ৩৪১১৫০; তাতে এই দেহ যদি
৩৪১২; তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণধর ৩১৬১১০৫; তাতে এই যুক্তি ভাল ২৩১১৭২; তাতে এই শ্লোক দেখি
১১৬৪৪২; তাতে কৃষ্ণ ভঞ্জে করে ২১২১১৮; তাতে ঘোড়ার ঘাট মূল্য ৩১২১২৫; তাতে চৈতন্যলীলা হৈল
৩২০১২২ তাতে ছয় দর্শন হৈতে ২১২১৪৮; তাতে জানি অপ্ৰাকৃত ৩৫৪০; তাতে জানি পূর্বে তোমার
৩১১০৪; তাতে জানি মোতে আছে ১৪১২১৬; তাতে জানি হয় তোমার ২১১৬৬; তাতে তার বধ নহে
১১৭১১৫৬; তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক ৩১২১৮৩; তাতে নিত্য লীলা কহে ২১২০১৩২২; তাতে নৃত্যবাণ গীত
১১৭১২২৮; তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ ৩৭১২১; তাতে ফলে প্রেম ফল ২১২১২২৮; তাতে বড় তার সম ২১২১২৭;
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে ২১৮১৩৩; তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্র ১৮১৪৭; তাতে বার বার কহি ৩১৬৫৭;
তাতে বিশ্বাস করি শুন ৩১৪১১০; তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে ২১২১১১০; তাতে বৈষ্ণবের বুটা ৩১৬৫৩; তাতে ভাল
করি শ্লোক ১১৬৪৪৬; তাতে ভাসে মায়ালক্ষণ ২১৫১১৭৫; তাতে মালী যত্ন করি ২১২১১৩৩; তাতে মোরে এই
কৃপা ২১৫১১৫১; তাতে যে প্রলাপ কৈলা ৩১৮১১১৩; তাতে যেই রমে সেই ২১২৪১২০৬; তাতে রঘুনাথের হয়
৩১৩১২৪; তাতে শয়ন করে প্রভু ৩১৩১১২; তাতে সাক্ষী সেই রমা ২১২১১২৭; তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা ২১২১৩৩;
তাতে স্কন্ধ হৈল যবে ৩১১১১১।

তাপী নান করি আইলা ২১২১২৮২।

তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা ২১২০১৭৫; তাবৎ ইহা বসি শুন ৩৩১১১৩; তাবৎ তুমি বসি শুন ৩৩১০৭;
তাবৎ তোমার সজ ২১৮১২৪; তাবৎ বৃন্দাবন দেখি ২১২১১৫৪; তাবৎ রহিব আমি ২১৫১২৮৩; তাবৎ স্পর্শমনি
কহে ২৬১২৫১।

তাম্রা কাঁসা রূপা ২১৮১২৪৫; তাবুলচর্কিত যবে ১৪১২১১; তাবুল সম্পূট ঝারি ২১৪১২২৮; তাম্রপর্ণা নান
করি ২১২১০২।

তার অধিকার গেল ৩৬১৭; তার অহুগত ভক্তির ২১২১৮৫; তার অমুসন্ধান বিনা ২১৪১১৪; তার
অপমান করিতে ৩৩১২৫; তার অবধান দেখি ২১৫১২৪৬; তার অর্থ আবাদিল ৩২০১২২২; তার অর্থ লক্ষ্য
ব্যাস ২১২১৮২; তার অন্ন খাণ্ডরাইতে ৩১৬১৮৪; তার অন্ন মহাপ্রভু জিহ্বাতে ৩১৬১৮৫; তার অন্ন তার অঙ্গে
২১২১১৫; তার আগে এক পিণ্ডি ২১২৪১৮২; তার আগে কিছু ধার ২১২১১৬৩; তার আগে বাচাইল
২১৩১৬৬; তার আগে প্রভু যৈছে ২১৩১৬৩; তার আগে যবে আমি ২১৭১১২১; তার আগ্রহে স্বরূপের

৩৫১০৭; তার আশি দেখি প্রভু ৩১৪২৬; তার উদাহরণ আমি ২২১১৬৭; তার উপদেশ মনে ২২২১১৬;
 তার উপরে রক্তোদগম ৩১৪৮৬; তার উপশাখাগণে ১৩২০; তার এই কল মোরে ২৩১১৬২; তার এক কল
 ন্মশি ৩২০১৬২; তার এক কল পড়ি যদি ২১৫১১৭২; তার এক দেশে বৈকুণ্ঠজাণ্ড ২২১১২৩; তার এক রাই
 নাশে ২১৫১১৭৬; তার এক লব পার সেই ৩১৬৩১; তার এক লেশ প্রীতি ২১১১২১; তার এক ক্রতি
 কণে ৩১৭১৩৮; তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ ১৩৮৫; তার কণুরসা প্রভু ৩৪১২৮; তার কর্ণ লোভে ইহা
 ২১৮২৫৭; তার কাছে চটি নৃত্য ১১৭১২৪; তার কোটি অপরাধ সব হয় ১১৭১২০; তার গড়বাই কারণাকি
 ২১৫১১৭৪; তার গুণ কহি প্রভুরে ৩৫১১৪৮; তার গুণ কহে হৈয়া ২১৫১১৫৮; তার গৌর কাণ্ডে
 তোমার ২১৮২২২; তার ঘর গ্রাম লুটি ৩৩১৫৩; তার ঘরে ভিক্ষাটন ৩১৪১৪৫; তার ঘরে রহিলা প্রভু
 কৃষ্ণকথা ২১৮৮০; তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ১১৭১৪৩; তার জ্ঞানে আহুযজ্ঞে ২২০১২২৭; তার ঠাঞ্জি
 তগুল মাগি ৩২১১০৬; তার তপস্তার কল ৩১৬১৩৫; তার তলে তার তলে ২১২১১৫৬; তার তলে
 পরব্যোম ২২১১৩৫; তার তলে পিঁড়ি বাঁধা ২১৮১৬৩; তার তলে বাহ্যবাস ২২১১৩৮; তার ত্যক্ত অবশেষ
 ৩২০১৬৫; তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদি ৩৩১৭৩; তার দুঃখ দেখি স্বরূপ ৩৫১২২২; তার দোষ নাহি
 তার ৩৩১২২; তার নিমিত্তে করি তোমার ২২৫১১০; তার পদখুলি উড়ি ২১৫১৮৩; তার পরিচয় নীলাচলে
 ৩৬২৪৭; তার পাছে পাছে গোপাল ২৫১১০০; তার পাছে নীলা অন্ত্যলীলা ২১১১১৫; তার পাপ ক্ষয় হয়
 ১৩৫০; তার পাশে দখি দুষ্ক মার্ঠা ২১৪১৪৩; তার পাশে ঋটিরাশি ২১৪১৭২; তার পিতা কহে তারে ৩৬৩৭; তার
 পুত্র কহে ভাল ২৫১১৭৭; তার পুত্র তোমার সেবক ৩৩১১৪; তার পুত্র মারিতে আইলা ২৫১৫০; তার
 প্রেমে বশ আমি ১৪১১৭; তার কল কি কহিব ৩৫১৪৭; তার কল দ্বারে লোকে ৩৮১২৩; তার বাক্য ক্রিয়া
 মুদ্রা ২২৩২২১; তার বাহুল্য বর্ণি ৩১৪১২; তার বোলে অন্ন ছাড় ৩৮৬৭; তার ভক্ত ভক্তি নাম ১১৩৬৫; তার
 ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা ৩২০১১০৬; তার ভয়ে নদী কেহো ২১৬১১৫৭; তার ভয়ে নারে প্রভু ৩১২১৭০; তার
 ভয়ে নারে ভিত্তো ৩১২১৭০; তার ভয়ে পণে কেহো ২১৬১১৫৬; তার ভয়ে প্রভু কিছু ২১২১১৬৮; তার
 ভর্তা কহিলে ১১৬১৫২; তার ভাগ্য দেখি গ্লাধা ২১২১৬১; তার মধ্যে আইল পতিব্রতা ২১২১৮৫; তার
 মধ্যে আবেশে প্রভু ২১৭১২৫; তার মধ্যে এক বিন্দু ৩১১১৩২; তার মধ্যে এক মূর্তি ২১৮১৮২; তার
 মধ্যে কহিল রামানন্দের ৩৫১১৫১; তার মধ্যে কহি আগে ২২০১১২২; তার মধ্যে কহি এবে ২২০১২০৬; তার
 মধ্যে কেনে মিথ্যা ৩১১১৩১; তার মধ্যে কৈল যৈছে ২১৬১৫৪; তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের ১২১৫৫; তার
 মধ্যে গোপীগণ ২১৩১১৪৩; তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে ২১১১৮; তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন
 ১১৩১১১; ২১১১৪; তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে ১১৩১৩৬; তার মধ্যে দুই নাটকের ৩২০১২৪; তার
 মধ্যে দেবদাসীর ৩১৩১১৩৫; তার মধ্যে নানা চিত্র ২১৫১২২২; তার মধ্যে নীলাচলে ছয় ১১৩১৩৩; তার
 মধ্যে পড়ি আছেন ৩১৪১৫৮; তার মধ্যে প্রবেশয়ে ২২২১৫৩; তার মধ্যে পূর্ববিধি ৩৮১৭৩; তার মধ্যে
 ব্রজদেবীর ২২৫১২০৫; তার মধ্যে ব্রজে নানাভাব ১৪১৭০; তার মধ্যে ভগবানের ২২৫১২১০; তার মধ্যে মহুস্ত
 জাতি ২১২১১২৮; তার মুক্তি ফল নহে ২১৬২৩৮। তার মধ্যে স্নেহ পুন্নি ২১২১১২৮; তার মধ্যে মোক্ষ-
 বাহা ১১১৫১; তার মধ্যে যে যে বর্ষে ২১৬১৮২; তার মধ্যে যেই ভাবে ২১১৬; তার মধ্যে রূপ সনাতন
 ১১০১৮৩; তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে ৩২০১২৫; তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের ১৪১৪৩; তার মধ্যে শ্রীরূপের
 ২২৫১২০২; তার মধ্যে স্নোক তুমি ১১৬১৪০; তার মধ্যে সভার স্বভাব ২১৪১১৮২; তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ
 ৩৪১৬৬; তার মধ্যে স্বাবর জন্ম ২১২১২২৭; তার মাথে পদ ধরি ৩৬১৩৬; তার মুখ দেখি পুছে ৩১৫১৩৮; তার
 মুখে দিয়া খাওয়ার ৩৬১৭২; তার যে বা উদগার ৩১৬১২৩; তার রীত দেখি হরি ৩৩১১৫; তার
 লাগি আমি মরি ৩১২১৪৮; তার লেখার এই অন্ন ২৩১৭৩; তার লেখে এই অন্ন ২১৫১২৬৩; তার শিষ্ট
 উপশিষ্ট ১১০১১৫৮; তার গুরু পক্ষে প্রভু ২১১১১; ২৩১২; তার শেষ পাইলে তোমার ৩৬১২২২; তার

সঙ্গে অজ্ঞান ২১৮১১০ ; তার সঙ্গে এক পংক্তি ২১২১৮০ ; তার সব অঙ্গ সেবা ৩৫১৩৩ ; তার সব স্বপ্ন
কীর্ষের ২১২১২৬ ; তার স্বপ্নে চটি আইলা ১১৪১৩৫ ; তার স্বপ্নে চটি প্রভু ১১১১১১ ; তার স্পর্শ নাহি
যায় ২১২৩১ ; তার স্বপ্ন যে না জানে ২১২৩০ ; তার মেহে করার তারে ২১২১২৫ ; তার মেহে প্রভু কিছু
২১২১১১২ ।

তারি আসি প্রভু পায় ১১১৩৪ ; তারি কহে তোমার প্রসাদে ২১২১৬১ ; তারি গায় মুক্তি নাটো ১১০১১১ ;
তারি ভৈছে তোমা মারিবে ২১২৪১১৩ ; তারি দাস্ত ভাবে করে ১৩৫১১ ; তারি দুঃখ পায় এই ৩১২১৫ ; তারি সব
যদি কৃপা ৩১১১৪৬ ।

তারি দ্রব্য মূল্য লক্ষ্য ৩৬১১১ ; তারি মধ্যে পরিমুখা ৩১০১১৫৬ ; তারি মধ্যে বাক্যল কবির ৩১০১১০২ ; তারি
মধ্যে রাঘবের কালি ৩১০১১৫৬ ; তারি মুখে সরস্বতী ৩৫১১৩০ ; তারি শাস্ত্রযুক্তো প্রভু ২১১৮১১১১ ।

তারিণ্যামৃত ধারায় দান ২১৮১২৮ ; তারিণ্যামৃত পারাবার ২১২১১৪ ।

তারে আজ্ঞা দিল প্রভু ২১৪১২৩০ ; তারে আজ্ঞা দিল রাজা ২১৬১১২২ ; তারে আলিঙ্গন কৈল
৩৪১১৮১ ; তারে আশাসিয়া প্রভু ২১২১৮২ ; তারে আসি আপনে মিলে ২১১১২ ; তারে উঠাইয়া নারদ
২১২৪১৮০ ; তারে কহে আরে ভাই ২১২০৮০ ; তারে কহে কাই কৃষ্ণ ৩১৬১১৫ ; তারে কহে কেন কর
১১২১৬০ ; তারে কৃপা করি আগে ২১২১৮ ; তারে কৃপা করি প্রভু ২১২৩২ ; তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ৩১৩১৩১ ; তারে
গালি শাপ দিতে ২১৫১২৪৮ ; তারে ধরে পাঠাইয়া ২১৮১২৫০ ; তারে ভাকি প্রভু কহে ১১৪১৫৪ ; তারে তারে সেই
দেওয়ান ২১২১১৬৫ ; তারে তিরস্করিবারে কৈল ২১২১১৫ ; তারে দণ্ড করিতে সেই ৩৩১৪৮ ; তারে দেখি শ্রীতে
প্রভু ৩১২১৫৬ ; তারে দেখি মহাপ্রভুর ২১২১৫১ ; তারে ধ্যান শিক্ষা কর ২১৩১১৩০ ; তারে নমস্করি কালিদাস
৩১৬১২১ ; তারে না চিনেন আচার্য ২১১১৬৮ ; তারে নাহাইতে প্রভু ৩১৪১২৩ ; তারে নিন্দা করি কহে
৩১২১৪ ; তারে নিবেদিল প্রভুকে ৩৬১১৪৫ ; তারে পাঠাইলা রাজা ৩১২১১ ; তারে প্রদ্র করেন প্রভুর ২১২১১১২ ;
তারে বধ কৈলে হয় ২১৫১২৫৮ ; তারে বিদায় দিয়া গৌসাক্ষি ২১২০৩৫ ; তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর ৩১৬১২৮ ;
তারে বিদায় দিল প্রভু ২১৬১১১১ ; তারে মাগি কর্পূর চন্দন ২১৪১৫০ ; তারে মিলিবারে প্রভু ৩১৩১৮০ ; তারে
রক্ষা করিতে যদি ৩১২১৪২ ; তারে রাধাসম প্রেম ২১৮১৮ ; তারে লীলামৃত পিয়াও ২১৪১৮৫ ; তারে শাস্ত করি
প্রভু ২১৫১২৫৬ ; তারে সন্তোষিয়া কিছু ৩৪১১৬০ ; তারে স্নুখ দিতে কহে ২১২১৩১ ; তারে সে-সে ভাবে ১৪১১৮ ;
তারে হস্ত করিতে ২১৪১১২৩ ।

তার্কিক বীমাসক ২১২৩৬ ; তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ২১২১৮০ ।

তাল পত্রে শ্লোক লিখি ৩১১১২ ; তা-লাগি পঞ্চম শ্লোকের ১৪১৪১ ।

তা-সভা ডুবাইতে পাতিব ১১১৩০ ; তা-সভা তারিতে প্রভু ৩১২১২ ; তা-সভা নিবেদি প্রভু ১১৬১২২ ;
তা-সভাকে খাওয়াইতে ২১৪১৩৬ ; তা-সভাকে তাই ছাড়ি ১১১১৪০ ; তা-সভার অন্তরে ভয় ১১১১১২৬ ; তা-সভার
আগে সব ২১৫১৩৬ ; তা-সভার কবিত্তে আছে ১১৬১২৫ ; তা-সভার গ্রাস শেষে ৩১৪১৪৬ ; তা-সভার নাম কহি
২১২০১১১২ ; তা-সভার শ্রীতি দেখি ২১১১১২৩ ; তা-সভার প্রেম দেখি ২১৮১১৩ ; তা-সভার বিদ্যাপাঠ ১১৮১৫ ;
তা-সভার বিলম্ব দেখি ২১০১২৮ ; তা-সভার বোলে লিখি ১১৮১৬১ ; তা-সভার মুকুট কৃষ্ণ ২১২১১১ ; তা-সভার
সঙ্গে যৈছে ১১১১২৩০ ; তা-সভার সম্মতি বিনে ২১৫১২৬ ; তা-সভারে কৃপা করি আইলা ২৪১১১ ; তা-সভারে কৃপা করি
প্রভু ২১৮১২০০ ; তা-সভারে দেন পীড়া ৩১২০৪১ ; তা-সভারে স্তুতি করে ২৩১১৩ ।

তাই আমার সঙ্গে তোমার ১১৬১১৫ ; তাই আরম্ভ কৈল ২১৬১৩২ ; তাহা আবাদিতে আমি
১৪১২১১ ; তাহা আবাদিতে যদি ১৪১১০৪ ; তাহা আমি নিত্যবস্ত ৩৪১৫২ ; তাহা উদ্ধারিতে ধ্রম ২১১১৮১ ;
তাই উপবাস বাহা ২১১১১০১ ; তাই এক ঐশ্বর্য তাঁর ২১১১২১২ ; তাই এক বাক্য তাঁর ২১৫১১০০ ; তাই

এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ২১১৬; তাই এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল ২১১৭; তাহা এড়াইল রাজপদ ২১১৮; তাই এত ধর্ম চাহি অৱশ্যে ২১১৯; তাহা কিছু বে জনিল ২১২০; তাহা কে কহিতে পারে ২১২১; তাহা কিছু কৈল কৃষ্ণপুরাণ ২১২২; তাহা খণ্ডি সবিশেষ ২১২৩; তাহা ধাঞা আপনাকে অৱশ্যে ২১২৪; তাহা ধাঞা তোমার সঙ্গে ২১২৫; তাই গেলে সেই কৃত ২১২৬; তাই গোপগণ সঙ্গে ২১২৭; তাই গোবর্দ্ধন দেখি ২১২৮; তাহা ছাড়ি করিয়াছি ২১২৯; তাহা ছাড়ি কেনে কর ২১৩০; তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি অৱশ্যে ২১৩১; তাই আগি রহে সব অৱশ্যে ২১৩২; তাহা জানিবারে দ্বিতীয় অৱশ্যে ২১৩৩; তাই বাঁপ দিয়া পড়ে ২১৩৪; তাই তাই ভিক্ষা করে ২১৩৫; তাই তাই নান করি ২১৩৬; তাই তাই হয় তাঁর ২১৩৭; তাই তুমি প্রসাদ পাও অৱশ্যে ২১৩৮; তাই তোমার পদবর ২১৩৯; তাহা দিতে ইচ্ছা হয় ২১৪০; তাহা দিয়া কর শীঘ্র ২১৪১; তাহা দেখ সাক্ষী ২১৪২; তাই দেখা হৈলা এক ২১৪৩; তাহা দেখাইল প্রভু অৱশ্যে ২১৪৪; তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা ২১৪৫; তাহা দেখি দামোদর অৱশ্যে ২১৪৬; তাহা দেখি পাঁচজনের ২১৪৭; তাহা দেখি প্রভুর কিছু ২১৪৮; তাহা দেখি প্রভুর ক্রোধ ২১৪৯; তাহা দেখি প্রভুর মনে ২১৫০; তাহা দেখি প্রভুর হৈল ২১৫১; তাহা দেখি প্রেমাবেশ অৱশ্যে ২১৫২; তাহা দেখি বলি আমি ২১৫৩; তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন ২১৫৪; তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত ২১৫৫; তাহা দেখি লোক আইসে ২১৫৬; তাহা দেখি লোকের ২১৫৭; তাহা দেখি স্তম্ভে ২১৫৮; তাহা দেখি হয় মোর ২১৫৯; তাহা দেখিবারে আইসে অৱশ্যে ২১৬০; তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত ২১৬১; তাইই দেখিল কৃষ্ণের অৱশ্যে ২১৬২; তাই দোহা লঞা রায় ২১৬৩; তাই ধর্ম শিখাইতে অৱশ্যে ২১৬৪; তাহা না করিয়া কেনে ২১৬৫; তাই নাহি নিজ স্তম্ভ ২১৬৬; তাহা নাহি মানি পণ্ডিত ২১৬৭; তাহা নিস্তারিয়া কৈলে ২১৬৮; তাই নৃত্য করি জগন্নাথ ২১৬৯; তাই নৃত্য করে প্রভু ২১৭০; তাই নৃত্য করে রামানন্দ ২১৭১; তাই পড়ি রহে একা ২১৭২; তাই পড়ি রহে মোর ২১৭৩; তাহা পাঞা প্রাণ রাখে ২১৭৪; তাই পুষ্পারণ্য ভূমি ২১৭৫; তাহা প্রকট কৈল ২১৭৬; তাই প্রচারিল দোহে ২১৭৭; তাহা প্রবর্তাইলে তুমি অৱশ্যে ২১৭৮; তাই প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই অৱশ্যে ২১৭৯; তাহা প্রসাদার লৈয়া ২১৮০; তাই প্রেমাবেশে নাচে ২১৮১; তাহা প্রবলভক্ত প্রভুর অৱশ্যে ২১৮২; তাই বাসা দেহ ২১৮৩; তাইই বিকাই বাই ২১৮৪; তাই বিয় করি ২১৮৫; তাহা বিহু নহে তোমার অৱশ্যে ২১৮৬; তাই বিস্তারিত হঞা ২১৮৭; তাই ভিক্ষা কৈল প্রভু ২১৮৮; তাইই মিলিব সব অৱশ্যে ২১৮৯; তাহা যত স্বাবর জন্ম অৱশ্যে ২১৯০; তাই যদি আচম্বিতে ২১৯১; তাই যমুনা গঙ্গা ২১৯২; তাই বাই নাচে গায় ২১৯৩; তাহা বাই পড়িলা প্রভু অৱশ্যে ২১৯৪; তাই বাইতে কর তুমি ২১৯৫; তাই ধাঞা রহ রূপ অৱশ্যে ২১৯৬; তাই যাব সেই আমার অৱশ্যে ২১৯৭; তাই যাহ তেহ যদি ২১৯৮; তাই যে করিল লীলা ২১৯৯; তাই যে না লিখিল ২২০০; তাই যে রামের রূপ ২২০১; তাহা যেই পাষ তার অৱশ্যে ২২০২; তাই যেই লীলা তার মধ্যলীলা ২২০৩; তাই যেই লীলা তার শেষ লীলা ২২০৪; তাই যেই কৈল সন্ন্যাসীর ২২০৫; তাই যেই ব্রজপুরে ২২০৬; তাই যেই রূপ সনাতনের ২২০৭; তাই যেই হৈল হরিদাসের অৱশ্যে ২২০৮; তাহা রহিলা প্রভু ২২০৯; তাহা লাগি একত্র ২২১০; তাই লীলাস্থলী দেখি ২২১১; তাহা লিখাইল লীলা ২২১২; তাই শুনি তোমার স্তম্ভ ২২১৩; তাহা শুনি লুপ্ত হয় ২২১৪; তাহা শুনি সভার হৈল ২২১৫; তাই শুনি গোপাল ২২১৬; তাই শুনে লোক কহে ২২১৭; তাহা শুনি সকল লোক ২২১৮; তাই সব লোকে কৃষ্ণনাম ২২১৯; তাহা সর্বলভ্য হয় ২২২০; তাহা সভা পানে প্রভু ২২২১; তাই সভা পাঠাইয়া ২২২২; তাহা সভা হৈতে ২২২৩; তাহা সভার দণ্ড এই অৱশ্যে ২২২৪; তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ ২২২৫; তাই স্থপ্নে দেখা দিলা ২২২৬; তাই শুভ রোপণ কর ২২২৭; তাই নান করি প্রভু ২২২৮; তাহা সিদ্ধি করে হেন ২২২৯; তাই সেই অন্ন ভট্টাচার্য ২২৩০; তাই সেই কল্লুর ২২৩১; তাহা হৈতে কোটিপুণ

রাধা প্রেমাবান ১৪১০০; তাহা হরি ভোগ করে ১৩৮৭; তাহা হৈতে অধিক সুখ ২১১১২৪; তাহা হৈতে অবন্ত আমি ২১৩২৪৬; তাহা হৈতে আগে গেল ২১৩২০০; তাহা হৈতে কৈলে তুমি ২১৩৬০; তাহা হৈতে কোটিপল গোপী আশ্বাস ১৪১৫৮; তাহা হৈতে ঘরে আসি ২২১৪৮; তাহা হৈতে চলি আগে ২১৩৩০; তাহা হৈতে ধরি মোরে ১৪১০৪; তাহা হৈতে পুন চকুর্ভূহ ২২০১৬২; তাহা হৈতে মহাপ্রভু ২১১৮৫৭; তাহা হৈতে রাধাসুখ ১৪১২১৫; তাহা হৈতে সেই শিলামালা ১৩২৮২; তাহা কীরোদধি মধ্যে ১৫১২৪।

তাহাকে ত এই কীর ২৪১২৮; তাহাকে তালক দিব ১১৭১২১৫।

তাহাতে অসংখ্য বল ১৩৩৬; তাহাতে আইলা তেঁহো ১৫১৪০; তাহাতে আচার্য বড় হয় ১১৭১৬২; তাহাতে আপন ভক্তগণ ১৩২১; তাহাতে এতেক চিহ্ন ২২৩১০; তাহাতেও ঐশ্বর্য দেখি ১১৭১০৬; তাহাতে চৈতন্যলীলা ১৮৪০; তাহাতে জয়িল শাখা ১১১২; তাহাতে জানেন প্রভুর এসব ১৪১২২; তাহাতে তর্ক উঠাইয়া ১৮৪৮; তাহাতে দীক্ষিত আমি ১৩২২৭; তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ ২১৮১৮০; তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষী ২১৮১৮৬; তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি ১৪১৩২; তাহাতে প্রকট দেখি ২১৮২২৩; তাহাতে প্রকট হৈল ১৪১২২৭; তাহাতেই প্রভু মোরে ১৭১৩৬; তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখ ১৪১৫২; তাহাতে বহুত শাস্ত্র ১৩৮৮; তাহাতে বিখ্যাত ইহো ২১৭৭৮; তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড ১৩৭৫; তাহাতে সঙ্করণ করে ২২০২২৫; তাহাতে সুগন্ধি তৈল ১২১১০৭; তাহাতেও হও তুমি মূল ১২১৩৭।

তাহার আকার দেখি ১৮৫৫; তাহার ইয়ত্তা কহি ১৩১০৩; তাহার উদ্দেশে প্রভু ২১২২১১; তাহার উপর স্তম্ভর নয়ন ২১৩১৬০; তাহার উপরিভাগে ১৫১১৩; তাহার উপরে এবে ২১৫২৮৬; তাহার কল্মষ নাম ১৩৪৮; তাহার গণনা কারো মনে ১৩১০৭; তাহার দর্শনে বৈষ্ণব ১৩১৩; তাহার দর্শনে লোক ১২২০; তাহার দৃষ্টান্ত য়েছে ১৩১৭১; তাহার বাহিরে কারণার্ণব ১৫১৪৩; তাহার বিশেষ জ্ঞান ১২১৬৭; তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ১২১৮৪; তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ১২১৮৫; তাহার মধুর বাক্যে ২৪১২৫; তাহার মাধুর্যগন্ধে ১১২১৩০; তাহার মিলন করি ১৫১৪১; তাহার যে আত্মা তুমি ১২১২৭; তাহার লক্ষণ স্তন ১২০১৬; তাহার শ্রবণে নাশ ১৭১০৪; তাহার সম্মান করি ১১৭১২৭; তাহার হৃদয়ে তার ১১১৪৮; তাহার হেতু না দেখিয়ে ১৩৫০।

তাহারা বুঝিতে নারে ১৩১৪৫।

তাহারে করাইল সভার ১৪১০৬; তাহারে কহেন আচার্য ১২১০১; তাহারে দেখিতে প্রাণ ১৮৫০; তাহারে নিষ্কিতে ভাগবত ১২১৫১; তাহারে মলিন কৈল ২১২১৫১; তাহারে মারিব আমি ২২৫১৪৪।

তাহি মধ্যে কৈল রাসে ১২০১১৮; তাহি মধ্যে গোবিন্দের ১২০১০২; তাহি মধ্যে ছয় ঋতু ১১৭১২৩১; তাহি মধ্যে পরিমুগ্ধা ১২০১০২; তাহি মধ্যে প্রভুর কিছু ১২০১১৬; তাহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় ১২০১০৮; তাহি মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বার ১২০১১৫; তাহি মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য ১২০১২৬।

তাহে ইহা রহি আমার ১৩৬৫; তাহে জানি কোন ভপস্তার ১৩৬১২২; তাহে মুখ্য রসাত্মক ২২১৬৮; তাহে রামানন্দের ভাব ১৫১২২; তাহে শোভে ধ্বজবজ্র ১১৪১৫।

তীর অংশ পুরুষ হয় ১৫১৬৪; তীর অঙ্গকাস্তে স্থান ১৩২১২; তীর অঙ্গগন্ধে দশ দিগ্ ১৩২২০; তীর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ১৪১৭৮; তীর অবতার এক শ্রীমুক্ত ১৩৭৭; তীর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ ১৩৭৬; তীর অবতার সাক্ষাৎ ১৩৬৪; তীর অভিষেকে প্রভু ২১৩৫১; তীর আগে বতপি সব ১২০১৭৪; তীর আজ্ঞার করোঁ তীর ২১১৮; তীর আজ্ঞা বিহ্ন আমি ১৭১৩৫; তীর আজ্ঞা ভাজি তীর সঙ্গে সে ১০১৬; তীর আজ্ঞা ভাঙ্গে তীর সঙ্গে ১০১৫; তীর আজ্ঞা মাসি সেবা ১১০১৩৮; তীর আজ্ঞা লজ্জি ১১২১৮; তীর আজ্ঞা লক্ষ্য

আইলা আজার কল ৩৪২২৬; তাঁর আজা লঞা আইলা পুরী কামকোট ২২১৬২; তাঁর আজা লঞা গেলা ২১২৭০; তাঁর আজা লঞা লিখি ১৮১৭৬; তাঁর ইচ্ছা প্রভু অন্ন ৩১২১০৫; তাঁর ইচ্ছা প্রভু স্নেহ ১১৬১১৪; তাঁর ইচ্ছার গেল মোর ২২০৮৮; তাঁর উপশাখা কিছু ১১২১৭৭; তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার ১১১১৫; তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী ১১০১৪৬; তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত ১১১১৫৩; তাঁর উপসনা জানি ২২১১৬৩; তাঁর এক পুত্র যোগ্য ২২১২৭১; তাঁর এক শাখা মুখ্য ১১০১২২; তাঁর এক শিষ্য তাঁর ৩৬১৬২; তাঁর এক স্বরূপ ১১৫৬৪; তাঁর ঐছে বাক্য ক্ষুরে ২৬২৫০।

তাঁর কি অকৃত চৈতন্য ১৮৮৩৮; তাঁর কৃপা নাহি যারে ২১১১২১; তার কৃপার পাপ তার ১১৭১৫৫; তাঁর কৃপার পাইছ তোমার ২৮৮৩১; তাঁর কৃপার পাইল তোমার ২২১১০৪; তাঁর কৃপার প্রসন্ন করিতে ২২০১৮৩; তাঁর কৃপা বিনা অস্ত্রে ১৮৮৭৭; তাঁর কৃপার ক্ষুরিরাছে ২৪১১২২।

তাঁর গর্ভে জন্মিলা ১৮৮৩৭; তাঁর গুণ গণিবে কেমনে ২৮১১৪৫; তাঁর গুরু অস্ত্র এই ১১২১১৪; তাঁর গুরু পাশে বার্তা ৩৬১৭৪।

তাঁর চরিত্র বিচারেতে ২২২১১১।

তাঁর ঝারী শেবামৃত ৩২০৮০।

তাঁর ঠাকুর আজা লঞা ২১১২২০; তাঁর ঠাকুর গোপালের ২৪১৭৭; তাঁর ঠাকুর প্রভুর কথা ৩১৩৪২; তাঁর ঠাকুর মল্ল লৈল ২৪১১১০; তাঁর ঠাকুর শেষ পাত্র ৩১৬১১১।

তাঁর তব নামগুণ ১৬২২২।

তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব ৩১৪১০৬; তাঁর দৈত্ব দেখি শুনি ২১৬২৬১; তাঁর দোষ নাহি তৌহো ১৭১১০২।

তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ ১৪১১৫৪।

তাঁর নব অর্থমধ্যে ২৬১১৭৪; তাঁর নাভিপদ্ম ছৈতে উঠিল ১৫১৮৬; ২২০১২৪৫; তাঁর নিকট এক স্থানে ৩১৬২২; তাঁর নিন্দা হয় যদি ২৩১১৭৮;

তাঁর পত্নী তাঁরে দেন ৩১৬৩১; তাঁর পত্নী শচীনাম ১১৩৫৮; তাঁর পদধূলি লঞা ৩৬১৫২; তাঁর পরিকর তাঁর ১১০১১০; তাঁর পরিভ্রম হৈব ৩১২১০৮; তাঁর পাছে পাছে আমি ৩১৭১২৪; তাঁর পাদপদ্ম নিকট ২৪১১৩; তাঁর পাদপদ্ম বন্দ ১১১২২; তাঁর পাদপদ্মে কোটি ১১১২১; তাঁর পায়ে অপরাধ ২৪১৮; তাঁর পিতা কহে গোড়ের ৩৬১৭৬; তাঁর পিতা বিষয়ী বড় ৩২১৮৭; তাঁর পিতা সদা করে ২১৬২২৩; তাঁর পুত্রগণ আমার ৩২১০১; তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত ৩৪২১৮; তাঁর পুত্র মহাশয় ১১১১৩৭; তাঁর পুত্র সব শিরে ২১০১৫৮; তাঁর পুরোহিত বলরাম ৩৩১৫৮; তাঁর পুষ্পচূড়া ২৪১১৩; তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে ৩৭১২২; তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব ২১১১৩৮; তাঁর প্রসাদে জন্মিল ৩৭১১২; তাঁর প্রিয় শিষ্য গ্রিহো ১৮১৫৫; তাঁর প্রীতির কথা আছে ১১০১২১; তাঁর প্রেমবশ আমি ২১৫১৫০; তাঁর প্রেমে আমি মোরে ২১৫১৬৬।

তাঁর বাক্য শুনি মনে ২২৪১১৭৪; তাঁর বিপ্র বহে জল ২১৭১৭২।

তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর ২১৬১০৪; তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে ২১৫১৩৭; তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর ২২১০৩; তাঁর ভক্তিবশে গোপাল ২৫১২২২; তাঁর ভক্তো হয় জীবের ২১৮১৮৩; তাঁর ভরী দময়ন্তী ১১০১২৩; তাঁর ভরীপতি গোপীনাথ ১১০১২৮; তাঁর ভয়ে সন্ত করে ৩৩৪৩৩; তাঁর ভাবে ভাবিত আমি ২৮২৩৩; তাঁর ভ্রাতৃপুত্র নাম ২১৩৩৭; তাঁর ভ্রতবশে কিছু ১১৩৪৮; ভ্রূণ ধনিত্তে আমার ৩১৭১২৪।

তাঁর মন কৃষ্ণায়া নারে ২৮১০২; তাঁর মহোৎসবে বেই ৩১১১২১; তাঁর মাতাপিতা হৈল ৩৬১৮১; তাঁর মুখ দেখি হৃদয় ২১৬১৬০; তাঁর মুখে আন শুনে ২১৭১৪৫; তাঁর মুখে শুনি লিখি ৩১৪ ৭৮।

তার বড় শাখা হৈল ১১২১২; তার যশঃ গুণ সর্ব ১৮৮৫০; তার যুগাবতার জানি ১৩২৮; তার যেই আশা
বলি ৩১২১২২; তার যেই মুখ ২৩১৮২।

তার রথচাকার এই ৩৪১০; তার রূপ দেখি ২৪১১১; তার রূপ ভাব সখি ৩১৪১০২।

তার লঘুজ্ঞাতা শ্রীবরভ ৩৪২১৮; তার লাগি গোপীনাথ ২১৬৩২; তার লাগি দ্রব্য ছাড়োঁ ৩২১২৪; তার
লীলা বর্ণিয়াছেন ১১০১৪৫; তার লোকসঙ্গে তারে ২১১১২।

তার শিষ্য উপশিষ্য ১১০১১৪; তার শক্তি তার সহ ১৪১৭৪; তার শক্ত্যে রামানন্দ ২২০১২০; তার শাখা
উপশাখায় ১১২১৫৪; তার শিষ্য গোবিন্দপূজক ১৮১৬৪; তার শিক্ষা লাগি ১১১৪৫।

তার সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব ৩৫১২০; তার সঙ্গে আইলা বহু ২৮১১৩; তার সঙ্গে আনন্দ করে ১১৩৬৪; তার সঙ্গে
আমার মন ৩১১১৪; তার সঙ্গে কীড়া কৈল ২১৩১২২; তার সঙ্গে অগরাধ ২১১১২৪; তার সঙ্গে তিন জন ১১০১১৫;
তার সঙ্গে নাচি বলে ১১১১১৩১; তার সঙ্গে পূর্ণ হবে ২১০৫৭; তার সনে মহাপ্রভু ২১১১৬২; তার সনে হঠ করিব
৩১১১৪১; তার সম গুরু কৃষ্ণের ১৬৫১; তার সিদ্ধিকালে দোহে ১১০১১৩৭; তার স্মৃতি স্মৃতি ১৪১১৬৫;
তার স্মৃতিসহু সঙ্গে ৩৬৭; তার স্মৃতি আছে তেঁহো ২৪১৭; তার স্মৃতির অর্থ কোন ২২৫১৭৬; তার সেবক সম আসি
৩১৮৪; তার সেবা ছাড়ি আমি ২১৫১৪২; তার সেবা বিনা জীবের ২১৮১১৮৪; তার স্ত্রী তার অঙ্গে ২২৫১১৪৩; তার
স্পর্শ হৈলে মোর ৩৪৮; তার স্পর্শে গন্ধ হৈল ৩৪১৮২; তার স্পর্শে নাহি যায় ২১১১০২; তার স্পর্শে হৈল তোমার
৩১৮৬৩; তার স্থানে রূপগোসাঞি ১১০১১৫৬।

তার হস্তস্পর্শে অর ২৪১৭৬; তার হিংসায় লাভ নাই ২১১১৬৩; তার হৃদয়ে কৈল প্রভু ২১১২৪৪।

তার আপনারে করে ১৬৫২; তার কহেন তপস্বত ২২৫১৪৮; তার গেলে পুন হৈল ৩১৬৭২; তার
ছইজন জানাইল ২১১১৭৪।

তারে আন প্রভুবাক্যে ২২০১৪৮; তারে আলিঙ্গন করি ২২০৫০; তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর ২৮১১৮;
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু ২১২১২০০; তারে ঈশ্বর করি নাহি ২১১১১৮; তারে উপেক্ষিয়া কৈল ২১১৭০; তারে কহে
প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ১১১১০৮; তারে কিছু কহে তার ২১১১১২৩; তারে কৈলে জড় নম্বর ৩৫১১১৪; তারে
কৈলে স্তম্ভ জীব ৩৫১১১৫; তারে কোলে করি কৈল ৩১১১১০২; তারে খাওয়াইয়া তার পত্নী ৩১৬৩২; তারে
তাহাঁ বাসা দিয়া ৩১১৪৮; তারে তুমি উঠাঞাছ ৩১৮৬২; তারে দেখি পুনরপি ২১৬১৬৩; তারে দেখিবারে
আইসে ২১১১৬২; তারে নমস্কার প্রভু ২১৮২৫১; তারে না দেখিয়া ব্যাকুল ২১৮৮৪; তারে না ভজিলে কত
১১৮২৮; তারে নিরাকার করি ২১৬১৩২; তারে নির্বিশেষ কহি ১১১১৩০; তারে নির্বিশেষ স্থাপি ২২৫১৩০; তারে
পাঠাইয়া নিত্যানন্দ ২৩২১; তারে পাঠাইল গোড়ে ২১১২৪৮; তারে প্রদক্ষিণ করি ২৩২০৮; তারে প্রসন্ন কৈল প্রভু
২১২৩৬; তারে বালু দিয়া উপরে ৩১১১৬৮; তারে বিদায় দিতে তারে ২১১৬৭; তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক
২১১১৪২; তারে বিদায় দিল প্রভু করি ২১৬৬৭; তারে ভয় নাহি কিছু ৩১১৮২; তারে মিলি তার ঘরে ৩৫১৮২;
তারে মিলি রায় আপন ২২৫১৫০; তারে মিলিতে গজপতি ২১২১৩; তারে যেই সেবে তার ২১১১১২; তারে লঞা
নীলাচলে ২১০১২২; তারে লঞা সভার চিড়া ৩৬৭৭; তারে শিখাইল সব ১১১৪৬।

তাঁ-সভা সহিত গোষ্ঠী ২১২৩৫; তাঁ-সভার অন্তরে গরু ২১২৩৫; তাঁ-সভার আগে তট ৩১১৪৭;
তাঁ-সভার আচার চেষ্টা ৩১৩৬৬; তাঁ-সভার ইচ্ছায় প্রভুর ৩৮৮৪; তাঁ-সভার কথা রহ ১৬৬০; তাঁ-সভার চরণ
রঘুনাথ ৩৬১৪২; তাঁ-সভার চরণে মোর ১১১২৩; তাঁ-সভার চাহি বাসা ২১১৫৭; তাঁ-সভার নাহি নিজ
১১৪১৫২; তাঁ-সভার পাদপদ্মে ১১১১২; ১১১১২০; তাঁ-সভার প্রসাদে মিলে ২১২১৮; তাঁ সভার সঙ্গে আইল
৩১৪১৫; তাঁ-সভার সঙ্গে প্রভুর চিত্তবাহু ৩১৬৪; তাঁ-সভার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহু ৩১৬৭২; তাঁ-সভার সঙ্গে
রঘুনাথ ৩৬১৫৬।

তঁাহার আদি প্রভু কিছু ২৫১১৪৬; তঁাহার এই পদমালা ২১১৪৩; তঁাহার দেখি জ্ঞান হয় ২১১১১০৫; তঁাহার বিনা এই প্রেমার ২১১১১৩৪; তঁাহার বিনা এই রাজ্য ২১৩৬৫; তঁাহার বিনা বিশেষ কিছু ১১৩৩৭৪; তঁাহার বিনা অন্তর নাহি ২১৩২৬২; তঁাহার বিশ্ব রত্নশূন্য ৩১১১৩৬; তঁাহার বিশ্ব রাসলীলা ২১৮৮৬; তঁাহার বিশ্ব সুখ হেতু ১১৪১১৭৮; তঁাহার বেড়ি প্রভু করে ৩১১১৬৩; তঁাহার লক্ষ্য গোষ্ঠী অ৩৪৮; তঁাহার লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ ২১২৩৩৬; তঁাহার মৃত্যু লক্ষ্য প্রভু ২১২২৪২; তঁাহার মৃত্যু লৈয়া গেল ২১১৪০; তঁাহার সহ আশ্রিত ৩৫১১৪০।

তঁাহাকে অনন্ত কহি ১৫১১০০; তঁাহাকে কহিও সেই ২১২০১০; তঁাহাকে পুছিয়া তাঁরে ২১৫১৬৭; তঁাহাকেই প্রেম্যে করায় ১৩৫২২।

তঁাহাতে হইল চৈতন্যের ১১০১৫৭।

তঁাহার অঙ্গের শুদ্ধ ১২১৮; তঁাহার অনন্ত গুণ কহি ১১০১৪২; তঁাহার অনন্ত গুণ কে কক ১৮১৫৫; তঁাহার অমূল্য শাখা ১১০১৩১; তঁাহার অবস্থা সব ৩১৪১৭১; তঁাহার আবরণ কিছু ২১৩৬২৪২; তঁাহার চরণ আগে ১১১১৭১; তঁাহার চরণ কৃপা কে পারে ১৫১২০৩; তঁাহার চরণকি যেই ঠাঞি ৩১৩২৮; তঁাহার চরণ ধূষণ করোঁ ৩২০১৪২; তঁাহার চরণাশ্রিত সেই বড় ১৭১১; তঁাহার চরণে প্রীতি ২১৮১৮৪; তঁাহার চরণে মোর কোটি ২১২২১; তঁাহার চরিত্র লোক না পারে ১১৭১২৮৮; তঁাহার চরিত্র গুণ ১১২১১৭; তঁাহার চরিত্রে প্রভুর ২১৩৬১৩৭; তঁাহার দর্শন কৃপায় ২১৭১২২; তঁাহার দর্শন তোমার ২১০১৬; তঁাহার দর্শনলোভে ৩১৫১৫৪; তঁাহার দ্বিতীয় দেহ ১৫১৩; তঁাহার নাসাতে বহু মূল্য ২৫১২২৫; তঁাহার নাহিক দোষ ১৭১১০৫; তঁাহার পত্নীকে তবে ৩১৩১৫; তঁাহার পদারবিন্দে ১১২১২৪; তঁাহার পরীক্ষা আমি ৩৪৩২; তঁাহার প্রকাশভেদ ১১৬৭২; তঁাহার প্রথম বাহা ১৪১০৮; তঁাহার প্রভাব প্রেম ৩২৫১; তঁাহার প্রসাদে নামের ৩১৩৩৬; তঁাহার প্রসাদে ঘোর হয় ১২১১১; তঁাহার প্রসাদে শুনে ১৮১৫৮; তঁাহার প্রেমের কথা ২১৩৬২৩; তঁাহার প্রেরণায় তাঁরে ১৭১৫৫; তঁাহার বচন প্রভু ২১৭১১২; তঁাহার বিনয়ে প্রভুর ২১৭১৪২; তঁাহার বিভূতি দেহ ১৭১১০৭; তঁাহার ব্রাহ্মণী তাঁর নাম ২৭১৫১; তঁাহার ভজন সর্বোপরি ২১৩১২৮; তঁাহার মনের ভাব তেঁহো ৩৫১৪১; তঁাহার মহিমা এই মনেতে ২১৩১০; তঁাহার মহিমা প্রভাব ২১৭১১০২; তঁাহার মহিমা লোকে ২১০১৫০; তঁাহার মহিষী আইলা ২৫১২২৪; তঁাহার শ্রীমুখবাণী ১৩৫৩; তঁাহার সন্তোষে ভক্তিসম্পদ ২৫১২৩; তঁাহার সম্মতি লৈয়া ২১৩২৩; তঁাহার স্বভাবে তাঁরে ২১৩৬১৩৫; তঁাহার সাধনরীতি ১১০১১০১; তঁাহার সেবার বিপ্রে ২৫১১৬; তঁাহার সৌন্দর্য্যে মোর ৩১৫১৫৩; তঁাহার হাথে ধরি কহে ২১৩৬১৩৭; তঁাহার হকারে কৈল ১৪১২২৫; তঁাহার হৃদয় জানি ১১৩৬৮৭; তঁাহার হৃদয়ে ভরুভাব ১৩৬৭৮।

তঁাহারও আপনাকে মানে ১৩৬২২।

তঁাহারে অঙ্গনে দেখি ২১২০৫০; তঁাহারে করাইল সভার ৩১১১৫১; তঁাহারে গোপাল বৈছে ২১৩৬৩১; তঁাহারে জানিহ তুমি ২১৩৬৭৩; তঁাহারে দেখিতে প্রভুর ২১৩১১৭৩; তঁাহারে পুছিয়া কিছু ২১৭১১৫৫; তঁাহারে মিলিতে প্রভুর ২১৮১৪৪।

তিন অংশে চিহ্নিত হয় ২১৩১৪৪; তিন অঙ্গ ভঞ্জে রহে ২১৪১১৮১; তিন অঙ্গতে হরে কাণ ৩১৭১৩৬; তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের ২১২১৩২।

তিন কালে সত্য সেই ২১২৪৫৫; তিন ক্রোশ পথ হৈল ২৫১১৪৫।

তিন খণ্ড করি দণ্ড ২৫১১৪২।

তিন গুণ ক্ষোভ নাহি ৩৫১৪৪।

তিন চাপড় মারি করে ৩১৮১৫২।

তিন জন সহ রূপ ২২৫১৩০ ; তিন জনার পাশে প্রহু ২১২৭০ ; তিন জনার ভোগ তেহো ২০১৭০ ; তিন জনে ইট গোষ্ঠী ৩৮০ ; তিন জনে সমপিয়া ৩২৬০ ; তিন জনের ডক্যাপিও ২৩৭৩ ; তিন জন পায়ে ২৩৫৩ ।

তিন ঠাকুরি ভোগ বাচাইল ২৩৩০ ।

তিন দশার মহাপ্রহু ৩১৮৭৪ ; তিন দ্বার দেওয়া আছে ৩১৪৫৬ ; তিন দ্বারে কপাট তৈছে ৩১৭১০ ; তিন দ্বারে কপাট প্রহু ২১২৭ ; তিন দিন উপবাসে ২৩১৩০ ; তিন দিন প্রেমের দৌহে ২৩১৫৪ ; তিন দিন বঞ্চনা আশা ৩৩২৩৫ ; তিন দিন কহি সেই ১১৭১৪১ ; তিন দিন ভিতরে সেই ৩৩১২৬ ; তিন দিন ভিক্ষা দিল ২৩১৬১ ; তিন দিন রহিয়া ৩৩১২৬ ; তিন দিন হৈল হরিদাস ৩২১১৪ ।

তিন পদে অন্নপ্রাস ১১৬৬৩ ; তিন পায়ে ঘনাবর্ত ২৩৫১ ; তিন পুত্র মক্ষক শিবর ৩১২১২ ; তিন পুত্র শিবানন্দের ১১০১৬০ ।

তিন বার শীতে স্নান ২৭১২২ ; তিন বার স্বপ্নে আসি ২৪১১১ ; তিন বারে কৃষ্ণনাম ২১৭১২৩ ; তিন বোঝারি খালি ৩১০৩৬ ।

তিন ভাই একত্রে রহিব ৩৪৩৪ ; তিন ভাই কীর্তনে করে ২১১৭৭ ; তিন ভোগ খাইল ৩২৬১ ; তিন ভোগের আশে পাশে ২৩৪০ ।

তিন মুক্তার ভোট গায় ২২০৮৭ ; তিন মুক্তি দেখিলা সেই ২১৮৫৫ ।

তিন রঘুনাথ নাম ৩৬২০১ ।

তিন লক্ষ নাম ঠাকুর ৩৩১৬৮ ; তিন লক্ষ নাম তেহো ১১০১৪১ ; তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা ২২০১৩৮ ।

তিন শুভ পাঠ ২৩৫৪ ।

তিন সন্ধ্যা রাখাকুণ্ডে ১১০১২২ ; তিন সহস্র ছয় শত পল ২২০১৩২২ ; তিন সাধনে ভগবান ২২৪৫৮ ; তিন স্মৃথ আশাদিতে ১৪১২২৩ ; তিন স্বক্শ শাখার কৈল ১১২৭৫ ।

তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের ৩১৬৫৮ ।

তিনে আত্মাকারী কৃষ্ণের ২২১২৮ ; তিনে ভেদ নাহি তিন ২১৭১২৭ ; তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ ২২১৭৫ ; তিনের তিন শক্তি মিলি ২২০১২০ ; তিনের স্মরণে হয় ১১১৪ ।

তিরোহিতা পণ্ডিত বড় ২১২৮৫ ।

তিলাকাঞ্চি আসি কৈল ২৩২০৩ ; তিল ফুল জিনি নাসা ১৩৩৫ ।

তিহো আসি কৃষ্ণরূপে ১২৫২ ।

ত্রিগুণাদীকরি করে ২২০১২৫৮ ।

ত্রিজগৎ ভাসাইতে পারে ৩৫৮৫ ; ত্রিজগতে ইহার কেহো ১৪১২০ ; ত্রিজগতে কাঁহা নাহি ২১৪১৩৪ ; ত্রিজগতে তোমার চরিত্র ৩১২২৭ ; ত্রিজগতে নাহি রাখাপ্রেমের ২৮৭২ ; ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্ন ১৩২৬ ; ত্রিজগতে যত নারী ৩১১১৭ ; ত্রিজগতের লোক আসি ৩২৬ ; ত্রিজগতের লোক প্রভুর ৩২০১০৭ ।

ত্রিতরুপ বিশালার ২৩২৫২ ।

ত্রিপদী আসিয়া কৈল ২৩৫২ ; ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের ২২১৪২ ; ত্রিপাদ বিভূতি পরব্যোমের ২২১৭১ ।

ত্রিবিক্রম পদ্মগদা ২২০১২৮ ; ত্রিবেণী উপর প্রভুর ২১২৫৬ ; ত্রিবেণী প্রবেশ করি ৩২১৪৫ ; ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস ৩২১৬৪ ; ত্রিবেণীদ্বানে প্রয়াগ ২২৪১৫২ ।

জিতেন্দ্র নৃসিং দেহ ২১৪১৩৬ ; জিতেন্দ্র নৃসিং দেহে জিতেন্দ্রনন্দন ২১৪১৭ ; জিতেন্দ্র নাচে গাহ ২১৪২৫৪ ; জিতেন্দ্র ভরি উঠে ২১৪৩৪২ ; জিতেন্দ্র মধ্যে আছে আছে ২১৪১৬০ ।

জিতেন্দ্র আইলা তাই ২১৪১২ ; জিতেন্দ্র জিপদী স্থান ২১৪১৬ ; জিতেন্দ্র দেখি গেলা ২১৪১৬৫ ; জিতেন্দ্র ভট্টের ঘরে ২১৪১২ ।

জিতেন্দ্র কৃষ্ণের তিন লোক ২১২১৭০ ।

জিতেন্দ্র উঠি পরি সতে ২১২১৪২ ; জিতেন্দ্র নৃত্য করে কুণ্ডলীলা ২১৪১১০ ; জিতেন্দ্র বন দেখি স্থতি ২১৪১২ ; জিতেন্দ্র রহি দেখি আমি ২১৪১১২ ; জিতেন্দ্র স্থান না পাইয়া ২১৪১৬৮ ।

জিতেন্দ্র করিয়াছে দৌহে ২১৪১২ ; জিতেন্দ্র পবিত্র করিতে ২১০১১০ ; জিতেন্দ্র বাসী লুট আর ২১৪১১৬০ ; জিতেন্দ্র বাসী সতে কর ২১৪১৩০ ; জিতেন্দ্র বাজা কথা এই ২১৪১৩০ ; জিতেন্দ্র বাজা কথা কহি ২১৪১৩২ ; জিতেন্দ্র বাজা কথা প্রভু ২১৪১২৫ ; জিতেন্দ্র বাজা এত সংঘট ২১৪১২০ ; জিতেন্দ্র বাজা জিতেন্দ্র ২১৪১৪ ; জিতেন্দ্র বাজা পিতার সঙ্গে ২১৪১৫৮ ; জিতেন্দ্র লুপ্ত জানি প্রভু ২১৪১৪ ; জিতেন্দ্র সব লুপ্ত তার ২১৪১৬২ ।

জিতেন্দ্র বিপ্রে বাক্য দিল ২১৪১৩৫ ; জিতেন্দ্র মহিমা নিজ ভক্তে ২১৪১৬৭ ।

জিতেন্দ্র সেবা করে বৈসে ২১৪১১৫ ।

জিতেন্দ্র অজুর মূর্তি ধরি ২১৪১৪৬ ।

জিতেন্দ্র অঙ্গীকার কর ২১০১৩৪ ; জিতেন্দ্র অনাথের বন্ধু ২১৪১৫১ ; জিতেন্দ্র আমা ছাড়ি কর ২১২০১৬ ; জিতেন্দ্র আমা লৈয়া আইলা ২১৪১১৮ ; জিতেন্দ্র আমার রমণ ২১৪১৬০ ; জিতেন্দ্র আমারে আনি ২১৪১১৪৩ ; জিতেন্দ্র ইহা বসি রহ ২১৪১১৩ ; জিতেন্দ্র ঈশ্বর নাহি তোমার ২১৪১১৭২ ; জিতেন্দ্র ঈশ্বর নিজোচিত ২১৪১১১ ; জিতেন্দ্র ঈশ্বর সাক্ষাৎ ২১৪১৫২ ; জিতেন্দ্র এক জিন্দাপীর ২১২০১৪ ; জিতেন্দ্র এত কৃপা কৈলে ২১৪১১৩ ; জিতেন্দ্র আছে না কৈলে আর ২১৪১২৭ ।

জিতেন্দ্র করিহ ভক্তিরসের ২১২০৫৪ ; জিতেন্দ্র করিয়াছ কৃপা ২১৪১২ ; জিতেন্দ্র কহ কলিতে নাহি ২১৪১২৬ ; জিতেন্দ্র কহিও ইহাং ২১৪১১ ; জিতেন্দ্র কহিও তারে গুণ ২১৪১৬৮ ; জিতেন্দ্র কাজী হিন্দুধর্ম ২১৪১১৬৭ ; জিতেন্দ্র কি জানিবে এই ২১৪১৪৭ ; জিতেন্দ্র কেন এই বাতে ২১৪১৬৬ ; জিতেন্দ্র কেন ছুঃখী তোমার ২১২০১১৩ ; জিতেন্দ্র কেন আসি তাঁরে ২১৪১৪০ ; জিতেন্দ্র কেন ছাড়িবে তাঁর ২১৪১১৫৬ ; জিতেন্দ্র কোন বড় লোক ২১৪১২২ ; জিতেন্দ্র কৃপা করি রাখ ২১৪১৭৭ ; জিতেন্দ্র কৃপা করিয়াছ ২১৪১২ ; জিতেন্দ্র কৃপা কৈলে তাঁরে ২১৪১৩০ ; জিতেন্দ্র কৃষ্ণ চিত্তহর ২১৪১৫৮ ; জিতেন্দ্র কৃষ্ণ নাম মন্ত্র কৈলে ২১৪১৬৬ ।

জিতেন্দ্র খাইতে পার ২১৪১৮৩ ; জিতেন্দ্র খাইলে হয় কোটি ২১৪১২০ ।

জিতেন্দ্র গোসাঞিরে লঞা ২১৪১৬৩ ; জিতেন্দ্র গৌরবর্ণ তেঁহো ২১০১১৫০ ।

জিতেন্দ্র জগদগুরু সর্বলোক ২১৪১৫৭ ; জিতেন্দ্র জান এই বিপ্রে ২১৪১৭২ ; জিতেন্দ্র জান কৃষ্ণ নিজ ২১৪১১৪৩ ; জিতেন্দ্র জান নিজ কথা ২১৪১৩১ ; জিতেন্দ্র জান পরিহাস ২১৪১৩৫ ।

জিতেন্দ্র ত অধৈর্য গোসাঞি ২১৪১২২ ; জিতেন্দ্র ত ঈশ্বর তোমার ২১২৫১৭৪ ; জিতেন্দ্র ত ঈশ্বর বট ২১৪১২৬৩ ; জিতেন্দ্র ত ঈশ্বর মূর্তি ২১৪১২৪০ ; জিতেন্দ্র ত করুণাসিন্ধু ২১৪১৫০ ; জিতেন্দ্র ত যবন হৈয়া ২১৪১১২০ ; জিতেন্দ্র তাঁরে কৃষ্ণ কহ ২১০১১৫ ; জিতেন্দ্র তৈছে কৈলে ২১৪১৪১ ।

জিতেন্দ্র হই অয়ে অয়ে ২১৪১১২ ; জিতেন্দ্র হই ভাই মোর ২১৪১২৪ ; জিতেন্দ্র দেখা পাবে আর ২১৪১৪৭ ; জিতেন্দ্র দেব জীড়ারত ২১৪১৫৭ ; জিতেন্দ্র দৌহে আচ্ছা দেহ ২১৪১২০ ।

জিতেন্দ্র নরাধিপ হও ২১৪১৬৮ ; জিতেন্দ্র না খাইলে কেহো ২১৪১৩২ ; জিতেন্দ্র না জানাইলে কেহো ২১৪১৫ ; জিতেন্দ্র না দেখাইলে ইহা ২১৪১৫৮ ; জিতেন্দ্র না দেখিলে কারো ২১৪১৩৬ ; জিতেন্দ্র না বসিলে কেহো ২১৪১১৬৬ ; জিতেন্দ্র না

না মিলি তারে ২১২৫০; তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ ২২৫০; তুমি নারায়ণ তল ২২২৬; তুমি নিক হায়া সবে ২১৫১২৬।

তুমিহ পরম যুবা ৩৩১৬; তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব ১১০১৩০; তুমি পিতা পুত্র ভোমার ২১৫১১৩; তুমি পিতা মাতা আমি ১২২৩; তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ ৩৮২০।

তুমি বন্ধা ভাগবতের ২২৪২৩০; তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি ১১৬২৩; তুমি বড় লোক পণ্ডিত ৩১৩২৫; তুমি বিদগ্ধ কুপাময় ২১৩১৩২; তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো ২৩২১১; তুমি অজ্ঞের জীবন ২১৩১৪০।

তুমি ভাল করিয়াছ ২১২১১৪; তুমি ভাল জান অর্থ ১১৬৩৬; তুমি ভাস্কর কহ স্বস্ত্রের ২৩১২৩; তুমি ভিক্ষা কর প্রসাদ ২২০৬২।

তুমি মন কর যবে ২১৫১৬১; তুমি মহাপ্রভুর হও ৩১৩৫৫; তুমি মহাভাগবত ২৩২২২; তুমি মাতা থাইতে দিলে ১১৪২৪; তুমি মুচ্ছাছিলে বন্দাবনে ৩১৮১১২; তুমি মূল নারায়ণ ১২২৪৫; তুমি মোর দয়িত ২২৫৭; তুমি মোর সখা দেখাও ৩১৬৭৭; তুমি মোরে কছা দিতে ২৫৪৪২; তুমি মোরে করিয়াছ ৩৪৭১; তুমি মোরে বহু দিলে ২১৪১০; তুমি মোরে স্তুতি কর ২৮২২।

তুমি যদি আইস ১৭৭৫২; তুমি যদি আজ্ঞা দেহ ২১৬১৭০; তুমি যদি উদ্ধার তবে ২১২৫২; তুমি যদি কহ আমি ২৫৪৪৪; তুমি যাই কর যেই সর্ব ৩২৪৪২; তুমি যাই প্রভুরে রাখহ ৩২২৮; তুমি যার হিত বাছ ২১৫১৬২; তুমি যাঁহা কহ আমি ২৩১৪৫; তুমি যাঁহা যাঁহা রহ ২১৬২৭৭; তুমি যে আমার ঠাকুর ৩৭১৩৬; তুমি যে আসিবে আজি ২১০১১২; তুমি যে আসিবে মোরে ৩১৪১; তুমি যে করহ অর্থ ২৩১১২; তুমি যে করাইলে এই ৩৬১৩৭; তুমি যে কহ সেই সত্য ২২১৪৩; তুমি যে কহিলে পণ্ডিত ১১৭১৬২; তুমি যে ষণ্ডিলে অর্থ ১৭১২৮; তুমি যে পড়িলে শ্লোক ২২১৬৩; তুমি যেই আজ্ঞা দেহ ২৩১৪৫; তুমি যেই করিয়াছ ৩৩৬৪; তুমি যৈছে তৈছে কহ ৩৫১২৭; তুমি যৈছে তৈছে ছুটি ২১২৩২।

তুমি শক্তি দিয়া কহাও ৩১১৪১; তুমি শীঘ্র যাই কর ৩১২১৪৫; তুমি শুনি শুনি রহ ২৩১২১; তুমি শুনিলে ভাল মল ৩৫১০৬।

তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ ২২৫১৩; তুমি সব আগে যাহ ২৫১৪৫; তুমি সব কর তার ৩৩২৭; তুমি সব করিতে পার ২৩১৮১; তুমি সব বন্ধু মোর ২৭৭৮; তুমি সব লোক কহ ২৫১৬১; তুমি সব লোক মোর ২৩১৮৬; তুমি সব হও আমার ৩১৫৩৬; তুমি সর্বগুণ সর্ব ৩৪২৮; তুমি সর্ব শাস্ত্র জান ৩৬২৭; তুমি স্তম্বে ঘর যাহ ৩৬১৬৭; তুমি সে জানহ এই ২২২৬; তুমি সে না থাও তারা ৩১০১১২; তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ২২১১৬; তুমি হঠ কৈলে তাঁর ৩২১৩৮।

তুরিষ কৃষ্ণের নাহি ১২২৪৩; তুরীষ বিদগ্ধ সবে ১৫৪৪২।

তুলসী নমস্করি ৩৩১০২; তুলসী পড়িছা আমি ২২৫১৮৫; তুলসী পরিক্রমা কর ২২৪১৮৩; তুলসী পরিক্রমা করি ৩৩২২১; তুলসী মঞ্জরী লবণ এলাচি ২১৫২৫১; তুলসী মঞ্জরী সহ ২৩১০০; তুলসী মালতী যুখী ৩১৫১৩৫; তুলসী সেবন করে চরুণ ৩৩১৩৩; তুলসীকে ঠাকুরকে ৩৩১২০; তুলসীকে তাঁকে বেজা ৩৩১১৪; তুলসী সব উড়ি যায় ২১৩১১; তুলসীগাণ্ড দেখি প্রভু ৩১৩২; তুলসাদি পুষ্প বস্ত্র ২৪৫৮।

তুখানলে পোড়ে যেন ৩২০৩২; তুট হঞা আই কোঁলে ২৩১৪৬; তুট হঞা তারে কিছু ৩৪১২৩; তুট হঞা পুরি তাঁরে ৩৮২২; তুট হঞা প্রভু আইলা ১১৭১২২; তুট হঞা প্রভু তাঁরে ২১২৪৭; তুট হঞা নিলামালা ৩৬৫৮৭।

তুণ কাঁটা কুটা সবে ২১২১২৮; তুণ টাটি দিয়া চারি দিগ ২৪৮১; তুণ দুই শুদ্ধ যুগারি ২১১১৩৩; তুণ ধূলি বিকর সব ২১২৮৫; তুণ ধূলি পরিমাণে ২১২৮৭; তুণ ধূলি বাহিরে কোলে ২১২৮৬; তুণ হৈতে নীচ হৈল ৩১৭২৩।

তৃতীয় কারণ তখন ১২৩৪; তৃতীয় চরণে হয় ১১৬৩০; তৃতীয় দিবসে প্রভু ৭১২১২০; তৃতীয় দিবসের যদি ৩৩২৩৪; তৃতীয় পরিচ্ছেদে জয়ের ১১৭১০০৫; তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর ২২৫১২১; তৃতীয় প্রহর হৈল নহে ৩৫৩১; তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য ৩১০৭২; তৃতীয় প্রহরে প্রভুর ২৩৩৩৬; তৃতীয় প্রহরে লোক ২১৮৭৪; তৃতীয় প্রহর হৈল প্রভুর ২১১০০; তৃতীয় পুরুষ বিহু ২২০২২২; তৃতীয় বৎসরে সব গোড়ের ২১৬১১; তৃতীয় স্রোকের অর্থ কৈল ১৩২; তৃতীয় স্রোকের অর্থ তখন ১২১৬২; ১২১২; তৃতীয় স্রোকেতে করি ১১১৭; তৃতীয় হেতুর এবং ১৪১১৩৬।

তৃতীয়ে শ্রীহরিনামের ৩২০১২৭।

তুষিত চাতক যৈছে ২১০০৩৮; তুষা শান্তি নহে তুষা ১৪১১৩০; তুষাররূপ ঝারি ভরি ৩২০১৭০; তুষার্ত প্রভুর নেত্র ২১২২০৮।

ভেড়ি কমা করিয়া ১১৭১১৭৭।

ভেঁড়ুল ভলে বসি করে ২১৮৭১১; ভেঁড়ুলী ভলাভে আসি ২১৮৭৬৮।

ভেরছ নেত্রান্ত বাণ ২২১৮৭; ভেরছে পড়িল ধালি ২১২৫০।

ভেঁহো আপনাকে করেন ১৬৩৪; ভেঁহো আলিঙ্গিয়া ২৬১২০; ভেঁহো দেখর হেন যদি ১৬৫৪।

ভেঁহো কহে আজ্ঞা মাগি ৩৬১৭৫; ভেঁহো কহে আমি নাহি ২১৮১৮; ভেঁহো কহে এক দয়বশ ২২০১৮৮; ভেঁহো কহে কর এই ২৩২৩; ভেঁহো কহে কে বৈষ্ণব ২১৬৭০; ভেঁহো কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি ৩১৮১৮৬; ভেঁহো কৃষ্ণের বিলাস ১২১৪৭; ভেঁহো কহে তুমি কৃষ্ণ ২১৭৭৪; ভেঁহো কহে তোমার পূর্বে ২২৫৩৫; ভেঁহো কহে দিন দুই ২২০৪১; ভেঁহো কহে দেখ তোমার ৩২৬০; ভেঁহো কহে পরম মঙ্গল ৩৪২৩; ভেঁহো কহে বাড়িল ৩১২২২; ভেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য ২১২২২; ভেঁহো কহে মোরে প্রভু না কর ২২০৫৪; ভেঁহো কহে যাবে তুমি ২১২২৮; ভেঁহো কহে যে কহিল ৩৫৫৭; ভেঁহো কহে সংখ্যাসকীর্জন ৩১১২২; ভেঁহো কহে সমুদ্রপথে ৩৪১১৭; ভেঁহো কহে সেই হউ ২১৮১২; ভেঁহো কহে স্থল দ্রব্য ৩১১২২; ভেঁহো কহে হস্ত নহে ২২০১৮২।

ভেঁহো গেলে প্রভুর গণ ৩৮১২০; ভেঁহো গোড়দেশ ভাসাইল ২১১২০।

ভেঁহো ঘরে আসি হৈল ২১৬২২৫।

ভেঁহো চতুর্ভুজ ইহৌ ১২১৫০; ভেঁহো চলিয়াছে প্রভু ২১৬২২২।

ভেঁহো ছিন্ন চাহি বুলে ৩৮৪৪৪।

ভেঁহো জানাইল কৃষ্ণ ৩৭১২০; ভেঁহো জীব নহে ২১০১১।

ভেঁহো ত চৈতন্য কৃষ্ণ ১১৭১০০৫; ভেঁহো তোমার বিশ্বাস ১২১৪৬; ভেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে ১১৬১১১।

ভেঁহো দণ্ডবৎ কৈল ২১২১৫৮; ভেঁহো দাস্তনুথ মাগে ১৬৪২২; ভেঁহো দুই বহির্কাস ২২০১৭৩; ভেঁহো দেখাইল মোরে ৩৭১২০।

ভেঁহো নহে এই অতি ৩১৮১৬৫।

ভেঁহো প্রভুর কথা কহে ৩১২১৮; ভেঁহো প্রভুর ঠাকুরি ৩১৩২৫; ভেঁহো প্রোমাধীন তোমায় ২১১৪২; ভেঁহো প্রোমাধেশ কৈল ২১০১২৪।

ভেঁহো বড় কৃপা করি ১৮১৩০; ভেঁহো বিশ্বের উপাধান ১১৩৭৩; ভেঁহো ব্রহ্মা হুগল স্রষ্ট করিল স্রজন ২২০১২৪৬; ভেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া স্রষ্ট করিল স্রজন ১৪১৮৭।

তৈহো ভক্তি প্রচারিল ১৭১৫৮; তৈহো ভক্তিশাস্ত্র বহু ৩৪২১২।

তৈহো যুক্তি হঞা ঘরে ১১৪১৭।

তৈহো যদি ইহা রহে ২৩১৭৮; তৈহো যদি প্রসাদ দিতে ২১৫২৪৪; তৈহো যার অংশ ১৫৪১১;
তৈহো যার দাসী হৈঞা ১৬৬১১; তৈহো যার পদধূলি ৩৭১৩৪; তৈহো যে করেন কৃষ্ণের ১৬৬৭১; তৈহো যে
কহেন যন্ত ২১২৫৪২; তৈহো যে মাধুর্য লোভে ২১২১২৭।

তৈহো রতি মতি মাগে ১৬৫৩।

তৈহো লক্ষ্মীরাণী তাঁর ১১০১১৩।

তৈহো ভ্রাম বংশীমুখ ১১৭১২২৩; তৈহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে ১২১৭১।

তৈহো সিদ্ধি পাইলে ১১০১৪৪।

ভ্রোতার ধর্ম যজ্ঞ করায় ২১২০২৮২।

তৈছে অরকুট গোপাল ২৪১২৩; তৈছে আমার শাস্ত্র ১১৭১৪২; তৈছে আমি এক কণ ৩২০৮২;
তৈছে ইহা অবতার ১২১৬৫; তৈছে এই বাহা মোর ২১১২২৩; তৈছে এই শ্লোক তোমার ৩৫১৩৮; তৈছে
এই সব সভা ২১০১৩৮; তৈছে একবার বৃন্দাবন ৩১৩৩১; তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি ২১৫১১৭৩; তৈছে কেনে
প্রসাদ লৈতে ৩১০১২১; তৈছে কৃষ্ণ অবতার ১২১৬৭; তৈছে গৌরকান্তি তৈছে ৩২১১২; তৈছে জগতের কর্তা
১৫৫৫৫; তৈছে জানিহ বিকার ৩১৮১১১; তৈছে জীব গোবিন্দের ১২১১৩; তৈছে তুমি নবদীপে ৩৩৭১২;
তৈছে নড়ে দন্ত যেন ৩১০১৭১; তৈছে নামোদয়রন্তে ৩৩১৭৫; তৈছে পরব্যোমে নানা ১৫১৩১; তৈছে বিদ্ধ
ভ্রমপাদ ২১২৪১৫৪; তৈছে ভিন্নানে ভোগ ২৪১১১৪; তৈছে ভক্তিকল কৃষ্ণ ২১২০১২৪; তৈছে যুক্তি করি যদি
২১২১৩০; তৈছে রাখাকুণ্ড প্রিয় ২১৮১৬; তৈছে সব অবতারের ১২১৭৬; তৈছে সব আত্মারাম ২১২৪২১৮;
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে ৩৬১২।

তৈল ভাজি সেই পথে ৩১২১১২১।

তোমরা এ অমৃত পিলে ৩২০১৪৩; তোমরা করহ যত্ব তাঁহারে ২১৬৪৪; তোমরা কৃষ্ণ নাম লও
৩৭১৮৮; তোমরা জীয়াইতে নার ১১৭১৫৮; তোমরা না জানিলে ২৪১২২৭।

তোমা আলিঙ্গনে আমি ৩৪১২০; তোমা উদ্ধারিতে গৌর ৩৬১৩২; তোমা চাখাইতে তার ২১২১২২৪;
তোমা চারি ভাইর ২১১১৩০; তোমা ছাড়ি অস্ত্র গেছ ২১০১২০; তোমা ছাড়ি কেবা কোথা ৩১২১৭৮; তোমা ছাড়ি
পাপী মুক্তি ২১০১২২১; তোমা দেখি কোন্ ৩৩১০৪; তোমা দেখি কৃষ্ণনাম ২১২২৪; তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে ২১৮১১১১;
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা ২১০১৬২; তোমা দেখি গেল মোর ২১২২৩; তোমা দেখি জিহ্বা মোর ২১৮১১২৩;
তোমা দেখি তাহা হৈতে ২১২২৮; তোমা দেখি তোমা স্পর্শি ২১২০৫৬; তোমা দেখি মুখ মোর ২১৭১২২৪;
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য ২১২৪১৬০। তোমা দেখি সর্বলোক ২১৮১১০৩; তোমা দৌহার আজ্ঞা আমি ৩৪১৪৬;
তোমা দৌহাকারে কেনে ৩২১৪৮; তোমা দৌহার রূপাতে ৩১৫২২; তোমা দৌহা দেখিতে ২১১১২৮; তোমা
দৌহা বিনা মোর ২১৬৮৮৮; তোমা ঘরে করাইবেন ৩৪১২২; তোমা না মিলিলে রাজা ২১২১১৮; তোমা
না পাইলে ৩৩১০৫; তোমা বিনা কেহো ইহা ২১৮১২২; তোমা বিনা অস্ত্র নাহি কৃষ্ণপ্রেম ২১৮১২১১; তোমা
বিনা অস্ত্র নাহি জীব ২১৮১২১১; তোমা বিনা এইরূপ ২১৮১২৩৬; তোমা বিনা তাহে রক্ষক ৩৩২১১; তোমা
বিহ্ন অস্ত্র জানিতে ২১২৪২৩০; তোমা যারি মোহর আজি ২১২০১২২; তোমা মিলিবারে মোর ২১৮১২২; তোমা
যোগ্য সেবা নহে ২১২১৭৩; তোমা লক্ষ্য করি ২১৩১১২; তোমা লাগি অগরাত্র ২৩১২৪; তোমা লাগি রঘুনাথ
৩৩৭১০; তোমা লাগি রামানন্দ ৩২৬২০; তোমা লাগি সনাতন ৩২৬২০; তোমা লৈতে তোমার পিতা ৩৬১২৪৩;
তোমা লৈরা নীলাচলে ২১২৩০৪; তোমা লৈরা যাব আমি ২৩১২৪৪; তোমা শাস্ত করাইতে ১১৭১১৪০; তোমা

শিকাইতে জৌকি ২১১১২৭; তোমা সবে আমাসভার ২১২১১৮২; তোমা সবে না বাইব ২১৩১৩৩; তোমা সবে
লোভ কৈল অ৩২৪৩; তোমা সনে এই সন্ধি ২১৩১১৭১; তোমা সনে ক্রীড়া করি ২১৩১১৪৭; তোমা সভা ছাড়াইরা
২১৩১১৪৪; তোমা সভা জানি আমি ২১৭১৭; তোমা সভা না ছাড়িব ২১৩১১৭৩; তোমা সভা সনে হবে ২১৩১৮৭;
তোমা সভাকে করোঁ মুক্তি ৩৪১১৭৭; তোমা সভার আজ্ঞা বিনে ২১৩১৭১; তোমা সভার আজ্ঞার ২১২১২২;
তোমা সভার ইচ্ছা এই ২১২১২০; তোমা সভার ইচ্ছার বিনামূল্যে ২১২১১২৩; তোমা সভার এই মত অ৩৩৮;
তোমা সভার কি দোষ অ৩১২২; তোমা সভার গাঢ় মেহে ২১৭১২; তোমা সভার গুণ তবে ২১৩১৫৪; তোমা
সভার চরণধূলি অ২০১২২; তোমা সভার চরণ মোর ২১৭১১৫০; তোমা সভার দুঃখ জানি অ২১৩৭; তোমা সভার
পদধূলি ২১২১২২৪; তোমা সভার প্রেমরসে ২১৩১১৪৪; তোমা সভার ভর্তা হবে ১১৪১৫১; তোমা সভার শাস্ত্র-
কর্তা ১১৭১১৬০; তোমা সভার শ্রীচরণ ২১২১২৩২; তোমা সভার সঙ্গবলে ২১২৪১৭; তোমা সভার সঙ্গস্থ
অ২১৩৭; তোমা সভার সভার ১১৭১৬২; তোমা সভার স্তূপে পথে ২১৭১৬; তোমা সভার স্মরণে ২১৩১১৪২;
তোমাসম কোথা ১১৩১৩৪; তোমাসম নিরপেক্ষ অ৩২২২; তোমাসম পৃথিবীতে ১১৩১৩৫; তোমাসম বৈকুণ্ঠ
২১৩১২৮; তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি অগ্ৰজ্ঞ অ৪১৮২; তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি জিতুবনে ২৪১১৩৩; তোমাসম
মহাপ্রভুর অ১৩১৫৫; তোমাসহ সেই দণ্ড উপরে ২১৫১১৪৮; তোমা সাক্ষী বোলাইব ২১৫১৩২; তোমা স্থানে পাঠাইল
২১৩১১৬৩; তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় অ৪১১২৪; তোমা হৈতে বিষয়বাহা অ৩১৭২।

তোমাকে উচিত নহে অ৩১৩৬; তোমাকেও উপদেশ করিতে অ৪১১৫৩; তোমাকে উপদেশ করে অ৪১১৬৪;
তোমাকেও উপদেশে না জানে অ৪১১৫৪; তোমাকে উপদেশে বালুকা অ৪১১৫৫; তোমাকে এতক জীতি ২১১১২৩;
তোমাকে কল্পা দিব আমি ২১৫১২৪; তোমাকে কল্পা দিব সভাকে ২১৫১২৩; তোমাকে কাড়িল বিষয় অ৩১১২১;
তোমাকে খাওয়ারিতে বস্তু অ১০১১১১; তোমাকে জানাইল্ যাতে অ৩১১৩; তোমাকে তজ্জপ দেখি ২১০১১৭০;
তোমাকে পাঠাইতে পত্নী অ৩২৪৪; তোমাকে বা কোন ভুল্লাইবে ২১৫১১৬৮; তোমাকে লাল্য মানি অ৪১১৭৬;
তোমাকে ক্ষীণ দেখি অ৩১৬২।

তোমাতে তাঁহার কৃপা ২১৩৮৬; তোমাতে স্তম্ভিত বড় ২১৭১১৪।

তোমায় আমার আজি অ১২১১২৬; তোমায় কৃপা করি চৈতন্য অ৩১৩৭; তোমায় স্তূপ দিতে
আইলা অ১৫১৩২।

তোমার অগ্রেতে প্রভু ২১১১৭২; তোমার অঙ্গে লাগে তবু অ৪১১৪৮; তোমার অধীন আমি অ১২১২;
তোমার অহুকম্পা চাহে অ৩১৭৫; তোমার অর্থে অবিস্ট ১২১৭৩; তোমার আগমনে মোর অ৫১২৮; তোমার
আগে ইহা কহি অ১১৩৬; তোমার আগে ধাষ্ট্য অ১১২৮; তোমার আগে নহিবে অ৩২৪; তোমার আগে
এত কথার ২১৩১২; তোমার আগে মূর্খ হঞা অ৭১১০; তোমার আগে মৃত্যু হউক ২১৫১১৫১; তোমার
আগ্রহ আমি অ১২১১২৮; তোমার আজ্ঞাকারী আমি ২১৫১১৪৪; তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় ২১৫১১৫০;
তোমার আজ্ঞাতে আমি অ৩৩৮; তোমার আজ্ঞাতে মাত্র ২১৩১১৮; তোমার আজ্ঞাতে স্তূপে ২১৭১৪৪; তোমার
আশ্রয় নিল ২১৩১৫৮; তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ২১৫১১৭০; তোমার ইচ্ছার রাজা ২১১১১৪; তোমার ঈশ্বর
কৃষ্ণে ১১৩১৫৫; তোমার উপদেশটা করি অ৩১২৩১; তোমার উপরে তাঁর কৃপা ২১৩১০০; তোমার উপরে কৃষ্ণের
২১৫১১৬৫; তোমার উপরে প্রভুর ২১৩১১৭২; তোমার উপরে হবে ২১১১৪১; তোমার এ কথা কেনে অ৩১৮৪৩;
তোমার এই উপদেশে ১১২১১৩; তোমার এই চিত্র নহে ২১৫১১৬৫; তোমার এখা আসি প্রভু অ১২১৮২;
তোমার ঐছন রক ১১৩১১০০।

তোমার কল্পার ষোণ্য ২১৫১৬৫; তোমার কবিতা-শ্লোক ১১৩১৩৬; তোমার কবিত্ব কিছু ১১৩১৩৩;
তোমার কবিত্ব মেছে ১১৩১৩৪; তোমার কা কথা ২১৫১১০২; তোমার কিছর এই সব অ৩১২৮; তোমার

কীর্তন কৃষ্ণনাম অ৩২৩২; তোমার কৃপাঞ্জে এরে অ৭১১৩; তোমার কৃপাপাত্র তাহে ২১১১২৬; তোমার কৃপা বিনে কেহ অ৬১৩০; তোমার কৃপাতে বংশে অ৪২৮; তোমার কৃপায় এই অ৬৬৬; তোমার কৃপায় কালিল অ৬১২২; তোমার কৃপায় তোমার করায় ২৮১৩৫।

তোমার গভীর হৃদয় কে বুঝিতে অ৪৭৯; তোমার গভীর হৃদয় বুখন না অ৪১৮০; তোমার গভীর হৃদয় বুঝিতে না অ৪৮৮; তোমার গুণে জ্ঞতি অ৪১৬৫; তোমার গোড়িয়া করে ২১২১২৪; তোমার গৃহে কীর্তনে ২১৫১৪৭; তোমার গ্রাম ষারিতে ২১৮১২৩।

তোমার চপল মতি ২১২৫৯; তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে অ২৭১; তোমার চরণপ্রাপ্তি ২১১১২৫; তোমার চরণ বিহু ২১০১৪২; তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ২১১৭৪; তোমার চরণসঙ্গ ২১৮১২০৬; তোমার চরণ স্পর্শে ২১৫১৬৫; তোমার চরণাবিন্দে অ১০১৫; তোমার চরণে আমি কি ১১২১৪৩; তোমার চরণে মোর অপরাধ অ৫২৭; তোমার চরণে মোর নাহি ২১০১২১; তোমার চিন্তে চৈতন্যের ২১১১৬৩; তোমার চিন্তে যেই লয় ২১১১৬৯।

তোমার জ্যোষ্ঠা নির্বুদ্ধি অ৬৩১।

তোমার ঠাকুর দেখ ২১৪১২৪; তোমার ঠাক্রি আইলাঙ আজ্ঞা মাগি ২১৭৪২; তোমার ঠাক্রি আইলাঙ তোমার মহিমা ২৮১২২; তোমার ঠাক্রি আজ্ঞা এঁহো অ১৩৩০; তোমার ঠাক্রি আমার ২৮১২৪০; তোমার ঠাক্রি জানি কিছু ২১২০২৩।

তোমার দর্শন প্রভাব ২১৬১৮৩; তোমার দর্শন বিনে ২১৫১; তোমার দর্শনে আইলুঁ অ১৬২০; তোমার দর্শনে যবে ২১৩৩০; তোমার দর্শনে সর্ব জগতের ১১২৩৬; তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল ২৮১৪১; তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত ২৮১৩৮; তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি ২১০১৭০; তোমার দুই ধর্ম যায় ২১৬১৩৩; তোমার দুই ভাই তথা ২১৫১৩৫; তোমার দুই হস্ত বন্ধ ২১৭৩৬; তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে ২১১১৬৬; তোমার দেহ আমাকে লাগে অ৪১৬৭; তোমার দেহ প্রভু কহে অ৪৮৯; তোমার দেহে তুমি কর অ৪১৬৭; তোমার দৈন্ত দেখি মোর ২১১১৪২; তোমার দৈন্তেতে মোর ২১১১৯৩; তোমার দোষ কহিতে করে ২১৭১২২।

তোমার ধন লৈল তোমায় পাগল ২১৮১৭২।

তোমার নগরে হয় সদা ১১৭১৬৬; তোমার নাম লঞা ২১১১৮৪; তোমার নাম শুনি রাজা ২১১১১৬; তোমার নাম শুনি হয় ২১৮১১৫; তোমার নাম শুনি হৈল ২১১১১৭; তোমার নাভিপদ্ম হৈতে ১১২২৩; তোমার নাহিক দোষ ২১৬৮৫; তোমার নিকটে রহি ২১১১৫৭; তোমার নিকটে লেওয়ার অ৩৩৮; তোমার নিত্যদাস যুজি ৩২০১২৬; তোমার নিম্বাসে সব ২১২৪১২২।

তোমার পণ্ডিত সভের ২১৮১৮৭; তোমার পরশে এই অ১৮১১০; তোমার পবিত্র ধর্ম ২১১১১৭৪; তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ২১৫১৩৬; তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ২১৩৩০৬; তোমার পালিত দেহ ২১৩১৪৩; তোমার প্রণামে কি অ১৫১৪৬; তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ২১৬১৪৪; তোমার প্রভাবে সভার ১১৭১০০; তোমার প্রসাদে আমার ২১২১৭৮; তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ ২১৭১৭৩; তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম ২১৫১৮; তোমার প্রসাদে ইহা ২১৮১৫৭; তোমার প্রসাদে এবে ২১৭৬৬; তোমার প্রসাদে পাই ২১০১২৫; তোমার প্রসাদে মোর ঘুটিল ১১৭১২১৩; তোমার প্রিয় কৃষ্ণ অ১৫১৩৫; তোমার প্রেমবলে ২১৭৩৩; তোমার প্রেমেতে আমি ১১৭৮৮।

তোমার বংশে প্রভু অ৪১২২৫; তোমার বচন শুনি জুড়ায় ১১৭১২২; তোমার বড় ভাই করে ২১৩১২৩; তোমার বহুত ভাগ্য ২১৫১২৭; তোমার স্বাক্ষা পরিণামি ২১৩১৩৪; তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি ১১৬৮৫; তোমার ব্যাখ্যা শুনি ঘন ২১৬১২২; তোমার বেণু শুদ্ধকন অ১৬১১৫; তোমার মেদেতে আছে ১১৭১৫৫।

তোমার ভক্তিবলে উঠে ২২৪২২৭; তোমার ভজন কল তোমাতে ৩২৩৮; তোমার ভাই অল্পমের ৩৪২৬; তোমার ভাই রূপে কৈল ২২৩৫৩; তোমার ভাগ্যের সীমা কে কর ৩২২১৩২; তোমার ভাগ্যের সীমা না ধার ৩৪৩৮; তোমার ভজন-নিষ্ঠা জানিবার ২১৫১৫৫।

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা ২১১১৬৭; তোমার মনে যেই উঠে ২১১১০৫; তোমার মহিমা কোটি ১৩১০৩; তোমার মহিমানন্দ ৩৩৩৮; তোমার মাধুরী দেখি ১১১১২২; তোমার মাধুরী বল ২২২৫৩; তোমার মিলনে আমার ২৩২৬; তোমার মুখে কৃষ্ণকথা ২১৮৪৭; তোমার মুখে কৃষ্ণনাম ১১১১২১০; তোমার মুচ্ছা দেখি সন্তে ৩১৮১১২।

তোমার যে অগ্নবেশ ২১৩১৩৩; তোমার যে কার্য ধর্ম ২১৫১৩০; তোমার যে প্রেমগুণে ২১৩১৫১; তোমার যে বর্জন তুমি ২১১১১৮; তোমার যোগ্য নহে বলি ৩৩৩১৬; তোমার যোগ্য নহে যাও ৩১১১৩৭; তোমার যে শিষ্ট কহে ২৩১০১; তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ ৩১১১৪৬।

তোমার লাগি গোপীনাথ ২৪১১৩২; তোমার লীলার সহায় ৩১১১৩২।

তোমার শক্তি বিহু এই ৩১১১৪১; তোমার শক্তিতে তারা ১২৩২; তোমার শরীর আমার ৩৪১৭৩; তোমার শরীর এই ২৩৩১৪২; তোমার শাস্ত্রেতে কহে শেষে ২১৮১৮০; তোমার শিক্ষায় পঢ়ি ২১৮২৪; তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি ২১৫১৬২।

তোমার সকল শ্রম ৩১২১১৬; তোমার সহায় লাগি ২১৫১৪৪; তোমার সহিত একত্র তারে ৩৩২২; তোমার সিদ্ধান্তসঙ্গ ২১২১১২; তোমার স্নেহ আমার স্নেহ ২১১১৮; তোমার সেবা করিলে হয় ৩১১১২৭; তোমার সেবা ছাড়ি আমি ৩১২১৮; তোমার সেবক করোঁ ৩২০২৭; তোমার সৌভাগ্য এই ৩৪২১; তোমার সঙ্গবলে যদি ২২৪৩৬; তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন ২৩৫২; তোমার সঙ্গ লাগি মোর এখানে প্রয়াণ ৩৩২২৩; তোমার সঙ্গ লাগি ৩৩১০৫; তোমার সঙ্গে সম্মাসী আছে ২১৫১২১; তোমার সঙ্গে সম্মাসী রহে ২১১১৮৭; তোমার সঙ্গের যোগ্য ২১১৬৩; তোমার সম্প্রদায় দেখি ২১২২৪২; তোমার সঙ্কল্পে প্রভু ২৩২২১; তোমার সম্মুখে দেখোঁ ২১৮২২২; তোমার স্ত্রীপুত্র জাতির ২৫৬৮; তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা ৩৫৫০; ৩৫৫৩; তোমার স্পর্শযোগ্য নহে ২১১১৪১।

তোমার হঠে দুই বৎসর ২১৬৮৭; তোমার হস্তে পাক করার ৩১২১৩১; তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি ২১১২৭; তোমার হৃদয় এই ৩১১০২; তোমার হৃদয়ের অর্থ ৩৫১২৬।

তোমাতে আগ্রহ আমি ২১৫১৫৫; তোমাতে করিল দণ্ড প্রভু ১১২৩৬; তোমাতে ছাড়িয়ে কিন্তু ২২০৮; তোমাতে দেখিয়ে যেন ৩১১৭; তোমাতে দেখিয়ে যৈছে ১১১১৮; তোমাতে না পাঞা লোক ২১৮১৩২; তোমাতে নিন্দয়ে যত ১১১৪২; তোমাতে প্রভুর শেষ ৩১২১৪৬; তোমাতে বহু কৃপা কৈলা ২১০৫; তোমাতে ভিক্ষা দিব বড় ২১১১৭২; তোমাতে মিলিতে মোরে ২১৮২৮; তোমাতে যে প্রীতি করে ২১১১২২; তোমাতে স্মরণ করে ৩১১৮।

তোর জাতি কুল নাই ২৩২৪; তোর যদি লাগ পাইয়ে ৩১২১৪৩; তোর সঙ্গে না যুকিমু ৩৫১৩৪।

তোরে আমি কন্যা দিব ২৫৬৪; তোরে কন্যা দিলুঁ ২৫৬৭; তোরে দেখি মৈলে মোর ৩৮২৩; তোরে না কহিল অন্যত্র ২২০১১৩; তোরে নিমন্ত্রণ করি ২৩২৪; তোরে শিক্ষা দিতে কৈল ১১১১৭৬।

থাকে যদি আশ্রয়ের ২২১৭৮

দ

দ

দ

দ

দড়ীর বন্ধনে তারে তাড়াও।

দণ্ডকথা কহিব আগে ১১০১৩০ ; দণ্ড করি করে তাঁর ১১১২৪ ; দণ্ড চারি রাজি হবে তাড়া৫৮ ; দণ্ড দুই বহি প্রভুর ১১০৮৮ ; দণ্ড পাঞা হৈল মোর ১১২১৩২ ; দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট ১১৩১০০ ; দণ্ডবৎ করি আমার ১১৫১৪৮ ; দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন ১১০১২৮ ; দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ১১৫১৮৬ ; দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল তাড়া৩ ; দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর ১১৮১৪৫ ; দণ্ডবৎ করি কৈল বহুত স্তবন ১১৫১৬৫ ; দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্ততি ১১৬১২১ ; দণ্ডবৎকালে তার মনে ১১২১১১ ; দণ্ডবৎ করি পড়ে ১১২১৫৫ ; দণ্ডবৎ করি প্রভু ঘৃড়ি ১১৩১৭৫ ; দণ্ডবৎ করি প্রেমে ১১৫১৪৩ ; দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে ১১৪১২০ ; দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে ১১১২২৮ ; দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত ১১৬১১১ ; দণ্ডবৎ পড়ে লোক ১১২১১২২ ; দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে ১১২৪১১৩০ ; দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণে ১১২১২২ ; দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের তাড়া১২৩ ; দণ্ডবৎ হঞা সতে ১১২১৬৫ ; দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা তাড়া৪৫ ; দণ্ডবৎ হৈয়া আমি ১১৫১৬০ ; দণ্ডবৎ হৈয়া কহে ১১৫১২৫২ ; দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল তাড়া২১ ; দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট ১১১১১৪৬ ; দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক ১১১১১৩৬ ; দণ্ডবৎ লাগি চোঁঠি ১১২১১১ ; দণ্ডবৎ লীলা এই ১১৫১৫১ ; দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা ১১২১৩৫ ; দণ্ডবৎ রাজা যেন ১১২১১০৫ ; দণ্ডে তুই তাঁরে প্রভু ১১০১৩০ ।

দণ্ডগুপ্ত বিত্যানিধি তাড়া১২২ ।

দধি খণ্ড স্তত মধু ১১৪১১৩ ; দধিচিড়া দুগ্ধচিড়া তাড়া৬৬ ; দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ তাড়া৫০ ; দধি দুগ্ধ স্তত আইল ১১৪১৫১ ; দধি দুগ্ধ দধিভুক্ত ১১৪১৩১ ; দধি দুগ্ধ ভার সতে ১১৫১১২ ; দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি ১১৪১৬৩ ; দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজল ১১৫১২২ ; দধি ভার বহি তবে ১১১১৩৬ ; দধি যেন খণ্ড মরিচ ১১২১২২ ; দধিলেগু আদা আর তাড়া১১৪৬ ।

দস্তখান, স্নান ১১২৪১২৪৪ ।

দবীর খাসেরে রাজা ১১১১৬৫ ।

দময়ন্তী যত দ্রব্য তাড়া১১২ ; দস্ত করি বর্ষি যদি তাড়া৫ ; দস্ত করি বলি প্রোতা তাড়া১১১ ।

দরবেশ হঞা আমি ১১২১১২ ; দরশন দিয়া প্রভু করহ ১১১২৬০ ; দরশন-লোভেতে করি ১১২১২০১ ; দরশনে স্নানে করি ১১৫১১৩৪ ।

দরিত্র কুড়িয়ে খায় তাড়া২৮ ; দরিত্র ব্রাহ্মণ ঘরে তাড়া১২ ।

দর্পণাঙ্কে দেখি যদি ১১৪১২৬ ।

দর্শন আনন্দে প্রভু ১১২১২১৬ ; দর্শন করি ঠাকুর পাশে ১১১৫৫ ; দর্শন করি মহাপ্রভু ১১০১২২ ; দর্শন করিয়া কৈলু তাড়া৬২ ; দর্শন করিলা অগ্নিগাথ ১১৬১২৬ ; দর্শন দিয়া নিস্তারিব তাড়া৩২ ; দর্শন না পায় মিশ্র তাড়া১০ ; দর্শনমাঝে মনুষ্যের তাড়া৮৪৮ ; দর্শনমাঝে শুক নহে তাড়া৮৮ ; দর্শন রহ দূরে প্রকৃতির তাড়া৩৩ ।

দর্শনে আত্মক কার্য ১১৮১১১৪ ; দর্শনে আবেশ তাঁর ১১১১২১৫ ; দর্শনে পবিত্র হয় ইথে তাড়া৮ ; দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা ১১১১১৩ ; দর্শনে অশ্রুণে যার ১১৬১১১৩ ; দর্শনের লোভে প্রভু ১১২১২১৪ ।

দশ অলঙ্কারে যদি ১১৬১৬৫ ; দশ ক্রোশ হৈতে আনার ১১৫১১৩ ; দশ গুণ খাওয়াইলে তবে তাড়া১১৩৮ ; দশ জন বাহ তারে তাড়া১১১ ; দশ দণ্ড রাজি গেলে তাড়া২৫২ ; দশ দিকের কোটি কোটি ১১১২৫৮ ; দশ দিন কর কহে ১১৫১১৮২ ; দশ দিন জীবনীতে ১১৮১২১২ ; দশ দিনের কা কথা তাড়া১২৪ ; দশ দেহ ধরি করেন তাড়া৬৫ ; দশ নৌকা ভরি বহ ১১৬১১২৫ ; দশ পণ কড়ি দিয়া তাড়া১৪ ; দশ প্রকার শাক ১১৫১২০৮ ; দশ বিপ্র আর রাছি

২৪৮৮ দশমুষ্টি ধরি বৈহ-২১৪২৩৬; দশ সহস্র লক্ষ্যের ঘোরে ১১০১১৭; দশ সহস্র মুদ্রা তথা ২১২০৩০; দশেজির নিয়ন্ত্র করি ২১৪৪৪।

দশম টিকনী আর ২১০৩০; দশম শ্লোকের অর্থ ১৫১৭৭; দশম শ্লোকের এই ১৫১২২।

দশমে করিল ভক্তদত্ত ২২০১০৮; দশমে করিল সর্ব ২২৫১২০২; দশমেতে মূল স্বকের ১১৭১০১৩।

দশমুষ্টি করে রামচন্দ্র ৩৩১৫১।

দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি ২১০২; দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা ২১৭২; দক্ষিণ গিয়াছে যদি ২২০১২; দক্ষিণ গেলেন ইহো ২১০১৬১; দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরূপ ২১০১৪৮; দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরযিত ২১০১৫৮; দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে ২১৭১২; দক্ষিণ দেশের লোক ২১০১৮; দক্ষিণ বামে তীর্থগমন ২১০১৪; দক্ষিণ মথুরা আইলা ২১০১৬৩; দক্ষিণ বাইতে বৈছে ২১০১২১১; দক্ষিণ যাঞা আসিতে ২১০১৮৩; দক্ষিণ হইতে ভোমার ২১০১০৭; দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু ২১০১৭৪; দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে ২২০১১০১; দক্ষিণের তীর্থপথ ২১৭১৬।

দ্রব্য দেহ রাজা মাগে ৩১০৫১; দ্রব্য ধরিবারে রাখে ৩১০৫৪; দ্রব্য বৈছে আইসে আর ৩১০৪৩; দ্রব্য লঞা তিন জন ৩১০২৬৩।

দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে ৩১০২৮; দাড়িববীজ সম ১৫১১৬৬; দাঁড়ুকা সহিত ডুবি ২২০১১১।

দাণ্ডাইরা রত দেখে ৩১০৮০।

দাতা ভোক্তা দোহার ৩১০২৭৪।

দানকলি কোমুদী আদি ৩১০২১৭; দানকলি কোমুদী আর ২১০৩৪; দানঘাটি পথে যাব ২১০৪১৬৭।

দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য ৩০৪৩; দামোদর কহেন ইহার ২১০১৬২; দামোদর কহে ঐছে ২১০৪১৩৪; দামোদর কহে কৃষ্ণ ২১০৪১৫৩; দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ২১০২২৩; ৩০১২; দামোদর কহে যদি ২১০২২২; দামোদর কহে শঙ্কর ২১০১১৩৪; দামোদর তার প্রীতি ৩০৪৪; দামোদর নারায়ণ ২১০৩০৬; দামোদর পদ্মচক্র ১২০২০১; দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ ২১০৫১৮২; দামোদর-পণ্ডিত আর দত্ত ২১০২০৬; দামোদর পণ্ডিত কুর ২১০১২২৪; দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে ২১০২৪৫; দামোদর পণ্ডিত প্রভুর কৈল ৩২০১০৭; দামোদর পণ্ডিত শাখা ২১০১২২; দামোদর সম আর ২১০১১১৪; দামোদর সম মোর ৩০১৮; দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত ১০৪৪৪; দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ ২১০১৬৩; দামোদর স্বরূপ ঠাকুর ৩২০১০৪; দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত ১২৫১৮০; দামোদর স্বরূপ প্রেমরস ৩১০২২; দামোদর স্বরূপ মিলন ২১০১২১; দামোদর স্বরূপ হয় ২১০৫১২০; দামোদর স্বরূপ হৈতে ১০৪১১; দামোদর স্বরূপের কড়া ২১০২৬৩।

দারবী প্রকৃতি হয়ে ৩২১১১৭; দারিদ্র্য নাশ ভবক্ষয় ২২০১২২৫; দারী নাটুরাকে দিয়া ৩০৩১; দারী দাসী করি ৩২২১১৩; দারু জল রূপে কৃষ্ণ ২১০৫১৩৪; দারু ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ ২১০৫১৩৫; দার্য লাগি রনাম ১০৭১২০; দার্শনিক পণ্ডিত সভাই ২১০৪৫।

দাস করি বেতন ঘোরে ৩২০১২২; দাস ভক্তের রতি হয় ২২০৪২৫; দাস ভাব সম নহে ১০৪৪১; দাসরাম দোষে ২১০১৪; দাস সখা গুরু কাক্সা ৩১০২২; দাস-সখা পিতা ১০৩১০; দাস-সখা-পিতাদি ২২২১২২।

দাস্ত বাৎসল্যাঙ্গি ভাবের ২১০১৬২; দাস্তভাব ভক্ত সর্বত্র ২১০১৬২; দাস্তভাবে আনন্দিত ১০৪৪৩; দাস্ত রাগ পর্যন্ত ২২০৩০৪; দাস্ত, সখা, বাৎসল্য আর শৃঙ্গার ১০৪০৮; দাস্ত সখা বাৎসল্য মধুর ভাব আর ১১২২; দাস্ত সখা বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি ১০৩২; দাস্ত সখাদি ভাবে ২২০৪৪২; দাস্তে সঙ্গম গৌরব সেবা ১০১৮১।

দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ধরে ২১০২২০১; দাক্ষিণাত্য বিপ্রসনে ২১০৪৩।

ছাদশ আদিত্য হৈতে ২১৮৮৬৫ ; ছাদশ তিলক ময় ২১২০১৭১ ; ছাদশ প্রবন্ধ ভাতে গ্রন্থ ১১৭১৩১৮ ; ছাদশ বৎসর ঐছে দশা ২২০১৬০ ; ছাদশ বৎসরে যে যে ৩১৮১১০ ; ছাদশ বৎসর শেষ ঐছে ২১১৭২ ; ছাদশ বৎসর শেষ রহিলা ১১৩৩৩৭ ; ছাদশ বন দেখি শেষে ২৫১১১ ; ছাদশ মাসের দেবতা এই ২১২০১৬৭ ; ছাদশ মৃৎপাত্র ভরি ২১৮১১৬ ; ছাদশাদিত্য টিনায় এক ৩১৩৬৮ ; ছাদশে অষ্টৈতঙ্ক ১১৭১৩১৪ ; ছাদশে জগদানন্দের ৩২০১১১ ; ছাদশে গুণ্ডিচা-মন্দির ২১২৫১২০৩ ।

ছাবিংশে দ্বিবিধ সাধন ২১২৫১২১১ ।

ছার চাহি বুলি শীত ৩১২১৬০ ; ছার দিয়া গ্রামে গেলা ২১৮১৩১ ; ছার নাহি পাই মুখ ৩১২১৬১ ; ছারমানা হৈল হরিদাস ৩২১১১৩ ।

ছারী আসি ব্রহ্মারে ২১২১৪৫ ।

ছারে এক বৈষ্ণব হয় ২১২০১৪৬ ; ছারে কবাট না পাইল ১১৭১৫৬ ; ছারে পুষ্করিণী তার ২১৫১২২৮ ; ছারে বসি কহে কিছু ৩৩২২২ ; ছারে বসি নাম শুনে ৩৩১১১৪ ; ৩৩১২০ ; ছারে বসি শুন তুমি ৩৩২২২২ ; ছারে বৈষ্ণব নাহি ২১২০১৪৭ । ছারের উপর ভিত্তে ২১২৫১৮২ ।

ছারকা চতুর্ক্যূহের ১৫১৩৩ ; ছারকা দেখিতে চলিলা ২১২১৭৪ ; ছারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ ২১৪১২০৬ ; ছারকা মথুরা গোকুল ১৫১১৩ ; ছারকা মথুরা পুরে নিত্য ২১২০১৫২ ; ছারকাতে কুশ্মিণ্যাদি ১৬৬২ ; ছারকাতে বোল সহস্র ২১৫১২৩৭ ; ছারকাদি বিভূ তার ২১২১৬৩ ।

দিগ্‌বিজয়ী কহে মনে ১১৬১২৮ ; দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি দিন ২৩১৮ ; দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে ২১৮১৭ ; দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি জ্ঞান প্রেমের বহুয় ২১৪১২২ ; দিগ্‌দরশন কহি মুখ্য ২১২০১৩৬ । দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র ২১৮১২১৪ ।

দিগ্‌ মাত্র দেখাইয়া ৩১৫১৮৫ ; দিগ্‌মাত্র লিখি সম্যক ১১০১১৫৭ ।

দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড ৩১৬১১ ।

দিন কথো আমি তীর্থ ২১৭১২৭ ; দিন কথো তাই রহি ২১১২২৩ ; দিন কথো রহ দেখি ২১৭১৪৮ ; দিন কথো রহ, সন্ধি ২১৬১১৫৮ ; দিন কথো রহি গেলা ৩৮১৮২ ; দিন কথো রহি তার ২১৭১২৪ ; দিনকৃত্য পক্ষকৃত্য ২১৪১২৫২ ; দিন চারি কাশীতে রহি ২১১২২৫ ; দিন চারি প্রভুকে তাই ২১২১৭৫ ; দিন চারি রহি প্রভু ২১৭১৫৩ ; দিন দশ গেলে গোবিন্দ ৩১২১১১০ ; দিন দশ রহি রূপ ২১২৫১৭৩ ; দিন দশ রহি শেষে ২১৮১২০ ; দিন দশ ইহা সব ২১২০০৬ ; দিন দুই চারি তেঁহো ২১৬১১৫৫ ; দিন দুই চারি রহ ২৩১২২৫ ; দিন দুই তাঁহা করি ২১২১২৬ ; দিন দুই পদ্মনাভের ২১২১২৫ ; দিন দুই রহি লোকে ২১২১৬৪ ; দিন পাঁচ সাত ভিতরে ২১০১৫৭ ; দিন পাঁচ সাত রহি ২১৮১৪২ ; দিন পাঁচ সাত রহিলা ২১১১২১৮ ; দিন প্রতি লয় তেঁহো ৩১৭১৩৫ ।

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল ৩১৭১৫৪ ।

দিনে আচার্যের প্রীতি ২৩১১৫৮ ; দিনে কৃষ্ণকথা রস ২৩১২২৮ ; দিনে তত লয় যত ২১৪১১৮২ ; দিনে দিনে পিতামাতার ১১৪১৮২ ; দিনে দিনে বাঢ়ে বিকার ৩১১১১৩ ; দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে ৩১১১০২ ; দিনেদিনে প্রভুর রূপায় ৩১৩১০৪ ; দিনে দিনে নানা ক্রীড়া করে ৩১২১৬৩ ; দিনে নৃত্য কার্ত্তন ঈশ্বর ৩১১১১১ ; দিনে নৃত্যকীর্ত্তন জগন্নাথ ৩১২৫ ; দিনে প্রভু নানা সঙ্গে ৩১৬১৬ ; দিনে লোক ভিড় হবে ২১৪১৪০ ।

দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ ২১২০২৩ ; দিব্য দিব্য লোক আসি ১১৪১৭৬ ; দিব্য দেহ দিয়া করায় ২১৪১৭২ ; দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য ৩১৪১৫২ ; দিব্য বস্ত্র দিব্য বেশ ১১৭১৩ ; দিব্যমূর্ত্তি লোকসব ১১৩১৮৩ ; দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র ১১৮১৪৮ ; দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় ৩১৪১১৪ ।

দিল্লী মাল্যচন্দন ২২১৩৪।

দ্বিগুণ করিয়া কর সব ২১৪১০০; দ্বিগুণ বর্জন করি ৩২১১০; দ্বিগুণ বাড়ে তুফা লোভ ২২১১১১।

দ্বিজ্ঞানসী হৈতে তুমি ২১১১১৭৬।

দ্বিতীয় গোবিন্দ ভূতা ২১১১৬৬; দ্বিতীয় চতুর্ভূহ এই ১৫১৩৪; দ্বিতীয় নাটকের কহ ৩১১২৬; দ্বিতীয় নন্দী কহ দেখি ৩১১২২; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য তত্ত্ব ১১১১৩০৪; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর ২২৫১২৬; দ্বিতীয় পুঙ্খের এবে ২২০২৪১; দ্বিতীয় বৎসর পলাইতে ৩৬৩৪; দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় ১১৬১৫৬; দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহা ১১৬১৫৫ দ্বিতীয় শ্লোকের ১১১৪৪।

দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে ৩২০১২৬; দ্বিতীয়ে ধরিতে পাইক ৩৩১০০।

দ্বিধা না ভাবিহ ২৪১১৬০।

দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন ২২৩৩০।

দ্বিভূজ স্বরূপ কতৃ হয় ২২০১৪৬।

দীঘী খোদাইতে তারে ২২৫১৪১।

দীনদয়ালু গুণ করিতে ৩৪১১৭৪; দীন দেখি কৃপা করি ৩৫১৫০; দীন হঞা স্তুতি করে ২১২১৫০; দীনহীন নিন্দ্যাদি ২১১১৫।

দীনে দয়া করে এই ৩৩২২৪; দীনেরে অধিক দয়া ৩৪১৬৪।

দীপ জালি ঘরে গেল ৩১২১৫৮; দীপ হৈতে যৈছে বহু ১২১৭৫।

দীয়াটি জালিয়া করে ৩১১১১৩।

দীক্ষা অনন্তরে কৈল ১১১১৭; দীক্ষাকালে ভক্ত করে ৩৪১৮৪; দীক্ষা পূর্বশ্রুত্যা বিধি ২১৫১০০; দীক্ষা প্রাতিশ্রুতিকৃত্য ২২৪১২৪৩; দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন ৩৪১৪৬।

দুঃখ কারো মনে নহে ১১৪১৫৮; দুঃখ না মানিহ যদি ১১১১২৭; দুঃখ না মানিহ ভট্ট ২২১১৩৮; দুঃখ পাই মনে আমি ১১২১৩৭; দুঃখ পাঞা আসিয়াছে ৩১২১৩২; দুঃখ পাঞা প্রভু পদে ২২৫১১১; দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে ৩৫১১১২; দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ ২১৮১২০২; দুঃখ শাস্তি হয় আর ৩৪১২; দুঃখ-সুখ হউক সেই ২১১১৩০।

দুঃখাভাবে উত্তম প্রাপ্তো ২২৪১১৮।

দুঃখিত কান্দাল আনি ২১৪১৪২; দুঃখিত হইয়া গেলা ৩১১১৭৬; দুঃখিত হইলা সন্তে ৩১৪১৬৩।

দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে ২২৫১১৫৮; দুঃখী হইয়া আচার্য্য করেন ১১২১২২; দুঃখী হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে ১১২১২১; দুঃখী হঞা প্রভু পায় ১১১১৪৭; দুঃখী হঞা শিবানন্দ ৩১১৮।

দুঃসঙ্গ कहিয়ে কৈতব ২২৪১৭০।

দুই অপূর্ব বস্তু পাঞা ৩৬২৮৪; দুই অবতার ভিতর গণনা ২২০১২৫২ দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি ২৬২৪৫; দুই উপবাসে কৈল ২২০১২১।

দুই কর শীঘ্র পাবে ২১৬৬৬২; দুই কার্য্যে অবধূত ৩৩১৪১; দুই কীর্তনীয়া রহে ১১০১১৪৫।

দুই গুণ সূচিকণ ২২১১০৬; দুই গুচ্ছ তৃণ দৌহে দশনে ২১১১৭৫; ২১২১৪৫; দুই গুণ যাই তাই ৩১১১১৫ ॥ দুই গোসাঞি হরিবোলে ১১২১১২।

দুই চারিদিন আচার্য্য ৩৫১০৭; দুই চারিদিনের অন্ন ২১১১৫০; দুই চারি লক্ষ কাহন ৩২১২১।

দুই জন কহে তুমি ২১১১৭; দুই জন কৃষ্ণকথায় ২২১৩০০; দুই জন ধরি দৌহে ২৬২০৬; দুই জন প্রেমাবেশে করয়ে ২২১২০৩; দুই জন প্রেমাবেশে হৈলা ২১০১১১৭; দুই জন বসি তবে হৈলা ৩১৩৬১; দুই জন

মেলি তথা ২২০১৪০ ; দুই জন লক্ষা প্রভু বসিলা ৩৪১১৪৫ ; দুই জন লক্ষা প্রভুর বত কিছু ১৫১১২৫ ; দুই জন সঙ্গে প্রভু ২১১২২২ ।

দুই জনা মিলি কৃষ্ণকথা ৩৩২০৪ ; দুই জনার সঙ্গে কল্প ২১৪১১১ ; দুই জনার উৎকর্ষ ২৮১৫১ ; দুই জনার কৃষ্ণকথা ২১৬৭৬ ; দুই জনার বিজ্ঞান-দশা ৩৪১১২২ ; দুই জনার ভক্ত্য চৈতন্য ৩৩২১০ ; দুই জনার গুরে দণ্ড ২৫১১৪৩ ।

দুই জনে কথা কহে ২৮১৫৩ ; দুই জনে কৃপা করি ২১৫১১৩৩ ; দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রিদিনে ২১২২৬৫ ; দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রিদিনে ২১২৩০১ ; দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কথোক্ষণ ২১২১৫৮ ; দুই জনে কৈল কিছু ৩১৪১৫২ ; দুই জনে ক্রীড়াকলহ ২১২১৮৫ ; দুই জনে খটমটী ১১০১২১ ; দুই জনে গলাগলি করেন কন্দন ২৮১১৮৭ ; দুই জনে গলাগলি রোদন অপার ২২০১৫২ ; দুই জনে নীলাচলে ২৮১২৪৩ ; দুই জনে প্রভুর কৃপা ২১১২০৪ ; দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ২১১১১২ ; ২১১১১৭২ ; দুই জনে বসি কৃষ্ণকথাগোষ্ঠী ৩৪১১৩১ ; দুই জনে শোকাকুল ২১৬১১৪৫ ; দুই জনের সঙ্গে দৌড়ে ৩১৩১৪৩ ।

দুই ঠাকুরি অপরাধে ৩৫১১১৬ ; দুই ঠাকুরি ভোগ বাঢ়াইল ২১৩৪০ ।

দুই ত দেখে তোমার ৩৫১১১৩ ; দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে ২৮১৬৮ ; দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত ২৮১৬৬ ; দুই তিন জনার ভক্ত্য ২১১১১৮৪ ; দুই তিন দিন আচার্য্য ২১০১৮৫ ; দুই তিন দিন হৈলে ৩৬৩০৮ ; দুই তিন শত ভক্ত ৩১২১২২ ।

দুই দিগে টোটা সর ২১৩২২৪ ; দুই দিগে দ্বিভাগণ ২১৩২৩ ; দুই দিগে দুই পত্র ৩৬২২১ ; দুই দিগে মাতা পিতা ২১৮১৫৪ ; দুই দিগে লোক করে ২২৫১২৮ ; দুই দিন ধ্যান করি ৩২১৫৩ ; দুই দুই জন মেলি ২১৪১৭৬ ; দুই দুই মাদ্রিক ২১৩৩২ ; দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা ৩৬৬৪ ; দুই দেবকন্যা হয় ৩৫১১১ ।

দুই ধাতুক্ষেত্রে অন্ন ২১৮১৪ ।

দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ২১৫১২৫২ ; দুই নাটক করি এবে ৩১৬৪ ; দুই নাটক করিতেছে ৩১১১১১ ; দুই নাটকে প্রেমরস ৩১১১১২ ; দুই নান্দী প্রস্তাবনা ৩১৬৫ ; দুই নাম মিলনে হৈল ১৬২২৬ ; দুই নিমন্ত্রণে লাগে ৩৬২৬৫ ; দুই নেত্র ভরি অশ্রু ৩১৪১৮৮ ; দুই নেত্রে অশ্রু বহে ২১৭১১০৭ ।

দুই পণ কোড়ি লাগে ৩৮১৮০ ; দুই পায়ে কোঁক্সা হৈল ৩৪১১১৫ ; দুই পাশে দুই পাছে ২১৩১৪৬ ; দুই পাশে ধরিল সব ২৩১৫০ ; দুই পাশে রাধা ললিতা ১৫১১২২ ; দুই পাশে স্নগন্ধি শীতল ২১৫১২১৮ ; দুই পার্শ্বে দেখি চলে ২১৩১২৫ ; দুই পুত্র আনি প্রভুর ২১২১২৮ ; দুই পুত্রক আনিয়াছি ২১১১১২৭ ; দুই পুত্রক লৈয়া আইলা ২১১১১১ ; দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা ৩২০১১৭ ; দুই প্রকারেতে করে ১১২১৪৫ ; দুই প্রভু লক্ষা আচার্য্য ২১৩৬১ ; দুই প্রভু সেবে ১৭১১২ ; দুই প্রহর ভিতরে কৈছে ২১৫১২২৩ ।

দুই বস্ত্র ভেদ নাহি ১৪১৮৩ ; দুই বস্ত্র মহাপ্রভুর আগে ৩৬২৮৩ ; দুই বিধ ভক্ত হয় ২১২৪১২০৭ ; দুই বিপ্র বর মাগে ২৫১১১৩ ; দুই বিপ্র মধ্যে এক ২৫১১৫ ; দুই বিপ্র গলাগলি ২১৭১১৪৫ ; দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ ২৫১৮৭ ; দুই ব্রহ্ম প্রকটিল ২১০১১৬০ ; দুই ব্রহ্ম কৈল সব ২১০১১৫২ ।

দুই ভক্তের স্নেহ দেখি ২১২১১৭৪ ; দুই ভাই আইলা তবে ২৩৫৭ ; দুই ভাই আগে প্রসাদ ৩৬১০৮ ; দুই ভাই এক তনু ১৫১১৫৩ ; দুই ভাই চড়ান তারে ২১৬৭১২ ; দুই ভাই তবে চিড়া ৩৬১৮৩ ; দুই ভাই তাঁর মুখে ১১০১২৫ ; দুই ভাই তাহা খাঞা ৩৬১১১৬ ; দুই ভাই দুই শাখা ১১০১৬ ; দুই ভাই দূরে হৈতে ২১২১৬২ ; দুই ভাই প্রভু পদ নিল ২১১২০২ ; দুই ভাই বাসা কৈল ২১২১৫৬ ; দুই ভাই বিষয় ত্যাগের ২১২১৩ ; দুই ভাই ভক্তরাজ ২১৬১২৫২ ; দুই ভাই মহাপণ্ডিত ৩৩১৬৬ ; দুই ভাই মিলি কৃন্দাবনে ৩৪২০৮ ; দুই ভাই যুক্তি কৈল ২১৫১৩৮ ; দুই ভাই হৃদয়ের ১১১৫৬ ; দুই ভাইকে আনিয়া ৩৬১১৩ ; দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট ৩৬১২১ ।

দুই ভাগ করি এবে অ১৩৩ ; দুই ভাগবত দ্বারা ১১৩৫৮ ; দুই ভাগবত সনে ১১৩৫৬ ।

দুই মহাপাণ্ড হরিচন্দন ১১৩৫১২ ; দুই মার্গে আত্মারাম ১২৪১২২ ; দুই মালা গোবিন্দ দুই ১১৩৫৮ ; দুই মালা পাঠাইলা ১১৩৫৩১ ; দুই মাস রহি তাঁরে ১১৩৫০ ।

দুই রক্ষা কর গোপাল ১১৪৪৬ ; দুই রাজপাণ্ড বেই ১১৩৫৮৮ ; দুই রূপে হয় ১১৩৫৫ ।

দুই লক্ষ কাহন কোড়ি অ১১১৭ ; দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাকুরি অ১১৮ ; দুই লক্ষ কাহন তাঁরে রাজা অ১১৮ ; দুই লীলার চারি চারি ১১৩৫৩ ; দুই লীলা চৈতন্তের ১১৩৫৩ ।

দুই শ্যালদ্বার ১১৩৫৬৭ ; দুই শাখার উপশাখার ১১০১৮ ; দুই শাখার প্রেম কলে ১১০১৮৬ ; দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে অ১৫৬৬ ; দুই শ্লোক বাহির ভিত্তে ১১৩২২৮ ; দুই শ্লোক শুনি প্রভুর অ১২০৪ ; দুই শ্লোক কহিল অধৈর্য ১১৩১০৫ ; দুই শ্লোকের অর্থ কর অ১৩১১১ ।

দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে ১১৭১৬৩ ; দুই সহস্র বৈষ্ণবের ১১০১২৭ ; দুই সেনাপতি কৈল ১৭১২৫৭ ; দুই সেনাপতি বলে ১১৩৬০ ; দুই স্থানে প্রভু সেবা ১১০১২০ ।

দুই হস্তে বেণু বাজায় ১১৭১২২ ; দুই হেতু অবতরি ১১৪৩৫ ; দুই হোলনায় চিড়া অ১৩৬৭ ।

দুই আউটে দ্বিধা মখে ১১৪১২০১ ; দুই ঋণ মোদক দেয় অ১২১৫৪ ; দুই চিড়া কলা ১১৩৫২ ; দুই তুষী দুই কুমাণ্ড ১১৫১২০২ ; দুই দান ছলে কৃষ্ণ ধারে দেখা ১১৪১০১ ; দুই দান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল ১১৩৫২৬৩ ; দুই পান করি ভাণ্ড ১১৩৫২ ; দুই মাত্র দেন কেহো ১১৪১২১০ ; দুই যেন অন্ন যোগে ১১২০২৬৪ ; দুই স্তম্ভ বস্তু নহে ১১২০২৬৪ ।

দু'বাহুতে দিব্য শঙ্খ ১১৩১১১ ।

দুয়ারে তুলসী লেপা অ১২১৮ ।

দুর্গতি না হয় তার অ১১৫৭ ; দুর্দৈব যজ্ঞাপবনে অ১৫১৬০ ; দুর্দৈবে সেবক যদি অ১৪৪৬ ; দুর্কীধাত্ত গোরোচন ১১৩১১৩ ; দুর্কী ধাত্ত দিল গীর্ষে ১১৩১১৬ ; দুর্কীর ইন্দ্রিয় করে বিষয় অ১১১৭ ; দুর্কীর উদ্ভট প্রেম ১১৩১৭৫ ; দুর্কীসার ঠাকুরি তেঁহো অ১১১৫ ; দুর্কীজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার ১১৭১১০৩ ; দুর্কেশন রঘুনাথ ১১৩১৮৩ ; দুর্লভ দুর্গম সেই ১১৩৫২৬৮ ; দুর্লভ বিশ্বাস আর ১১২১৫৭ ।

দুস্ত্যজ আর্ঘ্যপথ ১১৪১৪৪ ।

দুহু কেরি মিলনে মধত ১১৩১৫৫ ; দুই মন মনোভব ১১৩১৫৩ ; দুই অশ্রু মাগি কর অ১৩৫৮ ।

দূর কৈলে নাহি ছাড়ে অ৭১৭ ; দূর পথ উঠাঞা ঘরে অ১৮১৬৩ ; দূর দূর পাণিষ্ঠ অ১৮২১ ; দূর হৈতে তাহা দেখি ১১৮১৮৮ ।

দূরে গান শুনি প্রভুর অ১৩৭২ ; দূরে রহি দেখে প্রভুর ১১১১১০ ; দূরে রহি ভক্তি করিহ অ১৩৩৬ ; দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে অ১১৪০ ; দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ১১২১১৫৭ ; দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ ১১২৪০ ; দূরে হৈতে আইলা কাজি ১১৭১৩৮ ; দূরে হৈতে কৃষ্ণ দেখি ১১৭১২৭৬ ; দূরে হৈতে জানি তাঁর অ১৫৪০ ; দূরে হৈতে তিন জনে ১১৭১৩৮ ; দূরে হৈতে দণ্ড প্রশ্নাম অ১৪১৪২ ; দূরে হৈতে পিতা তারে অ১৩৫ ; দূরে হৈতে পুরুষ করে ১১৫৫৭ ; দূরে হৈতে প্রভু দেখি ১১৩১৭৭ ; দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল ১১২৪১২১ ; দূরে হৈতে হরিদাস গোসাঞি ১১১১৪৭ ।

দুট প্রেম মুদ্রা লোকে অ৭১৫০ ; দুট যুক্তি তর্কে প্রভু ১১৪৪৪ ; দুটান্ত দ্বিধা কহি যদি ১১২০৩২০ ।

দেউটী ধরেন যবে ১১০১৩৫ ; দেউল প্রসাদ আদ্যাকি অ১১০৭ ।

দেখ অগস্ত্য কৈছে ১১২১৭১ ।

দেখাইল আগে তারে ১১৩১৮৩ ; দেখা দিয়া মন হরি অ১৫১৭০ ।

দেখি আনন্দিত হঞা হাসে ১২০৪৫; দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ৩১২০৮; দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভু ২৩২০৫; ২২০২০; দেখি আমি প্রলাপ কৈল ৩১৮১১৫; দেখি আসি শীঘ্র বসিলা ৩২৩১; উপরাগ রাশি ১১৩২২; দেখি এই উপায়ে ৩১৭৫১; দেখি কালীবাসী লোকের ২২৫১৫২; দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ২১৮১২৮; দেখি কৃষ্ণ রাস করে ৩১৮১১৪; দেখি গোপীনাথচাৰ্য্য ২৩১৮২; দেখি গোবিন্দ আশ্বেব্যস্তে ৩১৪২৩; দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ৩১৭২২; দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ১১৭১৩০২; দেখি চতুর্ন্থ ব্রহ্মা ফাঁকর ২২১১৫৪; দেখি চতুর্ন্থ ব্রহ্মার হৈল ২২১১৬৬; দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল ২২০১৫২; দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের ২১২০৬০; দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের ৩৪১০১; দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্তের ৩১১১৫৩; দেখি চমৎকার হৈল সর্বলোক ২২০৭৫; দেখি জলক্রাড়া করে ৩১৮১৭৭; দেখি তার পিতামাতা ২১৬২৪২; দেখি জ্ঞান উপজিল ৩২১৪২; দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত ৩৩৮৪; দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে ২১৭৮০; দেখি প্রভুসুখী সর্বজ্ঞ ১১৭১০০; দেখি প্রভু সেই রসে ৩১৪১৮; দেখি প্রেমানন্দে ভাসে ২১১১২১৮; দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল ২১২০৮; দেখি বল্লভভট্ট মনে হৈল চমৎকার ৩৭৬১; দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ২১৭১৩২; দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয় ২১৭২৬; দেখি মহাপ্রভু বড় ২১৫১৩১; দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্থিতি ২১৭১৩৬; দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ ২১২০১; দেখি মহাপ্রভুর তৈছে হয় ২১৪১০৬; দেখি যে কহিতে চাহ ২১২১৬; দেখি রঘুনাথের চমৎকার ৩৩২৪১; দেখি রাঘবের মনে ৩৩১০৭; দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে ২১৮২৩৪; দেখি লোভি পঞ্চজন ৩১৫১৩; দেখি শচী ধাঞা আইলা ১১৪১২৩; দেখি শচীমাতা কহে ২৩১৬০; দেখি সব গ্রাম্য লোকের ২১৮১৫; দেখি সব ভক্তগণের ৩১৩৫; দেখি সব লোক চিন্তে ২১৫১২৬; দেখি সব লোক প্রেমসমুদ্রে ২১৪১৬২; দেখি সব লোক হৈল আনন্দে ২৪১৫০; দেখি সর্বলোকের চিন্তে ২১৭১১১; দেখি সার্কভোম পড়ে ২৩১৮৪; দেখি সার্কভোমের হৈল ২৩১৫; দেখি স্বরূপ গোসাঞি আদি ৩১৪৫২; দেখি হরিদাসের মনে ৩৪১২০; দেখি হরিদাস রূপের ৩১১৮।

দেখিতে আইলা তাই ২১৭৭৫; দেখিতে আইলা প্রাতে ২১৭১৩৫; দেখিতে আইলা লোক ২৩১০৫; দেখিতে আইসে তবে ২৫১১৫; দেখিতে আইসে দেখি ২১১১৫৪; দেখিতে আইসে যেন ১১৩২২; দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় ২১৮১৩৭; দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরা ২১৪১১২; দেখিতে কোঁতুকে আইল ২২৫১৫৬; দেখিতে চলিয়াছেন ২২৫১৫১; দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ ১১৭৭৫; দেখিতে না পারি আমি ৩২১১৬; দেখিতে না পায় অশ্রু ২৩১৩২; দেখিতে বিবশ রাধা ২১৩১৫৫; দেখিতেই নানাভাবে ২১৪১৭২; দেখিতেই সব ভক্তের ৩১৪১৬৪।

দেখিছে দেখিছে বলি ১১৭১২২৫।

দেখিবারে আইসে ২২০৮২।

দেখিয়া অপূর্ব হৈল ১১৪১৪৪; দেখিয়া আনন্দ বড় ২২০৩২ দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের ২৩৮; দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ ২৩১২৬; দেখিয়াও ছন্দ কৈল ২১০১৫০; দেখিয়া ত মাতা পিতার ৩৩১৪; দেখিয়া তাঁহার মনে ২১৮১৭; দেখিয়া চিন্তে ১১৪১৬; দেখিয়া না দেখে যত ১৩১৬২; দেখিয়া পুরীর প্রভাব ২৪১৮৫; দেখিয়া প্রতাপরুদ্র প্রাথমিক ২১৪১৫৮; দেখিয়া প্রভুর চিন্তে ২১২১৫২; দেখিয়া প্রভুর দুঃখ ১১৭১২৩৭; দেখিয়া প্রভুর নৃত্য ২২৫১৫৭; দেখিয়া প্রভুর প্রভাব ৩১৪৪৪; দেখিয়া বালকধাম ১১৩১১৪; দেখিয়া বিন্মিত হৈল ২২০৬১; দেখিয়া ব্যাধের প্রেম ২২৪১২৮; দেখিয়া ব্যাধের মনে ২২৪১৮৬; দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের ২১৮২৩; দেখিয়া মিশ্রের হৈল ১১৪১০; দেখিয়া মুচ্ছিত হঞা ২১৮৮; দেখিয়া লোকের আকর্ষণে ২১৩১৬৬; দেখিয়া লোকের মনে হৈল ২১৭৭৮; ৩১২৫; দেখিয়া সংশয় কিছু ২১৫১৬৩; দেখিয়া সকল লোক পাইল ২২০৫৬; দেখিয়া সকল লোকের হৈল ৩৩১২৮; দেখিয়া সঘণ হৈল ২১৬৭৮; দেখিয়া সঙ্কট হৈল ১১৭৭৮; দেখিয়া সন্তোষ হৈল ২১৪৩৩; দেখিয়া সে আনি তাঁরে ২১৭১১০।

দেখিল সকল তাই ২১১২১৩; দেখিলে উল্লে কৃষ্ণের ২১৪১৬৫; দেখিলে না দেখে ২১৩২০; দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য ২১২১৬৭; দেখিলে শুনিলে তাঁরে ২১১১২১; দেখিলেন বসি আছেন ১১৭৫৬।

দেখে এক জালিয়া আইসে ১১৮১৪১; দেখে তাই কৃষ্ণ হয় ৩১৫১৪৮; দেখে দিব্য লোক ১১৪১৭২; দেখে হরিদাস ঠাকুর ৩১১১১৬; দেখেন জগন্নাথ হয় ৩১৬১৭২।

দেখোঁ কোন কাজী আসি ১১৭১২৮; দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে ৩১৪১০০।

দেব ঋষি পিতৃদিকের ২২২১৭২; দেবগণ নাহি পার ১৫১২৭; দেব গন্ধর্ব্ব কিম্বদ ৩২১২; দেবপূজাচ্ছলে দৌহে ১১৪১৬২; দেব স্তন আর এক ৩২১৮২; দেবস্থানে আসি কৈল ২১১১১; দেবতা পূজিতে আইলা ১১৪১৫২।

দেবানন্দ চারি ভাই ১১১১৪৩; দেবালয়ে বসি করে ২১২১৮৭।

দেবী কহি ছোতমানা ১৪১৭২; দেবীধাম নাম যার ২২১১৩২; দেবী বা অন্ন স্ত্রী ২১১১২৪।

দেশ-পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ২১২১৭৬।

দেশে আগমন পুন প্রেমের ১১৭১৭; দেশে আসি দৌহে গেলা ২৫১৩৪; দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ২১৭১১১৩; দেশেরে আইলা প্রভু ১১৬১২০।

দেহকাস্তি গৌর কভু ২১৩১০১; দেহকাস্তি পীতাম্বর ২১৮১০২; দেহকাস্ত্যে হয় তেঁহ ১৩৪৫; দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে ৩১২১৪১; দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে ৩২০১২২; দেহত্যাগাদি এই সব ৩৪১৫৬; দেহত্যাগাদি তমোদর্শ ৩৪১৫৮; দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই ৩৪১৫৫; দেহ দেহ বলি প্রভু ৩১১১৮৭; দেহদেহী ভেদ ঈশ্বরে ৩৫১১১৭। দেহ-দেহীর নাম-নামীর ২১৭১২৮; দেহপ্রাণ ভিন্ন নহে ১১৬১৬৫; দেহমাত্র ধন আমার ৩১২১৭৩; দেহরোগ ভবরোগ ১১০১৪২; দেহ-সম্বন্ধ হৈতে হয় ১১৭১১৪২; দেহস্বত্তি নাহি যার ২১৩১৩৫।

দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য ৩১৪১২০; দেহারামী কর্মনিষ্ঠ ২১২৪১৩২; দেহারামী দেহে ভজে ২১২৪১৩৮; দেহারামী সর্ককাম ২১২৪১৪১।

দেহে আত্মবুদ্ধি এই ১১৭১১৬; দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত ২১২৪১৩০; দেহে প্রাণ আইলে যেন ২১২৫১৭৭; দেহের স্বভাবে করে ৩১৪১৩১।

দৈর্ঘ্য বিস্তারে যেই ১৩৩৩৩।

দৈন্ত্য করি করে মহাপ্রভুর ২১৮১২২৩; দৈন্ত্য করি কহে নিজ ২১৬২১৭; দৈন্ত্য করি কহে লৈল ৩১৭১৭৭; দৈন্ত্য করি নিজ অপরাধ ৩১১২৬; দৈন্ত্য করি সেই বিপ্র ২১৭১১৭১; দৈন্ত্য করি স্তুতি করি লইল ৩১১১০২; দৈন্ত্য করি স্তুতি করে ষোড়শত ২১১১৭৭; দৈন্ত্য ছাড় তোমার দৈন্ত্যে ২১১১২৫; দৈন্ত্য নির্ব্বোধ বিষাদে ২১২১৩২; দৈন্ত্যপত্নী লিখি মোরে ২১১১২৬; দৈন্ত্য বিনতি করে দন্তে ২১২১০২; দৈন্ত্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের ৩১৪৬; দৈন্ত্য রোদন করে ২১১১৭৬।

দৈন্ত্যোৎসবগ আর্তি ৩২০১৪।

দৈবে আসি প্রভু যবে ২১১৬০। দৈবে এক দিন প্রভু ১১৫১২৫; দৈবে জগন্নাথের সে দিন ৩১০১৩২; দৈবে বনমালী ঘটক ১১৫১২৬; দৈবে সার্কর্ভোম তাহা ২১৬১৪; দৈবে সে বৎসর তাই ২১১৫৩; দৈবে সেই ক্ষণে পাইল ২১৬২৬।

দৈবত ভদ্রাভয়জ্ঞান ৩৪১১০।

দোষা ব্যঞ্জে ডরি ২১৩৮৭।

দোল অনন্তরে প্রভু ৩১১৬০ ; দোলযাত্রা দেখি প্রভু ৩৪১২৮ ; দোলযাত্রা দেখি যাইহ ২১৬৮ ; দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে ৩১১৫২ ; দোলযাত্রাদিক প্রভুর ৩৪১০২ ।

দোষ গুণ বিচার এই অন্ন ১১৬৯৬ ; দোষোদগারচ্ছলে করে ২১১২৮ ।

দৌহা আলিজিয়া দৌহে ২৮২১ ; দৌহা আলিজিয়া প্রভু আসনে ৩১৮৫ ; দৌহা আলিজিয়া প্রভু গেলা ৩৪১২৬ ; দৌহা আলিজিয়া প্রভু বলিল ২১২০৩ ; দৌহা দেখি দৌহার চিত্তে ১১৪৬২ ; দৌহা দেখি নিত্যানন্দ ২৫১৩৭ ; দৌহা দেখি মহাপ্রভুর ৩১৪১০৭ ।

দৌহাকে কহেন রাজা ২১৬৩১ ।

দৌহার অন্তর কথা ১১২৪৬ ; দৌহার ইচ্ছাতে ভোজন ২১৫১২৫০ ; দৌহার দর্শনে দৌহে ২৩১৩৮ ; দৌহার দুঃখ দেখি ২১৫১২৫০ ; দৌহার প্রভুতে স্নেহ ৩১০৩২ ; দৌহার বাপ্য-ব্যাপকছে ২১০১৬৪ ; দৌহার ভাবাবেশ মন ২৫১৩৬ ; দৌহার মুখে কৃষ্ণনাম ২১২৬৭ ; দৌহার মুখে নিরন্তর ২১২৬৬ ; দৌহার মুখেতে শুনি ২৮২২ ; দৌহার যে সময়স ১৪২১৪ ; দৌহার রূপগুণে দৌহার ১৪২৭ ; দৌহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ ২৫১১৩ ; দৌহার সম্মতি লৈয়া ২৫৮১১ ।

দৌহে এই তিন ভেদে ২২৪১০৭ ; দৌহে এক বর্ণ ২৫১৩৫ ; দৌহে করে ছড়াছড়ি ২২১১২ ; দৌহে কহে এবে বর্ষা ২১৬৯২ ; দৌহে কহে রথযাত্রা ২১৬৭ ; দৌহে তাঁরে মিলি ৩২৪৭ ; দৌহে দুঃখী দেখি তবে ৩২৪৮ ; দৌহে দৌহা মিলিবারে ২১৪১৮৩ ; দৌহে দৌহার দরশনে ২৮৪৪ ; দৌহে নিজ নিজ কার্যে ২৮২১৫ ; দৌহে প্রেমে নৃত্য করি ২১৭১৫০ ; দৌহে মহাপ্রভুরে কৈল ২২৫১৭২ ; দৌহে রক্তাধর দৌহার ২৫১৩৫ ।

ধ

ধ

ধ

ধ

ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ২৪১২৭ ; ধড়ার আঁচল তলে ২৪১৩০ ।

ধন জন নাহি মাগো ৩২০২৪ ; ধনঞ্জয় জগদীশ ৩৬৬১ ; ধনদত্ত লয় আর ২১৪১২৭ ; ধন দেখি এই ছুটের ২৫১৫৮ ; ধনধাত্রে ভরে ঘর ১১৩১১৮ ; ধন নাহি পাবে খুদিতে ২২০১১২ ; ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ২২০১২৩ ; ধন সঙ্করী নিগ্রহ ২২৪১৪ ।

ধনিয়া মহরীতুল ৩১০২০ ।

ধনু তীর্থ দেখি কৈলা ২২২৮৩ ; ধনুর্বাণ হস্তে যেন ২২৪১৫৭ ; ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ ২২৪১৮০ ।

ধনের জাড়ি পড়িবেক ২২০১২০ ।

ধরগীর মধ্যে সপ্ত ১৫১২৩ ।

ধরি রাখ বলি প্রভু ৩১০১০৭ ; ধরিতে ধরিতে ঘরের ৩১০১০৮ । ধরিতে না পারে কেহ ২৮২৩৪ ; ধরিবারে গেলা, পুত্র ১১৪৬৮ ।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ১১১৫০ ; ধর্ম ছাড়ায় বেণু আগে ৩১৭১৩৪ ; ধর্ম ছাড়ি রাগে দৌহে ১৪১২৮ ; ধর্ম নহে কৈল আমি ২১৫৪২ ; ধর্ম প্রবর্তন করে ২২০২৮৬ ; ধর্মশিক্ষা দিল বহু ১১৪৭২ ; ধর্ম সংস্থাপন করে ১৫১২৬ ; ধর্ম স্থাপন হেতু সাধুব্যবহার ২১৭১৭৫ ; ধর্মহানি হয় লোকে ২২০৮৭ ।

ধর্মীচারণ্য মধ্যে ২১২১৩০ ; ধর্মাদিবিষয়ে যৈছে ২২৫১১০০ ; ধর্মার্থ বিচার কিবা ৩৪৭২ ।

কর্মা কর্ম তপোনিষ্ঠ ১১৭১২৫৩।

কাইরা যারেন প্রভু ১১৭১২৫২; কাইরা চলে আর্নান্দে ২২১৮; কাইরাখ গোবিন্দ ২২২১৩০; কাইরাখি মাপি ১১২১১০।

ক্যানেনে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে ৩৬৭৬।

কিঙ্ক কিঙ্ক আপনাকে ২১৩১২৭২।

কীরা কান্ত দূরে দেখি ২১৪১৪২; কীরাধীরাঅক গুণ ২১৮১৩৩; কীরাধীরা বক্রবাক্যে ২১৪১৪৬।

কীরে কীরে জগন্নাথ ২১৩১১০।

কুতি পরি প্রভু যদি ৩৬৫৮; কুতুরা খাওয়াইয়া বাপে ২১৫৫২; কুব্বাটে তাঁরে স্নবুদ্ধিয়ায় ২২৫১১৩২।

কুপদীপ করি ২১৪৬৩; কুপমান্য গন্ধ মহা ২২২১৬২; কুলি ধূসর তলু ২১২১৮৩।

কুতিমন্ত হঞা ভজ ২২৪১২০।

ক্যোয় মধ্যে জীবের কর্তব্য ২১৮২০৭।

কৈর্য করিতে নারি ১১৭১৭৫; কৈর্যবস্ত্র এব হঞা ২২৪১১৬; কৈর্য হঞা উড়িয়াকে ২১৬১৬৩।

কোয়া পাখলা নাম কৈলা ১১২১২০০।

কবজ পতাকা ষষ্ঠা ২১৪১১০৮; কনি বড় উদ্ধত ২২১১২০।

ন ন ন ন

নকড়ি মুকুন্দ স্বর্ঘ্য ১১১১৪৫; নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট ২২১৪; নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর ১১০১৫৫; নকুল স্বর্ঘ্যে প্রভু ২২১১৬।

নখে চিরি চিরি তাহা ৩১৩১৭।

নগরিয়া লোকে প্রভু ১১৭১১৫; নগরিয়াকে পাগল ১১৭১২০২; নগরে নগরে আজি ১১৭১২৭; নগরে নগরে ভ্রমে ১১৩৩০; নগরে হিন্দুর ধর্ম ১১৭১৮৬।

নতি স্তুতি নৃত্যগীত ২১২১৮।

নদী তীরে একখানি কুটীর ২২৪১৮২; নদীর প্রবাহে যেন ২২২১২৮; নদীর শেষ রস পাঞা ৩১৬১৩৭।

নদীয়া উদয়গিরি ১১৩১৩৭। নদীয়া চলহ মাতাকে ৩১২১৫; নদীয়া নগরের লোক ২১৩১৩৫; নদীয়া নিবাসী বিশারদের ২১৩১৭; নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের ২১৬১২১৭; নদীয়াবাসী মোহক তার ৩১২১৫৩; নদীয়া সম্বন্ধে সার্কর্ডোয় ২১৬১৫৪; নদীয়াতে গজাবাস কৈল ১১৩১৫৬; নদীয়ার ভক্তগণ সভারে ৩১২১২৫।

নন্দন আচার্য্যশাখা ১১০১৩৭; নন্দবন্দুদেবরূপ সঙ্গুণ ১১৩১৫৭; নন্দমুত বলি যারে ভাগবতে ১২১৬; নন্দিনী আর বামদেব ১১২১৫৭; নন্দীশ্বর দোষ প্রেমে ২১৮১৫১; নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ২১৫১১০১।

নববন সিন্ধু বর্ণ ৩১৫১৫৬; নব দিন করে প্রভু ২১৪১১০৩; নবদিন গুণিচাতে রহে ২১৪১১০২; নবদীপ গেলা তেঁহো ২১০১৭৩; নবদীপবাসী আদি ২১৩১৮৫; নবদীপে আরজিল ১১৩৬; নবদীপে ছিলা তেঁহো ২১০১১০১; নবদীপে পুরুষোত্তম ১১১১৩০; নবদীপে যেই শক্তি না ২১৭১০৬; নবদীপে শচীগর্ভ শুদ্ধহৃদ ১১৪১২২৭; নবদীপে সব ভক্ত হৈলা ৩১২১৭; নব নিষ্পত্ত সহ ২১৫১২১১; নব বস্ত্র আনি তার ২১৪১৮০; নব বস্ত্র পাতি তাতে ২১৪১৭১; নববিধ অর্থ তর্ক-শাস্ত্র মত ২১৩১৭১; নববিধ ভক্তি পূর্ণ ২১৫১১০৮; নববাহু রূপে নব মূর্তি ২১২০১২১০; নবম পদার্থ মূর্তির ২১৩১২৪৪; নবম শ্লোকের অর্থ ১১৫১৪২; নবমে কহিল দক্ষিণ ২১২৫১২০২; নবমে গোপীনাথ

পট্টনায়ক ৩২০।১০৭; নবমেঘ জিনি ১৩৩২; নবমেতে ভক্তি-কল্পবৃক্ষের ১১৭।৩১২; নবযোগীশ্বর জন্ম হৈতে ২২৪।৮৪; নবশত ঘট জল ২৪।৫৫; নব হেমময় রথ ২১৩।১৮; নব্যগৃহে নানাজ্যে ২১৬।১৫০।

নমস্কার করি তাঁর নিকটে ৩২২৮; নমস্কার করি তাঁরে বহু ২১৭।৭৪; নমস্কার করি তেঁহো কৈল ৩১১।২১; নমস্কার করি শ্লোক ২১৬।২৩৩; নমস্কার করিতে কারো ১৫১।৪২; নমস্কার করে লোক ২২৫।১১৭; নমস্কার কৈল রায় ২৮।৫৩; নমস্কারি এই শ্লোক ৩১৫।৪৮; নমস্কারি প্রভু তাঁরে ৩২১।২৭; নমস্কারি সার্বভৌম ২১৭।৪১।

নমো নারায়ণ দেব ১১৭।২৮০; নমো নারায়ণ বলি ২১৬।৪৭।

নন্দ হৈয়া শিরে ধরোঁ ১১৭।৩২৪।

নয়দ্বিপদী দেখি ২১২।২০২; নয়নে দেখিমু তোমার ৩১১।৩২; নয়নের অভিরাম ২২২।৬১।

নরক বাহুয়ে তবু ২১৬।২৪১; নরক ভুজিতে চাহে ১১০।৪০; নরক হইতে তোমার ১১৭।৭৫২; নরদেহ সিংহমুখ ১১৭।১৭২; নরসিংহ চক্রপদ্ম ২২০।২০২; নরহরি দাস আদি ২১১।২৩৩; নরহরি নাচে তাঁহা ২১৩।৪৫; নরহরি রহ আমার ২১৫।১৩২।

নরেন্দ্র সরোবরে গেলা ২১৪।১০০; নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে ৩১০।৪১; নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁরা ২১৬।৪১; নরেন্দ্রে আসিয়া সভে প্রভুরে ২২৫।১৭৮; নরেন্দ্রে আসিয়া সভে হৈলা ২১১।৫৭; নরেন্দ্রে জলকীড়া করে ২১৪।২২৭; নরেন্দ্রেতে প্রভু সঙ্গে ৩১০।৪২; নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ ৩১০।৪০।

নর্তুক গোপাল কৃষ্ণ ২১২।২২২; নর্তুক গোপাল রামভদ্র ১১১।৫০; নর্তুক বাদক ভাট ১১৩।১০৫।

নহে গোপী যোগেশ্বর ২১৩।১৩৪; নহে পিমু নিরন্তর ৩১৬।১১৭।

না আমি জগতে বসি ১৫১।৭৪; না করে বেদান্ত পাঠ ১৭।৩২; না কহিলে কেহো ইহার ১৪১।৮৮; না কহিলে রহিতে নারি ২১২।১৭; না কহিলে হয় মোর ৩২০।৯১; না খাইলে জগদানন্দ করিবে ২১২।১৬২; ৩২১।৩৭; না গৌজলুঁ দূতী ২৮।১৫৫; না গণি আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরী ২১৩।১৩৮; না গণি আপন দুখ, সবে বাহি ৩২০।৪৩; না গণি আপন দুখ, বাহু প্রিয় ৩১৫।৭৮; না গায় স্বরূপ গোসাক্তি ৩১৫।৭৮; না জানি কি খাঞা ১১৭।২০১; না জানি কি মস্ত্রৌষধি ১১৭।১২৫; না জানি তোমার সঙ্গে ২১২।১২২; না জানি রাখার প্রেমে ১৪১।০৭; না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ১১৭।১৬০; না জানিস্ প্রেম মর্ম্ম ৩১২।৪৩; না দিয়া বা এই কল ১২।৩৫; না দিলেক লক্ষ কোটি ২২১।১১২; না দেখিয়ে নয়নে ২২১।৭২; না পড় কুতর্ক গর্ভে ২২৫।২৩১; না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ ৩১৭।৪৪; না পারে সহিতে এবে ১৭।৪৮; না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে ২২২।২৪; না মানিলে দুঃখী হৈবে ৩৬।২৭১; না মানে চৈতন্যমালী ১১২।৬৫; না মোর উছোগে, না ২১৫।২৩১; না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠি ১৭।৫৩; না লহ দেবতাসম্ব ১১৪।৫০; না সহি কি করিতে পারি ৩১৬।১২০; না সো রমণ ২৮।১৫৩।

নাগর কহ তুমি করিয়া ৩১৭।৩২; নাগর শুন তোমার ৩১৬।১১৩।

নাচিতে নাচিতে আইলা ১১৭।২১৮; নাচিতে নাচিতে গোপাল ১১২।২০; নাচিতে নাচিতে চলি আইলা ২১৬।৩২; নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক ২১৮।২২; নাচিতে নাচিতে পথে ২১৭।২১০; নাচিতে প্রভুর ২১৩।১১৫; নাচিতে লাগিলা শ্লোকের ৩১৮।৮।

নাচিয়া চলিলা, দেখে ২১৩।১২।

নাচিলা চৈতন্য প্রভু ১১০।৪৪।

নাচে করে সর্কীর্ভন ১১৩।১০২; নাচে কান্দে হাসে ১৭।২০; নাচে কুলে ব্যাঙ্গিণ ২১৭।৩৮; নাচে গায় কান্দে ২১৬।১৮৮; নাচে মকর কুণ্ডল ২২১।১০৮।

নাটো গাও ভক্ত সঙ্গে ১৭৮৯।

নাটক করি লৈয়া আইল অ৫৮৮; নাটক লক্ষণ সব অ১১৩৯; নাটকালঙ্কারজ্ঞান অ৭১০১; নাটশালা খুই
খুইল ২১২১১৭; নাটশালা হৈতে প্রভু ২১৩২১১; নাটশালা হৈতে যৈছে ২১৩২১০।

নাগ্নদোষণ মন্তব্য ২১২১৮৮।

নানা অপূর্ব ভক্ষ্যদ্রব্য অ১০১৩; নানা অবজ্ঞানে ভট্টে অ৭১০২; নানা অবতার করে ১৫১৬৮; নানা
অসংপথে করে অ২৮৬; নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে ২১২২৪; নানা উপদ্রবে ইহাঁ অ২৫৯; নানা কামে ভজে, তত্ব
২২৪১২৭; নানা কৃষ্ণবার্তা কহি ২১৭৪২; নানা গ্রাম হৈতে ২১৩৫৪; নানা চমৎকার তথা ১১৪১৮; নানা
চিত্র পটুবস্ত্রে ২১৩২০; নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি ২১৮১৭২; নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা ২১২৭৬; নানা তীর্থ
দোথ তাঁহা নন্দদার ২১২৮২; নানা দুর্গম পথ লজ্জি অ১২৭০; নানা দেশের যাত্রিক ২১৩১২১; নানা দ্রব্য পাত্র
ভরি ১১৩১০৪; নানা দ্রব্য লঞা লোক ২৪১২৭; নানা পক্ষি কোলাহল ২১১১৪৮; নানা পিঠা পান্না আর
২১১১২৩; নানা পিঠা বাজ্ঞন ক্ষীর অ৩৩১; নানা পুষ্পোতানে তাই ২১৪১১২; নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য
অ২৬০; নানা প্রকার পিঠাপান্না অ৬১০২; নানা বাণ্ড আগে নাচে ২১৪১২৭; নানা বাণ্ড কোলাহল ২১৩১৩;
নানা বাণ্ড নৃত্যদোলা ২১৪১০৮; নানা বাণ্ড ভেরী ২৪১৫৫; নানা বিধ কদলক ২১৪১২৪; নানা বেশে আসি করে
অ২৮; নানা বাজ্ঞন পীঠাক্ষীর অ২১৫৮; নানা ভক্তভাবে করেন ১৬২৬; নানা ভক্তের রসামৃত ২১৮১১১; নানা
ভক্তিতে গুণ প্রকাশি অ৫৭২; নানা ভাবচন্দ্রোদয়ে অ২০৫৭; নানা ভাব দেখায় যাতে অ২২৩২; নানা ভাব
বিভূষণে ২১৪১৬২; নানা ভাব-সৈন্তে উপজিল ২১৩১৬৩; নানা ভাবে উঠে প্রভুর অ২০৪ নানা ভাবে করায়
কৃষ্ণে ২১৪১৫৬; নানা ভাবে চঞ্চল তাহে ২১৮২২৩; নানা ভাবে বিবশতা ২১৩৭২; নানা ভাবে ব্যাকুল প্রভুর
অ২৪; নানা ভাবে ভক্তজন ২১৫১২৬; নানা ভাবের প্রাবল্য ২১১৫৪; নানা ভাবোদগম দেহে ১১২১২;
নানা ভাবোদগার তারে অ৫৩৮; নানা মত গালি দেন ২১৪১৩২; নানা মত খ্রীতি করি অ৭৭৪; নানা মতে
আশ্বাদয়ে অ১৩২; নানা মতে কৈল তার গর্ক অ২০১০৫; নানা মতে খ্রীতে কৈল ২৪১১৬; নানা মন্ত পড়েন
গোসাঞি ১১২১২২; নানা যত্ন করি আমি ১৪১২১৮; নানা যত্ন দৈন্তে প্রভুরে ২১৩৮২; নানা রত্নরাশি হয়
১৭৭১১২; নানা রূপে বিলসয়ে ১১১১২; নানা রোগে গ্রস্ত চলিতে অ২০৮৫; নানা শাস্ত্র আনি কৈল ২১২৮;
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ অ৪২০২; নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে ২১২৫১৮; নানা শ্লোক পঢ়ি উঠে ২১২৪৬;
নানা সেবা করি করে অ১৩২৪; নানা সেবা করি প্রভুকে ২১৩৩২; নানা স্বাহু অষ্টভাবে ২১৪১৭২।

নানোতানে ভক্ত সঙ্গে ২১৪৭৩।

নাবিকেরে পরাইল ২১৩১২২।

নাম দিয়া ভক্ত কৈল ১১৩১৭; নাম ধরি ধরি গোবিন্দ অ১০১১৪; নাম পূর্ণ হবে আজি অ৩২২১;
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ অ৩১১৩; নাম প্রেম আশ্বাদয়ে অ২২৫১; নাম প্রেম দান আদি ২১৩৮৫; নাম প্রেম দিয়া
কৈল ২১৭১৫১; নাম প্রেম প্রচারি কৈল অ৩২১৩; নাম-প্রেম-মালা ১৪১৩৬; নাম বলে বিষ ধারে ১১০৭৩;
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন ২১৭১২৭; নাম বিহু কলিকালে ধর্ম নাহি আর ১৩৮০; নাম বিহু কলিকালে নাহি আর
ধর্ম ১৭৭৭২; নাম-মহিমা নামাপরাধ ২১২৪২৪৮; নাম মাত্র করি, দোষ ১১০৫; নাম রূপ গুণ তাঁর ২১৭১০২;
নাম লইতে প্রেম দেন ১৮২৭; নাম লৈতে লৈতে মোর ১৭৭৭৪; নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার খ্রীতি
অ২২২২; নাম-সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার অ৩১০৭; নাম সার্থক হয় যদি ১৩৫; নাম-হুত্রে গাঁথি কঠে
১১৭১২৮; নাম সঙ্কীর্তন কর উপদেশ ১১৩১৩; নাম সঙ্কীর্তন করে উচ্চ অ৩২১৬; নাম সঙ্কীর্তন করে বসি
অ১৩৫৪; নাম সঙ্কীর্তন করে মধ্যাহ্ন ২১৮৭৩; নাম সঙ্কীর্তন করৌ অ২০৭; নাম সঙ্কীর্তন সব ১১১৫৪;

নাম সর্কীর্জন হৈতে ২২০১২; নাম সর্কীর্জনে সেই রাত্রি ২৪১২০৬; নামসর্কীর্জনে সেহো ২১২১১৮; নাম হৈতে হয় সর্ক জগৎ ১১১১১২।

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের অতঃপর; নামাভাস হৈতে হয় সর্ক অতঃপর; নামাভাসে মুক্তি শুনি অতঃপর; নামাভাসে মুক্তি হয় অতঃপর।

নামে জ্ঞতিবাদ শুনি ১১১১৬২; নামের অক্ষর সত্ত্বের অতঃপর; নামের ফলে কৃষ্ণকৃপায় অতঃপর; নামের ফলে কৃষ্ণপদে অতঃপর; নামের মহিমা আমি অতঃপর; নামের মহিমা উঠাইল অতঃপর; নামের মহিমা যেই করিল অতঃপর; নামের মহিমা লোকে অতঃপর; নামের মহিমা-শাস্ত্র ২১২২৬; নামের মাদুরী ঐছে অতঃপর; নামের সহিত প্রাণ অতঃপর।

নামক নামিকা দুই ২২০৪৮; নামিকার শিরোমণি ২২০৪৫; নামিকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি ২১৪১৩২।

নারদ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের ২১৪১০; নারদ ছোলঙ্গ টাণ্ডা ২১৪১২৫; নারদ কহে অর্ক মারিলে ২২৪১১১; নারদ কহে আমি অন্ন ২২৪১১২; নারদ কহে ইহা আমি ২২৪১৬৮; নারদ কহে এক বস্তু ২২৪১৬৬; নারদ কহে ঐছে রহ ২২৪১২০১; নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ ২২৪১১৮; নারদ কহে পথ তুলি ২২৪১৬১; নারদ কহে বৈষ্ণব ভোমার ২২৪১২২; নারদ কহে ব্যাধ এই ২২৪১২৪; নারদ কহে যদি জীব ২২৪১৬৩; নারদ কহে যদি ধর ২২৪১১১; নারদ দেখিয়া সব মৃগ ২২৪১৫৮; নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস ২১৪১২০২; নারদ-প্রভাবে গালি মুখে ২২৪১৫২; নারদপ্রহ্লাদ আসি অতঃপর; নারদের উপদেশ করিল ২২৪১৮১; নারদের সঙ্গে ব্যাধের ২২৪১১৪; নারদের সঙ্গে শৌণকাদি ২২৪১৮২; নারদেরে কহে তুমি ২২৪১২৮; নারদ-শব্দে কহে ১১২২২।

নারায়ণ অংশী যেই ১১১১১; নারায়ণ আদি অনন্ত ২২১১৩৫; নারায়ণ কৃষ্ণদাস ১১১১৪৩; নারায়ণ চতুর্ভুজ ১৪১১০; নারায়ণ দেখি তাঁহা ২১১১৫১; নারায়ণ পণ্ডিত এক ১১০১৩৪; নারায়ণ ভেদ নানাভেদ ২২০১২০৮; নারায়ণরূপে করে ১৫১২২; নারায়ণরূপে সেই ১৫১২৩; নারায়ণ শঙ্খপদ্ম ২২০১২৬; নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের ২১১১৩২।

নারায়ণী চৈতন্তের উচ্চিষ্ট ১৮১৩১।

নারায়ণে মানে তার ২২৫১৬১; নারায়ণের কা কথা ২১১১৩৫; নারায়ণের চিহ্নযুক্ত ১১৪১১৩; নারায়ণের নাভিনাল ১৫১২৩; নারায়ণের হৃদে স্থিতি অতঃপর।

নারিকেল-খণ্ড লাডু অতঃপর; নারিকেল-শস্ত্র ছানা ২১০৪৫।

নারীগণ কহে নারিকেল ১১৪১৪৩; নারীসব হরি বোলে ১১৪১১২; নারীর নাসায় পৈশে অতঃপর; নারীর মনে পৈশে হয় অতঃপর; নারীর যৌবন ধন ২২২২৩।

নারের অন্ন যাতে কর দরশন ১১১৩১; নারের অন্ন যাতে করহ পালন ১১১৩৩।

নাসিক ত্র্যম্বক দেখি ২১২২৮২।

নাহি কহি না কহিও ২১৫১৪৩; নাহি কাঁহা সো বিরোধ ২১১১৫; নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন ২১২৩৬; নাহি গণে ধর্মার্থ অতঃপর; নাহি জানে স্থানস্থান ২১১১০; নাহি নাহি নাহি এ তিন ১১১১২২; নাহি পঢ়ি অলঙ্কার ১১৬৪২

নিঃশব্দে কহিয়ে ১৪১১২৪; নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে ২১৬১৪৩।

নিকট আসিয়াছ তুমি ২১২১২৮; নিকটে আসিলে করে ২১১১১২২; নিকটে না আইস মোর অতঃপর;

নিকটে না আইসে রহে ২১৪১২১; নিকটে বসাইয়া করে ২১১১১৪৩; নিকটে যমুনা বহে ২১৮১৭০; নিকটেই ধ্বনি শুনি ২১২৫৫৬।

নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব ২১৪১২২৩; নিগূঢ় চৈতন্যলীলা ৩৭১৫৩; নিগূঢ় নির্মল প্রেম ২১৫১১২; নিগূঢ় ভজের রসলীলার ২১৮১২৪৪।

নিজ অঙ্ক দুই আগে ২১২১১৩৫; নিজ অঙ্কে বেদজল ১৫১৮০; নিজ কাম লাগি তবে ২১২৪৬৪; নিজ কার্য নাই, তবু ২১৮১৩৭; নিজ কার্যে যাহ সতে ৩২১১২৩; নিজ কৃত কৃষ্ণলীলাশ্লোক ২১২১৮৮; নিজ কৃত স্মরের নিজ ২১২৫১০৮; নিজ কৃত্য করি পূজারী ২১৪১২৫; নিজ কৃপাশুণে প্রভু ৩১২১৮২; নিজ কেলি হৈতে তাহে ২১৮১৬৮; নিজ কোড়ি মাগে রাজা ৩১৮৮২; নিজগণ আনি কহে ২১৭১৬; নিজগণ প্রবেশি কবাট ২১৭১৮৩; নিজগণ লঞা থেলে ১৫১২১; নিজগণ লঞা প্রভু আইলা ২১২৫১২০; নিজগণ লঞা প্রভু কহে ২১২৫১২১; নিজগণ লঞা প্রভু চলিলা ৩১০১৫০; নিজগণে রথকাছী ২১৪১৫২; নিজগণ শুনি দস্ত ২১৫১১৫২; নিজ গুণামতে বাঢ়ায় ১৮১৫২; নিজ গুণে তবে হরে ২১২৪৪৭; নিজ গুণের অস্ত না পায় ২১২১১০; নিজ গুঢ় কার্য তোমার ২১৮১২৩১; নিজ গৃহ বিস্ত ভৃত্য ২১০১৫৩; নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে ২১২১৭৭; নিজ গৃহে আসি ৩২১১১১; নিজ গৃহে যান এই তিনেরে ২১১৫৮; নিজগ্রহে কর্ণপুর ২১২৪১২৫২; নিজ ঘরে যাবে যবে ৩৬১৪৫; নিজ ঘরে লঞা কৈল ২১২১৭৭; নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ২১২১২০৬; নিজ চিচ্ছক্যে কৃষ্ণ ২১২১৭২; নিজ জন্মস্থানে রহে ২১৩১৭৪; নিজ তৃতীয় ভাই করি ১১০১২৪; নিজ দুঃখ বিদ্যাদিক ২১৪১৮৪; নিজ দুই শ্লোক লিখি ২১৬১২৬; নিজ দেহে করি প্রীতি ২১২৪১; নিজ দেহে যেই কার্য ৩৪১২০; নিজ ধন দিতে নিবেধিবে ২১৫১২৮; নিজ নাটকের গীতে ৩৫১১২; নিজ নিজ কার্যে সতে ৩২১১২৪; নিজ নিজ গৃহে সতে ২১৩১০৩; নিজ নিজ গ্রামে নৃতন ২১৬১১০; নিজ নিজ পূর্ববাসায় ৩১০১৫২; নিজ নিজ বাসা সতে ২১১১১৬৭; নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ ১৪১৩২; নিজ নিজ ভাবে করেন ১১৭১২২১; নিজ নিজ ভোগ তাই ২১৩১২১; নিজ নিজ মত ছাড়ি ২১২১২; নিজ নিজ শাস্ত্রে সতে ২১২১৩৭; নিজ নিজ হস্তে করে ২১২১২৭; নিজ নিজোত্তম ভোগ করে ২১৩১৮২; নিজ নেত্র দুই ভূক্ত ৩১১১৫২; নিজ পরিধান এক ২১২০৭২; নিজ পাদপদ্ম প্রভু ১৫১১৬০; নিজ প্রিয় দান ধ্যান ২১২১৭০; নিজ প্রিয়স্থান মোর ৩৪১৭৬; নিজ প্রেমামনে ১৪১১৭১; নিজ প্রেমাস্বাদে ১৪১১০২; নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু ২১২১১০১; নিজ বিপ্রহাতে দুই ২১৬১২৫; নিজ ভক্তগণ সঙ্গে ২১৬১২৬; নিজ ভক্তের গুণ কহে ৩১১২৪; নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ ১৪১৩২; নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক ২১৮১২৪; নিজ মাতা আর গন্ধার ২১৬১২৫৪; নিজ রস আশ্বাদিতে ২১৮১২৩০; নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী ২১৬১০২; নিজ লঙ্কা গ্রাম-পট্টশাটী ২১৮১২২; নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি ২১৮১৮৮; নিজ শিরে ধরি এই সভার ৩২০১৩৭; নিজ শিরে কহি ৩১৩১৩০; নিজ সম সখাসঙ্গে ২১২১২০; নিজস্বখে মানে কাজ ৩২০১৪৬; নিজ সেক হৈতে পল্লবাগের ২১৮১৭০; নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু ১৬১১৬।

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ ২১২০১৬২; নিজাক্ষরে পুলকিত ৩১৬১১৩৮; নিজাক্ষ-সৌরভালয়ে ২১৮১৩২; নিজাক্ষ-বেদজলে ২১২০১৪৪; নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী ১২১১০; নিজাক্ষানে সত্য ছাড়ি ২১৮১২১; নিজাভীষ্ট কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ পাছে ত ২১২১২১।

নিজেন্দ্রিয় সুখবাহা নাহি ২১৮১১৬; নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের ২১৮১৭৫।

নিত্য আইসে প্রভু তারে ৩৩৬; নিত্য আমার এই সভার ৩৭১২৪; নিত্য আসি আমি তোমার ৩১২১৬; নিত্য আসি আমার মিলিহ ২১২১৬২; নিত্য আসি করে মিশ্রের ৩২১৮০; নিত্যকৃত্য করে তেঁহো ৩১৩১৪৮; নিত্য দুই পুষ্প হয় ২১৫১২২; নিত্যবন্ধ কৃষ্ণ হৈতে ২১২১১০; নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণ চরণে ২১২১২; নিত্য বাই দেখি মুক্তি ২১৫১৫৪; নিত্যরায়ে করি আমি ১১৭১৩৮; নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব ২১২০৩১২; নিত্যলীলা স্থাপন যাহে

২১৩৩; নিত্য সংসারী কুঞ্জে ২২২১০; নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রায় ২২২১৫৭; নিত্যসিদ্ধ অক্টে সে ২৩১১; নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় ৩৫১৪৭; নিত্য স্নান করিব তাই ২১৩১১৪।

নিত্যানন্দ অবৈত হরিদাস ২১৩৩৪; নিত্যানন্দ অবধূত সঙ্কটে ১৩৪৪; নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ৩৭১১৭; নিত্যানন্দ আচার্য্যর ২৩৩২; নিত্যানন্দ আজায় চিড়া ৩২০১০৩; নিত্যানন্দ আদি নিজ ২৩৩১০; নিত্যানন্দ কহে আমি ২১৩৬৫; নিত্যানন্দ কহে এই কৃষ্ণের ২৩৩৬; নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন্ ২১২১২৭; নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন ২৩১৬; নিত্যানন্দ কহে তুমি ২১২১২০; নিত্যানন্দ কহে তোমার ২১২১১৭; নিত্যানন্দ কহে হু ২৫১৪৭; নিত্যানন্দ কহে প্রভু ২২৫১২২; নিত্যানন্দ কহে মোর ২৩৩০; নিত্যানন্দ কহে যবে ২৩৩০; নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র ৩২০১৩; নিত্যানন্দ কৃপায় আপনাকে ৩৩১৫২; নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর ২১৩৮; নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের ৩২০১১১; নিত্যানন্দ-কুণ্ডে লেখায় ১৫১২০২; নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত ২৩২০৬; নিত্যানন্দ গোসাঞি পাশ ৩৩৪১; নিত্যানন্দ গোসাঞি বলেন ২৩১১০; নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে গোঁড়ে ৩৩১৪০; নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে তীর্থ ২৫১৭; নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ ১৩৫২; নিত্যানন্দ গোসাঞির আবেশ ১১১১১০; নিত্যানন্দ গোসাঞির মুখে ২৫১৩৩; নিত্যানন্দ গোসাঞিরে আচার্য্য ২৩২১; নিত্যানন্দ গোসাঞিরে তেঁহা ২৩৩০; নিত্যানন্দ গোসাঞিরে পাঠাইল গোঁড়দেশ ২১১১২; নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌরদেশে ১১১১৫৮; নিত্যানন্দ চন্দ্র বিহু নাহি জানে ১১১১৩৪; নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর ২১১২১; ২১১১৮০; নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ ২১০১৬৫; নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ২১১২২১; নিত্যানন্দ দয়ামোরে ১৫১২৩; নিত্যানন্দ দূরে দেখি ২১৪১২০; নিত্যানন্দ না মান ১৫১৩৫৩; নিত্যানন্দ নামে ধীর ১১১১৩০; নিত্যানন্দ নামে হয় পরম ১১১১৩১; নিত্যানন্দ পদ বিহু ১১১১৪৪; নিত্যানন্দ পূর্ব করে ১৫১৩৪; নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর ১৫১৫১; নিত্যানন্দ-প্রভাব কৃপা ৩৩৮৮; নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে ২১১১৪; নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম ২১০১২৩; নিত্যানন্দ প্রভু দুই হু ২১৩৮১; নিত্যানন্দ প্রভু দেখে ৩২১১৮; নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য ১১১১১৫; নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্য ২১১১২; নিত্যানন্দ প্রভু মহাকৃপালু ৩৩৮১; নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ফুলাইয়া ২১১৮৪; নিত্যানন্দ প্রভু মোর ১৫১৩৮; নিত্যানন্দ প্রভুস্থানে আজ্ঞা ৩৪১২৩; নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি ২১৩১৩; নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ ১৫১২১০; নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র ৩২১৩২; নিত্যানন্দ প্রভুরে যদি ৩২১২২; নিত্যানন্দ প্রিয় অতি ১১১১২৫; নিত্যানন্দ প্রিয় ভক্ত ১১১১২৮; নিত্যানন্দ বক্তা যার ২৫১৫৮; নিত্যানন্দ বলি যবে ১৫১৪৫; নিত্যানন্দ বলিতে হয় ১৮১২০; নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ২১৪১২২২; নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ ১১১১৪১; নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে ২৩১৩১; নিত্যানন্দ মহিমা সিন্ধু ১৫১৩৫; নিত্যানন্দ রায় প্রভুর ১১১২২; নিত্যানন্দ লক্ষা শিক্ষা ১১১১৮২; নিত্যানন্দ-লীলাবর্ণনে ১৮১৪৪; নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য ১১১১২২০; নিত্যানন্দ সঙ্গে বলে ২৩১২৮; নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি ২১১২৮৮; নিত্যানন্দ সার্কভৌম ১১১১১৫; নিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্বে হইলা ১৫১২৮; নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া ১৫১১৭১; নিত্যানন্দ হাথে প্রভু দণ্ড ২৫১৪০; নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি ১১১১২৩৮; নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীধাস ২১১২০৫; নিত্যানন্দ হৈলা রাম ১১১১৩০৮।

নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে ২৩১৩; নিত্যানন্দাষ্টৈত স্বরূপ ২১২১১০৬; নিত্যানন্দাবেশে কৈল ১১১১১৪।

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গোঁড়ে ৩২১৩৮; নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গোঁড়ে ১১১১১১; নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গোঁড় ২১৫৪৩; নিত্যানন্দে কহেন তুমি ৩২১৮০; নিত্যানন্দে কহে প্রভু ২১৩৬২; নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস ১১১১২২; নিত্যানন্দে প্রভু কহে ২৫১৪৭; নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল ১১১১২৪।

নিত্যানন্দের গণ যত ১১১১৮; নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে ৩২১৭২; নিত্যানন্দের নৃত্য যেন ৩৩১০৩; নিত্যানন্দের পরিচয় ২১৩১২৮; নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা ২১৩১৪।

নিজা হৈলে কেনে নাহি ৩১০১০।

নিম্না করাইতে তোমা ২১৫১২৫৩; নিম্না শুনি মহাপ্রভু ২১৫১২৪৮; নিম্নাত্তি হাতে ২১৬১০৪; নিম্নক পাবতী বড ১১৭১২৭।

নিপট বাধ হৈল ৩১৪১১০৮।

নিবৃত্ত করিয়া কৈল ২১৩২১২; নিবৃত্ত হই রহে সতে ২১৭১২২; নিবৃত্ত হইয়া পুন ২১৩২১২; নিবৃত্তিমার্গে জীবনায় ১১৭১১৫০।

নিবেদন করে কিছু ৩৫১২৬; নিবেদন করে প্রভুর ২১৫১১৫২; নিবেদন কৈল দস্তে ২১২৩৬১; নিবেদনের প্রভাবে ভক্ত ৩১১১১২।

নিভৃত্ত নিরুজ্জ বসি ১১৭১২৭৫; নিভৃত্ত হও যদি ১১৭১১৬২; নিভৃত্তে করিয়াছেন ২১৫১২০৩; নিভৃত্তে টোটামুখে ২১১১১৫১; নিভৃত্তে দিল প্রভুর ৩১৬১৪৪; নিভৃত্তে দৌহারে নিজ ৩৫১২৩; নিভৃত্তে বসি গুপ্ত কথা ২১১১৬১; নিভৃত্তে বসিয়া তাই ২১১১১৬১; নিভৃত্তে বসিল নানা ৩১৬১২৭।

নিমজ্জন মানিল তাঁরে ২১৮১৪৬; নিমজ্জন লাগি লোক ২১৮১১৩৮; নিমজ্জনের দিনে পণ্ডিতে ৩১১১৩৮; নিমজ্জনের দিনে যদি ৩৮১৮৩; নিমাই নাম ছাড়ি ১১৭১২০৩; নিমাই পণ্ডিত পাশে ১১৬১১০; নিমাই বোলাইয়া তারে ১১৭১২০৬; নিমাইর মুখে রহি ১১৬১৮৪; নিমাই ইহা ধায় ৩১২১২২; নিমাই নাহিক ঘরে ২১৫১৫৮; নিমাইর প্রিয় মোর ২১৫১৫৭।

নিমিত্তাংশে করে তেঁহো ১৬১১৪; নিমিত্তেকে রথ গেলা ২১৪১৫৬।

নিম্ববর্ত্তাকী আর ৩১০১১৩২।

নিয়ম করিয়াছি তাহা ৩১২৩৬।

নিরন্তর আবির্ভাব ৩১৭১২; নিরন্তর আবেশ প্রভুর ২১৮১১৩১; নিরন্তর ইহারে আমি ২১৬১৭৪; নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ২১৫১১০৫; ২১২৪১১৮৩; ২১২৫১১১২; ২১২৫১১৫১; নিরন্তর কর চারিবেদ ২১১১১৭৬; নিরন্তর কর তুমি বোধান্ত ২১৬১১৩; নিরন্তর কর সতে ২১৬১১৬২; নিরন্তর কর তুমি কৃষ্ণ ২১৭১১৪৩; নিরন্তর কর শিব ১১৬১৬৭; নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় ৩১৮১২৮; নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বায় ২১৭১১০৭; নিরন্তর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন ১১৭১২১; নিরন্তর কামজীড়া ২১৮১৪৭; নিরন্তর কৈল কৃষ্ণকীর্তন ১১৩১০২; নিরন্তর ক্রীড়া করে ২১২১৬৬; নিরন্তর গায় গুণের ২১২১১২; নিরন্তর ঘুমায় শব্দর ৩১২১৬২; নিরন্তর তাঁর সঙ্গে ২১১১০৪; নিরন্তর দেখি সভায় ১১৬১৮৩; নিরন্তর দৌহে চিন্তি ২১৭১১৩; নিরন্তর নাম লও কর ৩১৩১২২; নিরন্তর নাশায় পৈশে ৩১২১৮৪; নিরন্তর নিজকথা ৩১২১৭; নিরন্তর নৃত্যগীত ২১১১২৩৭; নিরন্তর পূর্ণ করে ২১৮১৪১; নিরন্তর প্রেমাবেশে ২১৭১১৬৪; নিরন্তর প্রেমে নৃত্য ৩১২১৮; নিরন্তর বাল্যলীলা করে ১১১১১৩৬; নিরন্তর ভক্তসঙ্গে ২১১১০২; নিরন্তর রাজিদিন বিরহ ২১১১৪৭; নিরন্তর শুনে তেঁহো ১১৮১৫৮; নিরন্তর সঙ্গিত্রে ১১৩১৮১; নিরন্তর সেবা করে ২১২১১০১; নিরন্তর হয় প্রভুর ২১২১৪।

নিরপরাধ নাম হৈতে ৩১৪১৬৬; নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম ৩১৩১২২; নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু ২১৩১২০২।

নিরবধি গুণ গান ১১৫১১০৪; নিরবধি তাঁর চিন্তে ১১৮১৬৫; নিরবধি যত রহে ১১২১৪৬।

নিরুপাধি প্রেম বাই ১১৪১১০০।

নির্ভরণ ব্যতিরেকে তেঁহো ২১২১৪৭৭।

নিগ্রহ মূর্খ নীচ স্বাবর ২১২১১৩৩; নিগ্রহ-শব্দে কহে অবিজ্ঞা ২১২১১৩৩; নিগ্রহ-শব্দে কহে ব্যাধ ২১২১১৩০; নিগ্রহ স্বাবরাত্তর ২১২১১৩৪; নিগ্রহ হইয়া এই দৌহার ২১২১১৪৮।

নিগ্রহা অপি এই ২১৪১১০৪; নিগ্রহা: অবিজ্ঞাহীন ২১২১১২২; নিগ্রহা এব হঞা অপি ২১২১১২২০; নিগ্রহা: হইয়া ইহা অপি ২১২১১৪৪।

নির্বাক বনপথে বাইতে ২২৫১৭৪ ; নির্বাক বনে কুটীর করি ৩৩২২ ; নির্বাক বনে চলে প্রভু ২১৭৭৫৫ ; নির্বাক পূর্ণশালার ৩৩১৬০ ; নির্বাক রহেন সব ২১০১০৮ ।

নির্বাকের উল্লেখকে ২১৭১৬৩ ।

নির্বাকের বদান্ত কৃষ্ণ ২২২১৪৫ ।

নির্বাকের হরিদাস ৩৩২২৬ ; নির্বাকের এবে কৈছে ২১৬২৭৪ ; নির্বাকের চৈতন্য পাণ্ড ৩৩১৩২ ; নির্বাকের সনাতন লাগিলা ৩৪১৪৫ ; নির্বাকের সেই বিপ্র ২১১৭০ ; নির্বাকের হইল মোরে ৩১১৩৭ ; নির্বাকের দেহ মন ৩৫১৩২ ; নির্বাকের গোসাঞি ২১৮১২০ ; নির্বাকের জ্যোতির্বিষ ১৫১৩১ ; নির্বাকের তাঁরে কহে ২৩১৩৩ ; নির্বাকের ব্রহ্ম সেই ১৫১৩২ ; নির্বাকের ব্রহ্ম স্থানে ২১৮১৭৬

নির্বাক পুষ্পের শয্যা ২১১১৪৬ ।

নির্বাকের বিবাদ জাভ্য ২৪১১২২ ; নির্বাকের বিবাদ দৈন্ত ২২১৬৫ ; নির্বাকের বিবাদাম্ব ২৩১২৪ ; নির্বাকের হইল পদে ৩৪১৫ ; নির্বাকের হর্ষাদি ভেদিশ ২২৩৩২ ।

নির্বাক উজ্জল রস ২১৪১৫৭ ; নির্বাক উজ্জল শুক ১৪১১৭৩ ; নির্বাক শীতল সিন্ধ ২১২১০৩ ; নির্বাক স্বপ্নে ভক্তি ১১৭১২২২ ।

নির্বাকের গঙ্গাদাস ১১০১৪২ ।

নির্বাকের উদ্ভানে আমি ২১৪১২২ ।

নির্বাক করিতে নারে সাধ্য ১১৬৮ ; নির্বাক করিয়া কহ যাউক ২১৫১১৪ ; নির্বাক করিয়া কহি শুন ২১১৫১ ; নির্বাক করিল হৈল ২১৭১৮০ ; নির্বাক কহিল কিছু ৩২৫৫ ।

নির্বাক হইয়া যাহ ৩৩১৪১ ; নির্বাক হইয়া শ্রী ৩৪২০৭ ; নির্বাক হইয়া সেব ২১১১৮ ; নির্বাক কৃষ্ণ ভজিব ২১০১০৫ ।

নির্বাক সহিতে হয় ১৫১৬০ ।

নির্বাক পাপাচারে তার ২২২১৮০ ; নির্বাকচার কুটিনাট ২১২১৪১ ।

নির্বাক করিতে নারে ১৫১৩০ ; নির্বাকিতে প্রভু আলিঙ্গন ৩৪১৩৩ ; নির্বাকিহ ইহারে যেন ৩৪১৮৩ ।

নির্বাকের ভক্ত খাড়া ৩৩২১৫ ।

নির্বাক হৈলে উপজয়ে ২২২১৭৬ ; নির্বাক হৈতে শ্রবণাভে ২২৩১৭ ।

নির্বাকড়ি নানামত ৩৩৭১ ; নির্বাকড়ি প্রসাদ আইল ২১৪১২৩ ; নির্বাক করহ মোরে ২২৪১৭৬ ; নির্বাকিতে আইলাঙ আমি ১১৭১২৫৫ ; নির্বাকের হেতু তাঁর ৩২১২ ।

নির্বাক জাতি দেহ মোর ৩৪১৫ ; নির্বাক জাতি নহে কৃষ্ণভবনে ৩৪৬২ ; নির্বাক জাতি নিচ সঙ্গী করি নিচ ২১১১৭২ ; নির্বাক জাতি নিচ সঙ্গী পতিত ২২০১৩৩ ; নির্বাক জাতি নিচ সেবী ২২৩৬২ ; নির্বাক পায়র মুক্তি ৩৪১৭০ ; নির্বাক শূত্রধারে করে ৩৫১৮১ ; নির্বাক সেবা না করে ২১১১৮২ ; নির্বাক আদর কর ৩৩২০৬ ; নির্বাক কস্তা দিলে কুল ২৫১৬৮ ।

নির্বাক ধসায় শুক আগে ৩১৬১১২ ; নির্বাক ধসায় পতি আগে ২২১১২১ ; নির্বাক পড়ে ধসি ৩১৭১৪৩ ।

নির্বাকমণিকান্তি গণ্ড ২১২১০২ ; নির্বাক আইলা পুনঃ ২১৪১১২ ; নির্বাক চলিবে ভূমি ২৩১২১ ; নির্বাক আইলা সঙ্গে ২৩১২২ ; নির্বাক আসিতে ভাবিলে ২১৭১২ ; নির্বাক গোড় সেতুবন্ধ ২১১১৪ ; নির্বাক

চলিল প্রভৃ ২১৩৩১; নীলাচল চলেন পথে ১১০১৫৩; নীলাচল বাসী বত ২১৩১২০; নীলাচল বাইতে ভবে ২১০১৮৫; নীলাচল বাইতে না পার ২১৩১২৮; নীলাচল হৈতে রূপ অ৪১২।

নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে ২১১১১৫; নীলাচলে আছি আমি অ১২১১০; নীলাচলে আর্হো মুক্তি ২১৫১৫৩; নীলাচলে আনি আশা ২১৫১৫২; নীলাচলে আসি ভবে অ১২১২১; নীলাচলে আসি যেন ২১১১৬৮; নীলাচলে আসিবারে ২১১১১৮; নীলাচলে আসিবে মোরে ২১১১৫৭; নীলাচলে এইসব ভক্ত ১১০১২২০; নীলাচলে কীড়া করে অ৮১৫; নীলাচলে গিয়া দেখিল অ২১৭৪; নীলাচলে চলিতে সত্তার ২১৩১১১; নীলাচলে চাচুখা ২১৪১৬৮; নীলাচলে ছিলা বৈছে ২১১১২২২; নীলাচলে তুমি আমি ২১৮১২৫; নীলাচলে তুমি সব ২১১১১১; নীলাচলে তেঁহো এক পত্নী ১১২১২৭; নীলাচলে নববীণে ২১৩১৮০; নীলাচলে নানানীলা অ৮২; নীলাচলে পুন যাবৎ ২১১১২২; নীলাচলে পুরুষোত্তম ২১২০১৮৪; নীলাচলে প্রভু পাশে ১১০১১৩৭; নীলাচলে প্রভু সঙ্গে ১১০১২২২; নীলাচলে প্রভু যার ১১০১২২৭; নীলাচলে বিহরয়ে অ৫১৮৭; নীলাচলে ভোজন তুমি ২১৫১২৩৬; নীলাচলে মহাপ্রভু রহে অ১৩৫২; নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা অ৫১১১১; নীলাচলে বাইতে মোর ২১৩১২১; নীলাচলে যাব বলি ২১১২১৭; নীলাচলে রঘুনাথ অ৮২৬২; নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত ২১৫১৩; নীলাচলে রহি করে প্রভুর ১১০১২২৫; নীলাচলে রহে প্রভুর ১১০১১৪৮; নীলাচলে রহে যদি ২১৩১৭২; নীলাচলে লক্ষ্য আইলা অ১২১১০২; নীলাচলে সঙ্গী ভক্ত অ১০১১৫৪।

নীলাজি গমন জগন্নাথ ২১৪১২; নীলাজি চলিলা প্রভু ২১৩২১৩; নীলাজি চলিলা শচীমাতার ২১০১৮৬; নীলাজি চলিলা সঙ্গে ২১৩১২৪৮; নীলাজি ছাড়ি প্রভুর ২১৩১৪; নীলাজি হেমাঙ্গে ঠেকে অ৮৮১১; নীলাধর চক্রবর্তী আরাধ্য ২১৩১২৮; নীলাধর চক্রবর্তী কহিলা ১১৩১৮৮; নীলাধর চক্রবর্তী হর তোমার ১১১১১৪৩; নীলাধর চক্রবর্তী হরেন দৌহিড় ২১৩৫১।

নৃতন কোপীন বহির্কাল ২১২১৭২, নৃতন নদী যেন সমুদ্রে ২১২১১৩১; নৃতন পত্র লিখিয়া ২১২১২৪; নৃতন প্রভুর আগে দিল ২১২১৭৫; নৃতন বস্ত্রের থলি অ১০১২৫; নৃতন সঙ্গী হইবেক ২১১১১৩।

নৃপুত্র কিঙ্কিনী ধনি অ১১৭৪০; নৃপুত্রের ধনি মাত্র ২১৫১২৮; নৃপুত্রের ধনি শুনি ২১৫১০১।

নৃত্য করি করে প্রভু ২১৩১৩৬; নৃত্য করি প্রভু যবে অ৮১০৫; নৃত্য করি বলে প্রভু অ১২১৭২; নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে ২১৪১৬৩; নৃত্য করিতে তাঁরে আঁজা ২১২১১৪০; নৃত্য করিতে যেই আসে ২১১১২১৭; নৃত্য করেন তাই পণ্ডিত ২১৩১৪২; নৃত্যকালে এই ভাবে ২১৩১১৫৪; নৃত্যকালে পরি করেন ১১৩১৩৭; নৃত্যগীত করি জগমোহনে ২১৪১১২; নৃত্যগীত কৈল প্রেমে ২১৫১৩; নৃত্যগীত দণ্ডবৎ প্রণাম ২১৫১৪; নৃত্যগীত প্রেমভক্তি-দান ১১৩১৩৩; নৃত্যগীত রোদনে হইল ২১৮১২১৪; নৃত্যগীতে নিপুণ সেই অ৫১১১; নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু ২১৩১২৩; নৃত্য দেখি দুই জনার ২১৩১২৫; নৃত্য দেখি রাজে কৈল অ৮১৩৮; নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর ২১৩১২৫; নৃত্য মধ্যে সেই শ্লোক ২১৩১২২; নৃত্যলোকাবেশে শ্রীবাস ২১৩১৮২; নৃত্যে প্রভুর যাই যাই ২১৩১৭৮; নৃত্যের মাধুরী কেবা অ৮১০৪।

নৃপতি নৈপুণ্যে করে ২১৪১৬।

নৃসিংহ আবেশ দেখি ১১১৭৮৭; নৃসিংহ চৈতন্যদাস ১১১১৫০; নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে ২১৩১৫; নৃসিংহ মন্দির ভিতর বাহির ২১২১১৩৩; নৃসিংহ দেব নমস্করি ২১২১১৪২; নৃসিংহ-সেবক মালা ২১৮১৫।

নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর অ২১৫২; নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে ১১০১৫৬; নৃসিংহানন্দ ভেঁছে ২১৩১২০২; নৃসিংহানন্দের আগে অ২১৩৫; নৃসিংহানন্দের গুণ অ২১৭৫।

নুসিংহে দেখিয়া কৈল ২৮৩; নুসিংহে প্রণতি-স্তুতি ২৮৩; নুসিংহে লক্ষ্য করি ২৮৩; নুসিংহের ভোগ কেনে ২৮৩; নুসিংহের মন্ত্র পঢ়ি ২৮৩; নুসিংহের হৈল জানি ২৮৩।

নেত্র-খটা মাথায় গোপীনাথ ২৮৩; নেত্র কণ্ঠ রোধে বাস্প ২৮৩; নেত্রজলে সেই শিলা ২৮৩; নেত্র নাতি বদন ২৮৩; নেত্র ভরিয়া তুমি ২৮৩; নেত্র কোলি আদি ২৮৩; নেত্র আদ্য আশ্র ২৮৩।

নৈবেদ্য কাট্রা খান ২৮৩; নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর ২৮৩।

নৌকাতে কালির জ্ঞান ২৮৩; নৌকাতে চড়িয়া প্রভু ২৮৩; নৌকার উপরে প্রভু ২৮৩।

নৃত্যোৎসবপরিমণ্ডল তহু ২৮৩; নৃত্যোৎসবপরিমণ্ডল হয় ২৮৩; নৃত্য কহে পরমাণু হৈতে ২৮৩; নৃত্য জিনিবারে কহে ২৮৩।

প প প প

পদ্ম গিরি লঙ্ঘ ২৮৩; পদ্ম নাচাইতে যদি ২৮৩।

পঞ্চ অলঙ্কারে এবে ২৮৩; পঞ্চ আশ্রাম ছয় চ-কারে ২৮৩; পঞ্চ কাল পূজা আরতি ২৮৩; পঞ্চগব্য পঞ্চমুতে ২৮৩; পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় ২৮৩; পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ ২৮৩; পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু ২৮৩; পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে ২৮৩; পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে ২৮৩; পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু ২৮৩; পঞ্চতত্ত্বাধ্যানে তাহা ২৮৩; পঞ্চতীর্থ যাই কৈল ২৮৩; পঞ্চদশ ক্রোশ চলি ২৮৩; পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর ২৮৩; পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উত্তান ২৮৩; পঞ্চদশে পৌণ্ড্র-লীলা ২৮৩; পঞ্চদশে ভক্তের গুণ ২৮৩; পঞ্চ দিন তার ভিক্ষা ২৮৩; পঞ্চ দিন দুঃখী লোক ২৮৩; পঞ্চ দিন দেখে লোক ২৮৩; পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে ২৮৩; পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে ২৮৩; পঞ্চ পাণ্ডব তোমার ২৮৩; পঞ্চপুত্রসহ আসি ২৮৩; পঞ্চ প্রবন্ধ পঞ্চরসের ২৮৩; পঞ্চবটা আসি তাই ২৮৩; পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের ২৮৩; পঞ্চবিংশবর্ষে ২৮৩; পঞ্চবিংশে কাশীবাসী ২৮৩; পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ ২৮৩; পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ ২৮৩; পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা ২৮৩; পঞ্চবিধ রস শাস্ত ২৮৩; পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ২৮৩; পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি ২৮৩; পঞ্চরাত্র্যে ভাগবতে ২৮৩; পঞ্চরূপ ধরি করেন ২৮৩; পঞ্চ রোগের পীড়ায় ব্যাকুল ২৮৩; পঞ্চ লক্ষ চল্লিশ হাজার ২৮৩; পঞ্চ শত লোক যত করয়ে ২৮৩; পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই ২৮৩; পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ ২৮৩; পঞ্চ বট শ্লোকে কহি মূল ২৮৩; পঞ্চ-ষোড়শ-পঞ্চাশৎ ২৮৩; পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে ২৮৩।

পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম ২৮৩; পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত ২৮৩; পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম ২৮৩; পঞ্চম বৎসরে গোড়ের ২৮৩; পঞ্চম বর্ষের বালক ২৮৩; পঞ্চম শ্লোকের অর্থ গুন ২৮৩; পঞ্চমে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ২৮৩; পঞ্চমে প্রহ্লাদমিশ্রে প্রভু ২৮৩; পঞ্চমে সাক্ষীগোপাল ২৮৩; পঞ্চাশৎ কোটি বোজন ২৮৩; পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোকা ২৮৩; পঞ্চাশ সরা তীর্থে আইলা ২৮৩।

পটোল কুম্ভাবড়ী ২৮৩; পটোল ফুলবড়ী ২৮৩; পটুডোরী লঞা আসে ২৮৩; পটিনারকের গোষ্ঠিকে ২৮৩; পটুবস্ত্র অলঙ্কারে ২৮৩; পটুবস্ত্র শিরে ২৮৩।

পড়িছা আনি দিল সভায় ২৮৩; পড়িছা আনিয়া দিল ২৮৩; পড়িছা কহে 'আমি সব ২৮৩; পড়িছাপাত্র সাক্ষ্যভৌম ২৮৩; পড়িছা দ্বারিতে তেঁহো ২৮৩; পড়িতেই হৈল মুক্তি ২৮৩; পড়িয়াছোঁ ভাবণবে ২৮৩।

পড়িতে আইল শুবে ২৮৩; পড়িতেই শ্লোক প্রেমে ২৮৩; পড়িয়া পলাঞা গেল ২৮৩; পড়িয়া পাণ্ডবী কর্মী ২৮৩; পড়িয়া বালক কৈল ২৮৩; পড়িয়া সহজ ঘাই ২৮৩।

পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস ৩১২১৩৩ ; পণ্ডিত কহে এই কর্ম ৩১১৩৪ ; পণ্ডিত কহে কে তোমাকে ৩১২১১৭ ; পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ২১৬১৩১ ; পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগা ৩১১৩৬ ; পণ্ডিত কহে ঘারে লোক ২১৫৮৩ ; পণ্ডিত কহে পাছে ইহ ৩১৬১১৭ ; পণ্ডিত কহে প্রভু যাই ৩১২১৪১ ; পণ্ডিত কহে প্রভু স্বতন্ত্র ৩১১৪১ ; পণ্ডিত কহে যাই তুমি ২১৬১৩০ ; পণ্ডিত কহে যে খাইবে ৩১২১৩৩ ; পণ্ডিত কহে সব দোষ ২১৬১৩৩ ; পণ্ডিত গঙ্গীর দোহে ২১৪৮২ ; পণ্ডিত গোসাই আদি ১১৭১২২২ ; পণ্ডিত গোসাঞি কৈল ২১১২৩৮ ; পণ্ডিত গোসাঞি ভগবান্ আচার্য্য ৩১৮৮৩ ; পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত ১৮৮৫৪ ; পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ ১৮৮৬৩ ; পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর ১১০১১২ ; পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ক প্রার্থিত ৩১১৫৫ ; পণ্ডিত পাক করেন ৩১৩৪৫ ; পণ্ডিত বিদ্বদ্ যুবা ১১৪৮৫২ ; পণ্ডিত ভোজন কৈল ৩১২১৪৩ ; পণ্ডিত মুনিগণ নিগ্রহ ২১২৪১২২ ; পণ্ডিত হইয়া কেনে ২১১১৫ ; পণ্ডিত হইয়া মনে ৩৩১৪ ।

পণ্ডিতে না বুঝে তার ৩১২১০১ ; পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ ৩১১৪৮ ; পণ্ডিতে লঞা যাইতে ২১৬১৪২ ; পণ্ডিতের আগে দিল ৩১১৫১ ; পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল ৩১২১১০ ; পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ১১২১৮৮ ; পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম ২১৬১৩৬ ; পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে ৩১১৩৪ ; পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা ৩১১৪৭ ; পণ্ডিতের যান্ত্রপাত্র ৩১১৩৩ ; পণ্ডিতের সনে তাঁর ৩১১৩৩ ; পণ্ডিতের সৌজন্ম ৩১১৫০ ; পণ্ডিতের সনাতন দুঃখ ৩১১৩১ ; পণ্ডিতেরো তার চেষ্টা ৩১২১৮ ।

পতিত হইলে ভর্তা ২১৫১২৬১ ; পতিতপাবন গুণের সাক্ষী ১১০১১৮ ; পতিতপাবন জয় জয় ২১১৭৮ ; পতিতপাবন তুমি সবে ২১১৮৮ ; পতিতপাবন নাম তবে ২১১৮৮ ; পতিতপাবন হেতু ২১১৮০ ; পতিততা যেই পতির ৩১১৮৮ ; পতিততা শিরোমণি জনকনন্দিনী ২১১৮৭ ; পতিততা শিরোমণি যারে কহে ২১১৮৮ ; পতির আত্মা নিরন্তর ৩১১২১ ; পতির আত্মা পতিততা ৩১১২১ ।

পত্র পড়িয়া প্রভুর ১১২১৩১ ; পত্র পাঞা বিপ্লবের হৈল ২১১২৬ ; পত্র ফুল ফল লোভে ২১৪১২৪ ; পত্র লঞা পুন দক্ষিণ ২১১২৫ ; পত্রী দিয়া শিবানন্দে ৩১১৮০ ; পত্রী দেখি সভার মনে ২১২১২ ; পত্রী পাইয়া সনাতন ২১২০৩ ; পত্রীর সহিতে তেঁহো ৩১৬১৬ ।

পথ ছাড়ি উপপথে ৩১১৭০ ; পথ ছাড়ি নারদ তার ২১২৪১৫৮ ; পথ ছাড়ি ভাগে লোক ১১৭১৮৭ ; পথ সাজাইল মনে ২১১১৪৫ ; পথে ইহো করিয়াছে ৩১২০৫ ; পথে গাবীঘটা চরে ২১৭১৮৩ ; পথে চলি আইসে ৩১৩১ ; পথে তাঁর গুণ সভারে ৩১২০ ; পথে তাঁরে মিলিলা ৩১৩২০ ; পথে তিন দিন মাত্র ৩১৬১৮৬ ; পথে দুই দিকে পুষ্প ২১১১৪৭ ; পথে নানালীলারস ২১১৮৭ ; পথে পণ্ডিতে সুরূপ ৩১১৩২ ; পথে পথে গ্রামে গ্রামে ২১১২৪ ; পথে পিপীলিকা ইতি ২১২৪১২২ ; পথে বড় বড় দানী ২১৪১১ ; পথ বান্ধা না যায় ২১১৫০ ; পথে যাইতে করে প্রভু ২১৭১৩৩ ; পথে যাইতে তৈল গন্ধ ৩১২১১৩ ; পথে যাইতে দেবালয়ে ২১৭১২৮ ; পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য ২১৭১৫৪ ; পথে যাইতে লোকভিড় ২১৬১২০১ ; পথে যাই যাই হয় ২১৭১১৪৫ ; পথে যে শূকর মৃগ ২১২৪১৬২ ; পথে সার্কর্ভোমসনে ২১১১৩১ ; পথে সিংহের বারি ৩১৩৮০ ; পথে সেই বিপ্র সব ২১২৫৫২ ।

পদনথ চন্দ্রগণ ২১২১০৭ ; পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ ২৩১১২ ; পদ্যচিনি চন্দ্রকান্তি ২১৪২২ ।

পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম ২১০১৭৮ ; পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল ২১১১০৬ ; পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম ২১০১২০০ ; পদ্মিনীলতা সখীচয়ে ৩১৮৮৮ ; পদ্মোৎপল অচেতন ৩১৮১৪ ।

পনস ধর্জুর কমলা ৩১৮১০১ ।

পবিত্র সংস্কার করি ২১৫১৮৮ ; পবিত্র হইলু মুঞি ৩১৬২১ ।

পন্থোক্ষি আসিয়া দেখে ২১২২৬ ।

পরম ব্রহ্ম দুই নাম ২১০২৭; পরম ব্রহ্ম পরমাশ্রা ২১০১১৭; পরকীর্ত্তা ভাবে অতি ১৪৪২; পরম ব্রহ্ম ১১৭১০০; পরবিধি নিন্দা করে ৩৮৭৩; পরব্যোম উপরি কৃষ্ণলোকের ২১০১৮২; পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ১২১৫৮; পরব্যোম মধ্যে করি ১৫১২২; পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের ২১০১৮২; পরব্যোম মধ্যে বৈসে ২১০১৬১; পরব্যোমে বাহুবোদি ২১০১২৫; পরলোক রহ লোকে ২১২১৪৫।

পরম আনন্দ পাইল ১২৪২; পরম আনন্দ সব ৩১০১২; পরম আনন্দ হয় যাহার ২১০১৩৭; পরম আনন্দে করে ২১৪১২০; পরম আনন্দে গেল ২১০৩০১; পরম আনন্দে প্রভু ২১১২২৮; পরম আনন্দে যান ২১৩২২৩; পরম আবেশে একা ২১৪১২৭; পরম আবেশে প্রভু ২১৫১৩২; পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে ১২১৮০; পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ২১২১২৭; পরম উদার ইহো ২১৫১২৫; পরম কারণ ঈশ্বর কেহো ২১২৫৪৭; পরম কৃপালু তেঁহো ২১১১২০; পরম দয়ালু তুমি ২১৮১৩৬; পরম দুর্ভাগ এই ৩১৩১২৬; পরম পবিত্র আর করে ২১৫১২০; পরম পবিত্র করি ভোগ ২১৫১৮৬; পরম পবিত্র মোরে কৈল ২১০১২৩; পরম পবিত্র সেবা ২১৫১৭০; পরম পবিত্র স্থান ২১৫১২৬; পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ২১৪১২০৭; পরম প্রেমসী লক্ষ্মী ১১৪১২২; পরম বিখ্যাত তেঁহো ৩১৩১০৮; পরম বিরক্ত তেঁহো ২১০১০৪; পরম বিরক্ত মৌনী ২১৪১১৭; পরম বৈরাগ্য নাহি ভঙ্ক্য ৩১৩১৫১; পরম বৈষ্ণব তেঁহো বড় ৩১১১৫; পরম বৈষ্ণব তেঁহো পণ্ডিত ৩১২১৮৩; পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ ৩১৩১০১; পরম মধুর গুণ ২১৫১৩৮; পরম সন্তোষ পাইল ২১৫১১৬; পরম সন্তোষ প্রভু করেন ৩১৩১০৭; পরম সন্তোষ প্রভুর বস্তু ২১৭১৬১; পরম স্তম্ভর পণ্ডিত ৩১৩১৮০।

পরমাশ্রা য়েহো তেঁহো ২১০১৩৬; পরমানন্দকীর্ত্তনীয়া ২১২৫৩; পরমানন্দ গুণ কৃষ্ণভক্ত ১১১১৪২; পরমানন্দ দাস নাম ৩১২১৪৪; পরমানন্দপুরী আর কেশব ১২১১১; পরমানন্দপুরী আর ভারতী ২১৩১২২; পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ ১১০১২৩; ২১১২৩২; পরমানন্দপুরী আসি ৩৮১৬; পরমানন্দপুরী কৈল ৩৮১৭; পরমানন্দপুরী গোবিন্দ ২১১১২০; পরমানন্দপুরী তবে ২১১১৫২; পরমানন্দপুরী তাই ২১১১৫২; পরমানন্দপুরী সঙ্গে ৩৭১৪২; পরমানন্দপুরীসনে তাহাঞি ২১১১০২; পরমানন্দপুরীর কৈল ২১০১২৫; পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার ২১০১৪৪; পরমানন্দ মহাপাত্র গুণ ১১০১৩৩; পরমার্থ বিচার গেল ২১২৫৩৫; পরমার্থ যাউ লোকে ২১২১২১; পরমার্থ যায় তার ৩১২২২৩; পরমার্থে প্রভুর কৃপা ৩১১১০৬।

পরমেশ্বর কুশলে হও ৩১২১৫৭; পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক ১১১১২৬; পরমেশ্বর নিরুপিল ২১২০২৭; পরমেশ্বর মুক্তি বলি ৩১২১৫৬।

পরশুরামে দুষ্টনাশক ২১২০১০১।

পরাইল মুক্তা ২১৫১৩১; পরাঅনিষ্ঠামাত্র ২১৩৬; পরায় সেবকগণ ২১৪১৬৬।

পরিক্রমা স্তবপাঠ ২১২১৬২; পরিচর্যা দাস্ত সখ্য ২১২১৬৭; পরিণামবাদ ব্যাসস্বত্বের ২১৩১৫৪; পরিণামবাদে ঈশ্বর ১৭৭১১৫; পরিভাগ কৈল, তার ২১৫১২৬০; পরিপাটি করি সব ৩১০১৩৫; পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি ২১৮১৬০; পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্বৈশ্বর্য ১১৭১১০২; পরিবেশ করিবারে আপনি ২১৪১৩৭; পরিবেশন করে আচার্য ২১১১১০১; পরিবেশন করে আর রাঘব ৩৭১৫৩; পরিবেশন করে তাই এই মতে ২১২১১৬১; পরিভাষা রূপে ইহার ১২১৪৮; পরিশ্রম নাহি মোর ৩১২১৭১; পরিহাস করিয়াছি ২৭১৬৫; পরিহাস ধারে উঠায় ২১০১২২।

পরীক্ষা করিতে গোপাল ২১৪১৮৭; পরীক্ষা করিবে তার ৩১২১২২; পরীক্ষা করিয়া শেষে ২১৪১৮৭; পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় ৩৭১৩০।

পরের দ্রব্য ইহো চাহেন ৩১৪১৮২; পরের দ্রব্য তুমি কেনে ৩১৪১৭২; পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহো ৩১৪১৮৩।

পরোক্ষেহো মোর হিতে ২১৮১৩০।

পদ্মসংহতার বৈকব হইল ২১৭১৪৬ ; পদ্মসংহতার বাড়ে কেহো ১৪১১৬৪ ; পদ্মসংহতার বেণুগীতে ১৪১২০৮ ।

পদ্মসংহতার উপরে গেলা ২৪১৫২ ; পদ্মসংহতার উপরে লঞা ২৪১৩৬ ; পদ্মসংহতার উপরে প্রভু ২১৪১৮০ ; পদ্মসংহতার পায় কর
আমা ২২০১১৬ ; পদ্মসংহতার না চড়ে ছই ২১৮১৩৩ ।

পদ্ম ছই ডিন মার্ভা ১১০১২৬ ; পদ্মসংহতার আমার ভাল ৩৬১১৬৮ ; পদ্মসংহতার বসি সনাতনেরে ২১২১২৬ ; পদ্মসংহতার
রঘুনাথ ৩৬১১৭৫ ; পদ্মসংহতার অমোঘ ২১৫১২৪৭ ।

পদ্মসংহতার আমারে আসি ২৬১১০৩ ।

পদ্মসংহতার আসিয়া কৈল ২১৮১২০৩ ; পদ্মসংহতার দেশ তৈছে সব ২১৭১১৪৪ ; পদ্মসংহতার রঘুনাথ ২১৩১৩৪ ; পদ্মসংহতার
খুঁসিবে তাই ২২০১১১৮ ; পদ্মসংহতার রঘুনাথ বহে ২১৩১৩৩ ; পদ্মসংহতার লোক সব ১১০১৮৭ ।

পদ্মসংহতার ঠাঞি অন্ন ৩৬২১১৪ ।

পদ্মসংহতার রাগ ২১৮১৫২ ; পদ্মসংহতার দেখিলুঁ তোমা ২১৮১২২১ ।

পদ্মসংহতার যুগ বৃক্ষ লতা ২১২৪১৪৩ ।

পদ্মসংহতার অমৃত ধূনি ১১৩১১২২ ; পদ্মসংহতার কৃষ্ণের লীলা দেখিতে ৩১৪১২২ ; পদ্মসংহতার কৃষ্ণের লীলা না পাইলু
৩১৪১১০৫ ; পদ্মসংহতার মহাশয় ১১৩১১২২ ; পদ্মসংহতার বৃন্দাবননাথ ৩১৪১৩৫ ; পদ্মসংহতার পিয়া ভরে ৩১২১২১ ।

পাক করি নৃসিংহেরে ৩২১১৭৩ ; পাক করি রাঘব যবে ৩৬১১১১ ; পাক করে অগ্নিহোত্র ৩১৩১৬১ ; পাকপাত্র
দেখে সব ৩৩১৩৬ ; পাকশালা আদি সব ২১২১১১৭ ; পাকশালার একবার ২১৫১২০৪ ; পাকশালার দক্ষিণে ছই
২১৫১২০২ ; পাকসামগ্রী আন আমি ভিক্ষা ৩২১৫৪ ; পাকসামগ্রী আন আমি যে যে ৩২১৫৭ ; পাকের সামগ্রী বনে
২১৩১৬৭ ; পাকিল অনেক কল ১১৭১৭৫ ; পাকিল যে প্রেমকল ১১২১২৫ ।

পাগল লইলাম আমি ১১৭১৭৭ ; পাগলাই না করহ ২১৩১৮৪ ।

পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল ২১৫১৭১ ; পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় ৩১৩১৩২ ; পাঁচ ছয় পৈছা পায় ২২৫১২৫৬ ;
পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি ২২০১৭ ; পাঁচ সাত জন আসি ২১৭১৫৫ ; পাঁচ সাত নব্য গৃহে ২১৬১১১০ ; পাঁচে মিলি
লুটে ১৭১১২ ।

পাছে আমি করিব অর্থ ২৬১১৬২ ; পাছে আসি মিলি সভে ২১৩১২১ ; পাছে কৃষ্ণদাস যায় ২১৭১২১ ; পাছে
গুপ্তে সেই বিপ্রে ১১৪১৩৪ ; পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা ২১১১৬৭ ; পাছে গোবিন্দ যায় ২১২১২০৪ ; পাছে
জান হয় মুক্তি ৩১২১২০ ; পাছে তাহা বিস্তারি ১১৩১৩৬ ; পাছে তৈছে শোধিলেন ২১২১৮০ ; পাছে ছই মত
হৈল ১১২১৬ ; পাছে নিমন্ত্রণ রঘু ৩৬২১৬৬ ; পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ৩১১১৬২ ; পাছে পাছে ভাগে মুরারি
২১১১১৪০ ; পাছে পাতনা উড়াইয়ে ১১২১১০ ; পাছে পার্শ্বে চলি যায় ২১২১২০৬ ; পাছে প্রকট হয় জ্ঞানদিক
২২০১৩১৪ ; পাছে প্রেমাবেশ দেখি ২১২১২০৪ ; পাছে বিস্তারিয়া তাহা ১১৮১৪১ ; পাছে ভক্তগণ গেলা ২১১১৫৩ ;
পাছে ভাগে সনাতন ৩৪১১৮ ; পাছে মুক্তি প্রসাদ পামু ২১৩১৫২ ; পাছে যোরে প্রসাদ গোবিন্দ ২১২১১৫২ ; পাছে
যবে হুসেন খাঁ ২২৫১১৪২ ; পাছে রূপগোসাঞি আসি ৩৪১২০৪ ; পাছে লাগ লৈল ২২৫১১৩১ ; পাছে শ্রাম-বংশীমুখ
২৬১১৮৩ ; পাছে সখীগণ বৈছে ৩১৫১২৮ ; পাছে সম্প্রদায় নৃত্য ১১৭১১৩১ ; পাছে সেই আচরিতা ২১৬১২৮০ ;
পাছে সেই পত্নী সভারে ২১২১১১ ।

পাঞা উপরায় ছলে ১১৩১২২ ; পাঞা দ্বার আচ্ছাদন ২২১৮৪ ।

পাঠাইয়া বোলাইল ২২৫১১৭৬ ; পাঠাইল তাঁরে গীত ২১৬১২৩১ ; পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা ২১৮১১৬২ ; পাঠান
বৈকব বলি ২১৮১২০১ ।

পাণ্ডাপাল সব আইলা ২১২০১২; পাণ্ডিত্য আর অস্তিরস ২১১৬৪; পাণ্ডিত্যে দ্বন্দ্ব-ভঙ্গ ২১৩৮৬; পাণ্ডিত্যের অবধি কথা ২১০১০৮; পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল ২১৪১৫২; পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে ২১৩৩৪; পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ২১৪১২৩২; পাণ্ডুদেশে ভ্রমণ ২১২০১১।

পাণ্ডু দেখিয়া সতে ২১২০১৮; পাণ্ডু শুনিলে তোমায় ১১১১৮৮; পাণ্ডুহার আগে আছে ২১৮১৫২১।

পাতঞ্জল কহে দ্বন্দ্ব ২১৫১৪৪; পাতল মৃৎপাত্রের সন্ধানাদি ৩১০১৩৪; পাতি পাতি করি ভক্তলগ্ন ২১৪১৩১; পাত প্রক্ষালন করি ২১৪১৩৮; পাত্রমিত্র লৈয়া রাজ্য ২১৪১৪৬; পাত্রাপাত্র বিচার নাহি ১১১২১১।

পাথরের সিংহাসনে ২১৪১৫৩।

পাদপীঠ মুকুটগ্র ২১২১৫৭; পাদপীঠকে স্তুতি করে ২১২১৫৭; পাদ প্রক্ষালন করি দিলেন ৩১২১২৩; পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা ১১১১৫৭; পাদ প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে ২১২০৬৮; পাদ প্রক্ষালন কৈল ২১৩৩১; পাদ মধ্যে কিরায় লগুড় ২১৫১২৫; পাদরজ দেহ পাদ ৩১৬১২২; পাদসংবাহন কৈলা কটি ৩১০১৮৭।

পানাগড়ি তীরে আসি ২১২০০৪; পান নরসিংহে আইলা ২১২০০; পানিহাটি গ্রামে আমি ৩১২৫৩; পানিহাটি গ্রামে পাইল ৩১৪২২।

পাপড়ি করিয়া লৈল ৩১০১৩৩; পাপতমো হৈল নাশ ১১৩১২৭; পাপনাশনে বিষ্ণু ২১২১৭৩; পাপরাশি দ্বহে ২১১১৮৩; পাপ ক্ষয় গেল হৈলা ১১১১২১০; পাপী নীচ উদ্ধারিতে ২১১১৩৬।

পাবনাদি সব কুণ্ডে ২১১৮৫২।

পায় পড়ি আসন দিল ৩১১৬৫; পায় মথনি সব ২১৪১৭৩; পায় পড়ি যত্ন করি ২১০১১২; পায়ের ত্রণ হইয়াছে তাহা ৩১১২২০; পায়েরে নুপুর বাজে ১৫১১৬৪।

পার করি ভট্টাচার্য ২১৮১১৪৭; পার হঞা গোসাঞি ২১২০১৩৩; পারাবার শূন্য গম্ভীর ২১২১২২৪; পারিষদগণ এক ১১১৩১; পারিষদগণ দেখি ১৫১১৬২; পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্যে ২১২১৩৭; পারিষদ দেহ এই ৩১১১৮৮; পারিষদ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ২১২১১৪; পারিষদ সাধন সিদ্ধ ২১২৪১২০৭।

পার্শ্ব গাথা গুঞ্জমালা ৩১২২৮৩।

পালক হঞা পাল্যেরে ৩১৬২৭; পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু ২১২০২৬৬; পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের ২১২০২৬৮; পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর ১৫১২৪; পলাইতে করে নানা ৩১১৫৪।

পাশে পাশে ব্যাঘ্র হস্তী ২১১১২৫।

পাষাণদলন বান ১১৩৬১; পাষাণী নিন্দুক আসি ২১১১৪৪; পাষাণী প্রধান যেই ১১১১৩৩; পাষাণী সংহারি ভক্তি ১১১১৪২; পাষাণী সংহারিতে মোর ১১১১৪২; পাষাণী হাসিতে আইসে ১১১১৩১; পাষাণীর গণ আইসে ২১২৪০।

পাসরায় অন্ত রস ৩১৬১১২।

পিক ভূদ্র প্রভুকে দেখি ২১১১১৮২; পিকবর কণ্ঠ তাতে ৩১৩১২৭; পিকলার বচনশ্রুতি ৩১১১৫০; পিককারীর ধারা যেন ২১১১২০৬; পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার ২১৬১৫৭; পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন ২১৬১১৬৬; পিছে নিন্দা করে ৩১১১৬; পিছে মহাপ্রভুকে তবে ৩১৫১৭; পিঠাপানা অমৃতগুটিকা দেহ ২১২১১৬৪; পিঠাপানা অমৃতগুটিকা মণ্ডা ৩১০১১৬; পিঠাপানা দেওয়াইলা ২১২১১৮৪; পিঠাপানা দেহ তুমি ২১৬১৪৩; পিণ্ডা ভোগের এক চৌঠি ৩১১৫০; পিণ্ডার উপরে আপন ২১২০১৩; পিণ্ডার উপরে বসিলা ৩১১৮৮; পিণ্ডোপরি বসে প্রভু ২১২১১৫৫; পিতা করি যারে কহে ১১০১২৮; পিতা তারে বান্ধি রাখে ২১৬১২৬; পিতার শিক্ষিতে আমি

২২৪১৬৪; পিতার সন্দেশে দৌহা ২৬৫৩; পিতামাতা গুরু আদি ১৩৭৪; পিতামাতা গুরুগণ ১৪২২৬; পিতামাতা গুরু সধা ১৬৬২; পিতামাতা কান্দি পাইলে ৩১৩১১৭; পিতামাতা জানে দৌহার ২১৫১৩১; পিতামাতা দুইজন ৩৬১২৪; পিতামাতা বালকের ১২২২৪; পিতামাতা মারি খাণ্ড ১১৭১৪৮; পিতামাতার দেখাইল ১১৪১৪; পিতৃকুল-মাতৃকুল ১১৫১২; পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ১১৫১২; পিতৃমাতৃস্নেহ আদি ২২৪১৬; পিতৃশ্রু মহাপুন্দের ৩৩২; পিতৃব্যয় ব্যাধি-প্রকোপ তবে ৩১২১০৫; পিপীলিকা দেখি কিছু ৩৮৪৬।

পীঠে স্তুতি করে মুকুট ২২১৭৮; পীতবর্ণ কাঁচা প্রেমদান ২২০১০২; পীতবর্ণ ধরি তবে ২২০২৮৫; পীত স্নগন্ধি যুতে ২১৫১২০৬। পীতাম্বর তড়িত্যুতি ৩১২১৩৭; পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে ২১২১৫৬; পীতাম্বর বনমালা ৩১৪১১৬; পীতাম্বর মাধবাচার্য্য ১১১১৪২; পীতাম্বর-শিবস্থানে ২২৬৭।

পুছিল কি আজ্ঞা কেনে ৩২১২৮; পুছিল তোমার নাম ১৭১৬৪; পুড়িলা সকল দাড়ি ১১৭১৮৩; পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় ১১০১২; পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান ২১৮৪৬; পুণ্য অর্থ দুই লাভ ২২০১৭; পুণ্য লাগি পর্বত তোমা ২২০১০; পুণ্য হবে পর্বত আমা ২২০২৭; পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী ২৫৪২; পুত্র ঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য ৩৬২৫৫; পুত্র পাঞা দম্পতী ১১৩৭৬; পুত্র বাতুল হইল ইহায় ৩৬৩৭; পুত্রভৃত্য আদি চৈতন্তের ১১০১৫২; পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি ৩৬২০০; পুত্র মাতা স্নান দিনে ১১৩১১৭; পুত্র লাগি আরাধিলা ১১৩৭১; পুত্রসম স্নেহে করায় ২২২৭০। পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহো ৩১৬৬১; পুত্রে আলিঙ্গন করি ২১২১৬৪; পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞি ৩১২২১; পুত্রে হ পিতার ঐছে ২৫১৮; পুত্রের পালন শিক্ষা ১১৪৮৩; পুত্রের প্রভাবে যত ১১৩১১২; পুত্রের বিরোধে কন্যা ২৫২৭; পুত্রের মনে প্রতিমা ২৫১৭২; পুত্রের মিলনে যেন ২১২১৫৩; পুত্রে করাইল প্রভুর ৩১৬৬১; পুথি পাইয়া প্রভুর ২২২২১; পুন অতি উৎকর্ষ ৩২০২৮; পুন আর শাস্ত্রে কিছু ২২২৭; পুন আসি বৃন্দাবনে ২১৩১৫১; পুন আসি সেই দ্রব্য ২১২১৬৮; পুন আসি প্রভুর পায় ২১২১২৬; পুন ইষ্টা বর্ণিলে ৩১০১৪২; পুন উঠে পুন পড়ে ২১৬১০৩; পুন উঠি স্তুতি করে ২৬১৮৪; পুন কহে বাহুজ্ঞানে ২২১১২৩; পুনঃ কহে শীঘ্র চলে ২৬১৪০; পুনঃ কহে হায় হায় পড় পড় ৩১৫৬১; পুনঃ কহে হায় হায় স্তন স্বরূপ ২২২৩৭; পুন কেনে না দেখিয়ে ৩১৫১৫৪; পুন কৃষ্ণ চতুর্ভুজ লৈয়া ২২০১৬১; পুন কৃষ্ণরতি হয় দুই ২১২১৬৫; পুন গোড়দেশে যায় ৩২১৭; পুন তৈল দিয়া ২৪৬১; পুন দিন শেষে প্রভুর ২৪৮৭; পুন দ্বারকাতে যৈছে ২২০১৫১; পুন না করিবে নতি ২১০১৫৭; পুন না দেখিয়া মোরে ৩১২২৩; পুন নীলাচল আইলা ২২৫১০৭; পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া ২১১১৪৫; পুনঃ পুনঃ আশ্বাসয়ে ৩১৫১৭৬; পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস ১১৭১২২২; পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ৩১২১৩৪; পুনঃ পুনঃ পিয়া ১৭১২০; পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ৩১৬১৫৬; পুন প্রভু কহে আমি ২১১১২৭; পুন প্রভুর ঠাঞি আইলা ৩১৩১১৭; পুন বিষয় দিয়া ৩২১৩১; পুন ভোগ লাগাইলে ৩৩৩৬; পুন মালা দিয়া ২১৬৪০; পুন যদি ঐছে করে ১১৭১২৪২; পুন যদি আমা না দেখিবে ৩২১২৩; পুন যদি কহ আমা হেথা ২১১২; পুন যদি কোন ক্ষণ ২২২৩৪; পুন যেন নাহি চলে ২৫৮০; পুনরপি আইলা প্রভু ২২২২০; পুনরপি আইলা সত্তে ২৬৩৫; পুনরপি আমা সঙ্গে ২৩২০৪; পুনরপি ইষ্টা তার হবে ২১০১৬; পুনরপি এই ঠাঞি ২৭১২৬; পুনরপি একবার আসিহ ৩১৩১১৩; পুনরপি কহে কিছু ২২৪১২; পুনরপি কহে বিপ্র ২৫৬২; পুনরপি কুভাবনা ২২১৮০; পুনরপি কৈল তৈছে ২২৫১২০; পুনরপি কৈল স্নান ৩১৮২৮; পুনরপি গোপালের ২১৫৬৪; পুনরপি গোড়পথে ৩১১৬৫; পুনরপি নিশ্বাস সহ ২২০২৩২; পুনরপি নীলাচলে ২১১১২; পুনরপি পাই যেন ২১৮৪৭; পুনরপি প্রভু যদি ২১৬২১৪; পুনরপি বহি দেশে ২২৫১২২; পুনরপি ভজী করি ৩৩৬১; পুনরপি রাজা তারে ২১২১৫; পুনরপি শ্বাস যবে ১৫৬১; পুনরপি সেই পথে ৩১৩৮৩; পুনরপি সেই বিপ্র ২১৭১২০; পুনরুক্তপ্রায় ভাসে ১১৬৭১; পুনরুক্তবধাভাস ১১৬৭২; পুনরুক্তি ভরে তাহা ২১৫১৩; পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ ২১৬২১৩; পুনরুক্তি হয় বিস্তারিত ১১৪১২২; —৬/১৮

পুন শারী কহে শুকে ২১৭১২০২; পুন শুক কহে কৃষ্ণ ২১৭১২০১; পুন সনাতন কহে ষড়্ ২১৪১২৩৬; পুন সত্যাকারে দিল ২১২১৮২; পুন সমর্পিল তাঁরে ৩৬২৩৮; পুন সিদ্ধবট আইলা ২১২০; পুন সেইকালে পণ্ডিত ৩১২১৩৬; পুন সেই নিম্কেস ২১৫১২৬০; পুন স্তুতি করি রাজা ২১৬১০৫; পুরন্দর-বিধি, কৃষ্ণ ২১৪১২৫০; পুরাণবাক্যে সেই অর্থ ২৬১৩২; পুরী এই দুখ লৈয়া ২১৪১২৪; পুরী কহে এই দুই ২১৪১৩৫; পুরী কহে কে তুমি ২১৪১২৬; পুরী কহে তোমা সঙ্গে ২১০১২৬; পুরী দুঃখ পাবে ২১৪১৭৪; পুরী দেখি সেবক সব ২১৪১৫৫; পুরীকে নমস্কার করি ৩২১৩১; পুরীর আবরণরূপে ২১২০২১০; পুরীর বাৎসল্য মুখ্য ২১২৬৭; পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য ২১৪১০২; পুরীর প্রেমপরাকর্ষা ২১৪১৭৬; পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার ৩৮৬৮; পুরী গোসাঞি আজ্ঞা দিল ২১৪১৮২; পুরী গোসাঞি করে কৃষ্ণ ৩৮১১৮; পুরী গোসাঞি কহে আমি ২১২১৫৫; পুরী গোসাঞি কহে তোমার ৩১৪১০২; পুরী গোসাঞি কৈল কিছু ২১৪১০; পুরী গোসাঞি কৈল তারে ৩৮১৭; পুরী গোসাঞি গোপালের ২১৪১৭৪; পুরী গোসাঞি জগদানন্দ ২১৫১১৮২; পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল ২১০১১২৫; পুরী গোসাঞি তোমার ২১৭১১৬৮; পুরী গোসাঞি মহাপ্রভু ২১২১১৫৩; পুরী গোসাঞি রাখিল ২১৪১০২; পুরী গোসাঞি শ্রুতসেবক ২১০১১৩৩; পুরী গোসাঞি সঙ্গে বজ্র ২১১১৩২; পুরী গোসাঞির আচরণ ২১৭১১৭৫; পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় ২১০১১২২; পুরী গোসাঞির পঞ্চ দিন ২১৫১১২২; পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল ২১২১৫৩; পুরী গোসাঞির সঙ্গে দিল ২১৪১৫১; পুরীদাস করি প্রভু ৩১২১৪৮; পুরীদাস ছোট পুত্র ৩১৬৬০; পুরীদাস বলি নাম ৩১২১৪৬; পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে ২১২০৩৩২; পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাঞ্চে ২১২১১৬৬; পুরী ভারতী আছে অপেক্ষা ২১১১১৮৮; পুরী ভারতী আদি মুখ্য ২১৪১২০; পুরী ভারতী গোসাঞি আইলা ৩১৪১৮৪; পুরী ভারতী গোসাঞি স্বরূপ ২১১১২৪; পুরী ভারতী স্বরূপ ৩৪১০৪; পুরী ভারতীর কৈল প্রভু ২১২১১৭২; পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ৩১১১৮৬; পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু ৩১৬১২৮; পুরী মধুপুত্রী বরা ২১২১২৩; পুরীষের কীট হৈতে ১৫১১৮৩; পুরীসম ভাগ্যবান ২১৪১৭০; পুরীসহ সর্বলোক হৈল ১৭১১৪৮; পুরুষ ঈশ্বর এই ১৬১২; পুরুষ-নাশাতে যবে ১৫১৬০; পুরুষ-নিশাসসহ ২১২০২৩৮; পুরুষ যোমিৎ কিবা ২১৮১১০; পুরুষরূপে অবতীর্ণ ২১২০২২২; পুরুষাবতার এক ২১২০২১৩; পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ ২১২০২১২; পুরুষাবতারের এই ২১২০২৫৪; পুরুষার্থ-নিরোমণি প্রেম ২১২০১১০; পুরুষে করে আকর্ষণ ৩১৬১১১৪; পুরুষের অংশ পাছে ১২১৬৬; পুরুষের লোমকূপে ১৫১৬২; পুরুষোত্তম অচ্যুত ২১২০১৭৩; পুরুষোত্তম আচার্য্য তার ২১০১০১১; পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু ২১৪১২১৭; পুরুষোত্তম চক্রপদ্ম ২১২০১২০১; পুরুষোত্তম জানারে তেঁহো ৩১২১৭; পুরুষোত্তম দেখি গোঁড়ে ২১২১৫৫; পুরুষোত্তমদেব সেই ২১৫১২১১; পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর ১১২১৬১; পুরুষোত্তমবাসী লোক ২১১১২০২; পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ১১২১৬০; পুরুষোত্তম শ্রীগৌলিম ১১০১১১০; পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ৩১২; পুরুষোত্তমে; প্রভুপাশে ৩১৮৩; পুলকান্দ-কম্প সব ২১২১২৬০; পুলকান্দ-কম্পস্বৈদ তাহাতে ২১৭১৭৭; পুলকান্দ-কম্পস্বৈদ যাবৎ ২১২১০; পুলকান্দ নৃত্যগীত ২১২১১০৭; পুলিন-ভোজন যেন ২১১১২১৬; পুলিন ভোজন যৈছে ২১২১১৬২; পুলিন ভোজন সভার ৩৬১৮৬; পুন্ডল ধরিল প্রেম দিয়া ১৩১২৬; পুন্ডল লঞা বহে ৩১২১৭৬; পুন্ডল বিনা কেহো ২১৪১২০২; পুন্ডমালা বিপ্র আনি ৩৬১২৫; পুন্ডসম কোমল ২১৭১১; পুন্ডাদি ধ্যানে করেন ২১১১১২৪; পুন্ডের উত্তান তাই ৩১৫১২৬; পুন্ডোত্তানে গৃহপিণ্ডায় ২১৩১১২৪।

পূজাকালে দেখে শিলায় ৩৬১২৪৪; পূজা নির্বাহ হৈলে ৩১২১২৬; পূজাপাত্র পুন্ডলসী ২১৫১০; পূজা লাগি কথাকাল ৩১২১২৫; পূজারী আনিয়া মালা ২৬১২৭৭; পূজারী প্রভুরে মালা ২১৭১৫৫; পূজিতে চাহিয়ে আমি ৩৬১৪৮।

পুতনাবধি যত লীলা ২১২০৩১৫; পুতনাবধি করি ২১২০৩২৮।

পূর্ণহস্ত লঞা আইসে ২১২১১০৫; পূর্ণচন্দ্রজ্যোতি ৩১২১৭৭; পূর্ণজান পূর্ণানন্দ ১২১৫; পূর্ণতত্ত্ব ধারে

কহে ১২১১৬; পূর্ণ ভগবান্ অবতরে ১৪৪২; পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ১৩৩০; পূর্ণ বড়ৈশ্বৰ্য্য চৈতন্য অৱৈশ্বৰ্য্য ১৪১১৫; পূর্ণানন্দ চিংস্বৰূপ অৱৈশ্বৰ্য্য ১৪১১৪; পূর্ণানন্দ পূৰ্ণরস ১৪১১৫; পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর ১১৮১৮৫; পূর্ণানন্দময় আমি ১৪১১০৬; পূর্ণৈশ্বৰ্য্য প্রভুজ্ঞান ১১৮১৮৮; পূর্ণৈশ্বৰ্য্য শ্রীবিগ্রহ স্থিতির ১২৫১২৪।

পূৰ্বে অষ্টকূট যেন ১৪৮৮৫; পূৰ্বে আজ্ঞা বোধধৰ্ম্ম ১২২১০৫; পূৰ্বে উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ১২১১৭৬; পূৰ্বেগ্রন্থে ইহা করিয়াছি ১২০১৮৬; পূৰ্বেগ্রন্থে সংক্ষেপে ১৩১৫; পূৰ্বেজন্মে ছিলো তুমি ১১৭১১০২; পূৰ্বে দক্ষিণ পশ্চিম ১২৫১২২৪; পূৰ্বেদিগে তাতে মাটি ১২০১২০; পূৰ্বেদিন প্রায় বিপ্র ১৪৪২০; পূৰ্বেদিশায় চলে স্বরূপ ১১৮১০৩; পূৰ্বে পর বিধিমধ্যে ১১৮১১৮৭; পূৰ্বেপক্ষ কহে তোমার ১২১৫৮; পূৰ্বে পূৰ্বে রসের গুণ ১১৮১০৬; পূৰ্বেপ্রায় যথাযোগ্য ১১৪১০৭; পূৰ্বেপ্রেম ভাণ্ডারের ১১৭১১৮; পূৰ্বে বৎসরে যার ১১৬১৪৫; পূৰ্বে বৎসরের ঝালি ১১০১৫৪; পূৰ্বে হৈতে ইচ্ছা মোর ১১৩১২৩; পূৰ্বে হৈতে বন্দাবন ১১৩১২৬; পূৰ্বেবৎ অষ্টমাস ১১৩১১৮; পূৰ্বেবৎ আপনে নৃত্য ১১৭১০২; পূৰ্বেবৎ আসি কৈল ১১৬১০৩; পূৰ্বেবৎ কৈল প্রভু কীর্তন ১১০১১০১; পূৰ্বেবৎ কৈল প্রভু লৈয়া ১১৪১২৩০; পূৰ্বেবৎ কৈল সভার ১১২১৪১; পূৰ্বেবৎ কৈলা রথযাত্রা ১৪১১০০; পূৰ্বেবৎ কোন বিপ্র ১১৮১০৬; পূৰ্বেবৎ জগদানন্দ আই ১১২১৮৫; পূৰ্বেবৎ টোটাতে কৈল ১১০১১০১; পূৰ্বেবৎ তার অৰ্ধ ১১৮১০৭; পূৰ্বেবৎ নিমন্ত্রণ মান ১১৮১০৬; পূৰ্বেবৎ পথে যাইতে ১১৮১০৬; পূৰ্বেবৎ প্রভু সভায় ১১৬১০৩; পূৰ্বেবৎ বৈষ্ণব করি ১১৮১০৮; পূৰ্বেবৎ মহাপ্রভু মিলিলা ১১১১২০; পূৰ্বেবৎ মহাপ্রভু সভার ১১৭১১২; পূৰ্বেবৎ যুগাদিসঙ্গে ১২৫১১৭৫; পূৰ্বেবৎ যথাযোগ্য ১১৭১২০; পূৰ্বেবৎ রথ-অগ্রে ১১৬১৪৮; পূৰ্বেবৎ রথ আগে ১১০১১০২; পূৰ্বেবৎ রথযাত্রাকাল ১১৬১৪৭; পূৰ্বেবৎ রথযাত্রা কৈল ১১৬১৫৩; পূৰ্বেবৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি ১১৬১৪৮; পূৰ্বেবৎ লিখি যবে ১২০১২৮৮; পূৰ্বেবৎ সভা লঞা শুণ্ডিতা ১১২১৬০; পূৰ্বেবৎ সভারে প্রভু ১১২১২২; পূৰ্বেবৎ সভে মিলি ১১৫১৫২; পূৰ্বেবৎ সৰ্বাঙ্গে প্রভুর ১১৫১৫১ পূৰ্বেবৎ সাত সম্প্রদায় ১১৭১৫৭; পূৰ্বে মুখ ছাড়ি চলে ১১৬১৮২; পূৰ্বেবৎ বিকার চেষ্টা ১১১১২০; পূৰ্বেবৎ জগদ্রাথ ১১৭১২০; পূৰ্বেবৎ প্রভু আগে ১১৮১২; পূৰ্বে লিখিত স্মরণ ১১৭১১৭; পূৰ্বেবৎ পত্র রূপ ১১১১০০; পূৰ্বেবৎ ভাব দৌহার ১১৫১২৬; পূৰ্বেবৎ দেখি তারে ১১৪১১৩।

পূৰ্ব্বাদি অষ্ট দিগে ১২০১৮০।

পূৰ্বে অষ্ট শ্লোক করি ১২০১৫৫; পূৰ্বে আমি আছিলাম ১১৭১১০৪; পূৰ্বে আমি ইহা ১১৫১১০৮; পূৰ্বে আমি করিয়াছি ১১৫১১২২; পূৰ্বে আমি তোমার ১২০১৬; পূৰ্বে আমি পরীক্ষিল ১৪৪৪৪; পূৰ্বে আমি রামনাম ১১৩১৪৩; পূৰ্বে আসিয়াছিলো নদীয়া ১১২১৬৭; পূৰ্বে দেশরপুরী তাঁরে ১৪৪১৭; পূৰ্বে উক্তব্বায়ে ১১৩১১০২; পূৰ্বে করিয়াছি এই ১১৬১২৬; পূৰ্বে কহিল আদি লীলার ১১১১০; পূৰ্বে গুৰুদি ছয় ১১৭১২; পূৰ্বে জগদানন্দের ইচ্ছা ১১৩১২০; পূৰ্বে তাহা স্ত্র মধ্য ১১৩১২৬; পূৰ্বে তুমি নিরন্তর ১১২১২২; পূৰ্বে দক্ষিণ হইতে ১১২১২৩; পূৰ্বে দুই নাটকের ১১৬১০৪; পূৰ্বে নাম ছিল যার রঘুনাথ ১১১১৩৩; পূৰ্বে প্রভু প্রসাদায় মোরে ১১১১১০৩; পূৰ্বে প্রয়াগে আমি ১১২১৫৩; পূৰ্বে প্রয়াগে মোরে ১১৭১০৪; পূৰ্বে বিহুরে যেন ১১৩১০৬; পূৰ্বে বিদ্যানগরের ১১৫১২; পূৰ্বে বন্দাবন যাইতে ১১৭১৬৭; পূৰ্বে বৈশাখমাসে ১৪৪১১০; পূৰ্বে ব্রজবিলাসে ১১২১৬২; পূৰ্বে ব্রজে কৃষ্ণের ১৪৪১২২; পূৰ্বে ভট্টের মনে এক ১১২১২৭; পূৰ্বে ভাল ছিল এই ১১৭১১২২; পূৰ্বে মহাপ্রভু মোরে ১১২১৩৭; পূৰ্বে মাধবপুরীর লাগি ১৪৪১২; পূৰ্বে মাধবেশ্বরপুরী যবে ১১৮১০৭; পূৰ্বে যদি গোড় হৈতে ১১০১১০৪; পূৰ্বে যবে আসি কৈল ১১৪১২২; পূৰ্বে যবে মহাপ্রভু ১১০১২; পূৰ্বে যবে প্রভু রামানন্দের ১১১১১৮; পূৰ্বে যবে শিবানন্দ ১১২১৪৫; পূৰ্বে যবে সুরজি রায় ১২৫১১৪০; পূৰ্বে যার ঘরে ছিলো ১১১১৪০; পূৰ্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের ১১১১৪২; পূৰ্বে যাই দেখাঞাছি ১১৮১১১; পূৰ্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব ১১৩১১৮; পূৰ্বে যেন কৃষ্ণ যদি ১১৭১০১; পূৰ্বে যেন তিন ভাবে ১১৫১১৮; পূৰ্বে যেন পঞ্চ পাণ্ডব ১১২১২২; পূৰ্বে যেন পৃথিবীর ১৪৪১৬; পূৰ্বে যেন বিশাখাকে ১১২১৩৩; পূৰ্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ ১১৭১৮; পূৰ্বে যেন গুনিয়াছি ১১১১২৫; পূৰ্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো ১১৫১১১; পূৰ্বে যৈছে কৈল সৰ্ব ১১৬১২৩;

পূর্বে যৈছে ছিল। তুমি ১১৭১০০; পূর্বে যৈছে অরাসন্ধ ১৮১৭; পূর্বে যৈছে দক্ষিণ বাইতে ২১৭১৪৪; পূর্বে যৈছে রাখার সহায় ৩৬১২; পূর্বে যৈছে রায় পাশ ২১০১২০। পূর্বে যৈছে রাসাদিলীলা ২১০৩৬৫; পূর্বে শান্তিপুয়ে রঘুনাথ ৩৬১২; পূর্বে শুনিয়াছি তুমি ২১৪৩০; পূর্বে শুনিয়াছি প্রভু ২১৭১৮০; পূর্বে শ্রীমাধবপুরী ২৪১২০; পূর্বে সত্যভামার শুনি ২১৪১৩৬; পূর্কের সেই সব কথা ৩১৬৮।

পৃথক্ নাটক করিতে ৩১৬৩; পৃথক্ করিয়া লেখে ৩১৬৫; পৃথক্ পৃথক্ অর্থ পাছে ২১৪১১১; পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের ২৬১৭৫; পৃথক্ পৃথক্ চ-কার ইহা ২১৪১২৭; পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থ ২১৪১৮; পৃথক্ পৃথক্ বাকি ৩১০১২১; পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ ২১২১১২; পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ২১২১১৭।

পৃথিবী ধরেন যেই ১৬৮২; পৃথিবীতে অবতরি ১৩২১; পৃথিবীতে ঐছে ভোগ ২৪১১১৭; পৃথিবীতে কে জানিবে ৩৫১৭১; পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত ২৬৮৩; পৃথিবীতে বহু জীব ৩৩৬২; পৃথিবীতে বিজবর ৩১১৪৫; পৃথিবীতে ভক্ত নাহি ৩৭১৩০; পৃথিবীতে রসিক ভক্ত ২৭৬৩; পৃথিবীতে রোপণ করি ৩৮৩৪।

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের ১২১২৮।

পেটাজি গায়ে করে ৩১২৩৬। পেটের ভিতর হস্তপদ ৩১৭১৫।

পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে ১১৭১৫৮।

পৌগণ্ড বয়স যাবৎ ১১৩২৪; পৌগণ্ড সফল কৈল ১৪১০০; পৌগণ্ড বয়সে পড়েন ১১৩২৬; পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর ১১৫১২; পৌগণ্ড বয়সে লীলা ১১৫১২২; পৌগণ্ড লীলার সূত্র ১১৫১২।

পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে ১১৩৮২।

পৌষমাস আইলে দৌহে ৩২৪৫।

প্রকটলীলা করি করে ২১০৩১০; প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য ১৩৭৬; প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ ২১৭১০০; প্রকাশ বিলাসের এই ২১০১২১১; প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ১২১৭; প্রকাশানন্দ আগে কহে ২১৭১০১; প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ২১৫৬১; প্রকাশানন্দ কহে তুমি ২১৫৬৮; প্রকাশানন্দ নামে ১৭১৬০; প্রকাশানন্দ ত্রিপাদ ২১৭১০০; প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু ২১৬১; প্রকাশানন্দের শিষ্য এক ২১৫১২২; প্রকৃতি কারণ যৈছে ১৫৫০; প্রকৃতি দর্শন কৈলে ৩১১৬৩; প্রকৃতি দর্শনে স্থির ৩৫৩৪; প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী ২৬৬৮; প্রকৃতি সন্তোষী বৈরাগী ৩১১২২; প্রকৃতি সহিতে তাঁর ১৫১৭২; প্রকৃতি ক্ষোভিত করি ২১০১২৩০; প্রকৃতির পার ১৫১১।

প্রগলভ হইয়া কহে ২৫৫৭; প্রগাঢ় প্রেমের এই ২৪১৮৪।

প্রচার করয়ে কেহো ৩৪১৭; প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ২৮১৩০।

প্রণত হইয়া বন্দো ১৮১৩; প্রণতিতে হবে ইহার ১১৭১২৫২; প্রণব না মানি তারে ২৬১৫২; প্রণব মহাবাক্য তাহা করি ১৭১২৩; প্রণব যে মহাবাক্য ২৬১৫৮; প্রণব সে মহাবাক্য ১৭১২১; প্রণব হৈতে সর্ববেদ ২৬১৫৮ প্রণবের যেই অর্থ ২১৫১৭৮; প্রণয়-মান কঙ্কলিকায় ২৮১৩০; প্রণয় করি কৈল প্রভু ৩৮৬০; প্রণয় করিয়া কৈল ২১৬৩; প্রণালিকা ছাড়ি যদি ২১২১৩১।

প্রতাপকরু আজ্ঞা দিল ২১১১০৬; প্রতাপকরু কৈল পথে ২১১৩৮; প্রতাপকরু ছাড়ি করিব ২১১৩৭; প্রতাপকরু ঠাঞি রায় ২১৬১০১; প্রতাপকরু রাজা আর ১১০১৩০; প্রতাপকরু রাজা তবে ২১০১২; প্রতাপকরু সংজ্ঞাতা ২১৬১০৭; প্রতাপকরুর আগে ২১৩১৭২; প্রতাপকরুর আজ্ঞায় ২১৫১২৮; প্রতাপকরুর এক আঁঠু ৩১৭২; প্রতাপকরুর পাশ ১১২১২৭; প্রতাপকরুর ভাগ্য ২১৪১২০; প্রতাপকরুর হৈল ২১৩৫৫; প্রতাপকরুরে কৃপা ২১১২৬।

প্রতিগ্রহ করিয়ে কতু ১১২১৪৮; প্রতিগ্রহ না করে না লয় ১১০১৪৮; প্রতিগ্রামে রাজ আজার ১১৬১৫০; প্রতিজন পাশে যাই ১১২১১২; প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ১১৬১৩৬; প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে ১১৬১৩৮; প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ ১১৬১৩৪; প্রতিদিন আইসেন প্রভু ৩১১৪২; প্রতিদিন আসি আমি ১১১১১৮; প্রতিদিন আসি প্রভু ৩১১৫৪; প্রতিদিন এই মত করে ১১১১২২৪; প্রতিদিন একখানি ২৪১৩২; প্রতিদিন করে আচার্য ২৩১২১; প্রতিদিন পাছ ছয় ১১৫১৭৪; প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে ৩১৬১৪৮; প্রতিদিন প্রভু যদি যান ৩১৬৩৭; প্রতিদিন প্রেমাবেশে ২১২৮১; প্রতিদিন মহাপ্রভু ৩৬১১২; প্রতিদিন রঘুনাথে ৩৬২০; প্রতিদিন রায় ঐছে ৩৫২৪; প্রতিধ্বনি নহে সেই ৩৩৬৬; প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে ৩১২১৪; প্রতি বৎসর সজে আইস ৩১২১৬৬; প্রতি বর্ষ আইসে সব ১১১২৩৬; প্রতি বর্ষ আমার সব ১১৫১২৮; প্রতি বর্ষ গুণিচাতে ১১৪১২৩৮; প্রতি বর্ষ নীলাচলে ১১৬১৬৩; প্রতি বর্ষ প্রভুর গণ ১১০১৫৩; প্রতি বর্ষ আইসে সঙ্গে ১১১২৪২; প্রতি বর্ষে আনিবে ডোরি ১১৪১২৩৪; প্রতি বৃক্ষ তলে প্রভু ১১৪১২৬; প্রতি বৃক্ষ তলে সজে ১১৩১২৬; প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ৩১২১৮০; প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু ১১১১১২৪; প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে ১১২৫১৬৬; প্রতিভা-কবিত্ব তোমার ১১৬১৭২। প্রতিভার কাব্য তোমার ১১৬১৪৫; প্রতিমা চলি আইলা শুনি ১১৫১০২; প্রতিমা নহ ভূমি ১১৫১২৫; প্রতিমা স্বরূপে তাই ১১৫১১১; প্রতি যুগে করে কৃষ্ণ ১১৬১২৮; প্রতি রোমকূপে মাংস ৩১৪১৮৬; প্রতি রোমকূপে হয় ৩১০১৭০; প্রতি রোমে প্রবেদ পড়ে ৩১৪১৮৭; প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে ১১২৪১২৩২; প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী ১১৪১৪৬; প্রতিষ্ঠার পতাব এই ১১৪১৪৫।

প্রতীত করিতে কহি ৩৩২৪৮; প্রতীত করিয়ে যদি ১১৬১১৭৫; প্রতীতি লাগে পুরাতন ১১২১২৪।

প্রত্যেকে করিলা প্রভু ১১১১১১৫; প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব ১১১১১২২; প্রত্যেকে সভার পদে ৩৭১৫২; প্রত্যেকে সভার প্রভু ১১১১১৪৫; প্রত্যক্ষ আসিবে যাত্রায় ১১৫১২২; প্রত্যক্ষ আসিবে রথযাত্রা ১১১১২৭; প্রত্যক্ষ আসিবে সজে ১১১৪৩; প্রত্যক্ষ প্রভুরে দেখে ১১০১২৬; প্রত্যহ চন্দন পরায় ১১৪১৬৭; প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম ৩৪১২৬; প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা ৩১০১২৫; প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ৩৮১৩২; প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাকনের ১৩১৪৬; প্রত্যক্ষ দেখহ নানা ১৩৬৮।

প্রথম চরণে পঞ্চ ১১৬১৬২; প্রথম দর্শনে প্রভুর ১১২১৩৩; প্রথম দিন পাইল অঙ্গে ৩৪১১৮৮; প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব ১১১৬; প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল ১১১১৩০৩; প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের ৩১০১২৪; প্রথম পরিচ্ছেদে শেষ ১১২৫১২৫; প্রথম বৎসরে অবৈতাদি ১১১৪১; প্রথম ভিক্ষা কৈল তাই ১১১৮৫; প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ ১১৩১৮৩; প্রথম লীলায় তাঁর ১৩২৫; প্রথম শ্লোকে কহি ১১১৪৪; প্রথম সম্প্রদায় কৈল ১১৩১৩৫; প্রথম সূত্র প্রভুর ১১১৮২; প্রথমাবসরে জগন্নাথ ১১৫১৪।

প্রথমে আছিল নির্বন্ধ ৩১০১৫৩; প্রথমে করিল প্রভু ১১২১২৪। ১১২১২৬; প্রথমে করেন গুরুবর্গের ১৩১৭৩; প্রথমে করেন তাসভার ১৩১৭৪; প্রথমে কহিয়ে যেই ১১৪১৮৮; প্রথমে কহিল প্রভুর ১১১১০২; প্রথমে গোপাল লঞা ১১৮১২৫; প্রথমে চলিলা যেন ৩১৪১৮৫; প্রথমে ত একমত ১১২১৬; প্রথমে ত বৃন্দাবন-মাধুর্য ১১১১২২৮; প্রথমে ত সূত্ররূপ ১১৩১৬; প্রথমে নাটক তৈহো ৩৫১২০; প্রথমে মার্জ্ঞনী লঞা ১১২১৭৮; প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ ১১১১৭০; প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি ৩১৮১৮৪; প্রথমে শুনায় সেই ৩৫১২২; প্রথমে বড়ভুজ তাঁরে ১১১১১১; প্রথমে সামান্যে করি ১১১১৬।

প্রথমেই উপশাখার ১১২১৪৩; প্রথমেই করে কৃষ্ণ ১১২০১২১; প্রথমেই তিন রূপে রহে ১১২০১৩৮; প্রথমেই তোমা সঙ্গে ১১১১১৫; প্রথমেই নিত্যানন্দের ১১০১৩২; প্রথমেই পাক করিয়াছেন ১৩১৩৮; প্রথমেই প্র কাশীমিশ্রের ১১২১৬২; প্রথমেই প্রভুরে আসি ১১১১১১; প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা ১১১১৬৪; প্রথমেই

মারিবে অৰ্দ্ধমারা ২১২৪১৬২; প্রথমেই মুরারি শুশ ২১১১১৩৭; প্রথমেই লঞা আছে ২১২২২২; প্রথমেই হৰ্ষ সকারী ২১৪১৬৩২।

প্রদক্ষিণ করি বলে ২১১২০৩; প্রদ্যম অনিৰুদ্ধ মুখ্য ২১২০১৫৫; প্রদ্যম চক্ষুশ ২১২০১২৪; প্রদ্যম নুসিংহ আগে ২১২৫; প্রদ্যম ব্রহ্মচারী তাঁর আগে নাম ২১০১৫৬; প্রদ্যম ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম ২১২৫২; প্রদ্যম মিশ্র ইহো বৈষ্ণব ২১০১৪১; প্রদ্যম মিশ্রেরে প্রভু ২১২২৫০; প্রদ্যম মিশ্রেরে যৈছে ২১১৭৬; প্রদ্যম-মুষ্টি ত্রি-বিক্রম ২১২০১৬৬; প্রদ্যমের বিলাস নুসিংহ ২১২০১২৭৫।

প্রধান করিয়া কহি ২১২০২৫৫; প্রধান কহিল সভার ২১৬১২৮; প্রধান প্রধান কিছু ২১১৩২।

প্রপঞ্চ প্রকৃতি-পুরুষ ২১২৫১১; প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ ২১২৫১২২।

প্রফুল্ল কমল জিনি ২১২২০২; প্রফুল্লিত করে যেই ২১২৩৬; প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী ২১২১৭৫।

প্রবল বিরহানলে ২১২৫০; প্রবাসাখ্য আর প্রেম ২১২০৪৩; প্রবিষ্ট হয় কুর্শরূপ ২১১১২; প্রবেশ করিতে নারি ২১২৩৩৫। প্রবেশ করিয়া দেখে ২১২০২৪৩; প্রবেশ করিল প্রভু ২১২১৭৪; প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ ২১১১১৫১।

প্রভাতে আচার্য্যরত্ন ২১১৩৪; প্রভাতে উঠি চাহে কুকুর ২১১১২; প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ২১৮৭; প্রভাতে উঠিয়া যবে ২১২১২৬; প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি ২১৪২০৬; ২১৫১৩৮; প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল ২১২৬২; প্রভাবে আকর্ষিল ১১৭৫২; প্রভাবে দেখিয়ে তোমা ১১৭৬৮; প্রভাবে সকল লোক ২১২৩২।

প্রভু অম্বরজি কুর্ম ২১১১৩২; প্রভু অবতীর্ণ হয় জগত ২১১২৩; প্রভু আইলা বলি ২১৬২০০; প্রভু আইলা রাজার ঠাঞি ২১১১৫৪; প্রভু আইলা শুনি ২১১৭৮৭; প্রভু-আগমন তেঁহো ২১০১২১; প্রভু আগে আশ্রিনাতে ২১২১১৮; প্রভু আগে আনি দিল ২১৪২০২; প্রভু আগে আনিল ২১২৪৭; প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ ২১২৪১; প্রভু আগে কথামাত্র ২১২২৮; প্রভু আগে কহি প্রভুর ২১১১৪৮; প্রভু আগে কহে এই ২১৮১১১; প্রভু আগে কহে লোক ২১৮১০; প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া ২১১১১১; প্রভু আগে স্বরূপ ২১২২২২; প্রভু আগে পুরী ভারতী ২১২২০৫; প্রভু আজ্ঞা কর আমায় ২১৬৬৮; প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি ২১৬১৪; প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ ২১১১২৪; প্রভু আজ্ঞা দিলা লভে ২১৬১১; প্রভু আজ্ঞা দিলে বৈষ্ণব ২১২৪২৩৬; প্রভু আজ্ঞা না দেন ২১৩২০; প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈসে ২১২১৫৫; প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় ২১১৩১; প্রভু আজ্ঞা পালিবারে ২১৪১০৭; প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ ২১১১০১; প্রভু আজ্ঞা বিনে তাই ২১২২৭; প্রভু আজ্ঞা লঞা আইল ২১২৮৫; প্রভু আজ্ঞা লঞা দেহ ২১৩২৮; প্রভু আজ্ঞা লঞা যাহ ২১১০৫; প্রভু আজ্ঞা হইয়াছে ২১১৩৭; প্রভু আজ্ঞা হয় যদি ২১২১৪; প্রভু আজ্ঞা হৈল ২১৫১৭৬; প্রভু আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা ২১৫৫৫; প্রভু আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ ২১৫১৫০; প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাহা ২১১২০; প্রভু আজ্ঞায় কৈল সর্বশাস্ত্রের ২১১২২; প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে ২১১১৩১; প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই ২১১২৬; প্রভু আজ্ঞায় সনাতন ২১০৬২; প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে ২১১১১১; প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে ২১১৩৬; প্রভু আশ্বাসন করে ২১৫১২৭৭; প্রভু আসি কৈল তাঁর ২১০১৫৬; প্রভু আসি কৈলা পম্পা ২১২৮৮; প্রভু আসি জগন্নাথ ২১৬২৫০; প্রভু আসি দেখে প্রেমে ২১২২; প্রভু আসি প্রতিদিন ২১৫১১; প্রভু উঠি আপন কায়া ২১২৬৮; প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় ২১১৮২; প্রভু উপদেশ কৈল ২১৬২৮; প্রভু একষষ্ঠি অর্থ ২১২৫১১৫; প্রভুও কাঁদিয়া বোলে ২১৩১৪২।

প্রভু কণ্ঠধনি শুনি ২১১১৮৬; প্রভু কণ্ঠ হৈতে মালা ১৮৭০; প্রভু কর্ণে কৃষ্ণনাম ২১১১২০৭; প্রভু কহেন অজ্ঞ বালক ২১৮৬৪; প্রভু কহে অগ্নাবতার ২১২০২২২; প্রভু কহে অমোঘ শিশু ২১৫১২৮১; প্রভু কহে আইলাম শুনি ২১৮১২২; প্রভু কহে আইস তেঁহো ২১৬১৮২; প্রভু কহে আগে কহ ২১৮৭৬; প্রভু কহে আচার্য্য ২১২২৪; প্রভু কহে আজি মোর ২১১১৮৮; প্রভু কহে আজি রহ ২১০১২৫; প্রভু কহে আদিবস্থা ২১০১১৩;

প্রভু কহে আমি পূজ ১১৪১৬৩; প্রভু কহে আমি অজ নারি ৩১০৮৪; প্রভু কহে আমি জীব ২২৫১৭৫; প্রভু কহে আমি নর্তক ২১৭১১৭; প্রভু কহে আমি নাম ৩১৬৬৪; প্রভু কহে আমি বাতুল ২২৪৫৫; প্রভু কহে আমি বিশ্বস্তর ১২০৫; প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক ৩২৪১; প্রভু কহে আমি মল্লয়া আশ্রমে ২১২৪৭১; প্রভু কহে ইহা আমি ২২০৮৫; প্রভু কহে ইহা কর ২১৬১৩১; প্রভু কহে ইহা রূপ ৩৪২৫; প্রভু কহে ইহাই সভার ৩৭১৪৪; প্রভু কহে ইহা হৈতে ২২৫১২৫১; প্রভু কহে ইহা আমার ৩১৮০; প্রভু কহে দেশর হয় ২১০১৩৪; প্রভু কহে উঠ উঠ ২১১১৭৬; প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণ ২১৮১২৫; প্রভু কহে উষেগে ঘরে ৩১২৬০; প্রভু কহে উপাধ্যায় ২১২০২; প্রভু কহে এই দেহ ২১০১৩৫; প্রভু কহে এই বালক ৩১০১৪৭; প্রভু কহে এই যে দিলে ৩১৬২০; প্রভু কহে এই শিলা ৩৬২৮৮; প্রভু কহে এই সব প্রাকৃত ৩১৬১০১; প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি ২১৮৭৩; প্রভু কহে এক দান ১১২১২১৪; প্রভু কহে একাদশীতে ১১৫১৭; প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে ২১৩৬২; প্রভু কহে এত অন্ন নারিব ২১৩৭১; প্রভু কহে এত তীর্থ ২১৩৩২৮; প্রভু কহে এথা মোর ২১৩৩০৪; প্রভু কহে এ ত্রব্য দিনে ৩৬৭১৩; প্রভু কহে এ ভাবনা ২১৩১৭৫; প্রভু কহে এহোত্তম ২১৮৬২; ২১৮৬৩; প্রভু কহে এহো নহে ২১৫১৮৭; প্রভু কহে এহো বাহু ২১৮৫৫; ২১৮৫৬; ২১৮৫৭; ২১৮৫৮; ২১৮৫৯; প্রভু কহে এহো হয় ২১৮৬০; ২১৮৬১; ২১৮১৪২; প্রভু কহে ঐছে বাত ২১৭১২৪; প্রভু কহে কত দূরে ২১৩২৩; প্রভু কহে কতু তোমার ২১৭১৪৩ প্রভু কহে কর তুমি ২১৩১২৩; প্রভু কহে কর বা না কর ৩১০৮৫; প্রভু কহে কর সেই ২১০১৭১; প্রভু কহে কর্ম্ম জ্ঞানী ২১২৪৪২; প্রভু কহে কহ কেনে ৩১১১৫; প্রভু কহে কহ তুমি ২১১১৩; প্রভু কহে কহ তেঁহো ২১২০০; প্রভু কহে কহ ব্রজমানের ২১৪১৩৮; প্রভু কহে কহ রূপ ৩১১০৫; প্রভু কহে কহ শ্লোকের ১১৬৪২; প্রভু কহে কাশীমিশ্র ৩১১১৫; প্রভু কহে কাঁহা পাইলে ২১৮১০২; প্রভু কহে কাঁহা হৈতে ২১৮১৬৬; প্রভু কহে কি কহিতে ২১২১১৬; প্রভু কহে কি সঙ্কোচ ২১০১৫৬; প্রভু কহে কিছু স্মৃতি ৩১৪১২; প্রভু কহে কুলীনগ্রামের ১১০১৮০; প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি ৩৫৬; প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে ৩৫৩১; প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা হইল ৩৫৬৬; প্রভু কহে কৃষ্ণকথা তোমাতে ২২০১২৮; প্রভু কহে কৃষ্ণকথা বলিষ্ঠ ৩৬১২১; প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ২১৭১২৮; প্রভু কহে কৃষ্ণনামের ৩৭১৭০; প্রভু কহে কৃষ্ণ মুক্তি ৩১৫৬২; প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা ২১৫১০৫; প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাট ২১২২৫; ২১০১৭২; প্রভু কহে কৃষ্ণের এক ২১০১১৭; প্রভু কহে কে কত ২১২১৮৭; প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর ২১৪১৫; প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ২১৮১৭৮; প্রভু কহে কেনে কর ২২৪১২৩১; প্রভু কহে কোন্ পথে ৩৪১১৭; প্রভু কহে কোন্ বিঘা ২১৮১২২; প্রভু কহে কোন্ ব্যাধি ৩১১১২২; প্রভু কহে কোন্ যাই ৩২১১১০; প্রভু কহে খাট এক ৩১৩১৩; প্রভু কহে গীতা পার্শ্বে ২১২১৬; প্রভু কহে গোত্মক খাণ্ড ১১৭১৪৭; প্রভু কহে গোবিন্দ আজি ৩১৩৮৪; প্রভু কহে গোবিন্দ তুমি ৩১২১৪৩; প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই ২১৫১২৮৮; প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ সভা ২১১১৫৮; প্রভু কহে চাতুরালী ২২০১৩০৪; প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা ২১৮১৪৬; প্রভু কহে তপাপি রাজা ২১১১৮; প্রভু কহে তপ্ত বালুতে ৩৪১১৮; প্রভু কহে তারে আমি ২১১৬৭; প্রভু কহে তুমি কি অর্থ ২১৬১৬২; প্রভু কহে তুমি গুরু ২১৭১৭১; প্রভু কহে তুমি জগদ্বন্ধু ২২৫১৬২; প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত ৩৭১১৫; প্রভু কহে তুমি পুন ২১৭১৫৬; প্রভু কহে তুমি ভক্ত ২১৬১২১; প্রভু কহে তুমি মহা ২১৮৪১; প্রভু কহে তুমি মোর ৩১৩৮৬; প্রভু কহে তুমি যেই ২১২১২৬; প্রভু কহে তুমি সব ২১২১৩২; প্রভু কহে তোমা সঙ্গে ২১০১২১; প্রভু কহে তোমা সভাকে ১১৪১৫১; প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র ২১১১৭৪; ২২০১৫৫; প্রভু কহে তোমার কর্তব্য ২১২১২৮; প্রভু কহে তোমার দুই ভাই ২২০১৬১; প্রভু কহে তোমার দেহ ৩৪১৭১; প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা ২১৫১৮৮; প্রভু কহে তোমার ভোট ২২০১৮৪; প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে ২১৮১৭২; প্রভু কহে তেঁহো গুরু ২১০১৪৭; প্রভু কহে তেঁহো নহে ২১০১৫১; প্রভু কহে দামোদর ৩৭২০; প্রভু কহে দ্বিতীয়পাতে ৩১২১২৬; প্রভু কহে দেববরে ১১৬৪১; প্রভু কহে দোষ নাহি ২১২১১২; প্রভু কহে দোহে কেন ৩১৪১০২; প্রভু কহে ধর্ম্য নহে ২১৫১৮৬; প্রভু কহে নিজ সঙ্গী ২১৭১১২; প্রভু কহে নিত্যানন্দ

আমারে ২৩৩১; প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ ২৪১৭০; প্রভু কহে নিলা নহে ২১৫১২৫৪; প্রভু কহে গঢ় জোক ২৮৮৫৪; প্রভু কহে পণ্ডিত ডেল ৩১২১১৫; প্রভু কহে পূজ্য এই ২১৫১২০২; প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে ২১২১৫০; প্রভু কহে পূর্বসিদ্ধ ২১২১৮২; প্রভু কহে পূর্বাশ্রমে ২১২১৭৩; প্রভু কহে প্রয়াগে ইহার ৩১১১৪২; প্রভু কহে প্রম্ম লাগি ১১২১১৪৬; প্রভু কহে বাড়িলিয়া ১১২১৪৭; প্রভু কহে বিপ্র কাঁহে ২১১১৭১; প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি কহ ২১২১৫৬৬; প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না ২১৮১১০৪; প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ ২১০১১৭৫; প্রভু কহে বুদ্ধ হৈলা ৩১১১২০; প্রভু কহে বেদান্তস্বয়ং ১৭১১০১; প্রভু কহে বেদে কহে ১১৭১১৫০; প্রভু কহে বৈরাগী করে ৩১১১১৬; প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা ২১৬১৬০; প্রভু কহে বৈষ্ণবের দেহ ৩৪১১৮৩; প্রভু কহে বৈস তিনে ২৩১৬৪; প্রভু কহে ব্যাকরণ পাটাই ১১৬১০১; প্রভু কহে ভট্ট তুমি ২১১১৩০; প্রভু কহে ভট্ট তোমার ২১১১০৫; প্রভু কহে ভট্টাচার্য করহ ২১০১১৩০; প্রভু কহে ভট্টাচার্য না কর ২১৬১৬৬; প্রভু কহে ভট্টাচার্য স্তন ২১০১৬১; প্রভু কহে ভাগবতার্থ ৩৭১৬৭; প্রভু কহে ভাল কৈল ৩৬১২৭২; প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব ২১১১২৬; প্রভু কহে ভাল বলিলে ২১৫১২০৪; প্রভু কহে ভিতরে তবে ৩১০১২১; প্রভু কহে মথুরা যাইবে ৩১৩১২২; প্রভু কহে মন্দির ভিতর ২১৬১৬২; প্রভু কহে মহাপ্রসাদ ২১২৫১৮৮; প্রভু কহে মাতা মোরে ১১৫১৬; প্রভু কহে মায়াবাদী আমিত ২১৮১২৬; প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ২১৭১১২৫; প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহা পাঠ ২১৬১২৫; প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ ২১৬১২৪৩; প্রভু কহে মুরারি ২১১১১৪২; প্রভু কহে মূর্খ আমি ২১৬১১৮; প্রভু কহে মোর বশ ৩১১১২২; প্রভু কহে মোরে তুমি ২১৬১১৪; প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ২১৬১৪২; ২১২১১৬৪; প্রভু কহে যাত্রাছলে ২১৪১১২২; প্রভু কহে যার মুখে ২১৫১১০৭; প্রভু কহে যাহ শীঘ্র ২১১১১০; প্রভু কহে যে করিতে ২১২৪১২৪০; প্রভু কহে যে লাগি ২১৮১৮০; প্রভু কহে যেই কহ সেই ২১০১১৬৬; প্রভু কহে রাজা আপন ৩১৩১০৪; প্রভু কহে রাজা কেনে ৩১১১৫; প্রভু কহে রামানন্দ কহ ২১২১৪৪; প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের ৩৫১৭৪; প্রভু কহে রায় তুমি কি ২১১১২৭; প্রভু কহে রায় তোমার ৩১১১৩৩; প্রভু কহে রায় দেখিলে ২১১১২৬; প্রভু কহে রূপে রূপা ৩১৫১১; প্রভু কহে শক্তি নাহি ৩১০১৮৩; প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে ২১২১২৪০; প্রভু কহে স্তন রূপ ২১১১১২৩; প্রভু কহে স্তন শ্রীপাদ ১৭১৬০; প্রভু কহে শ্রীকান্ত ৩১২১৩৭; প্রভু কহে শ্রীপাদ ২৩১২২; প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার ২১৪১২০৩; প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি ২১৭১১৭৪; প্রভু কহে সত্য কহ ২১০১১৬০; প্রভু কহে সনাতন না ৩৪১১২০; প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে ২১১১৫৩; প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে ৩১১১৩৮; প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি ৩১২১১০৭; প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষা ২৩১৬৭; প্রভু কহে সব জীব ৩৩১৭২; প্রভু কহে সতে কহ ২১১১৫৩; প্রভু কহে সতে কেনে ৩৮১৭৭; প্রভু কহে সমুদ্র এই মহা ৩১১১৬৩; প্রভু কহে সাধু এই ২৩১৫; প্রভু কহে সাধ্যবস্ত ২১৮১৫৭; প্রভু কহে স্বত্রের অর্থ ২১৬১২২২; প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে ২১৬১১৩২; প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাম ৩১৮১১১৪; প্রভু কহে হরিদাস কহ ৩১১১৪৬; প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি ৩১১১৩৬; প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ ২১২০১৩৩।

প্রভু কহেন অতএব ১৬১৪৮; প্রভু কহেন অমোঘ হয় ২১৫১২৮৫; প্রভু কহেন আমি হই ১৭১৬২; প্রভু কহেন কহি যদি ১১৬১৪৪; প্রভু কহেন কহি স্তন ১১৬১৫০; প্রভু কহেন আর কত ২৩১৮৭; প্রভু কহেন ঠক নহে ২১৮১১৭৩; প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণ-ভকত ২১১১২২; প্রভু কহেন তোমার পিতাজ্যোষ্ঠা ৩৬১১২৩; প্রভু কহেন শ্রীনিবাস ২১১২৬৭।

প্রভু কাছে বসিয়াছে কিছু ৩১১২৩; প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ ৩৮১৩৮।

প্রভু রূপা করি সভারে ২১০১৮১; প্রভু রূপা কৈল তাঁরে ১১৬১১০১; প্রভু রূপা কৈল মোরে ২১৬১২২২; প্রভু রূপা কৈল যৈছে ২১১১১১০; প্রভু রূপা দেখি সতে ৩৬১১২০; প্রভু রূপা পাঞা অস্ত্রকানেই ৩১২১৪৬; প্রভু রূপা পাঞা দৌহে ২১১১৫০; প্রভু রূপা পাঞা রূপের ৩১৫৬; প্রভু রূপা বিষ্ণু মোরে ২১২১৮; প্রভু রূপাশ্রিতে তাঁর ২১৬১১০৫।

প্রভু কমে কমে পক ২১৫১১০

প্রভু গুণ গান করে ২১১১১৩০ প্রভু গুণে তৃত্য বিকল ২১১১১১২; প্রভু গুরু করি যানে ১৫১১২৬ প্রভু গুরু বুঝে করে ৩৮১৪৪; প্রভু চতুর্ভুজ মূর্তি তাঁরে ২১০১৩১; প্রভু চলিবার পথে ২১৬১১১১; প্রভু চলিয়াছেন বিন্দু ২১২১৩১; প্রভু চাহি বুলে সভে ৩১৪১৫১।

প্রভু ছাড়াইলে পদ ২১৫১১৫৪।

প্রভু জলকৃত্য করে ২১১১৩০; প্রভু জানে তিন ভোগ ২১৩৬৩; প্রভু জানেন দিন পাঁচ ২১২১২০২।

প্রভু ঠাকুরি আচ্ছা লক্ষ্য ৩১৩১২৪; প্রভু ঠাকুরি প্রাতঃকালে ৩১২২২।

প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ ২১২১৩০।

প্রভু ত সন্ন্যাসী তাঁহার ২১২১১৮১; প্রভু তার অঙ্গ মুছে ২১১১৩৪; প্রভু তাঁর নাম কৈল ১১০১৩৩; প্রভু তাঁর পূজা পাঁচ ১১৪১৫৫; প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া ২১৫১২৮০; প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল ২১৩১৩৬; ২১১১৮১; প্রভু তারে কহে কিছু সোষণে ৩১৫৮; প্রভু তাঁরে কৈল কহ ২১২১৮১; প্রভু তারে কৃপা করি ৩২০১১১৩; প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ২১৮১৮১; প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া ৩২০১২৫; প্রভু তারে চাপড় মারি ৩১১১৫; প্রভু তাঁরে দিল আর ২১০১২২; প্রভু তাঁরে দেখি জানিল ২১৮১৪; প্রভু তাঁরে নমস্করি ১১১১২৬২; প্রভু তারে নিজ রূপ ১১১১২২৪; প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ২১৩১৩৬; প্রভু তাঁরে পুছিল ২১৫১২৬৫; প্রভু তারে প্রেম দিয়া ১১১১১০৮; প্রভু তারে প্রেম দিল ১১১১২৬; প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া ২১৬১২২৫; প্রভু তাঁরে যত্ন করি ২১১১৩২; প্রভু তাঁরে লক্ষ্য জগন্নাথ ২১১৫৪; প্রভু তাঁরে সমর্পিল ২১১২১০; প্রভু তাঁরে স্নেহ করি ২১২১২১১; প্রভু তারে হস্ত স্পর্শি ২১৮১২০৫; প্রভু তাই ভিক্ষা কৈল ৩১১১৫৪; প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন ১১৬১১৩; প্রভু তোমায় বোলায় ২১২০১৪২; প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে ২১১১১৪২।

প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ২১৮১২৫২; প্রভু দেখি আচার্যের ২১৬১২২; প্রভু দেখি কৈল লোক ২১৮১৮৬; প্রভু দেখি দণ্ডবৎ অঙ্গনে ৩১১১৫; প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমেতে ২১৬১১০২; প্রভু দেখি দূরে পড়ে ২১২১৪৫; প্রভু দেখি দৌড়ে পড়ে ৩১৪১১৬; প্রভু দেখি পড়ে আগে ২১১১১১১; প্রভু দেখি পাছে করিব ২১৬১২১; প্রভু দেখি প্রেমাবেশ ২১২১৪৬; প্রভু দেখি প্রেমে লোকের ২১১১২৬৩; প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা ২১১১১২০; প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর ২১১১১২২; প্রভু দেখি লোক কহে ২১১১১৫২; প্রভু দেখি সভার মনে ২১২১১১২; প্রভু দেখি সভার হৈল ২১৬১৩১; প্রভু দেখি সার্কর্ভোম ২১৫১২৮০; প্রভু দেখি হৈল তার ২১১১১১২; প্রভু দেখিতে আচার্য ২১৬১১২; প্রভু দেখিবারে আইলা ৩১২৩১; প্রভু দেখিবারে গ্রামের ২১২১২২; প্রভু দেখিবারে চলে ২১১১১১২; প্রভু দেখিবারে সভে ৩১২১৬।

প্রভু নমস্করি সভে ২১১১১৬০; প্রভু না খাইলে কেহো ২১১১১৮৫; ২১৪১৩৮; ৩১১১৮৪; প্রভু না দেখিয়া সংশয় ৩১৮১৩২; প্রভু না দেখিল নিজ ২১৮১১৬০; প্রভু না দেখিলে সেই ৩১৩৫; প্রভু নাম দিয়া কৈল ৩২০১২৮; প্রভু নিজগণ লক্ষ্য ৩১৮১৩; প্রভু নিত্রা গেলে তুমি ৩১২১১৪৬; প্রভু নৃত্য করে হৈল ২১৪১২১৮।

প্রভুপদ ধরি পড়ে ২১৪১৫; প্রভুপদপ্রাপ্তি লাগি ৩১২১৪৫; প্রভুপদাধাতে তুলী ২১৩১১১; প্রভুপদে কহে কিছু ২১১২০১; প্রভুপদে গজপতির ২১২১১২; প্রভুপদে দুইজন কৈল ২১১১১৫৬; প্রভুপদে ধরি কহে ২১৬১২১৬; প্রভুপদে ধরি রায় ২১৮১২১৬; প্রভুপদে প্রেমভক্তি ২১২১৪০; প্রভুপদে সব কথা ২১২০১৮৪; প্রভু পরম্পরায় নিন্দা ৩১৮১১; প্রভু পাছে পাছে ২১৩১২; প্রভু পাছে বুলে আচার্য ২১৩১৮২; প্রভু পাঠাইল তাঁরে ২১২১৮৪; প্রভুপাদ ধরি তুষ্ট ২১৫১২৮৪; প্রভুপাদ স্পর্শ কৈল ২১৬১২২২; প্রভুপাদোপধান বলি ৩১২১৬৬; প্রভু

পায়ে পড়ি বহু ২১৫১২৫৬; প্রভু পাশে চলিবারে ৩৬১৫; প্রভু পাশে নিবেদিল ৩৮৬৬; প্রভু পাশে রহিলা দৌহে ২১০১১৭৭ প্রভু পুছে রামানন্দ ২৮১২৮; প্রভু পুনঃ প্রেম কৈল ১১৭১১০১; প্রভু প্রেম সৌন্দর্য দেখি ২১৮১১৭; প্রভু প্রেমাবেশে সভা ২১৩৩৪; প্রভু প্রেমে করি বলে ৩১৮৪০; প্রভু শ্রীতে তাঁর গমন ৩১৩২৫; প্রভু শ্রীতে তাঁর মাথে ৩৪২২৪।

প্রভু বহির্কাস আনাইলা ২১০১৫৫; প্রভু বিদায় দিল রায় ২১৬১৪২; প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি ৩৬১০০; প্রভু বিষয় ভক্তি কিছু ৩১১৭৩; প্রভু বিষয় স্নেহ তার ৩১২১৫৫; প্রভু বোলাইয়াছে এই ৩৪১১৪; প্রভু বোলাইল তাঁর ৩৪১১২; প্রভু বোলায় তৌহা ৩৬৪৭; প্রভু বোলায় বার বার ৩৪১৪২; প্রভু বোলে আমি তোমার ১১৭১৩৩; প্রভু বোলে এ-লোক ১১৭১১০; প্রভু বোলে তুমি মোর ১১০১৮; প্রভু বোলে নিতি নিতি ৩৬৩১৭।

প্রভু ভাগবত-বুদ্ধ্যে কৈল ৩৭১৪; প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন ২১১১০; প্রভু-ভৃত্য দৌহার স্পর্শে ২৬২০৬।

প্রভু মতি জানে রাজা ৩১১১৭; প্রভু মাত্র বুঝে ৩১১১৭; প্রভু মিলাইলা তারে ২১১১২৬; প্রভু মুখ-মাধুরী পিয়ে ৩১১৫৪; প্রভু মুখে শ্লোক শুনি ২১১৫৪।

প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা ৩১০৮০; প্রভু যদি যান জগন্নাথ ৩২১৪০; প্রভু যবে কাশী আইলা ১১০১৫১; প্রভু যবে বৃন্দাবনে ২১২১০; প্রভু যবে গান বিশেষর ১৭১৫০; প্রভু যবে নানে যান ২২৫১২৮; প্রভু যাইবেন তাহা ২১০১২৬; প্রভু যাঞা বিপ্রঘরে ২৮৫১; প্রভু যার নিত্য লয় ১১০১৬৬; প্রভু যে পুছিল তাই ৩১০১২৪।

প্রভু রঘুনাথ জানি ৩১৩১০০; প্রভু রক্ষা করেন যবে ৩১১৩৩; প্রভু রূপ করি করে ২১২৩৫।

প্রভু লঞা গেল বিশেষর ২১৭৮২; প্রভু লঞা গেলা সভে ৩১৫৮১; প্রভু লঞা সার্কভৌম ২১৩২২; প্রভু লাগি ধর্মকর্ম ২১৬১৪৬; প্রভু লেখা করে রাখা ৩২১০৪; প্রভু লৈয়া যাব আমি ২৩১২।

প্রভু শ্রীচরণ দিল ২১৮১২২; প্রভু শ্রীবাসেরে তুবি ১১৭১২৩৩; প্রভু শ্লোক পঢ়ি পত্র ২৬২২২।

প্রভুসঙ্গে এই সব ২১১২৪০ প্রভুসঙ্গে চলে নাহি ২১৭১৮৫; প্রভুসঙ্গে তাই ভোজন ২১৫১২৪; প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে পরম ১১৭১২৬; প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট ২১৭১৪২; প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত ২১৪৪২; প্রভুসঙ্গে পুরীগোসাঞি ২১৬১২৬; প্রভুসঙ্গে মধ্যাহ্নে ২১৮৮২; প্রভুসঙ্গে রহি করে ২১৬৮১; প্রভুসঙ্গে রহিতে ২১২৩৬; প্রভুসঙ্গে রহে গোবিন্দ ১১০১১৬; প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ ২১৮৮৩; প্রভুসঙ্গে সভে আসি ২৩৫৫; প্রভুসঙ্গে স্বরূপাদি ২১৪১২২; প্রভুসনে অতি হঠ ২১৬১২১; প্রভুসনে বাত কহে ৩৩৩; প্রভু সভার গলা ধরি ৩২২১৭৫; প্রভু সম্মিলিত তারে ১১০১২০; প্রভুসহ আমা সভার ২১০১২৫; প্রভুসহ আশ্বাদিল ২১২২৭; প্রভুসহ সন্ন্যাসিগণে ৩৭৫৪; প্রভুস্থানে আইলা দৌহে ২৬২২৭; প্রভুস্থানে আসিয়াছে ২১১১০৬; প্রভুস্থানে নিবেদিল পাঞা ১১৭১২৩; প্রভুস্থানে নীলাচলে ৩৬১৭৬; প্রভুস্থানে যাইতে সভে ১১০১৫২; প্রভু স্নানকৃত্য করি ২৮৫২; প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট ২২০১৫১; প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের ২১২৬০।

প্রভু হঠে পড়িয়াছে ৩২১৩৭; প্রভু হাসি কহে তুমি ১১৭১১০৪; প্রভু হাসি কহে শুন ৩৪১১৭৫; প্রভু হাসি কহে স্বামী ৩৭১২২; প্রভু হাসি নিমজ্জন ১৭১৫৪; প্রভু হাসে দেখি তার ২১৫১২৭৩।

প্রভুকে আনিতে দিল ২১২১২১; প্রভুকে করেন স্তুতি ২১৬১৮১; প্রভুকে কহয়ে কিছু ৩৮৬০; প্রভুকে কহিতে স্মৃতি ২১২৫৫০; প্রভুকে কহিয় আমার ৩১২১৮; প্রভুকে কহিল কিছু ১৭১৬০; প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী ৩৪১২৩; প্রভুকে কহেন তোমার ১১২১৪২; প্রভুকে কীর্তন শুনায় ২১২৫৩; প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে ২৬১৮০; প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ২৬২৫২; প্রভুকে দিহ বলি ২৬২২৬; প্রভুকে দেখিতে অবশ্য ৩৮৪৩; প্রভুকে দেখিতে আইসে ১৭১৪৭; প্রভুকে দেখিতে চলিলা ৩১৩৮৮; প্রভুকে দেখিতে তাঁর ৩১৩৩৩; প্রভুকে

দেখিয়া জেহ ২১৮১৫৪ ; প্রভুকে দেখিয়া যায় ৩২১০ ; প্রভুকে ধরিতে বুলে ২১৩৮১ ; প্রভুকে না ভায় মোর ৩৪৩৭ ; প্রভুকে নিবেদন করে ২১২১৭০ ; প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য ২১৫১১ ; প্রভুকে নিমন্ত্রণ করি ২১৭৮৫ ; প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ২১৭৬ ; প্রভুকে প্রকাশানন্দ ২১৫১৭১ ; প্রভুকে প্রণত হৈল ২১৫২১ ; প্রভুকে প্রসন্ন কর কৈল ৩২১২৬ ; প্রভুকে বেঢ় আসি ২১৭১৮৩ ; প্রভুকে বৈষ্ণব জানি ২১৮৪৬ ; প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ৩১১৮৫ ; প্রভুকে ভিক্ষা দিতে ২১৩৬৫ ; প্রভুকে ভিক্ষা দেন ২১৮১২৪ ; প্রভুকে মিলাইতে তারে ৩১০১৪৫ ; প্রভুকে মিলিতে সত্তার ২১৬৩৬ ; প্রভুকে মিলিয়া গেলা ২১২১২ ; প্রভুকে মিলিয়া পাইল ১১৭১১০ ; প্রভুকে মুচ্ছিত দেখি ২১৭১২০৫ ; প্রভুকে শয্যাতে আনি ৩১২৫২ ; প্রভুকে স্তনাঞ্জন কৃষ্ণের ২১৭১২২ ; প্রভুকে শোয়াইহ ইহায় ৩১৩৭ ; প্রভুকে শোয়াঞ্জন রামানন্দ ৩১২৫৩ ; প্রভুকে সে দিন কাশী ৩১১৮৪ ।

প্রভুতে আবিষ্ট য়ার ২১৩১৫৫ ; প্রভুতে তাহার প্রীত ৩৩৪ ।

প্রভুর অঙ্গনে নাচে ১১৭১২৩ ; প্রভু অঙ্গে দিহ তৈল ৩১২১০৩ ; প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট ৩১৪২৩ ; প্রভুর অতি প্রিয় দাস ১১০১৬৭ ; প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়-পণ্ডিত গঙ্গাদাস ১১০১২৭ ; প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ ৩১২৩ ; প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম ২১০১০০ ; প্রভুর অতর্ক্য লীলা বৃষ্টিতে ১১৬১৬ ; প্রভুর অন্তর মুকুন্দ ২১৩১৮ ; প্রভুর অন্তরঙ্গ করি য়ারে ৩৬১০ ; প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ ৩৬২১০ ; প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ ২১৮৮২ ; প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ ২১২১২৮ ; প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের ৩১৩১০৭ ; প্রভুর অবস্থা দেখি ৩১৪১২ ; প্রভুর অভিষেক কৈল ২১১৩৪ ; প্রভুর অভিষেক তবে ১১৭১২ ; প্রভুর অভীষ্ট বৃষ্টি ৩১০১৪৫ ; প্রভুর অশেষ লীলা ২১১৫ ; প্রভুর আগমন শুনি ২১৩১১ ; প্রভুর আগে দর্শন করে ৩১৪২১ ; প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য ২১৭৫৪ ; প্রভুর আজ্ঞা অহুসারে ২১২১০৮ ; প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দৌহে ২১১১০৮ ; প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে ৩১৩২৪ ; প্রভুর আজ্ঞা পাঞা ১১০১৫৫ ; প্রভুর আজ্ঞা লৈয়া বৈষ্ণবের ৩৬১৪৩ ; প্রভুর আজ্ঞা হৈল ২১৪১৬২ ; প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো ১১০১০৬ ; প্রভুর আজ্ঞায় কর এই ১১৭১২২ ; প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ ২১৪১২ ; প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র ২১২৫৪ ; প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম ৩১২১৪৮ ; প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ১১০১১৫ ; প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ ২১১৪৪ ; প্রভুর আনন্দ হৈল ২১০১২৩ ; প্রভুর আবাসে আইলা ২১১১৮২ ; প্রভুর আবির্ভাব পূর্বে ১১৩৬১ ; প্রভুর আবেশে আবেশ ৩১১৫২ ; প্রভুর আবেশ না যায় ২১৪১২২ ; প্রভুর আবেশ হৈল ২১২১৪০ ; প্রভুর আশ্রয় জানি ৩১৪২২৮ ; প্রভুর ইন্দিত পাঞা ২১৫১২৭ ; প্রভুর ইন্দিতে গোবিন্দ ৩১৬১৮ ; প্রভুর ইন্দিতে প্রসাদ ২১১১২৭ ; প্রভুর ইচ্ছা নাহি তাঁরে ৩১১১০ ; প্রভুর উদ্গু নৃত্যে ২১২১৩৭ ; প্রভুর উপদেশায়ত ২১২৩৬৮ ; প্রভুর উপরে য়েহো ১১০১২২ ; প্রভুর উপাধি ১৬৩৪ ; প্রভুর উপেক্ষায় সব ৩১৭৭৫ ; প্রভুর এই জলকীড়া ৩১০১৪৮ ; প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ ২১০১২২ ।

প্রভুর কহিল এই জয়লীলা ১১৪১২ ; প্রভুর কাণে কৃষ্ণ নাম ৩১৪৬৫ ; প্রভুর কৃপা দেখি তার ২১৭১৩২ ; প্রভুর কৃপা দেখি সত্তার ৩১১৪৫ ; প্রভুর কৃপা রূপে আর ৩১১৫৩ ; প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে ৩১৩১২১ ; প্রভুর কৃপাতে তেঁহো ৩১৩৬ ; প্রভুর কৃপাতে পুছে ২১২০২২০ ; প্রভুর কৃপাতে স্নেহে ১৫১১৭৭ ; প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত আর ৩১১৫৬ ; প্রভুর কৃপায় তারে ক্ষুরিল ২৬১৮৫ ; প্রভুর কৃপায় তিঁহো ১১০১৫৬ ; প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত ২১৭১০৪ ।

প্রভুর গণে য়ার দেখে ৩৩৪৪ ; প্রভুর গমন কুর্ম্ম মুখেতে ২১৭১৩৬ ; প্রভুর গমন রীতি ২১৮১৫০ ; প্রভুর গম্ভীর বাক্য ১১২৫২ ; প্রভুর গম্ভীর লীলা ৩১০১৬৮ ; প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন ২১৭১২৬ ; প্রভুর গুণ কহে দৌহে ৩১১২৬ ; প্রভুর গুণ সেবা কৈল ১১০১২০ ।

প্রভুর চরণ ছাড়ি ১১৭১২১২ ; প্রভুর চরণ দেখি কৈল ২১১১৩০ ; প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ ২১৬১২২৪ ; প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ২১২১২৬ ; প্রভুর চরণ ধরি করেন ২১৭১৮১ ; প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর ১১০১১৬ ; প্রভুর

চরণ ধরি কহেন ৩৪৮৮ ; প্রভুর চরণ বন্দি সভারে ৩১৩৭১ ; প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত ৩৫৮৬ ; প্রভুর চরণ যুগে ২১২১১২ ; প্রভুর চরণে কিছু কৈল ২১৫১০৩ ; ৩৭৮৫ ; প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ২১৫১২৭৪ ; প্রভুর চরণে পড়ে ৩১৩২২২ ; প্রভুর চরণে যদি ১৮৭০ ; প্রভুর চরণে সবে ৩১৩৩৫ ; প্রভুর চরণোদক ২১৭৮৪ ; প্রভুর চরণে ভট্টের ৩৭৮৪ ।

প্রভুর ত ভাব দেখি ২৪১৫ ; প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা ২১৩৩২ ।

প্রভুর দশা দেখি পুন ৩১৪৫২ ; প্রভুর দর্শনে শুক ২১৭১১২ ; প্রভুর দর্শনে সব লোকে ৩১১১ ; প্রভুর দর্শনে সতে কৃষ্ণভক্ত ২১২১২ ; প্রভুর দর্শনে সতে হৈলা ২১৩১১২ ।

প্রভুর ধ্যানে রহে ২৮১২৫৩ ।

প্রভুর নানা প্রিয় শ্রব্য ২১৩২৪ ; প্রভুর নাম করি মাতাকে ৩১২৮৭ ; প্রভুর নিকট আইলা ২৮৪৬ ; প্রভুর নিকটে যত ২১২৬ ; প্রভুর নিন্দায় সভার ১১৭১২৫০ ; প্রভুর নিবেদন তাঁরে ২৩১৭৭ ; প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে ৩৮৩৮ ; প্রভুর নিমিত্ত এক ৩১৩৬৮ ; প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য ১১৭১২৫ । প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের ২১৩১৩ ; প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা ২১৩৮৬ ; প্রভুর নৃত্য দেখি সবে ২১৩১৬২ ; প্রভুর নৃত্য দেখি মূখে ২১৩১৭০ ; প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি ২১৩১৬৮ ; প্রভুর নৃত্য শ্লোক শুনি ৩১৬৭ ।

প্রভুর পড়ি আছে দীর্ঘ ৩১৪৬০ ; প্রভুর পঢ়িয়া ছই ১১০১৭০ ; প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় ২১৭১৫ ; প্রভুর পাতে ভাল শ্রব্য ২১২১৬৬ ; প্রভুর পাদতলে শঙ্কর ৩১২৬৫ ; প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র ২১২৭৭ ; প্রভুর পাদোপধান ধার ১১০৩১ ; প্রভুর প্রতাপে তারা ২১৭১২৬ ; প্রভুর প্রভাবে লোক আইল ২১২৩৪ ; প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার ২১৬১ ; প্রভুর প্রশংসা করে ১৭১১৪৭ ; প্রভুর প্রিয় কীৰ্ত্তনীয়া ১১০১৬২ ; প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ ১১০১৬২ ; প্রভুর প্রিয় নানা শ্রব্য ৩১২৬২ ; প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন ২১৬৫৬ ; প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি ২১০১৪৩ ; প্রভুর প্রেম দেখি সভার ২১২৫৬ ; প্রভুর প্রেম রূপ দেখি ২১৭১২৭ ; প্রভুর প্রেমাবেশ আর ২১২৬২ ; প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ ২১৭১২১১ ; প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে ২১৭১২৮ ।

প্রভুর বচন শুনি হৈল ৩৭৮২ ; প্রভুর বচনে বিপ্রের ২১২৮১ ; প্রভুর বচনে রাজার ২১৩১৭৮ ; প্রভুর বচনে সভার ৩১২৭৪ ; প্রভুর বহির্কাস ছইতে ৩১৩১৭ ; প্রভুর বাহ্য পূর্ণ সব ২১৮৩৫ ; প্রভুর বিচ্ছেদে কারো ৩১৮৩৭ ; প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্তের ২১৫১৮০ ; প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট ২১২৫০ ; প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ ১১৭১২৪৬ ; প্রভুর বিনীত স্থতি ৩১২৮৭ ; প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্যারে ১১৬১২ ; প্রভুর বিরহে তিনে ২১৭১৩২ ; প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব ৩১৪৪ ; প্রভুর বিলম্ব দেখি ৩১৪১২ ; প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি ২১২৪৬ ।

প্রভুর ভক্তগণ দেখি ৩৭৫২ ; প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা ২১২৬৫ ; প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো ৩৬২৪২ ; প্রভুর ভক্তবাৎসল্য ২৪১২০৮ ; প্রভুর ভক্তী এই পাছে ৩২১৫৭ ; প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের ২১৩১৫২ ; প্রভুর ভোগসামগ্রী যে ১১০১২৩ ।

প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো ২১৫১২৮ ; প্রভুর মহিমা ছত্রী ২১১৬১ ; প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ২১৪৫৮ ; প্রভুর মহিমা দেখি লোকে ২১২৪২ ; প্রভুর মিলনে উঠে ৩১০৪৪ ; প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি ১৭১২৪ ; প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা ৩৭৮৩ ।

প্রভুর যত নিবেদন ৩১২১৪ ; প্রভুর যতেক গুণ ৩৮৪১ ; প্রভুর যে আচ্ছাদি দৌহে ৩৪১২০৮ ; প্রভুর যে আচ্ছাদি ২১৮১৪১ ; প্রভুর যে শ্বেলীলা ১১৩১৫ ; প্রভুর যেই আচরণ ২১২৭৪ ; প্রভুর যৈছে আচ্ছাদি ৩৩৪২ ; প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র ২১৭১২১ ; প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল ২১৭১২২ ; ২১৮৭৭ ; প্রভুর লাগ না পাইয়া ২১৫১২৫ ; প্রভুর লীলায়ত তেঁহো ১১৩৪৮ ।

প্রভু শব্দ না পাঞা ৩১৪১৫৬; প্রভুর শরীর বেন ২১৩১৬৫; প্রভুর শাপবার্তা যেই ১১৭১৬০; প্রভুর শিক্ষাতে
ঠেহো ৩৬১৩৩; প্রভুর শিক্ষাটেক শ্লোক ৩২০১৫৬; প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র ২১২১৫৫; প্রভুর শেষ প্রসাদার ২১৭১৮৪;
প্রভুর শেষার মিশ্র ২১৭১৮৭।

প্রভুর সাক্ষাতে রূপ ৩১১১১৪; প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ৩৬১৪৮; প্রভুর সন্ন্যাস দেখি ২১০১১০২; প্রভুর সমাচার
শুনি ২১০১৮৭; প্রভুর সহিত করে ২১৬১৪৬; প্রভুর সহিত যুদ্ধ ২১৩১২৪; প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা ২১১১১০০;
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো ২১৩১৩৮; প্রভুর সে অদ্ভুত চরিত্র ২১৬১১৬০; প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে ২১১১২২; প্রভুর
সেবা করিতে ইহারে ২১১১৭০; প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমের ২১৬১৫; প্রভুর সৌন্দর্য দেখি ৩১১১৬৩; প্রভুর
স্থিতি রীতি ভিক্ষা ৩৮১৪০; প্রভুর স্বভাব যে তাঁরে ২২৫১৭; প্রভুর স্বহৃদয় ৩৬১২২৫; প্রভুর স্পর্শে হৃৎসঙ্গ
২১১১৩৮।

প্রভুর হইল ইচ্ছা ২১৬১২; প্রভুর হৃদয় জবে ১১০১৪৭; প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিদ্ধি ২১৩১১৬২; প্রভুর হৈল
দিব্যোন্মাদ ২১২১৫৫।

প্রভুরে অনেক পুঁথি ১১০১৬৩; প্রভুরে আগে দিয়া ৩৬১৭১; প্রভুরে আসন দিয়া ২১৬১১১; প্রভুরে
ঈশ্বর বলি ২১১২৬৬; প্রভুরে উঠাঞা ঘরে ৩১৭১১৮; প্রভুরে করান লঞা ২১০১১৭২; প্রভুরে কহে ভোমালাগি
৩৬১৭২; প্রভুরে খিছু ষাণ্ডয়াইতে ৩১০১১০৪; প্রভুরে দেখিতে কৈল ২১১১৪১; প্রভুরে দোখতে নীলাচলে ৩৬১১৫৫;
প্রভুরে দেখিতে লোক ২১১১৪০; প্রভুরে মিলিত উৎকর্ষা ২১১১২২০; প্রভুরে মিলিতে এই ২১১১৪২; প্রভুরে মিলিতে
সভার ২১০১২২; প্রভুরে মিলিলা আসি ৩২১১৬০; প্রভুরে মিলিলা সত্তে ২১৩১৩৩; প্রভুরে মিলিলা সর্ব
বৈষ্ণব ২১১১৩২; প্রভুরে যে ভজে তারে ২১৭১১০৭; প্রভুরে লঞা ঘর আইলা ৩১৮১১১৬; প্রভুরে শাস্ত করি
আনিলা ১১৭১২৪৫।

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি ২১৬১২৭।

প্রমাণ অযোধ্যা দিয়া ২২৫১১৫৩; প্রমাণ আইলা ভট্ট ২১২১১০৩; প্রমাণ পর্যন্ত দৌহে ২১৮১২০৬;
প্রমাণ হৈতে এক বৈষ্ণব ৩২১১৫৮; প্রমাণে আসিয়া প্রভু ২১৭১১৪০; প্রমাণে চলিবে ইহা ২১২১১০১; প্রমাণে
প্রভুর লীলা ২১২১৪২; প্রমাণে মাধব মন্দারে ২২০১১৮৫; প্রমাণে শুনিল তেঁহো ৩১১৪৭; প্রমাণেরে গেলা
কারে ৩২১১৪৪।

প্রশ্নের অবশিষ্ট ২২৫১২৩; প্রশ্ন করিল তত্ত্ব ৩২০১৫৪; প্রশ্ন সহিত এই উন্মাদ ৩১৫১৮৪।

প্রশংসে তোমার কৃপা ৩২১১৩৪; প্রশংসে মোক্ষবাহা ২২৪১৭১; প্রশান্তের গোষ্ঠি করে ২১৮১২৭; প্রশান্তেরে
ভাগবতে ২২৪১২৩৩; প্রশ্ন পাগল শুদ্ধ ৩২২১৫২।

প্রসঙ্গ পাইয়া আছে ২১২১৪০; প্রসঙ্গে কহিল এই ১১৭১৩০০; প্রসঙ্গ না হয় ইহার ৩৬২৬২; প্রসঙ্গ হইয়া
প্রভু ২২০১৮২; প্রসঙ্গ হইল সর্ব ১১৩১২৪; প্রসঙ্গ হৈয়া আজ্ঞা দিবে ২১৭১৬; প্রসঙ্গ হৈল দশ দিগ ১১৩১২৬;
প্রসঙ্গ হৈয়াছে তারে ২১৩১১৭৬; প্রসাদ আনিয়া ভক্ত ৩১০১৫১; প্রসাদ আনিয়া তাঁরে ২১৬১০৩; প্রসাদ
উবরিল ধার ২১৪১৪১; প্রসাদ কড়ার সহ ৩১৩১৩৩; প্রসাদ ধান হরি বোলেন ৩১৫১৮; প্রসাদ দিল প্রভুকে
৩১১১৭৪; প্রসাদ দেওয়ান কৃপা ২১২১১২৪; প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর ২১৩১৬১; প্রসাদ নারিকেল শস্ত ৩১২১২৪;
প্রসাদ পাই অস্ত্রোত্তে ৩১৩১৬২; প্রসাদ পইয়া সত্তে ২১৬১৩৫; প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্যের ২১৬১২০৩; প্রসাদ পাঞা
সনাতন ৩৪১১১৬; প্রসাদ পাঠাইল রাজা ২১৪১২২; প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ ৩১১১৫৫; প্রসাদ ভাত প্রসারির
৩৬৩০৮; প্রসাদ ভোজন করি ২১৬১২৮; প্রসাদ মাগিরে ভিক্ষা ৩১১১৭৩; প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে ৩৮১৮১;
প্রসাদ লইয়া কোলে ২১৫১৫৭; প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঞি ৩১৬১৮২; প্রসাদের সৌরভ-মাধুর্য ৩১৬১১০০;
প্রসাদার খুলি প্রভু ২১৬১২২; প্রসাদার মালা পাইয়া ২১৬১২৭; প্রসাদে পুরিত হৈল ২১৪১৩৩; প্রসঙ্গ পথ

হাড়ি প্রভু ২১৭১২৩; প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে ৩৭১৫৬; প্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠী হৈলা ৩৩১৩৪; প্রস্তাব পাইয়া কহি ৩৩১৩৭; প্রস্তাব পাঞা কহিল কবির ৩৫১৫২; প্রস্তাবে কহিল গোপাল ২১৮১৪৩; প্রস্তাবে কহিল পুরী ৩৮৩৫; প্রস্তাবে শ্রীরামপুরী ২১২১৭২।

প্রহরাজ মহাপাত্র ২১০১৪৪; প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র ১১০১৮৮; প্রহরেক রাজি আচার্য ২৩১১৫; প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুক ৩২১২; প্রহ্লাদ সমান তাঁর ১১০১৪৩; প্রহ্লাদেশ জয় ২৮১৪।

প্রাকালন করি কৃষ্ণ ১১৭৭৭৬।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে ২১২১৭৬; প্রাকৃত করিয়া মানে ১৭১১১০; প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে ১৭১১১৮; প্রাকৃত নিবেদি অপ্রাকৃত ২৩১১৩৩; প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় ২১২৫১৩; প্রাকৃত বস্তুতে যদি ১৭১১২০; প্রাকৃত বস্তুর স্বাহু সভার ৩১৬১০২; প্রাকৃত শক্তিতে তবে ২৩১১৩৬; প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু ৩৪১১৬৩; প্রাকৃত ক্ষোভে তার ২১২৩১১; প্রাকৃতপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন ২১২০১২২; প্রাকৃতপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল ২১২১১২; প্রাকৃতপ্রাকৃত সৃষ্টো যত ১১২১২৭; প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে ২১৭১২২।

প্রার্থনা মর্দব সাম্য ২১৪১১৫১।

প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা ২১৪১২৩।

প্রাণ কেনে নিব তার ৩২১৪৮; প্রাণ ছাড়া যায় তোমা ২১৭১৭; প্রাণনাথ শুন মোর ২১৩১৩১; প্রাণপ্রিয় শুন মোর ২১৩১৪২; প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্ণ ১১২১৮৮; প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে ২১২১৬৬; প্রাণিমাত্র লইতে না পায় ৩১৬১৪১; প্রাণরক্ষা লাগি যেবা ৩৩৩০৭; প্রাণরাজ্য করোঁ প্রভু ৩২১৪৪; প্রাণরূপ কালি রাখে ৩১০১৩৮; প্রাণ লৈলে কিবা লাভ ৩২১৪৬।

প্রাতঃকাল দেখি নারী ৩৩২৩১; প্রাতঃকাল দেখি বেঙ্গা ৩৩১০২; প্রাতঃকাল হৈতে পাক ৩২১৫৮; প্রাতঃকালে অকুর আসি ২১৮১২৪; প্রাতঃকালে আইসে লোক ২১৮১৩২; প্রাতঃকালে আমা দৌহার ৩৪১৩৮; প্রাতঃকালে আসি মোর ২১৫১৪৮; প্রাতঃকালে আসি রহে ২১২১২০৩; প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি ৩১১১৪৪; প্রাতঃকালে উঠি প্রভু ২১৮১৫১; প্রাতঃকালে চলি প্রভু ২১৬১২৮; প্রাতঃকালে জগদানন্দ ৩১২১১৪; প্রাতঃকালে তারে বিহুচিকা ২১৫১৬২; প্রাতঃকালে নিজ নিজ ২১৮১৮৮; প্রাতঃকালে পুন তৈছে ২১৪১২১; প্রাতঃকালে প্রভু মানস ২১৮১২৮; প্রাতঃকালে ভক্তগণ ২১৭১২১; প্রাতঃকালে ভক্তসব ১১৭১২৩২; প্রাতঃকালে ভব্যালোক ২১৮১২৬; প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজ ২১৪১১১; প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান ২১৮১৪৫; প্রাতঃকালে রথযাত্রা ২১২১২১৭; প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস ১১৭১৩৬; প্রাতঃকালে যেই বহু ২১৬১২১; প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা ২১৭১৮২; প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি ২১৪১৬৮; প্রাতঃস্নান করি পুরী ২১৪১৬৬।

প্রাতে আসি প্রভুপদে ১১৬১০১; প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ২১২১১১; প্রাতে উঠি মথুরায় ২১৭১৩৭; প্রাতে কুমার হটে ২১৬১২০২; প্রাতে চলি আইলা প্রভু ২১২১১৩; প্রাতে চলি আইলাম ২১৬১২৬৫; প্রাতে নিত্যানন্দ প্রভু ৩৩১২৫; প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা ২১৮১৮৩; প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল ২১৮১৬৮; প্রাতে শয়্যার বসি আমি ২১১১১০৩।

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া ৩১৪১৩২; প্রাপ্ত রত্ন হারাইল ঐছে ৩১৪১৩৩।

প্রাভব প্রকাশ এই ২১২০১৪১; প্রাভব বিলাস বাসুদেব ২১২০১৫৫; প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস ২১২০১৫৪; প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ ১১২১৮০; ২১২০১৪০।

প্রায়শ্চিত্ত পুছিল সব ২১২৫১৪৮।

প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে ২১৪১৪৩; প্রিয়-ভক্তে বশ করে ৩২১৪১; প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীন ২১৩১৪৫; প্রিয়ামুখে জ্বল পড়ে ৩১৫১৪৫; প্রিয়া যদি মান করি ১৪১২৩; প্রিয়ের উপরে যার সৈন্ত ২১৪১৩৭।

শ্রীত করি রঘুনাথে অঙ৩০ ; শ্রীত হঞা করে প্রভু অ১৮১ ; শ্রীত হঞা গোসাক্ষিরে ২৩৫৪ ; শ্রীতিবিসয়ে
মুখে ১৪১১০ ; শ্রীতি-বিসয়ানন্দে ১৪১১৬২ ; শ্রীতে করিতে চাহে ১১০১২০ ; শ্রীতের স্বভাবে কাহাতে অ৪১১৬৬ ;
শ্রীতাকুরের রতি ভাব ২১২১২৪ ।

শ্রেম আলিঙ্গন প্রভু ২১৩২৫১ ; শ্রেমক্বেণে বন্ধ আমি অ১২১৬২ ; শ্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে ২১৮১৩৪ ;
শ্রেম ক্রমে বাঢ়ে ২২৩২২২ ; শ্রেমক্রোধে স্বরূপ তাঁরে অ২১২২ ; শ্রেম গুপ্ত করে ২১৭১৪৭ ; শ্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে
১১১১৫৬ ; শ্রেম দেখি উপাধায় ২১২১২১ ; শ্রেম দেখি লোকের হৈল ২১২১২১ ; শ্রেম দেখি সেবক কহে ২৪১১৩৬ ;
শ্রেমখন বিহু ব্যর্থ অ২০১২২ ; শ্রেম নাম প্রচারিতে ১৪১৪ ; শ্রেম নাম প্রচারিয়া ১১৩১৩৪ ; শ্রেমনামে মস্ত লোক
২১৮১১১ ; শ্রেমনেন্দ্রে দেখে ১৫১১৮ ; শ্রেম পরকাশ নহে অ৭১১২ ; শ্রেম পরিপাটী এই অ১১১৪০ ; শ্রেম প্রচারণ
আর অ৩১৪১ ; শ্রেম প্রচারিতে তবে অ৩১৪০ ; শ্রেমকল পাকি পড়ে ২১২১১৪৪ ; শ্রেমকল ফুল করে ১১০১৭৭ ;
শ্রেমকল ফুল ভরি ১১১১৩ ; শ্রেমকলাবাদে লোক ১১০১৮৬ ; শ্রেমবশ গৌরপ্রভু অ২১৮০ ; শ্রেমবশ হই তাই
অ২১৮০ ; শ্রেমবস্ত্রায় ডুবাইল ১৭১২৪ ; শ্রেমবাচী হা-শব্দ অ৩৫৭ ; শ্রেম বিনা কতু নহে ২১০১৭৪ ; শ্রেমবিহু
কৃষ্ণপ্রাপ্তি অ৪৫৭ ; শ্রেমবুদ্ধি ক্রমে নাম ২১২১৫২ ; শ্রেমবৈচিত্র্য রত্ন ২১৮১৩৭ ; শ্রেমবৈচিত্র্য ত্রীদশমে ২১২১৪৪ ;
শ্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ১১৭১২৮ ; শ্রেমভক্তি দিলা লোকে ২১০১২৮ ; শ্রেমভক্তি পায় তার অ৩১৫০ ; শ্রেমভক্তি
পায় সেই ২১২১২১ ; শ্রেমভক্তি প্রবর্তাইল ২১১১৮ ; শ্রেমভক্তি লওয়াইলা ১১৩১৩৬ ; শ্রেমভক্তি শিখাইতে
১৪১৮৬ ; শ্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের ২১৮১২৮ ; শ্রেমময় বপু কৃষ্ণ ২১৪১৫৪ ; শ্রেমরস আশ্বাদিল ১৪১২১২ ; শ্রেমরস-
কুমুদবনে ২১৫১২২ ; শ্রেমরস-নির্ঘাস করিতে ১৪১১৪ ; শ্রেমসিদ্ধুময় রহে অ১২১৭২ ; শ্রেম সেবা পরিপাটী
১৪১১৭৫ ।

শ্রেমাকৃষ্ট হয়ে প্রভুর অ২১৩৪ ; শ্রেমাদিক স্থায়ি ভাব ২১২১২৭ ; শ্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় ১৭১১৩৮ ; শ্রেমা
হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা ১৭১১৩৮ ; শ্রেমানন্দে হৈল দৌহা ২১১১১১৪ ; শ্রেমানন্দে নাচে গায় ২১৭১১৪৮ ; শ্রেমানন্দে
মহাপ্রভু হইল অ১১৫৭ ; শ্রেম প্রয়োজন বেদে ২১৩১৬২ ; শ্রেমাবস্থা শিখাইলা ১১৩১৩৭ ; শ্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু
করে অ১১৮২ ; শ্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে ২১৩১০৭ ; শ্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক ২১২১৬৮ ; শ্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু
কৈলা ২১৩১০৫ ; শ্রেমাবেশে করে তারে ২১২১৬০ ; শ্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল ২১৮১৫৬ ; শ্রেমাবেশে কৈল তাঁর
২১০১২৪ ; শ্রেমাবেশে কৈল বহু গান ২১২১৭৫ ; শ্রেমাবেশে কৈল বহু নর্তন ২১২১৫৬ ; শ্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীত
২১৮১৩ ; শ্রেমাবেশে তারে মিলি ২১২১৫৭ ; শ্রেমাবেশে তাই বহু নৃত্য ২১৭১৪ ; শ্রেমাবেশে তিন দিন ২১৩১৩৫ ;
শ্রেমাবেশে নাচে প্রভু ২১২১৪১ ; শ্রেমাবেশে নাচে লোক ২১৭১১৩ ; শ্রেমাবেশে নৃত্য করে ২১৮১১৬৭ ;
শ্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি ২১৫১৫ ; শ্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিলা ২১৪১৫৪ ; শ্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল ২১৭১৭৫ ;
শ্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত ২১২১৬৪ ; শ্রেমাবেশে নৃত্যে তেঁহ ২১২১১৪১ ; শ্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো অ১৮১৬২ ;
শ্রেমাবেশে পড়িলে তুমি ২১৫১৪৮ ; শ্রেমাবেশে পণে তুমি ২১৭১৩৭ ; শ্রেমাবেশে পুষ্পোত্থানে ২১১১৪৫ ; শ্রেমাবেশে
প্রভু করে ২১৮১৩১ ; শ্রেমাবেশে প্রভু কহে ২১২১১১ ; শ্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে ২১২১২৭ ; শ্রেমাবেশে প্রভুর দেহ
২১২১২০ ; শ্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য ২১৮১২০ ; শ্রেমাবেশে প্রভু যবে ২১৮১১৬৮ ; শ্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে ২১৫১৪৪ ;
শ্রেমাবেশে প্রভুর মন ২১৮১৬১ ; শ্রেমাবেশে প্রভুরে ২১৮১৭৭ ; শ্রেমাবেশে বহুকণ ২১২১৩২ ; শ্রেমাবেশে বুলে
তাই অ১৫১২৭ ; শ্রেমাবেশে মধো নৃত্য ২১৭১৭৬ ; শ্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন ২১৩১২৪ ; শ্রেমাবেশে মহাপ্রভু
ভূমিতে ২১৭১২০৪ ; শ্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা অ১৬১০২ ; শ্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা ২১২১৭১ ; শ্রেমাবেশে
মহাপ্রভুর গরগর অ১২১৫৪ ; শ্রেমাবেশে যায় করি ২১৭১২২ ; শ্রেমাবেশে শিখিল হৈল ২১২১২৩ ; শ্রেমাবেশে সন্তে
করে ২১৩১৩৪ ; শ্রেমাবেশে সন্তে নাচে অ১১১৫২ ; শ্রেমাবেশে সার্কর্ভৌম ২১৩১৩৭ ; শ্রেমাবেশে হরিবোলে
২১৩১০ ; শ্রেমাবেশে হাসি কান্দি ২১৭১১১ ; শ্রেমাবেশে ছকার বহু ২১০১৭৮ ; শ্রেমাবেশে তৃপ্ত ২১৪১২৩ ;

প্রেমায়ত-বৃষ্টো প্রভু ২১৩১৬৬; প্রেমার স্বভাবে এই ২৮৮২২৫; প্রেমার স্বভাবে করে ১১৭৮৪; প্রেমার স্বভাবে ভক্ত ১১৭৮৫; প্রেমার্গবমধ্যে করে ১১১১২৫।

প্রেমী কৃষ্ণদাস আর ২১৮১৪৮; প্রেমী ভক্ত বিরোগে ৩৪৫২।

প্রেমে আত্মা ভাবিলে ৩১০৭; প্রেমে করে বংশী ১৫১৪২; প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো ৩৪৫২; প্রেমে কৃষ্ণাবাদ হৈলে ২২০১২৪; প্রেমে গর গর ভট্ট ৩১৩১১৪; প্রেমে গর গর মন ২১৭১২৫; প্রেমে গায় নাচে লোক ২২০১২৬; প্রেমে নাচে গায় লোক ২১৩১৬৩; প্রেমে নৃত্য করে হৈল ১১৭১২২৫; প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম ২১৫১২০; প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে ২২১১৫৩; প্রেমে প্রভু করে রাধাকৃষ্ণের ২১৮১৫; প্রেমে প্রভু বহুস্তে ২১৮১৫১; প্রেমে বিহ্বল হয় তবে ৩১৩১২৮; প্রেমে মত্ত অঙ্গ ভাহিনে ১৫১৬৭; প্রেমে মত্ত করি আকর্ষণে ২২৪৪৩৩; প্রেমে মত্ত চলি আইলা ২১৮১৪৪; প্রেমে মত্ত দুইজন ৩১৫২; প্রেমে মত্ত নাচে লোক ২১৭১১৭৮; প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর ২৪১২১; প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ ১৫১৮৬; প্রেমে মত্ত লোক বিনা ১২৪৪৭; প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো ২১২১২৭; প্রেমে মত্ত হৈল যেই ২১৮৮১; প্রেমে সেবা করি তুষ্ট ২১৭১৭৭; প্রেমে হাসে কান্দে গায় ২২৫১১৮।

প্রেমেতে বিহ্বল বাহ ২১৮৮৩; প্রেমেতে বিহ্বল হঞা ২৪১২৫; প্রেমেতে ভংসনা করে ৩৭১৩১; প্রেমেতে ভাসিল লোক ২৭৭৭২।

প্রেমের উদয়ে হয় ১৮১২৩; প্রেমের উৎকর্ষা প্রভুর ২৩১১৬; প্রেমের করেন ভক্তি ১৮১২২; প্রেমের পরমসার ২৮১২২৩; প্রেমের বিকার দেখি ২১১১২০৫; প্রেমের বিকার বাণতে ৩১৮১১৮; প্রেমের বিবর্ত ইহা ২১৬১৪৭; প্রেমের লক্ষণ এবে ২২৩৪৪; প্রেমের স্বভাব যাই ৩২০১২৩; প্রেমের স্বভাবে দাস্ত ১৬৬৩২; প্রেমের স্বরূপ জানে ৩১২১৫৩; প্রেমের স্বরূপ দেহ ২৮১২২৪।

প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ২৪১২২৭; প্রেমোন্মাদে পড়ে প্রভু ২১২১১০১; প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া ২১৫১২৭২; প্রেমোন্মাদে গৃহ শোধে ২১২১৮২।

প্রৌঢ় নির্মল ভাব ১৪৪৪৪।

ফ

ফ

ফ

ফ

ফলপাত্র হাথে সেবক ২১৫৮১; ফল ফুল দিয়া করি ১২৪৪০; ফল ফুল পত্র যুক্ত ২১৪৮০; ফল ফুলে বাটে শাখা ১১২১৫; ফল ফুলে ব্যঞ্জন করে ২১৭১৬০; ফল ভাদি শস্ত কৈল ২১৫১৭৭; ফলাভাস এই যাতে ৩২১৩৫; ফলাবাদে মত্ত লোক ১২৪৪৩; ফলে অহুমান পাছে ২১৫১৩২; ফল করি মুক্তি দেখে ২২২২৪৩; ফলতীর্থে তবে চলি ২২২২৫১; ফলবল্লভপ্রায় ৩৭৭৭২।

ফাড়িমু তোমার বুক ১১৭১১৭৪; ফান্তন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় ১১৩১১৮; ফান্তনে আসিয়া কৈল ২৭১৩; ফান্তনের শেষে দোলযাত্রা ২৭৭৪।

ফিরি গেলা ঘর বিপ্র ১১৭১৫৭; ফিরি ফিরি কতু প্রভুর ২৩১১১৩।

ফুকর পড়িল মহা ৩১৪৮২; ফুট কলাই চূর্ণ করি ৩১০১৩০; ফুল ফল ভরি ডাল ২১৭১২১; ফুলবড়ী পটোল ভাজা ২১৫১২১১; ফুলবড়ী ফলমূলে ২১৫১২১০।

ব

ব

ব

ব

বংশীগানায়িত ধাম ২২২২৬; বংশীগীতে হরে লক্ষ্যাদিকের ২২৪৪০; বংশীছিন্ন আকাশে ২২১১১৮; বংশীধ্বনি চক্রবাত ২২১১২৪; বংশীবাণে গোপীগণের ১১৭১২৩০; বংশী মকর কুণ্ডলাদি ৩১৩১৩০; বংশীধরাহি উল্লীলন ২২২৩০।

বঙ্কম্য বাহ্য্য, এই ১১১৬৩ ; বঙ্কম্য প্রোভা কহি শুনি ৩৫৬২ ।

বঙ্কেশ্বর অচ্যুতানন্দ ৩১০৫৮ ; বঙ্কেশ্বর দামোদর ২১১২৩ ; বঙ্কেশ্বর নাচে প্রভু ২১৪১৮ ; বঙ্কেশ্বর পণ্ডিত করেন ৩১১১৬৬ ; বঙ্কেশ্বর পণ্ডিত তাই ৩১১৪৭ ; বঙ্কেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর ১১০১৫ ।

বঙ্গদেশের এক বিপ্র ৩৫৮৮ ; বঙ্গ যেন মাথে পড়ে ২১১১৩ ; বঙ্কের স্থাপিত আমি ২৪৪০ ।

বঙ্কিল কথোকদিন ২৩২০২ ।

বটৌ ডিকামট গাঞ্চানর ২২৪১৪৫ ।

বড় এক পাথর পৃষ্ঠে ২৪৫৩ ; বড় কুপা কৈলে প্রভু ২১১৫৮ ; বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর ৩৩১৩৪ ; বড় বড় মৃৎশুভিকা ৩৩৫৫ ; বড় বড় লোক বসিলা ৩৩৫২ ; বড় বড় লোক সব ১১১১৩৭ ; বড় বিপ্র কহে কণ্ঠা ২৫২৮ ; বড় বিপ্র কহে তুমি ২৫২৪ ; বড় বিপ্র ছোট বিপ্র ২৫১১১ ; বড় বিপ্রের মনে ২৫১৭৮ ; বড় ভাগ্যবান তুমি বড় ১১১২১১ ; বড় মন্ত বসি আমি ৩১৮৪৫ ; বড় শাখা উপশাখা ১১২২৩ ; বড় শাখা এক সার্কর্ভোম ১১০১২৮ ; বড় শাখা গদাধর ১১০১৩০ ; বড় হরিদাস আর ১১০১৪৫ ; বড় হৈলে নীলাচলে ১১০১৫৪ ।

বৎসর বহি তোমা ৩৪১২১ । বৎসরেক মহাপ্রভু করিবেন ৩১০১৩০ ; বৎসরের তরে আর ৩১০১২৮ ।

বক্ত্রিশি লক্ষণ মহাপুরুষ ১১৪১২ ; বক্ত্রিশি আঁঠিয়া কলার আঙটিয়া ২৩৪০ ; বক্ত্রিশি আঁঠিয়া কলার ডোলা ২৩৪৮ ; বক্ত্রিশি কলার এক আঙটিয়া ২১৫১২০৫ ; বক্ত্রিশে ছাঙ্কিশে মেলি ২২৪২১৪ ।

বন দেখি হর ভ্রম ২১১৫২ ; বন দেখিবারে যদি ২১১১৮১ ; বনপথে আমি আমায় ২১১৬৬ ; বনপথে চলি চলি ৩১৩৪১ ; বনপথে দেখে মৃগ ২২৪১৫৩ ; বনপথে যাইতে তোমার ২১১১১ ; বনপথে যাইতে নাহি ২১১১১ ; বনপথে যাবেন প্রভু ২১২১২ ; বনপথের স্তরের কাঁই ২১১৬৫ ; বনযাত্রায় বন দেখি ২৫১১ ; বনমালী আচার্য দেখে ১১১১১৩ ; বনমালী কবিচন্দ্র ১১২১৬১ ; বনমালী পণ্ডিত শাখা ১১০১১১ ।

বন্ধুভাবে অনন্ত ৩৫১৩২ ; বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ২১১১২১ ; বন্ধু-বান্ধব আসি দৌহে ১১৫২২ ; বন্ধু-বান্ধব-হানে স্বপন ১১৪৮৮ ; বন্ধু অল্প ফল শাক ২১১৬৮ ; বন্ধুব্যঞ্জে প্রভুর ২১১৫৮ ; বন্ধু শাক ফলমূলে ২৪৬২ ।

বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং ২১১১৪ ; বয়সে মধ্যমা তেঁহো ২১৪১৫৮ ।

বর দিল এই সব ২২৩৬৬ ; বর দিল কৃষ্ণে তোমার ৩৮২২ ; বর দেহ মোর মাথে ২২৩৬৪ ; বর শুনি কণ্ঠাগণের ১১৪৫৩ ।

বরাহ আবেশ হৈলা ১১১১১ ; বরাহ ঠাকুর দেখি ২৫১২ ; বরাহাদি লেখা যার ২২০২৫৬ ।

বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ১১৩১৬ ; বর্ণবেশ ভেদ তাতে ২২০১৫৬ ; বর্ণযাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের ২২০১৪৫ ; বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ ১৮৪২ ।

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ২১১২২ ; বর্ষান্তরে আইলা সব ৩১৬৩ ; বর্ষান্তরে পুন তাঁরা ২১৬১২ ; বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা ৩৬২৬১ ; বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ৩১১৭৪ ; বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ৩২১৬০ ; বর্ষান্তরে সব ভক্ত ৩১০১২ ।

বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু ৩২০৩১ ।

বর্ষে স্থির তড়িগণ ৩১৮৮৩ ।

বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ ২১৪২৩ ; বলগণ্ডি ভোগের বহ ২১৬৫২ ; বলদেব-প্রকাশ পরব্যোমে ১১৩১৩ ; বলদেব-সুভদ্রায়ে ২১৩১৮ ; বলভদ্র কৈল তারে মথুরা ২১২২৬ ; বলভদ্র ভট্টাচার্য কহিয়াছে ৩৩৬৮ ; বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখে ২১১৩৮ ; বলভদ্র ভট্টাচার্য পণ্ডিত ২১২২২ ; বলভদ্র ভট্টাচার্য পাক ২১১৩৫ ; বলভদ্র ভট্টাচার্য

ভক্তি ১১০১৪৪; বলভদ্র ভট্টাচার্য রহে মাত্র ২১১২২৪; বলভদ্র ভট্টাচার্য সঙ্গে ২১১১১২; বলভদ্র ভট্টাচার্য স্থানে
স্ব ৩৪১২০১; বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেম ১১১১৩১; বলরামাচার্য গৃহে ভিক্ষা ৩৩১৩০; বলরামে দেখি যেন ১৫১৪৮।

বলভদ্র চৈতন্যদাস ১১২১৮১; বলভদ্রট করে তাসভার ২১২১১০০; বলভদ্রটের হয় বাল্য ৩১১১৩২;
বলভসেন এই ২১১১১২; বলভাষ্যের কণা দেখে ১১৫১২৫।

বলাই পুরোহিত তারে ৩৩১৮৮; বলাই পুরোহিতে কহি ৩৩২০১; বলাৎকারে ধরি প্রভু ৩৪১১৪৪;
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে ৩৪২০।

বলিতে না পারে কিছু ১১১১১০১; বলিতে না পারে বালক ৩৩১১; বলিতে লাগিল হাতী ৩১৩১৫৪;
বলিতে লাগিলা তাঁরে ৩৩২২৬; বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন ২১৩১১।

বলে ছলে সবু দেন ২১২১১৬১।

বসন্তকালে রাসলীলা ১১১১২১৪; বসন্ত নবমী হোড় ১১১১৪১; বসন্তরজনী পুষ্পোতানে ৩২০১২৮;
বসাইল সভামধ্যে ১১১১৩০; বসাইলা তাঁরে প্রভু ১১৩১২৮; বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে ১১৩১২৬; বসি আছেন মহাপ্রভু
২১০১২১; বসি আছেন যেন কোটি তাম্রাণ্ড; বসি নাম লয় পুরী ২৪১৩৩; বসি পাদ চাপি করে ৩১২১৬২; বসি
প্রভু করে কৃষ্ণনাম ২৪১১১; বসি ভট্টাচার্য মনে ২১৩১০; বসি মহাপ্রভু কিছু ২১৩১২২৫; বসিতে আসন দিয়া
২১৩১০২; বসিতে আসন দিলা ২১০১০; বসিয়া আছেন সূত্রে ১১৪১৩২; বসিয়া করিল কিছু ১১১১৫৮; বসিয়াছে
হাথে তোত্র ২১২১৩; বসিল সভার পথশ্রান্তি ২১৩১১৪২; বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ ২১২১১৬২; বসন্তঃ পরিণামবাদ
১১১১১৬; বসন্তঃ বুদ্ধি গুরু নহে ২১২১২০; বসন্তঃ প্রভু যবে কৈল ৩৪১১৮২; বসন্তঃ সরস্বতী অন্তর্ভুক্ত ১১৩১২১;
বসন্ততত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে ২১৩১৮১; বসন্তনির্দেশ আশীর্বাদ ১১১৫; বসন্তনির্দেশ-রূপ মঙ্গলা ১১২১২; বসন্ত প্রকাশিত
করে ১১১৪৮; বসন্তগুপ্ত দোলা চড়ি ১১৩১১৩; বসন্ত নাহি নিল তেঁহো ২১২১১১; বসন্ত পাইয়া আনন্দিত ২১২১৩৫;
বসন্ত-পীঠ-গৃহসংস্কার ২১২৪১২৪৫; বসন্তপ্রসাদ লৈয়া তবে ২১১১১৩; বসন্ত স্থান ঝাড়ি পড়ে ২১২৪১২৩।

বহিরঙ্গব্যুৎক্রো তোমায় ৩৪১১৬৫; বহিরঙ্গা মায় তিনে ২১৩১৪৬; বহির্দ্বারে আছে কালিদাস ৩১৩১৫০;
বহির্বস্ত্র ঘটপট ১১১১৫৫; বহির্বাস লঞা করে ৩১৪১২১; বহির্বাসে করি ফেলায় ২১২১৮৫; বহির্বাসে বান্ধি সেই
২৪১১৩৮; বহির্বাসে শোয়াইল ৩১৮১১০।

বহু কাস্তা বিনা ১৪১৬২; বহু গ্রন্থ কলাভাস ব্যাখ্যান ২১২১৩৪; বহু জন্ম করে যদি ১৮১১৫; বহু জন্ম পুণ্য
করে ৩১৩১২২; বহু জন্ম পুণ্যকলে ২১১১৪৬; বহু জ্ঞাতীগোষ্ঠি তোমার ২১৫১২৫; বহু তৈল দিয়া কৈল ২৪১৫২;
বহু দিন আচার্য গোসাঞি ২৩১১৫৫; বহু দিন তোমার পথ ২৪১৩৮; বহু দিন পর্যন্ত গ্রাম ৩৩১১৫৫; বহু দিন
মনোরথ তোমা ৩১১১৬; বহু দূর হৈতে আইলাও ২১২১৬০; বহু দৈন্ত্য করি প্রভুর ৩১১৪৫; বহু দিনের অপরাধে
৩৩১৩৩; বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল ২৪১১৫; বহু নাচাইলে আমায় ২৩১১০৩; বহু নৃত্য করি পুন ২১৩১৪২;
বহু নৃত্য কৈল প্রভু ২১৩১১২; বহু নৃত্যগীতে কৈলা ২৪১১৪; বহু ধন দিয়া ছই ২১২১৩; বহু পরিশ্রমে চন্দন
২৪১১৮৬; বহু মূল্য উত্তম প্রসাদ ৩১০১১০৬; বহু মূল্য দিয়া আনে ২১১১৮৮; বহু মূল্য প্রসাদ সেই ৩১৩১৮৪;
বহু মূল্য বস্তু প্রভুর মস্তকে ২১৫১২২; বহু মূল্য ভোট দিবে ২১২১৮১; বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ ১১১১২৮৩; বহু যত্নে
সেই পুঁথি ২১২১২৪; বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্ত ১১৩১২; বহু শীতল জলে ২৪১৩১; বহু শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভুর
২১১১১৮; বহু সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন ২১৩১২১০; বহু স্তুতি করি কহে ২১১১৪০; বহুক্ষণ আইলা মোরে ৩৫১২১;
বহুক্ষণ নৃত্য করি ২১১১২০২; বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম ৩১৪১৬৬; বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ২১৩১৬।

বহুত উৎকর্ষা তাঁর ২১৩১১১; বহুত উৎকর্ষা মোর ২১৩১৮১; বহুত প্রসাদ পাঠায় ২১৩১২৩; বহুত
প্রসাদ সার্কর্ভোম ২১৩১০; বহুত সম্মানী যদি ২১৫১২৫ বহুত সম্মান আসি ২১৩১২৮; বহুত সম্মান করি ৩৫১৬৫;
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসে ৩১৩১১৬।

বাইশ বড়া জল দিলে ১১০১৪২; বাইশ পশার উপর ৩১৬৪৭; বাইশ পশার তলে ৩১৬৩৮।

বাউলকে কহিয় ইহা ৩১২১২০; বাউলকে কহিয় কারে ৩১২১২০; বাউলকে কহিয় লোকে ৩১২১২০; বাউলকে কহিয় হাটে ৩১২১২০; বাউলিয়া বিশ্বাসেরে ১১২১৩৪।

বাকী কোড়ি বাদ ৩১২১৩১; বাক্যদণ্ড করি করে ৩৩৪৪; বাক্যে কহে মুক্তি চৈতন্তের ১৬৮০।

বাচস্পতি কর জল ২১৫১৩৬; বাচস্পতিগৃহে প্রভু ২১৬২০৪; বাচাল কহিয়ে বেদ ৩৫১৩১।

বাছা ভরি আবাদিল ১৪১০১; বাছা হৈল গোপালের ২১৮৪০।

বাট দেখে সেই বালক ২৪১৩২; বাটা ভরি দিয়া বৈল ১১৪১২১।

বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ ২১৫১৭২।

বাড়িয়া পশ্চিম দিশা ১১০১৮৪; বাড়িয়া ব্যাপিল সভে ১১২৩১।

বাণবিন্দু ভগ্নপাদ ২১২৪১৫৩; বাণীনাথ আইলা অর ২১১১১৬৬; বাণীনাথ আর যত ২১৪১২১; বাণীনাথ কানীমিশ্র ২১৬৪৪৪; বাণীনাথ কি করে ৩১২৫৪; বাণীনাথ ঠাঞি দিল ২১১১৬৫; বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে ২১০১৫২; বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ ৩১১১৭২; বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া ২১৪১২১; বাণীনাথ বসু আদি ১১০১৭২; বাণীনাথ বহু প্রসাদ ২১৬২৭৭; বাণীনাথ ব্রহ্মচারী ১১২১৮১; বাণীনাথ শিখি আদি ২১৬২৫২; বাণীনাথাদি সবংশে ৩১২৩৩।

বাৎসল্য আবেশে ১৪১১০০; বাৎসল্য দাস্ত সখ্য ১১৭১২৮৭; বাৎসল্য ভক্ত মাতাপিতা ২১২১১৬৩; বাৎসল্য রতি মধুর রতি ২১২১১৫৮; বাৎসল্য সখ্য মধুরে ত ২১২১১৬৮; বাৎসল্যে করুণা করে ২৬১০২; বাৎসল্যে গাঁবী প্রভুর ২১৭১১৮৪; বাৎসল্যে মাতাপিতা ২১২৩৪২; বাৎসল্যে শাস্তের গুণ ২১২১১৮৫; বাৎসল্যে হয় তেঁহো ২১২১৬২।

বাতুল না হইও ২১৮১২৫; বাতুল বালকের মাতা ২১৫১৫১; বাতুল হইয়া আমি ৩১২১৮; বাতুলের প্রলাপ করি ২১২৪১২৩৪।

বাদাম ছোহরা ত্রাঙ্কা ২১৪১২৫; বাদিয়ার বাজী পাতি ২১৬২৭০; বাগ্মীত কোলাহল ১১৭১১৬৬।

বানরসৈন্য হয় প্রভু ২১৫১৩৩; বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের ৩১৫১৬৩; বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে ২১৪১৩১; বান্ধুলীর ফুল জিনি ২১২১২১০; বান্ধে সভারে তাতে ৩৫১৩৬।

বাগ্ম্যোষ্ঠা আনহ নহে ৩৬২০; বাপীতীরে তাঁহা যাই ২১৬৪৪২; বাপের ধন আছে জানে ২১০১১১৬।

বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে ২১১১২৩; বামন হঞা যেন চান্দ ৩৬১২৮; বামন হইয়া চাঁদ ২৫১৫১; বামপার্শ্বে ত্রিরাধিকা ১৫১১২৭; বামা এক গোপীগণ ২১৪১১৫৬; বামে বিপ্রশাসন ২১৩১১৬৬; বাম্যস্বভাবে মান ২১৪১১৫২।

বান্ধুবান্ধি-ছলে হৈল ১১৭১৫; বায়ু যৈছে সিদ্ধজলের ৩১৮১১২।

বার বার আকাশে ফেলি ২১৫১২৪; বার বার আসি আমি ৩৩২২; বার বার গোবিন্দ কহে ৩১০১৮৪; বার বার র্ত্তে আর ২১৩১৮২; বার বার নিবেধ করে ৩৩৫; বার বার নিষেধে তবু ৩৪১২২২; বার বার পলায় তেঁহো ২১৬২২৬; বার বার প্রণয় কলহ ৩৭১২২৭; বার বার প্রভু যদি ৩১১০৬; বার বার প্রভুর হয় ৩১২১৩৬; বার মাস প্রভু তাহা ১১০১২৫; বার লক্ষ দেন রাজায় ৩৬১৮; বার লক্ষ মুদ্রা সেই ৩৩১৭২; বার ক্ষীর আনি আগে ২১৬২২।

বারাণসী আইলা ভট্ট ৩১৩১১৫; বারাণসী আইলা সব ২১২১১৪৭; বারাণসী গ্রামে যদি ২১৫১২৬; বারাণসী চলিবারে ২১২১১২৫; বারাণসী ছাড়ি প্রভুর ১৭১১৫৪; বারাণসী দেশ প্রভু ২১৫১১১; বারাণসী পর্য্যন্ত

ব্রজক্ষে ৩১৩৩৩; বারানসী পুরী আইলা ১৭১৪৮; বারানসী বাস আমার ২২৫১২; বারানসী মধ্যে প্রভুর ১১০১৫০; বারানসী হৈল বিভিন্ন ২২৫১২০।

বারো দিনে চলি গেল ৩৬১৮৬।

বালক কহে গোপ আমি ২৪১২৭; বালককালে (প্রভু) তার ৩১২৫৪; বালক-কালে মাতা মোর ২৫১২৮; বালক-দোষ না লয় ২১৫১২৮৫; বালগোপাল মনে তেঁহো ৩৭১৩২; বালকের দিব্য ছাতি ১১৩১১৫; বালকের সৌন্দর্যে পুরীর ২৪১২৫।

বালিশ তথাপি শিশুপ্রায় ৩৫১৩১।

বালুকায় গর্ত করে ৩১১১৬৫।

বাল্যকাল হৈতে তেঁহো ২১৬২২০; বাল্যকাল হৈতে ভোমার ২৩১৬২; বাল্যকাল হৈতে মোর ২৩২২৬; বাল্য চাকল্য করে করহ ২১৪৮২; বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ১১৩১৭; বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান ২১২৩৪; বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম দুইত ১২৮১; বাল্য পৌগণ্ড ধর্মের স্তনহ ২২০৩১২; বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ২২০২১৫; বাল্য বয়স যাবৎ হাথে ১১৩২৪; বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু ১১৩২১; বাল্যভাব প্রকটিয়া ১১৪৩৩; বাল্যভাবচ্ছন্ন তত্ব ১১৪৬১; বাল্যলীলাসূত্রে এই ১১৪৩১; বাল্যলীলার আগে প্রভুর ১১৪৪৪; বাল্যশাস্ত্রে লোক ভোমার ১১৬২২; বাল্যাবধি রামনাম ২৩২৪।

বাসা আদি যে চাহিরে ২১১৫৮; বাসা দিয়া হুট হুটা ৩১২২৫; বাসাঘর পূর্ববৎ সভারে ৩১২৪২; বাসানিষ্ঠা কৈল চন্দ্র ২১২২১০।

বাসি বিশ্বাস নহে ৩১০১২৩।

বাসু কহে মুকুন্দ আগে ২১১১২৫; বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক ২১১১২৮; বাসুদেব উদ্ধার এই ২৭১৪৬; বাসুদেব গদাধর দাস ৩১০১৩৭; বাসুদেব গদাশঙ্ক ২২০১২৩; বাসুদেব গলংকূঠ ৩৪১৮১; বাসুদেব গীতে করে ১১১১৬; বাসুদেব গৃহে পাছে ২১৬২০৩; বাসুদেব গোপীনাথ ২১৩৩২; বাসুদেব জীব লাগি ৩৩৬০; বাসুদেবদত্ত গুপ্ত মুরারি ২১০৭২; বাসুদেব দত্ত প্রভুর ১১০৩২; বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন ২১৪৩৬; বাসুদেব দত্ত মুরারি ৩১০৮; বাসুদেব দত্তের এই ৩১০১১৮; বাসুদেব দত্তের তিহো ১১২৫৫; বাসুদেব দত্তের তুমি ২১৫১৪; বাসুদেব দত্তের তেঁহো ৩৬১৫০; বাসুদেব দামোদর ২৩১৫১; বাসুদেব দেখি প্রভু ২১১১২৩; বাসুদেব নাম এক ২৭১৩৩; বাসুদেব মুরারিগুপ্ত ৩১২৩৭; বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ ২১৬১৫; বাসুদেব মুরারি রাঘব ৩৪১০৩; বাসুদেব মূর্তি কেশব ২২০১৬৪; বাসুদেব সঙ্কর্ষণ ১৫১২০; ১৫১৩৪; বাসুদেবামৃত পদ ২৭১৪৬; বাসুদেবের বিলাস ২২০১৭৪; বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ ২২০১৪৮।

বাস্তব শাক পাক ২৩৪২।

বাহির উত্তানে আসি ২১৬১০০; বাহির হইতে করে ২১৪১১৮; বাহির হইয়া আনিল প্রভু ১১৪৪৪; বাহির হইয়া প্রভু ২১৭১৭৭।

বাহিরে আইলা কিছু ২৪১২১; বাহিরে আসি দরশন ২১২৬১; বাহিরে আসিয়া রাজা ২১৬১০২; বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্তে ৩১৬৩৩; বাহিরে একমুষ্টি পাছে ২৩৬০; বাহিরে কহেন কিছু করি ৩১১৩০; বাহিরে জড়িয়া অন্তরে ৩১৭১৬; বাহিরে দুর্গামণ্ডপে ৩৬১৫৩; বাহিরে দেবীমণ্ডপে ৩৬১৫৭; বাহিরে না কহে বস্ত ২৩২২২; বাহিরে না প্রকাশয়ে ৩৬৩; বাহিরে নাগররাজ ২২১৭; বাহিরে পড়িয়া আছে ২১১১৩৭; বাহিরে প্রতাপরত্ন লৈয়া ২১৩৮৫; বাহিরে প্রভুর তেঁহো ২৩২০১; বাহিরে ফুকারে লোক ৩৩১০; বাহিরে বামতা ক্রোধ ২১৪১৮৫; বাহিরে জ্বরসনা করে ১১৪৫৩; বাহিরে রহিয়া এবে ৩২২২; বাহিরে হাসিয়া কিছু ১১২৩১।

বাহুড়িয়া সেই দেশ ৩৬১৮১; বাহু তুলি প্রভু যোলে ২২৫১২২; বাহু তুলি বোলে প্রভু ১৭১৫২; ২১২৬২; ২১৭১৭৮; বাহু তুলি হরি বলি ১৩৪২।

বাহু অন্তর ইহার ২২২৮২; বাহু অর্থ করিবারে ৩৩৪৭; বাহু অর্থ যেই লয় ৩৭১৫২; বাহু জান নাহি সেকালে ২১১৪৭; বাহু প্রকাশিতে এসব ৩৩৮৩; বাহু বিকার নাহি ২১৮১৪৬; বাহু বিরহনার ৩৩৩৫; বাহু বিরহে তাহা ৩৩৩০; বাহু বৈরাগ্য বাতুলতা ২১৬২৪১; বাহু সাধকদেহে করে ২২২৮২; বাহু হৈলে হয় যেন ৩১৪৩৪।

বাহু এক ছার তার ২১৫২০৪; বাহু কিছু রোষভাস ২১৩১৭৭; বাহু কৃত্য করে প্রেমে ৩১৬২৬; বাহু বিষজালা হয় ২২৪৪; বাহু রাজবৈজ্ঞ ইহা ২১৫১২০।

বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ ৩২০১২২; বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের ২২৫২১০; বিংশতি বৎসর ঐছে ২১১৪৫।

বিচার করিয়া তাহা কর ২১৭৩৪; বিচার করিয়া যবে ২২৪১২৪; বিচার করিয়ে যদি ১৪১২৭; বিচার করিলে চিন্তে ১৮১৪; বিচার করেন লোকের ১৩৭৮; বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি ১১৬২১; বিচারি কবিত্ব কৈলে ১১৬৮০; বিচারি দেখিয়ে যদি ১৪২০৬; বিচারিতে উঠে যেন ২৮৮১; বিচারিতে এক শ্লোক ১৩৮৩; বিচারিয়া কহে কাজী ১১৭১৬১; বিচারিয়া গুণদোষ ১১৬৪৮; বিচ্ছেদ-দ্ব্যর্থিতা জানি ৩১২৪; বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু ২১৭২১।

বিজয় আচার্য্য গৃহে ১১৭২৩২; বিজয় পণ্ডিত আর ১১২৬৩; বিজয়া দশমী আইলে ২১৬২২; বিজয়া দশমী দিনে করিল ২১৬২৩; বিজয়া দশমী লক্ষা বিজয়ের ২১৫১৩৩; বিজাতীয় ভাবে নহে ১৪২২১; বিজাতীয় লোক দেখি ২৮২৬; বিজ্ঞ জ্ঞানের হয় যদি ২২২৫২।

বিষ্ঠল ঠাকুর দেখি ২১২৫৫।

বিড়া খাওয়াইয়া কৈল ৩৬১২০।

বিভাগ ছল নিগ্রহাদি ২৬১৬১।

বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য ৩৫১০৪; বিদগ্ধ চতুর ধীর ২১৫১৪০; বিদগ্ধনাথ আর ৩১১১২; বিদগ্ধ বৃদ্ধ সঙ্গ ২১৩১৩৭; বিদগ্ধ ললিত মাধব ৩৪২১৬।

বিদায় করিল প্রভু ২৩১৮২; বিদায় করেন তারে শক্তি ২১৭২৬; বিদায় লঞা রায় আইলা ২১২৬৩; বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা ২১১৪৩; বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ২৮১৮২; বিদায় হইয়া মিশ্র ৩৫১৩০; বিদায়ের কালে তারে ২৮২৪৭।

বিদ্যুরের ঘরে কৃষ্ণ ২১০১৩৫।

বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহা ২১১৭৩; বিদ্যানিধি বাসুদেব ২১২৪১; বিদ্যানিধি সে বৎসর ২১৬৭৫; বিদ্যানিধির জলযুক্ত ২১৪৭৮; বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ২১০১১৩; ৩১৭৫; বিদ্যাপতি জয়দেব ১১৩৪০; বিদ্যাপুরে নানা মত ২৮২৫২; বিদ্যাবলে পাইল প্রভুর ১১৬১০২; বিদ্যাবলে সভা জিনি ১১৬২২; বিদ্যাজ্ঞ-বুদ্ধি বলে ২১৬২৬০; বিদ্যার প্রভাব দেখি ১১৬৭৭।

বিদ্যুৎ প্রায় দেখা দিয়া ৩১৪৭৩।

বিদ্যোভ্যন্তে কাহাকেও ১১৭১৪।

বিধি জড় তপোবন ২২১১১২; বিধিধর্ম ছাড়ি ভজ ২২২৮০; বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র ২২৪১৩; বিধি ভক্ত রাগভক্ত ২২০১২০৬; বিধিভক্তি সাধনের ২২২৮৪; বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ ২২৪২০২; বিধিভক্ত্যে প র্যদেহে

২২৪১৬২; বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব ১৩১৩; বিধিভব নারদ ১৩৪৩; বিধিমত কৈল তেঁহো ২৮১৩; বিধিমার্গে না পাইয়ে ২৮১৮২; বিধিমার্গে ভক্ত যোড়শ ২২৪২১১; বিধি মোরে হিন্দুকুলে ২১৬১৭২; বিধি-রাগ-মার্গে চারি ২২৪২০৮; বিধি রাগমার্গে সাধন ২২৪২৬১; বিধি-শিব নারদ মুখে ২২৪৮৮; বিধির করে ভৎসন ৩১২৪২।

বিধেয় আগে কহি ১১৬৫৪; বিধেয় কহিয়ে তারে ১২১৬২।

বিনিতি করিয়া বোলে ৩৬২৩; বিনয়-করিয়া কহে ২৫৪৮; বিনয় করিয়া বিদায় ২১২২০; বিনয় করিয়া ভট্ট ৩৭৫; বিনয় ভকীতে কারো ছুখ ১১৬৪; বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু ২৬২২৩; বিনা দানে এত লোক ২১১৫২; বিনা পাপ ভোগে হবে ২১৫১৬৭; বিনামূল্যে দেয় গন্ধ ৩১২২২; বিনোদিনী লক্ষীর হয় ২২১১১।

বিপুল আয়তাকর্ণ ২২১১১০।

বিপ্র অম্বুবাদ ১২১৬৩; বিপ্র কহে এই তোমার ২২২২৩; বিপ্র কহে জীবনে মোর ২২১৭২; বিপ্র কহে তুমি আমার ২৫১৭; বিপ্র কহে তীর্থবাক্য ২৫১৩০; বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ ২২১২৭; বিপ্র কহে নামাভাসে ৩৩১৮৫; বিপ্র কহে পাঠান ২১২১৫৮; বিপ্র কহে পুত্র যদি ১১৪৮৮; বিপ্র কহে প্রতিমা হৈয়া ২৫১২৪; বিপ্র কহে প্রভু মোর ২২১৬৭; বিপ্র কহে প্রয়াগে ২১৮১৩৩; বিপ্র কহে মূৰ্ত্তি আমি ২২১২২; বিপ্র কহে জন লোক ২৫১৫৬; বিপ্র কহে ত্রীপাদ ২১৭১৫৭; বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি ১১৬৪৩; বিপ্র কহে সাক্ষী বোলাঞা ২৫১৪১; বিপ্র কহে হও যদি ২৫১২২; বিপ্রগৃহে আসি প্রভু ২১২৪৪৪; বিপ্রগৃহে গোপালের ২১৮১২৬; বিপ্রগৃহে বলি আছেন ২২১২৫২; বিপ্রগৃহে স্থল ভিক্ষা ২১২১১৬; বিপ্র লাগি কর তুমি ২৫১২৫; বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু ২১৭১২৮; বিপ্রসভায় শুনে তাই ২২১৮৫; বিপ্রত্ন বিখ্যাত ১২১৬৪; বিপ্রলম্ব চতুর্দিক ২২৩৪৩।

বিপ্রে উপহাস করি ২১৭১১১; বিপ্রে কুষ্ঠ শুনি ৩৩২০১; বিপ্রে আক্ষপাত খাইলু ৩১১২২।

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে ২৬১৫৬; বিবর্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত ২২৫১৩৩; বিবাহ করিলে হৈল ১১৩২৫; বিবিধ উক্ত্য করে ১১৬৫; বিবিধান সাধন-ভক্তি ২২২১৬০।

বিকোবাক মোটায়িত ২১৪১৬৪।

বিক্তবতি ক্রিয়ায় ১১৬৬২; বিভা না করিহ বলি ৩১৩১১১; বিভাব অম্বুবাদ সাক্ষিক ২২৩২৮; বিভিদ্ভাংশ জীব তাঁর ২২২১৭; বিভুরূপে ব্যাপে ২২৪১৭; বিভূতি কহিয়ে যৈছে ২২০৩১১।

বিমনা হইয়া ভট্ট ৩৭৭৩।

বিন্নড়ি কদমা তিলা ২১৪১২২।

বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো ২১০৭৭; বিরক্ত স্বভাব কতু রহে ৩৮১৩৬; বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি ২১২১৩৫; বিরজার পারে পরব্যোমে ২২০২৩৩; বিরহ-বেদনায় প্রভুর ৩৬৫; বিরহ সমুদ্র জলে ২১৩১৩৫; বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর ১১৬১২; বিরহে আলাননাথ ২১১১৩; বিরহে কৃষ্ণকুর্ন্তি ২২৩৪১; বিরহে বাটিল প্রেম ২১৩১১৬; বিরহে বিহ্বল প্রভু ২১১১৬; বিরহে ব্যাকুল প্রভুর ৩১২৫৫।

বিন্নাট ব্যাটী জীবর তেঁহো ২২০২৫৩।

বিরুদ্ধমতি ভয়ক্রম ১১৬৫২; বিরুদ্ধমতিক্রম নাম ১১৬৫৮; বিরুদ্ধমতিক্রম শব্দ শাস্ত্রে ১১৬৬০; বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি ১২১৭৩।

বিরোধালকার ইহা ১১৬৭৫।

বিলম্বইল যারে তারে ১৮১৮; বিলাপ করেন ছুঁহার ৩১৫১০; বিলাপ করেন স্বরূপ ৩১৫১২৩; বিলাস

চৈতন্যদ্বীপী ১২২৫ ; বিলাস-স্বাংশের ভেদ ২২০১২৫৩ ; বিলাসাদি ভাব-ভূষার ২১৪১১৭৬ ; বিলাসের বিলাস ভেদে ২২০১৫৪১

বিজয়মঙ্গল কহিল যেই ২১০১১১১।

বিশ জনা তিন ঠাই ৩৬৬২ ; বিশ পঞ্চদশবার ৩৬১৪২ ; বিশ বিশ শাখা করি ১২১১৬।

বিশাখাকে কহে আপন ৩১৫১১১ ; বিশাখাকে রাখা যৈছে ৩১৫১৫৫ ; বিশারদের সহায়্যায়ী ২১৬৫২।

বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে ১৪১১৩২ ; বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম সর্ব ২১৫১১৩২ ; বিশুদ্ধ নির্মল যেন দশবাণ ২১৪১১৬১ ; বিশুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্র ১১৪১৮৬।

বিশেষ রাজার আজ্ঞা ২১২১৭২ ; বিশেষে কার্যস্বস্তি ৩৬২২২ ; বিশেষে ঠাকুরের তাই ৩৪১২২১ ; বিশেষে তাহার ঠাঞি ৩২১৪৬ ; বিশেষে দুর্গম এই ৩৫১১০২ ; বিশেষে শ্রীহন্তে প্রভু ২১১১১০২ ; বিশেষে সেবন করে ১১৩১৭৬।

বিশ্বস্তর জগন্নাথ ২১৩১২২ ; বিশ্বস্তর নাম ইহার এইত ১১৪১১৬ ; বিশ্বস্তর নাম ইহার তাঁর ইহো ২১৬৫১ ; বিশ্বস্তরের কুশল হউক ১১৪১৭৮ ; বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি ২১৭১১০ ; বিশ্বরূপ শুনি ঘর ১১৫১১০ ; বিশ্বরূপ সম না করিহ ২১৩১৪০ ; বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ২১৭১২২ ; বিশ্বের সৃষ্টি করে নিমিত্ত ১৬১১২ ; বিশ্বসৃষ্টাদিক কৈল ২২০১২২২।

বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর ২১৬১১৬৮ ; বিশ্বাস করহ তুমি ২১২১৮০ ; বিশ্বাস করি চন্দন দেহ ২১৪১১৬০ ; বিশ্বাস করি শুন, তর্ক ২১৮১২৫২ ; বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন ৩১৬১৫৭ ; বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া ৩৩২১৫ ; বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্য ৩২১১৬২ ; বিশ্বাসস্থানার কার্যস্থ ৩১৩১২০ ; বিশ্বাস যাইয়া তাঁহার ২১৬১১৭৬ ; বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় ২১৮১২৬০ ; বিশ্বাসেরে কহে তুমি ১১২১৩৬।

বিশেষ অবতরি ধরে ২১২০১২২৮।

বিশ্রান্ত প্রধান সখ্য ২১২১১৮৩ ; বিশ্রাম করিতে সডে ২১১১১২৫ ; বিশ্রাম করিয়া কৈল ২১৪১২২৪ ; বিশ্রাম করিল প্রভু ২১২১১৩২।

বিষ খাঞা হরিন্দাস ৩২১১৫৪ ; বিষ হইয়া প্রভু নিজ ৩১৪১৩৩ ; বিষকূপ হৈতে করিল ২১২১৪৮ ; বিষ ছাড়িয়া তুমি ২১৮১২৪৮ ; বিষ জাতীয় স্মৃৎ ১৪১১১৫ ; বিষ-নিমগ্ন লোক দেখি ১১৩১৬৫ ; বিষ-বিশ্ব আচার্য্য ৩২১৮৭ ; বিষ-ভোগ খণ্ডাইল ২১২০১৮৫ ; বিষ লাগি ভোমায় ভজে ৩২১৬৮ ; বিষ-স্মৃৎ দিতে প্রভুর ৩২১১২২ ; বিষ হইয়া সন্ন্যাসীয়ে ৩৫১৭৭ ; বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট ১১২১৪৮ ; বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন ৩৬২৭৩ ; বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস ৩৬২৭৪ ; বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি ৩৬২৬২ ; বিষয়ীর বার্তা শুনি ৩২১৬৫ ; বিষয়ীর ভাল মন্দ ৩২১২১।

বিবাদ করিয়া কিছু ২১১১৩৫ ; বিবাদ করেন কাম বাণে ২১৮১৮৭ ; বিবাদে বিহ্বল সডে ৩১৮১৪০।

বিবাহী হাজরা ১১১১৪৭ ; বিষ্ণুকাঞ্চি আসি ২১২১৬৩ ; বিষ্ণুকাঞ্চিতে বিষ্ণু ২১২০১৮৬ ; বিষ্ণুদাস ইহো ধ্যায় ২১০১৪৩ ; বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় ৩৩৫৫ ; বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ ১৪১১২ ; বিষ্ণু নিন্দা আর নাই ১১৭১১০ ; বিষ্ণুপাদোৎপত্তি ১১৬১৭৭ ; বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী ১২১১২ ; বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা ২১২২১৬৬ ; বিষ্ণুশ্রী শঙ্কর ২১২০১২৭ ; বিষ্ণুরূপ হঞা করে ২১২০১২৪৭ ; বিষ্ণু সমর্পণ কৈল ২১৩৩৮ ; বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা ১১৪১৩৬ ; বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি ১১০১৬২।

বিসূচিকা ব্যাধিতে ২১৫১২৬৬।

বিস্তার করিয়া তাহা ৩১৭৬২ ; বিস্তার দেখিয়া কিছু ১১৮১৪৩ ; বিস্তার বাণীয়াছেন দাস ২১৫১১২ ; বিস্তারি করিয়াছেন উক্ত ২১৪১৩ ; বিস্তারি কহা না যায় ২১২৩৬৭ ; বিস্তারি কহিব আগে ১১০১৪৮ ; বিস্তারি বর্ণিতে পারে

২১৮১২৫৪; বিস্তারি বর্ণিরাছেন দাস বৃন্দাবন ২১৩২১৪; ২১৫১৩০; ২১৬১৫৫; বিস্তারি বর্ণিরাছেন প্রভু বৃন্দাবন ১১৭১১৩২; বিস্তারি বর্ণিরাছেন বৃন্দাবন দাস ২১৬৮০; ২১৬২১২; বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ ১১৭১৩২০; বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ১১৭১১৩৬; ১১৭১২৬৭; বিস্তারিয়া বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবন ১১৫১২৮; বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব ২১৬২৫৫; বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব ২১৬৮২; বিস্তারিয়া বর্ণিরাছেন ১১৩০৪৫; বিস্তারিয়া বেদব্যাস ১২০১৭৭; বিস্তারে না বর্ণি ১১১৬৩; বিস্তিত হঞা করে তাঁর ভাৱ ২০৮; বিস্তিত হইয়া ব্রহ্মা ২১২১৪৬; বিস্তিত হইলা গোপীনাথের ২৪১১৫; বিস্তিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী ১১৬১৩০; বিস্তিত হইয়া মাতা ১১৪১৭১।

বিহারী কৃষ্ণদাস ১১১১৪৪।

বীজ ইন্দু রস শুভ ২১২০২৩; বীজনাথি করি প্রভুর ১১৫৮০; বীজংস স্পর্শিতে নাহি ১৪১১৪০।

বুঝ বা না বুঝ কিছু ২১৬১১৭; বুঝন না যায় ভাব ২১৩২২৭; বুঝন না যায় এই মহা ১২১২৫; বুঝিতে না পারি ভেঁছে ২১১২৬৬; বুঝিতে না পারে কেহো ছুই প্রভুর ২১৫১৫৫; বুঝিতে না পারে কেহো যত্নি ১১৪১৪; বুঝিতে না পারে যাহা ১১৪১৫; বুঝিতে না পারি লীলা ২১২০১৩০; বুঝিতেহে আমা সভার ২১৪১৮৮; বুঝিবার ভরে সেই ২১৬১২০; বুঝিবে রসিকভক্ত ১১৪১৮২।

বুড়া ভর্তা হবে আর ১১৪১৫৫।

বুদ্ধির গোচর নহে ১১৪১৫৬; বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল ১১৫১২০; বুদ্ধি প্রবেশ নহে তাতে ১২০১৬৮; বুদ্ধি আই হৈল তোমার ১২১২৩; বুদ্ধিমন্তধান নন্দন ২১৩১৫১; বুদ্ধিমন্তধানের এই ১১০১১৮; বুদ্ধিমানের অর্থ যদি ২১২৪১৬৪; বুদ্ধি, স্বভাব—এই ২১২৪১২; বুদ্ধে রমে আত্মারাম ২১২৪১২২।

বুদ্ধ জরাতুর আমি ১২০১৮৪; বুদ্ধ মাতাপিতা যাই ১১৩১১২; বুদ্ধকালে রূপগোসাঞি ২১৮১৪০; বুদ্ধকাশী আসি কৈলা ২১৩১৩২; বুদ্ধকুমাণ্ডবড়ীর ২১৫১২১০; বুদ্ধকোল তীর্থে তবে ২১৩১৬৬; বুদ্ধা তপস্বিনী আরে ১২১১০৩।

বৃন্দাবন সত্তার ১১৮১৮৮; বৃন্দাবন ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর ২১৪১২০; বৃন্দাবন ক্রীড়ায় সহায় ২১৪১২১; বৃন্দাবন গমন প্রভুর ২১৮১২১৩; বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক ২১৭১৩৬; বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন ২১৩১৩৬; বৃন্দাবন চলিলা প্রভু ২১৮১৩০; বৃন্দাবন ছাড়িব জানি ২১৮১৪৫; বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন ১১৬১২৪; বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য-মন্ডলে ১১৭১৩২; ১১৭১৩২০; বৃন্দাবন দাস কৈল ১১৮১৩১; ১১৮১৪০; বৃন্দাবন দাস তাহা ১১৫১২২; বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর ১১১১৫১; বৃন্দাবন দাস পদে ১১৮১৩৬; বৃন্দাবন দাস প্রথম ১২০১৬৪; বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ২১৪১৪; বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা ১১৮১৩৫; বৃন্দাবন দাস যাহা ১১৩১০০; বৃন্দাবন দেখি যাব ২১৬১২৩৮; বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকর্ষা ২১৪১১৬; বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা ২১৪১২২; বৃন্দাবনদাসের পদে ১১৮১৭৬; বৃন্দাবন পথ প্রভু ২১৩১৫; বৃন্দাবন পুরন্দর ১১৫১২০; বৃন্দাবনবাসী ভক্তের ১১৮১৪৫; বৃন্দাবন বিহার করে ২১৪১২৪; বৃন্দাবন ভ্রমে তাই পশিল ১১৫১২৭; বৃন্দাবন ভ্রমে যাই করিল ১২০১১৭; বৃন্দাবন ভ্রমে যাই প্রবেশ ১১৫১৮৩; বৃন্দাবন মথুরাদি ১১০১৮৫; বৃন্দাবন যাইতে কৈল ২১১১৩৮; বৃন্দাবন যাইতে তাঁর ২১৬১২৪৭; বৃন্দাবন যাইতে তৌহো ১১৪১৫১; বৃন্দাবন যাইতে প্রভু ১১৭১৩৮; বৃন্দাবন যাত্রার এই ২১১২১০; বৃন্দাবন যাব আমি ২১৬১২৫৪; বৃন্দাবন যাব কাঁহা ২১৬১২৭১; বৃন্দাবন যাবার এই ২১৬১২৬৪; বৃন্দাবন যাবেন প্রভু ২১১১৪৫; বৃন্দাবন যাহ তুমি ১১১১৬১; বৃন্দাবন শোভা দেখি ২১৮১৭০; বৃন্দাবন সম এই উপবন ২১৪১১১; বৃন্দাবন সম্পদ কেবল ২১৪১২১; বৃন্দাবন সম্পদ তোমার ২১৪১২০৫; বৃন্দাবন স্থানের দেখ ২১২১২২; বৃন্দাবন হৈতে আসে ২১৮১৮৫; বৃন্দাবন হৈতে তুমি ২১২১২০২; বৃন্দাবন হৈতে প্রভু ১১৮১৮; বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল ২১১২৩৫; বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে ২১৮১৩২; বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত

নবীন ২৮১০০ ; বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ ২১৪১১ ; বৃন্দাবনে আইলে তার ২২৫১৩৬ ; বৃন্দাবনে আসি প্রভু ২১৮১৭০ ; বৃন্দাবনে উদয় করাহ ২১৩১২১ ; বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষে ১৮১৪৬ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা ২১৮১০০ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইল ৩১৪১৮ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার ৩৪২০০ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব ২২৩৫৫ ; বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমুখি ১১০১৮ ; বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে ২৫১১২ ; বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্য ২১২০১ ; বৃন্দাবনে ভুবে যদি ২১৮১৩০ ; বৃন্দাবনে তরুলতা ৩১৮১২ ; বৃন্দাবনে ছুই ভাইর ১১০১২২ ; বৃন্দাবনে দেবীগণ ৩১৮১২ ; বৃন্দাবনে নাটকের ৩১৩০ ; বৃন্দাবনে পাঠাইলেন ১১৭১৫৩ ; বৃন্দাবনে পুন কৃষ্ণ ২১৮১৮৪ ; বৃন্দাবনে প্রজাগণ ৩১৪১৪৫ ; বৃন্দাবনে বৈস তাই ৩১৪১৩৭ ; বৃন্দাবনে বৈসে যত ১৫১২০৪ ; বৃন্দাবনে যাইতে পথে ২১৭১২১২ ; বৃন্দাবনে যাহ তাই ১৫১১৭৩ ; বৃন্দাবনে যে করিবেন ৩৪১২৮ ; বৃন্দাবনে যোগপীঠ ১৫১২৫ ; বৃন্দাবনে সাহজিক ২১৪১২০৬ ; বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর ২১৭১২১৭ ; বৃন্দাবনে হৈলে তুমি ২১৮১০০ ; বৃন্দাবনের পিলু খাইতে ৩১৩১৭৫ ; বৃন্দাবনের ফল বলি ৩১৩১৭৩ ।

বৃষ অন্ন উপজায় ১১৭১৪৭ ; বৃষ হৈয়া কৃষ্ণসনে ১৫১১১২ ।

বৃহৎ সহস্রনাম পঢ় ১১৭১৮৪ ; বৃহৎবস্ত্র ব্রহ্ম কহি ১১৭১৩১ ; বৃহৎপতি তৈছে শ্লোক ২৩১৮৬ ।

বৃক্ষ ডালে শুকশারী ২১৭১২৮ ; বৃক্ষবলী প্রফুল্লিত ২১৪১২৫ ; বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত ২১৭১৪২ ; বৃক্ষে যেন কাটিলেহ ৩২০১৮ ; বৃক্ষের উপরে শাখা ১২১২২ ; বৃক্ষের দ্বিতীয় স্বরূপ ১১২১২ ।

বেড়া কীর্তনের তাই ৩১০১৫৬ ; বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু ২১১১২০৭ ।

বেণু ধ্বং পুরুষ হঞা ৩১৬১১৬ ; বেণুনাথ অমৃতঘোলে ৩১৭১৩৬ ; বেণুনাথ শুনি আইলা ৩১৪১০২ ; বেণুশব্দ শুনি আমি ৩১৭১২২ ; বেণুকে জানি নিজ জ্ঞানি ৩১৬১৩৮ ; বেণুর খুটাধর-রস ৩১৬১৩৬ ; বেণুর তপ জানি যবে ৩১৬১৩২ ।

বেজ বেণু দল শৃঙ্গ ২২১১১৬ ।

বেদ আত্মা যৈছে মাতা ২৩১৮৩ ; বেদগুহ্য কথা এই ১৫১৩১ ; বেদধর্ম করি করে ১৮১৭ ; বেদধর্ম লভি কৈল ২৬১২২ ; বেদধর্ম লোক ত্যজি ২৮১১৭৭ ; বেদধর্মাতীত হৈয়া ১১১১৬ ; বেদ না মানিয়া বোদ্ধ ২৬১৫২ ; বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ২১২১২২ ; বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক ২১২১২২ ; বেদপুংগে এই ১১৭১৫৪ ; বেদপুংগে কহে ২৬১৩১ ; বেদপুংগেতে এই ২২১১৭২ ; বেদমতে কহে সেই ২২৫১৪৪ ; বেদমত্রে শীঘ্র করে ১১৭১৫৫ ; বেদময় যুগি তুমি ১১৭১৪১ ; বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ ২২২১২ ; বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ ২২০১০০ ; ২২০১২৬ ; বেদস্ততি হৈতে হরে ১৪১২৩ ।

বেদাদি সকল শাস্ত্রে ২২০১২৭ ; বেদান্ত না শুন কেনে ১৭১২৬ ; বেদান্ত পঠন ধ্যান ১৭১৬৭ ; বেদান্ত পঢ়াইতে তবে ২৬১১২ ; বেদান্ত পঢ়াও ২৬৫৭ ; বেদান্ত পঢ়ান বহু ২১৭১০০ ; বেদান্ত পঢ়ি গোপাল ৩২১২১ ; বেদান্ত পঢ়িয়া পঢ়াও ২১০১০০ ; বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার ২২৫১৪৬ ; বেদান্ত শ্রবণ এই ২৬১১৩ ; বেদান্ত শ্রবণ কর না ২১৭১১৭ ; বেদান্তে নাস্তিকবাদ ২৬১৫২ ; বেদের নিগূঢ় অর্থ ২৬১৩০ ; বেদের প্রতিজ্ঞা এক ২২০১২৮ ।

বেনাপোলের বনমধ্যে ৩৩১২১ ।

বেশ্য কহে কুপা করি ৩৩১২৭ ; বেশ্য কহে মোর সঙ্গ ৩৩১০০ ; বেশ্য যাই সমাচার ৩৩১১২ ; বেশ্য হঞা মুক্তি পাপ ৩৩১২৪ ; বেশ্যগণ আনি করে ৩৩২৬ ; বেশ্যগণ মধ্যে এক ৩৩২৮ ; বেশ্যগণ কহে এই বৈরাগী ৩৩১৭ ; বেশ্যার চরিত্র দেখি ৩৩১৩৫ ; বেশ্যার ভিতরে তারে ৩৭১২২ ।

বৈকুণ্ঠ গেলা অন্ত জীবে ৩৩১৭৬ ; বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক ১৫১২৮ ; বৈকুণ্ঠ বাহিরে তাসভার ১৫১২৭ ; বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই ১৫১৪৩ ; বৈকুণ্ঠ বেঢ়িয়া এক ১৫১৪৪ ; বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ ২২০১৩০ ; বৈকুণ্ঠাঙ্কে নাহি যে বে —৬/২১

১।৪।২৫ ; বৈকুণ্ঠাদি পুরে ধায় ১।৫।১২২ ; বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ২।২।৩০৮ ; বৈকুণ্ঠে ধায় চতুর্বিধ ১।৩।১৫ ; বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি ১।৫।৪৫ ; বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে ২।২।১২০ ।

বৈদিক ব্রাহ্মণ সব ২।৮।২৩ ; বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি ২।১২।৬৫ ; বৈষ্ণ কহে ব্যাধি নাহি ২।১২।১২ ; বৈষ্ণ জাঁতি লিখনবৃত্তি ২।১৭।৮৮ ।

বৈধীভক্তি বলি তারে ২।২২।৫২ ।

বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় ৩।১৪।৮২ ; বৈবস্বত নাম এই ১।৩।৭ ।

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের ২।২।১৪৫ ; বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী ২।২।১৪৬ ; বৈভব প্রকাশে আর ২।২।১৫৭ ।

বৈরাগী করিব সদা ৩।৬।২২১ ; বৈরাগী হইয়া করে ৩।৬।২২৩ ; বৈরাগী হইয়া যেন ৩।৬।২২২ ; বৈরাগী হৈয়া এত ধায় ৩।৮।১৫ ; বৈরাগীর কৃত্য সদা ৩।৬।২২৪ ; বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে ২।৬।৭৪ ; বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু ১।১০।২০ ; বৈরাগ্যের কথা তাঁর ৩।৬।৩০৫ ।

বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ ২।৭।৫ ।

বৈষ্ণব করেন তারে ২।৭।১০২ ; বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বহু ২।২।২৩৪ ; বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর ৩।১৪।২৮ ; বৈষ্ণবঘেবী সেই ৩।৩।২৪ ; বৈষ্ণবধর্ম নিন্দা করে ৩।৩।৩২ ; বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাক্রি ৩।৩।১১৬ ; বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী ১।১৩।৫৪ ; বৈষ্ণবপাশে ভাগবত কর ৩।৩।১১২ ; বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র ২।২।৩৩৪ ; বৈষ্ণব বৈষ্ণবেতর ২।১৬।৭৪ ; বৈষ্ণব মিলিলা আসি ২।১১।১১২ ; বৈষ্ণব-লক্ষণ সেবা ২।২।৪।২৪৮ ; বৈষ্ণব সকল পড়ে ২।২।২৭৭ ; বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইহো ২।৬।৪৮ ; বৈষ্ণব-সভারে দিতে ২।১০।৭২ ; বৈষ্ণব হইয়া যে শারীরক ৩।২।২৪ ; বৈষ্ণব হইল লোক ২।৭।৮৭ ; বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি ১।৮।৭৮ ; বৈষ্ণবে খায়েন ফল ১।১৭।৮০ ; বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস ৩।৬।৪৫ ; বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা ১।৮।৬৮ ; বৈষ্ণবের উচ্চিষ্ট খাইতে ৩।৬।৮ ; বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব ২।১০।১১ ; বৈষ্ণবের ঐছে তেজ ২।১১।৮৩ ; বৈষ্ণবের কর্তব্য হাই। ৩।৪।২২২ ; বৈষ্ণবের কৃত্য আর ৩।৪।৭৪ ; বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী ১।৮।৫৭ ; বৈষ্ণবের গুণ তেঁহো ১।৬।২৬ ; বৈষ্ণবের তারতম্য ২।১৬।৭২ ; বৈষ্ণবের তেজ দেখি ৩।৭।৪৭ ; বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি ২।১২।৫২ ; বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম ৩।৩।১৩২ ; বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ ২।১৫।১৬০ ; বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক ২।২।১০ ; বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের ৩।৬।৫২ ; বৈষ্ণবের সমাচার গোসাক্রি ৩।২।৩৮ ; বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি ২।১১।১৮২ ; বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে ২।১১।১২২ ; বৈষ্ণবোচ্চিষ্ট খাইবার ৩।২।১১২ ।

বোল বোল করি উঠে ২।১৭।২০২ ; বোল বোল প্রভু কহে ৩।৫।৭২ ; বোল বোল বলি নাচে ২।৩।২২৭ ; বোল বোল বলি প্রভু কহে ৩।৫।৭৮ ; বোল বোল বলি প্রভু পাতে ২।১৪।২১৬ ; বোল বোল বলি উচ্চ ২।১৪।৮ ; বোল বোল বোলে প্রভু ১।১৭।২৩২ ; বোল বোল বোলেন প্রভু ৩।১০।৬৭ ; বোল বোল বোলে সভার ২।৩।১২ ; বোলাইলা কমলাকান্তে ১।১২।৪৪ ।

বৌদ্ধগণের উপরে অর ২।২।৪২ ; বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রস্তাব ২।২।৪৪ ; বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত ২।২।৪১ ; বৌদ্ধাচার্য্যের মাধায় ২।২।৪২ ।

ব্যস্ত করি ভাগবতে ১।৩।৪০ ।

ব্যগ্র হৈয়া রাজা আনি ২।১৪।৪৮ ।

ব্যজস্ততি করে দৌহে ২।২২।১২০ ।

ব্যক্তনের স্বাহু পাঞা ৩।২।১২২ ।

ব্যথা পাঞা করে যেন ২।১৪।১৮৭ ; ব্যথা যেন নাহি লাগে ২।৩।১৬০ ।

ব্যবহার পরমার্থে তুমি অৱাৱহাৰ ১৪১৫৪ ; ব্যবহার লাগি তোমা ভজ্ঞে অৱাৱহাৰ ১৪১৫৫ ; ব্যবহারে স্নেহ সনাতন ১৪১৫৬ ; ব্যবহারে স্নেহময়ী ১৪১৫৭ ; ব্যবহারে হৈলে না ছাড়ে অৱাৱহাৰ ১৪১৫৮ ।

ব্যৱ না কৰিহ কিছু অৱাৱহাৰ ১৪১৫৯ ।

ব্যৱ মোর এই দেহ ১৪১৬০ ; ব্যৱ লিখন হয় অৱাৱহাৰ ১৪১৬১ ।

ব্যৱি জীব অন্তৰ্ভাষী ১৪১৬২ ; ব্যৱি-হৃদি করে কৃষ্ণ ১৪১৬৩ ।

ব্যৱকৰণ নাহি জানে অৱাৱহাৰ ১৪১৬৪ ; ব্যৱকৰণ পঢ়াহ নিমাই ১৪১৬৫ ; ব্যৱকৰণ মধ্য জানি পঢ়াহ ১৪১৬৬ ; ব্যৱকৰণীয়া তুমি ১৪১৬৭ ; ব্যৱকৰণে মূখ্য শিৱ ১৪১৬৮ ; ব্যৱকুল হইয়া প্ৰভু ১৪১৬৯ ; ব্যৱকুল হৈল সনাতন অৱাৱহাৰ ১৪১৭০ ।

ব্যৱস্থা লিখাইল বৈছে ১৪১৭১ ; ব্যৱস্থা শুনি সৰ্বলোকের ১৪১৭২ ; ব্যৱস্থান অদ্ভুত কথা অৱাৱহাৰ ১৪১৭৩ ।

ব্যৱস্থাগালে চড় মাৰে ১৪১৭৪ ; ব্যৱস্থানথ হেমজড়ি ১৪১৭৫ ; ব্যৱস্থ মৃগ অন্তোন্তে ১৪১৭৬ ; ব্যৱস্থ মৃগী মিলি চলে ১৪১৭৭ ।

ব্যৱস্থ কহে কিবা দান ১৪১৭৮ ; ব্যৱস্থ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে ১৪১৭৯ ; ব্যৱস্থ কহে বালা হৈতে ১৪১৮০ ; ব্যৱস্থ কহে মৃগাদি লহ ১৪১৮১ ; ব্যৱস্থ কহে যারে পাঠাও ১৪১৮২ ; ব্যৱস্থ কহে যেই কহ সেই ত কৰিব ১৪১৮৩ ; ব্যৱস্থ কহে যেই কহ সেই ত নিশ্চয় ১৪১৮৪ ; ব্যৱস্থ কহে শুনি গোসাঞি ১৪১৮৫ ; ব্যৱস্থ তুমি জীব মার ১৪১৮৬ ; ব্যৱস্থ হঞা হয় পূজ্য ১৪১৮৭ ; ব্যৱস্থিচ্ছলে অগদীশ ১৪১৮৮ ।

ব্যৱপে চৌদে ভুবনে অৱাৱহাৰ ১৪১৮৯ ; ব্যৱপা-ব্যাপক ভাবে জীব ১৪১৯০ ।

ব্যৱস্থাপায় শুকদেবের ১৪১৯১ ; ব্যৱস্থ ভাস্ত বলি তাই ১৪১৯২ ; ব্যৱস্থ ভাস্ত বলি সেই ১৪১৯৩ ; ব্যৱস্থাপে কহিল তাহা ১৪১৯৪ ; ব্যৱস্থ-শুক-সনকাত্মের ১৪১৯৫ ; ব্যৱস্থ-শুকাদি যোগিজন অৱাৱহাৰ ১৪১৯৬ ; ব্যৱস্থাত্মের অর্থ আচাৰ্য ১৪১৯৭ ; ব্যৱস্থাত্মের অর্থ করে ১৪১৯৮ ; ব্যৱস্থাত্মের গভীৰ্থ ১৪১৯৯ ; ব্যৱস্থাত্মের স্বৰ্গেতে কহে ১৪১৯০ ; ব্যৱস্থাত্মের অর্থ ১৪১৯১ ।

ব্যৱস্থাত্মের গোপীদেহ ১৪১৯২ ।

ব্যৱস্থ আমার সদন ১৪১৯৩ ; ব্যৱস্থগোপীগণের মান ১৪১৯৪ ; ব্যৱস্থ ছাড়ি কৃষ্ণ কতু অৱাৱহাৰ ১৪১৯৫ ; ব্যৱস্থদেবী লক্ষ লক্ষ অৱাৱহাৰ ১৪১৯৬ ; ব্যৱস্থদেবীর সঙ্গে তাঁর বাচ্যে ১৪১৯৭ ; ব্যৱস্থদেবী আসি আসি অৱাৱহাৰ ১৪১৯৮ ; ব্যৱস্থপুৰীলা একত্ৰ অৱাৱহাৰ ১৪১৯৯ ; ব্যৱস্থপুৰীলা এই ১৪২০০ ; ব্যৱস্থপুৰীলা কৃষ্ণের অৱাৱহাৰ ১৪২০১ ; ব্যৱস্থপুৰীলা বৈষ্ণবে করে ১৪২০২ ; ব্যৱস্থপুৰীলা যত জন ১৪২০৩ ; ব্যৱস্থপুৰীলা লোক গোলোক ১৪২০৪ ; ব্যৱস্থপুৰীলা লোকের কৃষ্ণ ১৪২০৫ ; ব্যৱস্থ বিনা ইহার অগ্ৰ ১৪২০৬ ; ব্যৱস্থভূমি ছাড়িতে নারে ১৪২০৭ ; ব্যৱস্থভূমি বৃন্দাবন যাঁহা ১৪২০৮ ; ব্যৱস্থগীত শুনি ১৪২০৯ ; ব্যৱস্থগীতা পুৰীলা একত্ৰ অৱাৱহাৰ ১৪২১০ ; ব্যৱস্থগীতা প্ৰেমরস অৱাৱহাৰ ১৪২১১ ; ব্যৱস্থলোকের কোন ভাব ১৪২১২ ; ব্যৱস্থলোকের প্ৰেম শুনি ১৪২১৩ ; ব্যৱস্থলোকের ভাব যেই ১৪২১৪ ; ব্যৱস্থলোকের ভাবে পাই ১৪২১৫ ।

ব্যৱস্থানাক্ষর আর ১৪২১৬ ।

ব্যৱস্থ কৃষ্ণ সৰ্বস্বৰ্গ ১৪২১৭ ; ব্যৱস্থ কীড়া করে ১৪২১৮ ; ব্যৱস্থ গোপভাব রামের ১৪২১৯ ; ব্যৱস্থ গোপীগণ ১৪২২০ ; ব্যৱস্থ জ্যোতী খুঁড়া মায়া ১৪২২১ ; ব্যৱস্থ তোমার সঙ্গে যেই ১৪২২২ ; ব্যৱস্থ বাস এই পঞ্চ ১৪২২৩ ; ব্যৱস্থ যে বিহরে পূৰ্বে ১৪২২৪ ; ব্যৱস্থ রাখকৃষ্ণ সেবা অৱাৱহাৰ ১৪২২৫ ; ব্যৱস্থ-কুল-দুষ্ণ-সিদ্ধ ১৪২২৬ ; ব্যৱস্থ-নন্দন কৃষ্ণ নায়ক ১৪২২৭ ; ব্যৱস্থ-নন্দন তাঁরে জানে ১৪২২৮ ; ব্যৱস্থ-নন্দন তুমি ইথে অৱাৱহাৰ ১৪২২৯ ; ব্যৱস্থ-নন্দন বিনা অগ্ৰ ১৪২৩০ ; ব্যৱস্থ-নন্দন বিহু প্ৰাণ ১৪২৩১ ; ব্যৱস্থ-নন্দন যাতে স্বয়ং ১৪২৩২ ; ব্যৱস্থ-নন্দন-

স্বতি হয় ২১২১৫৮; ব্রজের-নন্দনে ইহা অধিক ২১২০১৪২; ব্রজের-নন্দনে কহে প্রাণনাথ ১১১১২৩৪; ব্রজের-নন্দনে মানে আপনার ১১১১২১০; ব্রজের-ব্রজেশ্বরীর কৈল ২১৮১৫৬; ব্রজেশ্বরীসুত ভজে ২১১১২২; ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা ২১১২২; ব্রজের নির্মল রাগ ১৪৪৩০; ব্রজের প্রেমরস লীলাসার ৩৪১২২১; ব্রজের বিগুঢ় প্রেম ৩২০১৫৩; ব্রজের রসশাস্ত্র তুমি ৩১১১৬২; ব্রজের সহিত হয় ১৩৮।

ব্রত নিয়ম করি তপ ২১১১০৭।

ব্রজ অঙ্গকান্তি তাঁর ২১২০১৩৫; ব্রজ আত্মা চৈতন্য ২১১১১২৫; ব্রজ আত্মা ভগবান্ অহুবাদ ১২১৩; ব্রজ আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের ১২১৪২; ব্রজ আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর ১২১৫৩; ব্রজ আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ ২১২০১৩৪; ব্রজ আত্মা রূপে তাঁরে ১২১১৮; ব্রজ আত্মা শব্দে যদি ২১২৪১৫২; ব্রজকুণ্ডে স্থান করি ২১১৮১৮; ব্রজচারী বোলে তুমি ৩২১২২; ব্রজজানী-আকর্ষণ ২১১১১৩১; ব্রজজানাদিক সব তার ১৪১৫৮; ব্রজগ্যদেব গোপালের ২১৫১১৫৮; ব্রজগ্যদেব তুমি বড় ২১৫৮৭; ব্রজ পরমাত্মা আর পূর্ণ ১২১৭; ব্রজ পরমাত্মা ভগবদে ২১২৪১৫৮; ব্রজলোক আদি সুখ ৩৬১৩৫; ব্রজ শব্দে কহে পূর্ণ ২৬১৩৮; ব্রজশব্দে কহে ঘড়িঘর ২১২৫১৩০; ব্রজশব্দে মুখ্য অর্থে ১১১১০৬; ব্রজশব্দের অর্থ ভদ্র ২১২৪১৫৩; ব্রজশাপ হৈতে তার ১১১১৬০; ব্রজসংহিতা কর্ণামৃত ২১১১১১; ২১১২৮১; ব্রজসংহিতাধ্যায় তাইহা ২১১২২০; ব্রজসাবর্ণে বিষ্ণুকেন ২১২০১২৭৭; ব্রজসায়ুজ্যমুক্তের ১৫১২৭; ব্রজসায়ুজ্য হৈতে ২১৬১২৪২; ব্রজ অধিক এই ৩১৮৭; ব্রজ হৈতে জন্মে বিশ্ব ২৬১৩৪।

ব্রজা আইলা ধারপাল ২১২১৪৪; ব্রজা আদি দেব যার ৩১৬১৭০; ব্রজা কহে জলে জীব ১২১৩২; ব্রজা কহে তাহা পাছে ২১২১৪২; ব্রজাওগণে ক্রমে ২১২০৩৩১; ব্রজাও-জীবের তুমি ২১৫১৬৭; ব্রজাও-প্রমাণ পকাশত কোটি ১৫১৮১; ব্রজাওবৃন্দের আত্মা ১২১৪১; ব্রজাও ভিতরে হয় ২১১২৫৩; ব্রজাও ভ্রমিতে কোন ২১১১১৩৩; ব্রজাও যতল ব্যাপি ২১২০৩২৫; ব্রজাওমুদ্রপ ব্রজার ২১২১৭০; ব্রজাও প্রকাশ তার ১৫১১৬।

ব্রজাদি কীট পর্যন্ত তার ২১২৪১২৪; ব্রজাদি জীবেরে আমি ৩৩১২৮; ব্রজাদিচূর্ণিত এই ৩১৬১২০; ব্রজাদিক রহ অনন্ত ২১২১২।

ব্রজা নারদেই সেই উপদেশ ২১২৫১৭২; ব্রজানন্দ তার আগে ১১১১২৩; ব্রজানন্দ নাম তুমি ২১০১১৬১; ব্রজানন্দ পরিয়াছে ২১০১১৪২; ব্রজানন্দ পুরী আর ১২১১১; ব্রজানন্দ ভারতী আইলা ২১০১১৪৬; ব্রজানন্দ ভারতীর চচাইল ২১১২৭১; ব্রজানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ২১১১১৩২; ব্রজানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস ২১১১১৩১।

ব্রজা বলেন তুমি কিনা ১১১২৬; ব্রজা বিষ্ণু শিব তাঁর ২১২০১২৪২; ব্রজা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার ২১২০১২৫৮; ব্রজা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গনি ১১১৩৪; ব্রজা বিষ্ণু হয় এই ২১২১২৮; ব্রজা বোলে পূর্বে আমি ২১২১৬৭।

ব্রজা শিব অন্ত না পায় ২১২১৭; ব্রজা শিব আত্মাকারী ২১২০১২৬৮; ব্রজা শিব আদি যার ৩১১১২৩; ব্রজা শিব শেষ যার ১১১১৩২১; ব্রজা শিব সনকাদি না পায় ২১২১৮; ব্রজা শিব সনকাদি পৃথিবীতে ৩৩১২৪২; ব্রজা শিবাদিক ভজে ৩৮১।

ব্রজায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ২১২০৩০২।

ব্রজার একদিনে তেঁহো ১৩৩৪; ব্রজার এক দিনে হয় ২১২০১২৭০; ব্রজার এসব রস না ৩৫১৭২; ব্রজার চূর্ণিত তোমার ৩১২১২৮; ব্রজার বৎসরে পঞ্চ ২১২০১২৭১; ব্রজারে দেশের চতুঃপাকী ২১২৫১৭২; ব্রজারে বেধ যেন ২১৮১২১৮।

ব্রজাহো কহিতে নারে ৩১৪১১১২।

ব্রজের দেশে সাযুজ্য ২৬১২৪২।

ব্রাহ্মণ কহিল সব ২৪১১৫ ; ব্রাহ্মণ জাতি তারা ২১১৮২ ; ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তার ১১৬৬১ ; ব্রাহ্মণ বৈকব যত ছোট ১১৬১০ ; ব্রাহ্মণ বৈকবে দিল ২১২৬ ; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আসি ১১৪১১ ; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীণে ২৪৮৩ ; ব্রাহ্মণ ভূতা ঠাক্রি করে অ৩২৬৫ ; ব্রাহ্মণ মায়িতে চাহে ১১৭১২৪ ; ব্রাহ্মণ সকল করেন ২১২১০০ ; ব্রাহ্মণসঙ্কন নারী ১১৩১০৩ ; ব্রাহ্মণ সমাজ সব ২১২১৭ ; ব্রাহ্মণ সমাজে তাই ২১২৩ ; ব্রাহ্মণ সেবার ক্রকের ২১২৩ ; ব্রাহ্মণ কজির আসি ২১২১২২ ; ব্রাহ্মণে কহিল তুমি ২১১০৬ ; ব্রাহ্মণের ঘরে করে অ৩২৩ ; ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে ২১০১৭৬ ; ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় ২১১৮৮ ; ব্রাহ্মণের সেবা এই অ১৩২৬ ; ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি ২১১২৩ ।

ভ

ভ

ভ

ভ

ভক্ত বাৎসল্য এবে অ১২২২ ।

ভক্ত অনুরোধে ভিক্ষা অ৪১১১ ; ভক্ত অবতার উঁহি ১৬২৮ ; ভক্ত অবতার তাঁর ১১১১১ ; ভক্ত অবতার পদ ১৬৮৪ ; ভক্ত-অভিমান মূল ১৬৭৫ ; ভক্ত আগে তাতে অ৩৭০ ; ভক্ত আদি ক্রমে ১১১৪৩ ; ভক্ত আমা প্রেমে ২১৫১০৪ । ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে ২১৮১৪২ ; ভক্ত ইচ্ছা বিহু তবু ২১৬১০ ; ভক্ত করি অভিমান ১৬৭৬ ; ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের ২১৬১৪৩ ; ভক্তকৃপায় প্রকটিতে অ১১৫০ ; ভক্তগণ অমুভবে নাহি জানে ২১৩৬৬ ; ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে অ৮৬৫ ; ভক্তগণ আকর্ষ ভরি অ৬১১৮ ; ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া ২১১১৪৪ ; ভক্তগণ উপবাসী তাইহি ২১১২২ ; ভক্তগণ করে গৃহ মধ্য ২১২১২৭ । ভক্তগণ কাছীতে হাথ ২১৪১৫৪ ; ভক্তগণ কোকিলের ১৪১২১ ; ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে ২১২১৮২ ; ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ ২১২১২২ ; ভক্তগণ দেখে যেন দৌহে ২১১১৩৪ ; ভক্তগণ পড়ে সতে অ১০৪৩ ; ভক্তগণ পাশ গেলা ২১২১১০ ; ভক্তগণ পাশে আইল অ১৩৪ ; ভক্তগণ প্রভু আগে ২১৩১৮৪ ; ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে অ১৬৭১ ; ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে ২১২১২৬ ; ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে অ১৫১২ ; ভক্তগণ মিলি দ্বানবাত্রা ২১১১১২ ; ভক্তগণ মিলিতে প্রভু ২১৩১৪৭ ; ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে ১১৩৩২ ; ভক্তগণ লঞা তবে ২১১৭৭০ ; ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ২১৩১৫৭ ; ভক্তগণ লঞা প্রভু ভোজনে অ১০১৪৩ ; ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল অ১২৬৩ ; ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন ২১৪১২৪০ ; ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ ১১৭৭৫ ; ভক্তগণ শীত আসি ২১৭৭৩ ; ভক্তগণ শুন মোর ২১২১২২৪ ; ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাহে অ৩৮৬ ; ভক্তগণসঙ্গে অবশ্য ২১৭৭৬৮ ; ভক্তগণ সঙ্গে আইলা ২১৩১৩৪ ; ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্তন ২১২১১২৩ ; ভক্তগণ সঙ্গে দিনকথা ২১১১১৪ ; ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উত্থানে ২১৪১২৪ ; ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ২১৬৪১ ; ভক্তগণ সঙ্গে লঞা ২১৭৭৬৮ ; ভক্তগণ সঙ্গে সবা অ১৬১২ ; ভক্তগণে একত্র করি অ৩১৭০ ; ভক্তগণে কহে প্রভু ২১৪১৮ ; ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের ২১৫১১২ ; ভক্তগণে খাওয়াইতে ২১৪১০৩ ; ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে অ২৩৩ ; ভক্তগণে প্রভু নামমহিমা ১১৭৭৬৮ ; ভক্তগণে বিড়া দিলা অ৬১২০ ; ভক্তগণে বিদায় দিলা ২১৭৮২ ; ভক্তগণে রাখি আইহু ২১৬১২৭৩ ; ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু ২১৪১৬২ ; ভক্তগণে শ্রু দিতে প্রভুর অ৮৮৫ ; ভক্তগণে শ্রু দিতে হলাদিনী ২১৮১২১ ; ভক্তগণে শ্রুি আমি ২১২১১০৩ ; ভক্তগণের শ্রম দেখি ২১৪১২২৩ ।

ভক্তগণ কহিতে প্রভুর অ৩৮৬ ; ভক্তগণ প্রকাশিতে গৌর অ১৭১২ ; ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু অ১০১২৮ ।

ভক্তচিন্তে ভক্তগৃহে অ৬১২৩ ।

ভক্তঠাক্রি তুমি হার ২১০১৬৮ ; ভক্তঠাক্রি লুকাইতে নারে অ৩৮৪ ।

ভক্তদত্ত বস্ত্র যৈছে অ১০১৫৫ ; ভক্তদুঃখ থগাইতে ২১২১৪ ; ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু ২১২১১২ ; ভক্তদেহ পাইলে হয় ২১২৪৮০ ।

ভক্তদর্শ হানি প্রভুর ২১১১৪৬ ।

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ অ১৬৫৫ ; ভক্তপ্রেমের যত দশা অ১৮১৫ ।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল অ১১১০১ ; ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ ২২২৫১ ; ভক্তবৎসল নাহি আর ২২৫১২০ ; ভক্তবৎসল প্রভু তুমি অ১১১৪১ ; ভক্তবৎসল স্মৃশীল ১৩৩৬ ; ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্যাপ্ত ২২৪১৩৪ ; ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে অ১১৪৩ ; ভক্তবাৎসল্য যাই দেখাইল অ২০১১০ ।

ভক্ত-ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম অ৪১৭৪ ; ভক্তভাব অঙ্গী করি বলরাম ১৬২১ ; ভক্তভাব অঙ্গী করি হৈলা ১৬২৫ ; ভক্তভাব অঙ্গী করে অ১৮১১৬ ; ভক্তভাব বিনা নহে ১৬২৪ ; ভক্তভাব হৈতে অধিক স্মৃ ১৬২৭ ; ভক্তভাবে করে তাঁর ১৬৮২ ; ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ১৭৭৮ ; ভক্তভুক্ত অবশেষ অ১৬৫৫ ; ভক্তভেদে রতিভেদ ২১২১৫৭ ।

ভক্তমহিমা বাঢ়াইতে ২১২১৮৩ ।

ভক্ত লঞা কৈল প্রভু অ১৫৭ ; ভক্ত লাগি বিস্তারিল ২২৫১২২ ।

ভক্ত শিখাইতে ক্রমে ক্রমে অ২০১৩০ ; ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদ অ১৬৫৪ ; ভক্তশ্রম জানি কৈল অ১০১৭৭ ।

ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু ২৫১৪২ ; ভক্তসঙ্গে করে নিত্য ২১১১২২ ; ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু অ১১৮ ; ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা অ১১২৭ ; ভক্ত সঙ্গে প্রভু করুন ২১২১৫৮ ; ভক্ত সঙ্গে বহুক্ষণ ২২৫১৮৪ ; ভক্ত সঙ্গে শ্রীমুখে ২৪১২০৭ ; ভক্ত সব ধাঞা আইলা ২১১১৪২ ; ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ অ৬১০১ ; ভক্ত সম্বন্ধে যাহা ২১৫১২৪ ; ভক্তসহিতে হয় ১১১৪২ ; ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ১৭১১০ ।

ভক্তি উপদেশ বিহু তাঁর ১৬২৫ ; ভক্তি করি কৈল প্রভু ২৪১১২ ; ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ২৪১২৮ ; ভক্তি করি শিরে ধরি ২১১২ ; ভক্তিকল্পতরু রূপিলা ১২১৭ ; ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো ১২১৮ ; ভক্তিগন্ধ নাহি ১৩১৭৭ ; ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি ২৪১২৬ ; ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে অ৫৮২ ; ভক্তি দেখাইতে কৈল ২৪১২০৫ ; ভক্তিপদে কেনে পড় ২৬২৩৫ ; ভক্তি প্রচারিয়া সব ১৬৮১ ; ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ ২১২২৭ ; ভক্তি প্রভাবে সেই কাম ২২৪১২৮ ; ভক্তি ফল প্রেম হয় ২২২৩১ ; ভক্তিবলে পার তুমি ২২০৫৫ ; ভক্তিবলে প্রাপ্ত স্বরূপ ২২৪১২৩ ; ভক্তি বিনা জগতের ১৩১২ ; ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে ২২৫১২২ ; ভক্তি বিহু কোন সাধন ২২৪১৬৫ ; ভক্তি বিহু কৃষ্ণে কভু অ৪৫৭ ; ভক্তি বিহু কেবল জ্ঞান ২২৪১৭৮ ; ভক্তি বিহু মুক্তি নাহি ভক্ত্যে ২২৪১২৫ ; ভক্তি বিহু শাস্ত্রের আর ২৬২১৪ ; ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণ-ভক্ত জানি অ৪১২১০ ; ভক্তিভাবে শিরে ধরি ১৪১১৮৬ ; ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্য কোন ২২০১২৫২ ; ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম ২২২১৪ ; ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ১২১১৭ ; ভক্তিরসে ভরিল ১৩২৫ ; ভক্তি শব্দ কহিতে মনে ২৬২৪৮ ; ভক্তিশব্দের অর্থ হয় দশ ২২৪১২৩ ; ভক্তিশব্দের এই সব ২২৪১২৭ ; ভক্তিসাধন করে যেই ২২৪১৭৮ ; ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ গুণিতে ২৬২১৮ ; ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই ২১০১১১ ; ভক্তি সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র অ৪১২২ ; ভক্তিসিদ্ধান্ত সিদ্ধুর নাহি অ৫১০০ ; ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে ২১৩৮ ; ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অ৩১৮৪ ; ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র করি ২২৩৫৫ ।

ভক্তির বিরোধী-কর্ম ১৩৪৮ ; ভক্তির মহিমা তাঁই ১১৭১০ ; ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে ২২৪১৭২ ।

ভক্তের কৃপা করেন প্রভু ১১০৫৪ ; ভক্তের ইচ্ছায় অবতরেন ১৩৮২ ; ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের ১৩২০ ; ভক্তের প্রেম বিকার দেখি অ১৮১৪ ; ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর ২১৫১১৮০ ; ভক্তের মহিমা কহিতে ২১৫১১৮ ; ভক্তের মহিমা প্রভু ২১৫১১৮ ; ভক্তের প্রকার দ্রব্য অ১০১২২ ; ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের অ৩২০০ ; ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের ১১৩০ ।

ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ২২০১২১ ; ভক্ত্যে জীবমুক্ত গুণাক্ষ ২২৪১২২ ; ভক্ত্যে জীবমুক্ত জানি ২২৪১২১ ;

ভক্ত দাসী অভিমান ২১৬৫৬; ভক্ত্য বহু অলঙ্কার ২১৫১২৪; ভক্ত্য ভগবানের অনুভবে ২১০১৩৭; ভক্ত্য মুক্তি পাইলোহো ২১২৪১৬।

ভগবত্তা মানিলে অবৈধ ২১২৫৪০; ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই ২১৬৭৭; ভগবদ্বিমূখের হয় ২১৬২৩৬; ভগবান্ আচার্য্য কহে ২১৫১৭৬; ভগবান্ আচার্য্য শঙ্ক ২১৪৮৮; ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাধ্য ১১০১৩৪; ভগবান্ আচার্য্যসনে ২১৫১৮২; ভগবান্ তাঁর শক্তি ২১৬১৭৭; ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু ১১৭১৩৪; ভগবান্ বহু হৈতে ২১৬১৩৬; ভগবান্ রামভট্টাচার্য্য ২১০১৫১; ভগবান্ সঙ্ক ভক্তি ২১৬১৬২; ভগবানে ভক্তি পরম ২১৬১৬৬; ভগবানের গুণ কহে ১১৫১০৫; ভগবানের ভক্ত যত ১১১২০; ভগবানের সত্তা হয় ১১৪৫৬; ভগবানের সবিশেষ ২১৬১৩৫।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ২১৪৬৫; ভজিলেহ নাহি পায় ২১৮১৮৫।

ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ ১১৭১৬৩; ভঙ্গী করি মহাপ্রভু ২১৭৪০; ভঙ্গী করি স্বরূপ সভার ২১৪১২২৩।

ভট্ট কহে অট্টালিকা কর ২১১১৬০; ভট্ট কহে অন্নপীঠ ২১৫১২৩৩; ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে ২১১১১৪; ভট্ট কহে এই লাগি ২১১৩২২; ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক ২১১১২৩; ভট্ট কহে এসব বৈষ্ণব ২১৭৪৪; ভট্ট কহে কাঁই মুক্তি ২১১১৪২; ভট্ট কহে কৃষ্ণনামের ৩৭১৬২; ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ ২১১১০৮; ভট্ট কহে চল প্রভু ২১৫১২৮৭; ভট্ট কহে জানি খাও যতেক ২১৫১২৩৫; ভট্ট কহে তাঁর রূপা ২১১১২০; ভট্ট কহে তিন দিন আহুয়ে ২১১১৫০; ভট্ট কহে তুমি কহ সেই ২১১১২২; ভট্ট কহে প্রভুব কিছু ২১১১৬৬; ভট্ট কহে ভক্তগণ আইলা ২১১১২৭; ভট্ট কহে মহাস্তের ২১০১২; ভট্ট কহে যদি মোরে ২১১১২২; ভট্ট কহে যে শুনিলে ২১০১৬; ভট্টমারী ঘরে মহা ২১১২১৬; ভট্টমারি-সহ তাঁর ২১১২০২; ভট্টমারি হৈতে ইহায় ২১০১৬২; ভট্টমারি হৈতে গেলা ২১০১৬২; ভট্ট মিলিবারে যায় ২১১১৬৩; ভট্ট যাই ততু পড়ে ২১৭১৮০; ভট্টসঙ্গে গোড়াইলা ২১১৮০; ভট্ট জ্ঞান দর্শন করি ২১৫১২৮২; ভট্ট দণ্ডবৎ কৈল ২১১১৬২।

ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি ২১৭৫০; ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা ২১১১১২২; ভট্টাচার্য্য আচার্য্য দ্বারে ২১৬১২৫; ভট্টাচার্য্য আসি তবে ২১৮১৩৭; ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ২১৮১৭০; ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন ২১৮১২১; ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ ২১১১৫২; ভট্টাচার্য্য কহে ইহার ২১৬৭৩; ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ২১৬১৪২; ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ ২১১১৬৫; ভট্টাচার্য্য কহে একলে ২১৮১১; ভট্টাচার্য্য কহে কালি ২১০১২৬; ভট্টাচার্য্য কালীমিশ্রে কহিল ২১০১২০; ভট্টাচার্য্য কহে কিছু বিনয় ২১৬৫৬; ভট্টাচার্য্য কহে গুরু আজ্ঞা ২১০১৪১; ভট্টাচার্য্য কহে চল ২১৮১৪৬; ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি ২১৬২২১; ভট্টাচার্য্য কহে তেঁহো আসিবে ২১০১১৭; ভট্টাচার্য্য কহে তেঁহো ঈশ্বর ২১০১১৩; ভট্টাচার্য্য কহে তোমার ২১১১৮৬; ভট্টাচার্য্য কহে দেব ২১১১৪১; ভট্টাচার্য্য কহে দোহার ২১০১১৭৩; ভট্টাচার্য্য কহে না বৃন্নি ২১৬১২০; ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু ২১৫১২৩০; ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী ২১০১১৬৬; ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি ২১৬২৩৬; ভট্টাচার্য্য কৈল তবে ২১৫১২২১; ভট্টাচার্য্য কোলে করি ২১৭১২০৮; ভট্টাচার্য্য গৃহে সব জব্য ২১৫১২০০; ভট্টাচার্য্য জানি তুমি ২১৬১৭২; ভট্টাচার্য্য তবে কহে ২১৮১২২; ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঘরে ২১৫১২৫৫; ভট্টাচার্য্য তুমি ইহার ২১৬৭৭; ভট্টাচার্য্য দুই ভাইর ২১১১৫৫; ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুক্তিকা ২১৮১১১; ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে ২১০১২২; ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে ২১৮১২০৭; ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ২১১১১৬; ভট্টাচার্য্য পত্নী দেখি ২১২১১০; ভট্টাচার্য্য পাক করে ২১৭১৫৮; ভট্টাচার্য্য পূর্বপক্ষ ২১৬১৬০; ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে ২১৬১৮৭; ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে ২১৮১১৮; ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে ২১৭১১৮; ভট্টাচার্য্য লাঠী লৈয়া ২১৫১২৪৭; ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর ২১২১৫; ভট্টাচার্য্য শীত আসি ২১৮১২৮; ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে ২১১১৮২; ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর বত ২১৭৫৭; ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে ২১৭১২০৫; ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর ২১৬১১১; ভট্টাচার্য্য সব লোকে ২১০১৬০; ভট্টাচার্য্য সেবা করে ২১৭১৬২; ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি ২১৮১২২০।

ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া ২১১৭৭৩ ; ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ২১৫১২২২ ; ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু ২১৬২৪২ ; ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর ২১২১২০৬ ; ভট্টাচার্য্যে মাত্ত করি ২১২১৮০ ; ভট্টাচার্য্যে সেই বিপ্র ২১১৭১২১০ ।

ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ২১৬১২৮ ; ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে ২১৬১০৬ ; ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে ২১৬১০৭ ; ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি ২১৬১৮২ ; ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল ২১১৭৮৪ ; ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় ২১৬১৭৪ ; ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে ২১৬১০৫ ; ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা ২১৬২৫২ ।

ভট্টের ইচ্ছা হৈল ৩৭১৪৩ ; ভট্টের ঝালি মাখায় করি ৩১৩১২৩ ; ভট্টের বিষয় হৈল ২১২১৬৪ ; ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু ৩৭১৭৫ ; ভট্টের মনেতে ছিল এই ৩৭১৪২ ; ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু ২১২১৫২ ; ভট্টের দ্বন্দ্বয়ে দৃঢ় ৩৭১৪০ ; ভট্টেরে কহিলা প্রভু ২১২১৬৪ ।

ভদ্র কর ছাড় এই মলিন ২১২০৪১ ; ভদ্র করাইয়া তাঁরে ২১২০৬৫ ; ভদ্রাভদ্র বস্ত্র জ্ঞান নাহিক ৩৪১১৬২ ।

ভবকৃতি জয়দেব ১১৬১২৫ ; ভবসিদ্ধু তরিবারে আছে ৩১১১০৬ ; ভবানন্দ রায় আমার ৩১১০১ ; ভবানন্দ রায় তবে বলিতে ৩১১২৭ ; ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী ৩১১৬০ ; ভবানন্দের পুত্র সব আত্ম ৩১১২৩ ; ভবানন্দের পুত্র সব মোর ৩১১১৮ ; ভবানী পূজার সব ১১১৭৩৪ ; ভবানীভর্ষ শব্দ দিলে ১১৬১৫৮ ; ভবানী শব্দে কহে ১১৬১৫২ ; ভবেৎ ক্রিয়া বিধিগিও ১৪১৩১ ; ভব্য লোক পাঠাইয়া ১১৭১৩৭ ।

ভয় অংশ গেল ৩১৮১৬০ ; ভয় না পাইহ বলি ৩১৮১৫২ ; ভয় নাহি করে সঙ্গে ২১১৭১৮৭ ; ভয় পাঞা প্রভু পায় ২১১৭১৬০ ; ভয় পাঞা য়েচ্ছ ছাড়ি ২১৮১৬২ ; ভয় পাঞা সার্বভৌম ২১১১১০ ; ভয়ে কম্প হৈল মোর ৩১৮১৪৭ ; ভয়ে কিছু না বোলেন প্রভু ৩১২১১৩৪ ; ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে ২১৩১১৫৮ ; ভয়ে পলায় পদুয়া ১১৭১২৪৪ ; ভয়ে ভট্ট সঙ্গে করি ২১২১৭৭ ।

ভৎসন ভাঙনে করে ১১৭১২৪ ; ভৎসনা ভাঙন কর ১১৪১৮১ ।

ভক্ষণাপেক্ষা নাহি ৩৬১৮৪ ; ভক্ষণের ক্রম করি ৩১৮১০০ ; ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার ২১৬১২৬ ; ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে ৩১১১২ ; ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব ৩৬১৫১ ; ভক্ষ্যভোজ্য উপহার ১১৩১১১৪ ; ভক্ষ্যের পরিপাটি দেখি ৩১৮১০৪ ।

ভাইকে ভৎসিহু ১১৫১৫৮ ; ভাই ভাই কলহ করহ ৩৬১২৪ ।

ভাগবত আচার্য্য আর ১১২১৫৬ ; ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ১১২১৭৮ ; ভাগবত আদি শাস্ত্রে ১১৭১৪৬ ; ভাগবত গীতার ভক্তি ৩৩২০৩ ; ভাগবত-তত্ত্বরস কৈল ২১৫১২১৮ ; ভাগবত পঢ় সঙ্গ ৩১৩১২০ ; ভাগবত পঢ়িতে প্রেমে ৩৩৩১২৫ ; ভাগবত বিচার করে ২১২১১৬ ; ভাগবত ভারত দুই ২১৬১২৫ ; ভাগবত ভারত-শাস্ত্র ১৩৬৭ ; ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ ২১৫১৮৪ ; ভাগবত শ্লোকময় ২১২১৭৭ ; ভাগবত সন্দর্ভগ্রন্থের ১৩৬৫ ; ভাগবত সন্দর্ভ নাম ৩৪১২২০ ; ভাগবত সিদ্ধান্ত গুঢ় ২১২৩৫৭ ; ভাগবত সিদ্ধান্তের তাই ৩৪১২২০ ; ভাগবতচার্য্য চিরঞ্জীব ১১০১১১৭ ; ভাগবতচার্য্য ঠাকুর ১১০১১১১ ; ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে ৩১৪১৪৩ ; ভাগবতভাস্ক্রে ব্যাস ২১০১২২৭ ; ভাগবতার্থ শুনিতে আমি ৩৭১৬৭ ; ভাগবতী দেবানন্দ ১১০১৭৫ ; ভাগবতে আছে এই ২১৩১২৬ ; ভাগবতে কৃষ্ণলীলা ১১১১৫২ ; ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ২১৫১০৬ ; ভাগবতে যত ভক্তি ১৮১৩৩ ; ভাগবতে সেই ঋক্ ২১৫১৮৫ ; ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা ৩৭১২৭ ; ভাগবতের এই শ্লোক ২১২১২৬ ; ভাগবতের টীকা কিছু ৩৭১৬৬ ; ভাগবতের ভক্তি অর্থ ১১০১৭৫ ; ভাগবতের ব্রহ্মত্বের শ্লোক ২১৬২৩৪ ; ভাগবতের শ্লোক গুণার্থ ২১১৭৫ ; ভাগবতের শ্লোক পঢ়ে ৩১৭১২২ ; ভাগবতের শ্লোকের অর্থ ৩১৭১৩০ ; ভাগবতের সম্বন্ধাভিধেয় ২১৫১৮৫ ; ভাগবতের স্বরূপ কেনে ২১৪১২৩১ । ভাগবতের সার এই ১৭১২০ ।

ভাগ্য আমার বোলাইলা ২১২১৫৩ ; ভাগ্য তাঁর আসি করুক ২১৩১১৭৪ ; ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকৃষ্ণা ৩৫১৭ ; ভাগ্য মোর তোমা হেন ১১৭১১৪১ ; ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী ১১৬১০২ ; ভাগ্যবশে কতু পায় ৩১৭১৪২ ;

ভাগ্যবান ভূমি ইহার ২১৩৩২ ; ভাগ্যবান ভূমি, সকল ২১৫১২৬ ; ভাগ্যবান বেই সেই ২১৮২৫৬ ; ভাগ্যবান সত্যবান ২১৪১২৩ ; ভাগ্যে সেই প্রেমা ১১৭৮৩ ।

ভাগিনার ক্রোধ বামা ১১৭১৪৪ ; ভাগিনা মুক্তি কুষ্ঠ ১১৭১৪৪ ।

ভাগীরথী সাক্ষ্য হয় ২১৫১৩৫ ।

ভাগাইয়া কেনে কৃষ্ণ ২১৫১৫৬ ।

ভাত অদে লক্ষা ২১৩২২ ; ভাত দুই চারি ২১৩২২ ; ভাত পাখালিয়া পেলে ৩৬৩১০ ; ভাতের হাতী লক্ষা ৩১৩৫৩ ।

ভাবক সব সড়ে লৈয়া ১১৭৬৬ ; ভাবক হইয়া কিরে ১১৭৪০ ; ভাবকালী বেচিতে আমি ২১৭১৩৫ ; ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন ৩৩১৮১ ।

ভাব গ্রহণ হেতু কৈল ১৪৪৬ ; ভাব গ্রহণের এই ১৪৪৭ ; ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু ৩১০১৭ ; ভাব জানি পড়ে রায় ৩১৬১৩০ ; ভাবভঙ্গ রসভঙ্গ ২১৫১২১ ; ভাবপুষ্পকুমার তাতে ২১৩১৬৫ ; ভাব-প্রকটন লাভ ৩৫১২২ ; ভাবযোগ্য দেহ পাঞা ২১৮১৭২ ; ভাবরূপ মহাভাব ২১৪১২৪ ; ভাবশাবল্যে পুন কৈল ৩২০১২৪ ; ভাবশাবল্যে রাখার উক্তি ৩১৭৪৭ ; ভাবানুরূপ গীত গায় ৩১৭৪৮ ; ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে ৩১৭১৫ ; ভাববিশেষে প্রভুর ২১৩১০৬ ; ভাবাবেশ ভেদ নাম ২১২০১৪৩ ; ভাবাবেশাকৃতিভেদে ২১২০১৫২ ; ভাবাবেশে তত্ব কত্ব ৩১৩১৩ ; ভাবাবেশে না জানে প্রভু ৩১২০৫৬ ; ভাবাবেশে প্রভু কত্ব ২১৩১৫৭ ; ভাবাবেশে প্রভু গেলা ৩১৭১০ ; ভাবাবেশে প্রভু তাই ৩১৭১২ ; ভাবাবেশে স্বরূপে কহে ৩১৭১২৮ ; ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ ২১২০১২৪ ; ভাবিতে ভাবিতে গীত ৩১৪০ ; ভাবে ভাবে মহাপ্রভু ৩১৫১৭৫ ; ভাবে মন অস্থির ৩১২০৫২ ; ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা ২১৬৩৩ ; ভাবের তরঙ্গ-বলে ২১২১২৫ ; ভাবের পরমকারী ১৪৪৫২ ; ভাবের সদৃশ পদ ২১৩১১৮ ; ভাবোদয় ভাবশাস্তি ২১৩১৬৪ ; ভাবোদয় ভাবসঙ্গি ৩১৫১৭৫ ; ভাবোদয়ে মন্ত কৃষ্ণ ৩১৭১৭ ।

ভার গ্রহণ কাল ১৪৪৮ ; ভারত ভূমিতে হৈল ১২১৩২ ; ভারত-ভূমে জন্মি এই ৩৪১৩৩ ; ভারতী কহে এহো নহে ২১০১৬৭ ; ভারতী কহে তোমার আচার ২১০১৫৭ ; ভারতী কহে সার্বভৌম ২১০১৬২ ; ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর ১১৭১২৬৪ ; ভারতীগোসাঞি কেনে ২১০১৫২ ; ভারতীগোসাঞি প্রভুর ২১০১৭৬ ; ভারতী সন্তোষ ইহো ২১৬১১ ; ভারী বোঝা লক্ষা আইলাম ২১৭১৩৬ ।

ভাল কর্ম দেখি তারে ২১২১১৩ ; ভাল কহে চন্দ্রাবর ২১০১৫৪ ; ভাল কৈল বৈরাগীর ৩৬২২০ ; ভাল ছিল রঘুনাথে ৩৪১২৬ ; ভাল ত কহিল মোর ২১৬১২৬ ; ভাল না খাইবে আর ৩৬২৩৪ ; ভাল ভাল বিপ্র স্থানে ২১২১৭ ; ভাল মতে করে কর্ম ২১২১১৫ ; ভালমতে বিচারিলে ১১৬৪৫ ; ভালমতে শোধ সব ২১২১২০ ; ভাল মন্দ কিছু আমি ৩৫১৫২ ; ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মোন ২১৬১১৭ ; ভাল মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র ২১৬১১৫ ; ভাল হৈল অন্ধ যেন ২১০১১২ ; ভাল হৈল অনায়াসে ২১৮১২২ ; ভাল হৈল আইলা আমা ২১৪৪২ ; ভাল হৈল আইলা দেখ ৩১৩১০২ ; ভাল হৈল কহিলা তুমি ২১২০১২ ; ভাল হৈল জানিয়া আপনি ৩৬২৭৫ ভাল হৈল তোমার ইহা ৩৪৪৭ ; ভাল হৈল দুই-ভাই ২১১২০০ ; ভাল হৈল পাইলে তুমি ১১৭১৮৮ ; ভাল হৈল বিশ্বরূপ ১১৫১১২ ।

ভাসাইল জিজগৎ ১১০১৫২ ; ভাসাইল জিহ্বন ১১৩৩০ ; ভাসাইল সব লোক ২১৩৩৭ ।

ভিখারী সন্ন্যাসী করে ২১১১৬২ ; ভিড় দেখি দুই-ভাই ২১২১৪০ ; ভিতর ঘর গেলা মহাপ্রভুকে ৩১০১৮৬ ; ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে ৩১৪৫০ ; ভিতর মন্দির উপর ২১২১৭২ ; ভিতর মন্দির কৈল ২১২১৮০ ; ভিতর হৈতে রামচন্দ্র ৩৬১৪০ ; ভিতরে আছিল শূনি ৩৩১৪৬ ; ভিতরে প্রবেশি দেখে ১৫১৭২ ; ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে ৩৬২৪ ; ভিতরে হাইতে যারে ৩১০১৮২ ; ভিতরে পূর্বের স্বপ্ন ১৪১৩০ ; ভিতরের অর্থ কেহ ১১৭১২৪৫ ; ভিতরের

জ্যোৎস্না ১১৩২১; ভিতরের দৃঢ় যেই মাজি ১১৩১১; ভিত্তি দেখি ভক্ত সব ১১৩২২; ভিত্তি মূখ শির
 বধে ১১৩৩; ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছে ১১৩৬; ভিন্নপ্রায় লোক তাই ১১৩৫০; ভিক্ষা অবশেষ পাত্র ১১৩৬৬;
 ভিক্ষা করাইয়া আচমন ১১৩৪৫; ভিক্ষা করাইয়া কিছু ১১৩৭৮; ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল ১১৩২৫; ভিক্ষা
 করাইয়া তাঁরে কৈল ১১৩২৬২; ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র ১১৩২০৭; ভিক্ষা করাইল প্রভুকে ১১৩৮১; ভিক্ষা করি
 কহে পুরী ১১৩১১; ভিক্ষা করি তাই এক ১১৩২৫৭; ভিক্ষা করি বকুলতলে ১১৩১০১; ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে
 ১১৩১০; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা ১১৩১৪৫; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে ১১৩১১৫; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু
 করিলা ১১৩৮৬; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রসন্ন ১১৩২১; ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম ১১৩১০; ভিক্ষা
 করিলেন সতে ১১৩১৪৪; ভিক্ষা কি দিবক বিপ্র ১১৩১৬৫; ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে ১১৩১০; ভিক্ষা লাগি
 একদিন ১১৩১০; ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য ১১৩১৬৭; ভিক্ষাতে পণ্ডিতের মেহ ১১৩২৮৪; ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি
 ১১৩৩; ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর ১১৩১৭৩।

ভীত দেখি সিংহ মোরে ১১৩১৭৬; ভীতপ্রায় হুগুণ কাহে ১১৩১৪০; ভীমরথী দ্বান করে ১১৩২৭৫; ভীমকল
 বকলী উঠিবে ১১৩১১৭; ভীমকের ইচ্ছা কৃষ্ণ ১১৩২৭; ভীমের নির্বাণ সভার ১১৩১৫৬।

ভুক্তিমুক্তি আদি বাহা ১১৩১৫০; ভুক্তিমুক্তি বাহা যত ১১৩১৪০; ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি ১১৩১৩২;
 ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি ১১৩২২৩; ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ ১১৩১৩; ভুক্তিসিদ্ধি মুক্তি মুখ্য ১১৩১২০;
 ভুক্তিসিদ্ধি মুক্তি মুখ ১১৩১৩১।

ভুবনের নারীগণ ১১৩৫৮; ভুবনেশ্বর পথে যৈছে ১১৩১৩৩।

ভূগর্ভ গোসাক্রি আর ভাগবত ১১৩২৮০; ভূগর্ভ গোসাক্রি আর শ্রীজীব ১১৩৮৪৪; ভূগুণ কানে কহে সেই
 ১১৩১৭; ভূগুণ কাছে যাঞা কহে ১১৩২৫; ভূগুণ হাসি কহে আমি ১১৩২৮; ভূত নহে তেঁহো ১১৩৬১;
 ভূতপ্রোত জানে তোমার ১১৩৬৩; ভূতপ্রোত না লাগে ১১৩৫৪; ভূমি পড়ি আছে প্রভু ১১৩৬৮; ভূমি পড়ি
 কতু মূর্খা ১১৩৬; ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ১১৩১৪; ভূমিতে পড়িলা দুখে ১১৩১৩৬; ভূমিতে পড়িলা দেহে
 ১১৩২০; ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন ১১৩১৪; ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্ছিত ১১৩৮২; ভূমিতে পড়িলা
 রায় ১১৩১৫২; ভূমিতে পড়িলা শ্বাস ১১৩২৫; ভূমির উপর বসি ১১৩৩৪; ভূমে বসি নখে লিখে ১১৩১৩৫;
 ভূরিদা ভূরিদা বলি ১১৩১২; ভূষণধনিত্তে কর্ণ ১১৩২০; ভূষণের ভূষণ অঙ্গ ১১৩১৮।

ভূজপিক গায় বহে ১১৩১২৫; ভূতবাহুপূর্তি বিহু নাহি ১১৩১৬৬; ভূতের ভূত কর মোরে ১১৩১৬; ভূট
 ফুলবড়ি আর ১১৩১৩৩; ভূট মাঘ মূদগ নূপ ১১৩১২২।

ভেদ জানিবারে করি ১১৩২০।

ভোকে রহে তবু অন্ন ১১৩১৭২; ভোখে মরি গেলো ১১৩১২; ভোগ না লাগাইল ১১৩৩৫; ভোগ
 প্রেম মুখ্য মুখ্য ১১৩১২৫; ভোগমণ্ডপ তবে কৈল ১১৩১১৬; ভোগমণ্ডপ শোমি ১১৩১৮৪; ভোগমণ্ডপে যাঞা
 করে ১১৩১২০৭; ভোগ লাগাইতে সেবক ১১৩১৮০; ভোগ সরিলে জগন্নাথের ১১৩৮২; ভোগ-সামগ্রী আইল
 ১১৩৫৭; ভোগের সময়ে পুন ১১৩১৭৫; ভোগের সময়ে প্রভু ১১৩২১৫; ভোগের সময়ে লোকের ১১৩১২৩;
 ভোজন করহ ছাড় ১১৩৬২; ভোজন করহ তুমি ১১৩১২; ভোজন করাঞা পূর্ণ ১১৩২০১; ভোজন করাঞা প্রভুকে
 ১১৩৮২; ভোজন করাইল সভারে ১১৩১৪০; ভোজন করি আইলা তেঁহো ১১৩৮৪; ভোজন করি উঠে সতে
 ১১৩১২৫; ভোজন করি দুই ভাই ১১৩১১২; ভোজন করি না জানিয়ে ১১৩১৮৬; ভোজন করি নিত্যানন্দ
 ১১৩১৩; ভোজন করি বসিলা প্রভু ১১৩১৪১; ভোজন করিয়া কহে ১১৩২০; ভোজন করিয়া পাত্র ১১৩১২;
 ভোজন করিয়া প্রভু ১১৩৬৮; ভোজন করিয়া সতে কৈল ১১৩১৮; ভোজন করিয়ে আমি ১১৩৩০; ভোজন করিল

ভাই ৩১৩৫; ভোজন করিল হৈল ২১১৮১; ভোজন গৃহের কোণে ঝালি ৩১০৫৩; ভোজন দেখিতে চাহে ২১৫১২৪৩; ভোজন দেখিয়া বড়লি ৩১৩৫; ভোজন লীলা কৈল তবে ২১৪১০১; ভোজন সমাপ্তি হৈল ২১১১২৪; ভোজনে বসিতে রঘুনাথে ৩১১১১; ভোজনে বসিলা প্রভু ৩১১০৬; ভোজনের কালে পণ্ডিত ৩১১০৫; ভোজনের কালে স্বরূপ ৩১০১২৮; ভোজ্যায় বিপ্র বহি ৩১৮৮২; ভোট কখন পানে প্রভু ২১০১১১; ভোট ত্যাগ করিবারে ২১০১১৮; ভোট লেহ তুমি দেহ ২১০১৮২।

ভ্রম প্রসাদ বিপ্রলিপ্সা ১১১১২; ভ্রম ১১১০২; ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপ ১১৪১৪; ভ্রমময় চেষ্টা সদা ২১২৪; ভ্রমর-গীতারে দশ শ্লোক ২১২৪০; ভ্রমিতে পবিত্র কৈল ২১৩৪; ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা ২১১১১৫১; ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা ২১৪১২০; ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈষ্ণৱ ২১২২১২; ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু সজ ২১২৪১২২৫; ভ্রমিতে ভ্রমিতে সডে কাজী ১১১১১৩০; ভ্রষ্ট অবশ্য তুমি ২১৩৮২; ভ্রষ্ট নাসা বাণ ২১২১১০৮।

ম

ম

ম

ম

মকর পৌছিস প্রয়াগে ২১৮১৩৬; মকরে প্রয়াগ-স্থান ২১৮১৩৫।

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি ১১১১১২৮; মঙ্গল চরিত্র সদা ১১৬১২; মঙ্গলাচরণ নান্দী শ্লোক ৩১৩০।

মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ৩১১৮১; মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ ৩১১২০; মজুমদারের ঘরে সেই ৩১১১৮; মজুমদারের সত্যায় আইলা ৩১১৬৪।

মঠি আগে রহিল এক ৩১৩৬২।

মড়া রূপ ধরি রহে ৩১৮৫১।

মণিগীর্থে ঠেকা ঠেকি ২১১১১৮; মণি যৈছে অবিকৃত ২১৬১৫৫; মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা ২১৮৮৬; মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে ৩১৬৫; মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ ৩১৪১১; মণ্ডলী হইয়া করে ২১৩৮৫।

মৎস্তকূর্ম রঘুনাথ ২১২০২৫৬; মৎস্তকূর্মাত্মবতারের ১১৫৬১; মৎস্তাতীর্থ দেখি কৈল ২১২২২১; মন্তগজ জিনি ১১৫১৬৫; মন্তগজ ভাবগণ ২১২৫৫; মন্তসিংহ প্রায় প্রভু ১১১১২; মন্ত হস্তিগণ টানে ২১৪১৪২; মন্ত হস্তিযুগ আইলা ২১১১২২; মন্ত হস্তী রথ টানে ২১৪১৫০।

মথুরা আইলা দৌহে ২১৫১০; মথুরা আইলা লোকের ২১১১১৫৪; মথুরা আইলা সুরাণ ২১৫১৬২; মথুরা আসিয়া কৈল ২১১১৪১; মথুরা আসিয়া রায় ২১৫১৫৫; মথুরা আসিয়া শীঘ্র ৩১৩৪৩; মথুরা গমনে প্রভুর যৈহো ১১০১৪৪; মথুরা গেলে সনাতন ৩১৩৩৫; মথুরা চলিতে প্রেমে ২১১১৪৩; মথুরা দেখিয়া দেখে ২১১২২৫; মথুরা দেখিয়া পুনঃ ১১১৪২; মথুরা দ্বারকায় নিজ ১১৫১২; মথুরা না পাইলু বসি ৩১১১৮; মথুরা নিকটে আইলা ২১১১৪৬; মথুরা-পদ্মের পশ্চিম ২১৮১৫; মথুরা পাঠাইল তাঁরে ২১১২৩১; মথুরাবাস শ্রীমুর্তি ২১২১১৪; মথুরামাহাত্ম্য আর ২১৩৫; মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র ২১৫১৬১; মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে ৩১৩২১; মথুরা যাইব আমি ২১১২১৫; মথুরা যাবার ছলে ২১১১৫০; মথুরা হইতে প্রভু ৩১১৫; মথুরা হৈতে সনাতন ৩১১২।

মথুরাতে কেশবের ২১২০১৮৪; মথুরাতে ঘরে ঘরে ২১৮১১২; মথুরাতে পাঠাইলা রূপ ১১১১৫১; মথুরাতে পূবুজি রায় ২১৫১৬৩।

মথুরায় বৈছে গন্ধর্ব্ব ২১২০১৫১।

মথুরার বৈক্যবের গোসাঞি ৩১৪২৪; মথুরার বত লোক ব্রাহ্মণ ২১৮১২০; মথুরার লুপ্ততীর্থের ২১২০৫৪; মথুরার লোক সব বড় ২১৪১৮; মথুরার স্বামি সভার ৩১৩৩৫।

মদন-গোপাল গোবিন্দের কৈল ৩৪২১৩ ; মদন-গোপাল গোবিন্দের সেবা ২১১২৭ ; মদন-গোপাল পারে ১১২১৮৫ ; মদন-গোপালে গেলাও ১৮৮৬৮ ; মদনমোহনের নাট ৩১২১২২ ; মদমন্ত গতি বলদেব ১১৭১১২২ ; মন্তপ ববন রাচার ২১৩১৫৬ ; মন্তপ ববনের চিত্ত ২১৩১৭২ ; মন্তপাণ্ড পাশে ধরি ১১৭১৩৬ ।

মধু আন মধু আন ১১৭১০০ ; মধুপান রাসোৎসব ১১৭১২০১ ; মধুপুরীর লোক প্রভুকে ২১৭১১৭৬ ; মধুশন ভাল কুমুদ ২১৭১১৮২ ; মধুশন চক্র শব্দ ২১২০১২৮ ।

মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি ২১৭১৩৩ ; মধুর করিয়া লীলা ১১৩১৪৬ ; মধুর চরিত্র কৃষ্ণের ২১৫১৪১ ; মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র ৩২১১৬৮ ; মধুর নাম শ্রীকার রস ২১২৩৩৩ ; মধুর প্রসন্ন ইহার ৩১১১৪৩ ; মধুর বচন মধুর চোটা ১৮৮৫১ ; মধুর বর্ধনে প্রভুর ৩১০১৮৭ ; মধুর-রস ভক্ত মুখা ২১২১১৬৪ ; মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা ২১২১১৮২ ; মধুর হস্ত বদনে ৩১৭১৫৫ ; মধুর হৈতে স্নমধুর * * অতি স্নমধুর ২১২১১৭৭ ; মধুর হৈতে স্নমধুর * * জ্যোৎস্নাত্তর ২১২১১১৬ ; মধুরায় বড়ারাদি ২১৩১৪৬ ; ২১৫১২১২ ; মধুরৈশ্বর্য মাধুর্য ২১২১৩৪ ।

মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ ২১২২৩০ ; মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা ২১২২২৮ ; মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে ২১২২৩১ ; মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া ২১২২২২ ।

মধ্য অন্ত্যলীলা শেষ ১১৩১১৩ ; মধ্যবরহিতি সখী ২১৮১১৩৮ ; মধ্যম অধিকারী সেই ২১২২১৪০ ; মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ২১২১৩৬ ; মধ্যমূল পরমানন্দ ১১২১১৪ ; মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত ৩১১৫ ; মধ্যলীলার এই কৈল ২১২৫১১২২ ; মধ্যলীলার এই সংক্ষেপ ৩১১৪ ; মধ্যলীলার করিল এই ২১১২৩৪ ; মধ্যলীলার ক্রম এবি ২১২৫১২৪ ।

মধ্য প্রগলভা ধরে ২১৪১১৪২ ; মধ্যাহ্ন করি আসি করে ২১৮১৭১ ; মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ২১২০৬৭ ; মধ্যাহ্ন করিতে উঠি ৩১৮৮৭ ; মধ্যাহ্ন করিতে গেলা ২১৭১৮২ ; মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা ৩১১৫৫ ; মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলুন ৩১১১৪২ ; মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র ২১২১৫৪ ; মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু ২১১০৬৪ ; মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্র করিলা ৩১১২১ ; মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা ৩১১১৪৩ ; মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা ২১৭১৮৩ ; মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ৩১৬১২৫ ; মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ৩১২১১২৩ ; মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ ২১২৩২৪ ; মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু ২১৪১২১ ; মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কৈল ২১২১২১৩ ; মধ্যাহ্ন-রান কৈলা মণিকর্ণিকায় ২১৭১৭৮ ; মধ্যাহ্ন হইল, কেনে ২১২১৬৬ ; মধ্যাহ্নে আসিব এবে ৩১২১২২১ ; মধ্যাহ্নে আসিলা প্রভু ৩১১১০৮ ; মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ২১২২২২ ; মধ্যাহ্নে প্রতাপরজ ৩১৭১৮ ; মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে ৩১১১১২ ; মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু ৩১১১১৩ ।

মধ্যে এক শিশু হয় ২১৮১৫৪ ; মধ্যে ভাণ্ডব নৃত্য করে ২১১১২০৮ ; মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি ১১৭১১৩০ ; মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মন্তসিংহসম ২১২১১৩৪ ; মধ্যে নৃত্য করে শচীর ২১১১১২২ ; মধ্যে পীত দ্ব্যুতসিদ্ধ ২৩১৪১ ; মধ্যে প্রভু বসিলা আগে ৩৭১৫০ ; মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে ৩১০১৬৪ ; মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি ৩১০১১৩১ ; মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে ২১৫১৪৫ ; মধ্যে মধ্যে আসি তোমার দ্বি ২১৩১৮৮ ; মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর ২১৫১৫৩ ; মধ্যে মধ্যে কভু আসি ৩৩২৫ ; মধ্যে মধ্যে ধর-ভাত ৩১০১৫২ ; মধ্যে মধ্যে ছুইপাশে ২১১১৪৭ ; মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে ৩১৭১৬ ; মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে ৩৬১১২ ; মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো ৩২১৮৫ ; মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন ২১৬১৫৭ ; মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে ২১২১২১৫ ; মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভু করে ৩১৩১০৫ ; মধ্যে মধ্যে হরি কহে ২১১১১২৩ ; মধ্যে মধ্যে হরিক্ষনি ২১২১১৬২ ; মধ্যে রহি মহাপ্রভু ২১১১২১২ ; মধ্যে রাখা সহ নাচে ৩১৪১১৭ ।

মনকথা নাহি স্নেহে ৩৬২৮০ ; মন কৃষ্ণবিরোগী ৩১৪১৪৮ মন আনি প্রভু পুন ২১২১১৫২ ; মন কষ্ট হৈলে নহে ১১২১৪২ ; মন না মানিলে করে ২১২১১১৩ ; মন কিরি যার তাতে ৩৬২১ ; মন যোর বাম দীন ৩১৭১৫৫ ।

মনে এক সংশয় হয় ২১২৪১৬১ ; মনে ধৈর্য্য করি পুন ২১২১১২৫ ; মনে নিজ সিন্ধুদেহ ২১২২১০ ; মনে

ভাবে কুৎসিত ২১১৪৮; মনে মনে অগ্নি হুণে ৩১৩৩৭; মনে বাস্তব নাহি রাখি ২১৫১১৪৭; মনে হৈল লালস ৩১৭১৫৪; মনেতে শূন্যতা বাক্যে ২১২১৩; মনেজির ডুবিল প্রভুর ৩২১২৫।

মহন্ত ঠেলি পথ করে ১১০১১৪০; মহন্ত নহে ইহো কৃষ্ণ ২১৩৩১; মহন্ত নহেন রায় ৩৫১৬৮; মহন্ত না বেধে মথুর ৩২১১৫৩; মহন্তমুখি দময়ন্তী ৩১০১১৮; মহন্তে তরিল সখ ২১৩১২০০; মহন্তে রচিত মারে ১১৮৩৫; মহন্তের দেহে দেখি ২১৩১২; মহন্তের বেশ ধরি ২১১২৫৪; মহন্তের বেশে দেখ ৩১১৭; মহন্তের শব্দে ছই ২১৩১২৮৪।

মনোহুঃখে ভাল ভিক্রা ২১১১২২; মনোবেগে গেলা প্রভু ৩১৮৩২; মনোহরা লাড়ু আদি ২১৪১২৬।

মন্ত্র অধিকারী, মন্ত্র ২১২৪২৪৩; মন্ত্রগুরু আর যত ১১১১৭; মন্ত্র পড়ি শ্রীহন্ত ৩১৮১৫৮; মন্ত্র পাঞা কারো আগে ৩১৬১৬৬; মন্ত্রের ছট নদে ২১৩১২৬।

মন্ড মন্দ করিতেছে ৩১১১১৬।

মন্দির করিয়া রাজা ২১৫১১৭; মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে ২১৮১২৭; মন্দির নিকটে বাইতে নাহি ২১১১১৫০; মন্দির নিকটে বাইতে মোর নাহি ৩৪১৭; মন্দির নিকটে শুনি তাঁর ৩৪১৭; মন্দির শোষিয়া কৈল ২১২১১০২; মন্দিরে গড়িলা প্রেম ২১৩৩; মন্দিরে যে প্রসাধি পায় ৩১৫৪; মন্দিরের চক্র দেখি ২১১১১৭২; মন্দিরের চতুর্দিক ২১২১১৮; মন্দিরের পাছে রহি ২১১১২০৭।

মহন্তের অবতার এবে ২১২০১২৬৯।

মহাপ্র-মহাপ্রকপে ১৫১১১১; মহাপ্রার্থা রাধা-প্রেম ১৪১১২৪।

মহাতা অধিক কৃষ্ণ ২১২১১৮৪; মহাতা আধিক্যে তড়ন ২১২১১৮৬।

ময়ূর পুচ্ছ দেখি মুগ্ধ ২১৫১২২৩; ময়ূরাদি পক্ষিগণ ২১৭১৪১; ময়ূরের কণ্ঠ দেখি ২১৭১২০৪; ময়ূরের নৃত্য প্রভু ২১৭১২০৩।

ময়ূরের ঝাল ছানা ২১৫১২০৮; ময়ূরের ঝাল মধুরা ৩১০১১৩৪; ময়ূরিত অমোঘ তারে ২১৫১২৮৪।

ময়ূর মোর তিন পুত্র ৩১২১২২।

মরুট বৈরাগ্য ছাড়ি ৩১৩৩; মরুট বৈরাগ্য না কর ২১৩১২৩৬; মর্দিনিয়া এক রাখ ৩১২১১১১; মর্ধ্যাঙ্গা পালন হয় ৩৪১২২৫; মর্ধ্যাঙ্গা রাখিলে তুষ্ট ৩৪১২২৭; মর্ধ্যাঙ্গা লজ্জন আমি ৩৪১৩৬১; মর্ধ্যাঙ্গা লজ্জনে লোকে ৩৪১২২৬; মর্ধ্যাঙ্গা হৈতে কোটীমুখ ২১০১১৩৭।

মল্ল পর্কতে কৈল ২১২২৬০; মলয়জ্ঞ আন যাই ২৪১১০৬; মলয়জ্ঞ চন্দন লেপ ২৪১১০৫; মলিন মন হৈলে নহে ৩১২১৭৩; মল্লার দেশেতে আইলা ২১২২০৭; মল্লিকার মালা দিয়া ১১৪১৬৪; মল্লিকার্জুন তীর্থে ২১২১৩।

মহৎকৃপা বিনা কোন ২১২২৩২; মহৎ-শ্রুতা পুরুষ তেঁহো ১৫১৪৮; মহৎকৃপা-নিগ্রহের ৩৮১৩১; মহৎকৃপা য়াতে ১১৬৫০; মহৎকৃপার কল ৩৩১৩৭।

মহা অপরাধ কৈল গর্ভিত ২১৩১৮১; মহা অপরাধ হয় প্রভুর ৩১০১২৬; মহা উচ্চ সর্দারজনে ২১২১৩৭; মহা কুলীন ভূমি ২১৫২১; মহা কৃপালাভ প্রভুর ১১০১১৮; মহা কোলাহল তীরে ৩১০১৪৫; মহা কোলাহল হৈল ৩১০১৪৬; মহাশঙ্কর তেঁহো ১১৩৭৭২; মহাজন বেই কহে ২১২১৪৮; মহা ভোজোময় দৌড়ে ২১৫১৩৬; মহা ভোজোময় বপু ১১৭১৫৮; মহা দমনয় প্রভু ২৪১১৭৫; মহাদ্রুপ হৈতে মোরে ২১২১২৮; মহাদ্রুপ দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ২১৩৬৫; মহাদ্রুপ দেখি তাঁরে করিলা দন্দন ২১৩৬২; মহানন্দে লোক করে ২১৪১৫৫; মহাদ্রুপের

এই সহস্র ৩৫৭৫; মহামুণ্ডবের চিত্তের ২৭৭৭১; মহানুভূত মহাপ্রেম ২১১১২১৮; মহাক্ত-বক্তাব এই ২১৮০৭; মহাস্তের অপমান যেই ৩৩১৫৬; মহাপাত্র আনিল তাঁরে ২১৬১৭৮; মহাপাত্র চলি আইলা ২১৬১২২; মহাপাত্র তাঁর সনে ২১৬১২০; মহাপাত্র মহাপ্রভু ২১৬১২৪; মহাপুরুষ অবতারা ১৫৬৫; মহাপুরুষের চিত্তলয় অদে ১১৩১২০; মহাপ্রভু অধিক তাঁরে ৩১৩১০৮; মহাপ্রভু আইলা গ্রামে ২১৬২৫০; ২১২৫১৮৬; মহাপ্রভু আইলা দেখি ৩৬৭৭; মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর ২১২৫৭; মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট ২১২৫১২; মহাপ্রভু আইসে যেই ৩৬১০৪; মহাপ্রভু আনি করায় ৩৬৮৮; মহাপ্রভু আসি সেই আসনে ৩৬১০৭; মহাপ্রভু এই দুই দিলা ১১১১১১; মহাপ্রভু জেছে লীলা করে ২১৪১০২; মহাপ্রভু করে তারে ২১১১২১৭; মহাপ্রভু কহে তাঁরে ২১২১৬৬; মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট ৩৭১১০; মহাপ্রভু কহে শুন সব ২১১১১৬৭; মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে ৩৬১২; মহাপ্রভু কৃপাসিদ্ধ ৩২১৪১; মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা ৩৬২৩৭; মহাপ্রভু কৈল তাঁহে দণ্ডবৎ ৩৮৮; মহাপ্রভু বর আইলা ২১৪১২০২; মহাপ্রভু চলি আইলা ২১৫৮; মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাগসী ২১২৫০২; মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে ২১২৫২; মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল ২১৫৮; মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে ২২০১৪৫; মহাপ্রভু তাঁর উপর ৩১৬৩৬; মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য ৩৬১০২; মহাপ্রভু তাঁরে তবে ৩৭১২২৫; মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় ৩১৩৭১; মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা ২১৭১১১; মহাপ্রভু তাঁ-সভার বার্তা ৩১৩১০১; মহাপ্রভু তাহাঁ দৌহার ২১৪৮১; মহাপ্রভু তাহাঁ যাই ১১৭১২৬৫; মহাপ্রভু তাহাঁ শুনি ২১২৩৬; মহাপ্রভু দর্শন করে ২১২৫৪; মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ২১০১২৩; মহাপ্রভু দিল তারে ২১০১২৬; মহাপ্রভু দুই ভাই ২১২৬১; মহাপ্রভু দেখি তারে ৩২৩৮; মহাপ্রভু দেখি দৌহার ২১২৬০; মহাপ্রভু দেখি সত্য ২১৮১১; মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর ৩৪১৪; মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত ৩২০১১২; মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে ২১২১০১; মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ৩১২১০২; মহাপ্রভু পদাঙ্ক তাঁর ৩১২৪২; মহাপ্রভু পাইলা স্মৃতি ২১৩১৭; মহাপ্রভু পুছিলা তারে ২১২১; মহাপ্রভু বিনা কেহো ২১২১৭২; মহাপ্রভু বিনে সেব্য ২১৬২৩১; মহাপ্রভু ভক্তস্থানে বিদায় ৩১১৬৫; মহাপ্রভু মণিমা বলি ২১৩১৩; মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে ৩২১২২৫; মহাপ্রভু মহা কৃপা ২১২১৩৮; মহাপ্রভু মিলিতে সভার ২১১১২৩; মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ৩৪১৪৩; মহাপ্রভু মুঞি দীন ৩৫৪৪; মহাপ্রভু যাহা খাইতে ৩৬১১০; মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষম ৩১২৮১; মহাপ্রভু লঞা বুলে ২১৪৮৮; মহাপ্রভু লাগি ভোগ ৩৬১১১; মহাপ্রভু সভাকারে কৈল ২১০১২৮; মহাপ্রভু সম আর ২১২১৮৩; মহাপ্রভু স্মৃতি লৈয়া ২১২১২০৩; মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি ৩১৮২; মহাপ্রভুকে দুইজন ৩১৪১০৮; মহাপ্রভুকে দেখি চরণ ৩১৪২৫; মহাপ্রভুকে শুনাইতে ৩৫১১; মহাপ্রভুর আগে আর ৩৪১১; মহাপ্রভুর আগে আসি ২১৩২১; মহাপ্রভুর আগে গেল ২১১১৩০; মহাপ্রভুর আলয়ে ২১১১২৫; মহাপ্রভুর আসন দিলা ৩৬১০৬; মহাপ্রভুর ইজিত গোবিন্দ ৩১৬৫১; মহাপ্রভুর ইহো দয় ২১১১৬৫; মহাপ্রভুর উপর লোকের ২১২১১২; মহাপ্রভুর কৃপাঞ্চল ৩১২৮২; মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা ২১৩১৭; মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ ৩১৩১৩৪; মহাপ্রভুর গণ যত ২১১১৫২; মহাপ্রভুর গণে করায় ২১৩৫; মহাপ্রভুর গণে তুমি ৩৪১৪; মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ ২১৪১১; মহাপ্রভুর গুণ গাঞা ২১১২৫৫; মহাপ্রভুর চরণে যাই ৩১৩১২০; মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের ৩১৩১৩৩; মহাপ্রভুর দত্ত মালা সভারে ২১৬৪১; মহাপ্রভুর দর্শন পায় ৩৬৮১; মহাপ্রভুর দর্শন সদা ৩৪১৬; মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি ৩১৩৫১; মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য ৭১০৮২; মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ ২১৪১২১২; মহাপ্রভুর বার্তা তবে ২১০১৩; মহাপ্রভুর ভক্তগণ সভারে ৩৪১২০২; মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম ৩৫১১০; মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য ৩৬১২৮; মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো ২৬১৭; মহাপ্রভুর ভক্ত সব ২১১১৫৬; মহাপ্রভুর তরে নৌকা ২১২৭৪; মহাপ্রভুর মাতিপাত্র ২১১১৭২; মহাপ্রভুর মুখে আগে ২১৬৩২; মহাপ্রভুর মুখে দেন ৩৬৭৮; মহাপ্রভুর যত বড় বড় ২১২১১১১; মহাপ্রভুর রঘুনাথে ৩১৩১৩৬; মহাপ্রভুর লীলা যত ১১০১০৫; মহাপ্রভুর শ্রীহৃতে অন্ন ৩১১৮১; মহাপ্রভুর সঙ্গেশ কহিল ৩১৩৬৪; মহাপ্রভুর স্তুতি করে ২১৪১২২৮; মহাপ্রভুর স্থানে এক ৩৬১২৪৬; মহাপ্রসাদ আনিয়াছে ৩১১১৮; মহাপ্রসাদ খাইল ২৪১২৫; মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ২১০১৭৪;

মহাপ্রসাদ দিয়া তাই ২১০১২৮; মহাপ্রসাদ বস্ত্রভট্ট ৩৭১৫৪; মহাপ্রসাদ ভোজনে সভারে ৩১২১৪২; মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে ২১১১২৫; মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে ২৪১১৭; মহাপ্রসাদ দ্বন্দ্ব বাণীনাথ ২১১১১৫২; মহাপ্রসাদ সত্য ২১১১১৫৭; মহাপ্রসাদের তাই ৩২০১২১; মহাপ্রেমময় তেঁহো ১৫১১৪১; মহাপ্রেমাবেশ তুমি ২১৩৮৮; মহাপ্রেমে ভক্ত কহে ৩৩৫৩; মহাবন গিয়া অন্ন ২১৮১৬০; মহাবনে দেন আসি ৩১৩৪৭; মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির ১৭১১২৩; মহাবিদ্য রাজা সেই ২১৫১২৭; মহাবিজ্ঞা গোকর্ণাদি ২১৭১৮০; মহাবিরক্ত সনাতন ২১২৫১৬৬; মহাবিস্ময় কর কিবা ৩১১৩৩; মহাবিস্ময় পদ্মনাভ ২১২১৩০; মহাবিস্ময় সৃষ্টি করেন ১৩৬৪; মহাবিস্ময় অংশ অর্ধে ১৩৬২২; মহাবিস্ময় এক খাস ২১২০১৭৪; মহাভক্তগণসহ তাই ২১২২২০; মহাভাগবত তুমি ৩৩২৩৩; মহাভাগবত তেঁহো সরল ৩১৩৬৬; মহাভাগবত দেখে ২১৮২২৬; মহাভাগবত যজ্ঞনাথ ১১১১৩২; মহাভাগবত ঘেঁই কৃষ্ণ ৩১২০৫; মহাভাগবত লক্ষণ শূনি ২১৭১১০৬; মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত ১১১১৩৮; মহাভাগবত হয় চৈতন্য ২১৩২২; মহাভাগবত হরিন্দাস ৩১১১১০৪; মহাভাগ্যানু তেঁহো ২১৩৬৫০; মহাভাব চিন্তামণি ২১৮১২৬; মহাভাব স্বরূপা ১৪১৬০; মহাভারী ঠাকুর কেহো ২৪১৫১; মহা ভিড় হৈল ঘারে ১৭১১৪২; মহা মঙ্গল লৈয়া ২১৪১৪৭; মহা মহা বলিষ্ঠ লোক ২৪১৫২; মহা মহা বিপ্র হেথা ৩৩২০৬; মহা মহা শাধা ছাইল ১১১১৬; মহামহোৎসব কৈল ২১৫১৩১; মহামাদক এই কৃষ্ণা ৩১৩১০৬; মহামাদক প্রেম ফল ১১১৪৪; মহাযোগগীর্থা তাহা ১১৮১৬৬; মহাযোগেশ্বর আচার্য ৩১২১২৭; মহাযোগেশ্বর প্রায় দেখি ৩১১১৫৬; মহারত প্রায় পাই ২১২২৮১; মহারাত্রী দ্বিজ শেখর ২১২৫১৬৩; মহারাত্রী দ্বিজ প্রভু ২১২০১৭৪; মহারাত্রী বিপ্র আইসে ২১৭১১৭; মহারাত্রী বিপ্র আসি ২১১১২১১; মহারোরব হৈতে তোমা ২১২০১৫৮; মহাসকর্ষণ সব জীবের ১৫১৩৮; মহাস্মৃতি পান যে দিন ২১৭১৬১; মহাস্মান করাইল ২৪১৬০।

মহিষীগণ বৈভব ১৪১৬৭; মহিষীগণ লক্ষীগণ ২১২১১৬৪; মহিষীগণের রূঢ় ২১২৩৩৭; মহিষী-বিবাহে বৈছে ১১৩৩৭; মহিষী-বিবাহে হৈল ২১২০১৪১; মহিষী সকল দেখি ২১৩১১৮; মহিষী-হরণ আদি সব ২১২৩৬০; মহিষীর গীত যেন ৩১২১০১।

মহেশ শৈলে পরশুরামে ২১২১৮৩; মহেশ আবেশ হৈলা ১১৭১২৪; মহেশ গৌরীদাস আর ৩৩৬৬১; মহেশ পণ্ডিত ব্রজের ১১১১২২; মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর ১১০১১০২।

মহৈশ্বর্যমুক্ত দৌহে ২১৩৬২১৬।

মহোৎকর্ষা বাটাইয়া ৩১৭১৩৩; মহোৎসব কর তৈছে ২১৪১১০৬; মহোৎসব কর সব ১১৪১১৫; মহোৎসব নাম শূনি ৩৩৬৫৩; মহোৎসব শূনি পসারি ৩৩৬২০; মহোৎসব হৈল ভক্তের ২১২১২০১; মহোৎসবের স্থানে আইলা ২১৫১১২।

মাৎসর্যগণসহ রোমবৃন্দ ২১৩১২৭।

মাগি কেনে নাহি খাও ২৪১২৪; মাগিয়া খাইয়া করে ৩৩২২১; মাগিয়া লইল প্রভুর ২১২১৩৩; মাগিলে বা কেনে দিবে ৩৩৩৩; মাগে বা না মাগে ১১২১৭।

মাঘমাস লাগিল এবে ২১৮১৩৫; মাঘ-গুরুপক্ষে প্রভু ২১৭১৩; মাঘের দেবতা মাঘব ২১০১৩৮।

মাগিকা-সিংহাসন নাম ২১৫১২০।

মাটি কাড়ি লঞা কহে ১১৪১২৩; মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ ১১৪১২৭; মাটি খাইলে রোগ হয় ১১৪১২৮; মাটি দেহ মাটি তক্ষ ১১৪১২৬; মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে ১১৪১২২; মাটির বিকার অন্ন খাইলে ১১৪১২৮; মাটির বিকার ঘটে ১১৪১২২।

মাৎসর্য চণ্ডাল কেন ২১৫১২৬৩; মাৎসর্য ছাড়িয়া মুখে ২১২৩৩৩।

মাতা আজি ষাণ্মাহিলেক ৩১২১০০ ; মাতা কহে প্রভু রাধো ৩১২১২২ ; মাতা কহে ভাই দিব ১১২১১১ ; মাতা গঙ্গা ভক্তগণ ২১১১৬৭ ; মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি ২১১১৬৩ ; মাতা ঠাঞি আজ্ঞা লৈল ৩১২১১৫ ; মাতা নিজা স্থান ১১১১৪৭ ; মাতা পুত্র দৌহার মালি ১১২১২১ ; মাতা ভক্তগণে ভাই ২১১১৮৬ ; মাতা বোরে পুত্রভাবে ১১১২১১ ; মাতাকে কহিও কোটি কোটি ১১২১১৩ ; মাতাকে কহিও মোর ৩৩২৬ ; মাতাকে পাঠায় তাহা ৩১২১১১ ; মাতাকে পৃথক পাঠায় ৩১২১১২ ; মাতাকে বৈকুণ্ঠে দিতে ৩৩৪০ ; মাতাকে মিলিয়া তাঁর ৩৩৪১ ; মাতাকে মুক্তিভা দেখি ১১১১৪২ ; মাতার নারীর মন ৩১৬১১৩ ; মাতার আজ্ঞায় আমি ৩১১১৭৭ ; মাতার গৃহে রহ ৩৩২৪ ; মাতার চরণ ধরি ২১১৬২৪৭ ; মাতার বৈষ্ণব্য দেখি ২৩৩১৭০ ; মাতার বেই ইচ্ছা, সেই ২৩৩১৬৩ ; মাতার বৈছে বালকের ৩১১১৭৮ ; মাতার সমীপে ছুঁমি ৩৩২০ ; মাতারে তাবৎ আমি ২৩৩১৭৩ ।

মাতিল সকল লোক ১২১৪৪ ।

মাতুলের অপরাধ ভাগিনা ১১১১১৪৪ ।

মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু ১১১১৭৩ ; মাতৃ-ভক্তগণের প্রভু ৩১২১১৩ ; মাতৃ-ভক্তি-প্রলপন ৩১২১২৫ ।

মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে ৩৩৩১৩২ ; মাথায় বা মারে বিপ্র ৩১১৫৫ ।

মাদনের চূষনাদি ২১২৩৩২ ।

মাধব দেবপুরী ১৩১৭৫ ; মাধবদাস গৃহে তথা ২১৬২০৫ ; মাধবপুরী শ্রীপাদ ২১১১৪৪ ; মাধবপুরী সন্ন্যাসী ২১১১২৮ ; মাধবপুরীর কথা গোপাল ২১১৮৭ ; ২১৬৩৩১ ; মাধবপুরীর চিত্তে ২১১৩৩১ ; মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ ২১১২৫৮ ; মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত ২১১৮১১২ ; মাধব বাসুদেব আর ২১৩৩৪২ ; মাধব বাসুদেব ঘোষের ১১১১১২ ; মাধব-ভেদ চক্রগদা ২১০১২০৭ ; মাধব-সৌন্দর্য দেখি ২১২৫৫৩ ; মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত ১১০১১১৭ ; মাধবীদেবী শিখি মাহিতীর ১১০১১৩৫ ; মাধবে দেখিয়া প্রেমে ২১১১১৪০ ; মাধবেন্দ্রপুরী তথা ২১৬২৬৩ ; মাধবেন্দ্রপুরীর ইহো ১৬৩৩৬ ; মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ২১১১১৬৩ ।

মাধুর্য্য প্রকাশি করেন ১১১১২৬ ; মাধুর্য্য বাঢ়ায় প্রেম ১১১১৬৮ ; মাধুর্য্য ভগবত্বাসার ২১২১১২ ; মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক ২১২১১৭ ; মাধুর্য্যে মজিল মন ২১২১১৮২ ।

মানসগঙ্গা কালিনী ৩১৬১৩৬ ; মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে ৩১৬৩০ ; মানিনী নিরুৎসাহে ২১১১১৩৫ ; মানিলেন নিমজ্জন তারে ৩১১২২৩ ; মানে কেহো ধীরা ২১১১১৪১ ; মান্ত করি প্রভু তারে কৈল ২১৩৩২১ ; মান্ত করি প্রভু তাঁরে নিকটে ৩১১৫ ; মান্ত করি প্রভু সভায় ৩৬৬৩ ।

মান্নার অগোচরে কহে ৩১২১৩৩ ।

মান্না অংশে কহি ১১১৫৪ ; মান্না অবলোকিতে হয় ২১২০২২২ ; মান্নাকার্য্য নহে সব ১৩১৫৬ ; মান্না কার্য্যে মান্না হৈতে ২১২১২৬ ; মান্নাকাল ছুটে পায় ২১২১১৮ ; মান্নাভীত গুণাভীত ২১২০২৬৫ ; মান্নাভীত পরব্যোমে ২১২০২২৮ ; মান্নাভীত হৈলে হয় ২১২১২৮ ; মান্নাদাসী প্রেম মাগে ৩৩২৫৩ ; মান্না দ্বারে স্তম্বে তেঁহো ২১২০২২৪ ; মান্নাদ্বারে সৃষ্টি করে ১১২৪০ ; মান্নাদীশ মান্নাবশ ২৬১৪৮ ; মান্না নিমিত্তহেতু, উপাদান ১৬১১১ ; মান্না নিমিত্তহেতু বিশ্বের ২১২০২৩২ ; মান্নাবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ ২১২২২২ ; মান্না ব্রহ্ম শব্দ বিনা ২১১১১১ ; মান্নাবাদ শুনিবারে ৩২১৩৩ ; মান্নাবাদ শুনিলে মন ৩২১২৫ ; মান্নাবাদিগণ তাঁরে ১১১৩৮ ; মান্নাবাদিগণ যাতে ২১১১৩৪ ; মান্নাবাদি-ভাষ্য শুনিলে ২৬১৫৩ ; মান্নাবাদী কন্দিনী ১১১২৭ ; মান্নাবাদী নিবিশেষ ২১২১৪৩ ; মান্নাবাদী সন্ন্যাসী আমি ৩১১১৩ ; মান্নাবাদে কৈলে যত ২১২১১২ ; মান্নামুখ জীবের নাহি ২১২০১০৭ ; মান্না বৈছে দুই অংশ ১৬১১১ ; মান্নাশক্তি বহিরল ১১১৮৫ ; মান্নাশক্তি রহে ১১১৪৩ ; মান্নাশক্ত্যে ব্রহ্মজ্যোতি ২১২১১৮ ; মান্না সবে বিকারী রক্ত ২১২০২৬৩ ;

২৩১০৭; মুকুন্দ সহিত পূর্বে ২৬১৮; মুকুন্দ সরস্বতী ছিল ৩১৩৫২; মুকুন্দ সরস্বতী নাম ৩১৩৪৩; মুকুন্দ-সেবন ত্রুত ২৩৫; মুকুন্দ-সেবার হয় ২৩৫৬; মুকুন্দ হয়েন দুঃখী ২১৭২২; মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু ২৩৫৮; মুকুন্দ হরিদাস লক্ষণ ২৩১০৩; মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী ১৮১৬৪; মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে ৩১২৫৭; মুকুন্দার মাতার নাম ৩১২৫৮; মুকুন্দে দেখিয়া তাঁর ২৬১৮; মুকুন্দেরে কহে পুন ২১৫১৩০; মুকুন্দেরে পুছে কোথায় ২১০১৫০; মুকুন্দেরে হৈল তার ২১৫১২৭।

মুক্ত মধ্যে কোন জীব ২৮২০৩; মুক্তা পরাইয়াছিল ২৫১২৮; মুক্তহার বকশীতি ২২১২১; মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে ২২৪৮৭; মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় ৩৩১৭৬; মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষ্য ২৬২৪৩; মুক্তি পদে যার ২৬২৪৪; মুক্তি ভক্তি বাহ্য যেই ২৮২১১; মুক্তিলাভ কহিতে ২৬২৪৮; মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল ১১২৩৮; মুক্তিহেতুক তারক ৩৩২৪৪।

মুখ আচ্ছাদিয়া করে ২১৪১৪৮; মুখবাণ করি প্রভু ২১৫১০; মুখবাস দিয়া প্রভুকে ২১২৮৩; মুখর জগতের মুখ ৩৩১৩; মুখাবুজ ছাড়ি নেত্র ২১২১২২; মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত ৩১২৫৬; মুখে তর্জ গর্জ করে ৩৬২২; মুখে তার ছাল গেল ৩১৩৭৫; মুখে না নিঃসরে বাক্য ১১৬৮১; মুখে না নিঃসরে বাণী ২৬১৬৫; মুখে নেত্রে অভিনয় ৩৫২১; মুখে নেত্রে করে নানা ২১৪১৮২; মুখে ফেন পড়ে নাসায় ২১৮১৫২; মুখে ফেন পুলকাজ ৩১৭১৫; মুখে মুখ দিয়া করে ২১৭৩২; মুখে লাল ফেন ৩১৪৬৪; মুখে হয় হয় করে ২২৫২৬; মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর ১৭১৩০; মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে ২৬১৪১; মুখ্য তিন শক্তি ১২৮৬; মুখ্যবুজি ছাড়ি কৈল ১৭১২৪; মুখ্যবুজি সেই অর্থ ১৭১০৩; মুখ্য মুখ্য নবজন নবদিন ২১৪৬৪; মুখ্য মুখ্য লীলা স্ত্রে ১১৩৪৪; মুখ্য মুখ্য লীলার করি ২১৮১; মুখ্য মুখ্য লীলার তাই ৩২০১৩২; মুখ্য মুখ্য শাখাগণের ১২১৮; মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর ২৬১২৬; মুখ্যার্থ লাগাইল ১৭১৩০।

মুখা নাহি জানে মানের ২১৪১৪৭; মুখা মধ্য প্রগল্ভা ২১৪১৪৭।

মুক্তি অধম তোমার না ২৩১২২; মুক্তি অভাগিনীর এই ২৩১৬৭; মুক্তি এবে লইব প্রসাদ ৩১২১৪১; মুক্তি কোন ক্ষুদ্র, যেন ৩১১২৭; মুক্তি তার ঘরে যাঞা ৩২০৪৭; মুক্তি ছার মোরে তুমি ২১৭৭৫; মুক্তি তার পায়ে পড়ি ৩২০৪৪; মুক্তি তাঁর ভক্ত ১৬৮০; মুক্তি তোমা ছাড়িছ ২১০১২২ মুক্তি নিমাইর দর্শন ২৩১৬৬; মুক্তি নীচ অশুভ ২১১১৭৩; মুক্তি নীচ জাতি, কিছু ২২৪২৩৭; মুক্তি বড় দুঃখী মোরে ১১৭৭৫; মুক্তি ভিক্ষা দিমু আজি ২৬৩৮; মুক্তি ভিক্ষা দিমু সভারে ২৩১৬৮; মুক্তি মৈলে মোর কৈছে ৩১৮৫২; মুক্তি যে চৈতন্যদাস ১৬৪১; মুক্তি শিখাইলু তোরে ২২৩৬৫।

মুদ্রাবড়া মাঘ বড়া ২৩৪৭; ২১৫২১৩; মুদ্রা দেহ বিচারি যার ৩৬১৪২।

মুনয়: সন্ত ইতি ২২৪২৮; মুনয়শ ভক্তি করে ২২৪২১২; মুনয়োহপি কৃষ্ণ ভজে ২২৪১১৪; মনি, নির্গম, চ, অপি ২২৪২১৩; মনি নিগ্রহ শব্দের ২২৪১০২; মনি শব্দে পক্ষী-ভৃঙ্গ ২২৪১১৭; মনি শব্দে মননশীল ২২৪১২; মনি সব জানি করে ২২০২২৪; মুগ্ধাদি শব্দের অর্থ শুন ২২৪১১।

মুগ্ধা ছাড়িয়া কৈল ২২৪১৮২; মুগ্ধা ছাড়িয়া গুণে ২২৪২০; মুগ্ধ জগতে অনেক ২২৪১৮৭; মুগ্ধ, জীবমুক্ত, প্রাপ্ত ২২৪১৮৬।

মুরলীর কলধনি ৩১৫৫২; মুরারি কমলাকর ৩৬৬০; মুরারি গুপ্ত মুখে শুন ১১৭১৬৫; মুরারি গুপ্তের গোঁর ২১৫১৩৭; মুরারি চৈতন্য দাসের ১১১১৭; মুরারি দেখিয়া প্রভু ২১১১৪০; মুরারি না দেখি প্রভু ২১১১৩৮; মুরারি পণ্ডিত গরুড় ৩১০১২; মুরারি মাহিতী শিখি মাহিতীর ২১০৪২; মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর ১৬৪৫; মুরারি লইতে ধাঞা ২১১১৩৮; মুরারিকে কহে তুমি ১১৭৭২।

মুক কবির করে ১৮৪।

মুক্ত লোক নাহি জানে ১৬২০; মুদ্রাধর জনেরে তেঁহো ২১১২৮।

মূৰ্খ তুমি তোমার নাহি ১৭৭০ ; মূৰ্খ নীচ ব্রজ আদি ২২৪১৪ ; মূৰ্খ নীচ কুহু মুক্তি ১৮৭৮ ; মূৰ্খ লোক করিবেক-
২১৭১৭৩ ; মূৰ্খ সন্ন্যাসী নিজ ১৭৭০ ; মূৰ্খের বাক্যে মূৰ্খ হৈলা ২১৮২৩ ।

মূৰ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার ২২৪৩৩ ; মূৰ্ছিত হইয়া আচার্য ২২৪৫০ ; মূৰ্ছিত হইয়া তাহী ২৭৭৬২ ; মূৰ্ছিত হইয়া
তৈহো ২১২২০০ ; মূৰ্ছিত হইয়া পণ্ডিত ২১৬১৪১ ; মূৰ্ছিত হইয়া মুক্তি ১৫১১৭৫ ; মূৰ্ছিত হইয়া সন্তে ২৭৭২০ ;
মূৰ্ছিত হইলা চেতন ২৬১৫ ।

মূল এক দীপ ১২৭৭৫ ; মূল ভক্ত অবতার ১৬২৮ ; মূল শাখা প্রশাখা ১২২২ ; মূল শ্লোকের অর্থ করিতে ১৪১৩ ;
মূল শ্লোকের অর্থ শুন ১৪১৮৭ ; মূল স্বক্কের শাখা আর ১২২৪ ; মূল হেতু আগে ১৪১৪৬ ।

মৃগছাল চাহ যদি ২২৪১৬৭ ; মৃগমদ তার গন্ধ ১৪১৮৪ ; মৃগমদ নীলোৎপল ২২২২২ ; মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি
২১৮১১০ ; মৃগ মারিবারে আছে ২২৪১৫৬ ; মৃগমৃগী মুখ দেখি প্রভু ২১৭১৮৭ ; মৃগীব্যাপ্তিতে আমি হই ২১৮১৭৪ ;
মৃগের গলা ধরি প্রভু ২১৭১২৭ ; মৃগের পুলক অঙ্গ ২১৭১২৭ ।

মৃত পুত্র মুখে কৈল ১১৭১২২২ ; মৃতক দেখিতে মোর ১৮১৪৫ ।

মৃদঙ্গ করতাল শব্দে ১১৭১২০০ ; মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীৰ্তন ১১৭১১৭ ; মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে ১১৭১১২ ।

মৈত্র মন্দর পর্বত ডুবায় ২১৪১৮৪ ।

মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ ১৫১২০৬ ; মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ ১৫১২৪ ; মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন ১৫১৮৮ ;
মো-বিহু দয়ার পাত্র ২১১২০ ; মো-বিষয়ে গোপীগণের ১৪১২৬ ; মো-হেন অধমে দিলা ১৫১৮৮ ; মো-হৈতে কৈছে হয়
২১৪১২৩৭ ।

মোচাণ্ট দৃষ্টকৃষ্ণাণ্ড ২১৪৪৫ ; মোচাণ্ট মোচাভাজা ২১৫১২০২ ।

মোণেক চন্দন ২৪১৮০ ।

মোদক বেচে প্রভুর বাটীর ১২২৫৩ ।

মোর অন্তর্ভাবী রূপ ১১৭৮ ; মোর অপরাধে তোমার ২৫১৫০ ; মোর অভাগ্য, তুমি ১৪১৫২ ; মোর
আগে নিজরূপ ২৮২২২ ; মোর ইচ্ছা হয়ে পাণ্ড ১৬১২৭ ; মোর ইচ্ছা হয় হুঙ ২১৮৭২ ; মোর এই ইচ্ছা যদি
১১১৩৪ ; মোর কণ্ঠরসা লাগে ১৪১৩৩ ; মোর কর্ম মোর হাথে ২১১৮৭ ; মোর কাছে পদ দিয়াছে ১৪১২৭ ;
মোর কিছু দিতে নাহি ২১৪১০ ; মোর কীর্তন মানা করিস ১১৭১৭৫ ; মোর গুলীলা হরিদাস ১৩৮২ ; মোর
ঘরে প্রভুপাদের ২১০২১ ; মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা ২১২২০৮ ; মোর ঘরে ভিক্ষা বলি ২১২৩২৩ ; মোর চন্দ্রাবর
এই ২১০১৫৩ ; মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে ১৬২৭০ ; মোর চিত্ত প্রাণ হয়ে ১৪১২০২ ; মোর চিত্ত ভ্রম করি
২২১১২৩ ; মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র ১৮১০৫ ; মোর তত্ত্ব লীলারস ২৮২৩৭ ; মোর দরশন তোমা ১৮১৩৪ ; মোর
দশা শুনে হবে ২১৩১৪৫ ; মোর দেহ স্বসদন ১১৩৪৪ ; মোর ধর্ম রক্ষা পায় ২৫১৪৬ ; মোর ধ্যানে অশ্রুজল
২১৫১৫৮ ; মোর নাম লইহ তৈহো ১৫১৫০ ; মোর নাম লয়ে যেই ১৫১৮৪ ; মোর নাম শুনে যেই ১৫১৮৪ ;
মোর নামে শিখি মাহিতার ১২১০২ ; মোর নিবেদন এক ২১৫১৬০ ; মোর নিমন্ত্রণ বিনা ২১৭১২৫ ; মোর
পঞ্চেন্দ্রিয়গণ ১৫১১৪ ; মোর পাদজল যেন ১১৬৪০ ; মোর পিতার কণ্ঠা ২৫১৬১ ; মোর পুত্র মোর সখা ১৪১২২ ;
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ২১১৩৮ ; মোর বংশীগীতে ১৪১২০১ ; মোর বপু চিত্তমন ২২২২৭ ; মোর বাক্য নিন্দা
মানি ২২৬১ ; মোর বাড়মনোগম্য ২২১২১ ; মোর বাড়মনোগোচর ১৩৮১ ; মোর বাণী শিষ্টা ১২১৩৮ ; মোর
বুকে নথ দিয়া ১১৭১৭৪ ; মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে ২১৩০ ; মোর ভাগ্যে পুনরপি ২১১২২ ; মোর ভাগ্যে-মো-
বিষয়ে ২১৩১৪৮ ; মোর ভাগ্যে মোর ঘরে ২১৩৭৪ ; মোর ভ্রমে তমালে ১৪১২০২ ; মোর ভ্রাতৃসনে ১৫১৫০ ;
মোর মন ছুইতে নারে ২২৩৬৩ ; মোর মন তুচ্ছ এই ২২৩৬৩ ; মোর মন সান্নিধ্য ২২১১১৫ ; মোর ঘনের

কথা তুমি ২১১৬৩; মোর বনেন্দ্র কথা রূপ ২১১৬৫; মোর মুখে কথা কহে ৩৫১৭০; মোর মুখে কহাই কথা ৩৫১৭১; মোর মুখে বক্তা তুমি ২১৮১৬১; মোর মুখে যে সব রস ৩১১১৪২; মোর বড় কাজ কাম ২১১২২১; মোর যদি বোল ধরে ২২১১১৩৩; মোর রূপে আপ্যায়িত ১৪১২০০; মোর লাগি তাঁ-সভায়ে ২১২১৬; মোর লাগি প্রভুপদে করেন ২১২১৭; মোর লাগি প্রভুপদে কৈল ২১১১৩৩; মোর লাগি স্রীপুত্র ৩১২১৭০; মোর শক্তি নাহি তোমার ২১২১২৮; মোর শিরে পদ ধরি ৩৬১৩২; মোর শিরোমণি যেই ৩১১১৩২; মোর স্নোকে অতিপ্রায় ২১১৬৩; মোর সখা মোর পুত্র এই ৩৭১২৬; মোর সঙ্গে হাথিষোড়া ২১১৩০৫; মোর সম্প্রদায়ে প্রভু ৩১০১৫২; মোর সহায় কর যদি ২১১৭১৩; মোর শ্রুতকথা কহি ৩৩২৬; মোর শ্রুত চাহ যদি ২১৬১৪০; মোর শ্রুত সেবনে ৩২০১৫০; মোর সেই কলানিধি ২১২১৪১; মোর স্পর্শে না করিলে ২১৮১৩৪; মোর হাথে ধরি করে ২১১১১৭।

মোরে অঙ্গীকার কর ৩৩২২৪। মোরে অহুগ্রহ কর ১৭৭৫৩; মোরে আজ্ঞা করিলা ১৮১৬৭; মোরে আজ্ঞা দেহ মুক্তি ৩২১৩০; মোরে আজ্ঞা দেহ সভে ৩৩৩৭; মোরে কৃপা কর মুক্তি ২১৮১২১; মোরে কৃপা করি কর ২১০১০৫; মোরে কৃপা করিতে ২১৮১২০; মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ৩১৬৭৫; মোরে কেনে পুছ ২১১১৬৮; মোরে ধাওয়াইতে করে ২১৫১৬৫; মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি ৩৬১৩১; মোরে জীয়াইলে তোমার ৩৪১৭০; মোরে তুমি ছুঁইলে মোর ৩৪১৪৭; মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ ২১৭১১৬৮; মোরে দয়া করি কর ২১১১২১; মোরে দিতে ঘন:পীড়া ৩২০১৪২; মোরে দেখি মোর গঞ্জে ২৭৭১৪১; মোরে না ছুঁইহ কহে ২২০১৫১; মোরে না ছুঁইহ প্রভু ৩৪১১২; মোরে না ছুঁইহ মুক্তি ২১১১১৪১; মোরে না মানিলে সব ১৮১২; মোরে নিন্দা করে ১১৭১২৫৭; মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি ৩৪১১৫৮; মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল ২১১১৪৪; মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ ৩৩২০৫; মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন ২১৫১২২২; মোরে বস্ত্র দিতে যদি ২২০১৭২; মোরে ব্রহ্ম উপদেশে ৩৮২৪; মোরে মিলাইতে অবশ্য ২১২১৩৮; মোরে মুখ না দেখাবি ৩৮২৩; মোরে যদি দিলে হুঃখ ৩২০১৪৩; মোরে শিষ্ট করি মোর ২১৭১১৫৮; মোরে শিক্ষা দেহ এই ৩৮১৬৪; মোরে স্পর্শ তুমি এই ২১০১৫২।

মোক্ষাকাজী জানী হয় ২২৪১৮৬; মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ ২১৮১১৮৫; মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ১৭৭১২।

মৌন করি রহিল পণ্ডিত ৩১২১১০২; মৌন করি রহে লক্ষণ ১৫১১৩০।

মৌবল লীলা আর ২২৩৫২।

শ্রীশ্রী আসি কৈল প্রভুর ২১৬১২২; শ্রীশ্রী কহে আজি হৈতে ৩৬২২; শ্রীশ্রী কহে যেই কহ ২১৮১১৮২; শ্রীশ্রী কহে হিন্দুরে আমি ১১৭১২১; শ্রীশ্রীগণ আসি প্রভুর ২১৮১১৭১; শ্রীশ্রীগণ দেখি মহাপ্রভুর ২১৮১১৭০; শ্রীশ্রী গোবধ করে ৩৩১৪৭; শ্রীশ্রী জাতি শ্রীশ্রীসেবী ২১১১৮৬; শ্রীশ্রীদেশ দূরপথ ২১৪১১৮২; শ্রীশ্রীদেশে কর্তৃক চন্দন ২১৪১১৭৪; শ্রীশ্রীদেশে কেহো কাই ২১৮১২০৭; শ্রীশ্রী পাঠান ঘোড়া হৈতে ২১৮১১৫৩; শ্রীশ্রীভয়ে আইল গোপাল ২১৮১৪১; শ্রীশ্রীভয়ে সেবক আদার ২১৪১৪১; শ্রীশ্রী সহিত অধরস ৩৬৩৩; শ্রীশ্রীর হৃদয়ে যেন ২১৮১১৬৮।

য

য

য

য

যত অধ্যাপক আর ১১৭১২৫৩; যত উপজিল তার ১১২২১; যত উপজিল শাখা ১১২১৭; যত কিছু কেশবের ২১৩৭১০৪; যত গোপালন্দরী ৩১৮১৮৭; যত চেষ্টা যত প্রলাপ ৩২০১৬৩; যত দিন রহে তেঁহো ৩৩৭২; যত হুঃখ যত শ্রুত ৩১৮১১৫; যত দ্রব্য ব্যর করে ২৩১১৫৬; যত দ্রব্য লক্ষ্য আইসে ৩৬২১; যত নদনদী আছে ২১০১১৮০; যত নর্তক গায়ন ১১৩১১০৮; যত নাচাইল তত ৩২০১৪০; যত নিন্দা করে তাহা ৩৮১৪৫; যত পিয়ে তত তৃষ্ণা ২১২১৪১২; যত বার পালাত আমি ৩৬১২২; যত ব্রহ্ম তত মূর্তি ২২১১৫৬; যত ভক্ত কীর্তনীয়া ২১৩১১৬৬; যত ভক্তকৃদ হারি ৩১১১০৭; যত ভক্তিগ্রহ কৈল ২১১৩৭; যত যত শিরে তৃষ্ণা ১৭১১২; যত যত ভক্তগণ ১১৭১৩২৪;

যত যত মহান্ত কৈল ১১০১৪ ; যত যত প্রেমবৃষ্টি ১১৭২৬ ; যত লোক আইল ২৩১৫৪ ; যত লোক আইলে কেহো ২১৭৭৮ ; যত হোমাজ অলে তাসে ৩১৮২১ ।

যতিধর্ম প্রাণ রাখিতে ৩৮৭৮ ; যতি হুঞা জিহ্বালম্পট ৩৮৭৮ ।

যতেক করিল তাহা ২৩৫২ ; যতেক পলাঞাছিল ১৭৭৩৩ ; যতেক বিচারে তত ২২৩৩৬ ।

যত্ন করি শুণ্ডি করি ৩১০১৫ ; যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল ৩৩১৫২ ; যত্ন করি তেঁহো এক ২২০১৪৩ ; যত্ন করি সব ধাওয়ায় ৩৩১১৩ ; যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে ২১১১২০ ; যত্নগ্রহ বিনা ভক্তি ২২৪১১৫ ; যত্নে আশ্বাদিতে নারি ১৪১১১৬ ।

যথা কথাকিং করি ২৪১৭ ; যথা তথা ভক্তগণ ১১৭১১৬ ; যথা নেত্র পড়ে তথা ২১৬২৫৭ ; যথাযোগ্য উদ্বার ভরে ৩৮৬৩ ; যথাযোগ্য করে মান ৩২০১৪৫ ; যথাযোগ্য করাইল সভার ৩৪১১০৬ ; যথাযোগ্য কার্য করে ২১৬২৪১ ; যথাযোগ্য কৃপামৈত্রী ৩৪১০৭ ; যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ ২১৬২৩৬ ; যথাযোগ্য মিলন ২১১১১২ ; যথাযোগ্য সব ভক্তে ২১১২৫ ; যথাযোগ্য সভার সনে ২১১১৫৫ ; যথা রহি তথা ঘর ২১৬২৫৭ ; যথার্থ কহিবে ছলে ১১৭১৬৫ ; যথার্থ মূল্য করি তবে ৩২৫৩ ; যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ তেঁহোত ৩২৫১ ; যথার্থমূল্যে ঘোড়া লেহ যেন ৩২৪৭ ; যথাস্থানে নারদ গেলা ২২৪১৮৭ ; যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ ১৩১১১ ; যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল ৩৮১০ ।

যদি এই মহাপ্রভুর ২১১১৩২ ; যদি কেহ হেন কহে ২২১৭৪ ; যদি বাইতে নার ২৩১৭০ ; যদি তত দিন জীয়ে ২২৮১ ; যদি পুনঃ ঐছে নাহি ১১৭১৫৪ ; যদি বর দিবে তবে ২৫১১১৪ ; যদি বা তর্কিক কহে ১৮১১৩ ; যদি বা তোমার তারে ৩২৭৭ ; যদি বৈষ্ণব অপরাধ ২১২১১৩৮ ; যদি ভট্টের আগে প্রভু ২১২১৭৫ ; যদি মোরে এই বিপ্র ২৫১৭৪ ; যদি মোরে কৃপা না ২১২১২ ; যদি মোরে নৈবত্ত না দেহ ১১৪১৫৫ ; যদি হয় তার যোগ ২২১৩৮ ; যদি হয় রাগঘেষ ২২১৭৫ ।

যদুনন্দন আচার্য্য তবে ৩৬১৫৮ ; যদুনাথ পুরুষোত্তম ১১০১৭৮ ।

যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে ৩৫১২২ ।

যত্নপি অন্তরে কৃষ্ণবিরোগ ৩৬৩ ; যত্নপি অস্ত্র সঙ্কেতে ৩৩৫৪ ; যত্নপি অসম্ভাষ্য ২২১৪২ ; যত্নপি অজ্ঞান্য নিত্য ২২০১২৩ ; যত্নপি আপনে পূর্ণ ২১১১২১ ; যত্নপি আপনে হয় প্রভু ২১১২৩ ; যত্নপি আমার গন্ধে ১৪১২০২ ; যত্নপি আমার গুরু ১১১২৬ ; যত্নপি আমার রসে ১৪১২০৩ ; যত্নপি আমার স্পর্শ ১৪১২০৪ ; যত্নপি দৈব তুমি ২১২১২৬ ; যত্নপি উদ্বেগ হৈল ২৪১১৪৭ ; যত্নপি এই শ্লোকে ১১৬৩৬৪ ; যত্নপি করিল রসনির্যাস ১৪১১০৬ ; যত্নপি কহিয়ে তাঁরে ১৫১৬৭ ; যত্নপি কারো মমতা ৩৪১১৬৬ ; যত্নপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য ২৮১৭২ ; যত্নপি কেবল তাঁর ১৫১২৫ ; যত্নপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু ৩৮১২৩ ; যত্নপি গোপাল সব ২৪১৭৬ ; যত্নপি গোসাঞি তারে ২১২১২১ ; যত্নপি জগদগুরু তুমি ২১৬৮৩ ; যত্নপি জগন্নাথ করে ২১৪১১৫ ; যত্নপি তিনের মায়া লঞা ১২১৪৪ ; যত্নপি তুমি হও ৩৪১২২৪ ; যত্নপি তোমার অর্থ ২১৬২৪৬ ; যত্নপি তোমার ভক্তি ২১১২০৮ ; যত্নপি তোমার সব ব্রহ্ম ২২৫১৬৪ । যত্নপি নির্মল রাধার ১৪১২২২ ; যত্নপি পণ্ডিত আর ৩৭১৮০ ; যত্নপি পরব্যোমে সভার ২২০১৮১ ; যত্নপি পায়ন তবু ২১১৭১ ; যত্নপি প্রতাপরুদ্র ২১২১৫১ ; যত্নপি প্রভু লোক ২১৭১৪৭ ; যত্নপি প্রভুর আজ্ঞা ২১৬১৩ ; ৩১০১৪ ; যত্নপি প্রেমাবেশে প্রভু ২১২১৬৩ ; যত্নপি বস্ত্রঃ প্রভুর ২১১২১১ ; যত্নপি বিচারে পণ্ডিতের ৩৭১৮৩ ; যত্নপি বিচ্ছেদ দৌহার ২৮১৫০ ; যত্নপি বৃন্দাবন ত্যাগে ২১৮১৪২ ; যত্নপি ব্রহ্মণ্য করে ৩৬১২৬ ; যত্নপি ব্রহ্মাণ্ডগণের ১২১৮৮ ; যত্নপি ব্রাহ্মণী সেই ৩৩১৫ ; যত্নপি মাসেকের বাসি ৩১০১২২ ; যত্নপি মুকুন্দ আমার ২১১১২৪ ; যত্নপি রাজার দেখি ২১৩১৭৬ ; যত্নপি রায় প্রেমী ২৮১১০২ ; যত্নপি শুনিয়া প্রভুর ২১২১১২ ; যত্নপি সখীর কৃষ্ণসঙ্ঘমে ২৮১১১ ; যত্নপি সনৌড়িয়া হয় ২১৭১৬৩ ; যত্নপি সর্কোশ্রয় তেঁহো ১৫১৭১ ; যত্নপি সহসা আমি ২৩১৭২ ; যত্নপি সাংখ্য মানে ১৬১৫ ; যত্নপি সে মুক্তি হয় ২১৬২৩২ ; যত্নপি স্বতন্ত্র প্রভু ২১৬১০ ; যত্নপি হরিদাস কিশোর ৩৩১২২ ; যত্নপিহ হিলে প্রভু ২১২১৬৭ ; যত্নপিহ প্রভু কোটা ৩২০১৫৭ ; যত্নপিহ মুক্তিশঙ্কর ২১৬২৪৭ ।

যবন অধিকারী যার ২১৩১৭০ ; যবন তাড়নে যার ১১০১৪৩ ; যবন রক্ষক পাশ কহিতে ২২০১৩ ; যবন সকলের মুক্তি তা৩৫২ ; যবনে তোমার ঠাই ২১১১৬৩ ; যবনের ভাগ্য দেখ তা৩৫৩ ; যবনের সংসার দেখি তা৩৫১ ।

যবে আসি মানা করে ২১৪১১৬৮ ; যবে তুমি লেখ কৃষ্ণ ২২৪১২৫৭ ; যবে পাই তবে হয় ২১১১৭৩ ; যবে যুক্তি করে প্রভু ২১১৬৬ ; যবে যেই আজ্ঞা সেই ২১০১৫৪ ; যবে যেই করে সেই তা৮১৮৮ ; যবে যেই ভাব উঠে ১৪১২৭ ; যবে যেই ভাব প্রভুর তা১৭১৪ ; যবে যেই মিলে তাতে তা৩১৮৫ ; যবে যেই রস তাহা ২১৩১৫২ ।

যম নিয়মাদি বলে ২২২১৮৩ ; যমলার্জুন ভঙ্গাদি ২১৮১৬১ ।

যমুনাকর্ণধনীর ১১১১১১১ ; যমুনাজল নির্মল তা১৮১৮৭ ; যমুনা দেখিয়া প্রেমে ২১১১১১৪১ ; যমুনাতে জলকেলি তা১৮১৩০ ; যমুনাতে পার হঞা ২১৮১৫২ ; যমুনাতে স্নান তুমি ২১৩১৩২ ; যমুনার চক্ষিণ ঘাটে ২১১১১১৭২ ; যমুনার জল দেখি ২১২১৭১ ; যমুনার জলে মহা তা১৮১৭৮ ; যমুনার ভ্রমে তুমি তা১৮১০২ ; যমুনার ভ্রমে প্রভু তা১৮১২৬ ।

যম্মেশ্বরে প্রভু তাঁর ২১৫১১৮১ ।

যশোদা-নন্দন যৈছে হৈল ১১৪১২ ; যশোদা-নন্দন হৈল ১১১১২৬৮ ।

যা না পাঞা হুখে যরি তা১৬১১৩২ ; যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল ১১৬১২৫ ; যা শুনিলে হয় সাধু ২২৪১২০২ ; যা-সভার চরণ কৃপা তা২০১৪১ ।

যাঁ সভা উপরে-কৃষ্ণের ১১৬১৫২ ; যাঁ-সভার কীর্তনে নাচে ১১০১১১৩ ; যাঁ-সভার স্মরণে পাই ১১২১২০ ; যাঁ-সভার স্মরণে হয় বন্ধবিমোচন ১১২১৮২ ; যাঁ-সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিত ১১২১২০ ।

যাইতে এক বৃক্ষতলে ২১৮১১৪২ ; যাইতে নারিল বিঘ্ন ২১৩১৭১ ; যাইতে সন্মতি না দেয় ২১৬১২ ; যাইতেহো পথ নাহি তা১০১২৬ ।

যাজপুর আসি প্রভু ২১৬১১৪৮ ; যাজপুরে সে রাজি ২১৫১৩ ; যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় ২১২১২২ ।

যাতে আমার হৃদয়ের তা১৫১৭১ ; যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি ১৮১৩২ ; যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব ১৫১১০ ; যাতে বংশীধ্বনি শ্রুত ২২১৪১ ।

যাত্রা অনন্তরে ভট্ট তা৭১৬৫ ; যাত্রাকালে আইলা সব তা৪১০০ ; যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী ২১৩১১৬৭ ।

যাদবদাস বিজয়দাস ১১২১৫২ ; যাদবচার্য্যগোসাঁঞি ১৮১৬২ ; যাদবের প্রতিপক্ষ ২১৩১১৪২ ।

যাবৎ আচার্য্যগৃহে ২১৩১৬৮ ; যাবৎ আছিল সন্তে ২১১১২২৪ ; যাবৎ কাল দর্শন করে তা১৪১২১ ; যাবৎ কীর্তন সমাপ্তি তা৩২২৮ ; যাবৎ জীব তাবৎ আমি তা২১১১০ ; যাবৎ তোমার হয় কাশী ২১২১২০৮ ; যাবৎ না থাইবে তুমি ২১৫১২৮৩ ; যাবৎ নির্ঝাঁ প্রতিগ্রহ ২২২১৬২ ; যাবৎ পড়োঁ তাবৎ ২১২১২৫ ; যাবৎ বৃদ্ধের গতি তা২০১৭২ ।

যায় বৃক্ষলতাপাশে তা২১২৩০ ।

যার অর্থ শুনি সব তা২০১২২ ; যার অন্ন তার ঠাঞি ২১২১১২২ ; যার আগে তৃণতুল্য ১৭১৮১ ; ২১২১১৪৬ ; যার আগে ব্রহ্মানন্দ ২২৪১২২ ; যার ইচ্ছা পাছে আইস ২২৫১১৩৪ ; যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই ২১২১১০২ ; যার এক কথা গঙ্গা ১৫১৪৬ ; যার এক বিন্দু পানে ২২৫১২৩০ ; যার কৃষ্ণকথায় রুচি তা৫১৮ ; যার ঘরে ভিক্ষা করে ২১৭১২৮ ; যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা ২২৩১২১ ; যার দ্বারা কৈল প্রভু ১৬১৩১ ; যার ধন না কহে তারে তা৩৬১৩৫ ; যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব ২১৩১৪৭ ; যার নামে যত রাঘব তা৬১৫০ ; যার পূণ্যপুঞ্জফলে ২২১১১১১ ; যার প্রাণধন নিত্যানন্দ ১৫১২০৫ ; যার প্রাণধন সেই ২২৪১২৬৩ ; যার প্রেমে বশ গৌর তা২১৮১ ; যার ভগবন্তা হইতে ১১২১৭৪ ; যার মুখে বাহিয়ায় ১১৬১২৩ ; যার যত শক্তি তত করে তা২০১৭০ ; যার যত শক্তি তত পাথারে ২১৭১২১২ ; যার যে লক্ষ্য তাহা

১২৫৬; যার লোভে মোর মন ৩১৪৪০; যার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ ২১৫২৩১; যার সব গোষ্ঠিকে প্রভু ৩১২৫০; যার সঙ্গে চলে এই ২১২১০; যার সঙ্গে হয় এই ২১৬২৬৪; যার হয় তার নাহি ১২১৭২।

যাঁর অংশ করি করে ১৫১০০; যার অন্ন মাগি কাটি ১১০১৩৬; যার এক কণে রহে ১৫১০০২; যার কৃষ্ণসেবা দেখি ১১০১০৫; যার গৃহে মহাপ্রভুর ১১০১৮; যার ঘরে দানকলি ১১১১১৪; যার ঘরে দেবীভাবে ১১০১১১; যার ঠাই কলাবিলাস ২১৮১৪৩; যার দেহে কৃষ্ণ পূর্বে ১১০১৬৭; যার দেহে রহে কৃষ্ণ ১১১১৩৭; যার দ্বারা কৈল প্রভু কীর্তন ১১৬৩১; যার ধ্যান নিজ লোকে ১৫১১২৮; যার নাম লৈয়া প্রভু ১১০১১২; যার পতিভ্রতা ধর্ম ২১৮১৪৪; যার পদধূলি করে ১১৬৫৮; যার পিতা নীলান্বর ১১৩১৫৮; যার প্রেমগুণে কৃষ্ণ ১১৬৬১; যার প্রেমে বশ হঞা ২১৪১৭২; যার ফুটা লোঁহ পাড়ে ১১০১৬৬; যার বাক্য সত্য করি ২১৫১৭৫; যার বেগুধানি শুনি ২১২১০০; যার ভাব শুদ্ধ সখ্য ১১৬৬৩; যার মাধুরীতে করে ১৫১২০০; যার মুখে কৈল প্রভু ২১৮২৬২; যার রূপ-গুণৈশ্বর্যের ২১৮১৪৫; যার লাগি গোপীনাথ ২১৪১৭৩; যার সঙ্গে নিত্যানন্দ ১১১১২০; যার সঙ্গে হৈল ব্রজের ৩১৭২২; যার সঙ্গুগণের ২১৮১৪৫; যার সেবক রঘুনাথ ১১৮১৭৫; যার স্মৃতে সিদ্ধ হয় ১১৮১৭২; যার সৌন্দর্য্যাদিশুণ ২১৮১৪৪।

যারে করাও সে করিবে ৩১১১৫০; যারে কহ সেই দুই ২১৭১৫৫; যারে কৃপা করি করে ২১১১১০৪; যারে কৃপা করে তার ৩১১১০২; যারে চাহি ছাড়িতে ৩১৭১৫২; যারে জানাহ সেই ২১৮১১৬; যারে তাঁর কৃপা তাঁরে ২১৩১৫৮; যারে দেখে তারে কর ২১৭১২৫; যারে দেখে তারে কহে ১১৩১২৮; ২১৭১২৮; ৩১২২০; যারে দেখে তারে দিয়া ১১১১৫৫; যারে মিলে সেই জানে ৩১২১১০০; যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ৩১২১৮৩; যারে যৈছে নাচায় সে ভৈছে ১৫১২২১।

যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে ১১০১৬৮; যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈলা ১১০১১৪৩।

যাহ ঘর কৃষ্ণ করুন ৩৩১২৪; যাহ তুমি তোমার জোঠা ৩৬৩২২; যাহ ভাগবত পঢ় ৩৫১২২৩; যাহা করি আশ্বাদন ৩১৮১২৬; যাহা গুণশত আছে ৩১৮১৭৪; যাহা দেখি প্রীত হয় ৩৬২২১৮; যাহা দেখি ভক্তগণের ২১৩১০৩; যাহা দেখি শুনি ২১২২২১৮; যাহা দেখি সর্বলোকের ২১৫১২২; যাহা দেখিবারে বস্ত্র ৩১৩১৫২; যাহা বই শুক বস্ত্র ১১৪১১২২; যাহা বিনে কালক্রমে ২১২৪১৫৪; যাহা বিস্তারিয়াছেন ২১১৩৩; যাহা লাগি মদনদহনে ২১১৫০; ২১৩১০৮; যাহা হৈতে অন্ন পুষ্ণ ৩৫১১৩৫; যাহা হৈতে অন্ন বিজ্ঞ ৩৫১১৩২; যাহা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ২১২১৫৫; যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই শুক ২১৫১১১৭; যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দান ১১১৫১; যাহা হৈতে জানি ১১১৭৭; যাহা হৈতে দেবভেদ্রিয় ২১২১২৩৫; যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম ২১২২১৩; যাহা হইতে পাই কৃষ্ণের প্রেমসেবন ২১২২১৫; যাহা হৈতে পাইনু রঘু ১৫১১৮০; যাহা হৈতে পাইনু রূপ ১৫১১৭২; যাহা হৈতে পাইনু শ্রীরূপ ১৫১১৮০; যাহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধা ১৫১১৮২; যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ৩১৭১৬৫; যাহা হৈতে পাবে নিজ ৩১৬১৫৩; যাহা হৈতে প্রেমোন্দ ৩৫১১৮৬; যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ ২১২৪২২; যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্ ২১২২১৪; যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ ১১৬১৬১; ৩১১২; যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি ১৫১৩২; যাহা হৈতে স্নানির্মল ১১৪১১৩৩; যাহা হৈতে হয় গোবরের ১১৪১৫১; যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ ২১২১৭২; যাহা হৈতে হয় সংসঙ্গ ২১২৪১৫১; যাহা হৈতে হয় সব বাহিত ৩১২১৩৭; যাহাতে ভূষিত রাধা ২১৪১১৮৮।

যাহাঁ কৃষ্ণ তাহাঁ নাহি ২১২২২১; যাহাঁ গেলে কানু পাণ্ড ২৩১২২২; যাহাঁ তাহাঁ দেখে সর্বত্র ৩১৪১৩০; যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর চরণ ২১১১৫৫; যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা করে ২১২৫১৬; যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি ১১৩১২৫১; যাহাঁ তাহাঁ মোর রক্ষায় ৩১৩১৮৬; যাহাঁ তাহাঁ বাহ ২১০১৬৩; যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ ২১৮১২২৮; যাহাঁ তাহাঁ লোক সব ২১৮১৮৪; যাহাঁ তাহাঁ সব লোক ১১৩১৮০; যাহাঁ নদী দেখে ২১৭১৫৩; যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ দেখয়ে ২১২৫১০৪; যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ ২১০১৭২; যাহাঁ প্রীত তাহাঁ আইসে ৩৩৬; যাহাঁ বিপ্র নাহি তাহাঁ ২১৭১৫৭; যাহাঁ যার উঠে লোক ২১২৩০২;

যাহাঁ যার তাহাঁ লক্ষ্য তার ১১৩৬; যাহাঁ যাহাঁ কহে তাহা ১১১১৫৮; যাহাঁ যাহাঁ দূর গ্রামে ১১৫৮৭; যাহাঁ যাহাঁ মেঘ পড়ে ১১৪৭৩; যাহাঁ যাহাঁ যার তাহাঁ ১১১১৫৮; যাহাঁ যেই পায়নে ১১৭১৫৮; যাহাঁ যেই যুক্ত সেই ১১২৪১৩; যাহাঁ যেই লাগে তাহাঁ ১১২৪১৩; যাহাঁ বৈছে যোগ্য তাহা ১১৮৫; যাহাঁ লক্ষ্য যার তাহাঁ ১১১১২৮; যাহাঁ লক্ষ্য যাহা তুমি ১১৮১১৪৮; যাহাঁ শূন্য বন ১১৭১৫৮।

যাহাঁ নিত্য স্থিতি যাতা ১১২১৩৩; যাহাঁ সনে প্রভু করে ১১০১৬৫; যাহাঁ সভা লৈয়া করেন ১১১১৭; যাহাঁ সভা লৈয়া দান ১১১১৭; যাহাঁ সভা লৈয়া প্রভুর কীর্তন ১১১১৬; যাহাঁ সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য ১১১১৬; যাহাকে ত কলা কহি ১১৫৬৫।

যাহাঁর আশ্বাদে তৃপ্ত ১১৪১৭২; যাহাঁর কোমল শ্রদ্ধা ১১২১৪১; যাহাঁর চরিত্রে প্রভু ১১৩১৩; যাহাঁর ছটায় নাপে ১১৩৪৬; যাহাঁর দর্শনে মূর্খের ১১২২৫; যাহাঁর ভিতরে এই ১১১১০২; যাহাঁর মহিমা সর্ব ১১৮১৭৫; যাহাঁর শ্রবণে কৃষ্ণ ১১১১০০; যাহাঁর শ্রবণে খণ্ডে ১১২৪১৬০; যাহাঁর শ্রবণে চিত্ত ১১২১১৩; যাহাঁর শ্রবণে নাপে ১১৮১৩১; যাহাঁর শ্রবণে পায় পৌর ১১৭১৫৬; যাহাঁর শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে ১১২৪১৫৮; যাহাঁর শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণ ১১২১৬৫; যাহাঁর শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ১১২২৫৮; যাহাঁর শ্রবণে ভক্তের কাটে ১১২১৮; যাহাঁর শ্রবণে ভক্তের বহে ১১০১২৬; যাহাঁর শ্রবণে ভাজে ১১৩৪৫; যাহাঁর শ্রবণে মন ১১৪১৩৪; যাহাঁর শ্রবণে লোকে হয় চমৎ ১১২১১৪; যাহাঁর শ্রবণে লোকে লাগে ১১২৪১৩৩; ১১৪১৭৫; যাহাঁর শ্রবণে শুদ্ধ ১১৮১৩৮; যাহাঁর শ্রবণে হয় গ্রন্থের ১১২৫১২১৪; যাহাঁর শ্রবণে হয় বিশ্বাস ১১২২৪৮; যাহাঁর শ্রবণে হয় ভক্তিরস ১১২১২; যাহাঁর সর্ব্বধ তারে ১১৮১২৬১; যাহাঁর হৃদয়ে এই ভাবান্তর ১১২১১০।

যাহাঁর অবধি না পায় ১১১১৫৭; যাহাঁর কীর্তনে নাচে ১১০১৩৮; যাহাঁর কৃপাতে পাইল ১১৫১৭৮; যাহাঁর কৃপাতে স্নেহের ১১৭১৬; যাহাঁর তুলসী জলে ১১৬১০০; যাহাঁর দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম ১১১১১২; যাহাঁর দর্শনে মুখে ১১৬১৭৩; যাহাঁর দর্শনে লোক ১১৭১৫৩; যাহাঁর প্রকাশে সর্ব্ব ১১১৪৭; যাহাঁর প্রসাদে এই ১১১৫৩; যাহাঁর প্রসাদে হয় ১১১১১২; যাহাঁর মহিমা নহে ১১৬১৩; যাহাঁর মিলনে প্রভু ১১০১১২২; যাহাঁর সৌভাগ্যশুন ১১৮১১৪৩; যাহাঁর স্বরণে হয় ১১০১২৭; যাহাঁর ছক্কারে কৈল ১১৬১২২; যাহাঁর হৃদয়ে নৃত্য ১১১১১৩২।

যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি ১১২১৫৬; যুক্তি করি শত মূর্ত্তা ১১৬১৪৪; যুক্তি করিলা কিছু ১১৮১২২২।

যুগধর্ম্মকাল হৈল ১১৪১৩৪; যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম ১১৭১৩০৬; যুগধর্ম্ম নামপ্রেম ১১৪১৭২; যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় ১১৩২০; যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে ১১৪১৩৩; যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইল ১১৩১৭; যুগমধস্তরবতার ১১৪১০; যুগমধস্তরে করি ১১৫১৩৬; যুগাবতার আর ১১২০১২১৪; যুগাবতার এবে শুন ১১২০১২৭২।

যে আগে পড়য়ে ১১৫১৮৭; যে আমার প্রাণনাথ ১১২১৪৭; যে উপায় কোড়ি পাই ১১২১৮; যে এই সব কথা শুন ১১৩১৩৭; যে করাইতে চাহে দৈবর ১১৪১২১; যে করাহ সেই করি ১১৬১৬৬; যে করে যে বোলে ১১২১৬২; যে কহে কৃষ্ণের বৈভব ১১২১১২০; যে কহে চৈতন্যমহিমা ১১৩১৮০; যে কার্যো আইলা প্রভুর ১১৪১৩৮; যে কালে করেন জগন্নাথ ১১১৪৮; যে কালে দেখে জগন্নাথ ১১২১৪৬; যে কালে বিভূজ নাম ১১২০১৪৭; যে কালে নিমিষ পড়ে ১১৩১৬৩; যে কালে বা স্বপনে ১১২১৩৩; যে কালে বিদায় হৈলা ১১৪১২২; যে কালে সম্যাস কৈল ১১৫১৫২; যে কিছু কহিল এই ১১২০১৬১; যে কিছু কহিলে তুমি সব ১১৭১২৫; যে কিছু বর্ণিল সেহো ১১২০১৭৫; যে কিছু বিশেষ ইহা ১১৬১১০৩; যে কিছু বিশেষ স্বয়ং মধ্যেই ১১১৪; যে কিছু রহিল তাহা ১১৮১৫৬; যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল ১১৭১১২৭; যে কৃষ্ণ মোর প্রেমধীন ১১২১৪২; যে কৃষ্ণের করাইল ১১৭১২৮৪; যে কেহো আসিতে নারে ১১২১১১; যে কেহো জানে সে ১১৩১৭৪; যে থাইবে তাঁর শক্তো ১১২১২৩০; যে থাইল যে বা দিল ১১২১২০; যে গোপী মোরে করে ঘেঁষ ১১২০১৪৭; যে গ্রামে যায় সেই ১১২১৬; যে গ্রামে রহেন প্রভু ১১৭১৫৫; যে চাহিয়ে তাহা কর ১১২১৫৬; যে জন জীতে নাহি চায় ১১২১৪২; যে জগাইল জীয়াইল ১১২১৬৬; যে তাঁরে বালুকা দিশ ১১১১৩১; যে তাঁর প্রেম

আমি ২১১২১; যে তুমি কহাও সেই ২১৮৩৩; যে তোমা দেখিল তার ১১১১১; যে তোমার ইচ্ছা আমি ২১৮১৪৪; যে তোমার ইচ্ছা কর ২১১৩৩; যে তোমার ইচ্ছা তাহি ২১১৩৩; যে তোমার মায়া-নাটে ২১৮১৪০; যে তোমায়ে কহে কর ২১২২২; যে তোমায়ে রাজ্য দিল ২১১১৬৬; যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান ১১২২৩৩; যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশ্রী ১১২২৪০; যে যিনে তোমার ইচ্ছা ১১১১১; যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীয়ে ২১২২১১; যে দেখিতে চাহে তাহা ১১৪১১; যে দেখিবে কৃষ্ণানন ২১২১১৩; যে না জানে গোড়িয়া ১১১১১; যে না বাঞ্ছে তার ২১১১৪৫; যে না মানে তার ১১৬১১; যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ ১১০১৪৪; যে নেত্রে দেখিতে ১১১১৪৩; যে পথে যে গ্রাম নদী ১১৪১০১; যে পাঞ্জাছ মুঠোক ১১১৮৪; যে পুরুষ স্থিতি স্থিতি ১১৬৫; যে প্রকারে হয় প্রেম ১১৪১৬১; যে প্রসাদে পাইল এই ১১১১১; যে বংশ উপরে তোমার ১১৪১৩; যে বলে আমারে করে ১১৪১০১; যে ব্যাখ্যা করিল সে ১১৬১৮৪; যে ভূষায় ভূষিত রাধা ১১৪১৬৬; যে মত নাচাই তৈছে ১১৮১০৪; যে মদন তনুহীন ২১২১০; যে মগিল শিবানন্দ ১১১১১; যে মাধুরী উর্দ্ধ আন ২১১১৬৬; যে যাহা পায় লাগায় ১১১১১২; যে যে পূর্বে নিন্দা ১১৪১৮; যে যে লীলা প্রভু পথে ১১৪১০৩; যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের ১১২১১১; যে যেই অংশ কহে ১১১১৩২২; যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ ১১৪১১১; ১১৮১০; যে রসে তরু সুখী ২১২১২৬; যে রূপের এক কণ ২১২১৮৪; যে রূপে লইলে নাম ১১০১১৬; যে লাগি অবতার ১১৪১৩; যে লাগি কহিতে ভয় ১১৪১৩৩; যে লীলা অমৃত বিনে ২১২১২৩০; যে শুনে যে পড়ে তার ১১৪১৬; যে শ্লোক শুনিলে লোকের ১১১১০৫; যে সব বর্ণিলে ইহার ১১১১৫৫; যে সব শুনিল কৃষ্ণ ১১১১২; যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা ১১১১০৩; যে সূত্রকর্তা সে যদি ২১২১১১; যে সে বড় হউক ১১৪১৮২; যে সে শাস্ত্র শুনিতে ১১১১৮; যে সৌভাগ্য ইহার আর ১১৪১৬; যে হউ সে হউ আমি ২১১৩৩; যে হও সে হও তুমি ২১১১০৮; যেহো সব অবতারা ২১২১১৬।

যেই অর্থে লাগাইয়ে ২১২৪৪৩; যেই ইহা একবার ২১৮১২৫১; যেই ইহা কহে শুনে ১১১৪৩; যেই ইহা শুনে তার ২১৬১১৮; যেই ইহা শুনে পায় ১১৬১২০; যেই ইহা শুনে প্রভুর ১১১১৫০; যেই ইহা শুনে সেই বড় ১১৮১০৫; যেই ইহা শুনে সেই ভাসে ২১২১১২৬; যেই ইহা শুনে হয় ২১১১২২৫; যেই ইচ্ছা সেই করিবা ২১১১১; যেই করাহ সেই করিব ১১১১২৬৪; যেই কহে সেই পাষণ্ডী ১১৬১৬; যেই কহে সেই ভয়ে ২১১১২০; যেই কহেন সেই সহি ১১১১৪২; যেই কিছু কহে ভট্ট ১১১৮৫; যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ ২১১৮১; যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেদা ২১৮১০০; যেই খায় তারে খাণ্ডায় ১১৬১৬; যেই শূণের বশ হয় ২১২১৪১; যেই গ্রন্থকর্তা চাহে ২১২১৪১; যেই গ্রাম দিয়া যান ২১১১৪৪; যেই গ্রামে যায় তাই ২১১১১১; যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা ২১১১০৩; যেই চতুর সেই করুক ১১৬১২; যেই চাহ তাহা দিব ২১৪১৬৬; যেই চাহি সেই আত্মা ২১১১১৬৩; যেই জন কৃষ্ণ দেখে ১১৪১৩৩; যেই অপে তার কৃষ্ণে ১১১৮০; যেই তর্ক করে ইহা ২১৮১২১১; যেই তাঁরে দেখে করে ২১১১১০৫; যেই তারে দেখে সেই ২১১১১১৪; যেই তাই নৃত্য কৈল ১১১১০; যেই তুমি কহ সেই ২১১১০৫; যেই তোমা দেখে সেই ১১৬১১; যেই তোমার ইচ্ছা সেই ২১২১১১; যেই তোমার একবার ২১৮১১১২; যেই দেখে শুনে তার ২১১১২১১; যেই দেখে সেই পায় ১১৬১৬; যেই নাহি লিখি তাহা ১১১১১; যেই নিন্দা যুদ্ধান্তিক ২১৬১২১; যেই পথে পূর্বে প্রভু ২১৬১০৮; যেই পাদপদ্ম তোমার ২১১১২১; যেই পেয়ালা যায় তার ১১১১১৮০; যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই ২১২১১২; যেই বনপথে প্রভু ১১৪১২০০; যেই ভক্তজনে দেখিতে ২১৮১০৬; যেই ভজে সেই বড় ১১৬১৬৩; যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পঢ়ায় ২১৬১২৫০; যেই ভাবে রাধা হরে ২১৪১১১৬; যেই ভাল হয় করুন ১১৬১২; যেই ভাল হয় সেই ২১২১৩২; যেই মহাপ্রভু কহায় ১১১১৫৬; যেই মুক্তি ভক্ত না লয় ১১১১১১; যেই মুঢ় কহে জীব ২১৮১০১; যেই যবে ইচ্ছা তোমার ২১১১৫৫; যেই যাই ছিল সেই ১১৪১৮২; যেই যাই তাই দান ১১৪১৩; যেই যাই পায় তাই ১১১১১; যেই যুক্ত হয় মোর ২১১১৫০; যেই যেই কহে প্রভু ২১৮১১৮; যেই যেই কহে সেই ২১২১১১০; যেই যেই জন প্রভুর ২১৮১২০০; যেই যেই দোষ করে ২১১১২৫; যেই যেই প্রভু দেখে ২১১১০; যেই যে মাগয়ে তারে ১১০১১১; যেই যেই রূপে জানে ১১১১১৫; যেই যেই শ্লোক জন্মদেব —৬/২৪

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট

৩২০।৫৮; যেই রাঙে সেই হয় ৩১৩।১০৬; যেই শ্লোক পঢ়ি রাধা ৩১৫।৬৮; যেই শ্লোকচন্দ্রে ২।৪।১৮২; যেই সব গ্রন্থে ব্রজের ৩।৪।২১৭।

যেন অপরাধ ভূত্যের ভেন ৩১২।২৬; যেন কাঁচা সোনাভ্যতি ১।১৩।১০৩।

যেবা অজে করে তাঁরে ১।৫।২০১; যেবা অবশিষ্ট তাহা ১।১০।৪৫; যেবা কেহ অস্ত্র জানে ১।৪।১৩২; যেবা তুমি সখীগণ ৩।৭।৪৮; যেবা নাহি বুঝে কেহ ২।২।৭৬; যেবা প্রেমবিলাসবিবর্ত ২।৮।১৫০; যেবা বেণু কলধনি ৩।৭।৪৩; যেবা মনে বাঁধা প্রভু ৩।৪।১৩২; যেবা যোগ্য নহৌ ৩।৪।১৪৬; যেবা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ৩।৭।৪৪; যেবা শাক কলাদিক ২।১৫।২০০; যেবা স্ত্রী-পুত্রজন ২।১৩।১৫০।

যেছে আমার গুণকর্ম ২।২৫।৮২; যেছে আমার স্বরূপ ২।২৫।৮২; যেছে ইন্দ্র-দৈত্যাদি করে ৩।৫।১২৮; যেছে ইহা ভোগ লাগে ২।৪।১১৪; যেছে কহায় তৈছে কহি ৩।৫।৭০; যেছে কহি এই বিপ্র ১।২।৬৩; যেছে কৈল ঝারিখণ্ডে ৩।৩।৬৮; যেছে তৈছে আহার করি ৩।৬।২৫১; যেছে তৈছে করে মাত্র ৩।৮।৬১; যেছে তৈছে কহি কিছু ১।৭।১৬৩; যেছে তৈছে ছুটি তুমি ২।১২।৩৪; যেছে তুমি নাচাহ ২।৭।১৭; যেছে তৈছে যোই কোই ২।২৪।৪৫; যেছে তৈছে লিখি করি ৩।১।১২; যেছে দখি সীতা স্বত ২।১২।১৫৬; যেছে নাচাও তৈছে নাচি ৩।৪।৬২; যেছে পরিপাটি করে ২।৬।২৫৫; যেছে বলদেব পর ১।১।৩২; যেছে বাসুদেব প্রত্যাশাদি ১।১।৩২; যেছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম ২।২০।১৮২; যেছে বীজ ইক্ষু রস ২।১২।১৫৩; যেছে যারে নাচাও সে ৩।৪।৮১; যেছে রস হয় তার ২।২৩।৫০; যেছে শুনিলে তৈছে ২।৮।১২৩; যেছে সঙ্কল্প করি ৩।২।১৬২; যেছে সঙ্কল্প তৈছে ৩।২।১৫২; যেছে সূর্য্যভাস স্থানে ২।২৫।২৭।

যোগমায়া করিবেক ১।৪।২৬; যোগমায়া চিহ্নকৃতি ২।২।১৮৫; যোগমায়া দাসী বাই ২।২।১৩৪; যোগমাগে অন্তর্ধ্যামি ২।২৪।৬০; যোগাকরুক্ষু যোগাকরু ২।২৪।১০৭।

যোগপট্ট না লইল ২।১০।১০৬; যোগ্য জন নাহি পায় ৩।৬।১২৮; যোগ্য পাত্র জানি ইহায় ৩।১।৮০; যোগ্যপাত্র হও তুমি ২।২০।১০০; যোগ্যপাত্র হয় গুণ রস ২।১।৬৮; যোগ্য ভক্ত জীবদেহে ৩।২।১২; যোগ্যভাবে জগতে যত ২।২৪।৪১; যোগ্য হঞা তাহা কেহো ৩।৬।১২৭; যোগ্য হৈলে করিব ২।১।১৩; যোগ্যযোগ্য সব তোমায় ২।২।১৮।

যোড় হাথ করি কিছু ২।১৫।১৮৪; যোড় হাথ করি সব ২।১৪।২০; যোড় হাথে দুইজন ২।১৮।২০৫; যোড় হাথে প্রভু আগে ২।১৬।১৭৮; যোড় হাথে ব্রহ্মাকর্ষাদি ২।২।১৫৮; যোড় হাথে ভক্তগণ ২।১৩।৭৬; যোড় হাথে স্তুতি করে ২।১৫।৮; যোড় হাথে হরিদাসের ৩।২।২২২।

যোহিসি সোহিসি নমস্তুতে ২।১৫।১০।

যৌতুক পাইল যত ১।১৩।১০৮; যৌবন প্রবেশে অজে ১।১৭।৩; যৌবন-লীলার সূত্র করি ১।১৭।২।

র র র র

রক্তপীত বর্ণ, নাহি অষ্টাংশ ১।১৭।১৭; রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের ৩।১৩।৬০।

রঘু কেনে আমার ৩।৬।২৬৮; রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড়া ৩।৬।২৭৭; রঘুনন্দন সেবা করে ২।১৫।১২৮; রঘুনন্দনের কার্য ২।১৫।১৩১; রঘুনাথ আগে কৈল ২।২।৫২; রঘুনাথ আসি কৈল ৩।৬।১২৬; রঘুনাথ আসি তবে জ্যেষ্ঠা ৩।৬।৩৩; রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ ৩।৬।৬১; রঘুনাথ আসি যবে ২।২।১০০; রঘুনাথ উপাসনা করে ৩।৪।২২; রঘুনাথ গোপাল জয় ৩।১।১৮; রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি ২।১৫।১৪৫; রঘুনাথ দেখি কৈল ২।২।১৬; রঘুনাথ দেখি তাই ২।২।২০৮; রঘুনাথ নিবেদয়ে ৩।৬।২২২; রঘুনাথ পায়ে মুক্তি ২।১৫।১৪২; রঘুনাথ বাল্যে কৈল ১।১০।১৫৩; রঘুনাথ

বৈজ্ঞ আঁর ১১০১২৪ ; রঘুনাথ বৈজ্ঞ উপাধ্যায় ১১১১২০ ; রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ২১৮১৪৩ ; রঘুনাথ ভট্ট পাকৈ ৩১৩১০৬ ; রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের ১১০১৫১ ; রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাইহাই ৩২০১১৩ ; রঘুনাথ ভট্টের সনে ৩১৩১২৩ ; রঘুনাথ মনে কহে ৩৬১২২ ; রঘুনাথ যেন সব ৩৩১৭৬ ; রঘুনাথ সমুদ্র যাই ৩৬২০২ ; রঘুনাথ সেই শিলা ৩৬৩০০ ; রঘুনাথে কহে কিছু ৩৬৪৮ ; রঘুনাথে কহে তারে ৩৬১৬৩ ; রঘুনাথে কহে যাই ৩৬২০৬ ; রঘুনাথে প্রভুর কৃপা ৩৬২০৮ ; রঘুনাথের গুরু তেঁহো ৩৬১৫২ ; রঘুনাথের তারক মন্ত্র ৩১৩১২৮ ; রঘুনাথের নিয়ম যেন ৩৬৩০৩ ; রঘুনাথের পদে মুক্তি ৩৪১৩২ ; রঘুনাথের পাদপদ্ম ৩৪১৪১ ; রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি ৩৬৩১৮ ; রঘুনাথের ভাগ্যে এত ৩৬৮৭ ; রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে ৩৬২৫২ ; রঘুনাথের সেবক বিপ্র ৩৬২৬১ ; রঘুনাথের ক্ষীণতা ৩৬১২২ ; রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার ৩৬২৬৩ ; রঘুনাথ দাস আসি ২১৬২১৪ ; রঘুনাথদাস নিত্যানন্দ পাশ ২১১২৬২ ; রঘুনাথদাস বালক ৩৩১৬১ ; রঘুনাথদাস মুখে যে সব ৩৩২৫৬ ; রঘুনাথদাস যবে ৩৬২৪২ ; রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে ৩৬২০৭ ; রঘুনাথদাসের তেঁহো ৩১৬৮ ; রঘুনাথদাসের সদা ৩১৪১৭৮ ; রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার ২১২০৮২ ।

রজবাটী চৈতন্যদাস ১১২০৮৪ ।

রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহ ৩২০১২ ; রজোপুণে বিভাবিত করি ২১২০১২৫২ ।

রতি গাঢ় হৈলে তার ২১২০১৫১ ; রতি-প্রেম তারতম্যে ভক্ত ২১২০১৪২ ; রতি-প্রেমাদিকে তৈছে ২১২০২৪ ; রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস ২১২০১৫৮ ; রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ২১২৪২৪ ।

রত্নগণ মধ্যে যৈছে ২১৪১২১ ; রত্নবান্ধা ঘাট তাহে ২১১১৪৮ ; রত্নবাহু বলি প্রভু ১১০১৬৪ ; রত্নমণ্ডল তাহে ১১৫১২৫ ।

রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য ৩১১৬৬ ; রথ আগে নৃত্য করি উজান ২১১১২৫ ; রথ আগে নৃত্য করে প্রেমাঘিষ্ট ২১১১৪৪ ; রথ আগে পূর্ববৎ ৩১২১৬০ ; রথ আগে প্রভু তৈছে ৩৪১১০১ ; রথ চালাইতে রথে ২১৪১৪৮ ; রথ দেখি না রহিলা ২১৬৮৫ ; রথ নাহি চলে লোকে ২১৪১৫১ ; রথ পাছে যাই তৈলে ২১৩১৮১ ; রথ রাখি জগন্নাথ ২১৩১৮৭ ; রথ স্থির করি আগে ২১৩১২৪ ; রথযাত্রা দরশনে প্রভুর ২১১১৩৩ ; রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্তন ৩৭১৫৭ ; রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত ২১১১৪৪ ; রথযাত্রা দেখি তাই করহ ৩৪১১৩৬ ; রথযাত্রা দেখি তাই রহিলা ২১১৪২ ; রথযাত্রা হৈতে যেন ২১৪১১০২ ; রথযাত্রায় আগে যবে ২১১৪২ ; রথযাত্রায় জগন্নাথ ৩১১৬৬ ; রথযাত্রায় প্রভুর নৃত্য ২১২১২ ; রথযাত্রায় সভা লঞা ৩৬২৪১ ; রথ্যগ্রে মহাপ্রভুর ২১৩১২৮ ; রথে চড়ি জগন্নাথ করিল ২১৩১২৫ ; রথে জগন্নাথ চলে ২১৪১২২২ ; রথে চড়ি বাহির হৈলা ২১৩১২৩ ; রথে জগন্নাথ দেখি ৩৪১১৩৮ ; রথে দেহ ছাড়িব এই ৩৪১১১ ; রথের উপরে করে ২১৪১২৮ ; রথের সাজনি দেখি ২১৩১১৮ ।

রক্তনে নিপুণা নাহি ২১২১৭০ ।

রস আশ্বাদক রসময় ২১৪১১৫৩ ; রস আশ্বাদিতে আমি ১৪১২১২ ; রস আশ্বাদিতে তত্ব ১৭১৪ ; রস আশ্বাদিতে দৌহে ১৪১৫০ ; রসকাব্য মধ্যে ঐছে ২৪১১২১ ; রস কোন তত্ত্ব প্রেম ২৪১২১ ; রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ ২১২১২৫ ; রসজ্ঞ কোকিল খায় ২৪১২১২ ; রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব ২৪১২১৭ ; রসবাস গুণ্ডবন্ধ ৩১৬১০২ ; রসবিশেষ প্রভুর গুণিতে ২১৪১১১৪ ; রসময়মুখি কৃষ্ণ ১৪১৮১ ; রস রসভাস যার ৩৫১১০০ ; রসরাজ মহাভাব ২৪১২৩৩ ; রসান্তরাবেশে হৈল ৩২০১৩০ ; রসাবেশে প্রভুর নৃত্য ২১৪১২১৬ ; রসভাস হয় যদি ৩৫১২৪ ; রসামৃতসিদ্ধি আর ২১১৩৩ ; রসামৃতসিদ্ধিগ্রন্থের ২১২১২১ ; রসালিা মণিত দখি ২১৫১২১৬ ; রসালিাখ্য রস হয় ২১২৩২২ ; রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম ১৪১১৫ ; রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য ১৪১২০ ।

রত্নহীর কার্য করিয়াছে ৩১২১৪২ ।

রহিতে তাঁরে একস্থান ২১০১৭; রহিতে নাহিক স্থান ১৫১৭৩; ২১৫০২৫৩; রহিলা অবৈত-পুহে ২১৩১৩৬; রহিলা দিবসকণো ২১৭১৪২।

রক্ষক সব শেষ-রাষ্ট্রো ৩৬১৬৪; রক্ষকের হাথে মুক্তি ২১৬২৩৩; রক্ষা করেন নৃসিংহের ১১২২২১।

রাষিতে তোমার জীবন ২১৩১৪৭।

রাগ অমুরাগ ভাব ২১২১৫২; ২১২৩২২; রাগতাবলু রাগে ২১৮১৩৪; রাগভক্তি বিধিভক্তি ২১২৪৬১; রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ২১২৪৬১। রাগময়ী ভক্তির হয় ২১২২৮৭; রাগমার্গ ভক্তি লোকে ১৪১১৪; রাগমার্গে এই সব ২১২২২২; রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ২১২৪২২২; রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি ১৪১২২০; রাগমার্গে ভজি পাইল ২১৮১৮০; রাগমার্গে ভজে যেন ১৪১৩০; রাগমার্গে প্রেমভক্তি ৩৭১২১ রাগহীন জন ভজে ২১২২৫২।

রাগাঙ্গিকা ভক্তি মুখ্যা ২১২২৮৫; রাগাঙ্গগাভক্তির লক্ষণ ২১২২৮৪; রাগাঙ্গগামার্গে জানি ৩৫১৪৮; রাগাঙ্গগামার্গে তারে ২১৮১৭৮।

রাঘব আনি পরাইল ৩৬১১২; রাঘব দ্বিবিধ চিড়া ৩৬১৭৫; রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য ২১১০৮২; রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দা ২১১৩৩৬; রাঘব পণ্ডিত আসি ২১৬২০১; রাঘব পণ্ডিত এই ২১১১৭৮; রাঘব পণ্ডিত চলিলা ৩১০১২; রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি ৩১২১১১; রাঘব পণ্ডিতদ্বারে কৈল ৩৬১২৬; রাঘব পণ্ডিত মিঞ ২১৬১৬; রাঘব পণ্ডিত প্রভুর ১১০১২২; রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে ২১৪১৭২; রাঘব পণ্ডিতে কহে ২১৫১৬২; রাঘব পণ্ডিতের তাই ৩২০১০৮; রাঘব মন্দিরে প্রভু কীর্তন ৩৬১০০; রাঘব লইয়া যায় ১১০১২৪; রাঘব সহিতে নিভৃত্তে যুক্তি ৩৬১৪৩; রাঘবের আজ্ঞা আর ৩১০১৩২; রাঘবের ঘরে রাখে ৩৬১১৪; রাঘবের ঝালি খুলি ৩১০১২৬; রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাতি ৩১০১৩১; রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি ১১০১২৫; রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ ৩৬১১০; রাঘবের মহাকুপা রঘুনাথের ৩৬১২২১; রাঘবেরে বসাই ছুই ৩৬১৭৫।

রাজা যষ্টি হস্তে ১৫১১৬৮।

রাজ আজ্ঞা লক্ষ্যে তেঁহো ২১১১১২; রাজ কার্য ছাড়িল না যায় ২১২১১৪; রাজকোড়ি দিবার নহে ৩২১৩০; রাজ-ঘরে কৈকিতি দিয়া ৩৬১১২; রাজ-দত্তী হয় সেই ৩২১৮৮ রাজ-দ্রব্য শোধি পায় ৩২১৩২; রাজ-পত্নী সব দেখে ৩১০১৩১; রাজ-পথ প্রান্তে দূরে ২১১১১৪৮; রাজপথ প্রান্তে পড়ি ২১১১১৪৭; রাজপাঙ্গণ কৈল ২১৬১০৮; রাজপাত্র সনে যার যায় ২১৪১৫০; রাজপ্রতিগ্রহ তুমি ৩২১১৫; রাজপুত্র জাতি গৃহস্থ ২১৮১৭৫; রাজপুত্র জাতি মুক্তি ২১৮১২২; রাজপুত্র লোকের সেই ২১৮১২২; রাজপুত্র আসি তবে ৩২১১২; রাজবন্দী আমি গড়িবারে ২১২০২৭; রাজবেশ হাথিঘোড়া ২১১১৭২; রাজমন্ত্রী রায়ানন্দ ২১২১৪১; রাজমন্ত্রী-সনাতন বিচারিল ২১২০২১; রাজমন্ত্রী সনাতন বৃদ্ধে ২১২০২২০; রাজমহিন্দার রাজা কৈহু ৩২১২০; রাজ-লেখা করি দিল ২১৪১৫২ রাজসেবা হয় পুরীর ২১৪১০৩; রাজসেবা হয় তাই ১৮১৪৮; রাজহংস মধ্যে যেন রহে ৩৭১৮৬; রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিহ ২১২২২; রাজ্য বিয়য় ফল এই ৩২১০৭১।

রাজ্য আলি দূরে দেখে ৩১০১৬১; রাজ্য কহে আমার গোষ্ঠী ২১৫১৪৪; রাজ্য কহে আরি জোয়ার ২১৪১১৬; রাজ্য কহে উপবাস ২১১১২৮; রাজ্য কহে এই কোন ২১১১৬৪; রাজ্য কহে এই বাত ৩২১৪৮; রাজ কহে ঐছে কান্দীমিশ্রের ২১০১১২; রাজ্য কহে জগন্নাথ ছাড়ি ২১০১২; রাজ্য কহে জাতি নিলে ২১৫১৪৫; রাজ্য কহে তাঁর লাগি ৩২১১০০; রাজ্য কহে তারে আমি ৩২১২৬; রাজ্য কহে তাঁরে তুমি ২১০১১২; রাজ্য কহে জোয়ার স্থানে ২১২১১২; রাজ্য কহে দেখি আমার ২১১১৮৩; রাজ্য কহে পড়িছাকে আজ্ঞা ২১১১৫৮; রাজ্য কহে যথ তুমি ২১৫১২৫; রাজ্য কহে ভট্ট তুমি ২১০১১৫; রাজ্য কহে ভবানন্দের পুত্র ২১১১৩৫; রাজ্য কহে মুক্ত তুমি ২১৫১২৬; রাজ্য কহে যার মালা ২১১১৭১; রাজ্য কহে শাশ্রমাণে ২১১১৮৬; রাজ্য কহে ফল যোর ২১১১৭০।

রাজা কহে সব কোড়ি ৩২১০৩ ; রাজা কহে সতে অগ্নি ২১১০২ ; রাজা কলা করে ভাঙে ৩২২৪ ; রাজা গোপীনাথে
বদি ৩২২২ ; রাজা ভোমার দেহ করে ২১২২৫ ; রাজা দেখি মহাপ্রভু ২১৩১৭৪ ; রাজা বোলে যেই ভাল ৩২২৮ ;
রাজা মহাধার্মিক এই ৩২২৮ ; রাজা মারিতেছিল ২১২৫১ ; রাজা মিশ্রের চরণ ৩২২৮ ; রাজা মোরে আশা দিল
২২৩০০ ; রাজা মোরে প্রীতি করে ২১২১২ ; রাজা রাজমহিবীক ২১৩১২০ ; রাজা লকে মুক্তা লক্ষ্য ২১৫১৩০ ;
রাজা সুখ পাইল পুত্রের ২১২২৬৩ ; রাজা হেন জ্ঞান প্রভু ২১৪১৮ ।

রাজাকে প্রশংসে সতে ২১৪১২ ; রাজাকে মিলি ইহা ২১২২০ ; রাজাকে লিখিল আশি ২২৩০২ ।

রাজার অমরাণ দেখি ২১১৪০ ; রাজার আগে রহি দেখে ২১৩৮৭ ; রাজার আগে হারচন্দন ২১৩৮৮ ; রাজার
আজ্ঞার পড়িছা ২১৩১২৩ ; রাজার কি দোষ রাজা ৩২৩১ ; রাজার চরিত্র সব কৈল ৩২১১৪ ; রাজার জ্ঞান রাজবৈজ্ঞের
২১৫১২৪ ; রাজার ঠাঞি যাই বহু ৩২২৬ ; রাজার ফুল সেবা দেখি ২১৩৫২ ; রাজার প্রীতি কহি প্রবায় ২১২৪১ ;
রাজার বর্জন খায় ৩২২৮ ; রাজার বিলাত লায়ি ৩২৩১ ; রাজার বৃত্তান্ত রূপা ৩২১৩০ ; রাজার মিলনে ভিক্রম
২১২৪৫ ; রাজার মূলধন দিয়া ৩২১৪১ ; রাজার শিরোপরি ধরে ২১৫১২২ ।

রাজারে আশীর্বাদ করি ২১১৫৫ ; রাজারে প্রবোধে কেশব ২১১৬৪ ; রাজারে প্রসাদ দেখি ২১৩৬১ ; রাজারে
বিনায় দিল ২১৬১০৮ ; রাজারে মিলিতে জুয়া ২১২৪৪ ।

রাজোচিত কোড়ি না ৩২২০ ।

রাঢ় দেশে জনমিল ১১৩৫২ ; রাঢ়দেশে তিন দিন ২১৮৩ ; রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো ২১৬৫০ ; রাঢ়ে জয় ধীর
কৃষ্ণদাস ১১১৩৩ ।

রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে ৩২১৪ ।

রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত ৩১৩৫১ ।

রাত্রি অবশেষে প্রভুর ৩২১৪৪ ; রাত্রিকালে ঠাকুরের ২৪৩০ ; রাত্রিকালে রাঢ়ে প্রভুর ৩৬৩ রাত্রিকালে
মহাপ্রভু ৩২২১৩ ; রাত্রিকালে মনে আশি ২১৩২৬৬ ; রাত্রিকালে রাহ পুন ২৪৩০০ ; রাত্রিকালে সেই বেজা ৩২১০১ ;
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো ২৪১৩৫ ; রাত্রিদিন করে তেঁহো ৩২২৫০ ; রাত্রিদিন করে অজ্ঞে ২২২১০ ; রাত্রিদিন কৃষ্ণকীড়া
২৪১৪৮ ; রাত্রিদিন কৃষ্ণক্রেম ২১০১০৭ ; রাত্রিদিনে এই দশা ৩১২১৫ ; রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা ২১১১২ ; রাত্রিদিনে
কৃষ্ণবিচ্ছেদ ৩২২১২ ; রাত্রিদিনে ঘরে বসি ২১৩১৫০ ; রাত্রিদিনে চলি আইল ২১০১৫ ; রাত্রিদিনে চিন্তে রাখাক্ষের
২৪১৮৩ ; রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ ৩২১৩২ ; রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নামসকীর্জন ৩২২২ ; রাত্রিদিনে নহে
ভোমার ৩২২৩৫ ; রাত্রিদিনে পোড়ে মন ২১৩২২ ; রাত্রিদিনে প্রেমে লুপ্ত ১১৩২২ ; রাত্রিদিনে রথনাথের নাম ৩৪৩০ ;
রাত্রিদিনে রসগীত ৩২০১৩ ; রাত্রিদিনে রাখাক্ষের ১১০১৮ ; রাত্রিদিনে শুরে রাখাক্ষের ৩১৬১৩ ; রাত্রিদিনে ছয় বাটি
২২০১৩২ ; রাত্রিদিবসে এই ২১৬২৩২ ; রাত্রিদিবসে কৃষ্ণবিরহ শুরণ ১১৩৩৮ ; রাত্রিদিবসে লোকের ১১১১৫৪ ; রাত্রি-
দিবা বেজ হস্তে ২১৬১১১ ; রাত্রি-শেষে হৈল বেজা ৩২১১৫ ; রাত্রিশেষে গোপাল ভারে ২১৫১২৭ ; রাত্রি হৈলে স্বরূপ
৩১৪৩৮ ।

রাহে উঠি গণসঙ্গে ২১৩৩ ; রাহে উঠি কাই। গেল ৩২১৪৩ ; রাহে নিয়া নাহি বাই ১১১১২০২ ; রাহে
শ্রীবাসের দ্বারে ১১১১৩৪ ; রাহে সংকীর্জন কৈল ১১১১৩০ ; রাহে স্বপ্ন দেখে ১১৪৩০ ; রাহে আশি শিবানন্দ
৩১১৩৬ ; রাহে উঠি একলা ৩৬৩৫ ; রাহে উঠি প্রভু যহি ২১৫১৩১ ; রাহে উঠি বনপথে ২১১১৪ ; রাহে এক
জন সঙ্গে ২১০১৩ ; রাহে কৃষ্ণবিচ্ছেদে ৩১২৬৩ ; রাহে গলা পার কৈল ২১২১৪ ; রাহে তাই রহি প্রাণে ২১৬১২২ ;
রাহে তেঁহো স্বপ্ন দেখে ২১২২০০ ; রাহে ভোমার ঘরে প্রসাদ ৩৬১৩ ; রাহে দিনে করে বেঁচে ৩১১১৪ ;
রাহে পর্বত পার করিব ২১০১৩ ; রাহে প্রভুর স্তন্য দীপ্ত ৩২১৪৭ ; রাহে বিলাপ করেন ১৪৩৩ ; রাহে

মহাপ্রভু করে ২১৮১২; রাজ্যো মহামহোৎসব ২১০১২৮; রাজ্যে রাজ্যে বন পথে ২২০১৩২; রাজ্যে রায় স্বরূপসনে ৩১৫; ৩১১১১১; রাজ্যো লোক দেখে প্রভুর ২১০১৫৮; রাজ্যো সিংহদ্বারে খাড়া ৩১৩২১২; রাজ্যে স্বপ্নে দেখে এক ৩১১৩৬।

রাধা অঙ্গ সঙ্গে কুচ ৩১৫১৪১; রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা ১৪১৪২; রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা ১৪১৮৫; রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য ২১৮১৬৬; রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কহি পূর্ণ ২১৮১০১; রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা ৩১৮১০৫; রাধাকৃষ্ণপদাঙ্ক-ধ্যান ২১৮২০৭; রাধাকৃষ্ণপ্রেম-কেলি কর্ণ ২১৮২০২; রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার ২১৮২০১; রাধাকৃষ্ণপ্রেমরস ২১৮১২৩; রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনে ১৫১২০৫; রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে ২১৮২৫৬; রাধাকৃষ্ণলীলারসের যাহাঁ ৩৪১২১৫; রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা ২১৫১২২৭; রাধাকৃষ্ণে তোমার ২১৮২২৮; রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ ২১৫১২২৬; রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের ২১৮২০৪; রাধাকৃষ্ণের লীলা এই ২১৮১৬২; রাধা চাহি বনে কিরে ২১৮৮০; রাধা-দামোদর অন্ত ২২০১১৭০; রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে ১১৭১২৮২; রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ২১৪১১৬৭; রাধা পূর্ণ শক্তি ১৪১৮৩; রাধা প্রতি কৃষ্ণমেহ ২১৮১২৭; রাধা-প্রেম তৈছে ১৪১১১০; রাধাপ্রেম বিভূ ১৪১১১১; রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু ২১৪১২২০; রাধা বসি আছে কিবা ২১৪১১৭৮; রাধাভাব অঙ্গীকারি ধরি ১৪১২২৩; রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ১১৭১২৬২; রাধাভাবকাস্তি দুই ১৪১৮৬; রাধাভাবাবেশে বিরহ ৩১২১৩০; রাধাভাবের স্বভাব আন ৩১৭১৫৩; রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা ৩১৪১১০৩; রাধা লাগি গোপীরে যদি ২১৮১৭৮; রাধা সঙ্গে কৃষ্ণলীলা ২১৪১৭২; রাধাসহ ক্রীড়ারস ১৪১১৭৭।

রাধার অধর রসে ১৪১২০৩; রাধার উৎকর্ষাবাগী ৩১৭১৩৭; রাধার উৎকর্ষা শ্লোক ৩১৬১১০; রাধার কুটিল প্রেম ২১৮১৮৩; রাধার দর্শনে ঘোর জুড়ায় ১৪১২০০; ১৪১২০৭; রাধার প্রিয় সখী আমরা ৩১৫১৪০; রাধার বচনে হরে ১৪১২০১; রাধার বিমুক্ত ভাবের ১১৭১২৮৪; রাধার শুদ্ধ রস প্রভু ২১৪১২১৫; রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম ২১৮১৬২।

রাধিকা করেন কৃষ্ণের ১৪১৮১; রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের ১৪১৫২; রাধিকাদি গোপীগণ ৩১৮১৭৮; রাধিকাদি লঞা কৈল ১৪১১০১; রাধিকাতে পূর্বরাগ ২১২৩৪৪; রাধিকা স্বরূপ হৈতে ১৪১১২৭; রাধিকার উন্মাদ যৈছে ২১১৭৮; রাধিকার প্রেম শুদ্ধ ১৪১১০৮; রাধাধিকার প্রেমে আমা ১৪১১০৬; রাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার বিনে ১৪১২২২; রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার ২১৮২৩০; রাধিকার ভাববর্ণ ১৪১২২৬; রাধিকার ভাবমুক্তি ১৪১২৩; রাধিকার ভাব যেছে ১৪১২৫; রাধিকার ভাবে প্রভুর ৩১৪১১৩; রাধিকার রূপগুণ ১৪১২০৫; রাধিকার স্পর্শে আমা ১৪১২০৪।

রাধি ভিক্ষা দেন তেঁহো ২১৭১৫১; রাধি রাধি তার উপর ২১৪১৭১।

রাবণ আসিতে সীতা ২১২১৭৮; রাবণ দেখি সীতা লৈল ২১২১৮৮; রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা ২১২১৮৮; রাবণের আগে হারাসীতা ২১২১৭৮।

রামচন্দ্র খান অপরাধ ৩৩১৩৬; রামচন্দ্র খানের কথা ৩৩১২৩; রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা ৩৮১৩৬; রামচন্দ্রপুরী করে সর্বা ৩৮১৪০; রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা ৩৮১১৭; রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে ৩৮১১২; রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল ৩১০১৫৩; রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ২১১২৫২; রামচন্দ্রপুরী হয় নিম্নুক ৩৮১৬৭; রামচন্দ্রপুরী হৈলা সর্বা ৩৮১৩০; রামচন্দ্রপুরীকে সভাই ৩৮১৫৩; রামজপি বিগ্রহ মুখে ২১১১০৩; রামদাস অভিরাম ১১০১১১৪; রামদাস আদি পাঠান ২১৮১২৮; রামদাস কবিচন্দ্র ১১০১১১০; রামদাস কহে আমি ৩১৩১৩৬; রামদাস কৈল তবে ৩১৩১১০; রামদাস গদাধর আদি ২১৫১৪৪; রামদাস ঠাকুর স্মরণানন্দ ৩৬১৬০; রামদাস প্রথম যবে ৩১৩১০৮; রামদাস বলি প্রভু ২১৮১২৭; রামদাস বিপ্রেস কথা ২১১১০২; ২১২১২২; রামদাস বিপ্রেস কৈল ২১১১০৪; রামদাস বিপ্রে সেই ২১২১২৫; রামদাস মাধব আর ১১০১১১৬; রামদাস মুখা শাখা

১১০১১৩; রামদাসে দেবাইয়া ২১১১১০; রাম দুই অক্ষর ইহা অ৩৫৬; রাম নাম বিনা অস্ত ২১১১১১; রামভক্ত সেই বিপ্র ২১১১১৬৪; রামভক্তাচার্য আর ওড় ১১০১১৪৬; রামভক্তাচার্য আর ভগবান্ ২১০১১৭৭; রাম রায় বাণীনাথে কৈলে ১১১১৩৬; রামলক্ষণ কৃষ্ণরামের ১১১১৩২; রামশচ কৃষ্ণশচ যথা ২১২৪১৪৪।

রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ ১১২১৪৭; রামাই নন্দাই আর বহু ২১১৬১২৮; রামাই নন্দাই দৌহে ১১০১১৪১; রামাই নন্দাই নীলাই ১১৪১৮৩; রামাই নন্দাই রহে ২১০১১৪৪; রামানন্দ আইলা অপূর্ব ২১৮১১৫; রামানন্দ আইলা পাছে ২১১৬১৭; রামানন্দ আদি এই ২১১১৮০; রামানন্দ আদি সন্তে ১১৫১৮২; রামানন্দ কহে গোসাঞি ২১১৩০২; রামানন্দ কহে তুমি ২১২১৪৬; রামানন্দ চরিত তাতে ২১৮২৫৫; রামানন্দ নিভূতে সেই ১১৫১১৪; রামানন্দ পড়ে শ্লোক ১১৫১৬১; রামানন্দ পাশ যাই ১১৫১৭; রামানন্দ পাশে যত ২১১১১০৬; রামানন্দ প্রভুপদে ২১২১৪৩; রামানন্দ বসু জগন্নাথ ১১১১৪৫; রামানন্দ মর্দরাজ ২১১৬১২৫; রামানন্দ মিলন লীলা ২১৮২৬৩; রামানন্দ যাহ তুমি ২১১৬১১৫; রামানন্দ সহ মোর ১১০১১৩২; রামানন্দ সার্কর্ভোম এসভার ১১১১৪২; রামানন্দ সার্কর্ভোম দুই ২১১৬১৬; রামানন্দ সার্কর্ভোম স্বরূপাদি ১১৬১২২; রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে ২১১৭১২; রামানন্দ সেবক তাঁরে ১১৫১২; রামানন্দ হঠে প্রভু ২১১৭১৮৪; রামানন্দ হেন রত্ন ২১০১৫০; রামানন্দ হৈলা প্রভুর ২১৮২৫৩; রামানন্দে কহে প্রভু ২১৮১৪৬; রামানন্দে সাধিলেন প্রভু ২১২১৪২; রামানন্দের কৃষ্ণকথা ১১৬১৫; রামানন্দের গলা ধরি ১১১১৩২; রামানন্দের তাই গোপী ১১১৭২; রামানন্দ রায় আইলা গজপতি ২১১১১১; রামানন্দ রায় আইলা ভক্তক ২১১১৩০; রামানন্দ রায় আজি ২১১১৪৮; রামানন্দ রায় আদি সভাই ১১১১২৭; রামানন্দ রায় কথা কহিল ১১৫১৬৮; রামানন্দ রায় কহে মিনতি ২১৮১৮২; রামানন্দ রায় তবে গেলা ১১৪১৫৪; রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইলা ১১৫১৮০; রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ২১২১৩০; রামানন্দ রায় পট্টনায়ক ১১০১১৩১; রামানন্দ রায় মহাভাগবত ১১৭১২০; রামানন্দ রায় যবে ২১২১৩৬; রামানন্দ রায় শুনি ২১১২২১; রামানন্দ রায় শ্লোক ১১৪১৫১; ১১৬১১০০; রামানন্দ রায় সনে ২১১২৫; রামানন্দ রায় সব ২১৬১১০০; রামানন্দ রায়ে মোর ২১৮২৬২; রামানন্দ রায়ে এই কহিল ১১৫১৭৬; রামানন্দ রায়ে কথা শুন ১১৫১৩৫; রামানন্দ গোষ্ঠি ১১১৩৬; রামায়ণ নিরবধি শুনে ১১৪১৩০।

রামের চরিত্র সব ১১৫১২২; রামেশ্বর দেখি তাই ২১১১৮৪।

রায় আজ্ঞা পাঞা ২১২৫১৫৩; রায় কহে আইলা যদি ২১৮১৪৮; রায় কহে আমি নট ২১৮১০৪; রায় কহে আমি শূত্র ২১০১৫২; রায় কহে ইহা আমি ২১৮১২৩; রায় কহে ইহা বই ২১৮১৪২; রায় কহে ইহার আগে ২১৮১৭৪; রায় কহে ঈশ্বর তুমি ১১১১৪৮; রায় কহে এবে যাই পাব ২১১১২৬; রায় কহে কত পাপীর ২১২১৪২; রায় কহে কহ আগে ১১১১৩৭; রায় কহে কহ ইষ্টদেবের ১১১১১৪; রায় কহে কহ দেখি ১১১১২২; রায় কহে কহ প্রেমোৎ ১১১১২০; রায় কহে কহ সহজ ১১১১২৩; রায় কহে কান্তাপ্রেম ২১৮১৬৩; রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা ২১৮১২২; রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ২১৮১৪৭; রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্ণব ২১৮১৫৫; রায় কহে কোন অঙ্গে পাঠের ১১১১৩৫; রায় কহে কোন আমুখে ১১১১১৮; রায় কহে কোন গ্রন্থ ১১১১০২; রায় কহে চরণ রথ ২১১১২৮; রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ২১৮১৫৭; রায় কহে জ্ঞানশূন্য ২১৮১৫৮; রায় কহে তাহা শুন ২১৮১৭২; রায় কহে তুমি প্রভু ২১৮১২২; রায় কহে তোমার আজ্ঞায় ২১১১১৪; রায় কহে তোমার কবিত্ত ১১১১২৬; রায় কহে দাস্ত প্রেম ২১৮১৬০; রায় কহে নান্দী শ্লোক ১১১১১৩; রায় কহে প্রভু আগে ২১১১৩৫; রায় কহে প্ররোচনাদি ১১১১১২; রায় কহে প্রেমভক্তি ২১৮১৫২; রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম ২১৮১৬২; রায় কহে বৃন্দাবন মুরলী ১১১১২৪; রায় কহে যে কহাও ২১৮১৫২; রায় কহে রূপের কবিত্ত ১১১১৩২; রায় কহে লোকের শ্রুত ১১১১৩৪; রায় কহে সখ্যপ্রেম ২১৮১৬১; রায় কহে সার্কর্ভোম ২১৮১৩০; রায় কহে স্বধর্মত্যাগ ২১৮১৫৬; রায় কহে স্বধর্মচরণে ২১৮১৫৪; রায় কোলে করি প্রভু ২১৬১১৫২; রায় পাশ গেলা ১১৫১২২; রায় প্রশতি কৈল, প্রভু ২১১১১২; রায় ভট্টাচার্য কহে তোমার ১১১১০২;

রায় রামানন্দ আইছে ২১৭৬১; রায় ভক্ত কাঠ আদি ২২৫১৫৬; রায় মনে প্রভু দেখি ২১১১১৩; রায় বরুণের কণ্ঠ ধরি ২১৪১৩৭।

রায়ের আনন্দ হৈল ২১২২২৭; রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপা ২১১১৪৩; রায়ের ঘারে তারে ২২০১১০১; রায়ের নাটক শ্লোক ২১২১১৬; রায়ের নাটকে খেই ২২০১৫৮; রায়ের প্রেমভক্তিরীতি ২১১১৩১; রায়ের বিদায়-কথা ২১৬১১৫৩; রায়ের বৃত্তান্ত সেবক ২১৫১১০।

রাস আদি লীলা করে ২১২০১৮; রাস না পাইল লক্ষী ২১১১১২; রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ১১৫১১০; রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ ২১৫১২৮; রাসলীলা-বাসনাতে ২১৮১৮৫; রাসলীলার এক শ্লোক ২১৮১৭; রাসলীলার গীত শ্লোক ২১৮১৪; রাসলীলার শ্লোক পড়ি ২১৪১৭; রাসস্থলী দেখি প্রেমে ২১৮১৬৫; রাসস্থলীর বালু আদি ২১৩১৭২; রাসস্থলীর বালু আর ৩১৩১৬৬; রাসাদিক লীলা ১১৫১১২৭; রাসাদিবিলাসী ব্রজ ১১৭১৬; রাসাদি লীলার জিন ১১৪১১০২; রাসে যৈছে ঘর যাইতে ২১০১৬।

রাক্ষসে স্পর্শিল তারে ২১১১৭০।

রুক্মিণী দেবীর বেন ৩১১১২৮; রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু ১১৭১২৩৪; রুক্মিণীর পিতা ভীষ্ম ২১৫১২৬; রুচি হৈতে ডক্টর হয় ২১২৩৮; রুদ্রগণ আইলা লক্ষ ২১২১৫০; রুদ্র রূপ ধরি করে ১১৫১৮২; ২১২১২৪৮; রুদ্রসাবর্ণে স্নান ২১২১২৭৭।

রুদ্র অধিকৃত ভাব ২১২৩৩১; রুদ্রবৃত্তো করে তবু ২১৬১২৪৭; রুদ্রবৃত্তো নির্বিশেষ ২১২৪১৫২।

রূপ অল্পম কথা ২১২১১৬৩; রূপ অল্পম কোঁহে ২১২০১৬১; রূপ কহে ঐছে হয় ৩১১১২২; রূপ কহে কালসায়ো ৩১১১১৮; রূপ কহে কাঁই ভূমি ৩১১১২৭; রূপ কহে তাঁর সঙ্গে ৩১১১৪৫; রূপ কহে মহাপ্রভুর ৩১১১১২; রূপ কহেন তেঁহো বন্দী ২১২১৫২; রূপগুণ-প্রবণে রুক্মিণ্যাদি ২১২৪১৩২; রূপ গোসাঞি আইলে তাঁরে ২১২১১৫২; রূপ গোসাঞি আসি পড়িলা ২১১৬১; রূপ গোসাঞি করিয়াছেন ১১৫১২০০; রূপ গোসাঞি কহে সাহসিক ৩১১১২৩; রূপ গোসাঞি কৈল যত ২১১৩১; রূপ গোসাঞি কৈল রসামৃত ৩১২১১৪; রূপ গোসাঞি দুই ভাই কাশীতে ২১২১১৬৮; রূপ গোসাঞি দুই ভাইর করাইল ২১২১৮১; রূপ গোসাঞি ধরিল শিরে ৩১১১৬৪; রূপ গোসাঞি নীলাচলে ২১২১১০; রূপ গোসাঞি প্রভু পাশ ৩১১৩৩; রূপ গোসাঞি মনে কিছু ৩১১৬২; রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে ৩১১৮৩; রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর জানি ৩১১৭১; রূপ গোসাঞি শ্লোক কৈল ২১১৭৫; রূপ গোসাঞি সে দিবস ২১২১৫৪; রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করায় ২১২১১০৪; রূপ গোসাঞির ছোট জাই ২১২১৩৫; রূপ গোসাঞির সভাতে ৩১৩১২৫; রূপ দণ্ডবৎ করে ৩১১৪৩; রূপ দেখি আপনার ২১২১৮৬; রূপ যৈছে দুই নাটক ৩১১১০৫; রূপসনাতন সভার কৃপা ২১২১১১১; রূপসনাতন সম্বন্ধে কৈল ৩১২১২৪; রূপসনাতন সঙ্গে ধীর ১১২০১০৩; রূপ সাকর মল্লিক আইলা ২১১১৭৪; রূপ হরিনাস কোঁহে ৩১১২২; রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে ৩১১১১৬; রূপে কৃপা করি তাহা ২১২১১০৬; রূপে গুণে সৌভাগ্যে ১১৪১৭৬; রূপে মিলাইলা সভার ৩১১১২; রূপের কবিত্ত প্রকাশি ৩১১১৩৮; রূপের মিলন প্রবে ২১২১১০২।

রেমুণা আসিয়া কৈল ২১৬১২৭; রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ ২১৪১১১; রেমুণাতে গোপীনাথ পরম ২১৪১২২।

রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষু ২১২০১৭৬।

রোগ খণ্ডি সইয় না ২১২০১৮৬; রোহন কবিত্ত প্রভুর ৩১১১৪৩; রোয়কুপে রক্তোৎসব ২১২৫।

রৌদ্র হৈতে কাটি যোরে ৩১১১২৭।

ল

ল

ল

ল

লইতে না পারি তাঁর ৩৭১২৭ ; লগুয়াইলা সর্বলোকে ১১৩৩১ ।

লগুড় কিরাইতে পার ২১৫১২৩ ; লগ্ন গনি পূর্বে আমি ১১৪১১১ ; লগ্ন গনি হর্মমতি ১১৩১২০ ।

লঘুভাগবতায়তাদি ২১১৩৬ ; লঘু-ভ্রাতা হৈয়া ১৫১২৮ ।

লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে ২১৫১৩৪ ।

লঙ্কা ধৈর্য দেহ-সুখ ১৪১১৪৩ ; লঙ্কা ভয় পাঞা আচার্য্য ৩২১২২ ; লঙ্কা হর্ষ অভিলাস ২১৪১১৮০ ; লঙ্কাতে না পড়ে রূপ ৩১১১০০ ; লঙ্কিত হইয়া প্রভু প্রসাদ ১১৭১৬৪ ; লঙ্কিত হইলা প্রভু জানি ১১৪১৪১ ; লঙ্কিত হইলা প্রভু পুরী ৩১৪১১১০ ; লঙ্কিত হইলা ভট্ট ৩৭১৭৬ ।

লঞা আইলা চারি জনের ৩১১১৭৮ ; লঞা যাহ তোর অন্ন ২৩১২০ ।

লতা অবলম্বি মালী ২১২১১৪৪ ।

লবঙ্গ এলাচি আর ২৩১১০০ ; লবমাত্র সাধু-সঙ্গে ৩২২১৩৩ ।

ললাট অষ্টমী ইন্দু ২২১১১০৬ ; ললাটে লিখিল তাঁর ১১৭১৬৫ ; ললিত-ভূষিত যদি ২১৪১১৮৩ ; ললিতলবঙ্গলতা ৩১২১৭২ ; ললিতাদি সখী তাঁর ২১৮১২৬ ।

লক্ষ কোটি লোক আইসে ২২৫১২২৭ ; লক্ষ কোটি লোক তথা ২১৬১২০৫ ; লক্ষ কোটি লোক তাই ২১৭১৭০ ; লক্ষ গুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে ২১৭১২১৩ ; লক্ষ গ্রন্থ কৈল ২১১৩২ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কোতুক ২১৬১২৫৬ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা ২১৬১১৬৩ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ ২১৮৩৩ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে ১৭১১৪২ ; লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর ২১২১৩৭ ; লক্ষ লক্ষ আসি মিলে ১৭১১৫০ ; লক্ষ সংখ্য লোক আইসে নাহিক ২১৭১১৭৭ ; লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা ১৭১১২৫ ; লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণ্য ২৬১২২ ; লক্ষার্কুদ লোক আইসে ২১২১৩৪ ।

লক্ষ্মী আদি নারীগণের ২১৮১১৩ ; লক্ষ্মী আদি সন্তে কৃষ্ণ ৩৩২৫১ ; লক্ষ্মাকান্ত আদি অবতারের ২১৮১১৩ ; লক্ষ্মী কেনে না পাইলা ২১৮১১৩ ; লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব ১৪১৬৭ ; লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে ২১২১২৫ ; লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইলা ১১৪১৬০ ; লক্ষ্মী জিনি গুণ যাই ২১৪১২১৩ ; লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল ১১৪১৬৪ ; লক্ষ্মীদাসীগণ তারে ২১৪১১৩০ ; লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক ২১৮১৫৮ ; লক্ষ্মীদেবী যথাকালে ২১৪১২১৮ ; লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় ২১৪১১২২ ; লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের ২১৪১১৩৩ ; লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল ১১৫১২৭ ।

লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ ২১৪১১২৫ ; লক্ষ্মীর চরণে আনি ২১৪১১২৭ ; লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল ২১৪১২২৫ ; লক্ষ্মীর সমতা অর্থ ১১৬১৫৬ ; লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার ১১৬১৭৩ ।

লাগিল যে প্রেমফল ১১২১২৪ ; লাক্ষা গণেশ দেখি ২১২১২৫৪ ; লাঠী হাতে ভট্টচার্য্য ২১৫১২৪৩ ; লাডু বাক্সিয়াছে চনি ৩১০১২০ ; লাবণ্যকেলিসদন ২২১১১১০ ; লাবণ্যায়ত্তদারায় ২১৮১২২২ ; লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত ২১২১১৪১ ; লালকের লাল্যে নহে ৩৪১১৭৬ ; লাল্যমেধ্য লালকে ৩৪১১৭২ ।

লিখিত গ্রন্থের যদি ১১৭১৩০১ ; লিখিতে না পারি গ্রন্থে ৩২০১৭৫ ; লিখতে না পারি প্রসাদ ২১৪১৩২ ; লিখিয়াছেন ইহা জানি ১১৮১৩৩ ।

লীলা অশ্বে সূত্রে ১৪১২১৩ ; লীলাপদ্ম চালাইতে ৩১৫১৪৫ ; লীলাবতার কৃষ্ণের ২২০১২৫৫ ; লীলাবতারের এবে ২২০১২৫৪ ; লীলাবতারের কৈল ২২০১২৫৭ ; লীলাবেশে নাহি প্রভুর ২১৩১৬৪ ; লীলাভেদে বৈষ্ণব সব

২১১১৩; লীলায়ত বরিশণে ১১৫১৬০; লীলারস আধাদিতে ১৪৮৫; লীলাশুক মর্ত্য জন ২১২৬৮; লীলা সধরিয়ে
তুমি ১১১৩০; লীলাস্থল দেখি তাই ২১৮৫৮; লীলাস্থল দেখি প্রেমে ২১২২৬; লীলায় চলিলা ঈশ্বর ২১৩২১;
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ ৩২০১৬৫; লীলার সহায় লাগি ১৪৬৩১।

লুকাইতে নারিলা ভয়ে ১১৭১২৭৭; লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ১৩৭১; লুকাইয়া আমা আনে ২১৩১৪৮;
লুকাইয়া চলিলা রাত্রে ২১১২২৩; লুকাইয়া দুই প্রভুর ১১০১৩৭; লুকাইয়া লাগিলা শিশু ১১৪১২২; লুকাইয়া
সেই পাত্র ৩১৬১২; লুকাইল দুই ভুজ ১১৭১২৮৩; লুকাইলে প্রেমবলে ২৮২৪০; লুটিয়া খাইয়া দিয়া ১১৭১২২;
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর ৩৪৭৫; লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল ২২৫১৬৭;

লোবু আদা খণ্ড আদি ২১৫১৫৬; লোল কায়স্থগণে ২১২১৫১।

লোক কহে এ সন্ন্যাসী ২১২২৮৬; লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট ২১৮৮৭; লোক কহে তোমাতে কভু
২১৮১০৮; লোক কহে মূর্ত্তি হয় ২১৮৫৩; লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত ২১৮১২৭; লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি
২১৮১০২; লোক গতাগতি বার্ত্তা ২৩১৮০; লোক-গতি দেখি আচার্য্য ১৩৭৮; লোক দেখি কহিবে মোরে
১১৬১২৬৭; লোক দেখি পথে কহে; ২১৭১২৭; লোক দেখি রামানন্দ ২১২২২২; লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম ১৪১১৪৩
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয় ২১২১২২১; লোকনাথ পণ্ডিত আর ১১২১৬২; লোক নিবারিতে হৈল ২১৩৮৩; লোক
নিস্তারিতে এই তোমার ৩১১১২৪; লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর ৩২১৫; লোক নিস্তারিয়া প্রভুর ১১৭১৫৩; লোক
বিদায় করিতে প্রভু ২১৫১৬৮; লোকভয় দেখি প্রভুর ১১৭১৮৮; লোকভয় পাইল মোর ১১৭১৮২; লোকভয়ে
রাত্রে প্রভু ২১১১৪১; লোকভিড় ভয়ে প্রভু ২১২১০৪; লোকভিড় ভয়ে বৃন্দাবন ২১৬১২১১; লোকভিড় ভয়ে
যৈছে ২১৬১২০৪; লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে ২১৮১৭২; লোক রহ দামোদর ২১২১২১; লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম
কীর্ত্তি ১১২১৫০; লোকশিক্ষা নাগি এঁছে ২১২৫১৬৪; লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর ২১২৫১৬০; লোক সব উদ্ধারিতে
১১৭১৪৫; লোক হরি হরি বোলে ২১৭১৫১; লোক হিত লাগি তোমার ৩২১৩৪; লোকাপেক্ষা নাহি ইহার
২১৬১২৬; লোকে উপদেশে হও ১৬৪৭; লোকে খ্যাত যৈহো ১১০১১২; লোকে চমৎকার মোর ৩১১৩৪; লোকে
জানে দস্ত সব ২১৩১০৮; লোকে নাহি দেখি এঁছে ৩১৪১৭৬; লোকে নাহি বুঝে, বুঝে ৩২১৬৮; লোকে পুছি
হরিদাস ৩৪১২; লোকে হাস্ত করে ২১৪৪৫; লোকে কণাকানি বাতে ৩৩১৬; লোকে নিস্তার কৈল
২১৭১৪২; লোকে নিস্তার হেতু কৈল ১১৩১৬৬; লোকে সংঘট্ট আইসে ২১২৫১৮; লোকে সংঘট্ট দেখি প্রভুর
২৪১২০১; লোকে সংঘট্ট দেখি মথুরা ২১৮১৬৩; লোকে সংঘট্ট নিমন্ত্রণের ২১৮১৩১; লোকে সংঘট্টে কেহো ৩২১২৫
লোকে সংঘট্টে দিন ২৩১০৮; লোকে সংঘট্টে পথ ২১৬১২৫৬; লোকে কহিমু গিয়া ২১৫১০৩; লোকে পুছিল
পর্ব্বত ২১৮১৫২।

লোণ দিয়া মাখি সেই ৩৬৩১১।

লোভ হৈল যবনের ২১২০১৪; লোভে আসি কৃষ্ণ করে ২১৪১৮৪; লোভে ব্রজবাসিভাবে ২১২১৮৮; লোভে
লজ্জা খাওয়া ২১৩৩১।

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি ২১৬৫৫২।

লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম ১১৬৩৭; লৌহ আর হেম যৈছে ১৪১১৪০; লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ২১২০১২৬।

শ

শ

শ

শ

শক্তি কম্প পরিপাটী ২১২৪১৬; শক্তি দিয়াছি ভক্তিশাস্ত্র ৩১১৪৭; শক্তি দেহ করি যেন ২১২১২;
৩১৪১৩; শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে ১৫১৫১; শক্তি সঞ্চারিয়া তারে পাঠাইলা ৩২০১০০; শক্ত্যাবেশ অবতার

তৃতীয় ১১১৩৩; শক্ত্যাবেশ দুই রূপ ২২০১০৬; শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের ২২০১০৫; শক্ত্যাবেশাবতারের স্তন ২২০১০৪; শক্ত্যাবেশে সনকাদি ১১১৩৪।

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ ৩১২১৬৭; শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে ৩১২১৬৪; শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস ১১১১৪২; শঙ্করারণ্য আচার্য্যর ১১০১১০৪; শঙ্করারণ্য নাম তাঁর ২২২২১১; শঙ্করারণ্য ত্রায়াচার্য্য ২১২১৫৪; শঙ্করারণ্য সরস্বতী বৃন্দা ৩৩২২৮২; শঙ্করে দেখিয়া প্রভু ২১১১৩২।

শঙ্খ গঙ্ঘাদকে ২৪১৬১; শঙ্খ-ঘণ্টা আদি সহ ৩১৬৮১; শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম মহেশ্বর্য্য ১৫২২৪; শঙ্খ-চক্র-শাঙ্গ ১১৭১১১; শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ২২৪২৪২।

শচী আগে পড়িলা ২৩২৩৭; শচী আসি কহে কেনে ১১৪১৭০; শচী কহে মুণ্ডি দেখি ১১৩৮২; শচী জগন্নাথে দেখি ১১৪১৬৭; শচী দেবী আমি তাঁরে ২১২২১২; শচী পাশে আচার্য্যাদি ২৩১৭৬; শচী বোলে আর এক ১১৪১৭৬; শচী বোলে যাহ পুত্র ১১৪১৭৩; শচী বোলেন না থাইব ১১৫১৮; শচীমাতা দেখি সতে ৩১২১৩৩; শচীমাতা মিলি তাঁর ২১৬২০৭; শচী-মিশ্রের পূজা লঞা ১১৩১১১; শচী লঞা আইলা ২৩১৩৬; শচীসহ লঞা আইস ২৩২২০; শচীকে প্রেমদান ১১৭১৮; শচীর অনন্দ বাঢ়ে ২৩২২০১; শচীর আনন্দ হৈল যত ২১০১২৭; শচীর ইন্দিতে সম্বন্ধ ১১৫১২৭; শচীর মন্দিরে আর ৩২৩৩৩।

শত কোটি গোপী সঙ্গে ২১৮৮২; শত কোটি গোপীতে নহে ২১৮৮৮; শত ঘট জলে হৈল ২১২১১০২; শত চুল্লার যদি শত ২১৫১২২৪; শত জনের ভক্ষ্য প্রভু ৩১০১২২৪; শত জনের ভক্ষ্য যত ৩১০১০৮; শত দুই চারি হোলনা ৩৩৫৪; শত দুই ফল প্রভু ১১৭১৭৬; শত বৎসর পয়স্ব ২২২২৩; শত বিশ সহস্রায়ুত ২২২১৫২; শত মুখে কহি যদি ১৪২২২২; শত শত ঘট তাই ২১২১১০৭; শত শত পটুয়া আসি ১১৬১১; শত শত লোক জল ২১২১১০৪; শত শত শিষ্য সঙ্গে ১১৬১৩; শত শত গুরু চামর ২১৩১২২; শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড ২৩১৮৬; শত শ্লোকের এক শ্লোক ১১৬১৩৮; শত সহস্রায়ুত লক্ষ কোটি ২২২১৩; শত হাতে করে যেন ২১২১১১২; শতেক তুরকী আছে ২১৮১৬৩; শতেক বৎসর হয় ২২০১২৭২; শতেক সন্ন্যাসী যদি ২৩২২৭।

শব্দ অর্থ দুই শক্তি ৩১৭১৪১; শব্দ শুনিতেই হয় ১১৬১৬১; শব্দালঙ্কার তিন পদে ১১৬১৬৮।

শমো ময়িষ্ঠতা বুদ্ধে ২১২১১৩।

শমনে আমার উপর ১১৭১১৭৩; শমনের কালে স্বরূপ ৩১৩১২; শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত ৩১৩১২২; শয্যা করাইল নৃতন ২৪১৮০; শয্যোথান দরশন ২৩৬৬৬।

শরণ লইল সতে প্রভু ২৩২২৫৬; শরণ লঞা করে ২২২২৫৪; শরণাগত অকিঞ্চনের ২২২২৫৩; শরণকাল হৈল প্রভুর ২১৭১২; শরণকালের রাত্রি ৩১৮১৩; শরণাতে হাড় লাগে ৩১৩১৪; শরীর এথা প্রভুর মন ৩২০১১১৪; শরীর দীঘল তার ৩১৮১৪২; শরীর বিশেষ তাঁর ১৬১৭; শরীর সুস্থ হয় মোর ৩১১১২১; শরীর সীতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি ২১২১৫৩; শকরা সীতা মিশ্রি শুদ্ধমিশ্রি ২২৩২২৩।

শস্ত্র থাঞ কৃষ্ণ করে ২১৫১৭৮। শস্ত্র থায় কুকুর কৃষ্ণ ৩১২২৫; সমর্পিয়া করে ২১৫১৭৮।

শাক দুই চারি আর ৩১০১১৩২; শাক পত্র ফলমূলে ৩৩২২৪; শাক মোচাঘট ২১৫১৫৫।

শাখা উপশাখা তার ১১২১৭৬; শাখাচক্রায় করি ২২০১২১৬; ২২০১৩০৫; ২২১১২৪; ৩১৭১৬১; শাখাশ্রেষ্ঠ-কুবানন্দ ১১২১৭৮; শাখা সব পড়ি আছে ৩১৫১৪৩।

শাস্ত-দাস্ত কৃষ্ণভক্তি ১৩৩৬; শাস্ত দাস্ত রসে ঐশ্বর্য্য ২১২১১৬৮; শাস্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর রতি ২২৩২২৫; শাস্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর রস ২১২১১৫২; শাস্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ ২১৮১৬৭; শাস্ত ভক্ত

করি তবে ২২৪।১১১; শাস্ত্রভক্ত নবযোগেন্দ্র ২।১২।১৬২; শাস্ত্রভক্তের রতি বাড়ে ২২৪।২৫; শাস্ত্ররতি দাস্ত্ররতি ২।১২।১৫৭; শাস্ত্ররসে শাস্ত্ররতি ২।২৩।৩৪; শাস্ত্ররসে স্বরূপবুদ্ধে ২।১২।১৭৩; শাস্ত্রাদি রসের যোগে ২।২৩।৩৬।

শাস্ত্রপুর আইলা অধৈত ২।৪।১০২; শাস্ত্রপুর আচার্যের এক ২।১৩।৪৪; শাস্ত্রপুরাচার্য গৃহে ২।১৩।২০৭; শাস্ত্রপুরে আচার্য গৃহে ২।১৮।৫; শাস্ত্রপুরে পূর্ণ কৈল ২।১৩।২১২; শাস্ত্রপুরের লোক গুনি ২।৩।১০৫।

শাস্ত্রের গুণ দাস্ত্র আছে ২।১২।১৮০; শাস্ত্রের গুণ দাস্ত্রের সেবন ২।১২।১৮১; শাস্ত্রের পড়াব কৃষ্ণে ২।১২।১৭৭।

শাপ গুনি প্রভুর চিন্তে ১।১৭।৫২; শাপিব তোমারে মুক্তি ১।১৭।৫৮।

শারিক পড়য়ে তবে ২।১৭।২০০।

শালগ্রাম সেবা করে ১।১৩।৮৬; শালগ্রামে সমর্পিল ২।১৫।৫৬; শালি কাঁচুটি ধানের ৩।১০।২৫; শালি তুল ভাজা ৩।১০।২৭; শালি ধাত্তের থৈ পুনঃ ৩।১০।২২; শাল্য দেখি প্রভু ২।২।১০৮।

শাস্ত্রিচ্ছলি রূপা কর ৩।২।২৭।

শাস্ত্র আজায় বধ কৈলে ১।১৭।১৫১; শাস্ত্র কবি বহু কাল ৩।৪।২২৬; শাস্ত্র গুণ আত্মরূপে ২।২০।১০৮; শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা ২।২৫।৩৪; শাস্ত্রজ করিয়া তুমি ২।৬।২৪; শাস্ত্রদৃষ্টো কহি কিছু ২।৬।২১; শাস্ত্রদৃষ্টো কৈল লুপ্ত ১।১০।৮৮; শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কহু ১।২।৬০; শাস্ত্রব্যাপ্য্য করিতে ঐছে ২।৬।১৭২; শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহা ২।২৪।৩২; শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে ২।২৪।৪০; শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে ২।২৪।৮৮; শাস্ত্রযুক্ত্যে স্ননিপুণ ২।২৪।৩২; শাস্ত্রলোকাভীত যেই ৩।৪।৭৭; শাস্ত্র সিদ্ধান্ত স্তন ২।২।১৩৮ শাস্ত্রে কহে নামাভাসমাত্রে ৩।৩।৮৩; শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম ৩।৮।৭২; শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহো ২।১৮।১৮২; শাস্ত্রের বিচার ভালমন্দ ১।১৬।৮৮; শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই ১।৬।২০।

শিখাইল সভাকারে ২।৩।১৪; শিখিগণ নৃত্য করি ২।১৭।১৮২; শিখিমাহিতি আর তাঁর ৩।১০।৫; শিখি মাহিতি এই ২।২০।৪০; শিখিমাহিতি-মিলন ২।১।১২১।

শিজা বংশী বাজায় ১।৫।১৭০।

শিবকাকী আসি কৈল ২।২।৬২; শিবচূর্ণা রহে তাই ২।২।৬০; শিবপত্নীর ভর্তা ১।১৬।৬০; শিব মায়াক্ষিত্রিযুক্ত ২।২০।২৬৫; শিবক্ষেত্রে শিব দেখে ২।২।৭২।

শিবাই নন্দাই অবধূত ১।১১।৪৬; শিবানন্দ করে সব ৩।১।১১; শিবানন্দ কহে কেনে ৩।২।৬২; শিবানন্দ কহে তুমি ৩।৬।২৫৭; শিবানন্দ কহে তেঁহো ইহা না ৩।৬।১৮০; শিবানন্দ কহে তেঁহো হয় প্রভুর ৩।৬।২৮৪; শিবানন্দ কুকুর দেখি ৩।১।২৬; শিবানন্দ কোন্ তোমায় ৩।২।২৭; শিবানন্দ ঘরে গেলে ৩।২।৪৭; শিবানন্দ জগদানন্দ ৩।২।৪৪; শিবানন্দ জানে উড়িয়া ২।১৬।১২; ৩।২।১৫; শিবানন্দ তিন পুত্র ৩।২।৪৩; শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন ৩।২।১১; শিবানন্দ-বালকেরে বহু ৩।১৬।৬৩। শিবানন্দ-বালকেরে শ্লোক ৩।২০।১২০; শিবানন্দ বিনে বাসস্থান ৩।২।১৭; শিবানন্দ যৈছে সেই ৩।৬।২৬০; শিবানন্দ সঙ্গে চলে ২।১৬।২১; শিবানন্দ সঙ্ঘে প্রভুর ১।১০।৬১; শিবানন্দ সঙ্ঘে সভায় ৩।২।৪৩; শিবানন্দ সেই বালক ৩।২।৪২; শিবানন্দে কহিয় আমি ৩।২।৪১; শিবানন্দে কহে প্রভু ২।১।১৩৫; শিবানন্দে গালি পাড়ে ৩।২।১৮; শিবানন্দে পত্নী দিল ৩।৬।১০৮; শিবানন্দে লাগি মাইলা ৩।২।৪০; শিবানন্দের উপশাখা ১।১০।৫২; শিবানন্দের গোঁরবে ৩।১০।৪৪; শিবানন্দের ঠাঞি ৩।৬।২৫৬; শিবানন্দের পত্নী তাঁরে ৩।২।২১; শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র ৩।২।৫২; শিবানন্দের প্রেমসীমা ৩।২।৮১; শিবানন্দের বড় পুত্র ৩।১০।১৩২; শিবানন্দের বালক ২।১৬।২২; শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত ৩।২।৩৬; ৩।২।৩৩; শিবানন্দের ভাগ্য-লিঙ্গুর ৩।২।৫০; শিবানন্দের মনে তবে ৩।২।৭৭; শিবানন্দের সঙ্গে আইলা ২।১।১৩০।

শিবানন্দ সেন আর ৩১২১৭ ; শিবানন্দ সেন করে বাটী ২১৬১৮ ; ৩১২১৮ ; শিবানন্দ সেন করে সব ২১৬২৫ ; শিবানন্দ সেন করে সভার ২১১২২ ; শিবানন্দ সেন গৃহে ৩১২১০১ ; শিবানন্দ সেন চলিলা ৩১০১১ ; শিবানন্দ সেন তাঁরে ৩৬২৪৩ ; শিবানন্দ সেন প্রভুর ১১০১৫২ ; শিবানন্দ সেন সঙ্গে ২১১২২৩ ; শিবানন্দ সেনে কহে ২১৫১২৪ ; শিবানন্দ সেনের পুত্র ২১২১০২ ; শিবানন্দ সেনের স্তন ৩১০১৩২ ।

শিমুলীর তুলা দিয়া ৩১৩৬ ; শিমুলীর বৃক্ষ যেন ২১৩২৭ ।

শিয়ালী ভৈরবী দেবী ২১৩৬৮ ।

শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য ১১৭১৩২৬ ; শিরে বজ্র পড়ে যদি ২১৭৪৭ ; শিরের উপরে পৃষ্ঠে ২১৫১২৫ ; শিরের পাখর যেন ৩৮১০ ।

শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে ৩৬৩০১ ; শিলাকে কহেন প্রভু ৩৬২৮৬ ।

শিশুগণ মেলি করে ১১৪১২০ ; শিশুঘারে কৈল মোরে ১১৬২০ ; শিশুঘারে দেবী মোরে ১১৬৮২ ; শিশুবৎস হরি ১২১২২ ; শিশু সব গঙ্গাতীরে ২৩১৭ ; শিশু সব লৈয়া পাড়া ১১৪১৩৭ ; শিশু সব শটীস্থানে ১১৪১৩৮ ; শিশুর শূত্র পড়ে কেনে ১১৪১৭৫ ; শিশোদর পরায়ণ ৩৬২২৫ ।

শিশ্য করি তাঁর ভিক্ষা ২১৭১১০ ; শিশ্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব ২৬৮০ ; শিশ্যগণ কহে ঈশ্বর ২৬৭২ ; শিশ্যগণ পঢ়াইতে ১১৬২ ; শিশ্যগণ লৈয়া পুনঃ ১১৬২২ ; শিশ্যগণ সঙ্গে যেই ২১২৫৫৭ ; শিশ্য পড়িছাঘারে ২৬৭৭ ; শিশ্য প্রশিষ্য আর ১২১২২ ; শিশ্য হঞা গুরুকে কহে ৩৮১২ ; শিশ্যার শ্রম দেখি ৩২০১৩২ ; শিশ্যেও না বুঝে আমি ১১৬৩১ ; শিশ্যের প্রতীত হয় ১১৩২৭ ; শিশ্যের সমান মুক্তি ১১৬২৭ ।

শিক্ষাইলা তাঁরে ভক্তি ২১২৫২ ; শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ ১১২২২ ; শিক্ষাগুরুকে ত জানি ১১২৮ ; শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে ২১২১০৮ ; শিক্ষারূপে কহে তাঁরে ২১৬২৩৪ ; শিক্ষা লাগি বাহিরে ২১২১২১ ।

শীঘ্র আসি ভোজন ২১৫১৮২ ; শীঘ্র আসি মোরে তার ২১২১১ ; শীঘ্র আসিহ তাই ৩১৩৩৮ ; শীঘ্র করি আইলা ২১৬৩৬ ; শীঘ্র চলি আইল সনাতনাত্ম ২১২১৬০ ; শীঘ্র চলি নীলাচলে ৩১৩৭০ ; শীঘ্র নীলাচলে যাইতে ২১০১২১ ; শীঘ্র বাসাধর কৈল ৩১২১২৪ ; শীঘ্র যাই মুক্তি সব ২১৫১৫২ ; শীঘ্র যাহ তুমি ২৩১৮ ; শীঘ্র যাহ যাবৎ তেঁহো ৩৫১৫১ ; শীঘ্র রামানন্দ তবে ৩৫১২৫ ; শীঘ্র সমাচার তুমি ৩১২১৪২ ।

শীত বৃষ্টি দাবায়িতে ২৪১৩৫ ; শীতল জলে করে প্রভুর ৩১৪১২৪ ; শীতল নির্মল কৈল ২১২১৩০ ; শীতল সমীর বহে ২১১৪২ ।

শুকদেবের মন হরিল ২১২১৩৬ ; শুক মুখে শুনি তবে ২১৭১২০০ ; শুক সারিকা প্রভুর ২১৭১২২ ; শুকসারী পিক ভুল ৩১১৭৫ ।

শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু ২১২১৪৮ ; শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ গীত ২১২১৮০ ; শুক্লরক্ত গীতবর্ণ ১৩২২ ; শুক্লবস্ত্র এই, এই ২১১১৭২ ; শুক্লবস্ত্র নৃসিংহানন্দ ৩১০১০ ; শুক্লবস্ত্র ব্রহ্মচারী বড় ১১০১৩৬ ।

শুধাইয়া মৈলে করে ৩২০১৮ ; শুধা কথা ব্যঞ্জন ২৩৩৬ ।

শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ৩২১৩৭ ; শুদ্ধ কেবল প্রেম ২১১১৩৩ ; শুদ্ধপ্রেম ব্রহ্মদেবীর ৩৭৩০ ; শুদ্ধ প্রেম রসগুণে ২১৪১৫৪ ; শুদ্ধপ্রেম সুখাসিদ্ধ ২১২৪৩ ; শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর জ্ঞান ১৬৫২ ; শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে হয়ে ৩৬১২৬ ; শুদ্ধভক্ত তত্ত্ব মধ্যে ১৭১১৪ ; শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি ৩২০১২২ ; শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে ৩২০১২৪ ; শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় ২১২১৪৭ ; শুদ্ধভাবে করিব ১৩৮১ ; শুদ্ধভাবে ব্রহ্মেশ্বরী ৩৭১২৫ ; শুদ্ধ ভাবে সখা করে ৩৭১২৫ ; শুদ্ধসময় যত ১৫১৩৬ ; শুদ্ধ হয় যদি করার ২১০১১২ ; শুদ্ধাত্ম গীতা পড়ে ২১২২২ ।

শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ ১৬৫৪ ; শুন গৌরহরি এই ১১৭১৬৩ ; শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম ৩৪১৩০ ; শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী ১১৪৪০ ; শুন ভট্টাচার্য্য আমি ১১৭১৬৫ ; শুন ভট্টাচার্য্য তোমার ২৬২২০ ; শুন ভাই এই শ্লোক ১১২৫২ ; শুন ভাই এই সব ১১৩৪১ ; শুন মোর প্রাণের বান্ধব ২১২৩৬ ; ।

শুনি আনন্দিত বিপ্র ২১৭১৬৫ ; শুনি আনন্দিত ভূঞা ২১২০১৮ ; শুনি আনন্দিত রাজা ২১৬১০২ ; শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের ২১২৮৭ ; শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর ২১২০৪৪ ; শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ ৩৬৫০ ; শুনি আনন্দিত হৈল শচী ২১০১৭৫ ; শুনি আনন্দিত হৈল সভাকার ২১০১২৪ ; শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের ২৪১৬৪ ; শুনি আনন্দে সনাতন ২১২০৪২ ; শুনি এক পদুম্বা তাহা ১১৭১৬৮ ; শুনি করহ বিচার ২১২৩৭ ; শুনি কৃপাময় প্রভু ২১৫১২৬৭ ; শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ২১৫১২৭২ ; শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব ১১৭১২৪৭ ; শুনি গজপতি মনে ২১১১৪২ ; শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ ২৬৭৭ ; শুনি গ্রামী দেশী লোক ২১৫১২৬ ; শুনি চমকিত হৈল ১১৪১৭৪ ; শুনি চমৎকার হৈল ১১৭১২৭ ; শুনি চিত্ত কর্ণের হয় ৩১১৪০ ; শুনি চৈতন্যগণ করে ৩৮১১৪ ; শুনি চৈতন্যের সঙ্গে ২১৭১১৫ ; শুনি জগদানন্দ মনে ৩১৩১৫ ; শুনি জগাই মাধাই তেঁহো ২১১১৩৬ ; শুনি ঝড়ু ঠাকুরের স্মৃতি ৩১৬২৪ ; শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে ৩১৬২৫ ; শুনি তাঁর পিতা বহু ২১৬২৩১ ; শুনি তার মাতাপিতা ৩৬২৫৫ ; শুনি তা সভার নিকট ২৩১২ ; শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু ৩৬২২০ ; শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু ২৫১৩৩ ; শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা ২১২৪৬ ; শুনি দুখে মহারাজী ২১৫১৬ ; শুনি দেখি আনন্দিত ১১৭১৪৬ ; শুনি দেখি সর্বলোক ১১৭১৮০ ; শুনি নিত্যানন্দ কথা ২৩৮১ ; শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত ৩১২৩০ ; শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য ৩৬৬৩ ; শুনি পণ্ডিত লোকের ২১৫১২৪ ; শুনি পণ্ডিতের মনে উপজিল ৩৭১৩০ ; শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ ৩১৩৫৩ ; শুনি পায়ে ধরি সনাতন ৩৪১৫৬ ; শুনি পুরীগোসাঞি কিছু ২৪১১৮ । শুনি প্রকাশানন্দ কিছু ২১৫১৩৮ ; শুনি প্রভু কহে এই অতি ৩১১১৬ ; শুনি প্রভু কহে কাঁই ৩৩১২ ; শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় ৩১৩০ ; শুনি প্রভু কহে কিছু সঙ্কোচ ৩১২১১১ ; শুনি প্রভু কহে চোরা ৩৬৪৬ ; শুনি প্রভু কহে তুমি ৩৭১০ ; শুনি প্রভু কহে শুন রূপ ২১১২৪ ; শুনি প্রভু কৈল তাঁর ২১৭১৬০ ; শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ১১৪৪০ ; শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল ১১৭১২৪৩ ; শুনি প্রভু গোপীভাবে ৩১৭১৩০ ; শুনি প্রভু বোল বোল কহেন ১১৭১২৭ , শুনি প্রভু ভক্তগণ ২১৪১৭৭ ; শুনি প্রভু মনে কিছু ২৫১৫১ ; শুনি প্রভু হরি বলি ১১৭১২৬ ; শুনি প্রভু হাসি কহে ৩১১৬৩ ; শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে ৩১৪১ ; শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ ৩১২১১৪ ; শুনি প্রভুর ভক্তগণ ৩১১২১ ; শুনি প্রেমারিষ্ট হৈলা ২৪১৩৫ ; শুনি প্রেমাবেশে নাচে ৩৩৬৭ ; শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য ২১৪১২৪ ; শুনি বেদব্যাস মনে ২১৫১৮০ ; শুনি ব্রহ্মচারী কহে ৩১৫০ ; শুনি ব্রহ্মানন্দ করে ২১০১৫৩ ; শুনি ভক্তগণ কহে করি ২৩১৬২ ; শুনি ভক্তগণ তাঁরে ২৩১৮৩ ; শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ ৩১৪৩ ; শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য ৩১৭৭ ; শুনি ভক্তগণে কহে সঙ্কোচ ২১১২৫৬ ; শুনি ভক্তগণের জুড়ায় ৩১১৮২ ; শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে ২১০১৮২ ; শুনি ভট্টাচার্য্য কহে ২৬১৬৮ ; শুনি ভট্টাচার্য্য মনে ২৬১৮০ ; ২৬১২১ ; শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক ২৬১৭০ ; শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল ২৬১৬৫ ; শুনি মহাপ্রভু কহে ২১৬১৭২ ; শুনি মহাপ্রভু আইলা ২১৪৫০ ; শুনি মহাপ্রভু ঈশ্বর হাসিতে ২১৮১২৮ ; ২১৫১৫২ ; শুনি মহাপ্রভু ঈশ্বর হাসিয়া ২১৭১২০ ; ৩১১৫০ ; শুনি মহাপ্রভু কহে ঈশ্বর ২৬১৭১ ; শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মত ২৬১০৮ ; শুনি মহাপ্রভু কহে শুনহ ৩১১২২ ; শুনি মহাপ্রভু কহে সঙ্কোচ ৩১২১ ; শুনি মহাপ্রভু কৈল ২৬১৫৬ ; শুনি মহাপ্রভু গেলা ২১১৫২ ; শুনি মহাপ্রভু ভবে ৩৫১৩২ ; শুনি মহাপ্রভু তাঁরে ২১২৬৮ ; শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ ২১৮১৫৫ ; শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ ৩৪১২৩ ; শুনি মহাপ্রভু মনে স্মৃতি ২১১১৫৩ ; শুনি মহাপ্রভু যাবেন ২১৭১২৪ ; শুনি মহাপ্রভু হাসি ৩৬১৭২ ; শুনি মহাপ্রভু হৈলা ২১১৮৬ ; শুনি মহাপ্রভুর কিছু ৩৪১৬০ ; শুনি মহাপ্রভুর বড় ৩৪১৭২ ; শুনি মহাপ্রভুর মহা ১১৮১৫১ ; ২১২৮৮ ; শুনি মহাপ্রভুর হৈল ৩১৫৭ ; শুনি মহাপ্রভুর হৈল ৩১৬৮৭ ; শুনি মাধবেন্দ্র মনে

৩৮২১ ; শুনি মিশ্র পূরন্দর ১১৫১১ ; শুনি যেন ভক্তগণ ২২৫১১১ ; শুনি রঘুনাথের শিতা ৩৬২৪৫ ; শুনি রাজপুত্র মনে ৩৮২৬ ; শুনি রাজা ছন্দী হৈলা ৩৮৮৩ ; শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ ৩৮৫২ ; শুনি রামানন্দ রায় হৈলা ৩৫৫৪ ; শুনি কল্লিঙ্গীর মনে ৩৭১৩৩ ; শুনি লক্ষ্মীসেবী মনে ২১৪১২২ ; শুনি লোক তাঁর সঙ্গে ২৪৪৪২ ; শুনি শচী আনন্দিত ৩১২ ; শুনি শচী জগন্নাথ ২৩১১১ ; শুনি শচী পুত্রে কিছু ১১৪৩৮ ; শুনি শচীমিশ্রের মনে ১১৪১১১ ; শুনি শচী সভাকারে ২৩১৬৬ ; শুনি শিবানন্দ আইলা ৩২২১ ; শুনি শিবানন্দ চিত্তে ৩২১১ ; শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দে ৩২২৮ ; শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট ২১১১৩৬ ; শুনি শিবানন্দের পত্নী ৩২২২০ ; শুনি শুনি লোক সব ২১৭৮৫ ; শুনি শ্রীবাসাদি মনে ৩২১৫২ ; শুনি ষাঠীর মাতা ২১৫২৪২ ; শুনি সনাতন তারে ২২০২৪ ; শুনি সব গোষ্ঠী তবে ২৫১৩৭ ; শুনি সব ভক্ত কহে ২১৬২৮১ ; শুনি সব ভট্টমারী ২১২১৪ ; শুনি সব স্নেহ আসি ১১৭১৮৫ ; শুনি সব লোক তবে ১১৬৩৭ ; শুনি সব সভার লোক ৩৩১৮৭ ; শুনি সভাকার চিত্তে ৩১১০১ ; শুনি সভাসদের চিত্তে ৩৫১২০ ; শুনি সভার মাথে যেন ৩৮৫২ ; শুনি সতে জালিলা ২৬১৬ ; শুনি সার্কর্ভোম মনে ২৬৪৮ ; শুনি সার্কর্ভোম হৈলা ২১৭৪৫ ; শুনি প্রভু তাঁরে ২৬১৮৭ ; শুনি সেই জালিয়া ৩১৮৬৭ ; শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী ১১৭১৬১ ; শুনি স্বরূপ গোসাঞি তবে ৩১৫১২ ; শুনি হর্ষে কহে প্রভু ২১৫১১১ ; শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্ত ৩৬১৩৩ ; শুনি হাসি কহে প্রভু সত্য ২১৮৮৮ ; শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে ২২১৫১ ; শুনি হাসি মহাপ্রভুর ২১৪১০২ ; শুনি হাসি সার্কর্ভোম ২৬২০ ।

শুনিঞা আচার্য্য মনে ২১৬৩৩ ; শুনিঞা কবির হৈল ৩৫১২১ ; শুনিঞা দুই ভাই মনে ৩৩১৬৭ ; শুনিঞা প্রতাপরুদ্র ২১৬২ ; শুনিঞা প্রভুর অন্তরে ৩১১৩০ ; শুনিঞা বিস্মিত বিপ্র ২১৭১৬২ ; শুনিঞা বৈষ্ণব মনে ২১৬৩৫ ; শুনিঞা রহিলা রায় ২২৫১৪২ ; শুনিঞা সভার হৈল ৩৫১১২ ।

শুনিতে অমৃতসম ৩১০১৫৮ শুনিতেই আচার্য্য তাহা ৩৭৮৫ ; শুনিতে আনন্দ বাঢ়ে ৩৫১০৫ ; শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি ৩৫৪২ ; শুনিতেই গোপালের ২১২১৪৬ ; শুনিতে চাহিরে দৌহার ২৮১৪৬ ; শুনিতেই জন্মের ৩৩৬৫ ; শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ ৩১৭২৭ ; শুনিতে না পাইলুঁ সেই ৩১৭২৭ ; শুনিতে না পারি ফাটে ১৭৭৪২ ; শুনিতে না হয় প্রভুর ২১০১১১ ; শুনিতেই ভট্টাচার্য্য ২১৫২৪৬ ; শুনিতেই মহাপ্রভুর ৩৮৪২ ; শুনিতেই লক্ষ্মী লোকে ৩১১৩৩ ; শুনিতে শুনিতে জুড়ায় ৩১১০৪ ; শুনিতে শুনিতে প্রভুর ২১৪৮ ; শুনিতে শ্রবণে মনে ৩৮২৪ ।

শুনিব তোমার মুখে ১১৬২৮ ।

শুনিয়া আচার্য্য কহে ২৬২৪ ; শুনিয়া আচার্য্য গোসাঞি ২১০৭৮ ; শুনিয়া আবিষ্ট হৈল ১১৭৮৫ ; শুনিয়া চলিল প্রভু ১১৬৩৫ ; শুনিয়া গ্রামের লোক ২১৮২৫ ; শুনিয়া চলিলা প্রভু ২১২৫২ ; শুনিয়া তদরূপ ২১২১১ ; শুনিয়া পসারি সব ৩১১৭৪ ; শুনিয়া পাইল আচার্য্য ১১২১৫ ; শুনিয়া পাঠান মনে ২১৮১৬৬ ; শুনিয়া পিতারে রঘু ২১৬২২২ ; শুনিয়া প্রকাশানন্দ ২১৭১১১ ; শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ২১৬২৮২ ; শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত ২১২২২ ; শুনিয়া প্রভুর এই ২৩১৭৬ ; শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর ২৩১২৩ ; শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ ১১৭১২৮ ; শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য ১১২৩৫ ; শুনিয়া প্রভুর বাণী ২১৭১০ ; শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা ১১৬৮১ ; শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন ১১২৪৬ ; শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ২২০৬৬ ; শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ২৩১৮৪ ; শুনিয়া প্রভুর স্মৃতি ৩৩৬১ ; শুনিয়া প্রভুর হৈল ২১১০২ ; শুনিয়া বসন্ত ভট্ট ৩১১৩ ; শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ৩১২২৮ ; শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বে ১১৬৩৩ ; শুনিয়া মুরারি শ্লোক ১১৭১২ ; শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল ১১৭১১৮ ; শুনিয়া রাজার বিনয় ৩১২২৫ ; শুনিয়া রাজার মনে ২১১৩৫ ; শুনিয়া রাধিকাবাণী ২১৩১৪১ ; শুনিয়া লোকের দৈন্ত ২১২৬১ ; শুনিয়া লোকের বড় ২২৫১১৬ ; শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল ২১২৩১ ; শুনিয়া সকল লোক করিবে ২৫৩৮ ; শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত ১১৪৮৮ ; শুনিয়া সঙ্কট হৈল ১১৫১৩ ; শুনিয়া সভার

মনে সন্তোষ ৩৭।১০০ ; শুনিয়া সভার মনে হৈল ২৭।১৩, শুনিয়া সভার হৈল ২।১০।৭৬ ; ২।১০।৮৩ ; শুনিয়া স্বরূপগোসাঞি ৩।১৬।৬৫ ; শুনিয়া হাসেন প্রভু ২।৬।২৪২ ; শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল ৩।২।৮৫ ।

শুনিয়াছি গৌড়দেশে ২।১৭।১১২ ।

শুনিল তোমার ঘরে ২।১০।৪ ; শুনিল ফাঁকিতে তোমার ১।১৬।৩০ ; শুনিলে খণ্ডিবে ১।১।৬৪ ; শুনিলে জানিবে সব ১।১।৬৬ ; শুনিলেই ভাগ্যহীনের ২।১৮।২১৫ ।

শুধী খণ্ড নাড়ু আর ৩।১০।২১ ।

শুভ্র পীঠ উপরে শুভ্র ২।১৫।২১৭ ।

শুদ্ধ বাঁশের বাঁশিখান ৩।১৬।২০ ; শুদ্ধ কাষ্ঠ সম হস্ত ২।১৩।১০২ ; শুদ্ধ জানে জীবমুক্ত ২।২৪।২২ ; শুদ্ধ তর্কখলি খাইতে ২।১৪।৮৫ ; শুদ্ধ কক পিলু কল ৩।১৩।৬৬ ; শুদ্ধ বৈরাগ্য জ্ঞান ২।২৩।৫৬ ; শুদ্ধ ব্রহ্মজানী নাহি ৩।৮।২৬ । শুদ্ধ রুটি চানা চানা চাবায় ২।১২।১১৬ ।

শুকর চরায় ডোম ১।১০।৮১ ; শূত্র আলিঙ্গিয়া কেনে ২।৮।২৪ ; শূত্র বিষয়ী জানে ২।৭।৬২ ; শূত্র বৈষ্ণবের ঘর ৩।১৬।১৩ ; শূত্র বৃদ্ধ মগুণ কোণে ৩।১৪।৪৭ ; শূত্র ঘট লঞা যায় ২।২।১০৫ ; শূত্র পাত্র দেখি অশ্রু ২।১৫।৫২ ; শূত্র স্থান দেখি ২।২।২৮৬

শূত্র বেত্র গোপবেশ ১।১১।১৮ ; শূত্রার রস ছানি ৩।১২।৩২ ; শূত্রার রসরাজময় ২।৮।১১২ ।

শেখর আনিঞা তাঁরে ২।২০।৬৫ ; শেখর, পরমানন্দ, ভপন ২।২৫।৫৪ ; শেখরের ঘরে বাসা ২।১৫।১৭০ ।

শেষ অষ্টদেশ বৎসর নীলাচলে ২।২৫।১২৩ ; শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা ১।১৩।১৫ ; শেষ আর যেই রহে ২।১।৪৬ ; শেষকালে এই শ্লোক ২।৪।১২৪ ; শেষকালে দিল তাঁরে ৩।১১।১০২ ; শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ ২।২।২ ; শেষ রাত্রি হৈলে পুরী ২।৪।১৫৬ ; শেষ রাত্রে তজ্জা হৈল ২।৪।৩৩ ; শেষ রাত্রে উঠে প্রভু ২।১৭।২০ ; শেষ রূপে করে কৃষ্ণের ১।৫।৮ ; শেষ লীলা শুনিতে সভার ১।৮।৬৬ ; শেষ লীলায় নাম ধরে ১।৩।২৭ ; শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ১।৪।২৪ ; শেষ লীলায় মধ্য অন্ত্য ২।১।১৩ ; শেষ লীলার স্মরণ করিয়ে ২।১।২ ; শেষ লীলার স্মরণ কৈল কিছু ২।২।৭৮ ; শেষ শয়ন জলে ১।৫।৮৩ ; শেষশায়ী লীলা প্রভু ২।১৪।৮৭ ; শেষ অবতীর্ণ হৈল ১।১৩।৬০ ; শেষে জলকেলির শ্লোক ৩।১৮।২৩ ; শেষে নৃত্য করে প্রেমে ৩।৬।১০১ ; শেষে যদি প্রভু তাঁরে ৩।৭।১৩৭ ; শেষে ভূ-ধারণ শক্তি ২।২০।৩১০ ; শেষে সব লোপ করি ২।২৪।২১৬ ।

শৈল উপর হইতে ২।৪।৪১ ; শৈল দেখি মনে হয় ২।১৭।৫২ ; শৈল পরিক্রমা করি ২।৪।২২ ; শৈশব চাক্ষু্য কিছু ১।১৬।২৭ ।

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি ২।৬।৮ ; শ্বাস রহিত দেখি আচার্য্য ; ২।১২।১৪২ ; শ্বাসসহ ব্রহ্মাণ্ড ১।৫।৬১ ।

শ্বেত বরাহ দেখি তাঁরে ২।২।৬৭ ।

শ্রাম অঙ্গ পীতবস্ত্র ১।১৭।১৩ ; শ্রাম চিকণ কাস্তি ১।৫।১৬২ ; শ্রামবর্ণ রক্তনেত্র ২।২৪।১৫৭ ; শ্রাম ব্রহ্ম জগন্নাথ ২।১০।১৬১ ; শ্রামমেব পরং রূপং ২।১২।২২ ; শ্রামরূপের বাসস্থান ২।১২।২৩ ; শ্রামসুন্দর যশোদা নন্দন ৩।৭।৭০ ; শ্রামসুন্দর বিধি পিচ্ছ ১।১৭।২৭২ ।

শ্রদ্ধা করি এই কথা ২।১২।২১৪ ; শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন ৩।৫।১৫৪ ; শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্ত ২।২৫।২২১ ; শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই ২।১৫।২২৫ ; শ্রদ্ধা করি করে যেই ২।৭।১৪৮ ; শ্রদ্ধা করি দিলে সেই ৩।৬।২২৮ ; শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য ২।১৫।২১৭ ; শ্রদ্ধা করি শুন ইহা ২।১৮।২১৬ ; শ্রদ্ধা করি শুন তবে ৩।১।১০৬ ; শ্রদ্ধা করি শুন শুনিতে ৩।১২।১০৩ ; শ্রদ্ধা করি শুনে যেই ৩।১০।১৫৭ ; শ্রদ্ধা বাঢ়ে পণ্ডিতের ২।১৫।৭২ ; শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তো ২।২২।৬৮ ; শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুন ভক্ত ২।৫।১৫২ ; শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই ২।৪।২০২ ; শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে ২।২২।৩৭ ।

প্রবণ কীর্তন কলে ২১২১৩৪ ; প্রবণ কীর্তন দ্বরণ ২২২১৬৭ ; প্রবণ কীর্তন হৈতে ২১২১৪১ ; প্রবণমধ্যে কৌন ২১২১০২ ; প্রবণমাঝে কণ্ঠ ১১৫১৩ ; প্রবণাদি ক্রিয়া তার ২২২১৫৬ ; প্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ ১১১১৩৪ ; প্রবণাদি তত্ত্বচিহ্নে ২২২১৫৭ ; প্রবণাভের কল প্রোমা ২২৪১৪৬ ; প্রবণে দর্শনে আকর্ষণে ১৪১১২২ ।

প্রাবণ মাসে মেঘ যেন ২১২১১৩৬ ; প্রাবণে শ্রীধর ভায়ে ২২০১১৬০ ।

শ্রীঅঙ্গ মার্কন করি ২৪১৬২ ; শ্রীঅঙ্গরূপে হরে গোপী ২২৪১৩৮ ; শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ ১১০৫০ ; শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধৈত ১১০১১৮৮ ; শ্রীঅধৈত আচার্য শ্রীগৌর ১২০১১৩৫ ; শ্রীঅধৈত নিজ শক্তি ২১১৪১৮ ; শ্রীঅধৈত শ্রীভক্ত ১২০১৮৭ ; শ্রীশ্রবণপুরীরূপে ১১১১২ ; শ্রীউদ্ধবদাস আর ২১১৮৪৫ ; শ্রীউপেন্দ্র শঙ্করদাস ২২০১২০৫ ।

শ্রীকান্ত আসিয়া গোড়ে ১২১৪৩ ; শ্রীকান্ত বল্লভ সেন ২১১৩৪০ ; শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় ২৪১২০২ ; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অধৈত ১১১৭১৩২৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর ১১১৪৭ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি দেশে ১৫১১৪৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি ব্রজেন্দ্র ১৪১১৮১ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি রসের ১৪১১৮৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যার ১৮১৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ ১৮১১৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে ১১৩১৭ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ১১১২৪ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাক্য দৃঢ় ২২২১২৭ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ২২২১৪২ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাহা করে ১১৮১২১ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল ১৪১৮৭ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব ১৬১২৫ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা অদ্ভুত ১১১৭১৩২১ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের ১৫১১৫৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীনুত ২১৬১৩২ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে ১১১১৫৫ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশব্দ বোলে ১১১১৫৪ ; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীমুক্ত ১২০১১৩৫ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ ২২২১২৩ ; শ্রীকৃষ্ণ জানারে ১১৩১২৭ ; শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করদাস ২২০১২০৪ ; শ্রীকেশব পদ্মশঙ্ক ২২০১১২৫ ।

শ্রীগদাধরদাস শাখা ১১০১৫১ ; শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে ১১২১৭৭ ; শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ ১২০১১৩৬ ; শ্রীগোপাল দরশন ২১৮১৪৭ ; শ্রীগোপালদাস আর ২১৮১৪৫ ; শ্রীগোপাল দেখি তাই ২১৫১১৩ ; শ্রীগোপাল নাম মোর ২৪১৪০ ; শ্রীগোপাল নামে আর ১১২১১৭ ; শ্রীগোলালভট্ট এক ১১০১১০৩ ; শ্রীগোবিন্দ চক্রগদা ২২০১১২৭ ; শ্রীগোবিন্দদেব নাম ১৮১৪৭ ; শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর ১১০১১৩৬ ; শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ১৫১১২৬ ; শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য ১২০১৮৭ ; শ্রীগোলোক যেতদ্বীপ ১৫১১৪ ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বৈষ্ণব ১১০১১২০ ; শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্য ২১১১৮২ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধৈতচরণ ২১৮১২৬১ ; ২২৪১২৬৩ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধৈত তিন ১১১১৬২ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধৈত মহেশ্বর ১১১৬৫ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধৈতাদি ২২১৮৩ ; ২২২১২৩২ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য ১১৩১১২৩ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি ১১১১২৪ ; শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচরণ ১৬১১৭০ ; শ্রীচৈতন্য মালাকার ১১২১৭ ; শ্রীচৈতন্য মালী কৈল ১১১১৩১২ ; শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ ১৫১১৩৪ ; শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় ১১০১৭২ ।

শ্রীজগন্নাথের দেখি ২১৩১১৬০ ; শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ২১৪১১৩০ ; শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার ২১২১৬৮ ; শ্রীজীবগোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ১১১১৮ ; ১১২১৩ ; ১১১১৩ ; শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ ১১১১৪১ ।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত ১৬১৫৬ ।

শ্রীধর উপরে গরু ১১১১১৮ ; শ্রীধর পদ্মচক্র ২২০১১২২ ; শ্রীধরস্বামী নাহি মানি ১১১১১৬ ; শ্রীধরস্বামী নিম্নি নিজে ১১১১১৬ ; শ্রীধরস্বামী প্রসাদেতে ১১১১১৭ ; শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ১১১১২০ ; শ্রীধরের অহুগত যে করে ১১১১১২ ; শ্রীধরের লোহপায়ে ১১১১১৬৬ ।

শ্রীনিরহরি এই মুখ্য ২১৫১১২২ ; শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর ১১২১৮২ ; শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর ১১০১১০৫ ; শ্রীনাথ মিশ্র শুভানন্দ ১১০১১০৮ ; শ্রীনারায়ণ হয়েন ২১১১২৭ ; শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্বরূপ ১১১১১২ ; শ্রীনিত্যানন্দের তিহা পরম ১১১১১৩০ ; শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত ১১০১১০৮ ; শ্রীনিবাস আদি আর ২১০১৭৫ ; শ্রীনিবাস আদি যত —৬/২৬

২১০১৬৫; শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্কেতে ৩১২১১০; শ্রীনিবাস রাঘব পণ্ডিত ৩১১৫৮; শ্রীনিবাস হাসি কহে ২১৪১১০; শ্রীনৃসিংহ উপাসক ১১০১৩৩; শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ ২১৮৪; শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর ১১১১২১।

শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর ১১০১৭; শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে ২১০২২; শ্রীপাদ ধরহ আমার সোসাঞির ২১০২৬২; শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার ১১১১৩৫।

শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী ১১২১৬০; শ্রীবন দেখি পুন ২১৮১৬০; শ্রীবলরাম গোসাঞি ১১৫৬; শ্রীবল্লভসেন আর ১১০১৬১; শ্রীবামন শঙ্খচক ২১০১২০; শ্রীবাস কহে গোপীগণ ১১১১২২৬; শ্রীবাস কহে তবে রাস ১১১১২৩২; শ্রীবাস কহেন কেনে ২১১১৩১; শ্রীবাস কীর্তনে আর ৩১১৩৩; শ্রীবাস গদাধর আদি ভক্ত ১১১১৩২৩; শ্রীবাস গদাধর আদি যত ১১১১৬২; শ্রীবাস নাচেন আর ২১১১২১১; শ্রীবাস পণ্ডিত আর ১১০১৬; শ্রীবাস পণ্ডিত ইহো ২১১১৭৩; শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে ২১৬২২১; শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে ১১১১৫০; শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি ২১৫১৪৬; শ্রীবাস পণ্ডিতের এই ৩১০১১১৬; শ্রীবাস প্রধান আর ২১৩৩৩৭; শ্রীবাস প্রভুরে তবে ২১৬৫৫৫; শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবনলীলা ১১১১২২৭; শ্রীবাস বোলেন যে তোমার ১১১১২০; শ্রীবাস রামাই বিজ্ঞানিধি ২১০১৫০; শ্রীবাস রামাই রঘু ২১৩১৭২; শ্রীবাস সহিতে জল ২১৪১৭২; শ্রীবাস হরিদাস রামদাস ১১৬১৪৫; শ্রীবাসাদি আর যত ১১৫১২৩; শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর ২১১১১১৫; শ্রীবাসাদি পারিষদ ১১৩৬০; শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ২১০১১১৫; শ্রীবাসাদি যত কোটা ১১১১১৪; শ্রীবাসাদি যত উক্ত ৩১০১১৩৬; শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ১১১১২০১; শ্রীবাসাথে কহে প্রভু ২১১১১৩০; শ্রীবাসে করাইলি তুই ১১১১৪৮; শ্রীবাসের গৃহে করেন ৩১১১৮; শ্রীবাসের গৃহে যাইয়া ১১১১৮৮; শ্রীবাসের পুত্র তাঁহা হৈল ১১১১২২১; শ্রীবাসের দ্বন্দ্ব সিঁয়ে ১১১১২২৪; শ্রীবাসের ব্রাহ্মণ নাম তাঁর ১১৩১০০; শ্রীবাসেরে কহে প্রভু ১১১১৮২; শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে ১১১১৩২; শ্রীবিশ্ব যে না মানে নিরাকার ২১৫১২৫; শ্রীবিশ্ব যে না মানে সে-ই ত ২১৬১৫১; শ্রীবিশ্ব কহ সঙ্কণের ২১৬১৫০; শ্রীবিশ্বদাস নাম ১১০১৬৩; শ্রীবিশ্বদাস, নন্দন ১১১১৪০; শ্রীধীরভদ্র গোসাঞি ১১১১৫; শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি ২১০২০৫; শ্রীবৈষ্ণব এক বেকটভট্ট ২১০১৭৬; শ্রীবৈষ্ণবগণ সনে ২১০১৭১; শ্রীবৈষ্ণব ঘটা মেঘে হইল ২১৩১৪৮; শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল ভট্ট ২১১১০০; শ্রীবৈষ্ণবভজন এই ২১০১২৮; শ্রীবৈষ্ণবভট্ট সেবে ২১০১০৩।

শ্রীভাগবত করি স্তবের ২১৫১৮১; শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাঁহাতে ২১৩১৬৬; ৩১৫১৪২; শ্রীভাগবত-সম্বর্ত নাম ২১১১৮; শ্রীভাগবতে তাঁহা ৩১৩৬০, শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি ১১৫১২৪।

শ্রীমদন গোপাল মোরে ৩১০১০০; শ্রীমদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ ১১৫১৮২; শ্রীমন্ত গোকুল দাস ১১১১৪৬; শ্রীমাধব গদাচক ২১০১২৬; শ্রীমাধব ঘোষ মুখা ১১১১১৫; শ্রীমাধব পুরীর সঙ্গে ২১০২৬৭; শ্রীমান্ পণ্ডিত আর ২১০১৮১; শ্রীমান্ পণ্ডিত এই ২১১১৭৮; শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা ১১০১৩৫; শ্রীমান্ সেন প্রভুর ১১০১৫০; শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন ৩১০১৮, শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত আচার্য্য ৩১০১১২; শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা ১১০১৩৮; শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু ২১২১২১১; শ্রীমুখে আজ্ঞা কর ২১৫১১০৪; শ্রীমুখে মাধব পুরীর ২১৪১৬০; শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা ১১০১৪৭; শ্রীমূর্তির নিকটে তেঁহো ১১৫১৪৬; শ্রীমূর্তি বিষ্ণুমন্দির ২১৪১২৫৫; শ্রীমূর্তিলক্ষণ শালগ্রামের ২১৪১২৪৭।

শ্রীযদু গাঙ্গুলী আর ১১২১৮৬; শ্রীযদু নন্দনাচার্য্য অষ্টমের ১১২১৫৪; শ্রীযাদব আচার্য্য আর ২১৮১৪৪; শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে ১১৬১৭২।

শ্রীরঘুনাথ দাস আর ১১১১৩২৫; শ্রীরঘুনাথ শ্রীশুরু ৩১০১৮৮; শ্রীরঘুনাথের চরণ ২১৫১১৫০; শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে ২১১১৮; শ্রীরঙ্গপুরীর সহ হইল ২১১১০৪; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা ২১১১৮; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে ২১০১৭৩; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে ২১০১৮৫; শ্রীরাধা মদনমোহনে ১১৫১২৩; শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে ১১৫১২১; শ্রীরাধা সহ শ্রীগোপীনাথ ৩১০১৩৪; শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ ৩১০১৩৩; শ্রীরাধা সহ শ্রীমদন ৩১০১৩৩; শ্রীরাধার দাসী মধ্যে ১১০১৩৫; শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে ১১৩১৩২; শ্রীরাধার প্রেম প্রলাপ ৩১০১০০; শ্রীরাধা ভাবসা

২১৬৩; শ্রীমদিকা কৃষ্ণকোষে ২১১১; শ্রীমদিকা হৈতে ২১৬৫; শ্রীমদিকার চোটা বৈদ্যে ২১২৩; শ্রীমদদাস আর গদ্যধর ১১১১০; শ্রীমদদাসদি গোপ ভাষ্য ১১৬৮; শ্রীমদনবমী আর ২১২৪২৫৩; শ্রীমদ পণ্ডিত আর ২১০৮১; শ্রীমদ পণ্ডিত তাই নাচে ২১৩৩৮; শ্রীমদের দাস্ত তেঁহো ১১৬৭৭; শ্রীমদ আসি প্রকৃষ্ণে ২১২২৭; শ্রীমদ উল্লারে প্রকৃ ২১২২১৩; শ্রীমদ কহে আমি কিছুই ১১১৫৬; শ্রীমদ কহেন কিছু ১১১৩৭; শ্রীমদ-কৃষ্ণার পাইছ ১১১৮১; শ্রীমদ গোসাঞি আইলা ২১৮৪৮; শ্রীমদ গোসাঞি ইহা ১১৫৮৪; শ্রীমদ গোসাঞি কৈল ২১৩১২৮; শ্রীমদ গোসাঞি তবে ১১২১৫; শ্রীমদ গোসাঞির স্নোক ১১২২২; শ্রীমদ গোসাঞির পত্নী ২১২০২; শ্রীমদ দেখি প্রভুর ২১২৪৭; শ্রীমদ দ্বারায় বজের ১১৮৪; শ্রীমদ প্রভু পদে ১১১৫২; শ্রীমদ বল্লভ দৌহে ২১২৪৪; শ্রীমদ রঘুনাথ চরণের ১৮৭৭; শ্রীমদ রঘুনাথ পদে যার ১১৬৭; ১১২১০৩; ১১২২২; ১১২৩০; ১১২২১১; ১১২১০৬; ১১২১৬৪; ১৮৮০; ১১২১০; ১১০১৬২; ১১১১৫৮; ১১২২৪৪; ১১২৪৩৩; ১১২৪৩১; ১১২৪১০৫; ১১২২৭৩; ১১২২১৬; ১১২২১০; ১১২১৬০; ১১২২৫৮; ১১২১৫১; ১১২২৬৪; ১১২৩৩৭; ১১০১৮৩; ১১১২২৬; ১১২২২১২; ১১২২২০০; ১১২৪২৪২; ১১২২২৬; ১১২২২৮৭; ১১২২২০; ১১৮২২২; ১১২২২১৫; ১১২০৩৩৭; ১১২১১২৭; ১১২২২৭; ১১২২৩৬; ১১২৪২৬৪; ১১২১৬৭; ১১২১৭০; ১১২২২২; ১১২২২০; ১১২১৫৫; ১১২৩২১; ১১২১৫৭; ১১২২৬; ১১২১৫১; ১১২০১৫২; ১১২১০৭; ১১২১৫৪; ১১২১৩৮; ১১২১১৬; ১১২১৮৬; ১১২১৬৮; ১১২১১৮; ১১২১০৫; ১১২১৪৪; শ্রীমদ শুনিলা প্রভুর ১১২২; শ্রীমদ স্নোক পদে ১১১১৩; শ্রীমদ সনাতন ভট্টরঘুনাথ ১১১৮; ১১২৩; ১১২১; শ্রীমদ সনাতন রঘুনাথ শ্রীমদ ১১২২৩৩; শ্রীমদ সনাতন রামকলি ১১২২; শ্রীমদ হৃদয়ে প্রভু ১১২১০৭; শ্রীমদে শিক্ষা দিল ১১২১২২; শ্রীমদের অক্ষরে যেন ১১৮৭; শ্রীমদের গুণ দৌহার ১১২৫; শ্রীমদের শিক্ষা করি ১১২২২।

শ্রীলক্ষ্মী দয়া কীর্তি ১১২১০২; শ্রীলক্ষ্মী শব্দে ১১২৬৬।

শ্রীশক্তি জগদ্বাণী শ্রীমদ ১১২৫২; শ্রীশব্দে লক্ষ্মী শব্দে ১১২৭১; শ্রীশিখি মাহিতী আর ১১০১৩৪।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ ১১১৩৫; শ্রীস্বরূপ শ্রীমদ শ্রীসনাতন ১১৭৩২৫; ১১২০৮৮; ১১২০১৩৬।

শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র ১১৩৫৪; শ্রীহরি আচার্য্য সাদিনুরিয়া ১১২৮৩; শ্রীহরিচরণ আর ১১২১৬২; শ্রীহরি ণ্ডচক্র ১১২০২০৩; শ্রীহর্ষ রঘুশিখ ১১২৮৪; শ্রীহস্তযুগে করে গীতের ১১৩১১২; শ্রীহস্ত স্পর্শে দৌহে ১১৩৩০; শ্রীহস্তে করেন তাঁর ১১২০৫৪; শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের ১১২২৬; শ্রীহস্তে চন্দন পাঞ্জা ১১৩২২; শ্রীহস্তে পরিবেশন ১১১১৮৩; শ্রীহস্তে প্রভু তাহা ১১৩২৭; শ্রীহস্তে শিলা দিয়া ১১৩২২; শ্রীহস্তে সভার সঙ্গে ১১২১৭৬; শ্রীহস্তে সভারে দেন ১১২১৭৭।

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ১১২১১৪; শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের ১১২৫৩১; শ্রুতি বাক্যে সেই ছই ১১৩২৮; শ্রুতি যে মূখ্যার্থ কহে ১১৩২৭; শ্রুতি সব গোপীগণের ১১২২২।

শ্রোয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয় ১১৮২০৫; শ্রেষ্ঠ উপাশ্রয় যুগল ১১২২০; শ্রেষ্ঠ হইয়া কেনে কর ১১২৫৩৬।

শ্রোতার পদরেণু করো ১১২১৪৩।

শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ ১১২০৭; শ্লোক করি এক ভাল পদ্রে ১১২৫৫; শ্লোককরে কহি ১১৩২; শ্লোক পঢ়ি তাঁর ভাব ১১২৪৬৫; শ্লোক পঢ়ি নাচে ১১৩১৫৪; শ্লোক পঢ়ি পঢ়ি চাহি ১১২২২; শ্লোক পঢ়ি পায়ে ধরি ১১২১৩৩; শ্লোক পঢ়ি প্রভু আছেন ১১৩৬১; শ্লোক পঢ়ি প্রভু নুখে ১১২৭৪; শ্লোকব্যাখ্যা কৈল বিপ্র ১১২৪২২; শ্লোকব্যাখ্যা লাগি এই ১১২৪১৫; শ্লোক রাখি গেলা ১১২৫৬; শ্লোক শুনি মহাপ্রভু ১১৩১১০; শ্লোক শুনি সভার হৈল

তা১১০৭; শ্লোক শুনি সৰ্ব লোক তা১১০২; শ্লোক শুনি হরিদাস তা১১৮১; শ্লোক শেবে ছুই অক্ষর ২৬২৩৪; শ্লোকাহরুপ পদ প্রভৃক তা১১৭০।

শ্লোকের অর্থ আশ্বাদয়ে তা২০১৫; শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভৃ) তা১১৭৬; শ্লোকের অর্থ স্তন্য তা১১৫১২; শ্লোকের ভাবার্থ করি তা১০১১৭; শ্লোকের যে অর্থ কেহো তা১০১২৭।

ষ

ষ

ষ

ষ

ষষ্ট সন্দর্ভে কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব তা৪২২৪।

ষড়্ দর্শন বেড়া ভট্টাচার্য্য তা৭১৮; ষড়্ দর্শন ব্যাখ্যা বিনা তা১৫২২; ষড়্ দর্শনে অগদগুরু তা৭১৮; ষড়্ বর্গ অষ্ট বর্গ তা১০২০; ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য তাহা তা৫১৩৭; ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ তা৭১১৩১; ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর তা১১৪৭; ষড়্ ঐশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের তা১৫১৭৮; ষড়্ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ তা১৮১০৫; ষড়্ ঐশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ তা১০৪২।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অর্ধেত তা১৭১৩০২; ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল তা৫১২; ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ তা৪১৮৮; ষষ্ঠ শ্লোকের এই তা৪১৮৭; ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস তা২০১০৩; ষষ্ঠে সার্কর্ভোমের তা২৪২০০।

ষাঠি অর্থ কহিল যে তা২৪২২৬।

ষাঠী রাঁড়ী হোক তা১৫১২৪২; ষাঠীকে কহ তারে তা১৫১২৬১; ষাঠীর মাতা কহে যাতে তা১১১২৮; ষাঠীর মাতা নাম তা১৫১২৮; ষাঠীর মাতার প্রেম তা১৫১২৪৪; ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা তা১৫১২০১।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোর তা১৭১৩১৭; ষোড়শ বৎসর কৈল তা১০১২১; ষোড়শে কালিদাসে তা২০১১২; ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা তা২৫১২০৭; ষোড়শোপচারপূজার তা১২২৬।

ষোল ফোশ বৃন্দাবন তা২১১২৩; ষোলসালের কাঠ যেই তুলি তা১১১১৩; ষোলসালের কাঠ হাখে তা১০১১৪।

স

স

স

স

সংখ্যা লাগি ছুই হাতে তা২৫৬; সংখ্যা নাম পূর্ণ যোর তা৭১৬৮; সংখ্যা নাম সঙ্কীর্তন এই তা৩২২৭; সংখ্যা নাম সমাপ্তি বাবৎ তা৩১০৬; সংখ্যা সঙ্কীর্তন নাহি তা১১১১৮।

সংশয় না কর তুমি তা৫১২২।

সংসার তারণ হেতু যেই তা৫১১৪১; সংসার ভ্রমিতে কোন তা২২২২৮; সংসার স্মৃথ তোমার তা১৭১৫০; সংসার হৈতে তারে মুক্ত তা২০১৫; সংসার করিয়ে উত্তম তা১৬৭৫।

সংহারার্থে মায়া সঙ্গে তা২০১২৬২।

সংক্ষেপরূপে কহ তুমি তা২৫১৭৪; সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল তা১১৬২; সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল তা২১৮১; সংক্ষেপে করিয়ে তার তা২০১৩৮; সংক্ষেপে কহিয়া করি তা১৪১১৫; সংক্ষেপে কহিয়ে কহা তা১৩৫১; তা১৬৮৫১; সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তা২২৬০; সংক্ষেপে কহিল অতি তা১৭১৩১২; সংক্ষেপে কহিল ইহা তা৭১১৫৫; সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের তা১১১৫; সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির তা১০১৩৭; সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ তা১১১৫৭; সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা তা১০১২২; সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন তা২৩৫২; সংক্ষেপে কহিল এই মধ্য তা২৫১২৫; সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের তা২০১৩৪; সংক্ষেপে কহিল জয়লীলা তা১৪১৩; সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত তা১২১৮৭; সংক্ষেপে কহিল প্রেম তা২৩৬৭; সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে তা২০১৭৭; সংক্ষেপে করিয়ে বিস্তার না যায় বর্ণন তা২৩৩০; সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর তা১০১৩১; সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের তা১২৫৪; সংক্ষেপে তা সত্তার কিছু তা১০১২১; সংক্ষেপে বাছলো করে তা১৪৮; সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক তা১৩৪২।

সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ ২০১৩২৬।

সকল আনিয়া দিল ২৪৮৬৬; সকল আবাস ক্রমে ২১২৮৪; সকল কুণ্ডী হোলনার ৩৬৭৮; সকল জগতে মোরে ১৩১৩; সকল জগতে হয় ৩৩৬৭; সকল জীবের তৈহো ১৫১২৫; সকল জীবের প্রভু ২১৫১৬৩; সকল দেখিয়ে তাঁতে ২১৭১০৪; সকল দেশের লোক ২১৭১৪৮; সকল পণ্ডিত জিনি ১১৭১৪; সকল বেদের হয় ১৭১৩২; সকল বৈষ্ণব তবে ৩১১৮৬; সকল বৈষ্ণব তাঁর ১৫১৪১; সকল বৈষ্ণব মনে ৩১১২; সকল বৈষ্ণব হবে গোড় ৩৪১০৮; সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে ২১২২২৩; সকল বৈষ্ণব স্তন ১১১১৪; সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে ৩৮১৫২; সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে ২১০১৪৩; সকল বৈষ্ণবের পাছে ৩৬১০৮; সকল ব্যঞ্জন কৈল ২৩৪৬; সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে ৩৩৭২; সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইলে ৩৩৭৮; সকল ব্রাহ্মণে পুরী ২৪৮৬; সকল ভরিয়া আছে ১১০১৫২; সকল মঙ্গল তাই ৩৪৮৪৩; সকল লোকের আগে ২৫১১১১; সকল লোকের চিড়া ৩৬৭৬; সকল শাখার সেই ১২১০; সকল শোধিল তাহা ২১২১৩২; সকল সংসারি লোকের ৩৫১৪২; সকল সন্ন্যাসী কহে বিনতি ১৭১১৪০; সকল সঙ্গুণবৃন্দ ২১৫১৪০; সকল সন্ন্যাসী কহে ১৭১২৮; সকল সন্ন্যাসী মুক্তি ১৭১৫২; সকল সফল হৈল ২৩২০০; সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা ১৫১১৫; সকল সম্ভবে যাতে ১২১২৭; সকল সম্ভবে তাঁতে ১২১২৩; সকল সাধন শ্রেষ্ঠ ২১২১৭৫; সকল চন্দ্রে আর ১১৩১১।

সকাম ভক্ত অজ্ঞান ২১৪১৭২।

সখীগণের রতি অহুরাগ ২১৪১২৬; সখা শুক কান্তাগণ ২১৪১২০২; সখা শুক সখ্যে ১৪১২২।

সখীগণ কহে মোকে ৩১৪১০৩; সখীগণের নয়ন ৩১৮৮৩; সখি হে কৃষ্ণগন্ধ ৩১২৮৭; সখি হে কৃষ্ণমুখ ২১২১১০৫; সখি হে কোথা কৃষ্ণ ৩১২৩৫; সখি হে কোন তপ ২১২১২৫; সখি হে দেখ কৃষ্ণের ৩১৮৮১; সখি হে না বুঝিয়ে ২১২১৮; সখি হে স্তন মোন মোর, দুঃখের ৩১৫১৪; সখি হে স্তন মোর মনের ৩২০৪০; সখি হে স্তন মোর হতবিধি ২১২২৭।

সখী আগে চাহে যদি ২১৪১৬৮; সখীগণ আগে প্রীতি ৩২০৩৬; সখীগণ কহে কৃষ্ণে ৩২০৩৩; সখীগণ হয় তার পল্লব ২১৮১৬২; সখীবিহু এই লীলা পুষ্ট ২১৮১৬৪; সখীবিহু এই লীলায় নাহি ২১৮১৬৫; সখীবৃন্দ সভার ঘরে ২১৫১২৩৮; সখীভাবে তাঁরে যেই ২১৮১৬৫; সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের ২১৮১৮৪; সখীলীলা বিস্তারিয়া ২১৮১৬৪; সখী হৈতে হয় এই লীলার ২১৮১৬৩; সখীর স্বভাব এক অকথ্য ২১৮১৬৭।

সখ্য দ্বন্দ্ব দুই ভাব ১১৭১২০; সখ্যবাসল্য (রতি) পায় ২১২৩৫; সখ্য বাৎসল্য যোগাদির ২১২৩৬; সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি ২১২১৬৩; সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত ৩২১৮৪; সখ্যভাবে ধাত্যক্ষমায় ২১২১১৭০; সখ্যের অসঙ্কোচ লালন ২১২১৮২; সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ ২১২১৮৬।

সগণে প্রভুকে ভট্ট ২১২১৭০; সগণে সচলে যাঞা ১১৭১৭০; সগর্ভ নিগর্ভ এই ২১২৪১০৬; সগোরব প্রীতি আহার ২১১১৩২।

সঘনে প্লক যেন ৩১০৬২; সঘুত পায়স ২৩৫১; সঘুত শাল্য কলা ৩১২১২৪।

সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত ৩৭৭২; সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাক্তি ১৬৭৮; সঙ্কর্ষণ গদাশঙ্ক ২১২০১২৩; সঙ্কর্ষণ যন্ত্রাদিক ২১২০১২২; সঙ্কর্ষণ মূর্তি গোবিন্দ ২১২০১৬৫; সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব ১৫১৩৭; সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেক্ষ ২১২০১৭৪।

সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর ২১২৫১২৭; সঙ্কীর্ণ করি বৈসে ১১৭১৭৩; সঙ্কীর্ণ কোলাহলে ৩১০৬০; সঙ্কীর্ণ দেখি রাধার ২১১১২২০; সঙ্কীর্ণ নৃত্য করে ২১৪৮৮; সঙ্কীর্ণ প্রচারিয়া ১৬১০০; সঙ্কীর্ণ প্রবর্তক ১৩৬২; সঙ্কীর্ণ

বাহু বৈছে ১১৭১২১৪; সর্দার্তন যজ্ঞ করে ১২০৮; সর্দার্তন যজ্ঞ তাঁরে করে ১১১৮৮; সর্দার্তন যজ্ঞ তাঁরে উজ্জৈ
১১৩৬২; সর্দার্তন হৈতে পাপ ১২০১১০; সর্দার্তনামৃত সহ বর্ষে ১১৩৮৮।

সঙ্কেত বেণুনায়ে রাখা ১১৭১২৩।

সঙ্কোচ না কর ভূমি ১১৩২৭; সঙ্কোচ পাইয়া রূপ ১১১২২২; সঙ্কোচিত হঞা প্রভু ১১৩১০২।

সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা ১১২১৩৫; সঙ্গম ইহতে সুখ ১১৪১১৭৪।

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম ১১০১১১৪।

সঙ্গে এক বট নাহি ১৪১১৮৩; সঙ্গে কেন আনিয়াছ ১২০১২৪; সঙ্গে গোপালভট্ট ১১৮১৪৩; সঙ্গে চলি
আইসে কাজী ১১৭১২১৭; সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বোলে ১১৭১৪১; সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর ১১৭১২৬৬; সঙ্গে লঞা
সখীগণ ১১৮১০৪; সঙ্গে সজ্জ্বট ভাল নহে ১১১২১৪; সঙ্গে সহস্রেক লোক ১১১১৫৩; সঙ্গে সেবক চলে ১১৩১৮২;
সঙ্গে সেবা করি চলে ১১৬১২২৫; সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট ১১১১৪২; সঙ্গে ভক্তগণ লঞা ১১১১১০; সঙ্গে ভক্ত লঞা
করে ১১১১৩৭।

সচ্চিৎ আনন্দময় ১১৮১১৮; সচ্চিদানন্দ ভক্ত ১১৮১০৮; সচ্চিদানন্দ দেহ ১১৮১১৮১; সচ্চিদানন্দ পূর্ণ
১১৪১৫৪।

সচৈতন রহ দূরে ১১৬১১১৫।

সজ্জন দুর্জন পক্ষ ১১৭১২৪।

সঞ্চয় না কৈলে ১১৫১২৬; সঞ্চারি সাধিক স্থানিভাবের ১৫১২১; সঞ্চারি সাধিক স্থানী সভার ১১৩১১৬৪।

সঞ্জয় পুরুষোত্তম ১১০১২।

সড়া গঞ্জে তৈলদা গাই ১১৩১০২।

সংকুল বিপ্র নহে ১৪১৬২; সংচিৎ আনন্দময় ১১৬১৪৪; সংচিৎ রূপ গুণ ১১২৪১৩৩; সংসঙ্গ কৃষ্ণসেবা
১১২৪১২২৫; সংসঙ্গে কর্ম তাজি ১১২৪১৩২; সংসঙ্গে সেহো করে ১১২৪১৩৮; সংগুণ দ্রষ্টা তাতে ১১২১২৬৬;
সঙ্ঘরে আসিয়া তেঁহো ১১০১২৩।

সত্যং পরং সৎস্ব ১১২৫১০২; সত্য এই হেতু কিন্তু ১১৪১৫; সত্য এক বাত কহৌ ১১১১২০; সত্য কহে
এই ধর ১১৩১৪৭; সত্য কহে ব্যাস আগে ১১০১৭৮; সত্য কহেন গোসাঞি দুইার ১১৫১২০; সত্য ত্রেতা কলিকালে
১১৩১২২; সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি ১১৩১৫; সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগের গণন ১১২০১২৭২; সত্য বিগ্রহ
করি ১১২১২৫০; সত্যভামা কৃষ্ণের যেন ১১২১১৫১; সত্যভামা প্রায় প্রেমের ১১১১২৬; সত্যভামার আজ্ঞা ১১১৩৮; সত্য
যুগে ধর্ম্ম ধ্যান ১১২০১২৮১; সত্যরাজ আদি আর ১১০১৪৬; সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব ১১৫১১০৬; সত্যরাজধান আর
১১০১৫৮; সত্যরাজ পরমানন্দ ১১০১৮৭; সত্য শব্দে কহে তাঁর ১১২০১২৫৮; সত্য সীতা আনি দিল ১১১১২১; সত্য
সেই বাক্য সাক্ষাৎ ১১৮১১৪।

সঙ্ঘর্ষ পৃচ্ছা সাধু ১১২১১৬১; সদ্বুদ্ধি জনের হয় ১১২৪১১২৬।

সদা আমা নানা নৃত্যে ১১৪১০৮; সদাচার সংকুলীন ১১৬১২১৬; সদা নাম লৈব যথা ১১৭১২৭; সদা রহে
আমার উপর ১১৭১২৪; সদাশিব পণ্ডিত আর ১১০১৩২।

সনকাদি নারদ পৃথু ১১২০৩০৭; সনকাদি ভাগবত ১১৫১০৫; সনকাদি শুকদেব তাহাতে ১১৬১১৭২; সনকাদির
মন হরিল ১১২৪১৩৬; সনকাত্তে জ্ঞান শক্তি ১১২০৩০২; সনকাত্তের কৃষ্ণকৃপার ১১৪১৮২।

সনাতন আসি তবে ২২০২০; সনাতন করাইল তাঁরে ৩১৩৪৪; সনাতন কহে আমি ২২০১৬;
 সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি ২২০৫২; সনাতন কহে তুমি না কর ২২০১২; সনাতন কহে তুমি স্বস্ত ২১৩২৫;
 সনাতন কহে ভোমাসম ৩৪১২৪; সনাতন কহে হুথ ৩৪১২০; সনাতন কহে নহে ২১৩২২; সনাতন কহে নীচ
 ৩৪১২৭; সনাতন কহে ভাল কৈলে ৩৪১৩৩; সনাতন কহে যাতে ২২০১৩০২; সনাতন কহে সাধু ৩১৩৫৭;
 সনাতন কপায় পাইছ ১৫১১৮১; সনাতন কৃষ্ণমাধুর্ঘ্য ২২১১১১৫; সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতায় ৩৪১২১০;
 সনাতন কৈল সভার ৩৪১২১; সনাতন গোকাতে দৌহে ৩১৩৪৫; সনাতন গোসাঞি আসি ১১১৪৫; সনাতন
 গোসাঞি কৃষ্ণাবনে ২২৫১১৩৮; সনাতন জানিল এই ২২০১৮; সনাতন তাঁরে জানি ৩১৩৫৪; সনাতন তুমি
 ঘাবৎ ২২০১৭৫; সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ ৩৪১৫৪; সনাতন দ্বারায় ভক্তি ৩৫১৮০; সনাতন পণ্ডিতের করেন
 ৩১৩৪৭; সনাতন পাছে ভাজে ৩৪১৪৪; সনাতন প্রভুকে কিছু ৩১৩৬৫; সনাতন ব্যয় করে রহে ২১৩৮৮;
 সনাতন ভিক্ষা করে ৩১৩৪৬; সনাতন মহাপ্রভুর চরণে ৩৪১০৮; সনাতন মুখে কৃষ্ণ ২১১৭১১; সনাতন মোরে
 কিবা ২১৩২৬৬; সনাতন রূপের এই ২২৫১১৭০; সনাতন সঙ্গে করিহ ৩১৩৩৭; সনাতন সেই বস্ত্র ৩১৩৫০;
 সনাতনে আচরণে ৩৪১৫৩; সনাতনে আলিঙ্গিতে ৩৩১৮; সনাতনে কহিল তুমি ২২৫১৩৫; সনাতনে কহে
 তুমি ২১৩২৭; সনাতনে কহে হরিদাস ৩৪১৮৮; সনাতনে দেখি প্রভুর ৩৩১৭; সনাতনে প্রভুর প্রসাদ ২২৪১২৫২;
 সনাতনে ভিক্ষা দেহ ২২০১৬৮; সনাতনে সঙ্গে লঞা ২২০১৬৭; সনাতনের ক্লেদে আমার ৩৪১১২; সনাতনের
 দেহে কৃষ্ণ ৩৪১৮৬; সনাতনের নামে পণ্ডিত ৩১৩৭২; সনাতনের বার্তা কহ ২১৩৫১; সনাতনের বার্তা যবে
 ৩১৩৪৫; সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর ২২০১৭৭; সনাতনের সঙ্গ না ৩১৩৩৭।

সনৌড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী ২১৭১৬৩।

সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ৩১০১২১; সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার ৩১০১৪৭; সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর ২২০১০।

সন্তোষ পাইল দেখি ৩২৬৮।

সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে ২২১১১; সন্ধিনীর সার অংশ ১৪৫৬।

সন্ধ্যাকালে অকুরে আসি ২১৮১৬; সন্ধ্যাকালে আসি পুন ২১১১২৫; সন্ধ্যাকালে কর সন্তে ১১৭১২৭;
 সন্ধ্যাকালে দেখিতে ৩৫১৬৫; সন্ধ্যাকালে বসিলা এক ২২০১৩৬; সন্ধ্যাকালে রহিলা এক ৩৬১৭২; সন্ধ্যাকালে রায়
 আসি ২৮১২৫; সন্ধ্যাকালে রায় পুন ২৮১২৬; সন্ধ্যাকীর্তন করে শুণ্ডিচা ২১৪১৭০; সন্ধ্যাকৃত্য করি পুন ৩১৬২৭;
 সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিল ২১১১২৮; সন্ধ্যা পর্যন্ত রহে ৩২৪৫; সন্ধ্যান্নান করি কৈল ২১৪১২৬; সন্ধ্যাতে আচার্য্য
 ২৩১০২; সন্ধ্যাতে চলিব প্রভু ২১৬১১৬; সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু ২১৬১১৭; সন্ধ্যাতে দেউটী সব ১১৭১২৮; সন্ধ্যায়
 গঙ্গা স্নান করি ১১৭১১৪; সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর ২৪১১৬।

সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু ১১৭১৩; সন্ন্যাস করহ তুমি ১১৫১১৬; সন্ন্যাস করি চক্ষণ বৎসর কৈল ২১৮০; সন্ন্যাস
 করি প্রভু যদি ১১৭১৫১; সন্ন্যাস করি প্রভু যবে ২১৬২২১; সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে ২৩৩; সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ
 ২১৭৪০; সন্ন্যাস করিয়া আমি ২১৭১৮; সন্ন্যাস করিয়া চক্ষণ বৎসর অবস্থান ২১১২২; সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ ১১৫১০;
 সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল ১১৭১৩০; সন্ন্যাস করিয়া সঙ্গ ৩১৩১৩; সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ২৩৮২; সন্ন্যাস করিল শিখা হুজ
 ২১০১০৬; সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা ২১০১০২।

সন্ন্যাসি পণ্ডিতগণের ৩৫৮১; সন্ন্যাসি বৃদ্ধো মোরে ১৮১১০।

সন্ন্যাসী চিহ্ন জীব ২১৮১০৫; সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা ২১২৪৪; সন্ন্যাসী নাম মাজ ২১৭১১৬; সন্ন্যাসী
 নাশিলে মোর ২৩৮৮; সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ২২৫১১১; সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে ২৮১০১; সন্ন্যাসী বিরক্ত
 আমার ২১১১৬; সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার ৩১৬৭; সন্ন্যাসী মাহুয আমার ৩১৩১৪; সন্ন্যাসী মাহুয মোর ৩২২১৭২;

সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্জন ১৭১৬৬; সন্ন্যাসী হইয়া করে মিঠায় তাল৪২; সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন ১৭১৬৩; সন্ন্যাসী হইয়া মোরে ২৩১৪১।

সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া তাল১৫; সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও তাল৭০।

সন্ন্যাসীর অন্ন ছিহ্ন ২১২১৪৮; সন্ন্যাসীর কুপা লাগি ১৭১৫৪; সন্ন্যাসীর গণ দেখি ২২৫১৬০; সন্ন্যাসীর গণে প্রভু ২২৫১৪; সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ তাল৬৩; সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইঞ্জির তাল৬১; সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট ২৩১৭১; সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস ২৩১৭১৪; সন্ন্যাসীর ধর্ম লাগি ২৩১১২২; সন্ন্যাসীর বৃক্ষো মোরে ১১৭১২৫৮; সন্ন্যাসীর বেশ দেখি ২৩২৩৫; সন্ন্যাসীর বেশে মোর ২৩১২৩৭; সন্ন্যাসীর মন কিরাইতে ২২৫১২২; সন্ন্যাসীর সজ ভয়ে ২৩১৭১৩২; সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি ১৭১৪৪; সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা ২১২২২০২; সন্ন্যাসীর স্পর্শে মস্ত ২৩১২৫; সন্ন্যাসীরে কুপা করি ২৩১২৩১; সন্ন্যাসীরে কুপা পূর্বে ২২৫১৫; সন্ন্যাসীরে কুপা শুনি ২২৫১১৭১।

সপ্ত গোদাবরী দেখি ২৩২২০; সপ্ত গৌণ আগন্তুক ২১২১৬১; সপ্তগ্রাম মূলুকের সে তাল১৬; সপ্তগ্রামে বার লক্ষ ২১৬২১৫; সপ্ত তালবৃক্ষ তাই ২৩২২৮৪; সপ্ত তাল দেখি প্রভু ২৩২২৮৫; সপ্তদশে গাবী মধ্যে তাল১১২২; সপ্তদশে বন পথে ২২৫১২০৮; সপ্তদশে ঘোবন লীলার ১১৭১৩১৭; সপ্ত দীপান্বধি লজ্জি ২২০১৩২১; সপ্ত দীপে নব ধণ্ডে করেন ২২০১৮৭; সপ্ত দীপে বৈসে যত তাল৮; সপ্ত দীপের লোক আর তাল২; সপ্ত পাতালের যত তাল১; সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র ১১৩১৫৫; সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতন্ত্রের ১১৭১৩১০; সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভ তাল১১০৫; সপ্তম শ্লোকের অর্থ ১৫১১০; সপ্তমে তীর্থ যাত্রা ২২৫১২০০।

সকল হৈল জীবন ২১২৪৬।

সব অণ্ডে প্রবেশিলা ১৫১৭৮; সব অস্তঃপুর ভালমতে ২১২১১৮; সব অপরাধি গণে ২১৬২০৬; সব অবতারের করি ১২১৫৫; সব আইল প্রাতে হৈতে ২৪১৬৭; সব আনি প্রভু আগে তাল৫২; সব এক মত নহে ভিন্ন ২১৭১১৭৪; সব কথা না যায় হরিদাসের তাল৮২; সব কথা নাহি যায় ২২২১৪৪; সব কাশীবাসী করে ২২৫১১৮; সব খণ্ডি প্রভু নিজ ২৩১৬১; সব খণ্ডি স্থাপে শেষে ২১৮১৮৬; সব গণ লৈয়া প্রভু ২১২১৭৭; সব গোপী হৈতে রাধা ২১৮১৬; সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি ২২৪১২৩; সব জগন্নাথ বাসী তাল১৬০; সব জীব প্রেমের ভাসে তাল২৪১; সব জীবের পাপ প্রভু ২১৫১৬২; সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ২১৬১২৪; সব তত্ত্ব জান তোমার ২২০১৮৮; সব তেজি ভজি তারে তাল২৪৮; সব দিন প্রেমাবেশে ২১৮১৫৭; সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা ১১৭১২৪৮; সব দেশের সব লোক তাল১৪৩; সব দ্বার জুড়ি প্রভু তাল১৮২; সব দ্রব্য ছাড়োঁ যদি তাল১২২; সব দ্রব্য রাখিল পিলু তাল১৭৩; সব দ্রব্যের কিছু কিছু তাল১১২৭; সব ধন লৈয়া কহে ২১৫১৬০; সব ফল দেয় ভক্তি ২২৪১৬৫; সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক ২২১১৪; সব বৈষ্ণব লঞা গোসাঞি তাল১২২; সব বৈষ্ণব লঞা যবে ২১২১২১; সব বৈষ্ণবেরে প্রভু তাল১৮০; সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি ২১৫১১৭৭; সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের তাল১৫১; সব ভক্ত মিলি মোরে তাল১১৭; সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা ২১৪১২২৪; সব ভক্ত লঞা প্রভু নাছিল তাল১০৪৭; সব ভক্ত সহ গোসাঞি তাল১৭০; সব ভক্তে কহে প্রভু তাল২১৬৫; সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল ২১৪১৫; সব ভক্তের পদরেণু তাল১১৫৩; সব ভক্তগণ করেন প্রভুর তাল২১৬৫; সব ভক্তগণ কহে শ্লোক তাল১১৭; সব ভক্তগণ ঠাঞি তাল১৩৪১; সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল তাল৫৭; সব ভক্তগণ মনে বিশ্বাস তাল১৫০; সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎ ২১১১১৩; সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে তাল২১৬৪; সব ভক্তগণ সিঞ্জে চৌদিকে ২১৪১৭৪; সব ভক্তগণে তাঁরে তাল১৪২; সব ভক্তগণে প্রভু তাল২১; সব ভূতগণ কহে ২১৪১২২; সব মনঃকথা গোসাঞি তাল২০৭; সব মুক্ত করি তুমি তাল৭৪; সব মেলি রস হয় ২২৩৩২; সব রস হৈতে শূন্যে ১৪১৪০; সব রাজি ক্রন্দন করি তাল৩৮; সব রাজি তোমারে সন্তে তাল১৮১১১; সব রাজি প্রভু করে তাল৭৮; সব রাজি মহাপ্রভু করে তাল৪৫৫; সব লীলা নিত্য প্রকট ২২০১৩১৫; সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ২২০১৩২৭; সব লুটি রাঙ্কি রাখে তাল৩৩৪; সব লেখা করাইয়া তাল১৫০; সব লোক আইলা তাল১২৩৫;

সব লোক আসি ২৪১৪৪ ; সব লোক চৌদিকে প্রভুর ৩১০৬৬ ; সব লোক দেখিতে আইসে ২১৮১৬ ; সব লোক নিস্তারিল ৩৫১৪৪ ; সব লোক পাসরিল ৩১০১৩ ; সব লোক বড় বিপ্রে ২৫৫০ ; সব লোক বসি ক্রমে ২৪৮০ ; সব লোক মাত্ত করি ৩১১১২ ; সব লোকে একত্র করি ২৪৪৬ ; সব লোকের উৎকর্ষা হবে ২১০১২০ ; সব লোকের উখলিল ৩১০১৩ ; সব শিবালয়ে শৈব ২০১০ ; সব শিকাইল প্রভু ২১২১০৫ ; সব শ্রোতা বৈকুণ্ঠের বন্দিতা ৩২০৬২ ; সব শ্রোতা বৈকুণ্ঠের করি ১১১১৩ ; সব শ্রোতাগণের করি ১১২০৮ ; ৩২০১৪১ ; সব সমাচার বাই ৩৩১০২ ; সব সাধি শেষে এই ২২২০৫ ।

সবংশে তোমার সেবক ৩০১৪ ; সবংশে তোমারে মারি ১১১১১৮ ; সবংশে সেই জল ২১২১১২ ।

সবাকারে কুকনাম ১১১১৪৩ ; সবাকে বিদায় দিলা ২১৫১১২ ।

সবে আসি মিলিলা ২১০১৮১ ; সবে এক এড়াইল ১১১০৭ ; সবে এক গুণ দেখি ২০২৫০ ; সবে এক জানে তাহা ৩১৮২১ ; সবে এক দোষ তার ২১১৮০ ; সবে এক সখীগণের ইহা ২১৮১৬০ ; সবে একা স্বরূপগোসাঞি ৩১১০ ; সবে কহিবে কিছু মোর ২৫৪৩ ; সবে দণ্ড ধন ছিল ২৫১৫২ ; সবে দুই জনার যোগ্য ২২৪২০০ ; সবে দেখি হয় মোর ৩১৪১৩ ; সবে নিত্যানন্দ দেখে ৩৬১০২ ; সবে রামানন্দ জানে তার মুখে ৩৫৬ ; সবে রামানন্দ জানে তেঁহো নাহি ২১৮০৮ ।

সভা আলিঙ্গন করি ২১৬২৪৪ ; সভা আলিঙ্গিয়া প্রভু ২২৫১৮২ ; সভা করি আমা তুমি ২৫০ ; সভাকার ইচ্ছায় পণ্ডিত ২১৬২৮১ ; সভাকার পাদপদ্মে ১১১১৬০ ; সভাকারে বাসা দিল ২৩১৫৫ ; সভাকারে মিলিয়া আসনে ২১১৪১ ; সভা ছাড়াইয়া শিবানন্দ ৩১২১৬ ; সভা নমস্করি গেলা ১১১৫৭ ; সভা নিস্তারিতে করেন ১১১০৬ ; সভা নিস্তারিতে প্রভু ১১১০৬ ; সভা পাশে আজ্ঞা লঞা ২১১২০৭ ; সভামধ্যে কহে প্রভুর ২২৫২২ ; সভা মাতোঝাল করি ২১১১১২ ; সভা মেলি চলি আইলা ৩১২০ ; সভা লঞা অভ্যন্তরে ২১১১১৬ ; সভা লঞা আসি কৈল ৩১০১৭ ; সভা লঞা কৈল গুণ্ডিতা ২১১১০০ ; সভা লঞা কৈল জগন্নাথ ৩১২১ ; সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিতা ২১১২৪ ; ৩৬২৪০ ; সভা লঞা কৈল প্রভু বন্য ৩৬২৪০ ; সভা লঞা গুণ্ডিতা ২১৬৪৭ ; সভা লঞা গেলা প্রভু ২১১১২৭ ; সভা লঞা গেলা মহা ৩১৮৬৭ ; সভা লঞা চলিলা প্রভু ২২৫১৮০ ; সভা লঞা জলকীড়া ৩১০৪৭ ; সভা লঞা নানারঙ্গে ২১৪২২৬ ; সভা লঞা নিজ কার্য ১৫১২৪ ; সভা লঞা প্রভু কৈল ৩১০১৮ ; সভা লঞা প্রভু বসিলা ৩৪২২ ; সভা লঞা মহাপ্রভু ৩১২১ ; সভা লঞা মহাপ্রসাদ ৩১৪১১১ ; সভা লৈঞা আইলা ২১৬৪০ ; সভা লৈঞা কৈল জগন্নাথ ২১৬৪০ ; সভা লৈঞা স্বরূপগোসাঞি ৩৫১০৮ ; সভা শুনাইয়া কহে ৩১১৪৪ ; সভা সঙ্গে আইলা প্রভু ২০১৩৭ ; সভা সঙ্গে ইহা আজি ২২৫১৮৮ ; সভাসঙ্গে তবে প্রভু ২১১১৪ ; সভাসঙ্গে অব রণযাত্রা ২১১২৫ ; সভাসঙ্গে প্রভু মিলাইল ৩৪১০২ ; সভাসঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ ২১৬৫২ ; সভাসঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন ২২৫১৮২ ; সভাসঙ্গে লঞা প্রভু ২২৫১৮৭ ; সভাসনে কীড়া করে ২১১১২০ ; সভাসনে মহাপ্রভু ভট্টে ৩১৪৬ ; সভাসনে যথাযোগ্য ২১০১২৪ ; সভাসনে সনাতনের ৩৪১০৫ ; সভাসহিত ইহা মোর ২১৬২৪৫ ; সভাসহিত যথাযোগ্য ২৬৩১ ; সভাসহিত হরিনাসের ৩৩১২১ ; সভা হৈতে প্রভুর বোকা ২১২১৮ ; সভা হৈতে সকলংশে ১৬৬০ ।

সভাই চলিলা নাম ৩১০১০ ; সভাই রহিল কেহো ৩১২১৬ ।

সভাকে কহিও এ বর্ষ ৩২৪২ ; সভাকে কহিল পুরী ২৪১৪৮ ; সভাকে খাওয়াইল আগে ১১১১৮ ; সভাকে পালন করি মুখে ২১৬১৮ ; ৩১২১৪ ; সভাকে বিদায় দিল ৩১০১৮ ; সভাকে রাখিবে যেন ২১১১৫ ; সভাকে শ্রীহস্তে দিলা ২১২১২৬ ।

সভাতে কহিলা এই ২২৫১১৩ ; সভাতে কহেন কিছু ৩১১২৬ ।

সভায় আলিঙ্গিয়া প্রভু ৩০১৪৪ ; সভায় বিদায় দিয়া ২৩১২০ ।

সভার অর্থ পুলকিত ২৮।৩২; সভার অধ্যক্ষ প্রভুর ১১০।১২২; সভার অর্থ করে প্রভু ৩১৮।৮; সভার আগে কর নামের ৩৪।২৬; সভার আগেতে প্রভু ২১৬।২৫৩; সভার আগ্রহে না উঠিলা ৩১।২২; সভার আগ্রহে প্রভু ৩৮।৭২; সভার আত্মীয় কৃষ্ণ ১২।৮৭; সভার ইচ্ছার প্রভু ২১৬।২৮২; সভার উচ্ছ্রিটে তেঁহো ৩১৬।২; সভার করিষাছি বাসাগৃহ ২১১।১৫৭; সভার কুশল সনাতন ৩৪।২৪; সভার চরণ কৃপা গুরু ৩২০।১৩৮; সভার চরণ ধরি পড়ে ২১১।২০৬; সভার চরণ বন্দি ২১৬।১৮২; সভার চরণ রূপ ৩১।৫০; সভার ঝাটিনা বোঝা ২১২।৮৮; সভার পূজা করি ভট্ট ৩৭।৫৬; সভার প্রেমজ্যোৎস্নার ১১৩।৪; সভার মুখ দেখি ২৩।১৪৮; সভার শরণ লৈল ৩৫।১৪৭; সভার সব কার্য করেন ৩১২।১৫; সভার সর্বকার্য করেন ৩১৬।১২; সভার সন্মান কর্তা ১৮।৫২; সভার হইল রূপ ৩১।৫৩।

সভারে উপদেশ করে ২১৮।৭৪; সভারে কহিল প্রভু ২১৫।৪১; সভারে কহে শ্রীবাস ১১৭।৩৭; সভারে পরাইল প্রভু ২১১।২৪; ৩১১।৮৮; সভারে পালন করে ৩১।১১; সভারে প্রসাদ দিল ৩১৬।২২; সভারে বসাইল প্রভু ১১১।১৮৩; সভারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ২১১।২২২; সভারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ৩১২।১৪৭; সভারে বিদায় দিল করিতে ২১১।২২৩; সভারে বিদায় দিল প্রভু ২২৫।১৩৩; সভারে বিদায় দিল সুস্থির ৩১২।৭২; সভারে মিলিয়া কহিলা ২১২।১১; সভারে মিলিলা প্রভু ২৩।১৫২; সভারে সন্মান করি ২৩।১৮৫; সভারে সন্মানি প্রভুর ২১১।১৪৬; সভারে স্বচ্ছন্দ বাসা ২১১।১০৭।

সভে আজ্ঞা দেহ আমি ২১৬।২৪৪; সভে আজ্ঞা দেহ তবে ২১৬।২৪৬; সভে আলিঙ্গিলা প্রভু ২১০।৪৬; সভে আশীর্ দেহ পাশ ৩৬।১৩৪; সভে আসি কহে কৃষ্ণ ২১৮।৮২; সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে ১৪।১১; সভে আসি প্রভুপদে ২৩।৫১; সভে আসিবে শুনি ২১০।৬৭; সভে কহে তুমি কহ ৩৩।১৭২; সভে কহে নাম মহিমা ৩১।১০৮; সভে কহে প্রভু আছেন ২১৩।৫২; সভে কহে প্রভু তাঁরে ২১২।১৩; সভে কহে লোক তারিতে ২২৫।১২৪; সভে কহে হরিদাস ৩২।১৪২; সবে কৃপা করি ইহাঁরে ৩১।১৪৪; সভে কৃপা করি উদ্ধারহ ২১২।২০৩; সভে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব ২৩।৩৫; সভে কৃষ্ণ কহে সভার ২১৮।১২৬; সভে কৃষ্ণনাম কহে ২৩।৮৩; সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল ২৩।৮৪; সভে কৃষ্ণ ভজন করে ৩১৩।১৩২; সভে কৃষ্ণ হরি বলি ২১৭।৪৬; সভে গায় জয় জয় ৩১১।২৮; সভে গিয়া রহিলা গ্রামের ৩১২।১৭; সবে স্বর বাহ আমি নিবেধিব ১১৭।২০৭; সভে চাহে প্রভুসঙ্গে ২২৫।১৩৩; সভে জয় পরাজয় ৩১৮।৮২; সভে জানি আচার্যের ২২৫।৭২; সভে তোমার হিত কহি ৩২।১৩৬; সভে দেখে করে প্রভু ২১১।২১৩; সভে নিবেধিল ইহার ১১৭।৬২; সভে পারিষদ, সভে ১৫।১২৪; সভে বোলে কেনে আইলা ২১।১২২; সভে বোলে, ধন্য তুমি ২১১।২০৬; সভে মিলি আইলা ২১০।৮৩; সভে মিলি আইল শুনি ৩২।২২; সভে মিলি আজ্ঞা দেহ ২৭।২; সভে মিলি উচ্চ করি ৩১৮।৭১; সভে মিলি কর মোর ২১।২৬৭; সভে মিলি গেলা অধৈত ২১৩।১২; সভে মিলি জানাহ ৩২।৪২; সভে মিলি তবে তারে ২৬।৩৪; সভে মিলি নবদীপে ২১০।৮৬; সভে মিলি নৃত্য করে ১১৭।১১৩; সভে মিলি পুছে প্রভুর ২৬।২১; সভে মিলি যুক্তি করি ২১।১১৭; সভে মেলি করে তবে ১১৭।২৪৭; সভে মেলি নীলাচলে ৩১।২; সভে মেলি যুক্তি দেহ ২১৬।২৭৪; সভে মেলি সার্কর্জোম ২১০।২৪; সভে সব ত্যজি তবে ২২৪।২২৫; সভে হাসে নাচে গায় ২১৬।১৬২; সভে হৈল চতুর্ভুজ ২১২।১৭।

সভেই আসিতেছেন ২১০।২৮; সভেই আশ্বাস কর ৩১৬।১০৭; সভেই চৈতন্য ভূত ১১০।৭২; সভেই পড়িল ভাষা ২২৫।১৩৭; সভেই প্রাশংসে নাটক ৩৫।২১; সভেই বৈষ্ণব হয় কহে ২৩।৭।

সমগ্র গণিতে নারে ১১০।১৬১; সমদূশ-শব্দে কহে ২৮।১৮১; সময় দেখিয়া প্রভু ২১১।১১৪; সময় বুঝিয়া তবু ২১২।১৬৩; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ২২০।২৪০; সমস্ত ভক্তের দিল ১১৭।৬৬; সমস্ত ষ্ট্রাখি নিল নাম ৩৩।১১৭।

সমা-শব্দে কহে ২৮।১৮১; সমাপ্তি করিল লীলাকে ৩২০।৬৬; সমাসে গোণ হইল ১১৬।৫৫।

সমুদ্রকণ্ঠা হয় সন্ধ্যা ২২৩১৬ ; সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসি ৩১৮১০০ ; সমুদ্রতীরে তীরে ২৭৭৫৮ ; সমুদ্রদান করি কর ২১১১৬৮ ; সমুদ্রদান করি প্রভু ২১১১৮১ ; সমুদ্রদান করিবারে ৩১৭২ ; সমুদ্রদান করি মহাপ্রভু ২১৬৩০ ; সমুদ্রদানে গেলা সন্তে ৩২১৫২ ; সমুদ্রে করিলা দান ৩১১৭০ ; সমুদ্রে মিলিল বেন ৩১৪৮৮ ; সমুদ্রে লইয়া গেলা ৩১১৬১ ; সমুদ্রের আড়ে আইলা ৩১৪১১০ ; সমুদ্রের তীরে আইলা ৩১৮১৩৫ ; সমুদ্রের তীরে আসি প্রকুরে ২১৩৩১৫ ; সমুদ্রের তীরে আসি যুক্তি ৩১৮১৩৮ ; সমুদ্রের মধ্যে বেন ৩২০৭২ ।

সম্প্রতিমধ্যে জীবের ২১৮২০১ ; সম্প্রতি করিল তেঁহো ২১০১৮ ; সম্প্রতি যেবা হৈত ২২২১৬২ ; সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ২১০১৫৮ ; সম্প্রদায় অহরোধে তবু ১৭১২২০ ; সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী ১৭৭৬৫ ।

সম্বন্ধ অভিধের প্রয়োজন নাম ১৭৭১৩০ ; সম্বন্ধ অভিধের প্রয়োজনময় ২২৫১০৫ ।

সম্বন্ধে ধনলোভে লোক ২১৫৬২ ; সম্বন্ধিলে জানিবে তাঁর ২৭৭৬৬ ; সম্বন্ধিলে জানিবে তুমি ২৭৭৬৪ ; সম্বন্ধোগ অনন্ত অজ ২২৩৪২ ; সম্বন্ধোগ বিপ্রলম্ব ২২৩৪২ ; সম্বন্ধোগে মাদন বিরহে ২২৩৩৮ ।

সম্বন্ধে আসন দিয়া ২১২১৮ ; সম্বন্ধে দৌড়ে উঠি ৩১৮৫ ; সম্বন্ধে প্রতাপকল্প ২১৩১৭৩ ।

সম্মান করিতে নারি ২১৫১২৫ ; সম্মান করিয়া প্রভু ২১০১৭৮ ; সম্বন্ধে আসি আজ্ঞা দিল ৩১৩৬ ;

সম্যক্ আশ্বাদিতে ১৪১১৩৫ ; সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর ২১০৭৭ ; সম্যক্ গোপীর মান ২১৪১৪০ ; সম্যক্ সার বাসনা ২১৮৮৫ ।

স্বরংগভগবান্ কৃষ্ণ ২১৬১৩৮ ; সম্বৃত্তিক বাক্যে মন ২২৫১২০ ।

স্বরখেল হঞা তুমি ২১৫১২৭ ; সরথ শ্রামেরে রাখে ২১৩১১৪ ; সরল ব্যবহারে করে ২১৪১৪৪ ; সরস্বতী এই বাক্য ২১৮১০ ; সরস্বতী এই শব্দে ৩৫১২৭ ; সরস্বতী যে বোলায় ১১৬১৮৮ ; সরস্বতী স্বপ্নে তারে ১১৬১০০ ; সরস্বতীর অর্থ এই কৈল ৩৫১৪৫ ; সরস্বতীর অর্থ শুন ৩৫১৩৮ ; সরাস্বত সরভাজা ২১৪১২৭ ; সরোবরে জলকীড়া ২১২১৪৮ ।

সর্ব্ব অংশে আসি ১৫১১১৪ ; সর্ব্ব অজ সুনির্মাণ ১১৩১১৫ ; সর্ব্ব অবতারবীজ জগত ১৫১৮৫ ; সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয় ১৫১৭০ ; সর্ব্ব অবতার-লীলা ১৫১১১৬ ; সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ ১৫১৩ ; সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ ২১৮১০৬ ; সর্ব্ব অমঙ্গল হরে ২২৪১৪৪ ; সর্ব্বকর্ম্ম ভ্যাগ করি ২২২১৩৬ ; সর্ব্বকান্তি শব্দের ১৪১৮১ ; সর্ব্বকারণ লিখি আর্দ্রো ২২৪১২৪১ ; সর্ব্বকাল আছে এই ৩১০৮০ ; সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ২২৫১২ ; সর্ব্বকাল হয় তেঁহো ৩২১৬ ; সর্ব্বগ অনন্ত বিড় কৃষ্ণতম ১৫১১৫ ; সর্ব্বগ অনন্ত বিড় বৈকুণ্ঠাদি ১৫১১২ ; সর্ব্বগুণধনি কৃষ্ণকান্তা ১৪১৬০ ; সর্ব্ব চতুর্ভুজ অংশী ১৫১২০ ; সর্ব্বচিন্ত আকর্ষক ২১৮১১০ ; সর্ব্বচিন্তজাতা প্রভু ৩১৩১০০ ; সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল ২২৫১২০ ; সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি ২২০১১২ ; সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি ২১৭১২০ ; সর্ব্বজ্ঞ কহে তাহা আমি ১১৭১১০৬ ; সর্ব্বজ্ঞ কপালু তুমি ৩৪১৬০ ; সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি ১১৭১২৫২ ; সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু ২১৬২৩৪ ; সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা ৩৩১৪২ ; সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন ৩৭৭৭২ ; সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ২১২১৬৫ ; সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিবেধিল ৩৪১৬৮ ; সর্ব্বজ্ঞ মূনির বাক্য ২২০১২৩ ; সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ৩১৬৪৫ ; সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু ৩১৬০ ; সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ২২০১১৪ ; সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন ২২০১১৫ ; সর্ব্বভঙ্গ জ্ঞান হয় ২১৮২৫৮ ; সর্ব্বভঙ্গ নিরুপণে প্রবীণ ২১২১১০৭ ; সর্ব্বভঙ্গ মিলি সৃজিল ২২০১২৩৬ ; সর্ব্বভীর্থে হৈল তাঁর ২১৮১২০২ ; সর্ব্বভ্যাগি জীবের কর্তব্য ২১৮২০৮ ; সর্ব্বভ্যাগ করি করে ১৪১৪৫ ; সর্ব্বভ্যাগি কৈল প্রভুর ১১০১৮০ ; সর্ব্বভ্যাগি চলিলা ৩১৩৩২ ; সর্ব্বভ্যাগী তেঁহো পাছে ৩৪১২১০ ; সর্ব্বজ্ঞ করিল কৃষ্ণনাম ২১১২৬ ; সর্ব্বজ্ঞ করিল ব্রহ্মবিলাস ২১১৩৬ ; সর্ব্বজ্ঞ করেন কৃষ্ণনামের ১১৩২৬ ; সর্ব্বজ্ঞ গাইয়া শুলি ২১৮১২০১ ; সর্ব্বজ্ঞ জল বাঁধা ২১৪১২২ ; সর্ব্বজ্ঞ প্রকাশ তাঁর ২২০১৮৮ ; সর্ব্বজ্ঞ প্রমাণ দিবে ২২৪১২৫৫ ; সর্ব্বজ্ঞ ব্যাপক প্রভু ৩৩১২৪ ; সর্ব্বজ্ঞ মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য ১১১৮ ;

সর্বত্র লঙ্ঘাইল প্রভু ১১৩২৫; সর্বত্র স্থাপনে প্রভু ২১২৩৮; সর্বত্র হয় নিজ ২১৮২২৭; সর্বথা দৈবরতন ১৫১৭৩; সর্বথা নিশ্চিত ইহা ২১৭১৫৪; সর্বথা শরণাপত্তি ২১২১৭৩; সর্বদিন করে বৈষ্ণব ৩৬২১৬; সর্বদেশ বৈষ্ণব হৈলা ২১৭১০৫; সর্বদেশে কালে দশায় ২১৫১০১; সর্বনাশ হবে তোর ৩৩১৮২; সর্বনাশ হয় মোর ২১৫১৬৩; সর্বপালিকা সর্ব ১১৪১৭৬; সর্বপ্রকারে আমার ২১৬৫২; সর্বপ্রাণীর উপকার ১২৪১১; সর্ববেদশূত্রে করে ১১৭১২৪; সর্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি ১৮১৭১; সর্ববৈষ্ণব লঞা প্রভু ২১১১২২১; সর্ব বৈষ্ণবেরে ইহা ২১১১৫২; সর্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখী ২১১১৫৫; সর্ব বোদ্ধ মিলি তবে ২১২৪৬; সর্ববোদ্ধ মিলি করে ২১২৫৪; সর্বব্যাপক সর্বসাক্ষী ২১২৪৫৬; সর্ব ভক্ত চলে তার ২১৬১৭৭; সর্বভাবে আমি হই ১১৪২০; সর্বভাবে আশ্রিয়াছে ১১২১৫৫; সর্বভাবে কৈল কৃষ্ণ ১১৪২২৪; সর্বভাবে ভজ লোক ৩১৭১৬৫; সর্বভাবে সর্বপণ্ডিত ১১৬১৪; সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের ১১১১৩৮; সর্বমত দ্বি প্রভু ২১২৩৭; সর্বমন্ত্র সার নাম ১১৭১৭২; সর্বমহাশুগণ ২১২১৪৩; সর্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের ২১৫১৭০; সর্বযজ্ঞ হৈতে ১১৩৬৩; সর্বরাজি করে ভাবে ৩১২১৫৭; সর্বরূপে আশ্রয় ১৫১২; সর্বলক্ষ্মীগণের তেঁহা ১১৪১৭৭; সর্ব লক্ষ্মীগণের শোভা ১১৪১৭২; সর্বলক্ষ্মী-শব্দ পূর্বে ১১৪১৭৭; সর্ব লোক কৈল প্রভুর ২১২১২২; সর্ব লোক জয় জয় ২১৫১৩৬; সর্বলোক নিন্দা করে ৩১২১৬; সর্বলোক নিস্তারিতে ৩১২১২; সর্বলোক মন্ত কৈল ১১২৪৭ সর্বলোক স্তনিলে মস্তুর ১১৭১২০৫; সর্বলোক হাসে গার ২১৫১২০; সর্বলোকের করি ইহা ১১৪১১৬; সর্বশক্তি নামে দিলেন ৩২০১৫; সর্বশাখাগণের যৈছে ১১৭১৩১৩; সর্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র ১১১১৫৩; সর্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ২১৫১১২; সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহা ২১৫১২২২; সর্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ ২১২০১১৫; সর্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণ ১১৩৬৩; সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে ৩৭১১৫; সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ ৩১৩১১; সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই ২১২২৪৭; সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের ৩২০১২; সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য ১১৮১১৮৩; সর্ব সমাধান করি কৈল ২১১৮৬; সর্ব-সমুচ্চয়ে আর এক ২১২৪২২১; সর্বসৌন্দর্য্য কান্তি ১১৪১৭২; সর্বশব্দরূপের ধাম ২১২১১২; সর্বষ দণ্ডিয়া তার ১১৭১১২২; সর্বাকর্ষক সর্বাহ্লাদক ২১২৪৩০; সর্বাক্ষে গলিত কুষ্ঠ ২১৭১৩৩; সর্বাক্ষে পরাইল প্রভুর ২১৫১২৫২; সর্বাক্ষে পুলক নেত্রে ৩১৬৮৬; সর্বাক্ষে প্রেমের ছুটে ২১৩১২২; সর্বাক্ষে বেড়িল কীটে ১১৭১৪২; সর্বাক্ষে লেপয়ে প্রভুর ২১৫১৭; সর্বাক্ষে হইল কুষ্ঠ ১১৭১৪১; সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য ২১৮১৮১; সর্বাদি সর্ব-অংশী ২১২০১৩২; সর্বাভীষ্টপূর্তিহেতু ১১২১২; সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের ১১৭১২১; সর্বাশ্রয় সর্বাদৃত্ত ১৫১৪০; সর্বৈক্সিয় তুষ্ট হয় ১১৬১০৪; সর্বৈক্সিয় ফল এই ২১২০৫৬; সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ২১৬১৩২; সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহা ২১৮১৮০; সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ষার ২১২০১৩৩; সর্বৈশ্বর্য্য সর্বশক্তি ২১৮১০৮; সর্বোত্তম আপনাকে ২১৩১৪; সর্বোত্তম ভজন ইহার ৩৭১৩২; সর্বোত্তম হৈলে তারে ১৮১১১; সর্বোপকারক শাস্ত্র ২১২১৪৬; সর্বোপরি কৃষ্ণলোক ২১২১৬; সর্বোপরি শ্রীগোকুল ১৫১১৪।

সজবণ মৃদগাহুর ২১৪১৩১।

সশরীরে গেল ভাল ২১২২৮৭; সশরীরে সপ্ত ভাল ২১২২৮৫; সশৈল নারীর বক্ষ ৩১৫১১২।

সঙ্গাগর শৈলমহী ২১৩৭৭৮; সন্মিত কটাক্ষ বাণে ৩১৫১৬৪।

সহজ গমন করে ২১৪১২১১; সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহা ৩৮১৭৭; সহজ প্রকট করে পরম ২১৪১১৫; সহজ প্রেম বিংশতি ২১৪১১৩৩; সহজ লোকের কথা ২১৪১২১১; সহজ শাস্ত্রের অর্থ ২১৫১৪১; সহজে আমারে কিছু ২১২৪১৭; সহজে গোপীর প্রেম ২১৮১৭৪; সহজে চৈতন্যচরিত ২১৮১২৫৫; সহজে জড় জগতের ৩৫১১১১; সহজে তোমার গুণে ৩১২১৭৭; সহজে নির্দল এই ২১৫১২৬৮; সহজে নীচ জাতি মুণ্ডি ৩৪১২৪৭; সহজে বিভিন্ন যদুর ২৪১৪; সহজে মোর প্রিয় তারা ৩১১০০; সহজে যখন শাস্ত্র ১১৭১১৬৪; সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র ৩৩১১৬৮; সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমো ২১১২০; সহজেই পিপীলিকা ৩৮১৪৮; সহজেই পূজ্য তুঘি ২১৫১৫৫; সহজেই মোর ভাই ৩১৩২৮; সহজেই মোর শ্রীত ৩১১২৪।

সহায় করে জল সেকে ৩১৮।৮৫ ; সহায় জোশ আসি বলে ২৪১।১৭৮ ; সহায় গুণ প্রেম বাড়ি ২১৭।২১৩ ; সহায় কণ্ঠক করেন ১১০।২৭ ; সহায় নরন হস্ত ১৫১।৮৫ ; সহায় নামে কৈল ১৩০।৮ ; সহায় বদন যার নাহি ২১৮।২১৩ ; সহায় বদনে করে কৃষ্ণগুণ ১৫১।১০৪ ; সহায় বদনে কহে আপনে ২১৬।২৮৬ ; সহায়বদনে হৈহো নাহি ১১০।৪৩ ; সহায় বদনে বর্ণে ৩২০।৬১ ; সহায় বদনে যবে কহয়ে ৩১৮।১২ ; সহায় বদনে যার দিতে নারে ১১০।১৬০ ; সহায়বদনে যার নাহি ২১৪।২৪১ ; সহায়বদনে হৈহো শেষ ১৬৬।৬৫ ; সহায়বদনে শেষ ১৫১।২১০ ; সহায় বদনে সেবা ১৮১।৪২ ; সহায় বিস্তীর্ণ যার ১৫১।১০১ ; সহায় মস্তক তাঁর ১৫১।৮৪ ; সহায়মুখ চুষনে ৩১৮।৮৫ ; সহায় মুখে বর্ণে যদি ৩১৭।৬০ ; সহায় মুখে যার গুণ ১১০।৩২ ; সহায় শীর্ষাদি করি ২১২।২৫০ ; সহায় সহায় গাবী ২৪১।১০১ ; সহায় সহায় তীর্থ ২১২।২ ; সহায় সেবক সেবা ১৮১।৪২ ; সহায়াদি পূর্ণ হৈলে ৩১৫।৬ ; সহায়ক সজে হৈল ২১৬।২৫৫ ।

সহায় করেন তাঁর ১৬৬।৮ ; সহায় হইয়া, দৈব ২১৫।২৬৩ ; সহায় হইয়া মোরে ২৫১।১৭ ।

সহিতে না পারি আমি ২১৮।১৩৮ ; সহিতে না পারি হুঃখ ২১৭।২২৩ ; সহিতে না পারি মুক্তি ২১২।১২৭ ; সহিতে না পারিব সেই ২১৭।১৭৩ ; সহিতে না পারে দামোদর ৩৩২ ; সহিতে না পারে প্রভু ৩৫১।২৪ ; সহিতে নারে জগদানন্দ ৩১৩।৫ ।

সাংখ্য কহে জগতের ২১২।৫৪২ ; সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি ২১২।৩৬ ।

সাকার গোসাঞি সেব্য ২১৮।১২০ ।

সাড়ে সাত প্রহর যায় ৩৬৩।০৪ ।

সাত কুণ্ডি বিপ্র তাঁর ৩৬৫।৮ ; সাত জন সাত ঠাঞি ৩৭১।৫২ ; সাত ঠাঞি বলে প্রভু ২১৩।৫০ ; সাতদিগে সাত সম্প্রদায় ৩১০।৬৪ ; সাত দিন কর তুমি ২৬১।১৬ ; সাত দিন তাঁর ঠাঞি ২১১।২২২ ; সাত দিন পর্যন্ত ঐছে ২৬১।১৫ ; সাত দিন রহি তথা ২১৬।২০৬ ; সাত দিন শাস্তি পুরে ২১৬।২৩২ ; সাত বৎসরের বালক ৩১৬।৬২ ; সাত সম্প্রদায় তবে একত্র ২১৩।৭১ ; সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে ৩১০।৫৬ ; সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য ৩১০।৫৭ ; সাত সম্প্রদায়ে প্রভু ৩১০।৫২ ; সাত সম্প্রদায়ে বাজে ২১৩।৪৭ ; সাত সাত পুত্র হবে ১১৪।৫২ ; সাত হাজার মুখ তার ২১২।১৩ ; সাত ক্ষীর পূজারীকে ২৪১।২০৪ ; সাতাইশ চতুর্গ ১৩৭ ; সাধিক ব্যভিচারী ২১২।১৫৫ ; সাধিক সেবা এই শুদ্ধ ৩৬২।১০ ।

সাধক না পায় তাতে ৩৪১।৮ ; সাধক, ব্রহ্মময় ; আর ২১৪।৭৭ ; সাধন করিলে প্রেম ২১২।১৫০ ; সাধন ভক্তি এই চারি ২১২।১০০ ; সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের ২১২।১৫১ ; সাধন ভক্তি হৈতে হয় রত্নির ২১২।১৫১ ; সাধনসিদ্ধ দাস সখা ২১৪।২১০ ; সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ ২১২।৩৬ ; সাধনের কল প্রেম ২১২।৮৭ ।

সাধারণ প্রেম দেখি ২১৮।৮৩ ।

সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য ৩১১।১৭ ; সাধিলেন নিজ বাহ্য ১৪১।৪৫ ।

সাধুৰূপা নাম বিনে ৩৩২।৫৩ ; সাধুগুরু প্রসাদে ২১২।২২২ ; সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার ৩৪১।৪২ ; সাধুলক্ষণ সাধুসজ ২১৪।২৫১ ; সাধুশাস্ত্র গুরুরূপায় ২১২।১০৬ ; সাধুসজ রূপা কিবা ২১৪।৬২ ; সাধুসজ কৃষ্ণরূপা ভক্তির ২১৪।৭৩ ; সাধুসজ নামকীর্তন ২১২।৭৪ ; সাধুসজ সাধুসজ সর্ব ২১২।৩৩ ; সাধুসজ হৈতে হয় ২১২।৩৬ ; সাধুসজে কৃষ্ণভক্ত্যে ২১২।৩১ ; সাধুসজে তপ ছাড়ি ২১৪।১৪০ ; সাধুসজে তবে কৃষ্ণ ২১২।২২ ; সাধুসজে সেহ ভজে ২১৪।১১২ ; সাধুসজে সেহো করে ২১৪।১৪২ ; সাধু সাধু গুণ ২১৫।১৫৩ ।

সাধবী হঞা কেনে চাহে ২১১।০৬ ।

সাধ্য বস্তু সাধন বিহু ২১১।৫৮ ; সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই ২১২।২৩২ ; সাধ্যসাধন আমি ২১২।২৩৭ ; সাধ্যসাধন

তত্ত্ব পুছিতে ২১০১২৭; সাধ্যসাধন তত্ত্ব লিখ ৩৬২৩২; সাধ্যসাধন বস্তু নারি ২১৮১২২; সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ ২১০২৩৭; সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় ১১৬৩১।

সাম্বন্ধানে প্রভুর কৈল ৩৬৩০৬; সাবধানে রহে যেন ২৩১১২; সাধারণে প্রভুরে ১১১২৫; সাবর্ণে সার্কর্ভোম ২১০১২৭৬; সাবিদ্রী গৌরী সরস্বতী ১১৩১০৪।

সামগ্রী আন নৃসিংহ ৩২৭২; সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর ৩১০১৪৬; সামান্ত্র এক জোক প্রভু ৩১৬৩২; সামান্ত্র ঝালি হৈতে ৩১০১৩৫; সামান্ত্র বিশেষ রূপে ১১১৬; সামান্ত্র বুদ্ধিস্কৃত বত ২১২৪১২২১; সামান্ত্র ভাগ্য হৈতে তার ৩১৬৩২২; সামান্ত্র সদাচার আর ২১২৪১২৫৬।

সামুজ্য না লয় ১৩১৬; সামুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ২৬২৪১; সামুজ্যের অধিকারী ১১৫৩২।

সান্নি করি দুই পাশে ২১২১২৭।

সার্কর্ভ সপ্ত প্রহর করে ১১০১১০০; সার্কর্ভোম আর পড়িছা ২১৫১২১; সার্কর্ভোম উপদেশে ২১৪৪৪; সার্কর্ভোম কর দার ২১৫১১৩৬; সার্কর্ভোম করে যৈছে ২৬২৫৪; সার্কর্ভোম কহিলা আচার্য ২৭১৫৮; সার্কর্ভোম কহিলেন তোমারে ২১৮৪৩; সার্কর্ভোম কহে আচার্য ২৬৮৬; সার্কর্ভোম কহে আমি ২১২১৭৮; সার্কর্ভোম কহে এই নাম ২৬৭১; সার্কর্ভোম কহে এই প্রতাপকর ২১১১৪; সার্কর্ভোম কহে এই রায় ২১০১৮৮; সার্কর্ভোম কহে ও-শব্দ ২৬২৪৫; সার্কর্ভোম কহে কর ২১৫১১৮৮; সার্কর্ভোম কহে কহ ২১১১৫; সার্কর্ভোম কহে কৈল ২১১১৩৩; সার্কর্ভোম কহে তুমি ২১৩১৭৮; সার্কর্ভোম কহে নীলাশ্বর ২৬৫২; সার্কর্ভোম কহে প্রভু ২১০১৩৪; সার্কর্ভোম কহে ভিক্ষা ২১৫১১৮৭; সার্কর্ভোম কহে শীঘ্র ২৬৩৩৮; সার্কর্ভোম কহে সত্য ২১১১৭; সার্কর্ভোম কহে সবে ২১২১১৪; সার্কর্ভোম কাশীমিশ্র দুই ২১৩৬১; সার্কর্ভোম কিছু তাঁরে ২৬৬৭; সার্কর্ভোম গৃহে গেলা ২৬২৮; সার্কর্ভোম গৃহে দাস ২১৫১২৭৮; সার্কর্ভোম ঘরে এই ২১৫১২২৩; সার্কর্ভোম ঘরে প্রভু অহুমান ২৬২৪৪; সার্কর্ভোম ঘরে প্রভুর ভিক্ষা ২১১১২৮; সার্কর্ভোম ঘরে ভিক্ষা অমোঘ ২১৫১২০৬; সার্কর্ভোমঘরে ভিক্ষা করিলা ২১৩২৪; সার্কর্ভোম তৈছে তারে ২৬১৫; সার্কর্ভোম দেখি আইলা ২১১১১০২; সার্কর্ভোম নালাচলে ২১১১৫৪; সার্কর্ভোম পণ্ডিত গোসাঞি ২১২৫১৮৭; সার্কর্ভোম পরিবেশন ২৬৪২২; সার্কর্ভোম পাঠাইলা সভা ২৬৩২; সার্কর্ভোম-প্রেম বাঁধা ২১৫১২২৩; সার্কর্ভোম বাতুল তাহা ২১২৪৫; সার্কর্ভোম বিদ্যাবাচস্পতি ২১৫১১৩৩; সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য আনন্দে ২১৩১৫; সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য কহিল ২১৮২৮; সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য পণ্ডিত ২১৭১১১৫; সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য প্রভুর ২৪১২; সার্কর্ভোম ভট্টাচার্যের কাশীতে ২১১১৩১; সার্কর্ভোম মনে তবে ২৬৩৭; সার্কর্ভোম মহাপ্রভুর ২১৩১৬; সার্কর্ভোম রামানন্দ আনি দুই ২১৬৩; সার্কর্ভোম রামানন্দ অগদানন্দ ৩৪১০৪; সার্কর্ভোম রামানন্দ বাগীনাথ দিয়া ২১৪১২২; সার্কর্ভোম রামানন্দ বাগীনাথ মিলিলা ২১২৫১৮৬; সার্কর্ভোম রামানন্দ স্বরূপাদির ৩১১২২; সার্কর্ভোম-রামানন্দে পরীক্ষা ৩১১২৫; সার্কর্ভোম লঞা আইলা ২১১২০; সার্কর্ভোম লঞা গেলা ২৬২৫; সার্কর্ভোম সঙ্গে আর ২১৩২৭; সার্কর্ভোম সঙ্গে তোমার ২১৫১২৭০; সার্কর্ভোম সঙ্গে মোর ২১৮২৭; সার্কর্ভোমসঙ্গে তুমি ২১৫১২৭৭; সার্কর্ভোম সহ খেলে ২১৪৮০; সার্কর্ভোম সহ রাজা ২১৩৫৭; সার্কর্ভোম সেই বস্ত্র ২১২১৩৪; সার্কর্ভোমস্থানে বাইরা ২৬২২২; সার্কর্ভোম হৈলা প্রভুর ২৬২৩১; সার্কর্ভোমে জানাইয়া ২৬৩০; সার্কর্ভোমে তোমার কৃপা ২১৩৩২; সার্কর্ভোমে দিয়া কহে ১১২১৭৬; সার্কর্ভোমে নমস্করি ২১১১৩২; সার্কর্ভোমে প্রভু বসাইয়াছেন ১১২১৭৪; সার্কর্ভোমের কীৰ্ত্তি ঘোষে ২৬২৩০; সার্কর্ভোমের হৈল মহাপ্রসাদে ২৬২০২; সার্কর্ভোমের প্রভু ২১২১৭৫; সার্কর্ভোমের সার্কর্ভোম আর ১৩১৬।

সালঙ্কার হৈলে অর্থ ১১৬৮০; সালোকা সামীপ্য সার্কর্ভ ২৬২৩২; সালোকা সামীপ্য সার্কর্ভ ১১৫১২৬; সালোকাচি চারি হয় যদি ২৬২৪০।

সাহিত্যিক শ্রীতি পোহার ১১৪৬১।

সাক্ষাৎ অল্পভবে যেন ৩১৬৭৩; সাক্ষাৎ আবেল আর ১১০৫৪; সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি ১১৬১০০; সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহো ২১১৭০; সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে ২১৮৩৫; সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝিবে ২১৮৩৪; সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রহ্মজ্ঞানন্দন ২২৪২২২; সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেহো নাহিক ১১৬১১; সাক্ষাৎ কম্পন বৈছে ১১৫১৬২; সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেহো ২১০১১৩; সাক্ষাৎ দেখিছো মোরে ৩১৮৫২; সাক্ষাৎ দেখিল লোক ২১৮৮৮; সাক্ষাৎ পরশ যেন ২১২১৩৪; সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি ২১০৫১; সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানুত ১১৫২০১; সাক্ষাৎ ভ্রমরে এবে ২১৭১২১৪; সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর ২১০১১০২; সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার ২২০১৩০৬; সাক্ষাৎ হুয়মান তুমি ২১৫১৫৬; সাক্ষাৎদর্শনে আর যোগ্য ৩২১৩; সাক্ষাৎদর্শনে প্রায় সভা ৩২১৪; সাক্ষাৎদর্শনে সব জগত ৩২১৬; সাক্ষাতে আমি খাই ৩১২১২১; সাক্ষাতে না দেখা দেন ২১৩১৬০; সাক্ষাতে না দেখিলে ২১৫১০৪; সাক্ষাতে সকল ভক্ত ১১০৫৫৫।

সাক্ষিগোপাল দেখি ২১৭১৩৪; সাক্ষিগোপাল দেখিবারে ২১৫১৭; সাক্ষিগোপাল বলি ২১৫১১৭; সাক্ষিগোপালের কথা কহে ২১৬১৩৫; সাক্ষিগোপালের কথা শুনি ২১৫১৮।

সাক্ষী দেহ যদি ২১৫১২৩; সাক্ষী বোলাইব তোমা ২১৫১৭৪।

সিংহগ্রীব সিংহবীর্ষ্য ১১৩২৩; সিংহহার ডাহিনে ছাড়ি ২১১১১১১; সিংহহার নিকটে আইলা ২১৬৪২; সিংহহারে অন্নার্থী বৈষ্ণব ৩১২১৪; সিংহহারে আসি প্রভু ৩১১১৭২; সিংহহারে খাড়া রহে ৩১২১২; সিংহহারে গাবী আগে ৩১৩০২; সিংহহারে ঠাড়া হয় ৩১২৫২; সিংহহারে দেখি প্রভুর ৩১৪১৬২; সিংহহারে ভিক্ষাবৃত্তি ৩১২৭২; সিংহহারে যাইতে মোর ৩১৪১২১; সিংহহারের উত্তর দিগে ৩১৬১৩৮; সিংহহারের উত্তর দিশায় ৩১৪১৫৮; সিংহহারের দলই আসি ৩১৬১৭৪; সিংহহারের দক্ষিণে রহে ৩১৭১১১; সিংহহারের দ্বারী প্রভুকে ৩২০১২০; সিংহহারের পথ শীতল ৩১৪১১৮; সিংহরাশি সিংহলয় ১১৩১২০; সিংহারি মঠ আইলা ২১২২২৭; সিংহাসন মার্জি চারি ২১২১৭২।

সিদ্ধান্ত কামাভট্ট ১১০১১৪৭।

সিদ্ধদেহ চিন্তি করে ২১৮১৮৪; সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে ৩১১১২৩; সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে ৩১৫৪৮; সিদ্ধদেহ পাণ্ডা কুকুর ৩১২১৭; সিদ্ধবট গেলা যাঁই ২১২১৫; সিদ্ধলোক নাম তার ১১৫২২।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে ১২১২২; সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিত ৩১৫২২; সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ২১২২২২; সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ২১২৩৬২; সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল ৩১২১১।

সিদ্ধার্থসংহিতা করে ২২০১২২।

সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি ২১২৪২১; সিদ্ধিপ্রাপ্তি কালে ২১০১৩০; সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ২১৪১২৪।

সিদ্ধুতীরে নীরে করে ৩১৮৩২; সিদ্ধুর হরিত্রা তৈল ১১৩১০২।

সীতা লক্ষ্মী রাখিলেন ২১২১৮২; সীতার আকৃতি মায়া ২১২১৭৭।

সুকূতা খাইলে সেই ৩১০১২; সুকূতাপাতা কান্দুদীতে ৩১০১১৭; সুকূতা বলিয়া অবজ্ঞা ৩১০১১৬; সুকূতায় যে মুখ প্রভুর ৩১০১১৬।

সুকূতিলভ্য কেল্লালব ৩১৬১৮২; সুকূতি শব্দে কহে কৃষ্ণ ৩১৬১২৩।

সুখ অল্পভবি প্রভু ২১৭১৬৪; সুখ করি মানে বিষয় ৩১৬১২৫; সুখ পাণ্ডা রহে তাঁই ২১৫১৪; সুখ পাণ্ডা সেই নাম ২১২২২; সুখ বাহ্য নাহি সুখ হয় ১১৪১৫৭; সুখভোগ হৈতে দুঃখ ২১২০১২৩; সুখরূপ কৃষ্ণ করে ২১৬১২১; সুখ লাগি কৈল ক্রীতি ২১১১৮।

সুখাবিষ্ট হৈরা স্বরূপ ২১৪১১৭৫

স্বামী হও সতে, কিছু ২২১১৬১; স্বামী হৈলা লোক ১২০৩৮; স্বামী হৈলা প্রভু দেখি ২১০১৩৩; স্বামী হৈলা লোকমুখে ২২৫১১২।

সুখে কাল গোড়ায় রূপ ৩১১৫৭; সুখে গোড়াইব কাল ২৮১২৫; ২৮১২৪২; সুখে গোড়াইলা প্রভু ২৮১২৪৩। সুখে চলি আইসে প্রভু ২২৫১১৭৫; সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর ৩১০১৮৮; সুখে নীলাচল আইলা ২১৩২৪২; সুখে প্রেমকলরস ২১২১১৪৫; সুখে ভোজন করে প্রভু ২৩১২২২; সুখে মহাপ্রভু দেখে ২১৩৩৬।

সুগন্ধি করিয়া তৈল ৩১২১১০২; সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত ২৩১০১১; সুগন্ধি পুষ্পের মালা ২৩১০১১; সুগন্ধি শীতল বায়ু ২১৩১২৫; সুগন্ধি সলিলে দেন ২১৫১৭; সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ ৩৬১১৬।

সুভিরা রহিল ঘরে ৩১২১১১২।

সুদৃঢ় করিয়া কহ ২১০১৩০৩; সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ ২১৩১২২২; সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে ৩৭১১৪৬।

সুন্দর রাজার পুত্র ২১২১৫৫; সুন্দর শরীর যৈছে ১১৩৬৬৬; সুন্দরাতল যায় প্রভু ২১৪১১১৮; সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের ১১১১২০।

সুপাঠিত বিদ্যা কারো ১১৭১২৫০; সুপুরুষ প্রেম কি ২৮১১৫৬।

সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে ১৫১১৬৪; সুবর্ণ থালির অন্ন ২৬৪১১; সুবর্ণ পর্বত যেন ২১৩১৮০; সুবর্ণ মার্জনী লৈয়া ২১৩১১৪; সুবর্ণের কড়িবোঁলি ১১৩১১১১; সুবর্ণের চৌদোলা করি ২১৪১২৬।

সুবল যৈছে পূর্বে ৩৬৮; সুবলাচের ভাব পর্যন্ত ২২৩১৩৫; সুবলিত দীর্ঘার্গল ৩১৫৬৬৬; সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ ২৮১১৬; সুবলিত হস্তপদ ১৫১১৬৩; সুবাসিত জল নবা ২৪১৬৪।

সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ ১১০১১০২; সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ ২২৫১১৬৫; সুবুদ্ধি রায়ে মরিবারে ২২৫১১৪৩; সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো ২২৫১১৪২।

সুভদ্রা আর বলদেব ২১৪১২২২; সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে ২১৪১৬০; সুভদ্রা বলরামের হৃদয় ২১৩১২৫; সুভদ্রা সহিত দেখে ২১১১৭৬।

সুরাবিন্দু পাতে কেহো ২১২১৫০।

সুশীতল করিতে রাখে ২১৫১৭৪; সুশীল মূঢ় বদাণ্ড ২২১১১০২; সুশীল সহিষ্ণু শাস্ত ১৮১৫১।

সুস্থ করি রামানন্দ ২১৬১১০৬; সুস্থ হও হরিদাস ৩১১১২০; সুস্থ হঞা তিন মুগ ২২৪১১৮৫; সুস্থ হঞা প্রভু করে ২১৭১১৮৫; সুস্থ হৈঞা কহে প্রভু ১১৫১১৫; সুস্থ হৈয়া দৌহে সেই ২৮১২৭।

সুত্র উপনিষদের মূখ্যার্থ ২২৫১২৫; সুত্র করি গণে যদি ১১৩১৪৩; সুত্র করি গাঁপিলেন ১১৩১১৫; সুত্র করি দিশা যদি ২২৪১২৩৮; সুত্র করি সব লীলা ১৮১৪১; সুত্রধৃত কোন লীলা ১৮১৪৩; সুত্রবত্তি পাঁজি টাকা ১১৩১২৭; সুত্র মধ্যে আমি তাহা ২১৬১২১০; সুত্ররূপে কহি বিস্তার ২১২১২২৩; সুত্ররূপে মুরারি গুপ্ত ১১৩১১৪; সুত্ররূপে সেই লীলা ২৪১৬।

সুত্রের অর্থ ভাষ্য কহে ২৬১২২৩; সুত্রের করিলে তুমি ২২৫১৭৩; সুত্রের পরিণামবাদ ২২৫১৩৩; সুত্রের মূখ্যার্থ তুমি ২৬১২২৪।

সুদীপ্ত সাধিক এই ২৬১১১; সুদীপ্ত সাধিক ভাব হর্ষাদি ২৮১১৩৫।

সুপব্যঞ্জন ভাণ্ড ২৪১১২।

সুপারক তার্থে আইলা ২২১২৫৩; সুপাচন্দ্র বাহিরের ১১১৫৫; সুপাচন্দ্র হরে ১১১৪৮; সুপা জিনি মণিগণ ১৫১১০১; সুপাদাস সরথেল ১১১১২২; সুপাবিন্দু স্বতন্ত্র তার ২২৫১২৭; সুপা যেন চর্মচক্ষে ২২০১৩৫; সুপা যেন সবিশ্রব ১২১১৭; সুপা যৈছে উদয় করি ২১১২৬৬; সুপাশত সমকান্তি ২৮১১৬; সুপাংশ কিরণ যৈছে ২২০১১০২; সুপারের কিরণে মুখ ২১৩১১৩১; সুপারের মণ্ডল যৈছে ১৫১৩০; সুপারোদয় হৈতে বাট ২২০১৩২৩।

সুখান্ন ভীবে পুন কর্ষণ ৩৩৭৪ ; সুখ ভূলা আনি নাসা ২৬৩২ ; সুখ ধূলি তৃণ কীকর ২১২১০ ; সুখ বহু আনি গৈরিক ৩১৩৩ ; সুখ বিচারিয়ে যদি ১১৬৭৮ ; সুখ বেত বালুপথ ২১৩২৪ ।

সৃষ্টি করি তার মধ্যে ২২৫১২ ; সৃষ্টিলালা কার্য করে ১৫১৭ ; সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় ১৫৮৩ ; ২২০২৪৮ ; সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে ২১৮১৮২ ; সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তিনে ২২০২৪৩ ; সৃষ্টিহেতু যেই সৃষ্টি ২২০২২৭ ; সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্য ২২৫১২ ।

সৃষ্টাদিনিমিত্তে ১৫৬৩ ; সৃষ্টাদিক সেবা ১৫৮ ।

সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ১১২১৮৮ ; সে অমৃতের এক কণ ৩১৭৪২ ; সে অক্ষর চন্দ্র হয় ২২১১০৪ ; সে আনন্দের প্রতি ১৪১১১ ; সে কহে বাণীনাথ নির্ভয়ে ৩২৫৫ ; সে কার্য করাবে তোমা ৩৪১০ ; সে কালে এই ছই রহে ৩১৪১৭ ; সে কালে তার প্রেমচেষ্টা ২১৬১২৭ ; সে কালে নাহিক জন্মে ২৬১৩৭ ; সে কালে বহুভট্ট ২১২১৫৭ ; সে কালে সে ছল কৃষ্ণ ১১৬২৩৩ ; সে কেনে রাখিবে তোমার ২২০৮৬ ; সে কোতুক বে দেখিল ১১৩১১১ ; সে গর্ক খণ্ডাইতে আমার ৩৭১০৭ ; সে গোবিন্দ ভজি ১২১১১ ; সে চৈতন্যলালা হয় ২২৫২২৩ ; সে জাহ্নক, কায়মনে ২২১২০ ; সে জাহ্নক মোর পুন ৩৩৮০ ; সে জানে যে কর্ণামৃত ২২২২০ ; সে দণ্ডপ্রসাদ অল্প লোক ১১২১৪০ ; সে দশায় ব্যাকুল হঞা ৩১৪৪৮ ; সে দিন বহু নাহি ১১৭১১৭ ; সে দিবস হৈতে গ্রামে ২২৫১১৭ ; সে দিবসের শ্রম জানি ৩১০২৫ ; সে দেশের রাজা আইল ২৫১১৬ ; সে ধনি চৌদিকে ধায় ২২১১২২ ; সে নয়নে কিবা কাজ ২২২২৬ ; সে পুরুষের অংশ ১৬১৭ ; সে প্রতিজ্ঞা ভজ ১৪১২৫২ ; সে প্রেম জানাইতে লোকে ৩২০৫৩ ; সে ফেলার এক লব ৩১৬১২২ ; সে বৎসর প্রভু দেখিতে ২১৬২০ ; সে বৎসর শিবানন্দ ৩১৬৬০ ; সে বৎসর সেহা আইল ৩১২১৫৫ ; সে বিদ্য করিবে, ধন ২২০১১৮ ; সে বিপ্র জানেন ১৭১৫৫ ; সে বুঝে তাঁর পদে যার ৩২১৪২ ; সে বৃক্ষ নিকটে চরে ২১৮১৫০ ; সে বৈষ্ণবের পদরেণু ১৫২০৬ ; সে মঙ্গলাচরণ হয় ১১১৫ ; সে মন্দিরে গোপালের ২৫১২২ ; সে মাধুরী আশ্বাদিতে ২২০১৫০ ; সে মাধুর্য বাড়ে ১৪১১৬১ ; সে মালজাঠ্যা দণ্ডপাট ৩২১০৩ ; সে মালা ছুটা পান ৩১৩১২৩ ; সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে ৩২০৮১ ; সে রাজি রহিলা হরিদেবের ২১৮১২ ; সে শক্তি প্রকাশি ২৭১০৬ ; সে শ্রীমুখভাষিতে ৩১৭১৪১ ; সে সব আচার্য্য হইয়া ২৭১০৪ ; সে সব গ্রামের লোকের ২১৭১৪৪ ; সে সব তোমার অংশ ১২১৩২ ; সে সব পাইছু আমি ১৫২০৮ ; সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ৩১৮১২ ; সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ৩২০৬৩ ; সে সব লক্ষণ প্রকট ২১৭১০৬ ; সে সব শ্লোকের অর্থ ৩১৮১২ ; সে সব সামগ্রী আগে ১১০২৬ ; সে সব সামগ্রী যত ১১০২৪ ; সে সম্বন্ধে গোপীগণ ৩১৬১৩২ ; সে সম্বন্ধে হও তুমি ১১৭১৪৩ ; সে সিদ্ধ হইল, ছাড়ি ২১৬১৩৮ ; সে সুখমাধুর্য্যদ্বাণে ১৪১২১৮ ; সে সুখসমুদ্রের ক্রিহা ২১৩১২৪ ; সে সে লীলা করিব ১৪১২৫ ; সে সে লীলা প্রকট করে ২২০৩১৭ ।

সেই অংশ কহি তারে ১১৬২৫ ; সেই অংশ লঞা জ্যো ১৫১৩৩ ; সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ ২২৪১৫৫ ; সেই অনুপম ভাই ৩৪১২২ ; সেই অনুসারে লিখি ১১৩৪৫ ; সেই অন্ন কিছু হরিদাসে ২১২১২৮ ; সেই অন্ন নিও যত ২২৪১৮৪ ; সেই অপরাধে ইহার ৩৮২৫ ; সেই অপরাধে তার ১৫২০২ ; সেই অপূর্ব প্রেম ৩১৩৫২ ; সেই অভিমানে স্মৃতে ১৬৩৩ ; সেই অভিলাষে করে ২১১২১৪ ; সেই অমোঘ হৈল ২১৫২২০ ; সেই অর্থ কহি ১২১৪ ; সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে ২২৫১৭৮ ; সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে ২২৫৮০ ; সেই অর্থ হয় সব ২২৪২২৬ ; সেই অর্থ শ্লোক কৈল ৩১৭১ ; সেই অষ্ট শ্লোকের অর্থ ৩২০৫৫ ; সেই আচরিব যেই শাস্ত্র ৩৩২০৮ ; সেই আচরিবে সন্তে ২২২৪৮ ; সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত ১১২১১ ; সেই আচার্য্যের গণে মোর ১১২১৭৪ ; সেই আশ্রাম যোগী ২২৪১০৫ ; সেই ঈশ্বরমূর্তি ২২০২২৭ ; সেই উপাসক হয় ২২৪১৩ ; সেই এক দণ্ড অষ্ট ২২০৩২৩ ; সেই ঐছে কহে তারে ২৭১২৭ ; সেই কথা ক্রমে তুমি ৩৫১৫৭ ; সেই কথা প্রভু আগে ২৫৮ ; সেই কথা সভার মধ্যে ২১৬৩৩ ; সেই কবি সব ছাড়ি ৩৫১৪৩ ; সেই কর্ষণ করায় যাতে ৩৬১২৭ ; সেই কর্ষণ নিরঙ্কর ইহার ৩৮১২২ ;

সেই কহে ইঁহা হয় ৩১৩৭৬ ; সেই কহে তিন দিবসে ৩৩৯৮ ; সেই কহে মোরে যদি ২১৩৮৮ ; সেই কহে
 হান্ত কর ২১০৮১ ; সেই কালিদাস যবে ৩১৩৩৬ ; সেই কালে আইলা সব ৩১০৪২ ; সেই কালে এক বিপ্র
 ১৭৭৫০ ; সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে ৩৪১৮৪ ; সেইকালে তপনমিশ্র ২১৭৭২ ; সেই কালে তুমি একা ২১১৪৫ ;
 সেইকালে দক্ষিণ হৈতে ২১০৮৯ ; সেইকালে দেবদাসী ৩১৩৭৭ ; সেইকালে দৈবযোগে ১১৩১৮ ; সেই কালে
 নিজালয়ে ১১৩৯৮ ; সেই কালে ভট্টাচার্যের ২৪১২২ ; সেই কালে মহাপ্রভু ভক্ত ৩১০৪১ ; সেই কালে ঘাই
 করিহ ২১৩১৮০ ; সেই কালে রূপগোসাঞি ৩১৭৪ ; সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত ১৪১২২৫ ; সেই কালে সে যবনের
 ২১৩১৫২ ; সেই কুণ্ডল কানে পরি ৩১৪৪১ ; সেই কুণ্ডে য়েই একবার ২১৮৮ ; সেই কৃপা করিবে যাতে
 ৩৩২০৭ ; সেই কৃপা কারণ হৈল ৩৩১৬২ ; সেই কৃপা মোতে নাহি ৩৩১৩৬ ; সেই কৃষ্ণ অবতারী ১২১২১ ;
 সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর ১৩৭১ ; সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ১২১৬ ; সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
 ১৭৭৭ ; সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে ২১৭৩১ ; সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ২১৩১ ; সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর ২১৩৮ ; সেই
 কৃষ্ণ নবদীপে ১৫১৫ ; সেই কৃষ্ণনাম কতু ১৭১২২ ; সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ২১২৪৫৭ ; সেই কৃষ্ণপ্রেম কলে ১১২১৪ ;
 সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি ২১৫১৪২ ; সেই কৃষ্ণ সেই গোপী ১১৭১২৫ ; সেই কৃষ্ণে গোপিকার ২১১৩৬ ; সেই খণ্ড কাঁহা
 পড়িল ২১৫১৪২ ; সেই খোলা আঠি চোকা ৩১৩৩৪ ; সেই গন্ধ পাঞা প্রভু ৩১২৮৩ ; সেই গন্ধের বশ নাসা
 ৩১২১১ ; সেই গাড়ে করে প্রভু ৩১৩৩২ ; সেই গীতি শ্লোকে ১৪১২৭ ; সেই গুণ লঞা প্রভু ৩১৩৪৬ ; সেই
 গোপীপদমধ্যে ১৪১১৭৬ ; সেই গোপীভাবামৃত ২৮১১৭৭ ; সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র ২১৩২২০ ; সেই গ্রামে গিয়া কৈল
 ২১৮৩১ ; সেই গ্রামে বিগ্রগৃহে ২১২৫৮ ; সেই গ্রামের যত লোক ২১৭১০৩ ; সেই ঘর আমাকে দেহ ২১১১৬১ ;
 সেই ঘরে তিন দিন ৩৩১৫৪ ; সেই চতুর্ভুজ মূর্তি ১১১১২৮২ ; সেই চারি জনার বিলাস ২১০১৭২ ; সেই চারি
 যুগে ১৩৭৫ ; সেই চিহ্ন পায়ে দেখি ১১৪১২ ; সেই ছলে নিস্তারয়ে ২১০১১০ ; সেই ছলে সেই দেশের ২১৩৩ ; সেই
 ছিত্র অতাপি ২১৫১২২ ; সেই জন আহ্লাদিতে ১৪১২১৭ ; সেই জন নিজগ্রামে ২১৭১৭ ; সেই জন পায়
 স্নেহে ২১৮১৭৮ ; ২১১২২১ ; সেই জন যায় চৈতন্যের ১১৭১২২২ ; সেই জল বংশ সহিত ২১৭১১২ ;
 সেই জলবিন্দু কণা ২১৭১৩১ ; সেই জল লইয়া ২১২১১২০ ; ২১২১১২৩ ; সেই জল সবংশেতে
 ২১২১৭৭ ; সেই জল স্বন্ধে করে ১১২১৫ ; সেই জল দ্বীপুর্কবে ২১২৪১২৬ ; সেই জলে উর্দ্ধে শোধি
 ২১২১২৫ ; সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ১৫১৮০ ; সেই জলে জীয়ে শাখা ১১২১৬৪ ; সেই জলে পুষ্ট স্বন্ধ
 ১১২১৩ ; সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ২১২১১০০ ; সেই জলে শেষ শযায় ২১০১২৪৪ ; সেই জানা তারে ৩১২১৭ ; সেই
 জীব নিস্তরে মায়া ২১২০১০৬ ; সেই জীব সনকাদি সব ২১২৪১৩৩ ; সেই জীব হবে ইঁহা ৩৩৭৫ ; সেই
 জীবে নিজ শক্তি ৩২১১৩ ; সেই ঝারিখণ্ডেব পানী ৩৪১২৪ ; সেই ঠাকুর ঋত তারে ৩৪৪৬ ; সেই ত অংশের
 কহি ১৫১৬২ ; সেই ত অনন্ত ধার ১৫১১০৮ ; সেই ত অনন্ত শেষ ১৫১১০৩ ; সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব ২৪৩৮২ ; সেই ত
 করিবে তোমার ২১৩২৭৮ ; সেই ত করিহ প্রভু লঞা ২১৪১১১০ ; সেই ত কর্তব্য আমার ২৪১১১৪ ; সেই ত
 কারণার্গবে ১৫১৪৭ ; সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ ১১২১৪ ; সেই ত গোসাঞি ইঁহা ২১১৫২ ; সেই ত গোসাঞি
 তুমি ২১৮১২১ ; সেই ত পত্নীর কথা ১১২১২৮ ; সেই ত পরাণনাথ ২১১৫০ ; ২১৩১০৮ ; সেই ত পার্থান সব
 ২১৮১২০০ ; সেই ত পাষণ্ডী হয় ২১৮১১০৭ ; সেই ত পুরুষ ধার ১৫১৭৬ ; সেই ত পুরুষ হয় ২১২০১১৭ ; সেই ত
 ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গে করি ২১৭১১৮১ ; সেই ত ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার ৩৩১২৫ ; সেই ত ভূতের কথা ৩১৮৫৩ ; সেই ত
 মাধু্য সার ২১২১২৮ ; সেই ত মায়া হই ১৫১৫০ ; সেই ত স্নুমেধা, আর কলিহত ২১১১৮৮ ; সেই ত স্নুমেধা,
 আর কুবুজি ১৩৬৩ ; সেই ত স্নুমেধা পায় ৩২০১৮ ; সেই তিন জনের তুমি ১২১৪৫ ; সেই তিন জলশায়ী ১২১৪১ ;
 সেই তিন সঙ্গে চলে ২১৭১১৩৮ ; সেই তিন স্নুধ কতু ১৪১২২২ ; সেই তিনের অংগী ১২১৪৬ ; সেই তুড়ুক কিছু না
 ৩৩১৮ ; সেই তুমি সেই আমি ২১৩১২০ ; সেই তুমি হও হেন ১১৭১২০৮ ; সেই দশ দশা হয় ৩১৪৪২ ;
 সেই দশা কহে ভক্ত ৩১৮৭৫ ; সেই দামোদর আসি ২১০১১৬ ; সেই দিন আমার এক ১১৭১৮১ ; সেই দিন

আমি বাইতাম অৱাৱত; সেই দিন গদাধর ২১৬২৮৩; সেই দিন চলি আইলা ২১৬২১৭; সেই দিন তার ধরে ২১৬২৮; সেই দিন মহাপ্রভুর ২১৬১২৭; সেই দিন হৈতে প্রভুর অৱাৱত; সেই দিন হৈতে শচী ২১৬১৫৭; সেই দিনে আমি অবশ্য অৱাৱা; সেই দিনে এক বিপ্র অৱাৱা; সেই দিনে ব্যর করে ২১৬১২৫; সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে ২১৭১৩০; সেই দুঃখ দেখি যেই ২১৭১৩০; সেই দুই এক এবে ১৪১৫০; সেই দুই কহে কলিতে ২১৬১৩৬; সেই দুই গ্রন্থবাক্যে ২১৬১২৫; সেই দুই জগতেরে ১১১৪৬; সেই দুই জন প্রভুর করে ২১৬১২৪; সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে ২১৬১২০৮; সেই দুই প্রভুর করি ১১১৬১; সেই দুই ধীর অংশ ১৪১৬৬; সেই দুই শিষ্ট করি ২১৬১০৩; সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ২১৬১৪৮; সেই দুই স্বর্গে বহু ১১১২০; সেই দুই স্থান তুমি ২১৬১৪৫; সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ২১৬১৩৮; সেই দুই পান করি অৱাৱত; সেই দেশ জিনিলেন ২১৬১১২; সেই দেশাধ্যক্ষ নাম অৱাৱত; সেই দেশে বিপ্র নাম ১১৬১৮; সেই দেহ তাঁর করে ১৪১৮৫; সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে ২১৬১২৩; সেই দোষে মায়া তার ২১৬১১৭; সেই দোষে মায়া পিঁচী ২১৬১১১; সেই দ্বারায় আর সব ১১১৫১; সেই দ্বারে আচণ্ডালে ১৪১৩৬; সেই দ্বারে শ্রবণাইল ১৪১৮৪; সেই দ্রব্যের এই স্বাদু অৱাৱত; সেই ধন করিহ নানা অৱাৱত; সেই ধূলি লঞা কালিদাস অৱাৱত; সেই নন্দনুত ইহা ১১৭১২৮৬; সেই নাম হয় তার ২১৬১৮৪; অৱাৱত; সেই নামে আমি তোমা ১১৭১৬৮; সেই নারায়ণ কৃষ্ণের ১১১২০; সেই নারায়ণের অঙ্গ ১৪১১২; সেই নারী জীয়ে কেনে ১১১৪৬; সেই নারী বসি করে অৱাৱত; সেই নিজ কার্য প্রভু অৱাৱত; সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য ১১৭১২৮৭; সেই নেত্রে অবিক্ষিত ১৪১১৪৩; সেই নৌকা চড়ি প্রভু ১১৬১১২; সেই পত্নীতে লিখিয়াছে ১১১২২২; সেই পত্নীদ্বারা জানি ২১৬১২৬; সেই পত্রে প্রভু এক অৱাৱত; সেই পথে আবেশে ২১৬১১৭; সেই পথে চলিলা প্রভু ২১৬১৩৮; সেই পথে প্রভু লঞা ২১৬১৩৪; সেই পথে ঘাইতে মন অৱাৱত; সেই পথে সনাতন করিলা অৱাৱত; সেই পথে সনাতন চলে অৱাৱত; সেই পদ্মালে হৈল ১৪১৮৭; ২১৬১২৪৬; সেই পদ্ম হৈল ব্রজার জন্মসম ১৪১৮৬; সেই পদ্মে হৈল ব্রজার জন্মসম ২১৬১২৪৫; সেই পরব্যোম ধামের ২১৬১১৫; সেই পরব্যোমে নারায়ণের ১৪১৩৩; সেই পরম পুরুষার্থ ২১৬১৪১; সেই পরিকরণ সঙ্গে ১১৭১৭; সেই পাশপদ্যে সাক্ষাৎ ২১৭১২১; সেই পানী লক্ষ্যে ইহার অৱাৱত; সেই পাপ হইতে মোর ২১৬১৮৬; সেই পানী দুঃখ ভোগে ১১৭১৫০; সেই পালে জানি অৱাৱত; সেই পুণ্যে এবে হৈলাম ১১৭১০৫; সেই পুরাতন পত্র ২১৬১১০; সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ২১৬১২৪২; সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ১৪১৭৮; সেই পুরুষ বিরজাতে ২১৬১২৩০; সেই পুরুষ মায়া পানে ২১৬১২৩৩; সেই পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি ১৪১৬৮; সেই পুরুষাদি সভার ১১১৮৮; সেই পুরুষাধম এই অৱাৱত; সেই পুরুষের স্বর্গণ ১৪১৩২; সেই প্রভু ধন্য অৱাৱত; সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব ১৪১১১; ১৪১১২; সেই প্রসাদায় গোবিন্দ ২১৬১১২; সেই প্রসাদায়মালা ২১৬১১৮; সেই প্রেম প্রয়োজন ২১৬১১২; সেই প্রেমা ধার মনে ২১৬১৪৫; সেই প্রেমার আমি ১৪১১১৪; সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা ১৪১১১৪; সেই প্রেমাক্ষরের বৃক্ষ অৱাৱত; সেই প্রেমে পায় জীব ২১৬১৮৭; সেই প্রেমে মত্ত করে ২১৬১২০২; সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ ২১৬১০৫; সেই বচন শুনি সেই অৱাৱত; সেই বনে কথোক্ষণ ২১৬১১০; সেই বন্য তাসভারে ১১৭১২৮; সেই বপু ভিন্নাভাসে ২১৬১১৫২; সেই বপু সেই আকৃতি ২১৬১১৪৩; সেই বলদেব ইহা ১১৭১২৮৬; সেই বলরাম সঙ্গে ১৪১৫৫; সেই বস্ত্র সনাতন ২১৬১৬৬; সেই বহির্কাস সার্কভৌম ২১৬১৩৪; সেই বাক্যে সরস্বতী অৱাৱত; সেই বাসায় হয় প্রভুর ২১৬১৩৩; সেই বিভুলীধান হৈল ২১৬১২০২; সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে ২১৬১২০৫; সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম ২১৬১২০; সেই বিপ্রধরে দৌহে ২১৬১৫৪; সেই বিপ্র তাঁরে কৈল ২১৬১৭৪; সেই বিপ্র নিমিত্ত ২১৬১৪৩; সেই বিপ্র নির্ভয় ২১৬১৫৭; সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় ২১৭১৭৭; সেই বিপ্র ভূতা চারি অৱাৱত; সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল ২১৬১৬৪; সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাতত্ত্ব ২১৬১০১; সেই বিপ্র রামনাম ২১৬১১৭; সেই বিপ্র সাধে লোক ২১৬১২২২; সেই বিভিংশ জীব ২১৬১২৮; সেই বিষ্ণু ধীর অংশ ১৪১১২; সেই বিষ্ণু শেষরূপে ১৪১১০০; সেই বীজ বৃক্ষ হঞা অৱাৱত; সেই বীরভদ্র গোসাঞির ১১১১১২; সেই বৃক্ষে গৌরচন্দ্রে ১১১৫০; সেই বৃক্ষে দৌহার পদে ২১৬১৫৭; সেই বৃক্ষে বর্ষে অৱাৱত; সেই বৃষ্টি

দেন তারে ২২৪১২৪; সেই বৃক্ষমূলে বসিলা ৩২১২৫; সেই বেঞ্জন করি ভিক্ষা ৩২২৬২; সেই বেশ কৈল
 এবে ২৩০৭; সেই বৈষ্ণবগণের নাম ২১৪১৭২; সেই বৈষ্ণব করি তার ২১৫১১১; সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ২১৬৭১১;
 সেই বোলে এই দেখ ৩১৬৭৮; সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য ২৩৮৬; সেই ব্যাখ্যা করে বাঁহী ৩৭২৮; সেই ব্রজে ব্রজজন
 ২১৩১৩৬; সেই ব্রজেশ্বর ইহা ১১৭১২৮৫; সেই ব্রজেশ্বরী ইহা ১১৭১২৮৫; সেই ব্রজ গোবিন্দের ১২১১০; সেই
 ব্রজ বৃন্দবস্ত ২৩১৩৩১; সেই ব্রজশঙ্কর কহে ২২৪১৫৪; সেই ব্রজে পুনরপি ২৩১৩৩৪; সেই ভক্ত তাই আসি
 ২১৮৩৮; সেই ভক্ত খণ্ড যে না ৩৪১৪৫; সেই ভক্তগণ এবে ১১০১২৭; সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ ১১১৩১;
 সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু ২৩১২০; সেই ভক্ষ্য ভোজ্যপান ৩১৬১২২; সেই ভাগের ইহা স্তব্রমাত্র ২১১৭; সেই
 ভাগ্যবানু যেই ৩১০১৫৮; সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু ৩৮৫৬; সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ৩৬৩১০; সেই ভাব গাঢ়
 হৈলে ২২৩০২; যেই ভাব সেই কৃষ্ণ ২১১৭৩; সেই ভাব হয় প্রভুর ২২১১০; সেই ভাবাবিষ্ট যেই ৩৫৪৬৬;
 সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধূয়া ২১৩১১২; সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে ২১৩১২৭; সেই ভাবাবেশে
 প্রভু প্রতিভক্ত ৩১৫১২২; সেই ভাবে অল্পগত ১৬৭৭৫; সেই ভাবে আপনাকে ৩১৪১৩০; সেই ভাবে
 কহে ১৫১১১৭; সেই ভাবে নিজ বাহা ১৪১৮০; সেইভাবে প্রভু সেই ৩২০১০৭; সেই ভাবে মত্ত
 ১৪১২৫; সেই ভাবে স্তব হুং ১৪১২০; সেই ভিতে হাত দিয়া ২১৫১৮৪; সেই ভূঞা সঙ্গে হয় ২২০১১৭;
 সেই ভেদে নানা প্রকার ২১৪১৩২; সেই মত উন্নাদ প্রলাপ ১১৩৩২; সেই মত পশ্চিম দেশ ২১৮১২১১; সেই
 মত বৃন্দাবনে ২১৮১৫০; সেই মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে ৩৬২৪৬; সেই মহাভাবরূপা ২১৮১২৩; সেই মহাভাব হয়
 ২১৮১২৫; সেই মানে কৃষ্ণ মোর ৩২০১২৩; সেই মুক্তা পরাহ ২৫১১২২; সেই মুখে এবে সদা ২১২১৮০; সেই
 মুখ্য অর্থ ব্যাস ২৩১২৫; সেই মুরারি গুপ্ত এই ২১৫১১৫৭; সেই যুগমদে বিচিহ্নিত ২১৮১৩২; সেই যুক্তিকা লয়
 লোক ২১১১৫৫; সেই স্নেহ মধ্যে এক ২১৮১৭৫; সেই যাই আর গ্রামে ২৭১১০১; সেই যাই নিজ গ্রামে
 ২৭১১০০; সেই যার হয় ফেলা ৩১৬১২০; সেই যুক্তি কর ২৩১৭৫; সেই রঘুনাথ দাস ১১০১১০১; সেই রস
 আশ্বাদিতে ১৪১৮২; সেই রসাবেশে প্রভু ২১৪১২৫; সেই রাজপুত্র মূল্য ৩২১২২; সেই রাজপুত্রের স্বভাব
 ৩২১২৩; সেই রাজা জিনি লৈল ২৫১১২০; সেই রাজি গোড়াইলা ২৭১৮৮; সেই রাজি তার ঘরে ২১৩২৬৬; সেই
 রাজি তাই প্রভু ২৪১১৬; সেই রাজি তাই রহি তাঁরে কৃপা ২২১২০১; সেই রাজি তাই রহি ভক্তগণ ২৫১৬;
 সেই রাজি সব মহাস্ত ২১৬১২২; সেই রাজে অমোঘ ২১৫১২৬২; সেই রাজে এক সিংহ ১১৭১৭২; সেই রাজে
 তাই রহি ২১৬৬; সেই রাজে প্রভু ১৫১১৫৮; সেই রাজ্যে জগন্নাথ ২১৬৭২; সেই রাজ্যে দেবালয়ে ২৪১১৫৬;
 সেই রাজ্যে প্রভু তাই ২১১২১৪; সেই রাখার ভাব লঞা ১৪১১৭২; সেই রাম শ্রীচৈতন্য সঙ্গে ১৫১২; সেই রূপ
 ব্রজাশ্রয় ২২১১০১; সেই রূপে এই রূপ দেখি ১১৭১০৭; সেই লিখি মদনগোপাল ১৮১৭৪; সেই লিখি যেই
 মহাশয়ের ২৭১১৪২; সেই লিখি যেই শুনি ১৬১০১; সেই লীলা মহাপ্রভুর ২১২১১৬২; সেই লীলা যোরে প্রভু
 ৩১১৩১; সেই লোক প্রেমে মত্ত ২৭১২৫; সেই লোক বৈষ্ণব কৈল ২৭১১১৪; সেই শক্তিদ্বারে স্তব ২১৮১২০;
 সেই শক্রগণ হৈতে ২১৩১৫০; সেই শব্দে গমন মোর ২৫১২৮; সেই শব্দে সরস্বতী ৩৫১২৮; সেই শাস্ত্রে কহে
 ১১৭১১৫০; সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা ৩২৭৭৪; সেই শ্রেষ্ঠ ঐছে যাতে ৩১৬১২৫; সেই শ্লোক আশ্বাদিতে ৩২০১৬;
 সেই শ্লোক পঢ়ি আপনে ৩১৫১১২; সেই শ্লোক পঢ়ি প্রভু ৩১২১৮৫; সেই শ্লোক পঢ়ি প্রলাপ ৩১২৩৩; সেই শ্লোক
 প্রভু লঞা ৩১৭৭৭; সেই শ্লোক মহাপ্রভু ৩১৫১৫৫; সেই শ্লোক শুনি রাধা ২১৩১৫২; সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ
 ৩২০১৩০; সেই শ্লোকে আইসে ২১৩১৩৩; সেই শ্লোকে কহি ১১১২; সেই শ্লোকের অর্থ কেহো ২১১৫২; সেই
 শ্লোকের অর্থ শ্লোক ৩১১৬৭; সেই সঙ্গে রঘুনাথ ৩৬১৭৭; সেই সতী প্রেমবতী ২১৩১১৬৬; সেই সত্য স্তব্দার্থ
 ২২৫১২৮; সেই সব অস্ত্র হয় ১৩১৫৮; সেই সব কথা আগে ২৬১২৫৪; সেই সব গুণ তাঁর ১৮১৫৩; সেই সব
 তীর্থ স্পর্শি ২১২৩; সেই সব দয়ালু মোরে ২১২১৭; সেই সব দেখি এই ৩১১১৪২; সেই সব বৈষ্ণব প্রভুর ২১১১১;
 সেই সব মহাদক্ষ ১৭১২৮; সেই সব রসতত্ত্ব বস্ত ২১৮৮২; সেই সব রসামৃতের ২১৮১১১; সেই সব লঞা প্রভু

২১৫১০; সেই সব লভ্য এই ২১৫২০৮; সেই সব লীলা লেখি ৩৩২৫৭; সেই সব লীলারস ৩২০১৩১; সেই সব লীলার আমি ২২০১৬৪; সেই সব লীলার স্তনিতে ১৮৮৪৫; সেই সব লোক পথে ২১৬২৪২; সেই সব লোক হয় ২১৬১৬৬; সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ ২১৮১১১; সেই সব লোক প্রভুর দর্শন ২১৩১২; সেই সব লোক পতি ২২১১০৩; সেই সব স্ত্রী লৈল্যা ২২৫১৪৫; সেই সন্তে সাধুসঙ্গে ২২৪১৮৮; সেই সরোবরে গিয়া ২২৫১২২; সেই সর্ব বেদের ১৭৭১৩৫; সেই সাধ্য পাইতে আর ২১৮১৬৬; সেই সিংহ বসুক ১৩২৪; সেই স্ত্রী মগ্ন রহে ১৪১২০২; সেই স্ত্রী মগ্ন কিছু ১৬৩২২; সেই স্ত্রী এই তার ১৫২০৭ সেই স্ত্রী যেই স্বপ্ন ২২৫১৮৩; সেই সে এসব লীলা ২৭৭১০৭; সেই সে তাহারে কৃষ্ণ ২১১১২০; সেই সে বুঝিতে পারে ২২১৭২; সেই সেই আচার্যের কৃপার ১১২১৭৩; সেই সেই ভক্ত স্ত্রী ৩১২১২২; সেই সেই ভাবাবেশে ৩২০১৫২; সেই সেই ভাবে নিজ ৩২০১৫; সেই সেই ভাবের শ্লোক ৩২০১৫২; সেই সেই রসে প্রভু ১১১১২২২; সেই সেই সেবনের ২১২১৮৫; সেই সেই সেবা মধ্যে ২১৪১৮৬; সেই সেই স্থানে কিছু ১১৩১৪৭; সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণ ১১৪১৪১; সেই সেই হয় বিলাস ২২০১৭৭; সেই স্বক্কে যত প্রেমকল ১১২১৪; সেই স্থানে গোপীনাথ ২১৪১৪১; সেই স্থানে ভোগ লাগে ২১৩১৮৮; সেই স্থানে রাখিল গোসাঞি ৩১৩১৬২; সেই স্বপ্ন পরতেথ ২১৮১৮০; সেই স্বারাজ্য লক্ষ্মী ২২১১৮০; সেই হাজিপুরে রহে ২২০১৩৭; সেই হাতে কল ছুঁইল ২১৫১৮২; সেই হেতু বুদ্ধাবন ২১৬২৭৫; সেই হৈতে অভ্যন্তর ৩৬১৫৩; সেই হৈতে ঈশ্বরপূরী ৩৮১৩০; সেই হৈতে একাদশী ১১৫১৮; সেই হৈতে কৃষ্ণ নাম ২১২২৫; সেই হৈতে গোপালের ২১৫১৩২; সেই হৈতে জিহ্বা মোর ১১৭১২৩; সেই হৈতে ভট্টাচার্যের ২৬১২১৩; সেই হৈতে ভাগ্যবান ২১২১৬৫; সেই হৈতে রহি আমি ২১৪১৪২; সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ১৭৭১৪২; সেই ক্ষণে আসি প্রভু ২৭৭১৩৭; সেই ক্ষণে গৌর কৃষ্ণ ভূমি ১১৩১২৩; সেই ক্ষণে জাগি নিমাঞি ১১৪১৮; সেই ক্ষণে দিব্য দেহে ৩১১৪৬; সেই ক্ষণে ধাইঞা প্রভু ১১৭১২৩৮; সেই ক্ষণে নিজ লোক ৩৬১৫১; সেই ক্ষণে বুদ্ধাবনে ১১৫১৭৭; সেই ক্ষণে রহে এক ২১৮১৭।

সেকজল পাঞা ২১২১৪২।

সেতুবন্ধ আর গোড় ১১৩১৩৪; সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈলা ১৭৭১৬০; সেতুবন্ধ নান রামেশ্বর ২১১১০৭; সেতুবন্ধ হৈতে আমি ২৭৭১১; সেতুবন্ধে আসি কৈল ২১৮১৮৪।

সেন কহে যে জনিল ৩১০১৪২।

সেবক কহে গোসাঞি মোরে ৩৩১৪৪; সেবক কহে রঘুনাথ ৩৬১৪৫; সেবক যোগায় ভাসুল ১৫১১৭০; সেবক রক্ষক আর ৩৬১৬৮; সেবক সব গর্তাগতি ৩৪১২২২; সেবকে কহিল দিন ৩৫১৬৩; সেবকে ভাসুল লঞা ৩৬১৬৬; সেবকে লাগায় ভোগ ২১২১২১৭; সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ৩১৪৪৫।

সেবা অঙ্গীকার করি আছে ২১৫১১৮; সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ ২১৪১৭২; সেবা আত্মা পাঞা হৈল ২১৪১২৩৭; সেবা করি কৃষ্ণ স্ত্রী ২১২১৭২; সেবা করি নৃত্য করে ২১৭১৮৩; সেবা ছাড়িয়াছে তারে ৩৬১৬২; সেবা না করিহ, স্ত্রী ৩১৩১২৫; সেবা নামাপরাধাদি ২২২১৬৩; সেবা যেন করে আর ৩৬১৬৩; সেবা লাগি কোটি অপরাধ ৩১০১২৩; সেবা সারি রাত্রে করে ৩৬২১৩; সেবার অধ্যক্ষ ১৮১৫০; সেবার নির্বন্ধ লোক ২১৪১০৮; সেবার সৌষ্ঠব দেখি ২১৪১১৩।

সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া ৩৫১৮; সেব্য ভগবান্ সব মন্ত ২২৪১২৪২; সেব্য-সেবক ভাব ছাড়ি ৩২১৪৪।

সেহ কৃষ্ণপ্রেম মন্ত ২১৮১১৪; সেহ গোবিন্দের অংশ ১২১১২; সেহ ত ভক্তের বাক্য ১২১২৩; সেহ মহাবৈষ্ণব ১৮১৩৪; সেহ মোর প্রিয় অন্তজন ১১০১৮০।

সেহো এক জীবের ১১১৫২; সেহো চিড়া দধি কলা ৩৬১২২; সেহো ত কৃষ্ণের লাগি ১৪১১৫৩; সেহো ত সম্ভবে তাঁতে ১৫১১০; সেহো তোমার অংশ ১৩১৫৫; সেহো তোমার নাম জানে ২১৭১২১; সেহো

নহে যাতে কর্তা ১৫৫৪; সেহো কল খায় ১২৮৮; সেহো মোর প্রিয় অগ্গজন ২১৫১০২; ২১৫১৭৮; সেহো রহ ত্রাজে যবে ২২১১১১; সেহো রহ সর্বস্ব ২২১১০১।

সৈন্ত্যসঙ্গে চলিয়াছি ২১৩২৭১।

সোণার মুঘল হল ১১০১৭১।

সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা ২১৮১৩৪; সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু ২১৮১২০৪।

সোদুর্ভ বচনরীতি ২২১৫৬।

সৌদামিনী পীতাম্বর ৩১৫৫৮; সৌন্দর্য ঐশ্বর্য মাধুর্য ২২০১১৪২; সৌন্দর্য কুসুম ২১৮১৩১; সৌন্দর্য দেখিতে তবু ২২০১৪২; সৌন্দর্য দেখিতে ভূমে ৩১৫৫০; সৌন্দর্য প্রেমাবেশ দেখি ২২০১৮২; সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার ২২০১৮০; সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেম ৩১৪৩৩; সৌন্দর্যাদি দেখি ভট্টের ২১২০৬০; সৌভাগ্যাদি প্রায় সেই ২২০১৪২; সৌভাগ্য তিলক চাকুললাটে ২১৮১৩৭।

স্বপ্নক্ষেত্রার্থে কৈল ২২১১২; স্বপ্নের উপরে বহু ১২১১৫।

স্বপ্ন পান করে প্রভু ১১৪৩২; স্বপ্ন পিয়াইতে পুত্রের ১১৪১২; স্বপ্ন শুনি প্রভুরে কহয়ে ২১২১৬৪; স্বপ্ন হঞা মূল শাখা ২১২১৪২; স্বপ্ন কম্প পুলকান্ত ২১০১৫২; স্বপ্ন কম্প প্রবেশ ২২১৬২; স্বপ্নভাব পথে হৈল ৩১৪১৮৫; স্বপ্ন স্বপ্ন অশ্রু কম্প ২১৮২২; স্বপ্ন স্বপ্ন পুলকান্ত ২১০১৭২; স্বপ্নাদি সাত্বিক অনুভাবের ২২০১৩১; স্বপ্নিল সূর্যের গতি ৩২০১৮৮; স্বপ্নি করি এই পাছে ২২১১১২; স্বপ্নি করি কহে ২১০১৪২; স্বপ্নি করে পুলকান্ত ২১৬১০৩; স্বপ্নি প্রণতি করি ২২১১৭৪; স্বপ্নি ভক্ত্য করেন ১৬৩৩৭; স্বপ্নি শুনি মহাপ্রভু ২১৬১২৫; স্বপ্নি কহে জাতি লহ ২২৫১৪৫; স্বপ্নি গায় বলি গোবিন্দ ৩১০১৮২; স্বপ্নি-দরশন সম বিষের ২১১১৬; স্বপ্নি দেখাইয়া তাঁর ২২১১০; স্বপ্নিপুত্র কহে বিষ ২১৫১০; স্বপ্নিপুত্র জাতিবন্ধুর ২১৫১৩৫; স্বপ্নিপুত্র সহিতে রামচন্দ্রের ৩১০১৫০; স্বপ্নি-পুরুষ কেবা গায় ৩১০১৭২; স্বপ্নিবালবন্ধু আর ২১৮১১২২; স্বপ্নি বন্ধু বালক যুবা ১১১২৩; স্বপ্নি মারিতে চাহে রাজা ২২৫১৪৬; স্বপ্নি নাম শুনি ৩১০১৮৩; স্বপ্নি এক অসাধু ২২২১৪২; স্বপ্নি সব দুষ্ক দিয়া ২১৪১২২; স্বপ্নি সব দূরে হৈতে কৈল ৩১২১৪১; স্বপ্নির্শ হৈলে আমার ৩১০১৮৪।

স্বপ্ন পুরুষ যৈছে ২১৮১০১; স্বপ্ন লেপি ক্ষীর লক্ষ্য ২১৪১২০; স্বপ্নে স্বপ্নে ভাগবতে ২২১১২২; স্বপ্নবর-জন্ম দেখে ২১৮২২৭; স্বপ্নবর-জন্ম মিলি ২১৭১২৬; স্বপ্নবর জন্ম হৈল ১১০১২৬; স্বপ্নবর জন্মের প্রথম ৩১০১৩৩; স্বপ্নবর জন্মের সেই ৩১০১৩৪; স্বপ্নবর দেখে দেবদেহে ২১৮২১১; স্বপ্নবর পর্যাঙ্ক কৃষ্ণনাম ৩১০১৬৪; স্বপ্নবর হইয়া ধরে ১২১০০; স্বপ্নবরের শব্দ লাগে ৩১০১৬৫; স্বপ্নিভাবে রস হয় ২২০১২৮; স্বপ্নিভাবে মিলে যদি ২১২১১৫৪; স্থিতিকর্তা বিষ্ণু ১১৪১৭; স্থিরচর জীবের সব ৩১০১৭১; স্থির হঞা ঘরে যাহ ২১৬১২৩৫; স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য ২১৬১২২; স্থূল এই পঞ্চদোষ ১১৬১৭৮; স্থূলস্থূল জগতের তেঁহো ২১৮১১৮২; স্থূলে দুই অর্থ সূক্ষ্ম ২২৪১২০৪।

স্বপ্ন করাইয়া পুন ৩১৫১৮১; স্বপ্ন করি কপাট খুলি ২১৪১২২; স্বপ্ন করি কৈল জগন্নাথ ৩১২১২৬; স্বপ্ন করি গেলা আদি ২২১২১৭; স্বপ্ন করি তাই মুক্তি ২১৫১২৮৭; স্বপ্ন করি নানা ব্যঞ্জন ৩১২১২২; স্বপ্ন করি প্রভু প্রাক্কালে ২১৭১৩১; স্বপ্ন করি বৃক্ষতলে ২১৪১২২; স্বপ্ন করি মহাপ্রভু ঘরে ৩১৪১১১; স্বপ্ন করি মহাপ্রভু দরশনে ৩১৪১৭৪; স্বপ্ন করিতে যবে যান ১১৭১৫১; স্বপ্ন করিবারে আইলা ২১৮১২২; স্বপ্ন দর্শন ভোজন ৩১৫১৫; স্বপ্ন ভিক্ষাদি নির্বাহ ২১৭১২১৫; স্বপ্ন ভোজন কর আপনে ৩১১১৩৮; স্বপ্ননযাত্রা কবে হবে ২১১১৫০; স্বপ্ননযাত্রা দেখি প্রভু পাইল ২১১১৫১; স্বপ্ননযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ২১১১২৪; স্বপ্ননসম্মা দস্তধাবন ২১৬১২০৩; স্বপ্ননাদি করায়, পরায় ৩১৫১৩৭।

স্বপ্নে করি বায় বায় ২১২১১৭৫; স্বপ্নেবশ হঞা করে ২১০১১৩৬; স্বপ্নেভক্তি করি কিছু ২১৬১১২; স্বপ্নে-লেশাপেক্ষামাত্র ২১০১১৩৬; স্বপ্নেতে রাঙ্কিল প্রভুর ৩১১০১৭।

স্বপ্ন মাঝে সেই ভূত ২১৮১৪৬ ; স্বপ্নিবার কার্য আছুক ২১৮১৭৭ ।

স্বপ্ন ট করি কহ তুমি ২১৭১১০ ; স্বপ্ন নাহি করে দোষগুণের ২১৬১২৪ ।

স্বপ্ন ভিজ্ঞানে তেঁহো তাহা ২১৫১৫৪ ।

স্বকর্ম করিতে সেই ২১২১১২ ; স্বকর্মফলভুক পুমান্ ২১১১৬১ ; স্বকল্পিত ভান্বেমে ২১৬১৩০ ; স্বকীয়া পরকীয়া ২১৪১৪১ ।

স্বগণ চড়াইল প্রভু ২১৬১১২০ ; স্বগণসহ মহাপ্রভুর ২১৭১২৫ ; স্বগণ সহিত প্রভু ২১৬১১২৪ ; স্বগণ সহিত মোর মানিল ২১৭১০৫ ; স্বগণ সহিতে চৈতন্তের ২১৬১৩০ ; স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সভার ২১৪১০৭ ।

স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার ২১২৪৭২ ; স্বচরণায়ত দিয়া বিষয় ২১২১২৬ ; স্বচরণে ভক্তি দেহ ২১১১১৬ ।

স্বচ্ছ ধোঁত বস্ত্রে ২১৪১১৪৬ ; স্বচ্ছন্দ আচার কর ২১৩১৩০ ; স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে ২১৪১১১০ ; স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ ২১৬১২৬ ; স্বচ্ছন্দে করেন সতে ২১৮১২১ ; স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে ২১৩১১৮ ; স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ ২১১১১০৭ ; স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর ২১৮১২১ ।

স্বজনমৃত্যুভয়ে কহে ২১৫১৮৩ ; স্বজনে করয়ে যত ২১৪১১৪৪ ।

স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি ২১৭১২৫ ; স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই ২১৬১২২ ; স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য ২১৬১৬২ ; স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তবে ২১৪১৮৪ ।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা ২১৪১৬৩ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে ২১৭১৪৮ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ২১৭১৭৬ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ২১১১২৮ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত ২১৮১২৮ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না ২১৭১৩২ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা ২১২১২০০ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম ২১৮১১৮ ; স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা ২১১১২৩ ; স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ ২১৫১২২ ; স্বতন্ত্র হইয়া সতে ২১১২৫৭ ।

স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ২১০১২৩ ।

স্বপ্ন দেখিল যেন ২১৩১৩৪ ; স্বপ্নে ঠাকুর আসি ২১৪১২৫ ।

স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি ২১৪১০৭ ; স্বপ্ন দেখি পূজারী ২১৪১২২ ; স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি ২১৬১১২ ; স্বপ্ন দেখি ভীষণ ২১৩১৩৮ ; স্বপ্ন দেখি সেই বালক ২১৪১৩৪ ; স্বপ্ন দেখি সেই রাণী ২১৫১৩০ ; স্বপ্নপ্রায় কি দেখিল ২১২১৩৫ ; স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলে ২১৫১৭৫ ; স্বপ্নাবেশে প্রেমে ২১৪১৩৬ ; স্বপ্নে এক বিপ্র কহে ২১৬১১০ ; স্বপ্নেও না করে তেঁহো ২১০১৭ ; স্বপ্নের দর্শনাবেশে ২১৪১৩০ ; স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল ২১৬১১২ ; স্বপ্নের বিপ্র কৈল ২১৬১২২ ; স্বপ্নেহো ছাড়িল সতে ২১১১৪২ ।

স্বপ্রভাবে লোকে সব ২১২১৬০ ।

স্ববচন স্থাপিতে আমি ২১৭১২৫ ; স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার ২১৫১৮৩ ।

স্বভক্তের গাঢ়মুরাগ ২১২১৬৬ ।

স্বমত কল্পনা করে ২১২১১৭ ; স্বমাধুর্য আশ্বাদিতে ২১৬১২৪ ; স্বমাধুর্য দেখি ২১৪১১১ ; স্বমাধুর্য প্রেমানন্দ রস ২১৭১৩০৭ ; স্বমাধুর্য রাধাপ্রেমরস ২১৭১২৬০ ; স্বমাধুর্যে করে সদা ২১২১১৭ ; স্বমাধুর্যে লোকের মন ২১৫১২২ ।

স্বয়ং ভগবন্ত পিছে ২১২১৬৮ ; স্বয়ং ভগবন্তে কৃষ্ণ হরে ২১২১৩৪ ; স্বয়ংভগবন্তে ভগবন্তে ২১২১৬১ ; স্বয়ং ভগবান্ আর ২১২১২০২ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ২১৭১৫ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব ২১২১৫ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বাশ্রয় ২১২১৮২ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর ২১২১১৩০ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্ত ২১২১৬৬ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র ২১২১২০ ; স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব ২১২১৩০ ; স্বয়ং ভগবান্ যেই ২১৭১৩০৪ ; স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর ২১২১৭৪ ; স্বয়ং ভগবান্ সর্ব অংশী ২১৫১১৩২ ; স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ২১৪১৭ ; স্বয়ং

ভগবানের কৃষ্ণ ১২১৬০; স্বরূপ এক কৃষ্ণ ২২০১৩০; স্বরূপ কৃষ্ণের কার্যবাহ ১১১৪২; স্বরূপ তদেকাত্মরূপ ২২০১৩৮; স্বরূপে গোপবশ ২২০১৪৮; স্বরূপে স্বরূপপ্রকাশ ২২০১৩০; স্বরূপ বিজ্ঞান, দীর্ঘবিক্র ২১৭১৮০।

স্বরূপ অর্থেত দুই পার্শ্বে ২১২২০৫; স্বরূপ অল্পভবি তাঁরে ২২৫১৭; স্বরূপ আত্মায় গোবিন্দ ৩৬২২০, স্বরূপ উঠি কোলে করি ৩১৭১৫৭; স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি ২২৪১৫৩; স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর ১১৭১৩২; স্বরূপ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ২২০১২৬৭; স্বরূপ কহে উঠ প্রভু ৩১৪১৭০; স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ২১৭১১৪; স্বরূপ কহে এই মিথ্যা ৩২১১৫৫; স্বরূপ কহে এই শ্লোক ৩৫১১০২; স্বরূপ কহে এই অমৃত ৩৬৩১৩৩; স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলা ৩১১১১০; স্বরূপ কহে গোপীমান ২১৪১১৩৮; স্বরূপ কহে জানি রূপা ৩১৭১৮; স্বরূপ কহে তথাপি মায়ী ৩২২১৭; স্বরূপ কহে তাঁর হয় ৩১৮১৬৬; স্বরূপ কহে তুমি আমা ৩১৭১২১; স্বরূপ কহে তুমি গোয়াল ৩৫২১৮; স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা ৩১৩১২২; স্বরূপ কহে প্রভু বসি ৩১১১৮২; স্বরূপ কহে প্রভু মোর ২১০১২০; স্বরূপ কহে প্রেমবতীর ২১৪১২৫; স্বরূপ কহে মনে কিছু ৩৬২১৬৮; স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর ৩৬২১০৩; স্বরূপ কহে যবে এই ৩১৮১২; স্বরূপ কহে যারে তুমি ৩১৮১৬১; স্বরূপ কহে শুন প্রভু ২১৪১২২০; স্বরূপ কহেন, প্রভু করেন ২২৫১২০৫; স্বরূপ কহেন যাতে জানিল ২১১১৬৬; স্বরূপ কহেন শ্রীবাস ২১৪১২০৫; স্বরূপ গায় রায় করে ৩১৫১২৪; স্বরূপ গোবিন্দ দুই ৩১৪১৫৪; স্বরূপ গোবিন্দ দৌহার ৩১২১৫৮; স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারায় ৩৬২১২৮; স্বরূপ গোবিন্দ গুইল ৩১২১৫৩; স্বরূপগোসাঞি আদি ৩১১১৪৮; স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথ ৩১৪১৬ স্বরূপগোসাঞি আর রামানন্দ ৩১১১১৪; স্বরূপগোসাঞি আর রায় ৩২১১০৫; স্বরূপগোসাঞি আসি পণ্ডিতে ৩১৩১১৫; স্বরূপগোসাঞি কড়চায় ৩৩২১৫৬; স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা ৩১৪১৫২। স্বরূপগোসাঞি কহে শুন ৩২১১৩৬; স্বরূপগোসাঞি কহিলেন ৩১১১৭৭; স্বরূপগোসাঞি কিছু ৩১২১২৮; স্বরূপগোসাঞি কৈলা বিগ্রহ ৩২০১১০২; স্বরূপগোসাঞি গায় বিতাপতি ৩১৭১৫৮; স্বরূপগোসাঞি গৌড়ে ৩১৮১৮; স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ গোবিন্দ ৩৭১১৩৮; স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ দামোদর ২১২১১৬০; স্বরূপগোসাঞি জানে, না কহে ২১৩১২৮; স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ ৩১৪১৬৫; স্বরূপগোসাঞি তবে কহিতে ৩১৮১১০৮; স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা ২১৪১৩৮; স্বরূপগোসাঞি তবে চিন্তা ৩১২১৬৩; স্বরূপগোসাঞি তবে সেই ৩১১১০১; স্বরূপগোসাঞি তবে সজিল ৩১৩১১৬; স্বরূপগোসাঞি তারে পুছিল ৩১৮১৪২; স্বরূপগোসাঞি দামোদর ২১১১১২২; স্বরূপগোসাঞি দিলেন ৩৬২১২৩; স্বরূপগোসাই পদ কৈল ৩১৫১৭৭; স্বরূপগোসাঞি পসারিবে ৩১১১৭৫; স্বরূপগোসাঞি পাদপদ্ম ১৪১২২৮; স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে করাইল ৩১১১৬০; স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে ঘরে ৩১১১৭৬; স্বরূপগোসাঞি প্রভুর অতি ১৪১২২; স্বরূপগোসাঞি প্রভুর ভাব ৩১৭১২২; স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে কৈল ২১১১৮৬; স্বরূপগোসাঞি ভাল ২১২১১৭০; স্বরূপগোসাঞি মাত্র ১৪১১৩৭; স্বরূপগোসাঞি যবে ৩১৫১৭৩; স্বরূপগোসাঞি সভায় ২১৭১২২; স্বরূপগোসাঞি সহ ৩২১৮৪; স্বরূপগোসাঞিকে কহে গাও ৩১৫১৭১; স্বরূপ গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ ৩১৩৮; স্বরূপগোসাঞিকে কিছু ৩১৪১২৮; স্বরূপগোসাঞিকে দেখি ৩১৮১০৭; স্বরূপগোসাঞির ঠাঞি পণ্ডিত ৩১৩১২৬; স্বরূপগোসাঞির বোলে ৩১৩১৩২; স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য ২১৩১১৫৫; স্বরূপগোসাঞির মত ২২১৮২; স্বরূপগোসাঞিরে আচার্য্য ৩২২১১; স্বরূপগোসাঞিরে আনি ২১২১২২২; স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক ২১১৬৪; স্বরূপ জগদানন্দ কাশীধর ৩৭১৫৩; ৩১১৮৩; স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত ৩১৪১৮৩; স্বরূপঠাঞি উত্তরে যদি ৩৫২১৩; স্বরূপদেহ চিদানন্দ ৩৫১১১৮; স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে ২১০১১১০; স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের ১৫১২৩; স্বরূপ বিনা কেহো অর্থ ২১৩১১৬; স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনার সঙ্গে ৩২০১৩; স্বরূপরামানন্দ এই দুই জনে লঞা ৩১৫১১০; স্বরূপ রামানন্দ গায় ৩১২১২৪; স্বরূপ রামানন্দ রায় করি ৩১২১২৪; স্বরূপ রামানন্দ সনে ২২১৬৬; স্বরূপ রূপসনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ ধূলি করি ২২১৮৩; স্বরূপ রূপসনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ শিরে ধরি ৩১৬১১৪১; স্বরূপ লক্ষণ আর ২২০১২০৫। স্বরূপলক্ষণে তুমি ২১৮১১৬; স্বরূপলক্ষণে তাঁর ২২২১৫; স্বরূপলক্ষি শক্তিকার্যের

২২০১৩০ ; স্বরূপ শক্তি ফ্লাহিনী ১৪৪৫২ ; স্বরূপ শ্রীবাস তার ২১৩৩৩১ ; স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ ২১৩৩১২২ ; স্বরূপ সহিতে তার হয় ২১৩৩৭৬ ; স্বরূপ স্ত্রকর্তা ৩১৪১২ ।

স্বরূপাদি আসি পুছিল ৩২১১১৪ ; স্বরূপাদিগণ তাই ৩১৪১২২ ; স্বরূপাদি ভক্তগণসনে ৩১৩১১০৩ ; স্বরূপাদি ভক্তঠাঞি ৩১৩১১৫ ; স্বরূপাদি মিলি তবে ৩২১১৬৪ ; স্বরূপাদি সব ভক্তের ৩৩১২০ ; স্বরূপাদি সহ গোসাঞি ৩৩১২৭ ।

স্বরূপে কহে সিংহঘারে ৩৩২৭৮ ; স্বরূপে পুছয়ে আনি ৩১২৩০২ ; স্বরূপে পুছিল তবে ৩৩২৬৭ ; স্বরূপে পুছেন প্রভু ২১৩৬৫ ; স্বরূপের অন্তর্ধানে ১১০১০১ ; স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর ২১৩১৫৬ ; স্বরূপের উচ্চ গান ২১২১৩৮ ; স্বরূপের ঠাঞি আচার্য ৩৫১২৬ ; স্বরূপের ঠাঞি আছে ২১১১২২৮ ; স্বরূপের ঠাঞি ইহার ৩৩২৩৬ ; স্বরূপের পরীক্ষা লাগি ৩১৭৭৭ ; স্বরূপের রঘুনাথ ৩৩২০১ ; স্বরূপের সঙ্গে দিল ২১৩৭৩ ; স্বরূপের সঙ্গে পাইল ৩৭১৩৪ ; স্বরূপের সঙ্গে মাত্র ৩১০৭৫ ; স্বরূপের সঙ্গে সেহো ৩১০৭৫ ; স্বরূপের স্থানে তাঁরে ৩৩২৪২ ; স্বরূপের স্থানে তোমা ৩৩১৪০ ; স্বরূপের হস্তে তাঁরে ৩৩২০২ ; স্বরূপেরে কহে কুপা ৩৩১২২ ; স্বরূপেরে বোলাইল ৩১৭১২২ ; স্বরূপেরে সেই পদ ৩১০৬৫ ।

স্বর্গ রোপ্য বস্ত্রগন্ধ ২৪১২২ ; স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত ২১২১১৭৫ ; স্বর্গে বাণ নৃত্য করে ১১৩১২৫ ।

স্বসঙ্গ ছাড়াঞি কেনে ১১৩১৩৬ ; স্বসুখার্থ সালোক্যাদি ১৪১১৭২ ; স্বসৌভাগ্য যার নাম ২১২১৮৬ ; স্বসভাবে কৃষ্ণের ২১৪১৫০ ; স্বসপ্রেম অরূপ ১৪১২২৫ ; স্বস মত স্থাপে পরমতের ২১২৫৭৭ ।

স্বহস্তে করান তার ৩৫১১৫ ; স্বহস্তে করান স্নান ৩৫১১৫ ; স্বহস্তে করেন মল ৩৮১২৭ ; স্বহস্তে পরাইলা সভারে ২১৩১২৮ ; স্বহস্তে পরান বস্ত্র ৩৫১১৬ ; স্বহস্তে সভারে প্রভু ২১৩৪৪৪ ; স্বহৃদয়ে আনি ধরিল ৩১১৫৩ ।

স্বাংশ বিভিন্নাংসরূপে ২১২২৬ ; স্বাংশ-বিস্তার চতুর্ভুজ ২১২২৭ ; স্বাংশের ভেদ এবে ২১২০২১১ ; স্বাঙ্গবিশেষাভাস-রূপে ২১২০২৩৪ ; স্বাদ আনি তৈছে ভোগ ২৪১১২২ ; স্বাদ স্নগন্ধ দেখি ৩১০১২৭ ; স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন ২১২০১০২ ; স্বাভাবিক তিন শক্তি ২৩১৪৩ ; স্বাভাবিক দাসীভাব ৩৫১১৮ ; স্বাভাবিক প্রেম দোহার ২১৮২১ ; স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব ৩২০১৩৪ ; স্বামি আজ্ঞা পালে এই ৩৭১২০ ; স্বায়ত্ত্ববে যজ্ঞ ২১২০২৭৫ ।

স্বৈদ কল্প অশ্রুজল ২১২১২১৪ ; স্বৈদ কল্প অশ্রু দৌহে ২৩১২০৭ ; স্বৈদ কল্প অশ্রু পুলক ২৩১১২ ; স্বৈদ কল্প অশ্রু তত্ত্ব ২১২১৬০ ; স্বৈদ কল্প পুলকাদি ১৮১২৩ ; স্বৈদ কল্প বৈবর্ণ্যাশ্র ২১২১১৩৫ ; স্বৈদ কল্প ঈরোমাক্ষাশ্র ১৭১৮৬ ।

স্মরণের কালে গলে ৩৩২৮৪ ; স্মিতকান্তি স্নকপূর ২১৮১৩১ ; স্মিতকিরণ স্নকপূর ২১২১১১৮ ।

হ হ হ হ

হংস মধ্যে বক বৈছে ৩৫১২২১ ।

হইবে ভাবেতে জ্ঞান ৩১৪১০ ।

হড় হড় করি রথ ২১৪১৫৩ ।

হনুমানাবেশে প্রভু ২১৫১৩৪ ।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে ২১২০২০৬ ।

হররে নাম কৃষ্ণ ১১৭১১৬৬ ।

হরিকীর্তন-কোলাহল ৩১১৭১ ; হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষ ২১২০১৭৩ ; হরি কৃষ্ণ আদি হয় ২১২০১৭৮ ; হরি কৃষ্ণ কহ দৌহে ২১৩১৫০ ; হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে ১১৭১২১১ ; হরি কৃষ্ণ শঙ্গে সভে ৩১১৫৭ ; হরিচন্দন পাঞ ঘাই ৩৩৪৪ ; হরিচন্দনের স্বন্ধে ২১৩৮৬ ; হরিদাস আছিল পৃথিবীর ৩১১১২৬ ; হরিদাস করে গোকার ৩১২১২ ;

হরিদাস করে প্রেমে ২১১১১০; হরিদাস কলিকালে ৩৩৪২; হরিদাস কহে আজি ৩১১১১১; হরিদাস কহে কর ৩৩২৪৬; হরিদাস কহে কেনে ৩৩১৮৩; হরিদাস কহে গোসাঞি ৩৩২০৫; হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর ৩৪১৮০; হরিদাস কহে তোমা ৩৩১০৬; হরিদাস কহে তোমার ৩১১১৫৫; হরিদাস কহে নামের ৩৩১১০; হরিদাস কহে প্রভু আসিব ৩৪১১৪; হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা ৩৩৫১; হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁই ২১১১১৩; হরিদাস কহে প্রভু যাতে ৩৩৬৩; হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে ৩৪১১৩; হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা ৩১১১৪৬; হরিদাস কহে মিথ্যা ৩৪১৮৪; হরিদাস কহে মুক্তি নীচজাতি ২১১১৫০; হরিদাস কহে মুক্তি পাশিষ্ট ২৩৬০; হরিদাস কহে যদি ৩৩১৮৬; হরিদাস কহে যাবৎ ৩৩১৩; হরিদাস কহে যৈছে ৩৩১১৩; হরিদাস কহে স্তন ৩১১১২৫; হরিদাস কহে সনাতন ৩৪১১১; হরিদাস কান্দি কহে ২৩১২০; হরিদাস কাই তারে ৩২১১৪৮; হরিদাস কাই যদি ৩২১১৬১; হরিদাস কৃপা করে ৩৩১৬২; হরিদাস কৈল নামের ৩২০১৮৮; হরিদাস কৈল প্রভুর ৩৪১১৪১; হরিদাস গায়েন যেন ৩২১১৫২; হরিদাস গোবিন্দানন্দ ২১৩১১২; হরিদাস জানি তাঁরে ৩৪১১৩; হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ২১৬১২১; হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর ২২৫১৮১; হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন ২১১৫১; হরিদাস ঠাকুর এই ২১১১১৫; হরিদাস ঠাকুর কহে ৩৩২৩৬; হরিদাস ঠাকুর চলি ৩৩১৫১; হরিদাস ঠাকুর তারে ৩১১৪১; হরিদাস ঠাকুর তাহা ২১৩১৪০; হরিদাস ঠাকুর মহা ৩১১৩৫; হরিদাস ঠাকুর রূপে ৩১১১৫৪; হরিদাস ঠাকুর শাখার ১১০১৪১; হরিদাস ঠাকুরে তবে ৩১১১৬১; হরিদাস ঠাকুরে ডুজি ৩৩১৮২; হরিদাস ঠাকুরে যাই ৩৩১৬১; হরিদাস ঠাকুরের কৈল ৩৩২৫৮; হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব ৩১১১১৩; হরিদাস ঠাকুরের হৈল ২১০১২২; হরিদাস ঠাকুরেরে করিল ১১১১৬১; হরিদাস ঠাকুরে আইলা ৩২১১৩৫; হরিদাস তারে বহু ৩৩১১১; হরিদাস দরশনে ঐছে ৩১১১২২; হরিদাস দ্বারায় নাম ৩৫১৮৩; হরিদাস না দেখিয়া ২১১১১৪৬; হরিদাস নিজাগ্রেতে ৩১১১৫২; হরিদাস পাছে নাচে ২৩১১১০; হরিদাস বন্দিল প্রভু আর ৩১১১৪৫; হরিদাস বলি প্রভু ২১২১১৫১; হরিদাস বিষ্ণুদাস ২১৩১৪১; হরিদাস মিলি আইসে ২১৫১৫; হরিদাস যবে নিজ ৩৩২১; হরিদাস লঞা তিনে ৩১১৪৪; হরিদাস লাগি কিছু ৩২১১২০; হরিদাস সনাতন বসিলা ৩৪১২২; হরিদাস হরি বোল বোলে ২১৩১৮২; হরিদাস হাসি কহে ৩৩১২১; হরিদাসে কহে প্রভু ৩৪১৮২; হরিদাসে কৈলা প্রভু ৩৪১১৪১; হরিদাসে দিতে গেল ৩১০১১১; হরিদাসে দেখিতে আইলা ৩১১১৪৪; হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি ৩১১১১১; হরিদাসে প্রশংসে লোক ৩৩১২৮; হরিদাসে প্রসাদ লাগি ৩২১১২৮; হরিদাসে বেড়ি করে ৩১১১৪৮; হরিদাসে মিলি প্রভু ৩১১৪৩; হরিদাসে মিলি সভে ২১১১১৮০; হরিদাসে মিলিতে আইলা ৩৪১১৫; হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে ১১৩১২৮; হরিদাসে লোকের পূজা ৩৩২৫; হরিদাসে সমুজ্জ্বলে ৩১১১৬৩; হরিদাসের অঙ্গে দিল ৩১১১৬৪; হরিদাসের অপরাধে হৈল ৩৩১৩৮; হরিদাসের আগে আসি ৩১১১৪৫; হরিদাসের ইচ্ছা যবে ৩১১১২৪; হরিদাসের কৃপাপাত্র ৩৩১৫২; হরিদাসের কৈল তেঁহো ৩৪১১৩; হরিদাসের গুণ কহিতে ৩১১১৫০; হরিদাসের গুণ কহে ৩৩১৮৫; হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে ৩৩১৮৮; হরিদাসের গুণ কিছু স্তন ৩৩২০; হরিদাসের গুণগণ ৩৩১৮১; হরিদাসের গুণ প্রভু ৩১১১৪২; হরিদাসের গুণ সভে ৩৩১৬১; হরিদাসের গুণে সভার ৩১১১৫১; হরিদাসের তছু (প্রভু) কোলে ৩১১১৫৮; হরিদাসের পাদোদক ৩১১১৬৪; হরিদাসের বার্তা তেঁহো ৩২১১৫৮; হরিদাসের বাসা গেলা ৩৩১০১; হরিদাসের বিজয়োৎসব ৩১১১২০ হরিদাসের মহিমা কহে ৩৩১৩৫; হরিদাসের সিন্ধিপ্ৰাপ্তি ২১১২৪৩; হরিদেব আগে নাছে ২১৮১১৬; হরিদেব দেখি তাই ২১৮১১৪; হরিদেব নারায়ণ আদি ২১৮১১৫; হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর ২১৮১১১; হরিদ্রা সিন্দুর আর ১১১১৩৫; হরিধনি উঠিল সেই ২১২১২৫; হরিধনি করি উঠি ৩৩১১৮; হরিধনি করি সব ভক্ত ৩২১১৪৪; হরিধনি করি সভে কৈল ৩১৬১০৮; হরিধনি করে বৈষ্ণব ২১১১২০০; হরিধনি করে লোক আনন্দে ৩১০১৬১; হরিধনি করে লোক স্বর্গমর্ত্য ১১১১৫২; হরিধনি করে লোক হৈল ৩১০১৬২; হরিধনি কোলাহলে ৩১১১৬২; হরি নাম লগুয়াইয়া ১১৩২০; হরিবংশে করিয়াছে ২২৩১৫৮; হরিবল্লভ সেবতী কর্পূর ২১৪১২৮; হরি বলি নারীগণ ধৈর্য

১১৩৯৫; হরি বলি নৃত্য করে সব ২১২১৪৬; হরি বলি হিন্দুকে ছাত্র ১১৩৯৮; হরি বোল বলি ভায়ে ২১৪১৪৩; হরি বোল বলি প্রভু উঠিলা ৩১৪১৫; হরি বোল বলি প্রভু করে উচ্চ ধনি ২১১১৭২; হরি বোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ৩১১৫০; হরি বোল বলি প্রভু গর্জিয়া ৩১৪১৬৬; হরি বোল হরি বোল বোলে ৩১১১৬৭; হরিভক্তিবিলাস আর ২১১৩০; হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ ৩১২১২২; হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য ২১২৪১২৪; হরিভট্ট গঙ্গাদাস ২১১১৪৪; হরিশঙ্কর এই মুখ্যার্থ ২১২৪৪৮; হরিশঙ্কর নানা অর্থ ২১২৪৪৪; হরি হরি করি হিন্দু ১১১১১৮৮; হরি হরি ধনি উঠি ভরিল ৩১৪৮৫; হরি হরি ধনি উঠে সব ৩১১৫৫; হরি হরি ধনি বিনা নাহি ১১১১১৮৬; হরি হরি ধনি বিনে আন নাহি ১১১১১১৭; হরি হরি বলি উঠে ২১৩১১; হরি হরি বলি নাচে ২১৩২১৫; হরি হরি বলি বৈষ্ণব ৩১৪৮৬; হরি হরি বলি লোক ২১১৮৫; হরি হরি বোলে কাকাল ২১৪১৪৪; হরি হরি বোলে লোক আনন্দিত ২১৩১০৬; হরি হরি বোলে লোক হরষিত ১১৩১২; হরি হরি বোলে সন্তে ২১১২০৪।

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ৩১৩১৭; হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে ৩১৫৫৫; হরে নারীর তনুমন ৩১২১২০; হরেনাম শ্লোকের কৈল ১১১১১৮; হরেনাম শ্লোকের যেই ২১২৫১২৮।

হর্ষ দৈন্ত্য চাপল্যাঙ্গি ২১২৫১২০; হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম ৩১১১২২; হর্ষ ভয় দৈন্ত্যভাবে ২১৩১৬৪; হর্ষাদি ব্যভিচারী সব ৩১৫১৭৪; হর্ষে প্রভু কহে শুন ৩২০১৭।

হস্ত তুলি রহিলা প্রভু ৩১২১২২৭; হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে ২১৩১১৫; হস্তপদ গ্রাবা কটি ৩১৪১৬২; হস্তপদ শির সব ২১২১২২; হস্ত পদের সন্ধি যত ২১২১১১; হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ ১১৩১৩৪; হস্ত হালে মনোবুদ্ধি ৩২০১৮৪।

হস্তি উপরে ভাবুগৃহে ২১৩১১৬; হস্তিগণ মধ্যে যেন ২১২১৫৪।

হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে ২১১১২৪।

হস্তে তারে স্পর্শ কহে ২১৩১৮৮।

হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ৩১২১৪।

হাটে হাটে বলে ২১৪১৩১।

হাড়ি আনাইয়া সব ১১১১৪০।

হাতে করোয়া ছিড়া কহা ২১২০১৩৫।

হাথে ধরি গোপীনাথচাঞ্চ্য ২১৫১২৭৬; হাথে যার দাসীশত ২১৪১২২৮; হাথাহাথি করি হৈল ২১৩১৮৪।

হানি লাভ সম শোকাদির ২১২১৬৫।

হারাম হারাম বোল ৩১৫২২।

হারি হারি প্রভুমতে ২১৩১৩২।

হাসায় নাচায় মোরে ১১১১৭২।

হাসি কান্দি নাচি গাই ১১১১৭৫; হাসি তারে মহাপ্রভু ১১১১১৬৪। হাসি মহাপ্রভু আর এক ৩১৫১২০; হাসি মহাপ্রভু তবে অবৈতে ২১৪১৮৬; হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথের ৩১৫২৩১; হাসিতে লাগিলা দেখি ৩১৫১১০; হাসিতে লাগিলা প্রভু ২১৪১৩৩; হাসিয়া গোপাল কহে ২১৫১২৬; হাসিয়া গোপালদেব ২১৫১১০৫; হাসিয়া তাহার কিছু ৩১৫৩১২; হাসিয়া লাগিলা দৌহে ২১৩১৭৫; হাসিয়া হাসিয়া প্রভু ৩১৫১২৬।

হাসে কান্দে নাচে গড়ি ধায় ১১১১১৮৭; হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ২১২১৬২; হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত ৩১২১৭; হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম ২১১১১৫৩; হাসে কান্দে নাচে গায় পরম ২১১১৪৭; হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের ২১৩১৬৬৬; হাসে কান্দে নাচে গায় বোলে হরি ৩১৮১৪১; হাসে কান্দে নাচে পড়ে ২১৮১৬৬; হাসে কান্দে নাচে প্রভু ২১৫১১৪৫; হাসে কান্দে পড়ে উঠে ১১১১২০১।

হাস্তপরিহাসে দৌহে ২১১০৪ ; হাস্তাত্ত বীর করণ ২১১১৬০ ।

হাহা করি বিষ্ণুশাশ ২১০১৬১ ; হাহাকার করি কান্দে ২১০৫১ ; হাহা কাঁহা বৃন্দাবন ২১০৪৮ ; হাহা কি কর
কি কর ২১০৬২ ; হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন ২১০১৫৬ ; হা হা প্রিয় প্রাণসখি ২১০১২১ ; হা হা শ্রামসুন্দর ২১০১৫৬ ;
হা হা সখি কি করি ২১০১৪২ ।

হিত লাগি আইলাম ২১০১৩৫ ; হিত লাগি আইলোঁ মুক্তি ২১০১৪৬ ; হিতোপদেশ কৈল প্রভু ২১০১৫২ ।

হিন্দুকে পরিহাস কৈল ২১০১২৪ ; হিন্দুচর কহে সেই ২১০১৩০ ; হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল ২১০১২০৩ ; হিন্দুবিশ
ধরি সেই ২১০১৩৬ ; হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম ২১০১২০৫ ; হিন্দু হরি বোলে তার ২১০১২৮২ ; হিন্দু হৈলে পাইতাম
২১০১২৮০ ; হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই ২১০১২০৮ ; হিন্দুর দেবতার নাম ২১০১২০০ ।

হিরণ্যগর্ত অন্তর্যামী গর্তোদক ২১০১২৫০ ; হিরণ্যগর্ত অন্তর্যামী জগত ২১০১২০ ; হিরণ্যগর্তের আত্মা ২১০১৪২ ;
হিরণ্যগোবর্দ্ধন দুই অতঃপর ২১০১৫৮ ; হিরণ্যগোবর্দ্ধন নাম ২১০১২১৫ ; হিরণ্যদাস মূলক নিল ২১০১১১ ; হিরণ্য-মজুমদার পলাইল
২১০১২১ ।

হীন কর্ণে রত মুক্তি ২১০১২৬ ; হীন জাতিতে জন্ম য়োর ২১০১২৬ ; হীনাচার কর কেনে ২১০১৬৮ ।

হুকার করয়ে ফোশে ২১০১২৭ ; হুকার করি যমুনার ২১০১১২ ; হুকার করিয়া উঠে বোলে ২১০১২৬৭ ; হুকার করিয়া
উঠে হরি হরি ২১০১৩৭ ; হুকার করিয়া প্রভু ২১০১১২ ; হুকারে আকৃষ্ট হৈলা ২১০১৩২ ।

হুসেন খাঁ সৈয়দ করে ২১০১২৪০ ।

হুহুকার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ২১০১২৪৩

হৃদয়োগ কাম তার ২১০১৪৪ ।

হৃদয় উপরে ধরে ২১০১৪২ ; হৃদয় জানিয়া স্বরূপ ২১০১১০৭ ।

হৃদয়ানন্দসেন আর ২১০১৫৮ ।

হৃদয়ে কি আছে তোমার ২১০১২১ ; হৃদয়ে ধরয়ে যে ২১০১২০ ; হৃদয়ে ধর্মিষু তোমার ২১০১৩২ ; হৃদয়ে প্রেরণ
কর ২১০১২৫ ; হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ২১০১১৮ ।

হুদি কোপ মুখে কহে ২১০১২৪৩ ।

হুদীকেশ গদাচক্র ২১০১২০০ ।

হেতু শব্দে কহে তুষ্টি ২১০১২০ ।

হেথা কাশীমিশ্র আসি ২১০১১৪ ।

হেনকালে অমোঘ নামে ২১০১২৪২ ; হেনকালে আইল যুগাবতার ২১০১২৪২ ; হেনকালে আইলা গোঁড়ের
২১০১১৬ ; হেনকালে আইলা তথা ২১০১৩৬ ; হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথ আচার্য ২১০১৫৫ ; হেনকালে
আইলা তাইাঁ ভবানন্দ ২১০১৪৭ ; হেনকালে আইলা তাইাঁ রাঘব ২১০১৭০ ; হেনকালে আইলা তাইাঁ রায় ২১০১২৫ ;
হেনকালে আইলা পুরী ২১০১১০৭ ; হেনকালে আইলা প্রভু ২১০১৫৬ ; হেনকালে আইলা বৈষ্ণব ২১০১৭৫ ; হেন-
কালে আইলা রঘু ২১০১৮৫ ; হেনকালে আইলা সব ২১০১২৩২ ; হেনকালে আইলা আচার্য গোস্বামী ২১০১২৭ ;
হেনকালে আর লোক ২১০১৩৩ ; ২১০১৪০ ; হেনকালে ঈশ্বরের উপল ২১০১৫২ ; হেনকালে এক গোঁড়িয়া ২১০১১১২ ;
হেনকালে এক নারী ২১০১২২ ; হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের ২১০১১২২ ; হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা ২১০১৫৮ ;
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা ২১০১১৫৪ ; হেনকালে খচিত যাহে ২১০১২৬ ; হেনকালে গেল রাজা ২১০১২৭ ;
হেনকালে গোবিন্দের ২১০১২৮ ; হেনকালে গোপাল বজ্র ২১০১৮১ ; হেনকালে গোঁড়ের সব ২১০১৫৫ ; হেনকালে
জগন্নাথের পানিশ ২১০১৭৪ ; হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ২১০১২২ ; হেনকালে তাইাঁ আশোরার ২১০১১৫৩ ;

হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি ৩১৭১২৬; হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা ৩১৮১০৪; হেনকালে দিগ-
বিজয়ী ১১৬২৭; হেনকালে দোলার চটি ২১৮১২; হেনকালে নিন্দা শুনি ২১২৫১১; হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু
১১৭১২৬; হেনকালে প্রতাপরত্ন করিলা ২১৮১৩; হেনকালে প্রতাপরত্ন পুরুষোত্তমে ২১১১১০; হেনকালে প্রভু
আইলা ৩১৭১৩; হেনকালে প্রভু উপল ৩৮১১৫; হেনকালে প্রভু পঞ্চ ২১২৫১১; হেনকালে বল্লভ ভট্ট ৩৭১৩;
হেনকালে বিপ্র আসি ২১২৫১৩; হেনকালে বৈদিক এক ২১৮১৫; হেনকালে বৈষ্ণবগণ ২১১১৬২; হেনকালে ভোগ
সরি ২১৮১২০; হেনকালে ব্যাঘ্র ভধা ২১৭১৩৫; হেনকালে মহাকার ২১৮১৮; হেনকালে মহাপ্রভু চেতন ২১৮১১৬৬;
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ ২১১১১১২; হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন ২১২৫১২০; হেনকালে মহাপ্রভু এক ৩৮১১৬;
হেনকালে মোরে ধরি ৩১৮১০৬; হেনকালে রঘুনাথ ৩৬১৮৭; হেনকালে রাণা আসি ১১৭১২৮১; হেনকালে
রামচন্দ্রপুরী ৩৮১৬; হেনকালে রামানন্দ ২১১১১২৬; হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি ৩১২১২০; হেনকালে শ্রীনিবাস
২১৩৮৭; হেনকালে সেই ভোগ ২১৮১১৮; হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রী ২১২৫১১৩; হেনকালে স্বরূপাদি ৩১২৫১০;
হেন কৃপাময় চৈতন্য ১৮১১১; হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ ২১২১২০; হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত ২১২১৫১; হেন কৃষ্ণ নাম যদি
১৮১২৫; হেন কৃষ্ণধর স্মৃতা ৩১৬১৩৪; হেন চরণ স্পর্শ পাইল ৩১২১২৮; হেন চিত্র লীলা করে ১৭১৮৫; হেন জন
গোপালের ২১৮১৭৮; হেন জন চন্দন ভার ২১৮১৭২; হেন জীব ঈশ্বর সনে ২১৬১৮৮; হেন জীবভঙ্গ লক্ষ্য ১৭১১১৩;
হেন জীবে অভেদ কর ২১৬১৮২; হেন তোমার এই জীব ২১৬১৮২; হেন তোমার সঙ্গে মোর ২১২১১২২; হেন
নারায়ণ ধীর ১২৫১২১; হেন প্রভু নিত্যানন্দ ১২৫১০৮; হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল ১৮১১৭; হেন বংশে স্থণা ছাড়ি
৩৮১২৮; হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ ৩৬১১২৮; হেন বুঝি জন্মিবেন ১১৩৮৫; হেন বুঝি বালগোপাল ২১২৫১৬০; হেন
ভগবান্ তুমি ২১৬১৮২; হেন ভাব ব্যক্ত করে ৩১৮১৭৬; হেন মতে অন্নকূট ২১৮১৭৪; হেন মতে মহাপ্রভু ৩১৩১২;
হেন মোরে স্পর্শ তুমি ২১৭১২৪১; হেন যে গোবিন্দ ১২৫১২০৩; হেন রস পান মোরে ৩২৫১৭৩; হেন শক্তি নাহি মান
২১৬১৪৭; হেন সঙ্গ বিধি মোরে ২১৭১৪৬।

হেমকলিত চন্দন ৩১২১৮২।

হেলান্ন মুক্তি পাবে ২১২৫১১২১।

হৈতে হৈতে হৈল গর্ত ১১৩৮৮৭; হৈল গোপীভাবাবেশ ৩১৭১৩১।

হোরা পঞ্চমী দেখি ২১৬৫৩; হোরা পঞ্চমীতে দেখিল ২১১১৩৫; হোরা পঞ্চমী যাত্রা কৈল ৩১০১১০২; হোরা
পঞ্চমীর দিন আইল ২১৮১১০৪।

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণ ১৮১৫৩; হ্লাদিনীদ্বারায় করে ১৮১৫৩; হ্লাদিনীর সার অংশ ২১৮১২২২;
হ্লাদিনীর সার প্রেম ১৮১৫২।

ক

ক

ক

ক

কণ মাত্র নাহি ছাড়ে ৩৬২৫০।

কণে অঙ্গ কণি হয় ২১২১৫; কণে উঠে কণে পড়ে নাহি ২১৮১২১; কণে উঠে কণে পড়ে কণেকে ২৩১২০;
কণে নাচে কণে গায় ২১৭১১০৮; কণে বাহু হৈল মন ২১২১৩৫; কণে মন স্থির হয় ৩১৮১৫০; কণে শীত চলে রথ
২১৩১২৬; কণে স্থির হৈয়া রহে ২১৩১২৭; কণে হৃৎকার করে ২১৭১১০৮; কণে কণে অল্পভবি ৩১৮১৮;
কণে কণে উঠে প্রেমার ৩১৮১২০; কণে কণে কর তুমি যজ্ঞতপ ২১১১১৭৫; কণে কণে কর তুমি সর্বভীর্থে
২১১১১৭৫; কণে কণে বাড়ে গৌহে ১৮১১২৪; কণে কণে বাড়ে প্রভুর ৩১০১৭২; কণেক ইহা বৈস বাসি
২১৮১১৬১; কণেক বিজয় করি ২১২১১৩৩; কণেক ধীর মুখ ৩১২১৩৫; কণেক রোহন করি ২১৮১৪৫;

কণ্ঠকে অশ্রু মুছি ৩৩৩৪ ; কণ্ঠকে আবেশ ছাড়ি ২১২৬৪ ; কণ্ঠকে প্রভুর বাহু হৈল ৩১৭৫৮ ; কণ্ঠকে বসিলাচর্য
১৬৭৪ ; কণ্ঠকে সভার সেই ২২১১৮ ।

কন্ত হই রক্ত গড়ে ৩১২৬১ ।

কন্ম অপরাধ পূর্বে ১৭১১৪১ ।

কীর এক রাখিয়াছি ২৪১২৬ ; কীর চুরির কথা ২১১৮৮ ; কীর চোরা গোপীনাথ ২৪১১৮ ; কীর দ্বিধা
পূজারী ২৪১১৩৪ ; কীর দ্বিধা মহাপ্রভুর ২৪১২০৩ ; কীরপুলি নারিকেল পুলি ২১৫১২১৩ ; কীরপুলি নারিকেল যত
২১৩৪৭ ; কীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ২৪১১৫৫ ; কীর প্রসাদ পাঞা সভার ২১৬৩০ ; কীর বাট সভারে দিল
২১৬৩০ ; কীর লঞা সুখে ২৪১১৩৩ ; কীর লহ এই যার ২৪১১৩২ ।

কীরে ইচ্ছা হৈল ২৪১১২৩ ; কীরের বৃন্তান্ত তাঁরে ২৪১১৩৫ ।

কীরোদক তীরে ঘাই ১৫১২৭ ; কীরোদকশায়ী তেঁহো ২১২০১২৫৩ ।

কুজ জীব সব মরুট ৩২১১৮ ।

কুখা নাহি বাধে ৩৬১৮৪ ; কুখা লাগিলে তোমার ১১৪১৩১ ।

কেন্দ্রে ছাড়ে পুন যদি ২১১১৩৪ ; কেন্দ্রবাসী রামানন্দ ২১১২৪০ ; কেন্দ্রসন্ন্যাস না ছাড়িছ ২১৬১২২ ; কেন্দ্রসন্ন্যাস
মোর ২১৬১৩০ ; কেন্দ্রে আসি রাজা ২১১১৩২ ।

ভগবৎ-স্বরূপ-বিগ্রহ-পরিকর-মূঢ়া

অ অ

অজুর (মথুরাপার্বদ) ১১০।৭৪ ; ২১৮।১২৬ ;
৩।১২।৪৬

অগস্ত্য (বিগ্রহ, মলয় পর্বতে) ২১২।২০৬

অচ্যুত (পরব্যোম-চতুর্কূহাস্তর্গত সর্কর্ষণের বিলাস) ২১২।১৭৩ ; ২১২।১৭৪ ; ২১২।২০২

অজিত (চাক্ষু-মহন্তরের মহন্তরাবতার) ২১২।২৭৬

অম্বৈত (কারণার্ণবশায়ী অবতার) শ্রীগ্রন্থের বহুস্থলে উল্লিখিত

অখোক্ষজ (পরব্যোম-চতুর্কূহাস্তর্গত বাসুদেবের বিলাস) ২১২।১৭৩ ; ২১২।১৭৪ ; ২১২।২০৪

অনন্ত (ভূ-ধারী, সহস্রবদন) ১।৫১।১০০।১-০৮ ; ২১২।৩০৮-২ ; ২১২।১০ ; ইত্যাদি

অনন্ত (দাক্ষিণাত্যের শ্রীবিগ্রহবিশেষ) ২১১।১০৬

অনন্ত পদ্মনাভ (অনন্ত পদ্মনাভ-স্থানে বিগ্রহ) ২১২।২২৪
অনিরুদ্ধ (প্রাভব-বিলাস, দ্বারকাচতুর্কূহাস্তর্গত) ১।৫১।২০ ; ২১২।১৫৫

অনিরুদ্ধ (প্রাভব-বিলাস, পরব্যোমচতুর্কূহাস্তর্গত) ১।৫১।৩৪ ; ২১২।১২৪

অমৃতলিঙ্গশিব (কাবেরী তীরে বিগ্রহ) ২১২।৭০

অর্জুন (দ্বারক-পরিকর) ২১২।২৩-৪ ; ২১২।১৬৩ ; ২১২।১৭০ ; ২১২।২৩৪

অহোবল নৃসিংহ (দাক্ষিণাত্যে বিগ্রহ) ২১১।২৭ ; ২১২।১৪

আ আ

আত্মা (স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ) ২১২।৫৬ ; ২১২।৫২

আদি কেশব (দাক্ষিণাত্যে পদ্মোদ্ভিনী তীরে বিগ্রহ) ২১২।২১৭

আলালনাথ (নীলাচল হইতে কিছু দূরে আলালনাথ স্থানে বিগ্রহ) ২১৭।৭৪ ; ইত্যাদি

পুরুষ (দাক্ষিণাত্যে মথ্যচার্য্যস্থানে বিগ্রহ) ২১২।২২৮-৩২

উদ্ধব (দ্বারকা-মথুরা-পরিকর) ১।৬।৫৪ ; ১১৩।৩২ ; ২১১।৭৮ ; ২১২।৩ ; ২১২।১৩২ ; ৩।৭।৩৩ ; ৩।১৪।১২

উপেন্দ্র (পরব্যোম-চতুর্কূহাস্তর্গত সর্কর্ষণের বিলাস) ২১২।১৭৩-৭৪ ; ২১২।২০৪

উরুক্রম (শ্রীকৃষ্ণ) ২১২।১৫-১৮

অ অ

অম্বৈত (দক্ষসার্ব-মহন্তরের মহন্তরাবতার) ২১২।২৭৬

ক ক

কণ্ঠাকুমারী (মলয় পর্বতে বিগ্রহ) ২১২।২০৬

কপোতেশ্বর (শিববিগ্রহ ; কটক হইতে নীলাচলের পথে) ২।৫১।৪১

কারণাক্ষিশায়ী (প্রথম পুরুষ ; মহাবিশ্ব ; প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা ; কারণসমূহে অবস্থিত ভগবৎ-স্বরূপ) ১।৫১।৪৭-৪৮ ; ১।৫১।৫৭-৫৯ ; ২১২।৪০

কৃত্তী (পাণ্ডব-জন্ম, পার্বদ) ২১১।৫১

কূর্ম (লীলাবতার) ১।৫১।৬৭ ; ২১২।২৫৬

কূর্ম (দাক্ষিণাত্যে কূর্মক্ষেত্র-নামক স্থানে বিগ্রহ) ২১১।২৩ ; ২১৭।১১০

কৃষ্ণ (স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন) বহুস্থলে উল্লিখিত

কৃষ্ণ (পরব্যোম-চতুর্কূহাস্তর্গত অনিরুদ্ধের বিলাস ; ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন) ২১২।১৭৩ ; ২১২।১৭৫ ; ২১২।২০৪

কৃষ্ণ (বর্তমান চতুর্কূহাস্তর্গত দ্বাপরের অবতার এবং উপাশ্রয় ; স্বয়ংরূপ) ২১২।২৮০ ; ২১২।২৮৩।

কেশব (পরব্যোম-চতুর্কূহাস্তর্গত বাসুদেবের প্রকাশ) ২১২।১৬৪ ; ২১২।১৬৭ ; ২১২।১২৫

কেশব (মথুরাস্থিত বিগ্রহ) ২১৭।১৪৭

কেশব (স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ) ২।৭।৩ ঞ্চোক

গ গ

গঙ্গা (গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী) ১১৪১৪৭

গদাধরপণ্ডিত (প্রভুর নিজশক্তি ; গৌরপরিকর)
১১১২৩ ; ইত্যাদিগরুড় (নীলাচলস্থিত স্তম্ভরূপী বিগ্রহবিশেষ) ২১২৪৭ ;
২১৬৬২ ; ৩১৪১২১-২২ ; ৩১৬৭২গর্ভোদকশায়ী (ব্যাটিক্রম্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যায়ী ; দ্বিতীয়-
পুরুষাবতার) ১২৪০০-৪২ ; ১৫১৬৫ ; ১৫১৭২-২৩ ;
২১২০১২৫০

গোকর্শ শিব (পঞ্চাপসরা তীর্থস্থিত বিগ্রহ) ২১২২৫৩

গোপাল (গোবর্দ্ধনপতি, বজ্রের স্থাপিত বিগ্রহ)
২১১৮৭ ; ২১৪৪০-১০৬ ; ২১৪১১৪ ; ২১৪১৪৭-৪২ ;
২১৪১৫৬-৬৩ ; ২১৪১৭৪-৭৫ ; ২১৪১৮৫-৮৭ ; ২১৬৩৩ ;
২১৭৭১৫২ ; ২১৮১২০-৪২ ; ২১৩৩৩৮গোপীনাথ (শ্রীমুন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ১১১২ ;
৩২০১৩৪গোপীনাথ (নীলাচলস্থিত টোট-গোপীনাথ-নামক
বিগ্রহ) ২১৬১৩১গোপীনাথ (রেমুণাস্থিত ক্ষীরচোরা গোপীনাথ-নামক
বিগ্রহ) ২১৪১২ ; ২১৪১২৫-৪১গোবর্দ্ধন শিলা (শ্রীমদমহাপ্রভুর এবং শ্রীমদাস-
গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ) ৩৬২৮১-৩০১গোবিন্দ (স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন) ৩১২১৫০ ;
ইত্যাদিগোবিন্দ (নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরস্থ বিগ্রহ-বিশেষ ;
জলকেলি-আদি-লীলাতে শ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধি বিগ্রহ)
৩১০১৪০ ; ৩১০১৫০গোবিন্দ (পরব্যোম-চতুর্কুহাস্তর্গত সর্ধর্ষণের বিলাস ;
ইনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন গোবিন্দ নহেন) ২১২০১৬৫ ; ২১২০১৬৮ ;
২১২০১২৭গোবিন্দ (শ্রীমুন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ১১১২ ;
১৫১৮৮ ; ১৫১২৪-২০৩ ; ৩২০৮৭ ; ৩২০১৩৩ ;
ইত্যাদিগোসমাজ শিব (কাবেরী নদীতীরস্থ বিগ্রহবিশেষ)
২১৬৬২গৌরাঙ্গ (রাধাকৃষ্ণ-মলিতস্বরূপ) শ্রীগ্রন্থের সর্বত্র
গৌরী (মহাদেবের কান্তাশক্তি) ১১৩১০৪

চ চ

চতুর্ভুজ বিষ্ণু (ত্রিপদী-ত্রিমল্লস্থিত বিগ্রহ) ২১২১৮

চোরাভগবতী (দাক্ষিণাত্যে কোলাপুরস্থিত বিগ্রহ)
২১২২৫৪

জ জ

জগন্নাথ (নীলাচলস্থিত প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১৫১৪৩ ;
ইত্যাদিজনার্দন (দাক্ষিণাত্যস্থিত বিগ্রহ বিশেষ) ২১১১০৬ ;
২১২২২৫জনার্দন (পরব্যোম-চতুর্কুহাস্তর্গত প্রছায়েন বিলাস)
২১২০১৭৩ ; ২১২০১৭৫ ; ২১২০১৮৫ ; ২১২০২০৩জিয়ড়-নুসিংহ, জীয়ড় নুসিংহ (জিয়ড়-নুসিংহক্ষেত্রস্থিত
নুসিংহ-বিগ্রহ) ২১১২৪ ; ২১৮২-৫

ত ত

তমালকান্তিক (মল্লার দেশস্থিত বিগ্রহ) ২১২২০৮

তৃতীয় পুরুষ (পয়োজিশায়ী বিষ্ণু, শুণাবতার এবং
পুরুষাবতার) ১৫১৮৮ ; ২১২০২৫২-৫৩

ত্রিতকুপবিশালা (কল্মষতীর্থস্থ বিগ্রহ) ২১২২৫২

ত্রিবিক্রম (দাক্ষিণাত্যে ত্রিমঠস্থ বিগ্রহ) ২১১১২

ত্রিবিক্রম (পরব্যোম-চতুর্কুহাস্তর্গত প্রছায়েন বিলাস)
২১২০১৬৬ ; ২১২০১৬৮ ; ২১২০১২৮

ত্র্যম্বক (নাসিকস্থিত শিব-বিগ্রহ) ২১২২৮২

দ দ

দামোদর (ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ৩১২১৫০

দামোদর (পরব্যোম-চতুর্কুহাস্তর্গত অনিরুদ্ধের বিলাস,
ইনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন রাধাদামোদর নহেন) ২১২০১৬৬ ;
২১২০১৬৮-৭০ ; ২১২০১২০১দাসরাম মহাদেব (দাক্ষিণাত্যস্থিত বিগ্রহ বিশেষ)
২১১১৪

দুর্গা (ভগবতী, শিব-শক্তি) ১১৪১৪৭ ; ১১৭১২৩৫

দেবকী (বাসুদেব-জননী, দ্বারকা-পরিকর) ২১২০১৬৮ ;
২১২০১৪৬দ্বিতীয় পুরুষ (গর্ভোদকশায়ী, ব্যাটিক্রম্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যায়ী)
২১২০১২৪১-৫১

ধ ধ

ধর্মসেতু (ধর্মসাবর্ণ-মহন্তরের মহন্তরাবতার) ২১২০১২৭৭

ন

ন

নন্দ (ব্রজরাজ) ১১৬৫১-৫৫; ১১৩৫৭

নয়ত্রিণদী (দাক্ষিণাত্যে ভাস্করপর্ণীতীরস্থিত বিগ্রহ)

২১২২০২

নরনারায়ণ (ভগবৎ স্বরূপ) ১২১২৫; ১৫১১২

নর্তক গোপাল (মাধবাচার্য্যস্থানে বিগ্রহ) ২১২২২২-৩২

নারায়ণ (স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন) ১২১২৬৩০

নারায়ণ (পরব্যোমাদিপতি) ১২১১৫; ২১২০১৬১

নারায়ণ (ঋষভ-পর্বতস্থিত বিগ্রহ) ২১২১৫১

নারায়ণ (গর্ভোদশায়ী, দ্বিতীয় পুরুষাবতার) ১৫১২৩

ইত্যাদি

নারায়ণ (কারণাক্ষিশায়ী; প্রথম পুরুষাবতার, সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যায়ী) ১৫১৩২-৪০ ইত্যাদি

নারায়ণ (ক্ষীরাক্ষিশায়ী; তৃতীয় পুরুষাবতার, জীব-অন্তর্ধ্যায়ী) ১৫১৩৮-৪০ ইত্যাদি

নারায়ণ (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত বাসুদেবের বিলাস) ২১২০১৬৪; ২১২০১৬৭; ২১২০১২৬

নিত্যানন্দ (বলরামের নবদীপ-লীলার রূপ) শ্রীগ্রন্থের প্রায় সর্বত্র

নৃসিংহ (লীলাবতার) ২১২০২৫৬

নৃসিংহ (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত প্রহ্লাদের বিলাস) ২১২০১৭৩; ২১২০১৭৫; ২১২০২০২

নৃসিংহ (নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে বিগ্রহ বিশেষ) ৩১৬৪৭

প

প

পদ্মনাভ (দাক্ষিণাত্যস্থিত বিগ্রহবিশেষ) ২১১১০৬

পদ্মনাভ (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত অনিরুদ্ধের বিলাস) ২১২০১৬৬; ২১২০১৬৯। ২১২০২০০

পরশুরাম (মহেন্দ্রশৈলস্থিত বিগ্রহ ২১২১৮৩

পরশুরাম (শক্ত্যাবেশ-অবতার) ২১২০৩০৭; ২১২০৩১০

পান-নরসিংহ (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহবিশেষ) ২১২৬০

পার্কী (ভগবতী) ২১২১৪৪

পীত (বর্তমান কলির উপাস্ত) ২১২০২৮০; ২১২০২৮৪

৮৭; ২১২০২৮১-৩০৪

—৬/৩০

পীতাম্বর শিব (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহ-বিশেষ) ২১২৬৭

পুরুষোত্তম (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহ-বিশেষ) ২১২১০৬

পুরুষোত্তম (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত বাসুদেবের বিলাস ২১২০১৭৩-৭৪; ২১২০২০১

পুরুষোত্তম (ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ) ৩১৬৪৭৮

পুরুষোত্তম (নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথের নামান্তর) ২১২০১৮৪

পৃথু (শক্ত্যাবেশ অবতার) ১১১৩৪; ২১২০৩০৭; ২১২০৩১০

প্রথম পুরুষ (কারণাক্ষিশায়ী পুরুষ) ১৫১৪৭-৪৮; ১৫১৫৭-৫৯; ২১২০২২২-৪০

প্রহ্লাদ (দ্বারকাচতুর্ক্যূহাস্তর্গত) ১৫১২০; ২১২০১৫৫

প্রহ্লাদ (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত) ১৫১৩৪; ২১২০১৬৬; ২১২০১৭৫; ২১২০১২৪

ব

ব

বরাহ (লীলাবতার) ২১২০২৫৬

বরাহ (যাজপুরস্থিত বিগ্রহ) ২১৫১২

বলদেব বা বলরাম (শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ) ১১১৩২; ১১১৪৫; ১৫১৩২; ১৬৬৩-৬৪; ১৬৭৫; ১৬৯১; ১১৭১১২; ২১২০১৪৫; ২১২০১৫৭; ২১২০২২১

বলদেব বা বলরাম বা রাম (নীলাচলস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১২৪৬; ২১২৩২৫; ২১২৩১৮৩; ২১২৪৬০; ২১২৪১২২; ২১২৬৭২; ৩১৪৩১

বামন (লীলাবতার) ২১২০২৫৬

বামন (পরব্যোম-চতুর্ক্যূহাস্তর্গত প্রহ্লাদের বিলাস) ২১২০১৬৬; ২১২০১৬৯; ২১২০১৭৮; ২১২০১৮৯; ২১২০১২২

বামন (বৈবস্বত-মহন্তরের মহন্তরাবতার) ২১২০২৭৬

বালগোপাল (শ্রীজগন্নাথমিশ্র গৃহস্থিত বিগ্রহ) ১১১৪৭; ২১১৫৬; ২১১৫৬০; ২১১৫৬৪

বাসুদেব (দ্বারকাচতুর্ক্যূহাস্তর্গত প্রথম বাহ) ১১১৩২; ১৫১২০; ২১২০১৪৬-৫০; ২১২৪১৫৫

বাসুদেব (পরব্যোমচতুর্ক্যূহাস্তর্গত প্রথম বাহ) ১৫১৩৪; ২১২০১৬৪; ২১২০১৭৪; ২১২০১৭৯; ২১২০১২৩

বাসুদেব (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহবিশেষ) ২১১১০৬

বাসুদেব (আনন্দারণ্যস্থিত বিগ্রহ) ২১২০১৮৫

বীৰ্ঠল ঠাকুর (দাক্ষিণাত্যে পাণ্ডুরস্ব বিগ্রহ) ২১২২৫৫; ২১২২৭৫

বিধি (ব্রহ্ম) ২১২৪৮৪

বিন্দুমাধব (প্রয়াগস্থ বিগ্রহ-বিশেষ) ২১১৭১৪০; ২১২১৩৭; ২১২১৪০

বিন্দুমাধব (বারাণসীস্থিত বিগ্রহ-বিশেষ) ২১১৭৮২

বিভু (স্বারোচিষ-মহন্তের মহন্তরাবতার) ২১২০১২৭৫

বিশ্বস্তর (মহাপ্রভুর কোষ্ঠীর নাম) ১৩১২৫; ১৩১২৫; ১১৪১১৬; ১১৪১৬৩

বিশ্বরূপ (মহাপ্রভুর বড়ভাই; সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শঙ্করাচার্য) ১১৩৭২-৭৪; ১১৫১২-১২; ২১৩১৪০-১; ২১৭১০-১৪; ২১৭১৪৩

বিশ্বক্সেন (ব্রহ্মসাবর্ণ মহন্তের মহন্তরাবতার) ২১২০১২৭৭

বিশাখা (ব্রজপরিষ্কর; শ্রীরাধার সখী) ৩১৫১১১; ৩১৫১৫৫; ৩১৫১৬৮; ৩১২১৩৩

বিশালাক্ষী (ত্রিতকুপস্থ বিগ্রহ-বিশেষ) ২১২১৫২

বিশ্বেশ্বর (বারাণসীস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ১১৭১৫০; ২১১৭৮২; ২১২৫১২৮

বিষ্ণু (পালন-কর্তা, তৃতীয় পুরুষ, পুরুষাবতার ও গুণাবতার) ১১৪১৭-১২; ১১৫১৮৮; ১১৫১৮৮-২২; ১১৮১৭; ১১১০৬৩; ২১২০১২৪৭; ২১২০১২৪২; ২১২০১২৫২-৫৩ ২১২০১২৫৮; ২১২০১২৬৬-৬৮

বিষ্ণু (পরব্যোম-চতুর্ক্যাহাস্তর্গত সঙ্কর্ষণের প্রকাশ) ২১২০১১৬৫; ২১২০১১৬৮; ২১২০১১২৭

বিষ্ণু (দাক্ষিণাত্যে শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ বিগ্রহ) ২১২১২০৫

বিষ্ণু (দাক্ষিণাত্যে গজেন্দ্রমোক্ষণার্থে বিগ্রহ) ২১২১২০৪

বিষ্ণু (দাক্ষিণাত্যে দেবস্থানস্থ বিগ্রহ) ২১২১১১

বিষ্ণু (দাক্ষিণাত্যে পাপনাশনে বিগ্রহ) ২১২১৭৩

বিষ্ণুপ্রিয়া (মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া গৃহিণী) ১১৩৬২৩

বীরভদ্র (নিত্যানন্দ-তনয়) ১১১১৫-২; ১১১১৫৩

বৃহৎভাষ্ক (ইন্দ্রসাবর্ণ-মহন্তের মহন্তরাবতার) ২১২০১২৭৮

বেণীমাধব (প্রয়াগস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১১৭১৪০

বৈকুণ্ঠ (রৈবত-মহন্তের মহন্তরাবতার) ২১২০১২৭৬

ব্যাস (শক্ত্যাবেশাবতার) ১১১৩৪ ইত্যাদি

ব্রহ্ম (স্বয়ং ভগবান্) ১১৭১০৬; ১১৭১৪১ ২১৬১৩১-৩২; ২১৬১৩৮; ২১২৪১৫৪-৫৫

ব্রহ্মা (নির্কিশেষ স্বরূপ, শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি) ১১২১৭-১০; ২১২০১৩৪-৩৫

ব্রহ্মা (গুণাবতার) ১১২১২২; ২১২০১২৪২; ২১২০১২৫৮-৬১ ২১২১১২২-২১; ২১২১১৪৪-৭২

ভব (শিব) ১১৬১৪৩

ভবানী (শিবকান্তা) ১১১৬১২০

ভৈরবী (দাক্ষিণাত্যে পীতাম্বর-শিবস্থানে বিগ্রহ) ২১২১৬৮

ম

ম

মৎস্ত (লীলাবতার; অংশাবতার) ১১১১৩০; ১১৪১১০; ১১৫১৬৭; ২১২০১২৫৭

মদনগোপাল (মদনমোহন; শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ১১৫১৮২; ১১৫১২৩; ১১৮১৬৮; ১১৮১৭৩; ১১৮১৭৪-৭৫; ২১১২৭; ৩১৪২১৩; ৩১২০১২২; ৩১২০১১৩৩

মদনমোহন (শ্রীবৃন্দাবনের মদনগোপাল বিগ্রহ) ১১৫১২৩; ১১৮১৭৩; ১১৮১৭৫ ইত্যাদি

মদনমোহন (সর্কচিত্তাকর্ষক ব্রজেন্দ্রনন্দন) ২১২১৪২; ২১১৭১২০১; ২১২১১৬৬; ৩১২১২২

মধুসূদন (পরব্যোম-চতুর্ক্যাহাস্তর্গত সঙ্কর্ষণের বিলাস) ২১২০১১৬৫; ২১২০১১৬৮; ২১২০১১২৮

মধুসূদন (মন্দারস্থিত বিগ্রহ) ২১২০১১৮৫

মহাদেব (দাক্ষিণাত্যে ত্রিকালহস্তীস্থিত বিগ্রহ) ২১২১৬৫

মহাদেব (দাক্ষিণাত্যে বেদাবনস্থিত বিগ্রহ) ২১২১৬৩

মহাপুরুষ (কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষ) ১১৫১৬৫

মহাবিষ্ণু (কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ) ১১৫১৬৫; ২১২০১২৩৭-৪০; ২১২০১২৭৩-৭৪; ২১২১৩০

মহালক্ষ্মী (লীলাচলস্থ বিগ্রহ) ২১১৩১২২

মহাসঙ্কর্ষণ (পরব্যোম চতুর্ক্যাহাস্তর্গত দ্বিতীয়াবস্থা) ১১৫১৩৫; ১১৫১৩৮-৪১

মহেশ (দাক্ষিণাত্যে মল্লিকার্জুনতীর্থস্থিত বিগ্রহ) ২১২১৩৩

মহেশ (কপোতেশ্বরে বিগ্রহ) ২৫১১২

মহেশ (শিব, গুণাবতার) ১১৪১৪৭

মাধব (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ২৩১১১ ; ৩১৩৫০

মাধব (পরব্যোম-চতুর্ভুজাস্তর্গত বাসুদেবের বিলাস)

২১২০১৬৪ ; ২১২০১৬৮ ; ২১২০১২৬

মাধব (প্রয়াগস্থ বিগ্রহ) ২১১৭১৪০

মুকুন্দ (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ২৩৫-৬

মূল নারায়ণ (স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন) ১১২৩০-৪৬

মূলস্বর্ধ্ব (শ্রীবলরাম) ১৫১৬

য

য

যজ্ঞ (স্বয়ং ভবমন্তরের মনস্তরাবতার) ২১২০২৭৫

যশোদানন্দন (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ১১৪১২ ;

১১১৭২৬৮ ; ৩৭৭০

যোগমায়া (চিচ্ছক্তি) ১১৪১২৬ ; ২১২১৩৪ ; ২১২১৮৫

যোগেশ্বর (দেবসাবর্ণ-মনস্তরের মনস্তরাবতার)

২১২০২৭৭

র

র

রক্ত (ত্রৈলোক্য যুগাবতার) ২১২০২৮০ ; ২১২০২৮২

রঘুনন্দন (রঘুনাথ, রাম) ২১২১২৭

বঘুনাথ (লীলাবতার) ২১২৫১৪৫-৫০ ; ২১২০২৫৬ ;

৩৪১২২-৪১

রঘুনাথ (দাক্ষিণাত্যে তুর্বেশন-নামক স্থানে বিগ্রহ)

২১২১৮৩

রঘুনাথ (দাক্ষিণাত্যে বাতাপানী-নামক স্থানে বিগ্রহ)

২১২২০৮

রঘুনাথ (দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধিঘটে বিগ্রহ) ২১২১৬

রঘুনাথ (দাক্ষিণাত্যে ত্রিপুরীতে বিগ্রহ) ২১২৫২

রজনী (শ্রীরক্তক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১১২৮

২১২৭৪ ; ২১২৮১ ; ২১২১৪৮

রাধা (কুম্ভপ্রায়সী-শিরোমণি ; সমস্ত কাস্তাশক্তির অংশিনী) শ্রীগ্রন্থের বহুস্থানে

রাধা (শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের বিগ্রহ) ১৫১২১১-২২ ; ১৫১২৭

রাধা-দামোদর (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ২১২০১৭০

রাম (বলরাম) ১৫১৩৫ ; ১৫১৭৬

রাম (দশরথ-তনয় ; লীলাবতার) ১৫১২৮-৩২ ; ১৬৭৭ ; ২১২১৭-২২ ; ২১২১৮৭-৮৭

রাম (দাক্ষিণাত্যে স্মাশলীতলায় বিগ্রহ) ২১২০৭

রাম (দাক্ষিণাত্যে ত্রিপুরীতে বিগ্রহ) ২১২৫২

রাম-লক্ষণ (দাক্ষিণাত্যে চামতাপুরে বিগ্রহ)

২১২০৫

রাম-লক্ষণ (দাক্ষিণাত্যে চিড়মতলায় বিগ্রহ)

২১২০৩

রামেশ্বর (সেতুবন্ধস্থিত শিব-বিগ্রহ) ২১১২০৭ ;

২১২১৮৪

রুক্মিণী (শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষী) ১৬১৬২ ; ১১১৭২৩৪ ;

২১২২৬ ; ২১২১১৭১ ; ২১২৪৩৩ ; ৩৭১২৮ ; ৩৭১৩১

রুদ্র (গুণাবতার, ব্রহ্মাণ্ডের সংহার-কর্তা) ১৫১৮২ ;

১৬১৬৬-৬৭ ; ২১২০২৪৮-৪৯ ; ২১২০২৬২-৬৩

ল

ল

ললিতা (শ্রীরাধার সখী) ২১৮১২৬ ; ৩৬২

ললিতা (শ্রীবৃন্দাবনে মদনগোপাল-মন্দিরে বিগ্রহ)

১৫১২১১-২২

লক্ষণ (শ্রীবলদেবের অংশ ; শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)

১৫১২৮-৩২ ; ১৬৭৭ ; ১৬৭১ ; ২১২১৬৮

লক্ষণ (দাক্ষিণাত্যে চামতাপুরে বিগ্রহ) ২১২০৫

লক্ষণ (দাক্ষিণাত্যে চিড়মতলায় বিগ্রহ) ২১২০৩

লক্ষ্মী (বৈকুণ্ঠেশ্বরী) ১৫১২০০ ; ১৬৪২ ; ১১৫১৮ ; ১১১৭২৩৫ ; ২১৮১১৩ ; ২১৮১৪৪ ; ২১৮১৮৬ ; ২১২১০৫-৪০ ; ৩৩২৫১ ; ৩১৭১৪৪ ; ৩২০১৮

লক্ষ্মী (পরব্যোমস্থিত ভগবৎস্বরূপগণের কাস্তাশক্তি)

১৪১৬৭

লক্ষ্মী (দাক্ষিণাত্যে কোলাপুরস্থিত বিগ্রহ) ২১২২৫৪

লক্ষ্মী (নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বিগ্রহ) ২১৪১০৫ ; ২১৪১১২-২০ ; ২১৪১২৪ ; ২১৪১২২-৩৩ ২১৪১৩৭ ; ২১৪১২০-২০০

লক্ষ্মী (মহাপ্রভুর প্রথম গৃহিণী) ১১৪১৫২-৬৫ ;

১১৬১৮-১২

লক্ষ্মী (ব্রজমণ্ডলে শেখারীতে বিগ্রহ) ২১৮১৫৮

লক্ষ্মীনারায়ণ (বৈকুণ্ঠেশ্বর-বৈকুণ্ঠেশ্বরী) ১১৫১৮ ;

২১২১০৩

লক্ষ্মী-নারায়ণ (দাক্ষিণাত্যে বিষ্ণুকাবীতে বিগ্রহ)

২১২৬৩

লাজা-গণেশ (দাক্ষিণাত্যে কোলাপুরে বিগ্রহ) ২১২১৫৪

লীলাপুরুষোত্তম (ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ) ২১২০১২০২

শ

শ

শঙ্কর নারায়ণ (দাক্ষিণাত্যে পয়্যোক্ষীতে বিগ্রহ) ২১২১২৬

শিব (রুদ্র; শুণাবতার) ১১৬৬৬-৬৭; ২১২০১২৫৮;

২১২০১২৬২-৫

শিব (দাক্ষিণাত্যে বৃদ্ধকালীতে বিগ্রহ) ২১২০২

শিব (দাক্ষিণাত্যে তিলকাঙ্কীতে বিগ্রহ) ২১২০৩

শিব (দাক্ষিণাত্যে পক্ষতীর্থে বিগ্রহ) ২১২৬৬

শিব (দাক্ষিণাত্যে শিবক্ষেত্রে বিগ্রহ) ২১২৭২

শিবদুর্গা (দাক্ষিণাত্যে ঐশৈলে বিগ্রহ) ২১২১৬০

শিয়ালী (শিয়ালী ভৈরবী; দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহ-বিশেষ) ২১২৬৮

শুক্ল (সত্যযুগের যুগাবতার) ২১২০১২৮০-৮২

শেষ (ধরণীধর; সহস্রক্ষণাধর শেষ নাগ; আবেশ-অবতার) ১১৫১০০-১১৭; ১১৬৬৫; ২১২০১৩০৮; ২১২০১৩১০

শেষ-সঙ্কর্ষণ (শেষ-ঐষ্টব্য)

শ্বেতবরাহ (দাক্ষিণাত্যে বৃদ্ধকোলতীর্থে বিগ্রহ)

২১২৬৬-৭

শ্রীজনার্দন (দাক্ষিণাত্যের বিগ্রহবিশেষ) ২১২২২৫

শ্রীদাম (কৃষ্ণসখা) ১১৬৫৬; ২১২০১১৬৩

শ্রীধর (পরব্যোম-চতুর্ভূহাস্তগত প্রহ্লাদের বিলাস)

২১২০১১৬৬; ২১২০১১৬৯; ২১২০১১৯২

শ্রীধর (রজনাক্ষ; শ্রীধরক্ষেত্রস্থ বিগ্রহ) ২১১২৮

শ্রীরাধা (রাধাঐষ্টব্য)

স

স

সঙ্কর্ষণ (দ্বারকাতটুর্ভূহাস্তগত দ্বিতীয় বৃহৎ)

১১৫১২০; ২১২০১১৫৫

সঙ্কর্ষণ (পরব্যোম-চতুর্ভূহাস্তগত দ্বিতীয় বৃহৎ)

১১৫১৩৪; ১১৫১৩৯-৪১; ১১৫১৪৭; ১১৫১৬৪; ১১৫১৭৩; ২১২০১১৬৫; ২১২০১১৭৪; ২১২০১১৯৩

সঙ্কর্ষণ (স্বাংশ; পুরুষাবতার) ২১২০১২১২

সঙ্কর্ষণ (ব্রহ্মারাম; মূল ভক্ত-অবতার) ১১৬২৮

সত্যভামা (শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী) ১১০১১২; ২১৮১১৪৩;

২১১৪১৩৬; ৩১১৩৮; ৩১১৬৩; ৩১১১২৬; ৩১২১১৫১

সত্যসেন (উত্তম-মহাস্তরের মহাস্তরাবতার) ২১২০১২৭৫

সদাশিব (রুদ্রের অংশী ১১৬৬৬)

সরস্বতী (জানার্ঘিষ্ঠাত্রী দেবী) ১১৩১১০৪; ১১৬১

৮৩-৪; ১১৬১৮৮-২১; ১১৬১৯৯-১০০; ২১৮১২০;

৩১১১২৭-২৮; ৩১১১৩৭-৩৮

সার্কর্ভোম (সাবর্ণ-মহাস্তরের মহাস্তরাবতার) ২১২০১২৭৬

সাক্ষিগোপাল (কটকের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১১৮৮; ২১৫১৪-১৩২

সীতা (শ্রীরাম-গৃহিণী) ২১২১৬৮; ২১২১৭৩;

২১২১৭৬-৭৮; ২১২১৮৬-২১

সীতাঠাকুরাণী (শ্রীঅষ্টৈত-গৃহিণী) ১১৩১১১০;

১১৩১১১৭; ২১৩১৩৮; ২১৩১২০

সীতাপতি (দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধিবিটে বিগ্রহ) ২১২১৫

সীতাপতি (দাক্ষিণাত্যে পানাগড়িতীর্থে বিগ্রহ) ২১২১০৪

সুধামা (রুদ্রসাবর্ণ-মহাস্তরের মহাস্তরাবতার) ২১২০১২৭৭

সুবল (শ্রীকৃষ্ণসখা) ২১২০৩৫; ৩১৬৮

সুভদ্রা (শ্রীকৃষ্ণভগিনী; নীলাচলস্থিত বিগ্রহবিশেষ)

২১১৭৬; ২১২১৪৬; ২১৩১২১; ২১৩১২৫; ২১৩১১৮৩;

২১১৪১৬০; ২১১৪১২২; ৩১৪১৩১

স্কন্দ (দাক্ষিণাত্যে স্কন্দতীর্থস্থ বিগ্রহ) ২১২১১২

স্বয়ং ভগবান (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ২১২০১২০২

হ

হ

হুম্যান (শ্রীরাম-কিঙ্কর) ২১১৫১৩৪-৫; ২১১৫১১৫৬

হুম্যান (গোদাবরীতীরে বিদ্যাপুরে বিগ্রহ) ২১৮১২৫১

হয়গ্রীব (নববাহুর এক বাহ) ২১২০১২১০;

২১২০১২২ শ্লো

হর (শুণাবতার; শিব) ২১২১২৮

হরি (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ) ২১৮১৮৪; ২১২৪১৪৪-৪৮

হরি (পরব্যোম-চতুর্ভূহাস্তগত অনিরুদ্ধের বিলাস)

২১২০১১৭৩; ২১২০১১৭৫; ২১২০১২০৩

হরি (ভাসন-মহাস্তরের মহাস্তরাবতার) ২১২০১২৭৫ হরি	ক	ক
(যাদাপুরে বিগ্রহ) ২১২০১৮৬	কীরচোরা গোপীনাথ (রেম্ণার প্রসিদ্ধ বিগ্রহ) ২১৪	
হরিশিব (গোবর্দ্ধনগ্রামে বিগ্রহ) ২১৮৮১৪-১৯	পরিচ্ছদ	
হলধর (বলরাম ; নীলাচলে বিগ্রহ) ২১৩৩২১ ;	কীর ভগবতী (দাক্ষিণাত্যে কোলাপুরে বিগ্রহ)	
২১৩৩১৭০	২১৩১২৫৪	
হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) ১১৫১০	কীরোদশায়ী, কীরোদকশায়ী (তৃতীয় পুরুষ ;	
দ্বীকেশ (পরব্যোম-চতুর্ভূহাস্তগর্ভ অনিরুদ্ধের বিলাস)	অগতের পালনকর্তা) ১১২১৪২ ; ১১৫১৬৫ ; ২১২০১২৫৩ ;	
২১২০১৬৬ ; ২১২০১৬৯ ; ২১২০১২০০	২১২১১৩০	

পাল্লগুটি

অ

অ

ই

ই

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৬৪ ;
৩১০১৮

অচ্যুত-জ্ঞানী (শ্রীঅষ্টোতাচার্য-গৃহিণী) ২১৬২০

অচ্যুতানন্দ (অষ্টোত-ভনয়) ১১০১৪৮ ; ১১২১১১ ;
২১৩৪৪ ; ৩১০১৫৮ ; ৩১০১১১২

অষ্টোত আচার্য—বহু স্থলে উল্লিখিত

অনন্ত আচার্য (গদাধর-শাখা) ১৮১৫৪-৫৫ ;
১১২১৫৬ ; ১১২১৭২

অনন্তদাস (অষ্টোত-শাখা) ১১২১৫২

অনুপম বল্লভ (শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ কনিষ্ঠভ্রাতা)
১১০১৮২ ; ১১০১৮৩ ; ২১২১৩২-৩৬ ; ২১২১৪৪-৫০ ;
২১২১৫৫-৫৬ ; ২১২১৮১ ; ২১২০৬১ ; ৩১৩০২ ; ৩১৩০৪ ;
৩১১৪৭ ; ৩৪২৬ ; ৩৪১২২-৪২ ; ৩৪১২১৮

অমোঘ (সার্কর্ভোম ভট্টাচার্যের জামাতা) ২১৫১২৪২-
২২০

অমোঘ পণ্ডিত (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৬

আ

আ

আচার্যনিধি ১১৩৫৩ ; ২১০১৮০ ; ২১২১৫৪ ;
৩১৩০৭ ; ৩১০১৩ ; ৩১০১১১৭ ; ৩১০১৩৬

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ (রঘুনাথপুরী ; নিত্যানন্দ-শাখা)
১১১১৩২

আচার্য রত্ন (চন্দ্রশেখর আচার্য ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১৬৪৫ ; ১১০১১০-১১ ; ১১৩১০১ ; ১১৩১০৭ ;
১১৩১০২ ; ১১১১১২ ; ১১১১২৩৪ ; ১১১১২৬৬ ;
২১৩২ ; ২১৩১৮ ; ২১৩১৩৪ ; ২১০১৮০ ; ২১১১৭৪ ;
২১১১৪৪ ; ২১২১৫৪ ; ২১৬১৫ ; ২১৬২৩ ;
২১৬৫৭ ; ৩১৩০৭ ; ৩১০১৩ ; ৩১০১১১৭ ; ৩১০১৩৬ ;
৩১২১২০

আচার্যরত্ন-গৃহিণী (শচীমাতার ভগিনী) ১১৩১০২ ;
১১২৩ ; ৩১২১২০

ঈশান (শ্রীচৈতন্য-শাখা ; মিশ্রপুরন্দরের গৃহ-লোক)
১১০১১০৮ ; ২১৫১৬৪

ঈশান (গোপাল-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী) ২১৮১৪৬

ঈশান (শ্রীসনাতনের সেবক) ২১২০১২২-২৪ ;
২১২০৩৩-৩৫

ঈশ্বরপুরী (লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু)
১১৩৭৫ ; ১১৩২ ; ১১০১৩৬ ; ১১৩৫২ ; ১১১৭৬ ;
২১৪১৭ ; ২১২১৬৪ ; ২১০১২২-১৩০ ; ২১০১৩২-৩৩ ;
২১১১৬২-৭০ ; ৩১২১৭-৩০

উ

উ

উড়িয়া স্ত্রী (নীলাচল-বাসিনী) ৩১৪১২২-২৮

উদ্ধবদাস (গদাধর-শাখা) ১১২১৮২ ; ২১৮১৪৫

উদ্ধারণ দত্ত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৩৮ ; ৩১৬৬২

উপেন্দ্র মিশ্র (মহাপ্রভুর পিতামহ) ১১৩১৫৪

ও

ও

ওড় কৃষ্ণানন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩৩

ওড় শিবানন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩৩

ওড় সিংহেশ্বর (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৪৬

ক

ক

কংসারি (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩১৫৫

কংসারি সেন (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৮

কণ্ঠাভরণ (গদাধর-শাখা) ১১২১৭২

কবিক্স (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৭ ; ১১০১১১

কবিদত্ত (গদাধর-শাখা) ১১২১৭২

কমলনয়ন (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০২

কমলাকর পিঙ্গলাই (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১২১ ;
৩১৬৬০

৩১৬৬০

কমলাকান্ত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৭

কমলাকান্ত বিজ (ইনি পরমানন্দপুরীর সঙ্কেত-স্বরূপ
হইতে নীলাচলে আসিয়াছিলেন) ২১০১২২

ল

ল

শোনক (ঋষি) ২১২৪৮৯

লীলাশুক (বিষয়কল ঠাকুর) ২১২৪৮ ; ৩১১৪৭

ঐধরদ্বামী (ভাগবতটীকাকার) ২১২৪৭১ ; ৩১১২৭-২৯ ;

ল

ল

৩১১১১৩-২০

শঙ্করাচার্য (মায়াবাদ-ভাষ্যকার) ১১১১০৪-২২ ;

২১৩১৫৬-৫৯ ; ২১৩১২৭ ; ২১২৫১৩৬ ; ২১২৫১৩৯-৪০ ;

২১২৫১৪৩

শচী (ইন্দ্রমহিষী) ১১১৩১০৪

শিবপাল (চন্দ্রীরাজ) ৩১১১৩৭

শুকদেব (ঋষি) ১১৩৪৩ ; ২১৩১৭৯ ; ২১২১৩২ ;

২১২৪৩৭ ; ২১২৪১৮১ ; ২১২৪১৮৩ ; ২১২৪১৩৪ ; ৩১১২৬ ;

৩১১২৯ ; ৩১১৪৪৩ ; ৩১১২৬৬

স

স

সনক (ঋষি) ১১১১০৫ ; ২১৩১৭৯ ; ২১১২১৬২ ;

২১২০১২০৭ ; ২১২০১৩০৯ ; ২১২১১৮ ; ২১২১১৪৬ ; ২১২৪১৩৬ ;

২১২৪১৮১-২ ; ২১২৪১৩৩-৩৪ ; ৩১২৪৯

সনাতন (ঋষি) ১১৩৪৩

সাক্ষী (ঈশ্বর পত্নী) ১১১৩১০৪

স্বতগোসাঞি (পুত্রাণবজ্জ) ১১৩১৬৭ ; ১১৩৭০-৭১

প্রাচীন ঋষি-কবি-ভট্ট-রাজ্য-বর্গসূচী

অ
অকুর (দ্বারকা-পরিকর) ১১০৭৪ ; ২১৮১২৬ ;
৩১২১৪৬
অগস্ত্য (ঋষি) ২১২২০৬
অজামিল অৗৗৗ ; অৗৗৗৗ
অরুদ্রতী (বশিষ্ঠ-পত্নী) ১১৩১০৪ ; ২১৮১৪৪
অম্বরীষ (মহারাজ ; ভট্ট) ২১২১৭৮
অর্জুন (কৃষ্ণসখা ; পাণ্ডব) ২১২১৩০-৪ ; ২১২১৬৩ ;
২১২১১০ ; ২১২২৩৪

ই
ইন্দ্র (দেবরাজ) অৗৗৗৗৗৗ-৩০ ; অৗৗৗৗৗৗৗৗ
উ
উক্কব (যদুরাজ-মন্ত্রী) ১১৬ৗৗৗ ; ১১৩ৗৗৗ ; ২১১৭৮ ;
২১২১৩ ; ২১৩১৩২ ; অৗৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗৗৗৗ

ক
কংস (মথুরার রাজা) ২১৩১৪২
কর্দম (ঋষি) ২১২০২৮১
কুন্তী (পাণ্ডব-অননী) ২১০ৗৗৗ

গ
গর্গ (জ্যোতির্বিদ ঋষি) ১১৩ৗৗৗ

চ
চণ্ডীদাস (কবি) ১১৩ৗৗৗ ; ২১২১৬৬ ; ২১০ৗৗৗৗৗ ;
অৗৗৗৗৗৗ

জ
জয়দেব (কবি) ১১৩ৗৗৗ ; ১১৬ৗৗৗ ; ২১০ৗৗৗৗৗ ;
অৗৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗৗ

অরাসন্ধ (মগধের রাজা) ১১৮ৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗৗ

ন
নবযোগেন্দ্র (শান্ত ভট্ট) ২১২১১ৗৗ ; ২১২১৮ৗৗ
নারদ (ঋষি) ১১৬ৗৗৗ ; ২১২০৩ৗৗ ; ২১২০৩ৗৗ ;
২১২১৮ৗৗ ; ২১২১৮ৗৗ ; ২১২০১ৗৗৗৗ-২০১ ; ২১২০১ৗৗৗৗ-৮০ ;
১২০

প
পার্বত (ঋষি) ২১২১১ৗৗৗ-২৮
পাণ্ডু (পঞ্চপাণ্ডবের পিতা) ১১০ৗৗৗৗ ; ২১০ৗৗৗ ;
পিজলা অৗৗৗৗৗৗ
পৃথু (শক্ত্যাবেশ) ১১১ৗৗৗ ; ২১২০৩ৗৗ ; ২১২০৩ৗৗ
প্রহ্লাদ (ভট্টরাজ) ১১০ৗৗৗ ; ২১৮ৗৗ ; ২১২০১ৗৗৗ
অৗৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗ

ব
বিদুর (হস্তিনাপুরস্থ কৃষ্ণভট্ট) ২১০ৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗৗ
বিদ্যাপতি (কবি) ১১৩ৗৗৗ ; ২১২১৬ৗৗ ; ২১০ৗৗৗৗৗ ;
অৗৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗৗৗৗ
বিশ্বমল্ল (কবি) ২১২১৬ৗৗ ; ২১২১৬ৗৗ ; ২১০ৗৗৗৗৗ ;
অৗৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗৗৗ

বৈশম্পায়ন (ঋষি) ১১৩ৗৗৗ
বাস (ঋষি) ১১১ৗৗৗ ; ১১৩ৗৗৗ ; ১১১ৗৗৗৗ ;
১১১ৗৗৗৗ ; ১১৮ৗৗৗ ; ১১১ৗৗৗৗ ; ১১১ৗৗৗৗৗ ; ২১৬ৗৗৗৗ ;
২১৬ৗৗৗৗ ; ২১২০২ৗৗৗ ; ২১২১৮ৗৗ ; ২১২ৗৗৗৗ ; ২১২ৗৗৗৗ ;
২১২ৗৗৗৗ ; ২১২১৮ৗৗ ; অৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗ ; ২১২০১ৗৗৗ

ভ
ভট্টব্যাস ২১২১ৗৗৗৗ-২০২
ভীম (পঞ্চপাণ্ডবের একতম) ২১২১ৗৗৗৗ
ভীষ্ম (কুরুবৃদ্ধ ; কৃষ্ণভট্ট) ২১৬ৗৗৗৗৗ ; অৗৗৗৗৗৗৗ
ভীষ্মক (কুন্তীপুত্র পিতা, বিদর্ভরাজ) ২১ৗৗৗৗৗৗ-২১

ম
মধ্বাচার্য (আচার্য) ২১২ৗৗৗৗৗ-৩১ ; ২১২ৗৗৗৗৗ

য
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী ২১২ৗৗৗৗ

র
রক্তা (বর্গ-দেবী) ১১৩ৗৗৗৗৗ
রোমহর্ষণ (পুরাণবক্তা সূত) ১১ৗৗৗৗৗ

কমলাঙ্ক বিশ্বাস (অষ্টৈত-শাখা) ১১২১২৬-৫৩
 কমলানন্দ (শ্রীচৈতন্ত-শাখা) ১১০১৪৭
 কমলাঙ্ক (শ্রীঅষ্টৈতচার্যের অপর নাম) ১১৬২৭
 কর্পূর (কবি ; শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দদাস ;
 পুরীদাস) ১১০১৬০ ; ১১২১০১-১০ ; ১১২৪২৫২ ;
 ১১২৫২-৬০ ; ১১২১৪৪-৪২ ; ১১৬১৬০-৬১
 কলানিধি (শ্রীচৈতন্ত-শাখা) ১১০১৩১
 কাজী ১১৭১১১৮-২১১
 কানাক্ষি খুটিয়া ১১৫১২০ ; ১১৫১৩০-৩১
 কাঙ্ক্ষাকুর (নিত্যানন্দ-শাখা ; পুরুষোত্তম দাসের
 পুত্র) ১১১১৩৭
 কান্ত পণ্ডিত (অষ্টৈত-শাখা) ১১২১৫৯
 কামদেব (অষ্টৈত-শাখা) ১১২১৫৭
 কামাভট্ট (শ্রীচৈতন্ত-শাখা) ১১০১১৪৭
 কালকৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৫৪
 (কৃষ্ণদাস কুলীন ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)
 কালিদাস (রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্যোতি খুড়া)
 ১১৬১৫-৪৬
 কালীনাথ রুদ্র (শ্রীচৈতন্ত-শাখা) ১১০১১০৪
 কালীমিশ্র ১১০১১২২ ; ১১১১২০ ; ১১৬১২৫৩ ;
 ১১৬১২১ , ১১০১১২-২১ ; ১১০১২৬ ; ১১০১২২-৩১ ;
 ১১০১৩৪ ; ১১০১১৯ ; ১১১১১০৫ ; ১১১১১১১ ,
 ১১১১১৫৪-৬৪ ; ১১২১৬৯ , ১১২১১৫১ , ১১০১৫৬ ,
 ১১০৬৬১ , ১১৪১১০৪-১১০ , ১১৪১১১৩ , ১১৫১২১ ;
 ১১৬১৪৪ . ১১৬১২৫২ ; ১২৫১৮১ ; ১১৭১৫৮-১০২ ;
 ১১১১১৪-২৪ ; ১১১১৭২ , ১১১১৮৪-৮৫
 কালীধর গোসাঞি (শ্রীমদ্রাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের
 শ্রিয়সেবক গোবিন্দ-গোসাঞির গুরু) ১১৮১৬১
 কালীধর ব্রহ্মচারী (জৈনপুরীর শিষ্য) ১১০১১৩৬ ,
 ১১০১১৩৯ ; ১১০১১৪০ , ১১১১২০ ; ১১১২৩৯ ,
 ১১০১১৩১ , ১১০১১৭৮-৭৯ , ১১২১১৬০ ; ১১২১১০৪ ,
 ১১৩১৮৪ ; ১১৩১১৭৫ ; ১১৫১১৮২ ; ১১৬১১২৬ ,
 ১১৫১১৮০ ; ১১২১৫১ , ১১৪১১০৫ ; ১১৭১৩৮ , ১১৭১৫৩ ,
 ১১৮১৩৮ ; ১১৮১৫৮ ; ১১০১১৫১ , ১১১১১৮৩
 কাষ্টকাটা অগস্ত্যদাস (গদাধর-শাখা) ১১২১৮২
 কৃষ্ণ বিশেষ পত্নী (পতিব্রতা-শ্রিয়োমণি) ১১২০১৮
 —৬/৩১

কূর্ম (দাক্ষিণাত্যের জৈনিক বৈদিক ব্রাহ্মণ) ১১৭১১৮-
 ২৬ ; ১১৭১৩২ ; ১১৭১৩৫-৩৬
 কৃষ্ণদাস (কুলীন ব্রাহ্মণ ; মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের
 সঙ্গী ; ইনিই কালকৃষ্ণদাস ; ১১০১৬০ এবং ১১০১৭৩ পরার
 দ্রষ্টব্য) ; ১১০১১৪৩ ; ১১১১৩৪ ; ১১১১৩৩ ; ১১৭১৩৮-৩৯ ;
 ১১৭১২১ ; ১১২১০২-১৬ ; ১১২১৩১০ ; ১১০১৬০-৭৮
 কৃষ্ণদাস (দেবানন্দের ভ্রাতা ; নিত্যানন্দ-শাখা)
 ১১১১১৪৩
 কৃষ্ণদাস (বিজ ; রাঢ়ে জন্ম ; নিত্যানন্দ-শাখা)
 ১১১১১৩৩
 কৃষ্ণদাস (রাঢ়দেশবাসী বিপ্র) ১১৬১৫০-৫১
 কৃষ্ণদাস (অষ্টৈত-শাখা) ১১২১৬০
 কৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ-শাখা ; সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা)
 ১১১১১২২
 কৃষ্ণদাস (সূর্য্যবেদধারী জগন্নাথ-সেবক) ১১০১৪০
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ—প্রতি পরিচ্ছেদে
 কৃষ্ণদাস বৈষ্ণ (শ্রীচৈতন্ত-শাখা) ১১০১১০৭
 কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৩
 কৃষ্ণদাস রাজপুত ১১৮১৭৫-৮৩ ; ১১৮১১২৮ ; ১১৮১
 ১৪৮-২০৮ ; ১১৯১৮২
 কৃষ্ণদাস হোড় ১১৬১৬১
 কৃষ্ণমিশ্র (অষ্টৈতশাখা , অষ্টৈতচার্যের পুত্র) ১১২১১৬
 কৃষ্ণানন্দ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৭
 কৃষ্ণানন্দ পুরী (ভক্তি-কল্পতরুর নবমূলের একমূল)
 ১১১১১২
 কেশবছত্রী (হুসেনসাহের চর) ১১১১৬১-৬৪
 কেশবপুরী (ভক্তি-কল্পতরুর নবমূলের একমূল) ১১১১২
 কেশবভারতী (লৌকিক-লীলার মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের
 গুরু) ১১৭১৬৪ ; ১১১১১১ ; ১১২১১২ ; ১১৩১৫২ , ১১৭১
 ২৬১-৬৫ ; ১১৬১৭০ ; ১১৭১১১২

গ গ

গঙ্গাদাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪০ ; ১১৩১৩৮
 গঙ্গাদাস পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্তশাখা) ১১০১২৭ ; ১১৩১৫১ ;
 ১১৫১৩ ; ১১৩১৫০ ; ১১১১৭৪ ; ১১১১১৪৪ ; ১১০১৮
 গদাধর (নিত্যানন্দের গণ) ১১১১৬০

গদামন্ত্রী (গদাধরশাখা) ১১২১৭০

গজপতি (রাজা প্রতাপরুদ্র; প্রতাপরুদ্ররাজা দ্বৈতব্য)
২১১১২১১-২০

গদাধরদাস (শ্রীচৈতন্যশাখা; নামপ্রেম-বিতরণের
কার্যে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী) ১১০১৫১; ১১১১১০;
১১১১১৪; ২১৫১৪৪; ৩১০১৪৭

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ১১১২৩; ১৪১১৮৫,
১৪১৪৫; ১৭১১৬২; ১৮১৫৪; ১৮১৬৩; ১১০১১৩-১৪;
১১০১২৩; ১১২১৭৭; ১১৩১২; ১১৭১২২২; ১১৭১৩২৩;
২১১২০৫; ২১১২৩৮; ২১২১৬৭; ২১৩১৫০; ২১০১৮০;
২১১১৭৩; ২১১১৪৪; ২১২১৫৪; ২১৪১৭৯; ২১৫১৮১;
২১৬১৭৭; ২১৬১২২৯-৪৫; ২১৬১২৫৩; ২১৬১২৭৫-৮১;
২১৭১২৮৩-৮৪; ২১৭১৮০; ২১৭১৮৭-৮৯; ৩৪১১০৪;
৩৭১৩৭; ৩৭১৫৮; ৩৭১৭৪-৮৩; ৩৭১২৮-৩৬; ৩৭১৩৮-
৫০; ৩৭১৫৪-৫৫; ৩৮১৮৩; ৩১০১১৫০; ৩১৪১৮৩

গুরুপণ্ডিত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৩; ৩১০১১

গুণরাজধান (কুলীন গ্রামবাসী) ২১০১১০০

গুণার্ণবমিশ্র (কবিরাজগোস্বামীর ঝামটপুর গৃহে
শ্রীবিদ্যেহের সেবক) ১৫১১৪৬

গোকুলদাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৬

গোপাল (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৭

গোপাল (অদ্বৈত-তনয়; অদ্বৈতশাখা) ১১২১১৭-২৪;
২১২১১৪০-৪৭

গোপাল আচার্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১২

গোপাল চক্রবর্তী (হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের আরিন্দা)
৩৩১১৭৮-২৭

গোপালদাস (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১১

গোপালদাস (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২১৮১৪৫

গোপালভট্ট গোস্বামী ১১১১৮; ১১০১১০৩; ২১৮১৪৩

গোপাল ভট্টাচার্য (ভগবান্ আচার্যের ভ্রাতা)
৩২১৮৮-২২

গোপীকান্ত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১০৮

গোপীনাথ আচার্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১২৮;
২১৩১৬৩০; ২১৩১৪৬; ২১৩১৪১-৫১; ২১৩১৬৩-১০৬;
২১৩১৫৮; ২১৭১৮৪; ২১৩১৩৩; ২১১১৫৫-১১০; ২১১১১১১;

২১১১১৫৮; ২১১১১৬৪-৬৬; ২১১১১৬৯; ২১১১১৮৭-৮৮;
২১১১১৯১; ২১২১১৬০; ২১২১১৭৬-৮১; ২১৩১৩৩(৭);
২১৪১৮১-৮৫; ২১৫১২৬৫-৬৬; ২১৫১২৭৬; ২১৫১২৮৮;
২১৬১২২৭; ৩১০১১৫১

গোপীনাথ পট্টনায়ক (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১৩১;
২১৩১২৫১; ৩১৩১২২-১৪২

গোপীনাথ সিংহ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৪

গোবর্দ্ধন দাস ২১৬১২৫-২০; ৩৩১১৫৮; ৩৩১১৬৪-
৯৫; ৩৩১৩৫-৪০; ৩৩১১৭৬-৮১; ৩৩১১৯৩-৯৫; ৩৩১
২৪৫-৫৮

গোবিন্দ (মহাপ্রভুর অঙ্গসেবক) ১১০১১৩৬; ১১০১
১৩৯; ১১০১১৪১-৪২; ২১১১২০; ২১১১২৩৯; ২১২১৬৭
২১০১১২৮-৪৫; ২১১১১৬৩-৭০; ২১১১১৯০; ২১২১১৯৮
২১২১২০৮; ২১৩১৮৪; ২১৩১১৭৫; ২১৫১১৮২
২১৬১১২৬; ২১৭১১৮০; ৩১২১৩০-৩১, ৩১২১৫১-৫৪
৩৪১৪৯; ৩৪১১০৫; ৩৪১১১৬; ৩৪১২০৪-৫, ৩৪১২১১
৩৪১২১৯; ৩৪১২২৮; ৩৪১২৭৭; ৩৪১৩১৪; ৩৪১৩৮
৩৪১৪২-৫২; ৩৪১৫৫-৫৮; ৩১০১৫৩; ৩১০১৮১-২৬
৩১০১১০৫; ৩১১১১৫-১৮; ৩১২১৩৬-৩৭; ৩১২১৫১-৫২
৩১২১১০৩-১৪; ৩১২১৪৩-৫০; ৩১৩১৩০৩; ৩১৪১২৩-
২৪; ৩১৪১৫৪; ৩১৪১৯০-২১; ৩১৬১৪০-৪১; ৩১৬১৮৫;
৩১৬১৯৮; ৩১৭১১২; ৩১৯১৫৩-৬৪

গোবিন্দ কবিরাজ (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৮

গোবিন্দ গোসাঞি (শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের
সেবক) ১৮১৬১; ২১৮১৪৪

গোবিন্দ ঘোষ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১১৩; ১১০১
১১৬; ২১১১৭৭; ২১৩১৪১; ২১৩১৭২ (৭); ২১৬১১৫

গোবিন্দ দত্ত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৬২; ২১৩১৩৬;
২১৩১৭২(৭)

গোবিন্দভক্ত (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২১৮১৪৬

গোবিন্দানন্দ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৬২; ২১৩১৩৬;
২১৩১৭২

গোসাঞিদাস পূজারী (শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীমদনগোপালের
সেবক) ১৮১৬১-৭১

গৌরচন্দ্র (মহাপ্রভু) বহুব্রাহ্মণে উল্লিখিত

গৌরানন্দ (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৫০

গৌর দাস পণ্ডিত (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১২৬-২৪ ;

৩৬৬১

চ

চ

চক্রপাণি আচার্য (অবৈত-শাখা) ১১২১৫৬

চন্দ্রনন্দ (সার্কভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র) ২৬৬২

চন্দ্রনন্দ (নীলাচলবাসী বৈষ্ণব) ২১০১৪৩

চন্দ্রশেখর আচার্য—আচার্যরত্ন দ্রষ্টব্য

চন্দ্রশেখর আচার্য-গৃহিণী—আচার্যরত্ন-গৃহিণী দ্রষ্টব্য

চন্দ্রশেখর বৈষ্ণ (বারাণসীবাসী) ১১১৪৩ ; ১১১৪৭ ;

১১১৪৪৬ ; ১১০১১০ ; ১১০১১৫০ ; ১১০১১৫২ ;

২১১৭৮৭-২৪ ; ২১১৯২০২-৪ ; ২১১৯২০৬-১০ ; ২১২০১৪৫-

৪৯ ; ২১২০১৫২ ; ২১২০১৬২-৬৬ ; ২১২০১৬৩ ; ২১২০১৬৪ ;

২১২০১৬৫ ; ২১২০১৬৬ ; ২১২০১৬৭-১০ ; ৩১৩০৪২ ;

৩১৩০১০১

চাপাল গোপাল ১১১৭৩৩-৫৫ ; ২১১১৪৩

চিরঞ্জীব (খণ্ডবাসী ; শ্রীচৈতন্তশাখা) ১১০১৭৬ ;

১১০১১৭৭ ; ২১১১৮১

চৈতন্তদাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৫০

চৈতন্তদাস (অবৈতশাখা) ১১২১৫৭

চৈতন্তদাস (গদাধরশাখা) ১১২১৮১

চৈতন্তদাস (রক্তবাটী চৈতন্তদাস ; গদাধরশাখা)

১১২১৮৪

চৈতন্তদাস (শ্রীরক্ষাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের পুত্র)

১৮৬৪

চৈতন্তদাস (শিবানন্দ সেনের পুত্র) ১১০১৬০ ;

২১৩১২২ ; ৩১৩১৩২-৪১ ; ৩১৩১৪৫-৪৮

চৈতন্ত বল্লভ (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৬

চৈতন্তানন্দ (স্বরূপদামোদরের সন্ন্যাসের গুরু)

১১০১১০৩

ছ

ছ

ছোটবিপ্র (বিজ্ঞানপুর বাসী) ২১৫১৩৬ ; ২১৫১২০ ;

২১৫১২৫ ; ২১৫১৩০-১১৮

ছোট হরিদাস (শ্রীচৈতন্তশাখা) ১১০১৪৫ ; ২১১২৪৫ ;

২১১২৪৬ ; ২১১২৪৭ (৭) ; ৩১৩১০১-১০৬ ; ৩১২

১১০-৬৪

জগদানন্দ পণ্ডিত—১১০১১২-২১ ; ১১০১১২৩ ;

২১১২১ ; ২১১২০৫ ; ২১১২৩৩ ; ২১১২৩৭ ; ২১১২০৬ ;

২১১২২৪-২৮ ; ২১১২০-২১ ; ২১১২৩২ ; ২১১০৬৫ ;

২১১০১২৪ ; ২১১১২৫ ; ২১১১১৮০ ; ২১১১১২২ ;

২১১২১৬০ ; ২১১২১৬৬-৬৯ ; ২১১৫১৬২ ; ২১১৫১২৬ ;

২১১৫১৮০ ; ৩১১৪২-৭৭ ; ৩১১৫১ ; ৩১১১০৪ ;

৩১১১৩০-৩২ ; ৩১১৫১-৬৪ ; ৩১১৭৭ ; ৩১১৫৩ ; ৩১১

১২৬-২৭ ; ৩১১৭২-১৫ ; ৩১১০১৫১ ; ৩১১১৮৩ ; ৩১২১৮৫-

১৫৩ ; ৩১৩১২ ; ৩১৩১৫-৭২ ; ৩১৩১৭৬ ; ৩১৩১৮৩ ;

৩১১১৩-২২

জগদীশ (শ্রীনিত্যানন্দের গণ) ৩৬৬১

জগদীশ (অবৈতশাখা ; শ্রীঅবৈতের পুত্ররূপ শাখা)

১১২১২৫

জগদীশ পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্তশাখা) ১১০১৬৮-৬৯ ;

১১৪১৬৬

জগদীশ পণ্ডিত (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১২৭

জগদীশ (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৯

জগদীশ আচার্য (শ্রীচৈতন্তশাখা) ১১০১১০৬

জগদীশ কর (অবৈতশাখা) ১১২১৫৮

জগদীশ তীর্থ (শ্রীচৈতন্তশাখা) ১১০১১১২

জগদীশ দাস (শ্রীচৈতন্তশাখা) ১১০১১১০

জগদীশ মন্দিরের দলই ৩১৩১৭৪-৭৮

জগদীশ মাহিতী ২১৫১২০ ; ২১৫১৩০-৩১

জগদীশ মিশ্র (মহাপ্রভুর পিতা) ১১৩১৭৫ ; ১১৩১৫২ ;

১১৩১৫৫ ; ১১৩১৫৬ ; ১১৩১৫৭ ; ১১৩১৫৮-৭ ;

১১৩১১৭-৮ ; ১১৩১১৯ ; ১১৪১১৭ ; ১১৪১৬৭ ;

১১৪১৭৫, ৭৮-৮৮ ; ১১৪১৯০ ; ১১৫১২ ; ১১৫১২১ ;

১১৭১২৮৫ ; ২১৫১০ ; ২১৫১৩ ; ২১৫১৬৮ ; ২১৫১৭৩ ;

২১৫১২১১

জগদীশ ১১৫১৮৩ ; ১১৮১১৭ ; ১১০১১১৮ ; ১১৭১১৫ ;

২১১১৮১-৮৫ (ব্রাহ্মণজাতি) ; ২১১১৩৬

জনার্দ্দন (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩১৫৫

জনার্দ্দন (জগদীশের সেবক) ২১১১৬৯

জনার্দ্দন দাস (অবৈত-শাখা) ১১২১৫৯

জনকীনাথ (বিপ্র ; শ্রীচৈতন্তশাখা) ১১০১১১২

জালিয়া (সমুদ্রে পতিত মহাপ্রভুকে বিনি আলে
তুলিয়াছিলেন) ৩১৮৪১-৬৭; ৩১৮১১০-১১

জিতামিত্র (গদাধর-শাখা) ১১২৮২

জীব গোস্বামী (শ্রীজীব গোস্বামী ঋষ্য)

জানদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১৪৯

ঝ

ঝ

ঝড়ুঠাকুর ৩১৬১৪-২৮; ৩১৬১০০-৩২

ঝড়ুঠাকুর-গৃহিণী ৩১৬১৫-১৬; ৩১৬১৩১-৩৩

ত

ত

তপন আচার্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৪৬

তপন মিশ্র ১১৭৪৪; ১১৭৪৭; ১১৭১৪৬;

১১০১৫০-৫২; ১১৬৮৮-১৫; ২১১৭৭২-৮৪;

২১১২২০-৫-১০; ২১২০৬২, ৬৭-৭৩; ২১২৫১১১; ২১২৫৫৪;

২১২৫১৩২; ২১২৫১৬৯-৭০; ৩১৩৪২; ৩১৩১০১

তুলসী পড়িছাপাত্র ২১২১৫১; ২১৫১২১; ২১৫১২৮-
২২; ২১৫১৮৫

ত্রিমল্লভট্ট ২১১১১-১০১

ত্রৈলোক্যনাথ (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩৫৫

দ

দ

দত্তর শিবানন্দ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৪৭

দবীরখাস (শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর নবাবপ্রদত্ত নাম)
২১১১৬৫; ২১১১৭১; ২১১১২৪

দময়ন্তী (রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী; শ্রীচৈতন্যশাখা)
১১০১২৩-২৬; ৩১০১২২-৩৮

দয়িতাগণ (অগস্ত্যের সেবক) ২১৩১১-১০

দরজী বন ১১৭১২২৪-২৫

দামোদর ১১৪১৮৫; ২১৩১৫১

দামোদর দাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৯

দামোদর পণ্ডিত ১১০১২২-৩১; ১১০১২২৪; ২১১১১;
২১১২২২; ২১১২৩৮; ২১১২৪৫; ২১৩২০৬; ২১৬২২৪-
২৮; ২১৭২৪-২৬; ২১৩৩১২; ২১০১৬৫; ২১০১৮১;
২১১১১৩২-৩৪; ২১১১১৮০; ২১১১১২২; ২১২১২১-২৬;
২১২১১৬০; ২১৩৩৬৬; ২১৫১৮২; ২১৬১২৭;
২১৫১৮১; ৩১১১৫১; ৩১৩৪৪-৪৫; ৩১৩১০৬; ৩১৩৩৭;
৩১৭৫৩

দাস (অগস্ত্যের মণি সোয়ার) ২১০১৪১

দাক্ষিণাত্য বিদ্র (প্রয়াগবাসী) ২১১১৪৩; ২১১১৫৪;
২১১১২০১

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ১১৬১২০-১০২

বিজ হরিদাস (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১১০

দুর্লভ বিশ্বাস (অধৈতশাখা) ১১২১৫৭

দেবানন্দ (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৩

দেবানন্দ (ভাগবতী; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৫;
২১১১৪৩

ধনঞ্জয় পণ্ডিত (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১২৮; ৩১৬১১
ঋণানন্দ (গদাধরশাখা) ১১২১৭৮

নকড়ি (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৫

নকুল ব্রহ্মচারী—নৃসিংহানন্দ ঋষ্য

নন্দন (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪০

নন্দন আচার্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৩৭; ২১৩১৫১;
২১০১৮২; ২১১১৭৮; ৩১০১১৩৬

নন্দাই (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১৪১-৪২; ২১০১১৪৪-
৪৫; ২১৬১১২৮; ৩১২১১৪৭; ৩১৪১৮৩

নন্দাই (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৬

নন্দিনী অধৈতশাখা) ১১২১৫৭

নবমী হোড় (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৪৭

নয়ন মিশ্র (গদাধরশাখা) ১১২১৭১

নরহরি দাস (খণ্ডবাসী; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৬;
২১১১২৩; ২১০১৮৮; ২১১১৮১; ২১৩১৪৫; ২১৫১
১১২; ২১৫১১৩২; ২১৬১১৭; ৩১০১৫৮

নরুৎক গোপাল (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৫০

নারায়ণ ২১১১৭৮; ২১৩১৩৬

নারায়ণ (দেবানন্দের ভ্রাতা; নিত্যানন্দশাখা)
১১১১৪৩

নারায়ণদাস (অধৈত-শাখা) ১১২১৫৯

নারায়ণদাস (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২১৮১৪৫

নারায়ণপণ্ডিত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৩৪; ২১১১৭৫

নারায়ণী (ব্রহ্মাবনদাস ঠাকুরের মাতা) ১৮১৩৭;
১১১১৫১; ১১৭১২২৩

নিত্যানন্দ—বহুস্থলে উল্লিখিত

নির্লোম গঙ্গাদাস (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০৪৯

নৌলাই ৩১৪৮৩

নীলাধর (রঘুনীলাধর ? ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৪৬

নীলাধর চক্রবর্তী (মহাপ্রভুর মাতামহ) ১১৩৫৮ ;

১১৩৫৮ ; ১১৩১২০ ; ১১৪১০০-১৬ ; ২৬৫১-৫২ ;

২১৬২১৮ ; ৩৬১১৬৩-১৪

নৃসিংহ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১৫০

নৃসিংহ তীর্থ ১১১২২

নৃসিংহানন্দ (নকুলব্রহ্মচারী ; প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ;

শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩৩ ; ১১০৫৫-৫৭ ; ২১১১৪৫-৫২ ;

২১১১৭৬ ; ২১৬২০২ ৩২১৪-৫ ; ৩২১৫-৩১ ;

৩২১০৫-৭৩ ; ৩১০১০

জ্ঞানার্চাধ্য ২১২১৫৪

প

প

পড়িছাপাত্র ২১১১১০৫ ; ২১১১৫৪-৬৪ ; ২১২১

৬৯-৭৫

পদ্মনাভ (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩৫৫

পরমানন্দ (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩৫৫

পরমানন্দ (কুলীনগ্রামবাসী) ২১০১৮৭

পরমানন্দ অবধূত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৬

পরমানন্দ উপাধ্যায় (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪১

পরমানন্দ কীৰ্ত্তনীয়া (কাশীবাসী চন্দ্রশেখরের সঙ্গী)

২১২৫১৩ ; ২১২৫৫৪ ; ২১২৫১৩২

পরমানন্দ গুপ্ত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪২

পরমানন্দ দাস (কবিকর্ণপুর ; কর্ণপুর জটব্য) ৩১২১

৪৪-৪৯

পরমানন্দপুরী ১১১১১ ; ১১১১৪ ; ১১০ ১২৩ ;

২১১১০২ ; ২১১১২০ ; ২১১১৩৯ ; ২১১২৪২ ; ২১২৬৭ ;

২১১১৫২-৫৯ ; ২১০৮২-৯৯ ; ২১০১১২৫ ; ২১১১২৪ ;

২১১১১৮৮ ; ২১২১১০৬ ; ২১২১১৫৩ ; ২১২১২০৫ ;

২১৩২৯ ; ২১৪১০ ; ২১৪১৮২ ; ২১৪১১২২ ; ২১৬

১২৬ ; ২১২৫১৭১ ; ৩২১২৬-৩৫ ; ৩৪১০৪ ; ৩৭১৪৯ ;

৩৮৬-৭ ; ৩৮৬৫-৭৮ ; ৩১১৮৬ ; ৩১৪৮৪ ; ৩১৪১

১০৭-১১০ ; ৩১৬১৮ ; ৩১১১১১

পরমানন্দ মহাপাত্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা ; শ্রীক্ষেত্রবাসী)

১১০১৩৩ ; ২১০৪৪

পরমেশ্বর দাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১২৬ ; ৩৬৬১

পরমেশ্বর মোদক (নদীয়াবাসী মোদক) ৩১২১৫২-৫৯

পীতাম্বর (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৯

পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১২২ ;

১১৩৫৬ ; ২১১২৪১ ; ২১৩১৫০ ; ২১১১৭৩ ; ২১১১

১৪৪ ; ২১৪১৭৮ ; ২১৬১৭৫-৮০ ; ৩১২১১২

পুণ্ডরীকানন্দ (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২১৮১৪৬

পুরন্দর (শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী) ৩৬৬০

পুরন্দর আচার্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১২৮ ; ২১১১৭৪ ;

২১১১১৪৪

পুরন্দর পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১২৫

পুরীদাস (শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ; কবি কর্ণপুর ;

কর্ণপুর জটব্য) ৩১২১৪৬-৭৯ ; ৩১৬১৬০-৬৯

পুরুষোত্তম (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০০ ; ৩১০১৯

পুরুষোত্তম (কুলীনগ্রামবাসী ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)

১১০১৭৮

পুরুষোত্তম (শ্রীচৈতন্য-শাখা ; প্রভুর ছাত্র) ১১০১৭০

২১১১৭৯

পুরুষোত্তম আচার্য (ব্রহ্মপদামোদরের পূর্বাশ্রমের নাম) ২১০১০১

পুরুষোত্তম জ্ঞান (রাজা প্রতাপরুদ্রের বড় পুত্র)

৩১১১৭

পুরুষোত্তম দাস (সদাশিব কবিরাজের পুত্র ;

নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৩৫-৩৬

পুরুষোত্তম দেব (উৎকলের রাজা) ২১৫১১৯-৩২

পুরুষোত্তম পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৩০

পুরুষোত্তম পণ্ডিত (অষ্টৈত-শাখা) ১১২১৬১

পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণকুমার ৩১৩২-৯

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী (অষ্টৈত-শাখা) ১১২১৬০

পুষ্প-গোপাল (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৩

প্রকাশানন্দ সরস্বতী ১৭১৬০ ; ১৭১৬৩ ; ১৭১১০০-

২৪ ; ২১২৫২২ ; ২১২৫৫৬-১১২

প্রতাপরুদ্র রাজা (গজপতি) ১১০১৩৩ ; ২১১১২৬ ;

২১১১৩৮ ; ২১১২৫১ ; ২১০১২-২০ ; ২১১১৪ ; ২১১১১০ ;

২১১১১৪-২৩ ; ২১১১৩২-১০৯ ; ২১১১২১৯-২০ ;

২১২১৩০২ ; ২১২১১২ ; ২১২১১৮-২০ ; ২১২১৩৪-৫৪ ;

২১২১৫৪ ; ২১২১৬৩-৬৪ ; ২১২৩৫ ; ২১৩১৪-১৭ ;

৩১৩৮৫৫-৬১ ; ২১৩৮৮৪-২২ ; ২১৩৮১৭২-৮০ ; ২১৩৮৩০-২০ ; ২১৩৮১২২-২৫ ; ২১৩৮১২০-২২ ; ২১৩৮১২৮-২০৮ ;
 ২১৩৮৫৮ ; ২১৩৮১০৪-১০ ; ২১৩৮১২১ ; ২১৩৮১২৮ ; ২১৩৮১২১৫ ; ২১৩৮১০০-৮২ ; ২১৩৮১২০৬ ; ৩১৩৮৮ ;
 ২-৫ ; ২১৩৮১০১-১১৬ ; ২১৩৮১২৮২ ; ৩১৩৮১৬-২১ ; ৩১৩৮১২০১
 ৪৪-৪৯ ; ৩১৩৮১০৫ ; ৩১০৮৬১

প্রতাপরুদ্র রাজার পুত্র (যিনি প্রভুর সঙ্গে মিলিত
 হইয়াছিলেন) ২১২৫২-৬৫

প্রহ্লাদভক্তচারী—বুসিংহানন্দ দ্রষ্টব্য।

প্রহ্লাদমিশ্র (নীলাচলবাসী ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।
 ১২২ ; ২১১১২০ ; ২১১২৫০ ; ২১০৮৪১ ; ২১৩৮১২২ ;
 ২১২৫১৮১ ; ৩১৫৩-৭৬

প্রহরাজ মহাপাত্র (নীলাচলবাসী) ২১০৮৪৪

প্রেমী কৃষ্ণদাস (বৃন্দাবনবাসী) ১৮৬৪

প্রেমী কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণদাস রাজপুত) ২১৮১৪৮

ব ব

বক্রেশ্বর পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১৬৪৫ ; ১১০।
 ১৫-১৮ ; ১১০৮৭৫ ; ১১০৮১২৩ ; ২১১২০৫ ; ২১১২৩৮ ;
 ২১৩৮১৫০ ; ২১০৮০০ ; ২১১১৭৩ ; ২১১১২১১ ; ২১২১১৫৪ ;
 ২১৩৮৩৪ ; ২১৩৮৪২ ; ২১৪৮৭৯ ; ২১৪৮৯৮ ; ২১৬৮১২৭ ;
 ২১২৫১৮০ ; ৩১৪১০৩ ; ৩১৮৩৭ ; ৩১৮৫৮ ; ৩১০৮৫৮ ;
 ২১০৮৫১ ; ৩১১১৪৭ ; ৩১১১৬২ ; ৩১১১৬৬

বঙ্গদেশীয় কবি ৩১৮৮-১৪৯

বড় বিপ্র (বিদ্যানগরের) ২১৫২৪ ; ২১৫২৬-১১৮

বড় হরিদাস (কৌণ্ডিনীয়া ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০৮১৪৫ ;
 ২১০৮১৪৪ ; ২১৩৮৪১ (?) ; ২১৩৮৭২ (?)

বনমালী আচার্য ১১৭৮১১৩

বনমালী কবিত্ত (অষ্টৈত-শাখা) ১১২৮৬১

বনমালী ঘটক (প্রভুর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বিবাহের
 ঘটক) ১১৫১৩৬

বনমালীদাস (অষ্টৈত-শাখা) ১১২৮৭৭

বনমালী পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০৮১১

বলভদ্র ভট্টাচার্য (প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সঙ্গী)
 ১১০৮১৪৪ ; ২১১২২২ ; ২১১২২৪ ; ২১১২২৬ ;
 ২১১১১৪-১১ ; ২১১১২৬ ; ২১১১৩৮ ; ২১১১৫৪-৬২ ;
 ২১১১৬৮-৭৭ ; ২১১১৮৪ ; ২১১১৮৪১ ; ২১১১৮৬৫ ;
 ২১১১৮৬৭ ; ২১১১২০৫-১০ ; ২১৮৮১১ ; ২১৮৮১৮ ;

বলরাম (অষ্টৈত-তনয় ; অষ্টৈত শাখা) ১১২৮৫

বলরাম আচার্য (হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের পুরো-
 হিত) ৩১৩৮৫৭-৬৪ ; ৩১৩৮৮৮-৮২ ; ৩১৩২০১

বলরামদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৩১

বল্লভ (গদাধর-শাখা) ১১২৮১৮

বল্লভভট্ট (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার) ২১১২৪৯ ;
 ২১২১৫৭-৮৪ ; ৩১৮৩-১৪৬

বল্লভসেন (নিত্যানন্দ-শাখা) ২১১১৭৯ ; ২১৩৮৪০

বল্লভাচার্য (গৌরপ্রেরণী লক্ষ্মীদেবীর পিতা)
 ১১৪৮৫২ ; ১১৫১২৫

বসন্ত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৭

বাগীকৃষ্ণ দাস (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২১৮৮৪৬

বাগীনাথ (বিপ্র ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০৮১১২ ;
 ২১২১১৬০ (?)

বাগীনাথ (কুলীনগ্রামবাসী ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
 ১১০৮৭৯

বা নাথ পট্টনায়ক (রায় ভবানন্দের পুত্র
 ১১০৮৩১ ; ২১০৮৫৪-৫২ ; ২১১১২৫-২৬ ; ২১১১৫২ ;
 ২১১১১৬৪-৬৬ ; ২১২১১৫০ ; ২১২১১৬০ (?)
 ২১৪৮১২-২২ ; ২১৪৮১১ ; ২১৬৮৪৪ ; ২১৬৮১৭ ;
 ২১৬৮২৫২ ; ২১২৫১৮৬ ; ৩১১১৩৬ ; ৩১১১৭৯

বাগীনাথ ব্রহ্মচারী (গদাধর-শাখা) ১১২৮১৮

বাহুদেব (গলিতকুণ্ডী) ২১১১৩৩ ; ২১১১৩৩-৪৪ ;
 ২১১১৪৭

বাহুদেব ঘোষ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০৮১১৩ ;
 ১১০৮১১৬ ; ১১১১১২ ; ১১১১১৬ ; ১১৩৮২ ;
 ২১১২৪১ ; ২১৩৮৫১ ; ২১১১৭৭ ; ২১৩৮৩৯ ;
 ২১৩৮৪২

বাহুদেব দত্ত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০৮৩২-৪০ ;
 ১১২৮৫৫ ; ২১১২৪১ ; ২১০৮৭৯ ; ২১১১৭৬ ;
 ২১১১১২৩-২৮ ; ২১৩৮৩৯ ; ২১৩৮৪২ ; ২১৪৮৭৮ ;
 ২১৪৮৯৬ ; ২১৫১২৪-২৭ ; ২১৫১২৫৮-৭৮ ; ২১৬৮১৫ ;
 ২১৬৮২০৩ ; ৩১৩৮৬৯ ; ৩১৪১০৩ ; ৩১৩৮৫২ ; ৩১৮৮৮৮ ;

৩১০৮ ; ৩১০১১৮ ; ৩১০১৩৭ ; ৩১১১১২ ;
৩১২১০৭

বিজয় (নদীয়াবাসী) ১১০৮১ ; ১১১১১২

বিজয় আচার্য্য ১১১১২৩২

বিজয় দাস (রত্নবাহু ; আখরিয়া ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১১১১

১১০১৬৩-৬৪ ; ১১০১৫১

বিজয় দাস (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৫২

বিজয় পণ্ডিত (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৬৩ ; ১১২১৫১

বিজুলীখান (পাঠান বৈষ্ণব) ২১৮১১৭ ; ২১৮১২০২

বির্ঠলেশ্বর (বল্লভভট্টের পুত্র) ২১৮১৪১

বিজ্ঞানন্দ (কুলীনগ্রামী ; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৭৮

বিজ্ঞানচন্দ্র (বাসুদেব সার্কর্ভোমের ভ্রাতা)

২১১১৪০ ; ২১৫১১৩৩-৩৬ ; ২১৬১২০৪

বিশ্বরূপ (মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ১১৩১৭২-৭৪ ;

১১৫১৯-১০ ; ২১৭১১০ ; ২১৭১১২ ; ২১৭১৪৩ ; ২১৯১৭১-৭৩

বিশারদ (সার্কর্ভোমের পিতা) ২১৬১১৭ ; ২১৬১৫২

বিশ্বাই হাজরা (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৭

বিষ্ণুদাস (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৪২ ; ২১৩১৪১

বিষ্ণুদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪০

বিষ্ণুদাস (নীলাচলবাসী ভক্ত) ২১০১৪৩

বিষ্ণুদাস আচার্য্য (অদ্বৈতশাখা) ১১২১৫৬

বিষ্ণুপুরী (ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল) ১১০১১২

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী (প্রভুর দ্বিতীয়াগৃহিণী) ১১৬১২৩

বিহারী কৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৪

বীরভদ্র গোস্বামী (নিত্যানন্দ-তনয় ; নিত্যানন্দ-শাখা)

১১১১৫ ; ১১১১১২ ; ১১১১১৩

বুদ্ধিমন্তধান (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৭২ ; ২১৩১৫১ ;

৩১০১২ ; ৩১০১১১৮

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর (শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা)

১৮৩০-৩১ ; ১৮৩৫-৩৭ ; ১৮৪০ ; ১৮৪৭ ; ১৮৭৭ ;

১১১১৫১-৫২ ; ১১৩১৪৬ ৪৮ ; ১১৪১১২ ; ১১৫১৫ ;

১১৫১২৮-২৯ ; ১১৬১২৪ ; ১১৬১১০৩ ; ১১৭১১৩২ ;

১১৭১১৩৬ ; ১১৭১২৬৭ ; ১১৭১৩২০ ; ২১১৩ ;

২১১৬ ; ২১১৮ ; ২১৩১১৪ ; ২১৪১৩ ; ২১৪১৪ ;

২১৫১৩১ ; ২১২১১৪৭ ; ২১৫১১২ ; ২১৬১৫৫ ; ২১৬১৮০ ;

২১৬১২১২ ; ৩১৩১৮৮ ; ৩১৩১৯০ ; ৩১০১৪৮ ; ৩১২১৬৪ ;

৩২০১৭৩-৭৮

বেকট ভট্ট (ঐবৈষ্ণব) ১১০১৭৬-৮০ ; ১১০১৩২-৫০

বৈষ্ণবাধ (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৬১

বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য—রঘুনাথপুরী দ্রষ্টব্য

ব্রহ্মানন্দপুরী (ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের এক মূল)

১১০১১১

ব্রহ্মানন্দ ভারতী ১১০১১১ ; ১১০১১৩৪ ; ১১০১২৭১ ;

২১০১১৪৬-৭৬ ; ২১১১২২৪ ; ২১১১১৮৮ ; ২১২১১০৬ ;

২১২১১৫৩ ; ২১২১২০৫ ; ২১৩১২২ ; ২১৪১১০ ; ২১৫১৫১

১৭১ ; ৩১৪১০৪ ; ৩১১১৮৬ ; ৩১৪১৮৪ ; ৩১৪১১০৭-৮ ;

৩১৬১২৮

ভ ভ

ভগবান আচার্য্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৩৪ ;

২১১২৩২ ; ২১০১১৭৭ ; ৩১২১৮৩-১১১ ; ৩১৫১৮২ ; ৩১৫১

১৬-১০৭ ; ৩১৮১৮৩ ; ৩১০১১৫১ ; ৩১৪১৮৪

ভগবান পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৬৭ ;

৩১০১৯

ভগবান মিশ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৮

ভবনাথ কর (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৫৮

ভবানন্দ রায় (রায়রামানন্দের পিতা ; শ্রীচৈতন্য-শাখা)

১১০১১২২-১৩২ ; ২১১১২১ ; ২১০১৪৭-৫২ ; ২১১১১৫ ;

৩১১১৪ ; ৩১২১৬০ ; ৩১১১০১ ; ৩১১১১৮-২৪ ; ৩১১১২৫-২৯

ভাগবত দাস (গদাধর-শাখা) ১১২১৮০

ভাগবতাচার্য্য (গদাধর-শাখা) ১১০১১১ ; ১১০১১১৭ ;

১১২১৫৬ ; ১১২১৭৮

ভূগর্ভগোসাঞি (গদাধর-শাখা) ১৮৩১৩৩ ; ১১২১৫৮ ;

২১৮১৪৪

ভোলানাথ দাস (অদ্বৈত-শাখা) ১১২১৫৮

ম

মকরধ্বজ কর (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১২২

৩১০১০৮

মঙ্গল বৈষ্ণব (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৬

মধুসূদন (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০২

মনোহর (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪২

মনোহর (দেবানন্দের ভ্রাতা ; নিত্যানন্দ-শাখা)

১১১১৪৩

- মর্দরাজ মহাপাত্র (রাজা প্রতাপরত্নের কর্মচারী) ২১৩৬।১১২-১৫; ২১৩৬।১২৫
- মহারাত্রী বিপ্র ২১৩৭।১৭; ২১৩৭।১০১-৩৯; ২১৩৮।১১; ২১২০।৭৪-৭৬; ২১২৫।৬-১৪; ২১২৫।৫০-৫২; ২১২৫।১১৩-১৪; ২১২৫।১৩২; ২১২৫।১৬৩
- মহীধর (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪৫
- মহেশ (নিত্যানন্দের গণ) ৩৬।৬১
- মহেশ পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।১০৯; ১১১।২৯
- মাধুর ব্রাহ্মণ (সনোড়িয়া) ২১৩৭।১৪৯-৫০; ২১৩৭।১৫৫-৭৬; ২১৩৮।৬২; ২১৩৮।১১১; ২১৩৮।১২২-২০৮
- মাধব (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪৫; ২১৩৮।৭২ (?)
- মাধব (শ্রীকৃষ্ণের গণ) ২১৩৮।৪৫
- মাধব ঘোষ (শ্রীচৈতন্য-শাখা; নাম-প্রেম-প্রচারে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী) ১১০।১১৩; ১১০।১১৬; ১১১।১২; ১১১।১৫; ২১১।৭৭; ২১৩৮।৪২; ২১৩৮।৭২ (?)
- মাধব দাস (নীলাচল হইতে গোঁড়ে আসার সময়ে মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে সাতদিন ছিলেন) ২১৩৮।২০৫-৬
- মাধব পণ্ডিত (অষ্টৈত-শাখা) ১১২।৬২
- মাধবপুরী (মাধবেজপুরী; ভক্তিবল্লভের প্রথম অঙ্কুর) ১৩।৭৫; ১৬।৩৬; ১৯।৮; ১১৩৮।২২; ২১৩৮।৭; ২১৪।১২-১১৪; ২১৪।২৫৮; ২১৪।২৬৭; ২১৬।৬১; ২১৬।২৬৯; ২১৩৭।১৫৭-৫৯; ২১৩৭।১৬৩; ২১৩৭।১৬৬-৭৫; ২১৩৮।১১১; ৩৮।১৭-৩৫
- মাধবাচার্য্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।১১৭
- মাধবাচার্য্য (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪৯
- মাধবী দেবী (নীলাচলবাসী শিখিমাহিতার ভগিনী; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।১৩৫; ৩২।১০২-৬; ৩২।১০৯
- মাধাই (নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-সন্তান; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১৫।১৮৩; ১৮।১৭; ১১০।১১৮; ১১৩৭।১৫; ২১৩৮।১৮-৮৩ (ব্রাহ্মণজাতি); ২১১।৩৬
- মামু ঠাকুর (গদাধর-শাখা) ১১২।৭৯
- মালিনী (শ্রীবাস-গৃহিণী) ১১৩৮।১০৮; ২১৬।২১; ২১৬।৫৬; ৩১২।১০; ৩১২।৬১
- মীনকেশন রামদাস (নিত্যানন্দ-শাখা) ১৫।১৩৯-১১১।৫০
- মুকুন্দ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪৫
- মুকুন্দ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪৯; ১১১।১২৪-২৬ (?); ২১৩৭।৭২ (?)
- মুকুন্দ (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১৬।৪৫; ১১০।১০৪; ১১৩৮।২; ১১৩৮।৫৯; ২১৩৮।৫১; ২১৩৮।৩৯ (?); ২১৩৮।৭২ (?); ৩৭।৩৮
- মুকুন্দ (খণ্ডবাসী; মুকুন্দদাস কি ?) ২১০।৮৮
- মুকুন্দ কবিরাজ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১।৪৮
- মুকুন্দ দত্ত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।৩৮; ১১২।৩৯; ১১৩৭।৬১; ১১৩৭।২২৬; ২১৩৮।১; ২১৩৮।০৫; ২১৩৮।৪১; ২১৩৮।৫৮-৫৯; ২১৩৮।০৩; ২১৩৮।১১৮-২৩; ২১৩৮।২৬; ২১৬।১৮-২৭; ২১৬।৬৭-১০৭ ২১৬।২২৭; ২১৩৮।২২-২৩; ২১৩৮।১২; ২১০।৬৫ ২১০।১২৪; ২১০।১৫৬; ২১০।১৫০-৫২; ২১১।১৫ ১১১।১৮০; ১১৩৮।৩৯ (?); ২১৩৮।৭২ (?) ২১৬।১২৬ ২১৬।১৮৭; ৩২।১৫১; ৩৬।৮৮
- মুকুন্দ দাস (খণ্ডবাসী; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০।৭৬; ২১১।৮১; ২১৫।১২২-২৭
- মুকুন্দসরস্বতী (জ্ঞানৈক সন্ন্যাসী, যিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীকে এক বহির্কাস দিয়াছিলেন) ৩১৩৮।৪৯; ৩১৩৮।৫২
- মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী (বৃন্দাবনবাসী) ১৮।৬৪
- মুকুন্দের মাতা (পরমেশ্বর মোদকের পত্নী) ৩১২।৫৭-৫৮
- মুরারি (মুরারিগুপ্ত ?) ১৪।১৮৫; ১৬।৪৫; ২১।২০৫; ২১৩৮।৩৯ (?); ৩৬।৬০
- মুরারি (মুরারি দত্ত ? ২১৬।১৫ পয়ারে বলা হইয়াছে—“বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই”। এস্থলের বাসুদেব এবং গোবিন্দ বোধহয় “ঘোষ” নহেন; কারণ ১১০।১১৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—“গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। বাঁ-সভার কীৰ্ত্তনে নাচেন চৈতন্য-নিতাই ॥”—ইঁহার “ঘোষ”। তাহা হইলে “বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই” কি দত্ত-উপাধিধারী ?) ২১৬।১৫
- মুরারিগুপ্ত (শ্রীচৈতন্য-শাখা; প্রসিদ্ধ কড়চাকড়ী) ১১০।৪৭-৪৯; ১১৩৮।৩; ১১৩৮।১৪; ১১৩৮।৪৪; ১১৩৮।৫২;

১১৭১৬৫; ১১৭১৭২; ২১১২৪১; ২১৩১৫০;
২১১০৭২; ২১১১৭৫; ২১১১৩৭-৪৩; ২১৩৩৩২ (?);
২১৪১৭৮; ২১৫১৩৭-৫৭; ৩৪৪৪; ৩৪১০০৩;
৩৭১৩৮; ৩১০১১৮; ৩১০১৩৭; ৩১২১১২; ৩১২১২৭
মুরারি-চৈতন্যদাস (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১১৭
মুরারি পণ্ডিত (অষ্টৈতশাখা) ১১২১৬২; ৩১০১২
মুরারি ব্রাহ্মণ (নীলাচলবাসী-ভক্ত) ২১০১৪৩
মুরারি মাহিতী (শিখিমাহিতীর ভাই; শ্রীচৈতন্যশাখা)
১১০১৩৪; ২১০১৪২

য

য

যদু গাঙ্গুলী (গদাধরশাখা) ১১২১৮৬
যদুনন্দন (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১৭
যদুনন্দন আচার্য্য (অষ্টৈত-শাখা; দাসগোস্বামীর
পুত্র) ১১২১৫৪; ৩১১৫৮-৬৭; ৩১১৭৪-৭৫
যদুনাথ (কুলীনগ্রামী; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৮
যদুনাথ কবিচন্দ্র (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১৩২
যবন দরজী—দরজী যবন দ্রষ্টব্য
যবনরাজা ২১৬১৫৬-২৭
যবনরাজার বিশ্বাস ২১৬১৬৭-৭৬
যাদবদাস (অষ্টৈতশাখা) ১১২১৫২
যাদবচার্য্য গোসাঞি (বুদ্ধাবনবাসী) ১১৮১৬২;
২১৮১৪৪

র

র

রঘু (রঘুনীলাধর?; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৪৬;
২১৩১৭২
রঘুনন্দন (খণ্ডবাসী; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৭৬;
১১০১১১৭; ২১০১৮৮; ২১১১৮১; ২১৩১৪৫;
২১৫১১১২-৩১; ২১৬১১৭
রঘুনাথ (অষ্টৈতশাখা) ১১২১৬১
রঘুনাথ (গদাধরশাখা) ১১২১৮৪
রঘুনাথ দাসগোস্বামী (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১১১৮;
১১৫১৮০; ১১০১৮২-১০২; ১১০১১২৪; ২১১২৬২-৭০;
২১২১৭৩; ২১২১৮২-৮৩; ২১৬২১৪২-২৪২; ২১৮১৪৩;
৩১৩১৬১-৬৩; ৩৪১২২৭; ৩১১১১-৩২০; ৩১২১৬২;
৩১২১৪২; ৩১২১৪৭; ৩১৪১৬-২; ৩১৪১৬৮;
৩১৪১১১৩; ৩১৬১৮; ৩১৬১৮০; ৩১৭১৬৭; ৩১২১৭১;
—৬/৩২

রঘুনাথ পুরী (আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ; বৈষ্ণবশাখা)
১১১১৩৩
রঘুনাথ বৈষ্ণ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১২৪
রঘুনাথ বৈষ্ণ উপাধ্যায় (নিত্যানন্দশাখা) ১১১১১২
রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী (তপনমিশ্রের পুত্র; শ্রীচৈতন্য-
শাখা) ১১১১৮; ১১৫১৮০; ১১০১৫১-৫৬; ২১৭১৮৬;
২১৮১৪৩; ২১২৫১৩২; ৩১৩১৮৮-১১৪; ৩২০১৮৮
রঘুপতি উপাধ্যায় (তিরোহিতা পণ্ডিত) ২১২১৮৫-২৭
রঘুমিশ্র (গদাধরশাখা) ১১২১৮৪
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস (গদাধর-শাখা) ১১২১৮৪
রাঘব (রাঘবপণ্ডিত নহেন; ২১৩১৩৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)
২১৩১৪১
রাঘব পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১২২; ২১০১৮২;
২১১১৭৮; ২১২১১৫৪; ২১৩১৩৬; ২১৪১৭২;
২১৫১৬২-২৩; ২১৬১১৬; ২১৬১২০১; ৩৪১১০৩;
৩১৭১০-৭৫; ৩১১০৫-২৬; ৩১১৪৩; ৩১১৪৬-৫১;
৩৭১৫৩; ৩৭১৫৮; ৩১০১১২-৩৮; ৩১০১১২৫;
৩১০১১৩৬; ৩১২১১১
রাজপুত্র (রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র; আলিঙ্গনাদি দ্বারা
যাহাকে মহাপ্রভু বিশেষ রূপা করিয়াছিলেন) ২১২১৫৪-৬৫
রাজা প্রতাপরুদ্র (প্রতাপরুদ্র রাজা দ্রষ্টব্য)
রাজেন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের উপশাখা; শ্রীচৈতন্যশাখা)
১১০১৮৩
রামচন্দ্র কবিরাজ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৮
রামচন্দ্র খান (বৈষ্ণবদেবী ভূম্যধিকারী) ৩১৩১২৪-
১৫৬
রামচন্দ্রপুরী (মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর নিম্নকন্যভাব
শিষ্য) ২১১২৫২; ২১৮১৬-২৩
রামদাস (পাঠানপীর) ২১৮১১৭৫-২৮
রামদাস (শিবানন্দসেনের পুত্র; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১০১৬০
রামদাস অভিযাম (শ্রীচৈতন্য-শাখা; নাম-প্রেম
প্রচারে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী) ১১৬১৪৫; ১১০১১১৪;
১১০১১১৬; ১১১১১০; ১১১১১৩; ২১৫১৪৪; ৩১৬১০;
৩১৬১৮২
রামদাস কবিচন্দ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১১১

রামদাস বিপ্র (কৃতমালানদীতীরবর্তী হুগলিমথুরা-
বাসী) ২।১।১০৪; ২।১।১০২-১০; ২।২।১৬৩-৮২;
২।২।১২২-২০১

রামদাস বিশ্বাস (কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক; কায়স্থ)
৩।১৩।২০-২৮; ৩।১৩।১০৮-১০

রাম ভদ্র (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১।১৫০

রামভদ্রাচার্য্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১৪৬;
২।১০।১৭৭; ৩।১০।১৫১

রামসেন (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১।১৪৮

রামাই (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১৪১-৪২; ২।৩।১৫০;
২।১০।১৪৪-৪৫; ২।১৩।৭২; ২।১৬।১৫; ২।১৬।১২৮;
৩।২।১৪২; ৩।২।১৪৭; ৩।২।৪৮৩

রামানন্দ বহু (কুলীনগ্রামী; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১।১০।৭৮; ২।১।১৮০; ২।১৩।৪৩; ২।১৪।২৩৩-৩৮;
২।১৫।১০৩-১১

রামানন্দ বহু (নিত্যানন্দ-শাখা) ১।১।১৪৫

রামানন্দ রায় (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১৩১-৩২;
১।১৩।৪০; ২।১।২৫; ২।১।১১৮-১২; ২।১।১৩২; ২।১।২৪০;
২।১।২৫০; ২।১।২৫১; ২।২।৬৬; ২।৭।৬১-৬৬;
২।৮।১২-২৫০; ২।২।২৯১-৩০৭; ২।১০।৪৮-৫০;
২।১০।৫৭; ২।১।১১১-৩১; ২।১।১৪৮; ২।১।১২৬;
২।১২।৩৬-৫৪; ২।১৪।২২; ২।১৪।৮০; ২।১৬।৩;
২।১৬।৬-২; ২।১৬।৮৬-২২; ২।১৬।২৭; ২।১৬।১০০-১০১;
২।১৬।১০৬; ২।১৬।১১৫; ২।১৬।১২৫; ২।১৬।১৪২-৫৩;
২।১৬।১৫২; ২।১৭।২-১৮; ২।১৯।১০৬; ২।২০।২০;
২।২৫।১৮৬; ৩।১।২২-২৫; ৩।১।১০২-১০৪; ৩।১।১০৭-৫৪;
৩।৪।১০৪; ৩।৫।৬-৮২; ৩।৫।১৫১; ৩।৬।৫; ৩।৬।৭-৮;
৩।৬।১০; ৩।৭।২০-২৮; ৩।৯।৬২; ৩।৯।১২০-২২;
৩।৯।২৭; ৩।৯।১৩৬; ৩।১১।১১; ৩।১১।১৪; ৩।১১।৪৯;
৩।১৪।৩৮; ৩।১৪।৫১; ৩।১৪।৫৪; ৩।১৫।২২-২৫;
৩।১৫।৬১; ৩।১৫।৮০; ৩।১৫।৮২; ৩।১৬।২৯; ৩।১৬।১০২;
৩।১৬।১৩০; ৩।১৭।৩-৭; ৩।১৯।৩২; ৩।২।৫১-৫৩;
৩।২।৯৪; ৩।২।০৩

করু (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১।১০।১০৪

কুলীনগ্রামী (শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দী-কুলীন)

ল

ল

লঘু হরিদাস (শ্রীকৃষ্ণের গণ, ছোট হরিদাস) ১।১।১২৪-
২।১।৮৪৬

লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত (গদাধরশাখা) ১।১২।৮৪ ১০।১০৪;

লক্ষ্মীদেবী (প্রভুর প্রথমা গৃহিণী) ১।১৬ (১);

১।১৫।২৪-২৭; ১।১৬।১৮-১৯

লোকনাথ গোস্বামী (বৃন্দাবনবাসী ২।১।৮৪৩

লোকনাথ পণ্ডিত (অষ্টমত-শাখা) ১।১২।৬২

ল

ল

লক্ষর (কুলীনগ্রামী; শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।৭৮

লক্ষর (নিত্যানন্দশাখা) ১।১।৪২০

লক্ষর (নীলাচলবাসী) ২।১০।১২৪

লক্ষর পণ্ডিত ১।১০।৩১; ১।১০।১২৩; ২।১।২৩৮;

২।১।৭৪; ২।১।১৩২-৩৪; ২।২।১৬০; ২।২।১৮১;

৩।২।৫১; ৩।৪।১০৪; ৩।৭।৩৭; ৩।৭।৫৩; ৩।১০।১৫১;

৩।১।৮৩; ৩।১৪।৮৩; ৩।২।৬৪-৭০

লক্ষরারণা (শচীতনয়-বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম)

২।২।২৭১-৭৩

লক্ষরারণা আচার্য্য (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।১০৪;

২।১২।১৫৪

লক্ষরারণা সুরস্বতী ৩।৬।৮২

লক্ষীদেবী (আই) ১।৩।৭৫; ১।৪।২২৭; ১।১২।৪০;

১।১৩।৫২; ১।১৩।৫৮; ১।১৩।১১৭; ১।১৩।১১৮; ১।১৪।১৭;

১।১৪।৩৮-৩৯; ১।১৪।৬৭; ১।১৪।৬৮-৭৭; ১।১৫।২৬;

১।১৭।১৫; ১।১৭।৬৭; ১।১৭।২৮৫; ২।১।২১৯;

২।৩।১৩৪-৪৭; ২।৩।১৫৭; ২।৩।১৬০-৬৪; ২।৩।১৬৬-৬৮;

২।৩।১৭৬-৮৩; ২।৩।১৯২-২০১; ২।৩।২০৭-৮; ২।৯।২৬৯-

২৭১; ২।১০।৭০; ২।১০।৭৩-৭৫; ২।১০।৮৬; ২।১০।৯০;

২।১০।৯৭; ২।১৬।২০৭; ৩।১।৯; ৩।১২।১৩; ৩।২।৮৫-

৯৪; ৩।২।৯৪-১৫

লতানন্দ খান (ভগবান্ আচার্য্যের পিতা) ৩।২।৬৭

লিখি মাহিতী (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।১৩৪; ১।১০।

১৩৫; ২।১।২১১; ২।১০।৪০; ২।১৬।২৫২

লিখাই (নিত্যানন্দশাখা) ১।১।১৪৬

লিখানন্দ চক্রবর্তী (গদাধরশাখা) ১।৮।৬৫; ১।১২।৮৫

লিখানন্দ সেন (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১।১০।৫২-৫৩; ২।১০।

৫৮-৬১; ২।১।১২৩; ২।১।১২৯-৩০; ২।১০।৭৯; ২।১।

১১৭১৬৫; ২১৫১২৪-২৮; ২১৬১১৮-১২; ২১৬২১;
২১০১৭২-২৬; ২১৬২০৩; ৩১১১০; ৩১১১১-২৬;
২১৪১৭৮-১; ৩২১৩৬; ৩২১৪১-৭৭; ৩২১৮১; ৩২১৬০;
৩৭১৩৮-৮০; ৩৬২৪৩-৪৪; ৩৬২৪৬-৬১; ৩১০১১;
মুরাশি-৪৪; ৩১২১৭; ৩১২১৪৩-৩৩; ৩১২১৪৩-৫২
মুরাশি; ৩১৬১০

শিবানন্দ সেন-গৃহিণী ২১৬২১; ৩১২১১১
৩১২১২০-২২; ৩১৬১০

ভূক্লান্ত ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৩৬
২১৩১৫০; ২১১১৭২; ৩১০১১০

ভূভানন্দ (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১০৮; ২১৩১৩৮
২১৩১৩০৫

শেখর পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১০৭

শ্রীকর (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১১০২

শ্রীকান্ত (সনাতনগোস্বামী-ভগিনীপতি) ২১০১৩৭-৪৩

শ্রীকান্ত সেন (সেন শিবানন্দের ভাগিনেয়; শ্রীচৈতন্য-
শাখা) ১১০১৬১; ২১১১৭৮; ২১৩১৪০; ৩২১৩৬-৪৩;
৩১২১৩৩-৪০

শ্রীগান্ধি (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১১০

শ্রীজীবগোস্বামী (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১১১৮;
১১০১৮৩; ২১১৩৭-৪০; ২১৮১৪৪; ৩৪১২১৮-২৬;
৩২০১৮৮

শ্রীজীব পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪১

শ্রীধর (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৫

শ্রীধর (খোলাবেচা; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৬৫-৬৬;
১১৭১৬৬; ২১৩১৫১; ২১০১৮১; ২১১১৭২

শ্রীধর ব্রহ্মচারী (গদাধর-শাখা) ১১২১৭৮

শ্রীনাথ চক্রবর্তী (গদাধর-শাখা) ১১২১৮১

শ্রীনাথ পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৫

শ্রীনাথ মিশ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৮

শ্রীনিধি (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৮

শ্রীনিধি (শ্রীবাসপণ্ডিতের ভাই; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১০১৭

শ্রীনিবাস-শ্রীবাসপণ্ডিত ব্রহ্মব্য।

শ্রীপতি (শ্রীবাসপণ্ডিতের ভাই; শ্রীচৈতন্য-শাখা)
১১০১৭

শ্রীবৎস পণ্ডিত (অধৈত-শাখা) ১১২১৬০

শ্রীবল্লভ সেন (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৬১

শ্রীবাসপণ্ডিত (শ্রীনিবাস; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১১২০;

১৪১৮৫; ১৫১২২৩; ১৬১৩৪; ১৬১৪৫; ১৭১১৪;
১৭১১৬২; ১১০১৬; ১১৩১২ (শ্রীনিবাস); ১১৩১৫৩;
১১৩১১০১; ১১৩১১০৭; ১১৩১১০২; ১১৭১৩০;
১১৭১৩২-৪০; ১১৭১৪৮; ১১৭১৫৩; ১১৭১৫৫;
১১৭১৮৪; ১১৭১৮৮-২২; ১১৭১২২১-২২; ১১৭১২২৪;
১১৭১২২৬-৩৩; ১১৭১২২১; ১১৭১৩২৩; ২১১২;
২১১১৪৩; ২১১২০৫; ২১১২৪১; ২১১২৫৫; ২১১২৬৪-
৬৭; ২১৩১৫০; ২১৩১৬৫; ২১০১৬৭; ২১০১৭৫;
২১০১১১৫; ২১১১৭৩; ১১১১১১৫; ২১১১১৩০-৩১;
২১১১২১১; ২১২১১৫৪; ২১৩১৩১; ২১৩১৩৭;
২১৩১৭২; ২১৪১৭২; ২১৪১১২০-২০৫; ২১৪১২১৪;
২১৫১৪৬-৬৭; ২১৬১১৫; ২১৬১২১; ২১৬১৫৫-৫৬;
২১৬১২০২; ৩২১১৫২, ১৬২; ৩৪১১০৩; ৩৭১৪৮;
৩১০১৩; ৩১০১৫৮; ৩১০১১১৬; ৩১০১১৩৬;
৩১২১১০

শ্রীমন্ত (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৬

শ্রীমান পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩৫; ২১০১৮১;
২১১১৭৮; ২১৩১৩৮; ৩১০১৮; ৩১০১১১২

শ্রীমান সেন (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৫০; ২১১১২৩;
২১১১৭৬; ৩১০১৮; ৩১০১১১২

শ্রীমন্ত কবিরাজ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৮

শ্রীমন্তপুরী ২১১১০৪; ২১২১৫৮-৭৪

শ্রীরাম (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০৮

শ্রীরাম পণ্ডিত (অধৈত-শাখা) ১১২১৬৩

শ্রীরাম পণ্ডিত (শ্রীবাসপণ্ডিতের ভাই; শ্রীচৈতন্যশাখা)
১১০১৬; ২১০১৮১; ২১৩১৩৮

শ্রীরূপগোস্বামী (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১১১৮; ১১১
৬৭; ১৪১২২২; ১৫১১৭২; ১৫১১৮১; ১৫১১৮৮;

১১০১৮২; ১১০১৮৩-৮৮; ১১০১২৩; ১১০১১০৩;
২১১২৬-২২; ২১১৩১-৩৬; ২১১৫৩-৬৮; ২১১৭৫;

দ্বারী খাস ২১১১৬৫-২১০; ২১১২২৭-২২২; ২১১২৪৪;
২১২১৮২-৮৩; ২১৩১২২৮; ২১৩১২৮৮; ২১৬১২৫৮-৬২;
২১৬১৩২-৪৮; ২১৬১২-১১; ২১৬১৩০-৪০; ২১৬১৪৪-

৩৮; ১১৩৮৩-৩৮; ১১৩৮৩৪-২০১; ১১৩৮২১৩;
১১৩৮২; ১১৩৮৩৩; ১১৩৮৩৩৩; ১১৩৮৩৩৩;
১১৩৮৩৩; ১১৩৮৩৩৩-১৩৩; ১১৩৮২;
১১৩৮২৫; ১১৩৮৩৩; ১১৩৮৩৩৩; ১১৩৮৩৩৩;
১১৩৮৩৩; ১১৩৮২৫; ১১৩৮৩৩

শ্রীসনাতনগোস্বামী (সনাতনগোস্বামী ব্রহ্মব্য)

শ্রীহরি আচার্য্য (গদাধর-শাখা) ১১২৮৩

শ্রীহরিচরণ (অষ্টমত-শাখা) ১১২৮২

শ্রীহর্য (গদাধর-শাখা) ১১২৮৪

ষ

ষ

ষষ্ঠিবর (কীর্তনীয়া; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১০৭

ষাঠি (সার্কভোম ভট্টাচার্য্যের কন্যা) ১১৫১২৪২;
১১৫১২৬১

ষাঠার মাতা (সার্কভোম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী) ১১১
১২৮; ১১৭৫১; ১১৫১২৮২-২০১; ১১৫১২৪২; ১১৫১
২৫৭-৬১; ১১৫১২৪৪

ল

ল

লগ্নয় (শ্রীচৈতন্য শাখা; প্রভুর ছাত্র) ১১৫১৭০;
১১৩১৫১; ১১১১৭২; ১১০১২

লতাবাজ খান (কুলীনগ্রামী শ্রীচৈতন্যশাখা)
১১০১৪৬; ১১০১৭৮; ১১০১৮৭; ১১১১৮০; ১১৩১
৪৩; ১১৪১২৩৩-৩৮; ১১৫১১০৩-১১; ১১০১৫৮

লদাশিব কবিরাজ (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৩৫;
১১৩১৬০

লদাশিব পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৩২

লনাতন (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৭

লনাতন গোস্বামী (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১১১৮;
১১৫১৭২; ১১৭১৪৫; ১১৭১৪৬; ১১৭১৫৩; ১১০১৮২;
১১০১৮৩-৮৮; ১১০১২৩; ১১০১১০৩; ১১১২৬-৩১;
১১১৫৭; ১১১১৭২-২১০; ১১১২১৪; ১১১২৩০-৩১;
১১১১৪৬-৪৭; ১১১৮৩; ১১৬১২৫৮-৬৪; ১১৬১৬৬;
১১৭১৭১; ১১৮১৩২; ১১৮১২-৪; ১১৮১১২-২২;
১১৮১৫১-৫৩; ১১৮১১১১-১২; ১১৮১২—১১৮১২৬০;
১১৮১৫৪; ১১৮১১৩৫-৩৬; ১১৮১১৩৬; ১১৮১১৬২-৬৮;
১১৮১৫৭; ১১৮১৪৫-৪৭; ১১৮১২-২২৮; ১১৮১৮৩;

১১৮১৮৩; ১১৩১৩৫; ১১৩১৩৭; ১১৩১৩৯; ১১৩১৩৯

১১৩১৩২; ১১৩১৮৮

স নহেন

সনোড়িয়া বিগ্র—মাথুর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মব্য

সর্বেশ্বর (মহাপ্রভুর পিতৃব্য) ১১৩১৫৫

সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামীর নবাব-প্রদত্ত ১১২-৬৫;
১১১১৭৪

সাদিপুুরিয়া গোপাল (গদাধর-শাখা) ১১২৮৩

সারঙ্গ দাস (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১১১

সার্কভোম ভট্টাচার্য্য (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১২৮;
১১১২০; ১১১২২; ১১১১১৫; ১১১১২৮; ১১১১৩১;

১১১২; ১১৬৪-১৩; ১১৬৪৮-২৫৬; ১১৭১৪০-৫৪;

১১৭১৫৮-৭২; ১১৮১২৮-৩২; ১১৮১৪৩; ১১৮১৩৫-১৬;

১১৮১৩২২-২২; ১১০১২ ৬৩; ১১০১২২৪; ১১০১২২৭;

১১১১২-১০; ১১১১৩২-১১২; ১১২১৪-১৪; ১১২১৩৪।

১১২১৬২; ১১২১১৫৫; ১১২১১৭৪-৮২; ১১৩১৫৭;

১১৩১৬১; ১১৩১১৭৮-৮০; ১১৪১২২; ১১৪১৮০-৮৫;

১১৫১২১; ১১৫১১৩৩-৩৬; ১১৫১১৮৪-২৮২; ১১৬১৩;

১১৬১৬-২; ১১৬১৮৬-২২; ১১৬১২৫২; ১১৭১১১৫;

১১২৪১৩; ১১২৪১৫; ১১২৫১৮৬; ১১২৫১৮৭-৮২;

১১১২২-২৫; ১১১১০২; ১১৪১০৪; ১১৭১৮-১২;

১১৮১৮৩; ১১০১১৫০; ১১১১৪২; ১১৬১২২

সিংহেশ্বর (শ্রীক্ষেত্রবাসী ভক্ত) ১১০১৪৩

সিদ্ধান্ত (শ্রীচৈতন্যশাখা) ১১০১৪৭

সীতাঠাকুরণী (অষ্টমত-গৃহিণী) ১১৩১১০;
১১৩১১৭

স্বনানন্দ পুরী (ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল)

১১১২

স্বনানিধি (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১৩১

স্বনানন্দ (নিত্যানন্দ শাখা) ১১১১২০; ১১৬১৬০

স্ববুদ্ধি মিশ্র (শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১১০২

স্ববুদ্ধিরায় ১১২৫১৩২-৫২; ১১২৫১৩৫

স্বলোচন (খণ্ডবাসী; শ্রীচৈতন্য-শাখা) ১১০১৭৬;
১১১৮১

স্বলোচন (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৭

স্বর্য্য (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১৪৫

স্বর্য্যদাস সয়ধেল (নিত্যানন্দ-শাখা) ১১১১২২

স্বপ্নেশ্বর বিগ্র (কটকবাসী) ১১৬১২২

প্রথম ব্রহ্মাণ্ডীয় জীবদ্বায়-সূচী

(সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের উল্লিখিত হয় নাই)

১২-৬৫ ;

কারাগাণব (কারণ-সমুদ্র বিবজা, বিবজানদী)

বৈকুণ্ঠ ১২১৩৪ ; ১৫১২২ ; ১৫১৪৩

১৫১৪৩-৪৪

বৃন্দাবন ১৫১১৪

কৃষ্ণলোক ১৫১১৩ ; ২২০১৮২-৮৩

ব্রহ্মলোক ১৫১১৪

গোকুল ১৫১১৪ ; ২২০১৮৩

মথুরা ১৫১১৩ ; ২২০১৮৩

গোলোক ১৫১১৩

শ্বেতদ্বীপ (গোকুল) ১৫১১৪

স্বারকা ১৫১২৩ ; ২২০১৮৩

শ্বেতদ্বীপ (কীরোদ সমুদ্রস্থিত পালনকর্তা বিষ্ণুর ধাম)

পরব্যোম ১২১১৫ ; ১৫১১১ ; ১৫১২২ ; ২৫১৩১ ; ১৫১২৪

১৫১৩৩ ; ২২০১৮১

সিদ্ধলোক ১৫১২৮-২৯ ; ১৫১৩১-৩২

স্থান-নদ-বন্দী-পর্বতাদি সূচী

(সংশ্লিষ্ট সকল পন্ডার উল্লিখিত হয় নাই)

৩১০১১ অ
৩১১ অকুয়-তীর্থ ২১৮৮৩ ; ২১৮৮৭ ; ২১৮১১১-১২ ;
২১৮৮২ ; ২১৮১১৮ ; ২১৮১২৪

অনন্ত পদ্মনাভ-স্থান ২১৮২২৪

অন্নকুটগ্রাম ২১৮২২

অমৃতলিঙ্গশিব-স্থান ২১৮১০

অম্বুয়া মূলক ৩২১৫

• অযোধ্যা ২১৫১৫৩ ; ৩৩৭৬

অহোবল নুসিংহ-স্থান ২১৮২৭ ; ২১৮১৪

আ

আ

আইটোটা ২১৪৮৩ ; ২১৪৮২ ; ৩১৫৭

আঠারনালা ২১৫১৪৬ ; ২১৬৩৭ ; ২১৫১৭৬

আউলগ্রাম ২১৮৫৭ ; ২১৮১৬

আনন্দারণা ২১০১৮৫

আমলীতলা ২১৮২০৭

আদিত্যগ্রাম ২১৮২-৩

আলালনাথ ২১১১৩ ; ২১৭৫৮ ; ২১৭৭৪ ; ২১৮৩১০ ;

২১১৫২ ; ৩১১৩০ ; ৩১৫২ ; ৩১৭৬ ; ৩১৮২ ;

৩১৮১

ই

ই

ইন্দ্রহাস সর্বোবর ২১৪১৭৩

উ

উ

উড়িয়াটক ২১৬১৫২

উৎকল ২১৮১৮১ ; ২১৫১১২ ; ২১৫১২৬ ; ২১৭১৪২

ঋ

ঋ

ঋষভ পর্বত ২১৮১৫১

ঋগ্মুখ পর্বত ২১৮২৮৩

ঊ

ঊ

ঊড়দেশ (উড়িষ্যা) ২১৬১৫৪

ক

ক

কটক ২১৫৪ ; ২১৫১২৩ ; ২১৫১৩২ ; ২১২১৪ ;

২১২২০ ; ২১৬৩৪ ; ২১৬৩২ ; ২১৬১৩৫ ; ২১৭১২৩

কপোতেশ্বর (কপোতেশ্বর-শিবের স্থান) ২১৫১৪১

কমলপুর ২১৫১৪০

কাটোয়া ১১৭১২৬৫

কানাইর নাটশালা ২১১১৪২ ; ২১১১৫২ ; ২১১২১৩ ;

২১৬১২১০-১১ ; ২১৬১২৬৫

কাণ্ডকুজ ২১৮১২৩

কাবেরী (নদী) ২১৮৮ ; ২১৮৬৮ ; ২১৮৭৪

কামকোষ্ঠীপুরী ২১৮১৬২-৬৩

কামাবন ২১৮১৪২

কালিন্দী (নদী) ৩১৬১৩৬

কালীয় ব্রহ্ম ২১৫১১৩ ; ২১৮১৬৪

কালী (বারাগলী) ১১৭১৩৭-৩৮ ; ১১৭১৪৩

১১৭১৪৭-৮ ; ১১৭১৫৪ ; ১১০১৫০ ; ১১৬১৪৪-১৬ ;

২১৭১৭৮ ; ২১২৫০২

কুমারহট্ট ২১৬১২০২

কুম্ভবন ২১৭১৮২

কুরুক্ষেত্র ২১৮১৪৮ ; ২১৮১১১ ; ২১৮১৪৬ ; ২১৩১১৮ ;

৩১৮১৩২

কুলিয়া, কুলিয়াগ্রাম ১১৭১৫১ ; ২১৬১২০৪ ;

২১১১৪১-৪৩ ; ২১১১৫৩

কুলীনগ্রাম ১১০১৭৮-৮১ ; ২১১১২২ ; ২১১৪৬

কুশাবর্ত ২১৮২৮২

কুস্তকর্ণ-কপাল-স্থান ২১৮১২

কুর্শক্ষেত্র, কুর্শস্থান ২১৮১৩ ; ২১৭১১০

কুতমালা (নদী) ২১৮১৮২

কৃষ্ণবেধা (নদী) ২১৮২৭৬

কেনীতীর্থ ২১৫১১৩

কোণার্ক ৩১৮১২২ ; ৩১৮১৩৪

কোলাপুর ২১৮২৫৪

খ

খ

খণ্ড (খীখণ্ড) ১১০১৭৬ ; ২১১১২২

খদির বন ২১৮১৫৭

খেলাতীথ ২।১৮।৫২

গ

গ

গঙ্গা (নদী) ১।১৪।৪৫

গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ ২।২।২০৪

গজীয়া ২।২।৬ ; ৩।১০।৭২ ; ৩।১৭।৮ ; ৩।২০।৫২-৫৩

৩।২০।৫৫

গয়া ১।১৭।৬ ; ১।১৭।১২২ ; ২।৫।১০

গাঁওলি গ্রাম ২।১৮।২৫ ; ২।১৮।৩০

গুণ্ডিচা মন্দির ২।১৪।৫৬ ; ৩।১৮।৩৪

গোকর্ণ ২।১৭।১৮০

গোকুল ২।১৮।৬২

গোদাবরী (নদী) ২।১০।২৫ ; ২।৬।১ ; ২।২০।২৮২

গোবর্দ্ধন (পর্বত) ১।১৭।২৭৪ ; ২।৫।১১

গোবর্দ্ধন গ্রাম ২।১৮।১৪

গোবিন্দ কুণ্ড ২।৪।২২ ; ২।১৮।৩০

গোলমাজ-শিব-স্থান ২।২।৬২

গৌড় ২।১।১৪ ; ২।১।১১৬ ; ২।১।১২২ ; ২।১৬।২০৮

গৌতমী গঙ্গা (নদী) ২।২।১২

চ

চ

চটক পর্বত ২।২।৮ ; ৩।১৪।৭২ ; ৩।১৮।৩৪

চতুর্ধার ২।১৬।১১৫ ; ২।১৬।১২১

চান্দপুর ৩।৩।১৫৭

চামতাপুর ২।২।২০৫

চিড়য়তলা তীর্থ ২।২।২০৩

চিত্রোৎপলা নদী ২।১৬।১১৮

চিরাইয়া পর্বত ৩।১৮।৩৮

চীরঘাট ২।১৮।৬৮

ছ

ছ

ছত্রভোগ ২।৩।২১৩ ; ৩।৬।১৮৩

জ

জ

জগন্নাথ (জগন্নাথ-ক্ষেত্র) ২।৪।৬ ; ২।৪।৬০

জগন্নাথবল্লভ উত্থান ২।১৪।১০৩ ; ৩।১২।৭৪

জাহ্নবী (নদী, গঙ্গা) ১।১৬।৫

জায়ড় নৃসিংহক্ষেত্র ২।১০।২৪ ; ২।৮।২

ঝ

ঝ

ঝা ৩।৬।১৭২ ; ৩।৬।২৪৪

ঝামটপুর ১।৫।১৫২

ঝামিথগু ২।১।২২৪ ; ২।১৭।৫০ ; ৩।৩।৬৮

স নহেন

ভ

ভাপী নদী ২।২।২৮২

ভান্ডপর্ণী (নদী) ২।২।২০১-২

ভালবন ২।১৭।১৮২

ভিরোহিত (ত্রিহুত) ২।১২।৮৫

ভিলকাঞ্চী ২।২।২০৩

ভূঙ্গভদ্রা (নদী) ২।২।২২৭

ভেঁতুলীতলা ২।১৮।৬৮-৭১

ত্রিকাল হস্তী-স্থান ২।২।৬৫

ত্রিতকূপ ২।২।২৫২

ত্রিপদী ২।১।২৬ ; ২।২।৫২

ত্রিপদীত্রিমল্ল ২।২।৫৮

ত্রিবেণী (নদী) ২।১৭।১৪০ ; ২।১৮।২১২ ; ২।২৪।১৫২ ;

ত্রিমঠ ২।২।১২

ত্রিমল্ল ২।২।২৬

ত্র্যম্বক ২।২।২৮২

দণ্ডকারণ্য ২।২।২৮৩

দশাশ্বমেধঘাট (প্রয়াগে) ২।১২।১০৪

দক্ষিণমথুরা ২।২।১৬৩ ; ২।২।১২৫

দাসরাম মহাদেব-স্থান ২।২।১৪

দাক্ষিণাত্য ২।১৮।১২৩

দীর্ঘবিষ্ণু ২।১৭।১৮০

দুর্কেশন ২।২।১৮২-৮৩

দেবস্থান ২।২।৭১

দ্বাদশ আদিত্য ২।১৮।৬৫ ; ৩।১৩।৬৮

দ্বাদশ বন ২।৫।১১

দ্বারকা ২।২।২৭৪

দ্বারাবতী (দ্বারকা) ২।২।১৭৪

দ্বৈপায়নী ২।২।২৫৩

ধ

ধ

ধনুতীর্থ (সেতুবন্ধ) ২।২।১৮৪

ধনুতীর্থ (বর্ষদাতীয়ে ?) ২।২।২৮৩

ধনুঘাট (মথুরায়) ২।২।১৩৩

জ
২১৩৬২৫; ১৩২২; ১১০৩০; ১১৩২৭; ১১৭১২১৪;
৩২২১-৩; ২৩১৩৫ ইত্যাদি
৩৩১৭৮ ২১৮৫১
১০১১৩ ২২০১৮৭
নবদীপ ১৩২৩; ১৪১২২৭ ইত্যাদি
নবদীপগ্রাম ১১৩২৮; ১১৩৩১
নরেন্দ্র সন্ন্যাস ২১৪১১০০; ২১৬৪১; ৩১৮৩৪
নর্দমা (নদী) ২১২৮২
নাসিক ২১২৮২
নীলাচল (শ্রীক্ষেত্র) ১১৭১৫১, ২১১১৪; ২১১৪১;
২১৮৬৬; ২১১১২; ২১১১৫; ২১১১৮; ২১২১৭;
২১৪১১২; ২২০১৮৪ ইত্যাদি
নীলাচল (জগন্নাথ-মন্দিরের স্থান) ২১৪১১২
নির্বিক্রিয়া নদী ২১২৮৩
নৈমিষারণ্য ২২৫১২৫৩-৫৪
নৈহাটা ১৫১২২

প
পঞ্চনদ ২২৫১৫১
পঞ্চবটী ২১২৮৮
পঞ্চাপসরাতীর্থ ২১২২২
পঞ্চাসন্ন্যাস ২১২৮৮
পয়স্বিনী নদী ২১২১৭
পয়োধী ২১২২৬
পঞ্চতীর্থ ২১২৬৬
পাণ্ডুপুর ২১২২৫
পাণ্ড্যদেশ ২১২২০১
পাতরা পর্বত ২২০১৫
পানাগড়িতীর্থ ২১২০৪
পানানরসিংহ-স্থান ২১২০
পাণিহাটা ২১৬১২২; ৩২৫৩; ৩২৬৮; ৩৬৪২
পাপনাশন ২১৭৩
পাবনকুণ্ড ২১৮৫২
পিছলদা ২১৬১৫৭; ২১৬১২৬
পিতাম্বরশিব-স্থান ২১৬৭
পুরুষোত্তম ২১০১৬০; ৩৩৩

প্রয়াগ ২১২২৭; ২৫১০; ২১৭১৪০; ২১৮১৩৩
২১৮১৩৫-৩৬; ২২০১৮৫
প্রসন্নন ২১৮১৬৫
ফ
ফলতীর্থ ২১২২৫১
ব
বঙ্গ ১১৬৮; ১১৬১৮
বলগতি স্থান ২১৩১৮৫
বহলাবন ২১৭১৮২
বাতাপানী ২১২০৮
বারাণসী ২৫১০ (কালী-দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞানগর ২৫১২; ২৫১১৮; ২৭১৬১; ২৮২৫
(বিজ্ঞাপুর); ২১২২০; ৩৫১৭
বিপ্রশাসন ২১৩১৮৬
বিশ্রামঘাট—২১৭১৪৭
বিষ্ণুকাকী ২১৬৩৩; ২২০১৮৬
বৃদ্ধকালী ২১২৩২
বৃদ্ধকোলতীর্থ ২১৬৬
বৃন্দাবন ১৭১২৫৩; ১৮৪৬৬; ২১১১৪; ২১১৪০
২১৮২; ২১২২৫ ইত্যাদি

বেকট অচল ২১৬৫৮
বেণাপোল ৩৩২১
বেদাবন ২১৬৬২
ব্রহ্মকুণ্ড ২১৮১৮
ব্রহ্মগিরি ২১২৮২

ভ
ভদ্রক ২১১৩০
ভদ্রবন ২১৮৫২
ভবানীপুর ২১৬১২৬
ভাণ্ডীরবন ২১৮৫২
ভাগীনদী ২৫১৪০
ভীমরথী নদী ২১২৭৫
ভুবনেশ্বর ২৫১৩২; ২১৬১৮৮
ভূতেশ্বর ২১৭১৮০

ম
মকা ২২০১২
মণিকর্ণিকা (কালীতে) ২১৭১৭৮

মৎস্যতীর্থ ২১৯২২৭

মধুনা ১৭৭৪২ ; ১৭৭১৫৭ ; ২৫১১০ ; ২১৮৬২ ;

২১২০১৮৫

মধুপুরী ২১৭৭১৭৬

মধুবন ২১৭৭১৮২

মধাচার্য-স্থান ২১৯২২৮

মদ্রেশ্বর (নদ) ২১৬১১৬৬

মন্দর (পর্বত) ১১১১২৫

মন্দার ২১২০১৮৫

মলয় (পর্বত) ২১৯২০৬

মন্টারদেশ ২১৯২০৭

মল্লিকার্জুনতীর্থ ২১৯১৩

মহাবন ২১৮৬০ ; ৩১৩৪৪৪-৪৭

মহাবিষ্ণু ২১৭৭১৮০

মহেন্দ্র শৈল ২১৯১৮৩

মানস গঙ্গা ২১৮৬২৮ ; ৩১৬১১৩৬

মায়াপুর ২১২০১৮৬

মালজাঠা দণ্ডপাট ২১৯১৭

মহিমতীপুর ২১৯২৮২

য

য

যদুপুরী ২১৩১৪৭

যমলার্জুনভঙ্গস্থান ২১৮৬১

যমুনা (নদী) ২১১৮৪

যমুনার চক্ৰিশঘাট ২১৭৭১৭২

যমেশ্বর টোটা ৩৪১১১১ ; ৩১৩৭৭

যাজপুর ২৫১২ ; ২১৬১৪৮

র

র

রাজমহিন্দা (রাজমহেন্দ্রী) ৩১৯১২০

রাজদেশ ১১১১৩৩ ; ১১৩৫২ ; ২১৮৩ ; ২১৩৩-৪

রাধাকুণ্ড ২১৮৩-১০

রামকলি ২১১১৫৬ ; ২১৬২০৮ ; ২১৬২৫৮ ;

২১৯২

রামেশ্বর ২১১১০৭ ; ২১৯১৮৪

রাসস্থলী ২১৮৬৫

রেশ্মণা ২৪১১১-১২ ; ২১৬২৭

ল

ল

লক্ষা ২১৫১৩৪

লোহবন ২১৮৬০

শ

শ

শান্তিপুর ২১১৮৫ ; ২১২১৮ ; ২৪১১০২ ; ২১৬২১২ ;

২১৬২২১ ; ৩১২০১

শিবকাঞ্চী ২১৯৬২

শিবক্ষেত্র ২১৯৭২

শিয়ালী-ভৈরবী-স্থান ২১৯৬৮

শেষশায়ী ২১৮৬৮

শ্রীখণ্ড—খণ্ড দ্রষ্টব্য

শ্রীজনার্দন ২১৯২২৫

শ্রীবন ২১৮৬০

শ্রীবৈকুণ্ঠ ২১৯২০৫

শ্রীরক্ষক্ষেত্র ২১৯৮৮ ; ২১৯৭৩

শ্রীশৈল ২১৯১৫২

শ্রীহট্ট ১১৩৫৪

স

স

সত্যভামাপুর ৩১১৩৫

সপ্তগোদাবরী (নদী) ২১৯২২০

সপ্তগ্রাম ২১৬২১৫ ; ৩৬১৬

সপ্তদ্বীপ ২১২০১৮৭ ; ৩২১২ ; ৩১৮৮

সাক্ষীগোপাল ২৫১৪

সিংহারি মঠ ২১৯২২৭

সিন্ধিবট ২১৯১৫ ; ২১৯২০

সিন্ধু (নদী) ১১০৮৫

সিন্ধু (বঙ্গোপসাগর ; সমুদ্র) ২১২৭ ; ৩১৮২৬

সুন্দরাজল (গুণ্ডিচামন্দির স্থান) ২১৪১১১

সুমনঃ সরোবর ২১৮১১২

সুপারিকতীর্থ ২১৯২৫৩

সেতুবন্ধ ১৭৭১৬০ ; ২১১১৪ ; ২১১১০৭ ; ২১৯১৫৬ ;

২১৯১৮৪

সোরোক্ষেত্র ২১৮১৩৪ ; ২১৮২০৪

সুন্দক্ষেত্র ২১৯১২

স্বয়ম্ভু তীর্থ ২১৭৭১৮০

হ

হ

হাজিপুর ২১২০১৩৬-৩৭

হিমালয় (পর্বত) ১১০৮৫

পারিভাষিক-শব্দ-সূচী

(উল্লিখিত পয়ারসমূহের টীকা দ্রষ্টব্য)

অ	অ	অর্থালঙ্কার ১১৬।৬৭	আ	আ
অঙ্ক ৩।১।১৩৫		অর্ধকুকুটীয়ায় ১।৫।১৫৪		
অজাগলন্তন-শ্রায় ১।৫।৫৩		অশ্র ২।২।২৬		
অদ্ভুত-রস ২।১৯।১৬০		অষ্ট সাংখ্যিক ২।২।৬২		
অধিকা ২।১৪।১৪৯		অষ্টাদশ সিদ্ধি ২।১৯।১৩২ ; ২।২৪।২১		
অধিকৃত-ভাব ১।৪।১৩৯ ; ২।৬।১২ ; ২।১৪।১৬১		অশ্রয়া ২।২।৫৮ ; ২।৮।১৩৫ ; ২।১৪।১৭১		
২।২৩।৩৭			আ	আ
অধীর প্রগল্ভা ২।১৪।১৪৯		আজল ২।২৩।৩৮		
অধীর মধ্য ২।২।৫৯ ; ২।১৪।১৪৯		আবির্ভাব ৩।২।৩		
অধীরা ২।২।৫৯ ; ২।১৪।১৪১-৪৫		আবেগ ২।৮।১৩৫		
অনুপ্রাস ১।১৬।৪৩		আবেশ ১।১।৩২-৩৪ ; ৩।২।৩		
অনুবাদ ১।২।৩ ; ১।২।৬২ ; ১।১৬।৫৩-৫৪		আবেশ-অবতার ২।২০।৬০ শ্লো		
অনুভাব ২।২।৬২ ; ২।১৯।১৫৪-৫৫ ; ২।২৩।২৮		আমুখ ৩।১।১১৮		
২।২৩।৩১		আমুখবীধী ৩।১।১৩৬		
অনুমান অলঙ্কার ১।১৬।৭৭		আলম্বন ২।১৯।১৫৪ ; ২।২৩।৩০		
অনুবাগ ১।৪।১৪৬ ; ২।৮।১৩০		আলম্ব ২।৮।১৩৫		
অনুবাগ (সাধক-দেহে) ৩।২০।১৫		আশ্রয় ১।৪।১১৪ ; ১।৪।১৬৯		
অপন্থতি ২।৮।১৩৫		আশ্রিত্য দোষ ২।৬।২৪৬		
অবজল ২।২৩।৩৮		উ		উ
অবতার ১।১।৩২-৩৪ ; ১।২।৫০ ; ১।৫।৬৯		উজ্জল ২।২৩।৩৮		
অবধূত ২।৩।৮২		উদ্গ্রাহ ২।৯।৩৭ ; ৩।৭।৮৪		
অবহিখা ২।২।৬০ ; ২।৮।১৩৫		উদ্ঘাত্যক ৩।১।১৩৬		
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ ১।২।৭৩ ; ১।১৬।৫২		উদ্বর্ণা ২।১।৭৮ ; ২।২৩।৩৮		
অভিজল ২।২৩।৩৮		উদ্বীপন ২।১৯।১৫৪ ; ২।২৩।৩০		
অভিধারুতি ১।৭।১০৩ ; ১।৭।১২৪ ; ২।৬।১২৬		উদ্বীপ্ত ২।৬।১১ ; ২।৮।১৩৫		
অভিধেয় ১।৭।১৩৫ ; ২।২০।১১০ ; ২।২২।৩		উদ্বিগ্ন ২।২।৫০ ; ৩।১।১৩৩		
অভিমান ৩।১।১২০		উদ্ভাস্বর ২।২।৬২ ; ২।২৩।৩১		
অভিযোগ ৩।১।১২০		উন্নাদ ২।১।৭৮ ; ২।২।৫৪		
অভিলাষ ২।১৪।১৭১		উপমা ৩।১।১২০		
অমর্ষ ২।২।৫৪		উপমা অলঙ্কার ১।১৬।৪৩		
অর্থবাদ ১।১৭।৬৮		উপাদান কারণ ১।৫।৫০		

<p>ঔত্র ২৮।১৩৫ ঔৎসুক্য ২২।৫৪ ; ৩।১৭।৪৬ ঔদার্য ২৮।১৩৬</p>		<p>চারিবিধ পাপ ২২৪।৪৫ চিস্ত ২২।২৭ চিহ্নজ্ঞান ২২৩।৩৮-৪০ চিস্তা ২৮।১৩৫ ; ৩।১১।১৩ চেষ্টা ৩।১।২০ চৌদ্দভুবন ১।৫।৮২</p>
<p>কম্প ২।২।৬২ করণাপাটব ১।২।৭২ করণরস ২।১২।১৬০ কলহাস্তরিতা ২।২।৬০ কাস্তাপ্রেম ২৮।৬৩ কাস্তি ২৮।১৩৬ কাম ১।৪।১৪১ কামলেখন ৩।১।১২০</p>		<p>ছ ছল ২।৬।১৬১ জ জাড্য ২৮।১৩৫ জীবমুক্ত ২২২।২০</p>
<p>কায়বুহ ১।১।৪২ ; ১।১।৩২ শ্লো ; ২।২০।১৪২ কাকুণ্য ২৮।১২৮ কালসাম্য ৩।১।১১৮ কিলকিঞ্চিত ২৮।১৩৬ ; ২।১৪।১৬৬-৬৯ ; ২।১৪।৫ শ্লো কুটুমিত ২৮।১৩৬ ; ২।১৪।১২-১৩ শ্লো ; ২।১৪।১৮৪-৮৭ কৌধ ২।১৪।১৭১</p>		<p>ত তটস্থ লক্ষণ ২।১৮।১১৬ ; ২।২০।২২৬ তদীয়বিশেষ ৩।১।২০ তদেকাশ্মরূপ ২।২০।১৫২ তিতিকা ২।১২।৩৭ শ্লো তেত্রিশ ব্যভিচারী ২৮।১৩৫ ত্রাস ২৮।১৩৫ ; ৩।৭।১৩১ ; ৩।১৭।৪৬</p>
<p>গ গার্ব ২।২।৫৬ ; ২৮।১৩৫ ; ২৮।১৩৯ ; ২।১৪।১৭১ গুণ ১।১৬।৪২ গৌণবৃত্তি ১।৭।১০৪ ; ২।২৫।২৪ গৌণরস ২।১২ ১৬০ গৌণার্থ ১।৭।১০৪ মানি ২৮।১৩৫</p>		<p>দ দম ২।১২।৩৭ শ্লো দশ দশা ৩।১৪।৪২-৫০ ; ৩।১৪।৪ শ্লো দক্ষিণা নান্নিকা ২।১৪।১৫৬ দাস্তাপ্রেম (রতি) ২৮।৬০ ; ২।১২।১৫৭-৮ দিব্যোন্মাদ ২।২।৫৫ ; ২।২৩।৩৮ ; ২।২৩।৪১ দীপ্ত ২৮।১৩৫ দীপ্তি ২৮।১৩৬ দৈন্ত ২।২।৩২ ; ২।২।৫৪ দ্বাদশ বন ২।১।২২৫</p>
<p>চ চকিত ২।১৪।১৬৩-৬৪ চতুঃষষ্টিকলা ২৮।১৪৩ চতুঃসম ৩।৪।১৮৮ চতুর্বিধা মুক্তি ১।৩।১৫-১৬ ; ২।৬।২৪০ চতুর্কুহ ১।৪।১৪ চব্বিশ ঘাট ২।১৭।১৭২ চন্দ্র ২।২।৫২</p>		<p>ধ ধীর ললিত ২৮।১৪৭ ; ২৮।৪২ শ্লো ধীর প্রগল্ভা ২।২।৬০ ; ২।১৪।১৪৯ ধীর মধ্যা ২।২।৫৮ ; ২।১৪।১৪৯ ধীরা ২।১৪।১৪১-৪৪ ধীরাধীরা ২৮।১৩৩ ; ২।১৪।১৪১-৪৬</p>

ধীরা ধীর প্রগলভা ২।১৪।১৪৩

ধীরা ধীর মধ্যা ২।২।৫৭ ; ২।১৪।১৪৩

ধৃতি ২।১৩।৩৭ স্তো ; ৩।১৭।৪৬

ধৈর্য্য ২।২।৬৫ ; ২।৮।১৩৬

ন

ন

নব থণ্ড ৩।২।৩০-১০

নান্দী ৩।১।৩০

নিগর্ভযোগী ২।২৪।১০৬

নিগ্রহ ২।৬।১৬১

নিজা ২।৮।১৩৫

নিমিত্তকারণ ১।৫।৫৪

নিয়ম ২।২২।৮৩

নির্বিশেষ ২।৬।১৩৩

নির্বেদ ২।২।৩২ ; ২।২।৬৫ ; ২।২।২৩ স্তো

নিষ্কটার্থী ৩।১।৫১ স্তো

প

প

পরকীয়া ১।৪।৪১

পতিব্রতা ২।৮।১৪৪

পরিজ্ঞান ২।২৩।৩৮

পরিণামবাদ ১।৭।১১৪ ; ২।৬।১৫৪

পরিভাষা ১।২।৪৮

পুনরাস্তদোষ ১।১৬।৬২

পুনরুক্তবদাভাস ১।১৬।৬৮ ; ১।১৬।৭১-৭২

পুরুষাবতার ২।২০।২১৭

পূর্ণ ভগবান ১।৪।২

পূর্বপক্ষ ২।৬।১৬০

পূর্বরাগ ২।২৩।৪৩-৪৪ ; ৩।১।১২০

প্রকাশ ১।১।৩৬-৩৭ ; ১।১।৩২-৩৪ স্তো

প্রকৃতি ১।৫।৫০

প্রথমা ২।১৪।১৫০

প্রগলভতা ২।৮।১৩৬

প্রগলভা ২।১৪।১৪৭

প্রজ্ঞান ২।২৩।৩৮

প্রণয় ২।২।৫৬ ; ২।৮।১৩০ ; ২।১৩।১৫২

প্রতিজ্ঞ ২।২৩।৩৮

প্রধান ১।৫।৫০

প্রবর্তক ৩।১।১১৮

প্রবাস ২।২৩।৪৩

প্রমাদ ১।২।৭২

প্রয়োচনা ৩।১।১১৩

প্রণয় ২।২।৬২ ; ২।৬।১১

প্রলাপ ২।১।৭৮ ; ৩।১।১১৩

প্রস্তাবনা ৩।১।৬৫

প্রবেদ ২।২।৬২

প্রহসন ৩।১।১৩৫

প্রাভব প্রকাশ ১।২।৮০ ; ২।২০।১৪০-৪২ ; ২।২০।১৪৭

প্রাভব বিলাস ২।২০।১৫৭-৬০ ; ২।২০।১৭৬ ;

২।২০।১৭৩

প্রেম ১।৪।১৪১ ; ২।৮।১৩৪ ; ২।২৩।৩ স্তো

প্রেমবিলাস-বিবর্ত ২।৮।১৫০-৫৬

প্রেমবৈচিত্র্য ২।৮।১৩৭ ; ২।২৩।৪৩

ব

ব

বাৎসল্যরতি ২।৮।৬২ ; ২।১৩।১৫৭-৫৮

বামা ২।১৪।১৫৬

বামা ১।৪।১১৩

বিশতি অলঙ্কার ২।৮।১৩৬

বিকৃত ২।৮।১৩৬

বিচ্ছিন্ন ২।৮।১৩৬

বিজ্ঞান ২।২৩।৩৮

বিজ্ঞাতীয়ভাব ১।৪।১২১

বিতণ্ডা ২।৬।১৬১

বিতর্ক ২।৮।১৩৫

বিধিধর্ম ২।১১।৩২ ; ২।২২।৮০

বিধিভক্তি ১।৩।১৫ ; ২।৮।১৮২ ; ২।২২।৫২

বিধিমার্গ ২।৮।১৮২ ; ২।২২।৫২ ; ২।২২।৮০

বিধিলিঙ ১।৪।৩১

বিদ্যে ১।২।৩ ; ১।২।৬২ ; ১।১৬।৫৩-৫৪

বিপ্রলম্ব ২।২৩।৪২

বিপ্রলিঙ্গা ১।২।৭২

বিবর্ত ১।৭।১১৬

বিবর্তবাদ ১।৭।১১৫ ; ২।৬।১৫৬

বিক্ষোণ ২।৮।১৩৬

বিভাব ২/১২/১৫৪
 বিভূতি ২/২০/৩০৬
 বিদ্রম ২/৮/১৩৬
 বিয়োগ ২/২৩/৩৬
 বিরজা ১/৫/৪৩-৪৬
 বিরুদ্ধমতিক্রম ১/১৬/৫৮
 বিরোধভাস ১/১৬/৭৩-৭৪ ; ৩/১৮/২৫
 বিলাস (ভগবৎ-স্বরূপ) ১/১৩৮-৩৯ ; ১/১৩৫ শ্লো ;
 ২/২০/১৫৩-৫৬
 বিলাস (ভাব) ২/৮/১৩৬ ; ২/১৪/১৭৬-৮০ ;
 ২/১৪/৮-২ শ্লো
 বিষয় ১/৪/১১৪ ; ১/৪/১৬৯
 বিষাদ ২/২২/৫ ; ২/২৬/৫ ; ৩/১৭/৪৬
 বীথী ৩/১১/৩৫
 বীভৎস রস ২/১২/১৬০
 বীর রস ২/১০/১৬০
 বৈবর্ণ্য ২/২৬/২
 বৈভব-প্রকাশ ১/২৮/০ ; ১/৪/৬৭ ; ২/২০/১৪৩-৪৬ ;
 ২/২০/১৫৭
 বৈভব বিলাস ১/৪/৬৭ ; ২/২০/১৪৭ ; ২/২০/১৬০-৭৯
 বৈভব-বিলাসাংশ ১/৪/৬৭
 বৈষ্ণব অপরাধ ২/১২/১৩৮
 বোধ ২/৮/১৩৫
 ব্যভিচারী (বা সঙ্কারী) ভাব ২/১/১৩৫ ; ২/১২/১৫৫ ;
 ২/২৩/৩২
 ব্যাঙ্গমুখি ২/২৫/৬
 ব্যাধি ২/৮/১৩৫
 ব্রীড়া (লজ্জা) ২/৮/১২২ ; ২/৮/১৩৫

ত

ত

ভক্তিরস ২/১২/১৫৪-৫৫ ; ২/২৩/৪৪-৪৭ শ্লো ; ভূমিকা
 ৩২৪ পৃঃ
 ভয়ক্রম ১/১৬/৫২
 ভয়-রস ২/১২/১৬০
 ভাব (প্রেম) ১/৪/৫২
 ভাব (রতির আবির্ভাবে প্রথম চিন্তাবিকার) ২/৮/১৩৬

ভাব (রত্নাকর) ২/২৩/২ শ্লো ; ২/২৩/৩-৪
 ভাবশাস্তি ২/১৩/১৬৪
 ভাবশাবল্য ২/২৫/৪ ; ২/১৩/১৬৪ ; ৩/১৭/৪৭
 ভাবসক্তি ২/২৫/৪
 ভাস্কর্য ১/৭/১০৪

ম

ম

মঙ্গলাচরণ ১/১১/১ শ্লো ; ১/১২/১ শ্লো ; ১/১৩-৫
 মতি ২/২৫/৮ ; ২/৮/১৩৫ ; ৩/১৭/৪৬
 মদ ২/৮/১৩৫
 মধুর রতি ১/৪/৩৮-৪১ ; ২/১২/১৫৭-৫৮ ; ২/২৩/৩৭
 মধ্যা নাট্যিকা ২/১৪/১৪৭
 মদন্তরাবতার ২/২০/২৬৯-৭৮
 মন্থা ২/২৬/৫
 মহাস্ত ২/২৫/২২৮
 মহাবাক্য ১/৭/১২১
 মহাভাব ১/৪/৫২ ; ২/৮/১২৩ ; ২/১২/১৫২ ; ২/২৩/৩৭
 মাদন ২/২৩/৩৮
 মাধুকরী ২/২০/৭৬
 মাধুর্য ২/৮/১৩৬
 মান ২/২৫/৬ ; ২/৮/১৩০ ; ২/১৪/১৩৪ ; ২/১২/১৫২ ;
 ২/২৩/৪৩
 মায়াবাদী ১/৭/৩৭
 মুক্তি ১/৩/১৬ ; ২/২৪/২১
 মুখরা নাট্যিকা ২/১৪/১৫০
 মুখ্যমুখি ১/৭/১০৩
 মুখ্যার্থ ১/৭/১০৩ ; ২/২৫/২৪
 মুখা নাট্যিকা ২/১৪/১৪৭-৪৮
 মুতি ২/৮/১৩৫ ; ২/২৩/৩৬
 মুদ্রী নাট্যিকা ২/১৪/১৫০
 মোটামুটি ২/৮/১৩৬
 মোদন ২/২৩/২৮
 মোহ ২/৮/১৩৫
 মোহন ২/২৩/৩৮
 মোক্ষ ২/১৪/২৬৩-৬৪
 ম
 ম
 মম ২/২২/৮৩

যাবদাশ্রয়বৃত্তি ২২৩৩৭
যুক্তবৈরাগ্য ২২৩৫৬
যুগাবতায় ২২০২৭৯-৮৯
যোগ ২২৩৩৬
যোগপট্ট ২১০১০৬
যোগপীঠ ১৫১২৫

র র

রতি (ভাব) ২২৩২২ স্লো
রস ২১২১৫৪-৫৬ ; ভূমিকা ৩২৪ পৃঃ
রসাভাস ২১৪১৫৫
রসালি ২১৪১৭৩
রাগ ১৪১১৪ ; ২১৮১৩৪ ; ২২২১৮৬
রাগমার্গ ১৪১১৪ ; ২১১১২৯
রাগাঙ্ঘিকা ২২২১৮৫-৮৭
রাগাঙ্ঘুগা ২১৮১৭৮ ; ২২২১৮৫-৯১
রুঢ়ভাব ২২৩৩৭
রুঢ়িবৃত্তি ২১৮২৪৭ ; ২২৪১৫৯
রোমাঞ্চ ২২২৬২
রোষ ২২২৫৪
রৌদ্ররস ২১২১১৬০

ল ল

লঘী নায়িকা ২১৪১১৪৯
লজ্জা (ব্রীড়া) ২১৮১২৯
ললিত ২১৮১৩৬ ; ২১৪১৮১-৮৩ ; ২১৪১১০ ১১ স্লো
লক্ষণা ১১৭১০৪ ; ১১৭১২৪
লাবণ্য ২১৮১২৯
লীলা ২১৮১৩৬ ; ২২৩৪১

শ শ

শঠ ২২২১৭
শম ২১২১৩৭ স্লো
শঙ্কা ২১৮১৩৫
শঙ্কালঙ্কার ১১৬৬৭
শাখাচন্দ্রকায় ২২০২২৬
শাস্ত্রবৃত্তি ২১২১৫৭-৫৮ ; ২১২১৭৩-৭৮
শাবল্য ২২২৫৪ ; ২১৩১৬৪ ; ৩১৩১৪৭

শুদ্ধ (বা বিশুদ্ধ) শব্দ ১৪১৫৫ ; ১৪১৫৬
শুদ্ধ (কল্প) বৈরাগ্য ২২৩৫৬
শৃঙ্গার রস ২১৮১১২ ; ২২৩৪২
শোভা ২১৮১৩৬
শ্রামরস ২১৮১৪১
শ্রীকা ২২২২৩ স্লো ; ২২২১৪৭
শ্রম ২১৮১৩৫

স স

সংঘটনা ৩১১৬৫
সংজ্ঞা ২২৩৩৮
সম্যাক্রম (রতি) ২১৮৬১ ; ২১২১৫৭-৫৮
সমর্ভযোগী ২২৪১০৬
সঞ্চারী (বা ব্যভিচারী) ভাব ২১৮১৩৫ ; ২২১৫৫
সম্ব ২২২৬২ ; ২১৮১০ ; ২২৩৩১
সন্ধি ২২২৫৪
সমুদ্রীপ ২২০১২৭ ; ৩২১২-১০
সমুদ্র সমুদ্র ২২০৩২১
সমঞ্জসা ২২৩৩৭
সমর্থ্য ২২৩৩৭
সমা ২১৪১৪৯-৫০
সন্ধিনী ১৪১৫৫ ; ১৪১২ স্লো
সম্বন্ধ (প্রেমোৎপত্তিবিষয়ে) ৩১১২০
সম্বন্ধ ২২০১০৯ ; ২২২২২
সম্বিত ১৪১৫৫ ; ১৪১২ স্লো
সন্তোষ ২২৩৪২-৪৩
সাত্ত্বিকভাব ২২২৬২
সাধারণী ২২৩৩৭
সিদ্ধলোক ১৫১৩২
সিদ্ধি ২১২১৩২ ; ২২৪২১
সুজ্ঞ ২২৩৩৮
সুপ্তি ২১৮১৩৫
সুদীপ্ত ১১৬১১
সৌন্দর্য্য ২১৮১৩১
সৌভাগ্য ২১৮১৩৭
সুস্ত ২২২৬২
স্বামীভাব ২১৬১৬৪ ; ২১২১৫৪

স্নেহ ২/১৯/১৫২

স্বকীয়া ১/৪/৪১

স্বতন্ত্র (অন্তঃনিরপেক্ষ) ১/৭/৪৩

স্বভাব (প্রেমোৎপত্তিবিশয়ে) ৩/১/১২০

স্বয়ংরূপ ১/১/৪২

স্বরভেদ ২/২/৬২

স্বরূপ লক্ষণ ২/১৮/১১৬ ; ২/২০/২৯৬

স্ব-সংযুক্তদশা ২/২৩/৩৭

স্বৈদ ২/২/৬২

স্বাংশ ২/২০/১৫৩

স্বতি ২/৮/১৩৫

হ

হ

হর্ষ ২/২/৬৫ ; ২/৮/১৩৫

হাব ২/৮/১৩৬

হাস্তব্রহ্ম ২/১৯/১৬০

হেলা ২/৮/১৩৬

হ্লাদিনী ১/৪/৫৫ ; ১/৪/৯ শ্লো

প্রাদেশিক ও বিশেষার্থক শব্দের অর্থ ও সৃষ্টি

(সকল পয়ার উল্লিখিত হইল না)

অ অ

অকথা—কহিবার অযোগ্য ১।৫।১২৪
 অগেয়ান—অজ্ঞান ২।২।১২
 অমঙ্গলা—অঙ্গের ময়লা ২।৪।৫২
 অঙ্গী করিয়াছে—অঙ্গীকার করিয়াছে ১।১৭।২৬২
 অকর-নয়নে—অজস্র অশ্রুযুক্ত-নয়নে ৩।১২।৭৪
 অট্টহাস—অট্ট অট্ট হাস ১।৬।৪৭
 অট্টালী—অট্টালিকা ২।১১।২১২
 অধিকাই—অধিক ১।৪।২১৫
 অনবসর—জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরের পনের দিন ২।১।১১৩
 অনর্গল—বাধাবিহীন শৃঙ্গ ১।১১।৫৬
 অনাচার—আচারহীন ১।১০।৮৭
 অমুকার—তুলা ১।১৭।১১২
 অমুক্ৰম—আরম্ভ ১।১৭।২
 অমুপাম—অতুলনীয় ২।১।১৫৬
 অমুবন্ধ—আরম্ভ ১।১৩।৫ ; প্রাপ্য বস্তু ২।২০।১১৫
 অমুবাদ—কথিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ ১।১৭।৩০১
 অমুব্রজি—পাছে পাছে যাইয়া ২।৭।১৩২
 অমুযায়ী—অমুপ্রবিষ্ট ১।৬।৭৮
 অন্তোগ্র—পরস্পর ১।৪।৪২
 অন্ত—কুলকিনারা ১।৪।১৮৮
 অন্তর—পার্থক্য ১।৪।১৪৭
 অন্তিকে—নিকটে ৩।১৫।৩৫
 অন্ধা—অন্ধকার, অন্ধতা, অজ্ঞান ৩।৭।১১৩
 অপতিত—নিয়মভঙ্গ না করিয়া ১।১০।২২
 অপরাশ—অপরের স্পর্শহীন ভাবে ১।১০।১৪০
 অপার—অনন্ত ১।১৬।৭৮
 অব—একণে ২।৮।১৫৬
 অবগাহ সাধ—সাধ মিটাইয়া অবগাহন ১।১২।২২
 অবজান—অবজ্ঞা, উপেক্ষা ৩।৭।১০২
 অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া ১।৪।৩৫

তবতয়ে—অবতীর্ণ হয় ১।৪।২
 অবতারি—অবতীর্ণ করাইয়া ১।৪।২২৬
 অবতারিলা—অবতীর্ণ করাইলেন ১।১৩।৫১
 অবতারী—অবতার-কর্তা ১।৫।৬৭
 অবধান—দৃষ্টি ১।৫।৫৭ ; মনোযোগ ২।১৫।২৪৬
 অবসর—সুযোগ ৩।৩।১৬ ; অবকাশ ২।১৫।৮১
 অবসাদ—অবসন্নতা ১।৭।৬১
 অবস্থা—দুরবস্থা, কষ্ট ২।২৪।১৭১
 অবহি—একণই ২।১৮।১৬০
 অবিধেয়—অনুচিত ১।১৬।৫৩
 অভাগিয়া—হতভাগ্য ২।৮।২১৩
 অভিমান—অভিলাষ ১।১৩।১১২
 অভ্যাগত—অতিথি ১।১৭।১৩২
 অম্বরস—আপোষ ৩।৬।৩৩
 অর্পিল—অর্পণ করিল ২।৪।৬৪
 অয়ন—আশ্রয় ১।২।২২
 অয়ে—অয়ি, ওহে ১।৫।১৭৩
 অলপ—অল্প ৩।২০।৪৫
 অলম্পট—অনাসক্ত ১।১৩।১১২
 অলস—আগ্রহের অভাব ১।২।২২
 অলক্ষিতে—দৃষ্টির অগোচরে ৩।১৮।২৬
 অলাত—জলন্ত কাষ্ঠ ২।১৩।৭৭
 অম্বরে—অম্বরের মধ্যে ১।৮।১১

আ আ

আই—মাতা ২।৩।১৪২ ; যুঁই ফুল ২।১৪।৬৩
 আইহু—আসিলাম ১।৫।১৭৭
 আইল—আসিল ১।১৬।২৭
 আইলা—আসিলেন ১।১০।১১৫
 আইলাম—আসিলাম ৩।১।৪৬
 আইসে—আসেন ৩।১।৩১
 আইসেন—আসেন ৩।১।৪২
 আউটে—জাল দেয় ২।১৪।২০১

আউল—আকুলতা ৩।১২।২০

আউলায়—এলাইয়া পড়ে ১।৮।২০

—বিশ্বখল হইয়া যায় ৩।১৭।৪৩

আকুতো—আকুতিতে ২।১৮।১০২

আখরিয়া—পুঁথিলেখক ১।১০।৬৩

আখি—চক্ষু ২।১৪।৬

আগল—অগ্রগণ্য ১।৬।৪৪

আগে—পূর্বে ১।১৪।৩০ ; পরে, ভবিষ্যতে ২।১।৬২ ;

অগ্রে, সম্মুখে ১।৫।১৮৭ ; অগ্রে তুলনায় ১।৭।২৩

আগে ত—পরে, পরবর্তিকালে ৩।৩।১৩৬

আগে হৈলা—অগ্রসর হইলেন ৩।৪।১৮

আগুবাড়ি—অগ্রসর করিয়া ২।১৬।৪০

আকটিয়া পাত—অখণ্ড কলাপাত ২।৩।৪০

আকিনা—অকন ৩।১২।১১৮

আচস্থিতে—হঠাৎ ৩।১।৪২

আচরি—আচরণ করিয়া ১।৪।৩৭

আচরিয়ে—আচরণ করি ২।২।২৪৮

আচল—কাপড়ের শেষ প্রান্ত ৩।২।৩৮

আছয়—আছে ২।৮।৬৪

আচয়ে—আছে ১।১৬।৭৮

আছাড়—হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া যাওয়া ২।৩।১৬০

আছিল—ছিল ১।১৩।১০৮

আছিলাঙ—ছিলাম ১।১৭।১০৪

আছিল—রহিয়াছ ৩।১০।৮২

আছুক—থাকুক ১।৬।৫৩

আছো—আছি ২।১৫।৫৩

আচ্ছাদিল—আচ্ছাদন করিয়া দিল ২।৪।৮১

আজ—অন্ত ১।১২।৩৪

আজা—মাতামহ ৩।৬।১২৩

আজাড়—খালি ৩।১০।৫৪

আজিহ—অজ্ঞাপিও ৩।৪।১৫২

আজুক—অজ্ঞাকার ২।৩।১১

আজাকারী—আজ্ঞা পালনকারী ২।১১।১৬৩

আটোপ—হকার গর্জন উল্লঙ্ঘনাদি ৩।১০।৬২

আঠিয়া কলা—বীচিকলা ২।৩।৪০

আ—বড় পাখা ২।১৫।১২২

আড়ালে ৩।১৬।৩৮ ; তীরে, বাঁটে ৩।১৪।১১০

আছ—নিজেকে ১।১৪।৩০

আছসাথ—অঙ্গীকার ১।১।২

আদিবস্ত্রা—স্নেহহৃচক গালি ৩।১০।১৩৩

আদৌ—প্রথমে ৩।৫।২৭

আন—অন্ত ১।১।৩৮ ; অন্তথা ১।৫।২০১

আনন—আনয়ন করা ৩।১৮।৬২

আনহ—লইয়া আস ৩।২।১০২

আনাইয়া—আনয়ন করাইয়া ২।৪।৮০

আনাইলা—আনয়ন করাইলা ২।৬।৪০

আনি—আনিয়া ১।২।৭

আনিঞা—আনয়ন করিয়া ২।৪।২২

আনের—অন্তের ৩।২।১২২

আনমন—অনমনস্ক ২।১৫।২৪৪

আপনা—আপনাকে ১।৭।২

আপনি—নিজে ১।৪।৩৭

আপনে—নিজে ১।৪।৩৫

আপুনি—আপনি, তুমি ৩।৫।৫২

আবরণ—পাহারা ২।১৬।২৪২

—বেড়া বা প্রাচীর ২।১২।১৩২

আবরিল—আবৃত করিয়া দিল ২।৪।৮১

আভাস—উপক্রমণিকা ১।৪।৩

আমা—আমাকে ১।৪।২০৪

আমাপানে—আমার দিকে ২।১১।২১৬

আমায়—আমাতে ১।৫।৭৪ ; স্থান হয় ৩।১১।১২

আমার—আমার প্রতি ২।১৩।৫২

আমার—আমাকে ১।৪।২০

আমিহ—আমিও ১।৪।২৭

আয়—আসিয়া ১।৫।২০৮

আয়—অন্ত ১।৪।২

আরাম—উত্থান ২।১৩।১২৬

আরিন্দা—খাজনার টাকা বহনকারী ৩।৩।১৭৮

আরে—অন্তকে ১।৫।১৫৫ ; পার একটীতে ৩।৬।৬৪

আরোপণ—রোপণ ২।১২।১৩৪

আর্য—পূজনীয় ১।৬।১০৪

আর্য—সৎপথ ১।৪।১৪

আলবাটা—পিক্দানী ৩।১৬।১২৩

আশ—আশা ১।১৭।৩২৬

আশ-পাশ—চারিদিকে ২।৮।১৩৮
 আশ্রিয়াছে—আশ্রয় করিয়াছে ১।১২।৫৫
 আলোয়াধ—অস্বস্তি ২।১৪।১২২
 আলোয়ার—অখারোহী ২।১৮।১৫৩
 আন্তব্যন্তে—উদ্বিগ্নচিত্তে, খুব তাড়াতাড়ি ১।১৫।১৫

ই ই

ইতর—অন্ত ; যাহারা সংস্কৃত জানে না ২।২।৭৪
 ইতি উতি—এদিক ওদিক ১।৭।৮৫
 ইতিমধ্যে—ইহার মধ্যে ১।৭।৪৭
 ইথিলাগি—এইজ্ঞ ১।৪।৫১
 ইথে—ইহাতে ১।২।৩৫ ; ১।৭।১১২
 —এই হেতু ১।৭।১০
 ইহ—ইনি ১।২।৫০
 ইহা—এইস্থানে ১।২।৬৫
 ইহায়—ইহাতে ১।৭।২৬
 ইহো—ইনি ১।২।২১

উ উ

উকাশিতে—খুলিতে ২।২।১২
 উখড়া—মুড়কি ৩।১০।২২
 উষাড় অঙ্গে—খালি গায়ে ৩।১২।৬৮
 উষাড়িয়া—খুলিয়া ৩।৩।১০৩ ;
 —ভাঙ্গিয়া, খুলিয়া ১।৭।১৮
 —ব্যস্ত করিয়া ২।২।৩২
 উষাড়িল—খুলিয়া গেল বা খুলিয়া দিল ২।৪।২০০
 উষাড়ে—উন্নীলিত হয়, খোলে ৩।৭।১০৩
 উজাড়—জনশূন্য ২।১৮।২৬ ; ধ্বংস ১।৭।২-৪
 উজাড়ে—শূন্য করিয়া ফেলে ১।৭।১২
 উজীর—প্রধান রাজকর্মচারী ৩।৩।১৫১
 উজোর—উজ্জল ৩।১২।৩৪
 উঝালি—ছড়াইয়া ২।৩।২১
 উঠাঞা—উঠাইয়া ১।২।৩৩
 উঠাঞাছ—উঠাইয়াছ ৩।১৮।৬২
 উড়াইয়ে—উড়াইয়া দেই ১।১২।১০
 উড়ান—উড্ডীনতা ৩।১২।৩৭
 উড়িয়া—উড়িয়াবাসী ২।১২।২৭
 উড়ি—উড়ানী, চাদর ৩।১৪।২২

উতরে—নামিয়া আলে ২।১৮।৩৭
 উভার—খোল ৩।১২।৩৬
 উত্তরিল্লা—নামিল ২।১৮।১৫৩
 উত্তরিল্লাসিয়া—আসিয়া উপনীত হইলেন ২।৪।১৫৩
 উস্তান শয়ন—চিং হইয়া শয়ন ১।১৪।৪
 উস্তরে—উত্তীর্ণ হয় ; অহুমোদিত হয় ৩।৫।২৩
 উথলিল—উচ্ছৃঙ্খিত হইল ১।৭।২৩ ;
 —উথিত হইল ৩।১৫।৭৪
 উদার—প্রশস্তচিত্ত ১।১১।২২
 উদাস—উপেক্ষা ২।৩।১৪৪ ; শুদাসীন্না ২।১৪।১৮
 উদুথল—ধান ভানিবার যন্ত্র-বিশেষ ২।২।১১২
 উদ্দেশ—উল্লেখ ২।১।৬২
 উদ্ধার—উদ্ধার কর ২।১২।৫২
 উদ্ধারিমু—উদ্ধার করিব ১।১৭।৪৭
 উত্তম—আরম্বর, ঘট, ১।১৭।১২০
 উপজয়—উৎপন্ন হয় ২।২২।২২
 উপজয়ে—উৎপন্ন হয় ১।৭।৮০
 উপজাঞা—উৎপন্ন করাইয়া ৩।৪।১৮৬
 উপজায়—উৎপন্ন করে ১।৪।১৩৫
 উপজিবে—উৎপন্ন হইবে ২।২।৭৬
 উপজিল—উৎপন্ন হইল ১।২।২
 উপজিলা—উৎপন্ন হইল ১।১৩।৭২
 উপজে—উৎপন্ন হয় ৩।৫।২৮
 উপদেশি—উপদেশ করিয়া ১।৭।৮২
 উপদেশে—উপদেশ করে ১।৬।৪৭
 উপযোগ—উপভোগ, আহার ৩।১০।১৩
 উপরাগ—গ্রহণ ১।১৩।২২
 উপোষণ—উপবাস ২।১১।১০২
 উবরিল—উদ্ধৃত (বেলী) হইল ২।১৪।৪১
 উলটি—ফিরিয়া ২।৫।২৭
 উল্লাস—উচ্ছ্বাস ১।৪।৬২
 উলুক—পেচক ১।৩।৬২
 উষিমিষি—উষপিস্ ; অস্থিরভাবে উঠা-বসা, নড়া-চড়া
 ৩।৩।১১৫
 এ এ
 এ—এই ১।১০।৫৪ ; ইহা (এই লতা) ৩।১৫।৩৭
 এইমত—এইরূপ ১।১০।১৪ ; এইরূপে ১।৪৩৭

এই লাগি—এইজন্ত ২।২।২৫
 একগ্রাসী—এক গ্রাসও ২।১৫।২৩২
 এক ঠাঞি—এক স্থানে ১।৪।৫০
 একতান—একান্ত ২।৬।২৩১
 একল—একাকী ২।৫।৫২
 একলা—একাকী—১।২।৩২
 একলি—একাকী ১।৪।১২১ ; একমাত্র ১।৪।১২৮
 একলে—একাকী ১।২।৩২
 একিবারে—একসঙ্গে ৩।১৫।৭
 একে—একটীতে ৩।৬।৬৪
 একেশ্বর—একাকী ২।১৫।১২৩
 একৈক—এক এক ২।৪।৮২ ; প্রত্যেক ১।২।১৭
 এড়াইবে—পলাইবে, বাদ পড়িবে ১।৭।৩৫
 এড়াইল—পলাইয়া গেল, বাদ পড়িল ১।৭।৩০ ,
 —অব্যাহতি—পাইল ২।৪।১৮১

এত—এ সমস্ত ১।৩।৮৬
 এতেক—এইরূপে ২।২।২৫
 এথা—এই স্থানে ১।১৪।১৬
 এথাই—এই স্থানেই ২।১০।১৪৭
 এথাকে—এইস্থানে ৩।২।৩২
 এবে—এক্ষণে ১।৪।৪৮
 এভো—এখনও ৩।১২।১২
 এমতে—এইরূপে ১।৩।৮৮
 এ সভার—এই সকলের ১।১।৪৩
 এহো—ইহাও ১।৪।৮২

ঐ

ঐ

ঐছন—এইরূপ ১।১৩।১০০

ঐছে—এইরূপ ১।২।১৪

ও

ও

ওঝা—ভূতে পাওয়ার চিকিৎসক ৩।১৮।৫৩
 ওড়ফুল—জবাফুল ১।১৭।৩৫
 ওড়ন-পাড়ন—লেও ও তোমক ৩।১৩।১৮
 ওড়ু—উড়িয়ারবাসী ১।১০।১৩৩
 ওড়ায়—উড়ুনীর মত করিয়া গায়ে দেয় ৩।১২।৬৮
 ওত হৈয়া—দেহকে গোপন করিয়া ২।২৪।১৫৬
 ণ—ঐস্থানে ৩।১৮।৫৬
 ণীমা ২।৩।১১১

ওর-পার—সীমা-পরীসীমা ৩।২০।৭১
 ওলাহম—ওল্লা ; মুহু অভিযোগ ৩।৭।১৪০
 —আক্ষেপসূচক বাক্য ; মুহু ভৎসনা ১।১৪।৬৮

কচড়া—দিনলিপি ; সংক্ষিপ্ত লিখন ৩।১।৩১

কড়মড়ি—কড়মড় শব্দ ১।১৭।১৭৩

কড়ার—প্রসাদী চন্দন ৩।১১।৬৫

কড়ি—কড়া ১।১৩।১১১

—দধি ও বেসম যোগে প্রস্তুত এক রকম
 খাদ্য ২।৪।৬২

কণ—কণিকা-২।২।৮৪

কতি—কোথায় ১।১২।৪০

কতে—কত-রকম ২।৪।৫৭

কতেক—কত পরিমাণ ১।৭।৪৮

কখন—কথা ১।৫।১৮২

কথোক—কিছু পরিমাণ ৩।১০।২৬

কথোজনক—কয়েক জন ১।১১।৫৪

কথো দিন—কয়েক দিন ১।১৫।২১

কথো দিনে—কয়েক দিন পরে ১।১৪।১৮

কথো দূরে—কিছু দূরে ৩।৬।৪৫

কথো দূরে বহি—কতকদূর পর্য্যন্ত গেলে ২।৭।২৬

কদম্ব—সমূহ ১।৫।১৪৪

কদর্থনা—যন্ত্রণা ২।২৪।১৭২

কদর্থিয়া—কষ্ট দিয়া ২।২৪।১৭৩

কষ্টদম্ব—কষ্টপর্য্যন্ত ৩।১৪।১০৩

কন্দরা—গুহা ৩।১৮।১০৩

কবাট—কপাট, দ্বার ১।১৭।৩১

কপাট মারিয়া—দ্বার বন্ধ করিয়া ৩।১২।১১২

কবে—কখন ২।৪।৩৮

কডু—কখনও ১।২।৬০

—কখনশ কখনও ১।৮।১৬

কম—কহে, বলে ১।৪।৩১

করঙ্গ—জলপাত্র ৩।১৬।৩৭

করঙ্গিয়া—জলকরঙ্গ-বহনকারী ২।২৫।১৩৬

করড়ীয়া লোণ—এক রকম লবণ ৩।১০।১৪৬

করয়—করে ১।১৭।২৫১

করয়ে লাগানি—বিক্রমে কথা বলে ২।১।১৬৩

করলিঞা—আলিয়া কর ৩।১৬।১১৭

করহ—কর ৩।২।১২১

করাইলি—করাইয়াছ ১।১৭।৪৮

করাইহ—করাইও ৩।৩।৩৯

করাঙ—করাইব ৩।১৬।৭৬

করাঞা—করাইয়া ৩।২।৪৪

করাকরি—হাতে হাতে ৩।১৮।৮৪

করিমু—করিলাম ১।৫।১৫২

করিবেক—করিবে—১।৪।২৬

করিমু—করিব ১।৩।২১

করিয়াছো—করিয়াছি ২।১।৩৬

করিলা—করিলেন ৩।১।২৯

করু—করে বা করিবে ১।১১।৪

কয়েন—করায়েন ১।৩।৭৪

করোঁ—করি ১।১৭।৩২৬ ;

—করিব ১।৩।৮২

করোয়া—জলপাত্র ৩।১৪।২১

কর্যাছে—করিয়াছে ২।৪।১৮২

কর্ণে লাগে তালি—কান বধির হইয়া

যায় ১।১৭।২০০

কহাই—বলাইয়া ৩।১।২৮

কহাইতে—বলাইতে ৩।১৬।৬৫

কহাইল—বলাইল ৩।১৬।৬৪

কহায়—বলায়েন ৩।১।১৫৬

কহি—বলি ১।৩।২০

কহিমু—কহিলাম ২।১।১৫২

কহিমু—কহিব ২।৫।১০৩

কহিয়—বলিও ৩।২।৪১

কহিয়ে—কহি, বলি ১।১।৩৭

কহিলা—বলিলেন ৩।১।৪৩

কহিলে না হয়—বলা যায়না ১।১০।৩২

কহোঁ—কহি ১।৮।১২

কাঁকর—কঙ্কর ২।১২।২০

কাটন—অতিবাহিত করা ২।২।৫১

কাঁটা—কণ্টক ৩।১৩।৮১

কাঢ়—কাহির কর ২।৪।৩৬

কাঢ়ি—কাঢ়িয়া লইয়া ১।১০।৩৬

কাঢ়িতে—ছুটাইয়া আনিতে ২।১৫।১৪২

কাঢ়িবারে—ছুটাইয়া আনিতে ২।১৩।১৩৩

কাঢ়িয়ে—অন্তত লইয়া যাই ২।১৮।১৩২

কাঢ়িল—তুলিয়া আনিল ২।১২।৪৮

কাণা—ফুটা, ছিদ্রযুক্ত ২।২।২৮

কাণাকাণি বাত—কানাঘুসা কথা ৩।৩।১৬

কাঁথা—পুরাতন বস্ত্রে প্রস্তুত করা ২।২৫।১৩৬

কান্দিলা—ক্রন্দন করিলা ১।১০।১২

কাম—কামনা, বাসনা ১।৫।১৩৪ ;

—কর্ম ২।২৪।১৬৪

—আশ্বেস্ত্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ১।৪।১৩২

কায়—দেহ ৩।১৮।৪৮ ;

—স্বরূপ ১।৫।১৬

কারিকর—শিল্পী ৩।১৪।৪১

কারে—কাহাকেও ১।৫।১৪২ ;

—কাহারও নিকটে ১।১৭।২৬

কারো—কাহারও ১।২।৩৬

কালি—কল্য ১।১৬।২৮

কালিকার—গতকল্যকার, অপক ৩।৪।১৫৩

কাঁসা—কংস, কাঁস ২।৮।২৪৫

কাঁহা—কোথায় ১।২।৩২

—কি ৩।৬।৩১৫

—কাহারও ২।২।৭৫

কাঁহা কাঁহা—কি কি ২।৪।১১২

কাঁহাতে—কোনও স্থানে ৩।১।৬১

কাঁহাসো—কাহারও সহিত ২।২।৭৫

কাহে—কেন ১।১২।৪৭

কাহো—কোনও স্বরূপ ১।৫।১১১

কাহোঁ—কোনও স্থানে ২।২৫।২১২

কাঁড়া—কাঁট, পোকা ২।৭।১৩৩-৩৪

কাঁড়ায়—কাঁটদ্বারা ১।১৭।৪৭

কুজা—জলপাত্র বিশেষ ৩।৬।২০

কুটা—ক্ষুদ্র ভূগর্ভ ২।১২।১২৮

কুটার—কুঁড়ে ঘর ২।২৪।১৮২

কুঠার—গাছ কাটার যন্ত্র ২।৪।৪৮

কুড়াইতে—একত্র করিতে ২।১২।১২

কুড়ায়—ঝাট দিয়া একত্র করে ২১২১২২২
 কুড়ায়—কুড়াইয়া, সংগ্রহ করিয়া ১১২১২৮
 কুণ্ডিকা—ভাণ্ড ২১৩১৫০
 কুমারের—কুম্ভকারের ৩১৫১৫
 কূর্পর—দাস ২১১১৮২
 কেতাব—পুস্তক ১১৭১১৪২
 কেনে—কেন, কি কারণে ১১৭১৬৮
 কেমনে—কি প্রকারে ২১২৪১৭৫
 কেহো—কোন কোন ব্যক্তি ১১৫১১১
 কৈছে—কিভাবে ১১২১২৫
 কৈছ—করিলাম ১১৭১৪১
 কৈফিতি—কৈফিয়ত, নালিশ ৩১৬১২০
 কৈল—করিল ১১১৬২ ; কহিল ১১৪১৪৬
 কৈলা—করিল ১১৭১৩১
 কৈলু—করিলাম ১১৪১৫৪
 কৈলে—করিলে ৩১৫১১১৩
 কৌকড়—কাঁকা ; কৌকড়া ৩১৩১২৭
 কোঙর—কুমার ; পুত্র ২১২০১৭০
 কোঠরি—কোঠা ২১২১৩৭
 কোথলি—খলিয়া ৩১০১২১
 কোথা—কোনও স্থানে ১১৬১২৪
 কোথাকে—কোথায় ২১৩১২২
 কোদালি—মাটি খোঁড়ার যন্ত্র ২১৪১৪৮
 কোন্ ঘরে—কাহা ঘরা ৩১৪১৮৫
 কোন পাকে—কোনও প্রকারে ১১২১২৮
 কোন্দল—কলহ ১১০১২১
 কোল—অঙ্ক ২১৪১২৬
 কোলি—কুল, বদরি ৩১০১২২
 ক্রোশে—চীৎকার করে ২১৪১২৭
 কোড়ি—কড়ি, টাকা ৩১২১২৫

খটমটি—খুটিনাটি বিষয় লইয়া প্রণয় কোন্দল ৩১৭১২৭

—সামান্য কথায় ১১০১২১

খাড়া, গুড়া ৩১০১২৪

খণ্ডন করাইল ১১৭১৬৭

খণ্ডাহ—খণ্ডন কর ১১৭১২৮০

খণ্ডিতে—লঙ্ঘন করিতে ২১৪১২১

খণ্ডি—উপেক্ষা করিব ২১২১২৮

খসাইতে—খুলিতে ২১৮১৪৬

খসাইয়া—খুলিয়া ২১০১২৮

খসায়—খুলিয়া দেয় ৩১৬১১২

খাই—আহার করি ৩১২১৭৬

খাএন—খায়েন, আহার করেন ৩১৬১৬২

খাওন—খাওয়া, ভক্ষণ করা ২১৫১২৩৫

খাওয়াইম্—ভক্ষণ করাইব ১১৭১৪৭

খাজুয়া—চুলকুনি ৩১৪১৪

খাঞা—খাইয়া ১১৭১২০১

খাটে—পালকে ১১৭১২০

খাড়া—দণ্ডায়মান ৩১২১২২

খানিক—একখণ্ড, একটু ২১১১৫১

খাপরা—ভাঙ্গা ঘটের খোলা, অথবা যুক্ত করের
 অঙ্কলি ২১২১২৫

খায়েন—আহার করেন ৩১৬১৩১

খাল—গর্ভবিশেষ ২১২১৪৭

খাস—নিজ দখলে ২১২১২৪

খুড়া—পিতৃব্য ৩১৬১৮

খেলস—খেলা ৩১০১৪৫

খোদাইতে—খনন করাইতে ২১২১১৪১

খোদাইল—খনন করাইল ৩১৩১৪২

খোলা—বদল ৩১৬১৩১

গ

গ

গড়খাই—পরিখা ২১৫১১৭৪

গড়বড়ি—হুটগোল ২১৮১১৩৮

গড়াগড়ি—মাটিতে পড়িয়া এপিট ওপিট করা ১১২১৪৫

গড়িঘার—গড়ের (দুর্গের) ফটক ২১২০১৫

গড়ি যায়—গড়াগড়ি দেয় ২১৩১৮০

গণ—পার্থক্য, সঙ্গীয় লোক ৩১০১৩৫

গণি—গণ্য করি ১১২১২৬

—গণনার মধ্যে আনি ২১৩১৮২

গণে—পরিকল্পনায়, অল্পগত জনসমূহে ১১২১৭৪ ;

—গণনা করে ১১৩১৪৩

গতি—অবস্থা ২১৬১২০

গরগর—চঞ্চল ২।১৭।২০২
 গরুড়—গরুড় স্তম্ভ ৩।১৬।৭২
 গলাগলি—পরস্পরের গলা ধরিয় ২।৭।১৪৬
 গলে—গলায় ১।৮।৭১
 গাই—গান করি ১।২।৬
 গাইবেক—গান করিবে ১।২।৩৮
 গাগরী—কলসী ৩।১২।১০২
 গাঞা—গান করিয়া ২।১।২৫৫
 গাড়ে—গর্ভ ৩।১৬।৩৮
 গাও—বালিস ৩।১৩।৭
 গাঁধি—গ্রহন করিয়া ১।৪।৩৬
 গাবী—গাভী ২।৪।১০১
 গায়—গান করে ১।৫।১৭০
 গায়ন—গান, কীর্তন ১।৭।৩২
 —গায়ক ২।১৩।৩৩
 গায়ন—গান করেন ৩।২।১৫২
 গালাগালি—পরস্পরের প্রতি কটুবাক্য বলা
 ২।১২।১৯৩
 গালিপাড়ে—গালি দেয় ৩।১২।১৮
 গুঁজিয়া—দুকাইয়া ২।১।৫৫
 গুড়ম্বক—দারুচিনি ৩।১৬।১০২
 গুণ্ডি—গুঁড়া, চূর্ণ ৩।১০।১৫
 গুণ্ডিচা—রথযাত্রা ২।১।৪৩
 গুপত—গুপ্ত বা রক্ষিত ১।১০।২৪
 গুপ্তে—গোপনে ১।১৩।১২০
 গেলাঙ—গিয়াছিলাম ১।৮।৬৮
 গেলু—গেলাম ১।১৭।১৮২
 গেহে—গৃহে ১।১৩।৭২
 গৈরিক—গিরিমাটি ৩।১৩।৮
 গোঙাইতে—কাটাইতে ২।২।৫০
 গোঙাইছ—অতিবাহিত করিলাম ২।২০।৯৩
 গোঙাইব—কাটাইব ২।৮।২৪২
 গোঙাইয়া—কাটাইয়া, অতিবাহিত করিয়া ২।৪।২০৬
 গোঙাইল—অতিবাহিত করিল ২।১।৭২
 গোঙাইলা—কাটাইলেন ২।৮।২৪৩
 গোক—গুহা ২।১৮।৫৫
 গোয়াঙ—কাটাইব—২।১১।১৫১

গোয়াল—গোয়াল ১।১১।২২ ; ৩।৩।১৪৫
 গোসাঞি—গোস্বামী ১।৭।৭৮
 —ভগবান ২।১।১৫২
 গোহালি—গরু বাধার স্থান ৩।৩।১৪৫
 গোড়—উড়িগাদেশবালা এক জাতীয় লোক ২।১৩।২৬
 গোড়েরে—গোড়দেশে ২।১।১৩৮

ঘ

ঘ

ঘটপটিয়া—তার্কিক ৩।৩।১৮৮
 ঘট—সংঘট ৩।২।২৫
 ঘটি একে—এক ঘটিকার মধ্যে ১।১৬।৩৪
 ঘড়া—কলস ১।১০।১৪২
 ঘরভাত—ঘরে রান্না করা অন্নাদি ৩।১০।১৫২
 ঘরঘর—শব্দ বিশেষ ৩।১৪।৮৭
 ঘর্ম—রোদ্দ ৩।২০।১২
 ঘষিতে—ঘর্ষণ করিতে ২।৪।১৯০
 ঘাগর—ঘাগরা ২।১৩।২০
 ঘাট—নদীর ঘাট ২।৮।১১
 ঘাটাইয়া—কমাইয়া ৩।২।২২
 ঘাটাইল—কমাইল ২।১৫।১২০
 ঘাটি মূল্য—কম মূল্য ৩।২।২৫
 ঘাটি—কর আদায়ের স্থান ২।৪।১৮৩
 ঘাটিআল—কর আদায়ের অধ্যক্ষ ৩।১।১৫
 ঘূচাও—দূর কর ২।১৫।১৬৩
 ঘূচাহ—ছাড়াত ৩।২।১৩৭
 ঘূচিল—দূর হইল ১।১৭।২১৩
 ঘুমাঞা—ঘুমাইয়া ৩।১২।৬৭
 ঘুমায়—নিদ্রা যায় ৩।১২।৬২
 ঘোড়াপিড়া—ঘোড়া ও অগ্ন্যাশ্রু জিনিস ২।১৮।১৬৪

চ

চ

চক্র ভ্রমি—চাকার মত ঘুরিয়া ২।১৩।৭৭
 চড়—চাপড় ১।১১।১৭
 চড়াইতে—চাপড় মারিতে ২।১৫।২৭৬
 চড়াইল—চাপড় মারিল ১।৫।১৩৬
 চড়ায়—চাপড় মারে ২।১৫।২৭৫
 চটাই—উঠাইয়া ২।৩।৩৭

চটাইয়া—উঠাইয়া ৩।১।৬১
 চটাইল—উঠাইল ২।১৬।১৬ ; বসাইল ৩।১৩।৪৮
 চটাইলা—উঠাইলেন, লিষ্ট করিলেন ২।৪।১৭৩
 চট্টি—আরোহণ করিয়া ১।১৩।১১৩
 চট্টিয়া—আরোহণ করিয়া ২।৩।২৭
 চটে—উঠে ১।৫।১৪২
 চরাঞা—উপভোগ করিয়া ৩।২।১১৮
 চরায়—পালন করে ১।১০।৮১
 চলহ—যাও ৩।৩।২০
 চলয়ে—নড়ে ২।৬।২
 চলিলা—বিচলিত হইলে ৩।৭।১৪৫
 চলে—অলুখা হয় ২।৫।৮০
 চলে হালে—নড়ে বা হেলিয়া পড়ে ২।৩।৪৮
 চক্ষে—চক্ষুতে ১।২।২
 চাক—চক্র, চাকা ৩।১৫।৫
 চাখি—পরীক্ষার্থ আশ্বাদন করে ১।১২।২৩
 চাকড়া—ভাণ্ড ৩।১১।৭৪
 চাক্কে—উচ্চমঞ্চে ৩।২।২২
 চাচা—খুড়া ১।১৭।১৪২
 চাঞা—চাহিয়া ২।১৩।১৫৪
 চাটি—জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া ৩।১৬।১২
 চাঁদ—চন্দ্র ২।১।১২৩
 চানা চাবানা—শুক ছোলা ২।২৫।১৫৭
 চান্দ—চন্দ্র ৩।৬।১২৮
 চান্দোয়া—চন্দ্রাতপ ২।১৩।১২
 চাপড়—হাতের তালু দিয়া আঘাত ২।১।৬২
 চাপয়ে—চাপড় দেয় ১।৫।১৪২
 চাপয়ে—চাপিয়া ধরে ৩।৮।৫৫
 চাপি—চাপিয়া ৩।১২।৬২
 চাবাইয়া—চর্কণ করিয়া ৩।১৩।৭৪
 চাবুক—দড়িনির্মিত প্রহারের অস্ত্র ২।২৫।১৪১
 চাম—কর্ম ২।১০।১৫২
 চারিভিতে চারিদিকে ২।২।২১৫
 চাল—ঘরের ছাউনি ২।১।৫৫
 চালাইতে—নড়িতে ২।৪।৫১
 চালাইল—কেপাইবার চেষ্টা করিল ৩।৭।১৪৫ ;
 —ছড়িয়া দিল ২।১২।২৫

চালায়—আচরণ করে ১।১৭।১২২
 চালু—চাউল ১।১৪।৪৮
 চাহয়ে—চায়ে ১।১৬।৮২
 চাহি—অন্বেষণ করিয়া ২।৮।৮০ ;
 —থাকা উচিত ২।১৫।১৫৪
 চিঠি—ফর্দ ৩।৬।১৫০
 চিত—চিত্ত ১।৮।৫২
 চিতে—চিত্তে ১।১৩।১১৬
 চিত্র—অঙ্কিত, আশ্চর্য ২।১৩।১৩৬
 চিত্রবর্ণ—বিচিত্রবর্ণের ১।১৩।১১২
 চিরকাল—বৈশীদিন ৩।১৩।৩৮ ; বহুকাল ২।২।১০৭
 চিরকালের—বহুকালের ১।১৫।৪
 চিরদিনে—বহুকাল পরে ২।৩।১১১
 চিরস্থায়ী—বহুদিন স্থায়ী ৩।১০।২৩
 চিরি চিরি—ছিন্ন করিয়া ৩।১৩।১৭
 চিহ্নিতে—চিনিতে ৩।১৮।৮২
 চুবায়—চুবাইয়া ধরে ২।২০।১০৫
 চুষে—চুষন করে ২।৩।১৩২
 চুরি—আত্মগোপন-চেষ্টা ২।৩।৬৮
 চুলা—চুলী, উত্তুন ৩।১৩।৫৪
 চেড়ী—দাসী ১।১৩।১১৩
 চোকা—যাহা চুবিয়া খাওয়া হইয়াছে ৩।১৬।৩২
 চৌদিকে—চারিদিকে ২।১১।২১৬
 চৌঠ জন—চতুর্থ জন ২।৪।১২৩
 চৌঠা—চারিভাগের একভাগ ৩।৮।৫০
 চৌতরা—চত্বর ৩।৬।৫২
 চৌদোলা—চতুর্দোল ২।১৪।১২৬
 চৌবুরী—এক শ্রেষ্ঠব্যক্তি ৩।৬।১৬

ছ

ছ

ছটা—লেশমাত্র ৩।১৫।১২
 ছত্র—সত্র ; অন্নাদি বিতরণের স্থান ৩।৬।২১৭
 ছন্ন—ছল ২।১০।১৫০
 ছাইল—আচ্ছন্ন করিল ১।২।১৬
 ছাওনি—চালা, ডেরা ৩।১৩।৬২
 ছাওয়াল—সন্তান ১।১৭।১০৫
 ছাড়াঞা—ছাড়াইয়া ১।১৬।১৬

ছাড়িব—ত্যাগ করিব ৩৪।১১
ছানি—ছাঁকিয়া ৩।১১৩৯
ছানিঞা—ছাঁকিয়া ২।৪।৫৪
ছার—তুচ্ছ ২।১৫।২৭৫
ছারধার—তুচ্ছ ১।১২।৭২
ছাল—চাম ৩।১৩।৭৫
ছেগা কানি—ছেঁড়া পুরাতন বস্ত্র ৩।৬।৩০৬
ছিতিয়া—ছিঁড়িয়া ১।১৭।৫৮
ছুঁই—স্পর্শ করিয়া ১।১৭।২১২
ছুঁইতে—স্পর্শ করিতে ১।৭।২৮
ছুঁইলা—স্পর্শ করিলা ১।১৪।৭০
ছুঁইহ—স্পর্শ করিও ৩।৪।১১
ছুটিল—দূর হইল ১।১৭।১১
ছুটিলু—নিস্তার পাইলাম ২।২০।২২
ছোড়াইয়া—মুক্ত করিয়া ১।১০।৪০
ছোড়াইল—মুক্ত করিল ৩।৬।৩০
ছোড়ায়—মুক্ত করে ৩।৩।৫৫
ছোয়—স্পর্শ করে ৩।১৮।১২

জগজন—জগদ্বাসী লোক ২।২৫।২২৮
জগভরি—জগৎ ভরিয়া, সমস্ত জগতে ১।১৩।৫৭
জগমন—জগদ্বাসীর মন ৩।১৩।৭৮
জগমোহন—শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ কক্ষ ৩।১৬।৭৭
জগাতি—ঝাড়াট, আপদ-বিপদ ২।৪।১৮২
জঙ্ঘাল—বিপদ, ঝাড়াট ২।৪।১৭৪
জড়িয়া—জড়তা ৩।১৭।১৬
জনম—জন্ম ১।৪।২০২
জন্মাইহ—উৎপাদন করিও ৩।৩।২৮
জরজরে—জর্জরিত ২।২।২০
জরদগব—বুড়াগরু ১।১৭।১৫৫
জরে—জর্জরিত হয় ২।৩।১২১
জলাজলি—জল ফেলা ফেলি ৩।১৮।৮৪
জাভ্য—জড়তা ১।৫।১৪৪
জাতি যে লইলু—জাতি নষ্ট করিব ১।১৭।১২২
—৩/৩৫

জানি—রাজপুত্র ৩।১।২২
জাড়ি—জালা, পাছ ২।২০।১২০
জানি—বেন, মনে হয় ১।১৪।৭৭
জানিয়ে—জানে ১।৩।৭০
জানিল—জানিতে পারিল ২।৬।২৫২
জানিল না যায়—জানিবার উপায় নাই ২।২১।৭২
জানিহ—জানিও ১।৪।৫৩
জাহ্নচক্ৰমণ—হামাগুড়ি দেওয়া ১।১৪।১৮
জানে ১—জানি ২।২১।২০
জারণ—দাহ ১।৫।৫২
জারেন—দখ করেন, জর্জরিত করেন ৩।২০।৩৯
জালিক—জালিয়া ২।১৮।৪৩
জালিয়া—যে জাল দিয়া মাছ ধরে ৩।১৮।৪১
জিনি—জয় করিয়া ১।৫।১৭৫
জিনিহু—জয় করিলাম ২।৬।২০৮
জিনিবারে—জয় করিতে ২।৫।৬৩
জিনিয়া—পরাজিত করিয়া ২।৩।১০৭
জিনে—পরাজিত করে ১।১।২৪
—জয়লাভ করে ২।১৪।৭৬
জিন্দাগীর—জীবনমুক্ত মহাপুরুষ ২।২০।৪
জীতে—জীবিত থাকিতে ৩।১১।৪২
জীব'—জীবিত থাকিব ২।৩।১৭৩
জীবাতু—জীবন ধারণের উপায় ১।৫।২০৫
জীবিত—জীবন ৩।১৬।১২৬
জীবে—জীবিত থাকিবে ২।২।২২
জীরয়—জীবিত থাকে ২।২।৩৮
জীরাইতে—বাঁচাইতে ১।১৭।১৫৪
জীরাইল—জীবিত করিল ১।১২।৬৬
জীরাইলা—বাঁচাইলা ২।১৫।২৮৪
জীরাও—জীবিত রাখ ২।১৩।১৩৮
জীরাহ—বাঁচাও ২।১।৫২
জীরাহ—বাঁচাইয়া রাখে ৩।১১।৪২
জীয়ে—জীবিত থাকে ১।১২।৬৪
—বাঁচি ৩।১৬।১১
জীলা—জীবিত হইল ২।২৫।১৭৭
জুড়াইল—শীতল হইল ৩।১৮।২৬

জুড়ায়—শীতল হয় ১৪১২৬০
জুয়ায়—সকল হয় ১৪১১৮৮
জলি পুড়ি—জলিয়া পুড়িয়া,
অন্তর্দাহ ভোগ করিয়া ১১১১০২
জের্য!—পিতার বঁ ৩৩২০

ক ক

কনকন—কনকন শব্দ করিয়া ১১৪১৭৪
কনকনি—কনকন শব্দ ২২১১০৮
কলমল—চক্ চক্ ১১৩৮০
কাটিনা—কাটদিয়া সরগৃহীত আবর্জনা ২১২১৮৮
কাঁপ—কাঁপ ৩১৮১২৬
কারী—কলপাত ৩২০১২২
কালি—বস্ত্রনির্মিত আধার ১১০১২৪
কিকড়—মাটির পাত্ৰ তাক্কা খোলা ২১২১৮৫
কুট—উচ্ছিষ্ট ২১৩৮৪
কুটা—উচ্ছিষ্ট ৩১৩৮৫৩
কুরি—দগ্ধ হইয়া ২১১৫০
কুরে—কুরি, চিত্তায় স্রিয়মান হই ২১৩১১৪২
কুলনি—শিরোবেষ্টন, পাগড়ি ৩১৪১৪২
কুলি—কুলনা ২১৪১৪১

ঞ ঞ

ঞহা—এইখানে ১১২১৩৪

ট ট

টলমল—চকল ১৪১১৩৪
টলিল—বিচলিত হইল ২১৫১১৫৩
টাটি—বেড়া ২১৪৮১
টানাটানি—বর্ণনার ব্যথা চেষ্টা ২১২১৩৫
টুকী—মক ২১৫১১২১
টুটি—ছিঁড়িয়া ২১৪১২৩১
টোটা—বাগান ২১১১১৫১

ঠ ঠ

ঠক—প্রভারক ২১৮১১৬২
ঠাই—স্থানে ১১৫১৫২
ঠা—শাসনকর্তা ১১১১২০৬

ঠাকুরাণী—বৈকুণ্ঠহিনী ২১৩১২০
ঠাকুরালী—প্রভু ৩১২১৩৪
ঠাঞি—স্থানে, নিকটে ২১১১২০
ঠাট—সমূহ ১১১১২৭৫
ঠাড়া—দণ্ডায়মান ৩৩২৫২
ঠান—স্থান, স্থিতি ৩১১১৩৭
ঠাম—ভক্তি ১১৩১১৪
ঠারঠারি—নয়ন ভক্তিপূর্বক ইলাসা ২১৫১৩৭
ঠারে—ইজিতে ৩১৩১৫০
ঠারে—ঠোরে—ইজিতে ১১৩১১০
ঠিকারী—ছোটছোট টুকরা ২১৪১৩৮
ঠেকাঠেকি—ঠোকাঠোকা ২১২১৭৮
ঠেকি—ঠোকাঠোকা হইয়া ২১২১১০৭
ঠেকা—লাঠি ১১১১২৪৩
ঠেলাঠেলি—পরস্পর পরস্পরকে ঠেলা দেওয়া
২১৩১১৪

ডয়—তয় ৩৩২২

ডরে—তরে ১১১১৬৩

ডাকা—ডাকাইত ৩১২১৮৯

ডাকাতিয়া—ডাকাইতের স্থায় ৩১৫১৬৫

ডাকি—চীৎকার দিয়া ৩১৩১২০

ডারা—ঠেলিয়া দেওয়া ৩১২১২৬

ডারি—ফেলিয়া ৩১১১৪৩

ডারিয়া—ফেলিয়া ৩১২১৪০

ডরিয়াছে—ফেলিয়া রাখিয়াছে ২১৮১১৫৫

ডারে—ফেলিয়া দেয় ২১২১২৪

ডাল—শাখা ১১০১১৫৮

ডাহিনে—দক্ষিণ দিকে ১১৫১৬৭

ডিকাতে—নৌকায় ২১২১৩০

ডুবা—ডুবাইয়া ধরে ২১২০১০৫

ডোকা—কলাগাছের খোলসারা প্রস্তুত পাত্ৰ ২১৩১৪৩

ডোর—বস্ত্রখণ্ড ২১০১১৬৫

ডোরি—মুন্সি ১১৩১১১২

ডোরী—কড়ি, কাঁচি ২১৩১২৩৪

ঢকা—ঢাক ১১১২২
ঢন্ডে—কৌতুকময় কোশল ২১০২৩০
ঢাকা—আচ্ছাদন করা ২১৮১১০
ঢেকা—ধাকা ২১২১২৫

ডকা—টাকা ২১২২৩০
ডটে—ডীরে ১১২২২৩
ডতি—সমূহ, সকল ১১৩১১০২
ডতেকে—তাহাতে ৩২০৮০
ডধা—সেই ব্যাপারে ১১৪১১৮

—সেই স্থানে
ডধাই—সেই স্থানেই ২১১৫৪
ডধি—সেস্থানে ১৫১৪৫
ডধি লাগি—সেজন্ত ১৩৩৩১
ডবহি—ডধাপি ৩৫১৩৪
ডবে—তাহা হইলে ১১০১১৭
—তাহা দেখিয়া ২১৭১৮১
—তাহার পরে ২১৮১২৭

ডডু—ডধাপি ১১৪১৬১
ডম—অন্ধকার ১১৩১০
ডরি—উত্তীর্ণ হই ২১০১১৫৪
ডরিমু—উদ্ধার পাইব ২১৪১১৭৫
ডরে—নিমিস্ত ১৮১৬০
ডরু—দুর্যোধ্য বাক্য, হেয়ালি ২১৬১৫১
ডলানে—ডলায় ৩৬৬৫
ডলে—নীচে ২১১১১০৫
ডহি—সেজন্ত ১৬৬১৮
ডহি মধ্যে—তাহার মধ্যে ১১১১৩
ডাডন—প্রহার ১১৪১৪২
—শাস্তি ৩১১১৫
ডাডনে—উৎপীড়নে ১১০১৪৩
ডাডিতে—ডাডনা ক্রিতে ৩৬১২৭
ডাতে—তাহাতে ৩১৪১৬১
ডাতে—তাহা হইতে ২১২১২৭
—তাহাতে, সেজন্ত ১১৩১৪৩

ডাধা—ডার ২১৮১২৪৫
ডার—ডাহার ১১৩১২৫
ডারি—ডাহারই ৩৫১১৩০
ডারিতে—জ্ঞান করিতে ৩২১১২
ডারিবে—উদ্ধার করিবে ১১৩১১২০
ডারিলা—উদ্ধার করিলেন ২১৪১১৭২
ডারে—তাহাকে ১৮১১১
ডারে—তাহাকে ১৫১৬৭
ডালাক—শপথ ১১৭১২১৫
ডা-লাগি—সেই জন্ত ১৪১৪৭
ডালি—কানে ডালা ১১৭১২০০

হাতে ডালি দারা বাস্ত ২১৬১২৫
ডা-সভার—ডাহাদের সকলের ১৪১১৫১
ডাহা—সেই স্থানে ১৫১৮৪
ডাহাই—সেই স্থানেই ১৭১৪৫
ডাহাঞি—সেই স্থানে ১৫১১২
ডাহে—তাহাতে আবার ২১২৬৮
ডিহো—তিনি ১১২১২১
ডুঞি—ভুই, তুমি ৩১১৭৬
ডুডুক—ভুরকদেশীয় মুসলমান ৩৬১১৮
ডুডুকধাড়ী—ববন শ্রেষ্ঠ ২১৮১২৩
ডুমিহ—ডুমিও ২১৩১২৩
ডুরিতে—ডাড়াডাডি ৩৫১৫১
ডুলী—ডুলার বাগিশ ২১৩৩১০
—ডোষক ৩১৩৩৭

ডুমি—ভুই করিয়া ১১৭১২৩৩
ডেজি—ড্যাগ করিয়া ৩১২১৪৮
ডেজিয়া—ড্যাগ করিয়া ৩১২১৪৪
ডেন—সেইরূপ ৩১২১২৬
ডেরছ—আড়নয়নে ২১২১৮৭
ডেঁহ—তিনি ১১২১০
ডোয়—ডোয়াতে ৩১২১৪৭
ডেঁহো—তিনি ১১২১৫
ডেঁছে—সেইরূপে ১১২১৩
ড্যজন—ড্যাগ ২১২১৪৫
ড্যাগি—ড্যাগ করিয়া ১১০১৮২

খ

খ

খরহরি—খর খর করিয়া কল্প ২।৩।১৮৮

খালি—খালা ১।১৩।১০৩

খালী—খালা ২।২।৪৭

খুইল—রাখিল ১।১৩।১১৬

খেহ—স্ত্রিত্তা ২।২।৩১১

দঢ়—দৃঢ়, শক্ত ১।১৮।১৫৭

দণ্ড—শাস্তি ১।১২।৩৩

দণ্ডপরণাম—দণ্ডবৎ প্রণাম ২।২।২৬০

দণ্ডিতে—শাস্তি দিতে, কতি করিতে ২।৩।৮২

দণ্ডিয়া—দণ্ড করিয়া, বাজেয়াপ্ত করিয়া ১।১৭।১২২

দড়ী—রজ্জু ৩।৬।৩১

দরজী—দর্জি, যে সেলাইয়ের কাজ করে ১।১৭।২২।

দরবেশ—মুলমান ফকির ২।২০।১২

দলই—দারপাল ৩।১৬।৭৪

দাগ—চিহ্ন ১।৪।১৪৬

দাড়ি—শৃঙ্গ ১।১৭।১৮৩

দাড়ুকা—লোহার বেড়ী ২।২০।১১

দাণ্ডাইয়া—দাঁড়াইয়া ৩।৩।১০২

দান—পথকর ২।৪।১৮৩

—ভিক্ষা ১।১৭।২১৪

দানী—কর আদায়কারী ২।৪।১১

দারবী—দার (কাঠ) নির্মিত ৩।২।১১৭

দারীনাটুয়া—পরজী ও নর্ত্তকাদি ৩।২।৩১

দালি—ডাইল ২।৪।৬৬

দিগ্‌মাত্র—দিগ্‌দর্শন ১।১০।১৫৭

দিবসকণো—কয়েকদিন ২।৭।৪২

দিবা—দিবে ৩।২।১১২

দিমু—দিব ২।৩।১৬৮

দিয়টী—মশাল ৩।১৪।৫৭

দিল—দিলেন ৩।১।১৫৮

দিলী—দিলেন ৩।১।১৬০

দিশী—দিক্ ১।১০।৮৪

দিহ—দিও ৩।৩।২৬

দীঘল—দীর্ঘ ৩।১৮।৪২

দীঘী—বড় জলীশ্বর ২।২৫।১৪১

দুখ—দুঃখ ১।১২।৩১

দুবাহ—দুই বাহ ১।১৩।১১১

দুয়ার—দ্বার ২।৪।৪৮

দুহার—দুইয়ের ২।৭।৬৪

দু'হাসনে—দুইজনের সঙ্গে ৩।১।১০

দেউটী—মশাল ১।১০।৩৫

দেউল—দেবাগর ২।৫।১৪৩

দেখাইহ—দেখাইয়া দিও ২।৩।১৫

দেখাঞাছি—দেখাইয়াছি ৩।১৮।১১

দেখিহোঁ—দেখিতেছ (সজ্জমার্থে) ৩।১৮।৫২

দেখিছু—দেখিলাম ২।২।৩৩

দেখিলাঙ—দেখিলাম ১।১৭।১০৬

দেখিলু—দেখিলাম ২।৪।৬

দেখোঁ—দোঁখ ১।১৩।৮১

—দেখিব ১।১৭।১২৮

দেঙ—দিয়া থাকি—ওঃ ১।১১২

দেবা—দেবতা ৩।২০।৪৮

দেহ—দাও ১।১০।১৭

—শরীর ১।১৪।২৪

দৈবত—বস্তুার্থতঃ ১।১২।৩২

দোনা—ডোলা ২।৩।৮৭

দোলে—চলে ১।৫।১৬৭

দোলা—পাকী ১।১৩।১১৩

দোবার—দোষ দেয় ২।৫।১৫৬

দোহাই—শপথ ২।১৮।১৫৮

দোহার—দুইজনের ১।৪।৪৭

দোহার—দুইজনে ৩।৪।৩৮

দোহে—উভয়ে ১।৪।৫০

—উভয়কে ১।৪।২৮

—দুইজনে ১।১০।৮৭

দোহেতে—দুই জনের মধ্যে ১।৫।১৩২

দোদশ—সন্ন্যাসীদের হাতের দণ্ড ৩।১৪।৪২

দ্বারে—দ্বারা, উপলক্ষে ১।৪।২৯

দ্ববাইলে—দ্বব করিলে ২।৬।১১৪

দ্ববিল—দ্বব (সিদ্ধ) হইল, গলিল ১।১৩।১১৫

দ্রবে—আর্জি হয় ১১৩০১৩৭

দ্রব্য—টাকা ৩২১১১

ধ ধ

ধক ধকী—ধক্ ধক্ করিয়া ১১৪১১৮

ধটা—ধড়া ৩২১১০৫

ধড় কড়—হাত পা ছুড়িয়া ছট্ ফট্ করা ২২৪১১৫৪

ধড় কড়ি—ছট্ ফট্ ২২৪১১৫৩

ধড়া—বস্ত্র বিশেষ ২২৪১১২৭

ধড়ে—দেহে ৩১৮১৫০

ধরিয়াছ—রাখিয়াছ ৩১০১১৪১

ধরিলু—ধরিলাম ২১৫১১৪৮

ধরো—ধারণ করি ১১৭১৩২৪

ধাইয়া—ধাবিত হইয়া ১১৭১৮৬

ধাঞা—ধাবিত হইয়া ১১৭১২৮

ধাম—জ্যোতিঃ, ভেজ ২২২১২৪

—আলয় ২২২১২৬

ধায়—ধাবিত হয় ১১৪১১১৬

ধায়—ধায় ১১৬১১০৪

ধুই—ধৌত করিয়া ২১২১১১৭

ধুইল—ধৌত করিল ২১২১১১৭

ধুতি—পুরুষের পরিধানের কাপড় ৩৬৬৫৮

ধুতুরা—একরকম বিষাক্ত ফল ২১৫১৫২

ধুনি—নদী ১১৩১১২২

ধেয়ান—ধ্যান ২১৫১৭৮

ধোয়—ধৌত করে ২১২১১০৮

ধোয়াইল—ধৌত করাইল ২১২১১১৮

—ধৌত করিল ২১২১১২৩

ধোয়া পাখলা—ধৌত করা, প্রকাশন করা ২১২১২০০

ন ন

নখা নখি—নখে নখে ৩১৮১৮৪

নগরিয়া লোকে—নগরবাসী লোকদিগকে ১১৭১১১৫

নগরিয়াকে—নগরবাসীকে ১১৭১২০২

নটকার—ঝুলিয়া আছে, নড়বড় করে ৩১৮১৬৯

নড়বড়ে—ঝুলিয়া নড়ে চড়ে ৩১৮১৫০

নতি—নমস্কার ২১১০১৫৭

নব—নূতন ২১৩১১৮

—নয় (২) ১১৩১১৩

নব্য—নূতন ২১৩১১১৩

নব্যবাস—নূতন বাসগৃহ ২১৩১১১৩

নমস্কারি—নমস্কার করিয়া ১১৭১৫৭

নয়ান—নয়ন, চক্ষু ৩১৪১৬৪

নহিব উদাস—ভুলিব না ২১৩১১৪৪

নহিল—চইল না ১১০১৪৩

—হয় নাই ২১১১৮১

নহক—না হউক ২১৪১৮

নাঞি—নাই ৩৬৬২৫

নাচন—নৃত্য ১১৭১৩২

নাচাই—নাচাইয়া ৩২০১৩৮

নাচাইয়ু—নাচাইব ১১৩১১৭

নাচাইলে—ইচ্ছায়ত আচরণ করিলে ২১৩১০৩

নাচায়ন—নাচানো ২১৩১০৩

নাচিলা—নৃত্য করিলেন ১১৭১১৭

নাচো—নৃত্য করে ৩১৬১১৪০

নাচো—নৃত্য কর ১১৭১৮২

নাচো—নৃত্য করি ১১৭১১৭

নাট—নৃত্য ; বাসস্থান ১১৩১১০৫

নাটশালা—নাটমন্দির ২১২১১১৭

না দে—দেয়না ৩১৩১৩৪

নানা—বিবিধ ১১৪১৭০

—মাতামহ ১১৭১১৪৩

নাখাইল—নাখাইল ৩১৬১৫০

নাখি—নাখিয়া ৩৬৬৮

নার—পার না ১১৭১১৫৮

—জীবসমূহ ১২১২২

নারি—পারি না ১১৪১১১৬

নারিব—পারিব না ২১৮১১১৪

নারিবা—পারিবে না ৩৬৬২৫৭

নারিল—পারিল না ১১৭১৮৮

নারিলেক—পারিল না ৩৬৬৮

নারে—পারে না ১২১২

নারেন—পারেন না ১২১১৩৭

নাশাবে—নষ্ট করাইবে ২।৩।২৫৭
 নাশিমু—ধ্বংস করিব ১।১৭।১৭৮
 নাহিক—নাই ১।৫।২০২
 নাহি যানে—গ্রাহ্য করে না ২।১।৮২
 নিকসিল—বাহির হইল ১।৩।১৩
 নিকাশিয়া—বাহির করিয়া ৩।১৩।৩১
 নিগূঢ়—অতি গোপনীয় ১।৪।১৩৭
 নিচয়—সমূহ ১।৬।৫৬
 নিজ ধাম—নিজের জ্যোতিঃ ২।২।২৪
 নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর ৩।১১।৪৪
 নিষ্ঠুরাষ্ট—নিষ্ঠুরতা ২।৩।১৪০
 নিতি—প্রত্যহ ২।১৩।১৪৭
 নিতি নিতি—নিত্য, প্রত্যহ ২।১৩।১৪৭
 নিন্দয়ে—নিন্দা করে ১।৭।৪৯
 নিন্দিতে—নিন্দা করিতে ১।৭।৩৮
 নিশঙ্কিল—নিবারণ করিলেন ২।১৬।৯৬
 নিবেদিলু—নিবেদন করিলাম ১।৭।৭৭
 নিমজ্জিল—নিমজ্জণ করিল ২।২।৪।১০
 নিয়োজিল—নিযুক্ত করিল ২।৪।৮৬
 নিরমিল—নির্মাণ করিল ৩।১১।৩১
 নিষ্পন্ন—কু-কর্মরত ১।৫।১৮৫
 নির্জিতে—পরাজিত করিতে ১।২।৫১
 নির্বীচন—কথা বলার শক্তিসহীম ১।২।৫৪
 নির্বিশেষ—সমানভাবে ১।১০।৫৫
 নিষ্পন্ন—সমর্পণ ৩।১।১৪
 নিল—গ্রহণ করিলাম ২।৬।৫৮
 নিলয়—বাসস্থান ২।১৫।৫
 নিলে—গ্রহণ করিলে ৩।১।১২৮
 নিষেধিল—নিষেধ করিলাম ২।৫।৬৫
 নিশ্চয়—নিশ্চিত অভিপ্রায় ২।৫।৩৫
 নিসকড়ি—কলমুলাদি ৩।৬।৭১
 নেউটি—ফিরিয়া ৩।১৩।৮৭
 নেতধটা—শিরোপা ৩।১।১০৫
 নেদ—লেবু ৩।১০।১৪
 নোঙাইয়া—নত করিয়া ১।১৭।১৩৮
 নৌকা—এক বকম প্রায় জলযান ২।৩।১১
 ন্তার—বিচারার্থ নালিশ ২।৫।৩১

স্তার—তর্কিত বিষয়, যোক্তব্য ২।৫।১০১

প

প

পচে—কষ্ট পায় ১।১৭।১৫১
 পট্টভোরী—পট্টনির্মিত বস্তু ২।১৪।২৩১
 পট্টপাড়ি—পাটের স্ততার পাইড়যুক্ত ১।১৩।১১২
 পড়য়ে—পড়ে ১।৫।১৮৭
 পড়িছা—ছড়িদার, অগম্যথের সেবক বিশেষ ২।৬।৪
 পড়িমু—পড়িলাম ১।৫।১৬০
 পড়িয়াছে—পড়িয়াছি ৩।২০।২৬
 পড়িলু—পড়িলাম ২।৫।১৪৮
 পড়ু—পড়ুক ২।২।২৬
 পড়ে—পড়ি, পতিত হই ৩।৪।১১
 পঢ়াঞা—পড়াইয়া ১।১৬।১৬
 পঢ়িয়া—পাঠ করিয়া ১।১২।২১
 পঢ়ুয়া—ছাত্র ১।৭।২৭
 পঢ়েন—পাঠ করেন ১।১২।২২
 পঢ়ে—পাঠ করি ২।১।১৫
 পণ্ডিতেহা—পণ্ডিত লোকও ৩।১১।১৮
 পত্রিকা—পত্র, চিঠি ১।১২।২৭
 পত্রা—পত্র, চিঠি ১।১২।২৮
 পদচক্রমণ—পায়ে হাটা ১।১৪।২০
 পয়ান—প্রমাণ, গমন ২।১৬।২৩
 পরকাশ—প্রকাশ ৩।১৮।১৬
 পরচার—প্রচার ৩।৫।৭১
 পরণাম—প্রণাম ১।১০।১৭
 পরতেধ—প্রত্যক্ষ ২।১৮।৮০
 পরবীণ—প্রবীণ, দক্ষ ২।২।২০
 পরমাণ—প্রমাণ ১।৩।৫৪
 পরমুণ্ডে—পরের মাথায় ৩।৫।৭৪
 পরশ—স্পর্শ ২।১২।২৫
 পরসন্ন—প্রসন্ন ১।১৩।১০০
 পরা—শ্রেষ্ঠা ১।৪।৮২
 পরাইয়া—পরিধান করাইয়া ৩।১৮।৭০
 পরাইল—পরাইয়া দিল ১।৪।৩৬
 পরাণে—প্রাণ ৩।১৫।১৫
 পরি—পরিধান করিয়া ১।৩।৩৭

পরিবার—পরিজন, পরিবার ১১৪৫৫

—অন্তর্ভুক্ত ১১৪৫৮

পরিবেশ—পরিবেশন করে ১১৪৬৬

পরিমুখা—নির্ভর ১১৪৬৭

পরীক্ষিত—পরীক্ষা করিতে ১১৪৬৮

পরোক্ষে—অসাক্ষাতেও ১১৪৬৯

পলাড়াছিল—পলায়ন করিয়াছিল ১১৪৭০

পলায়—পলায়ন করে ১১৪৭১

পশার—সিঁড়ির ১১৪৭২

পশিল—প্রবেশ করিল ১১৪৭৩

পসার—দোকান ১১৪৭৪

পসারি—দোকানদার ১১৪৭৫

—প্রসারিত করিয়া ১১৪৭৬

পহিলি—প্রথমে ১১৪৭৭

পহিলে—প্রথমে ১১৪৭৮

পাইক—পেয়াদা ১১৪৭৯

পাইমু—পাইলাম ১১৪৮০

পাইমু—পাই ১১৪৮১

পাইলা—পাইল ১১৪৮২

পাকশালা—রাশাঘর ১১৪৮৩

পাকিল—পক হইল ১১৪৮৪

পাকে—রন্ধন বিষয়ে ১১৪৮৫

পাখালি—প্রকালন করিয়া, ধুইয়া ১১৪৮৬

পাখালিয়া—ধুইয়া ১১৪৮৭

পাগলাই—পাগলামী ১১৪৮৮

পাঙ—পাই ১১৪৮৯

পাঁচ বাণ—কামদেবের পাঁচটা শর ১১৪৯০

পাঁচের বিচার—পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিচার ১১৪৯১

পাছে—পশ্চাতে ১১৪৯২

—পরে ১১৪৯৩

—শেষে ১১৪৯৪

—পশ্চাদ্বেশী ১১৪৯৫

পাছে সম্মুখ—পশ্চাদ্বেশী সম্মুখ ১১৪৯৬

পাঞা—পাইয়া ১১৪৯৭

পাঞাছ—পাইয়াছ ১১৪৯৮

পাঞাছি—পাইয়াছি ১১৪৯৯

পাঞাহে—পাইয়াছে ১১৫০০

পাঞাহোঁ—পাইয়াছি ১১৫০১

পাটুয়া খোলা—কলহরাতের তেজালদ্বারা প্রকট হোনা

১১৫০২

পাঠান—মুসলমান আভিধিষেব ১১৫০৩

পাঠায়া—পাঠাইয়া ১১৫০৪

পাঠায়া—পাঠাইল ১১৫০৫

পাড়ন—তোবকের মত পাতিবার জিনিস ১১৫০৬

পাড়াপড়সী—প্রতিদ্বন্দ্বী ১১৫০৭

পাড়িয়া—পড়ন (হুত) হইতে ১১৫০৮

পাতশা—বংশ, রাজা ১১৫০৯

পাতশাহা—রাজা ১১৫১০

পাত—পাত্র ১১৫১১

পাতনা—ছিটা (শস্ত্রীন) ধান ১১৫১২

পাতি—পাতিয়া, স্থাপন করিয়া ১১৫১৩

পাঁতি—পঞ্জি, স্মৃতি ১১৫১৪

পাতিব—স্থাপিত করিব ১১৫১৫

পাতিয়া—প্রত্যয় (বিধান) করে ১১৫১৬

পাথর—প্রস্তর ১১৫১৭

পাথারে—সাগরে ১১৫১৮

পানী—জল ১১৫১৯

পান—জল ১১৫২০

পাঁপড়ি—পর্পটী ১১৫২১

পাবে—পাইবে ১১৫২২

পামু—পাইব ১১৫২৩

পায়—পদে ১১৫২৪

পায়ে—চরণে ১১৫২৫

পায়েতে—চরণে ১১৫২৬

পার—তীরে ১১৫২৭

—লীয়া ১১৫২৮

পালনে—পালন ১১৫২৯

পালায়—পলাইয়া য় ১১৫৩০

পালিগান—গানের শোহার ১১৫৩১

পালিবা—পালন করিতে ১১৫৩২

পালে পালে—দলে দলে ১১৫৩৩

পালক—পালন ১১৫৩৪

পাণ্ডলি—পাইজোড় ১১৩১১১

পাশে—পার্শ্বে ১৫১১২২

পাষাণ—হিন্দুধর্ম-বিরোধী মত ১১৭১২০০

পাসরায়—ভুলায় ৩১৬১১২

পাসরি—ভুলিয়া যাই ১৪১২১৩

পাসরিতে—ভুলিতে ৩১৭১৫৩

পাসরিয়া—ভুলিয়া গেল ২১৩১১৩৬

পাসরে—ভুলে ১৬১৩২

পিষ্ট—পান করিব ৩১৬১১১৬

পিঠো পিঠো—পান করিব, পান করিব ৩১১১১১

পিচকারী—জলযন্ত্র বিশেষ ২১১১২০৬

পিছে—পশ্চাতে, পরে ১১১৬৮

পিছোড়া—বহনকারী লোক ৩১১১৭৬

পিঞা—পান করিয়া ৩১৬১১১৬

পিঁড়ি—পিণ্ডা, বেদী ৩৬১৫৮ ;

—বসিবার আসন ৩৬২২৩

পিণ্ডা—বেদী ৩১১১৬৮ ; উচ্চ ভিটা ৩১১২৮

পিডে—পান করিতে ৩১৬১১৩৫

পিব—পান করিব ১১১৪১৩১

পিয়া—পান করিয়া ১৭১২০

পিয়াইতে—পান করাইতে ১১৪১১২

পিয়াইল—পান করাইল ১১৪১৮

পিয়াও—পান করাও ২১৪১১৫

পিয়ায়—পান করায় ৩১৬১১১৫

পিয়াস—পিপাসা ৩১৫১৫৭

পিয়ে—পান করে ১৭১১২

পিরীত—প্রীতি ২১৩৮১

পিল—পান করিল ৩১৬১৪৩

পিলা—পান করিলা ১১০১৬৬

পীতে—পান করিতে ৩১৫১৬০

পীর—মহাপুরুষ ২১৮১১৭৫

পুছ—জিজ্ঞাসা কর ২১১১১৬৮

পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করে ৩৬১৩১

পুছি—জিজ্ঞাসা করিয়া ৩৪১১২

পুছিতে—জিজ্ঞাসা করিতে ৩৪১৫২

পুছিয়ে—জিজ্ঞাসা করি ১১৬১৪৮

পুছিল—জিজ্ঞাসা করিল ১৭১৬৪

পুছে—জিজ্ঞাসা করেন ৩৬২১৭

পুছেন—জিজ্ঞাসা করেন ১১৭১১৬৪

পুছোঁ—জিজ্ঞাসা করিব ৩১৭১৪৮

পুজা—জব ৩১১১৭৭

পুত—পুত্র ৩১৮১৫২

পুস্তলি—পুস্তলিকা ১৮১৭৪

পুঁথি—পুস্তক ১১০১৬৩

পুরস্কার—কৃতার্থ ১১৭১১০৮

পুরয়—পূর্ণ হয় ১১৭১৭২

পুরে—পূর্ণ হয় ১১৭১৭৭

পেট—উদর ১১১৪৪

পেটাজি—জামা ৩১২১৩৬

পেটারি—পেটারী, বাক্স ১১৩১১৩৬

পেয়াদা—নিয়মদণ্ড কর্মচারী বিশেষ ১১৭১১৮১

পেলাইয়া—কেলিয়া ৩১১২৪

পেলা—পেলি—ফেলাফেলি ৩১৮১৮২

পেলে—কেলিয়া দেয় ৩৬১৩১০

পেয়ল—পিষ্ট করিল ২১৮১১৫৩

পৈছা—পয়সা ২১২৫১১৫৬

পৈতা—উপবীত ১১৭১৫৮

পৈশে—প্রবেশ করে ৩১৮১৪৮

পোড়ে—দগ্ধ হয় ২১২১৫২

পোতা—মাটির নীচে রক্ষিত ২১৮১২৭৫

পোষ—পোষণ, পুষ্টি ১১৭১২৭

পোষে—পুষ্ট করে ১৪১১৬৬

পোষ্টা—পালনকর্তা ৩৫১৫৮

প্রকটেহ—প্রকাশ্যভাবেই ২১৩১১৪৮

প্রচার—অধিক রূপে যাতায়াত ৩৪১১২১

প্রচারণ—প্রচার ১৪১১৪

প্রতিপক্ষ—বিরোধীপক্ষ, শত্রু ৩৬১১৮

প্রতীত—বিশ্বাস ২১৩১১৫২

প্রবর্তাইল—প্রবর্তিত করিল ১৪১১৮৪

প্রবর্তাইলে—প্রবর্তিত করিলে ৩৭১১০

প্রবর্তাইম্—প্রবর্তিত করিব ১৩১১৭

প্রবল—খুব বড় ২১৭১১১৫

প্রবীণ—প্রাচীন, ব্যুৎপন্ন ১১৫৫
 প্রবেশ—প্রবেশ করে ১৫৬
 প্রবোধি—প্রবোধ (সাধনা) দিয়া ২৩২১০
 প্রলাপিহ—প্রলাপ করিয়া ২২৩৫
 প্রসাদ—অহুগ্রহ ১৫১৩৮
 প্রায়—তুল্য ২৪২৩
 প্রেম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা ১৪১২১
 প্রেমিলা—প্রেম করিলা, পাঠাইলা ১৫১৭৪
 প্রোট—অতিশয় বুদ্ধিযুক্ত ১৪৪৪
 প্রোটি—প্রগল্ভতাময় ৩২০৩৬

ক

ক

• কলিত—ফলযুক্ত ১১৭৭৫
 ফলে—ফল ধারণ করে ১১৭৭৮০
 ফল—তুচ্ছ ২২২৪৩
 ফাকি—সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির
 উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ১১৬৩০
 ফাটে—বিদীর্ণ হয় ১৭৭২২
 ফাড়ি—বিদীর্ণ করিব ১১৭১৭৪
 ফান্দ—ফাঁদ, কোশল ৩৫৬২
 ফাফর—কিংকর্তব্যবিমূঢ় ১১৬৮২
 ফিরি—পরিবর্তিত হইয়া ১৭৭২৪
 ফিরি গেল—পরিবর্তিত হইল ৩৩১২২
 ফিরাইলা ঘুরাইলা ২১১১৩৬
 ফিরে—বেড়ায়, ভ্রমণ করে ১৭৭৪০
 ফুকার—চীৎকার, হৈট্ট ৩১৪৮২
 ফুকারি—চীৎকার করি ২১৮১৬৪
 ফুকারে—হৃৎকের কথা জানায়—৩২২০
 ফুটা—ভাঙ্গা, ছিন্নযুক্ত ১১০৬৬
 ফুলে—মোটা হয় ২২২৫
 ফেরাফেরি—ঘুরাঘুরি ২২২৪
 ফেলাইল—ফেলিয়া দিল ১১৭৮৮
 ফেলা—কৃষ্ণের তুচ্ছব্যবহৃত ৩১২৪১
 ফৈজতি—গোলমাল—২১২১২৪
 ফোকা—ঠোকা ৩৪১১৫

ব

ব

বই—বিনা, ব্যতীত ১৪১১২
 বকপাতি—বকের মাঝি ২২১২১

বকন—অবস্থান ২৪১১৬
 বকিয়া—বাল করিয়া ২৫১১৩৮
 বট—কড়ি ২৪১১৮৩
 বটুয়া—বটুক, ছাত্র ৩৪১৫৩
 বড় জানা—বড় রাজপুত্র ৩২১২
 বড়াফি—প্রাধান্ত স্থাপন, আশ্রয় ১১৩৬২
 বজ্রিণা আঠিয়া কলা—বজ্রিণ কান্দিযুক্ত কলার ছড়া
 যে আঠিয়া কলাগাছে হয় ২৩৪০
 বদলে—পরিবর্তে ১১৭১৭৪
 বন্দ—বন্দনা করি ১১১২২
 বন্দিল—বন্দনা (নমস্কার) করি ১৫১১৪১
 বন্দিহ—নমস্কার করিও ৩৩৩৩২
 বন্দো—বন্দনা করি ১১১২
 বন্দো—বন্দনা করি ১১৭১৩২৬
 বয়—বহে, প্রবাহিত হয় ১৮২০
 বরিষণ—বর্ষণ ৩১৫৬০
 বর্জন—নিষেধ ১১৭১২৫
 বর্জিহ—নিষেধ করিও ২৬১৪০
 বর্জি—নিষেধ করে ২৬১৪০
 বর্ণিলা—বর্ণন করিলেন ১১১৫২
 বর্জন—বেতন, মাহিয়ানা ৩২১০৪
 বস্তি—বাঁচিব ২২২১৭২
 বল—শক্তি ২৪১৩৪
 বলাৎকারে—বলপূর্বক ৩৪২০
 বলী—বলবান্ ২১১১৮
 বলে—শক্তিতে ৩১৬১১৮ ; কহে
 বলন্ত—প্রিয় ১৪১৩১
 বল—বলীযুক্ত ১৪২১৬
 বলাইলা—বলাইয়া দিলেন ২১২১২৭
 বলি—বলিয়া ১৫১২৬
 —বাল করি ২৪২৭
 বলিচাচার্য—বলি আচার্য ১৬৭৪
 বলপুণ্ড—কাপড়ে ঢাকা ১১৩১১৩
 বহাইয়া—বহন করাইয়া ২৬৭
 বহাইল—প্রবাহিত করিয়া বা ছাড়িয়া দিল ২১২১৩১
 বহি—বিনা, ব্যতীত ২১১৮০

বহত—অনেক, বিস্তার ১৪।১৪৭
 বহু বেরি—বহুবাহ ৩।১৪।৩৫
 বহু—প্রবাহিত হয় ১।১০।২৬
 বাউরী—পাগলিনী ৩।১২।২০
 বাউল—বাতুল, পাগল ২।২।৪
 বাউলি—পাগলিনী— ৩।১৭।৪৩
 বাউলিয়া—পাগল ১।১২।৩৪
 বাথানি—প্রশংসা করি ১।১৬।২৬
 বাথানে—প্রশংসা করে ৩।৫।১০২
 বাঙ্গাল—বঙ্গদেশীয় ৩।২।১০২
 বাছারে—বাপরে ২।৩।১৪০
 বাজ—বজ্র ২।২।২৬
 বাজনা—বাত ২।৮।১২
 বাজায়—বাত করে ২।৮।১২
 বাজিকর—ভেদীওয়াল ৩।১৬।১১৫
 বাহি—ইচ্ছা করি, চাহি ৩।২।৪৩
 বাহিলে—ইচ্ছা করিলে ২।১৫।১৬৭
 বাহে—ইচ্ছা করে, চাহেন ৩।২।৪৪
 বাট—পথ ১।১৭।২৭৫
 বাটপাড়—ঠক, যাহারা পথে রাজাজানি করে
 ২।১৮।১৬৫
 বাটি—ভাগ করিয়া ২।৭।৮৪
 বাটিয়া—বটন (ভাগ) করিয়া ২।৪।২০৪
 বাটোয়ার—বাটপাড়, দহা ২।১৮।১৫৫
 বাট—লণ্ড, দাঁও, পরিবেশন কর ৩।১২।১২৬
 বাটয়ে—বুদ্ধি পায় ১।৪।১১১
 বাটল—বুদ্ধি পাইতে থাকিল ২।৮।১৫২
 বাটাইল—পরিবেশন করিল, স্থাপন করিল ২।৩।৩২
 বাটায়—বর্দ্ধিত করে ১।৮।৫২
 বাটিতে—বুদ্ধি পাইতে ১।৪।১১১
 বাটিয়া—বুদ্ধি পাইয়া ১।৮।৩১
 বাটিল—পরিবেশন করিল ২।১৫।৬২
 —বুদ্ধি পাইল ১।১০।৮৪
 বাটে—বুদ্ধি পায় ১।৪।১২২
 বাত—বার্তা, কথা ২।১৫।১২৭
 বাতুল—পাগল ২।৮।২৪২

বাতে—কথায় ৩।৩।৬৬
 —বাতালে ১।৪।২১০
 বাথান—গরু রাখার স্থান ৩।৬।১৭২
 বাদ—কথা কাটাকাটি, তর্ক ১।৫।১৫০
 —বাধা, বিষ ১।১৬।৫৪
 —অজ্ঞতা ২।১১।১০৭
 বাদল—বর্ষা ২।১৩।৪৮
 বাদিয়ার রাজী—বাদিয়ার মত আসর সাজাইয়া
 ২।১৬।২৭০
 বাধ্য—দুঃখ ৩।১৫।৬৮
 বাধয়ে—বাধা দেয়, কষ্ট দেয় ৩।৬।৩
 বাধিবে—বাধা দিবে ১।১৭।২১৫
 বাধে—বিষ জন্মায় ১।৪।১৭১
 —কষ্ট দেয় ২।৪।১২৩
 বাধ্য—বাধ্যপ্রাপ্ত ১।২।৬২
 বাপ—পিতা ৩।৬।২০
 বাপেয়ে—পিতাকে—১।১৪।৭৩
 বারণ—দমন ২।৩।৬৭
 বারমাসী—বারমাসের (মন্বন্তরের) উপযোগী
 ১।১০।২৩
 বারি—বেড়া ৩।১৬।৮০
 বারে বারে—পুনঃ পুনঃ ১।৭।২০
 বালুকা—ছেলে মানুষ ৩।৪।১৫৫
 বলাই—দুঃখকষ্ট ৩।১২।২২
 বালু—বালুকা ৩।১১।৬৭
 বাস—গৃহ ২।৩।৩৫
 —বস্ত্র ২।১২।৮৬
 বাসহ—মনে কর ৩।৩।২০৬
 বাস—বাসস্থানে ১।১৬।২৮
 বাসি—পুরাতন, পুর্যাসিত ৩।১০।১২২
 মনে করি ২।১।১৭২
 বাসিয়ে—মনে করি ২।২।৩২
 বাসি লাজ—লজ্জা অনুভব করি ২।১।১৭২
 বাসো—মনে করি ৩।৩।২০৭
 বাহি—বাহিয়া, ভিজাইয়া ৩।৬।২৮
 বাহিয়াইল—বাহির হইল ৩।১৭।২০
 বাহিয়ার—বাহিরে প্রকাশ পায় ৩।৬।৪
 —বাহির হয় ১।১৬।২৩

বাছড়ি—ফিরিয়া ৩।১৩।৮৩
 বাছড়িয়া—ফিরাইয়া ২।৪।২০৪
 বাছ—বাছ দশা ১।১৭।৮৮
 —বাহিরের কথা ২।৮।৫৫
 বিকাইলাঙ—বিক্রীত হইলাম ৩।৫।৭৩
 বিকায়—বিক্রয় হয় ২।২৫।১২২
 বিকি—কিনি—ক্রয় বিক্রয় করিয়া ৩।২।১২
 বিগীত—নিদ্ভিত ১।১৬।৬৬
 বিচারি—বিচার করিয়া ১।৪।২০৬
 বিচারিতে—যদি বিচার করিয়া দেখি ২।৮।৮১
 বিচারিলা—বিচার করিলেন ৩।৩।১৭
 বিচ্ছেদ—ভেদ ১।৬।৭
 বিজয়—গমন ২।১৪।২২২
 বিড়া—পান ২।৪।৭২
 বিদরে—বিদীর্ণ হয় ২।৩।১২৩
 বিদিতে—জানাইলেন, অথবা দৃষ্টির গোচরীভূত
 করিলেন ২।৪।৫১
 বিদূর—বিশেষ দূরবর্তী ৩।১২।৪৭
 বিনা—ব্যতীত ১।৪।৬২
 বিনাশয়—বিনষ্ট করে ৩।১৬।১১২
 বিনিমূলে—বিনামূল্যে ৩।১৭।৪৩
 বিহু—ব্যতীত ১।৫।১৮৫
 বিনে—ব্যতীত ১।৫।২০৫
 বিদ্ধি—বিদ্ধ করিয়া ২।২।২০
 বিবরিতে—বিবৃত করিতে ৩।১।৫২
 বিবরিব—বর্ণনা করিব ১।৪।২৮
 বিবরিল—বিবৃত করিলাম ২।২।৭৩
 বিবাহিতে—বিবাহ করিতে ২।৫।৫১
 বিরোধ—বিরুদ্ধ ১।১৬।৭৪
 বিলসয়ে—বিহার করেন ১।৫।১২
 বিলক্ষণ—বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত ১।৪।১৪০
 বিলাইল—বিনামূল্যে বিতরণ করিল ১।৮।১৮
 বিলাত—প্রাপ্য টাকা ৩।২।৩১
 বিলায়—বিতরণ করে ১।২।২৫
 বিশ্বাস্থানা—গোপনীয় বিভাগ ৩।১৩।২০
 বিশ্রায়—নিতাস্থিতি ১।৫।১২
 —কান্ত, সমাপন ৩।৫।৬৩

বিহরয়ে—বিহার করেন ৩।৫।৮৭
 বিহান—প্রাতঃকাল ২।৮।২১৫
 বিহার—বিলাস ১।৬।৩৫
 বুঝন না যায়—বুঝা যায় না ৩।২।১২৫
 বুঢ়া—বৃদ্ধ ৩।১৬।৮
 বুলি—বাক্য, অথবা বলিয়া ২।১৪।৮
 বুলুন—ভ্রমণ করুন ২।১।১৬০
 বুলে—ভ্রমণ করে ১।১৭।১৩১
 বেচি—বিক্রয় করি ১।৩।৮৬
 বেচিয়াছি—বিক্রয় করিয়াছি ২।১৫।১৪২
 বেচিয়াছো—বিক্রয় করিয়াছি ৩।৪।৩২
 বেড়ায়—ভ্রমণ করে ৩।৮।৪৮
 —ধাবিত হয় ১।৭।২৩
 বেঢ়াকীর্জন—চারিদিকে ঘুরিয়া কীর্জন ৩।১০।৫৬
 বেঢ়ানৃত্য—মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য
 ২।১১।২০৭
 বেড়ি—বেটন করিয়া ১।৫।১৬৮
 বেড়িয়া—বেটন করিয়া ২।১১।২০৩
 বৈকুণ্ঠকে—বৈকুণ্ঠে ৩।১।২৭
 বৈকুণ্ঠান্তে—বৈকুণ্ঠাদিতে ১।৪।২৫
 বৈল—বলিল ১।১৪।২১
 বৈসয়ে—বসে, অবস্থিত হয় ১।৪।৭২
 বৈসে—বাস করেন ১।৫।২০৪
 বোঝারি—বোঝা-বহনকারী ৩।১০।৩৬
 বোল—বাক্য, কথা ১।৫।১৬৭
 বোলয়—বলে, কহে ১।১৭।২৫
 বোলয়ে—কহেন ৩।২।২২
 বোলাইয়া—ডাকাইয়া ৩।১৩।৩২
 বোলাইল—কহাইল ১।১৪।১২
 —ডাকিল ১।১৪।২০
 বোলাইলা—ডাকাইলা ১।১৭।১৩৭
 —ডাকিলা ১।১২।৪৪
 বোলাঞাছে—ডাকিয়াছেন ৩।৪।১১৪
 বোলাবুলি—পরম্পরের প্রতি বলা ২।১২।১২৩
 বেলায়—বলায়, কহায় ১।১৬।৮৮
 —ডাকেন ৩।২।২৩

বোলাহ—ডাক ৩২২৬

বোলে—কহে ১৭১০

—কথায় ৩১৩৩২

বৌলি—বকুলের বীজ ১১৫১১১

ব্যবহার লাগি—বৈয়্যিক বস্তুর জন্ত ৩২৩৭

ব্যাকরণীয়া—ব্যাকরণের অধ্যাপক ১১৬১৭

বাপে—বাগ্ন হই ১৭২৬

ব্রণ—কত ১১৭১৮৩

ভ

ভক্ত্যে—ভক্তিতে ২১৮১৮৩

ভজয়—ভজন করে ২১৮১৭৭

ভজি—ভজন করি, ফল দেই ১৪১৮

ভজিলেহ—ভজন করিলেও ২১৮১৮৫

ভজ্ঞে—ভজন করে ২১৮১৭৮

ভজ্ঞ—কৌরকর্ম ২১২০৪১

ভবালোক—শিষ্টলোক ১১৭১৩৭

ভরাইল—পূর্ণ করিল ৩১৩৭৬

ভরিব—শোধ করিব ৩২১২

ভরে—পূর্ণ হয় ১১৩১১৮

—দেয় ৩৩১৭২

ভর্তা—পালন কর্তা ১৫১৬৮

ভৎ'লিহ—তিরস্কার করিলাম ১৫১৫৮

ভৎ'সিয়া—তিরস্কার করিয়া ১১৪১৬৮

ভাগ—পালাও ২১৮২৪

—পলাইয়া গিয়া থাক ৩৬৪২

ভাগিনা—ভগিনীপুত্র ১১৭১৪৩

ভাগে—পলাইয়া যায় ১১৭১৮৭

ভাঙ্গিল—ভগ্ন হইলে ২২১৭

ভাঙ্গন—পাত্র, স্থানী ২১৫৩৩

ভাঙ্গে—দূরে যায় ৩৩৪৫

ভাণ—তুল্য ১১৩১১৫

ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া ২১৩১১৪

ভাতি—রকম ৩১৮১০১

ভাব—প্রেম ৩১১২২

—মনের ভাব, ইচ্ছা ২১৮৩৬

—প্রেম-গাঢ়তার জন্যে অস্বাভাবিক পরবর্তী ভাব

২১২১৫২

ভাবক—ভাব-প্রবণ লোক ১৭১৪০

ভাবকালী—ভাবুকতা ২২৫১২১

ভাবকের—ভাবপ্রবণ লোকের ১৭১৪০

ভাবি—ভাবিয়া ১৩২২

ভায়—পছন্দ হয় ২১০১৫৩

ভার—বোঝা ; দৈত্যকৃত উৎপীড়ন ১৪১৬

ভারি—অত্যন্ত ৩১৭১৪৫

ভারিভুরি—চালাকী, ভিতরের কথা ২১৩৬৮

ভাষা করি—বাঙ্গালা ভাষায় ২২১৭৭

ভাস—আভাস, ইঙ্গিত ১১৩১০০

—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ৩৮১৭০

ভাসে—প্রকাশ পায় ৩৫১১৩৮

ভিখারী—ভিক্ষুক ৩১৪১৪০

ভিত—দেওয়াল ২১২১৭২

ভিতর—অভ্যন্তরে ২১৪১২২২

ভিত্তে—দেওয়ালে ২১৩২২৮

—দিকে ২১২২১৫

ভিত্তি—দেওয়াল ২১২২২৪

ভিত্তো—দেওয়ালে ২১৩২২২

—ভিত্তিতে, মেজ্ঞেতে ২১৫১৮২

ভিয়ানে—পাক-প্রণালীতে ২৪১১১৪

ভিক্ষা—সন্ন্যাসীর ভোজন ১৭১৪৪৪

ভুঞ্জ—ভোগ কর ২১৬২৩৬

ভুঞ্জাইতে—ভোগ করাইতে ২১৭২০

ভুঞ্জাইবে—ভোগ করাইবে ১১৫১১৬৮

ভুঞ্জাইল—ভোগ করাইল ৩৩৩২২২

ভুঞ্জায়—ভোগ করায় ১১০১৪২

ভুঞ্জিতে—ভোগ করিতে ১১০১৪০

ভুঞ্জে—ভোগ করে ২২২১০

ভূনি ফোতা—এক রকম চাদর ১১৩১১২

ভূঞা—ভূমির মালিক ২২০১৭

ভূমিক—ভূমির মালিক ২১০১১৬

ভূমিত—ভূমিতে ২৪১২৫

ভূগুপাত—পর্কত হইতে পড়িয়া মরণ ১১০১২২

ভেউ ভেউ—কুহুরের ডাক, কুতর্ক ২১২১৮০

ভেট—উপহার ২২১৭৩

ভেল—হইল ২১৮১৫২

ভেলী—হইলি ২।৮।১৫৩

ভোক—কুখা ২।৮।২৫

ভোকে—কুখায় উপবাসী ২।৮।১৭২

—ভোগে, উপভোগে ৩।৮।৪২

ভোখে—কুখায় ৩।১২।১৮

ভোট কষল—এক রকম কষল ২।২০।৪৩

ভ্রময়ে—ভ্রমণ করে ৩।১৫।৫৪

ভ্রমি—ঘুরিয়া ২।১৩।৭৭

ভ্রমিতে—ভ্রমণ করিতে ৩।১৮।২৪

ভ্রমিলা—ভ্রমণ করিল ২।৫।৭

ভ্রমে—ভ্রমণ করে ৩।১৮।৪

—ভ্রম (ভুল) বশতঃ ৩।১৮।২৬

মঠি—মঠ ৩।১৬।৬৮

মড়া—মৃত ৩।১৮।৫১

মণিয়া—সর্কেষর ; সম্মান সূচক শব্দ ২।১৩।১৩

মত কহ—কহিও না ২।৬।১০৮

মতি—মন ৩।৩।২৮

মতি জানে—না জানেন, মনে না করেন ৩।২।১১৭

মথনী—মাখন ২।৮।৭৩

মথে—মছন করে ২।১৮।২০১

মনসাব্—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ২।২৫।১৪১

মনোবলে—মনের আনন্দে—২।১৩।১০১

মরয়ে—মরে ৩।১৭।৪২

মর্দনিয়া—মর্দনকারী ৩।১২।১১১

মর্দ—মর্দজ ১।৮।১৩২

মলবক—বাকমল ১।১৩।১১১

মলা—ময়লা ২।৮।৫২

মহাভূটি—মহা সজ্জা ১।৮।১৬৮

মহাসোয়ার—প্রধান পাচক ২।১০।৪১

মহাস্ত—মহাভাগবত ১।১০।৪

মহরী—মোরী ৩।১০।২০

মাইল—মায়িল ৩।১২।২৩

মাইলা—মায়িলেন ২।১৭।৩০

মাগয়—মাচ্ঞা করে ১।১৭।২৫

মাগাইল—চাহিয়া আনাইল ৩।১৬।৫৪

মাগিছে—মাচ্ঞা করি ১।১৭।২১৪

মাগেন—মাচ্ঞা করেন ১।২।২২

মাগো—ভিক্ষা করি ১।৭।৫১

মাজি ভাত—ভাতের মধ্যাংশ ৩।৬।৩১১

মাটী—মৃত্তিকা ১।১৮।২৩

মাঠা—ঘোল ১।১০।২৬

মাড়য়া—মাড়যুক্ত ২।১৬।৭৮

মাতা—মত্ত ২।১২।১৩৮

মাতায়—মত্ত করে ৩।১৬।১১৩

মাতিল—মত্ত হইল ১।২।৪৪

মাতে—মত্ত হয় ৩।১৬।১০৪

মাতোয়াল—মত্তপানে মত্ত ১।২।৪৮

মাথামাথি—মাথায় মাথায় ১।৫।১১২

মাথামুড়ি—মাথা মুড়াইয়া ৩।৩।১৩২

মাথে—মস্তকে ১।৫।১৬০

মানহ—মনে কর ১।৭।২৭

মানা—নিষেধ ১।১৭।১২৮

মানি—অঙ্গীকার করিয়া ১।৭।৫৩

—মনে করি ১।৮।৫৫

মানিল—গ্রাহ্য করিল ২।৭।৩২

মানে—অঙ্গীকার (স্বীকার) করে ১।৭।৪৪

—মনে করে ১।৮।১৭

—অপেক্ষা মাথে ২।২২।৮৮

মানো—মানি, মনে করি ২।২১।২০

মামা—মায়ের ভাই ১।১৭।১৪৪

মায়ী—মায়ার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ১।২।৪০

মারিবাব—প্রহার করিতে ১।১৭।২৪৩

মারিয়া—বন্ধ করিয়া ৩।১২।১১২

মারে—প্রহার করে ১।১৮।৩৭

মাল—মালা ৩।১৫।৫৮

মিঠা—মিষ্ট ৩।১৭।৩৬

মিতালি—মিত্রতা ২।১৬।১২০

মিজের—স্বর্ঘ্যের ৩।১৮।২৫

মিলয়ে—মিলে ২।৩।২১৫

মিলাইয়া—মিলিত করিয়া ২।৬।১৭৬

মিলাইলা—মিলিত করাইলেন ৩।১।৪২

মিলাহ—মিলিত করায় ৩।৬।৬২

মিলি—মিলিত হইয়া ১৭৭৩
 মিলিলা—মিলিত হইলেন ৩১১১০
 মিলি—মিলিত হয় ১৪৮২
 মিলে—মিলিত হইব ২১২১৮
 মিশাল—মিশ্রণ ১৪৮৮
 মিষে—ছলে ৩১৬১১৩৮
 মুই—আমি ১৫১১৭৫
 মুকতি—মুক্তি ২১৫১১৩৪
 মুকুতা—মুকুতা ৩১৮৭
 মুখবাস—আহারাস্তে মুখস্তম্ভির উপকরণ ২৩১১০০
 মুখামুখি—মুখে মুখে ৩১৮৫১
 মুঞি—আমি ১১১২২
 মুড়ি—ফিরায় ১৪১১৬৪
 —মুড়াইয়া ৩৩১১৩২
 মুঢ়—মায়ামুগ্ধ অভক্ত ১৪১১৮২
 মুদি—দোকানী ২১২১৮
 মুদতি—মেয়াদ ৩১২৫৩
 মুদ্রা—শিলমোহর ১৭১১৮
 মুধা—মিথ্যা, নগণ্য ৩১৬১১৩৪
 মূর্ত্তো—মূর্ত্তিতে ১৬৩৬
 মুলুক—দেশ ৩২১১৫
 মূল—মূল্য ১২১২৫
 মুষ্টোক—একমুষ্টি ২৩১৭২
 মৃতক—মৃতদেহ ৩১৮১৪৪
 মৃদভাজন—মাটির পাত্র ২৪১৬৭
 মেলা—মিলন, সঙ্গ ৩১৬১২১
 মেলি—মিলিত হইয়া ১১৭১২৪৭
 মৈল—মরিল ১১৩১২২
 মৈলে—মরিলে ৩১৮৫২
 মো—আমার জায় ১৫১১২৪
 —আমার সঙ্কে ১৪১২৬
 মো-অধমে—আমার জায়-অধমে ১৫১১২৫
 মোকতা—মোক্তা ; বন্দোবস্ত ৩৬১৭
 মোচন—মুক্তি ২১২১৫৩
 মোছে—মুছিয়া দেয় ২৩১১৩২
 মোতে—আমাতে ১৪১২১৬
 —আমার সঙ্কে ৩৭১১০৫

মো-পাপিষ্ঠে—আমার জায় পাপিষ্ঠকে ১৫১১৮৮
 মো-বিছ—আমাব্যতীত ২১১১২০
 মো-বিষয়ে—আমার সঙ্কে ১৪১২৬
 মোয়—আমাতে ৩১২১৪৭
 মোর—আমার ১১১২
 মোরে—আমাকে ১২১২৪
 মোহে—মুগ্ধ হয় ২১৭১১১৪
 মো-হেন—আমার জায় ১৫১১৮৭
 মোরচয়—ময়ুর সমূহ ৩১৫১৫২
 মোলিন—তদ্বাবধায়ক, রক্ষক ৩১০১৩৮

ষ ষ

ষতেক—যত কিছু ২১২১৮৩
 যত্বেহ—যত্বেও ২১২৬২
 যধি তধি—যেখানে ইচ্ছা সেখানে ৩৮১২৩
 যধা তধা—যে-সে, নগণ্য ৩৫১২২
 যবে—যখন ১৪১৩৪
 যাইছোঁ—যাইতেছি ৩১৮৫৩
 যাইবার—যাইতে ১৫১১৭৬
 যাইবারে—যাইতে ৩১৩৩৩৪
 যাইমু—যাইব ২৫১১০৩
 যাইহ—যাইও ৩১৮৫৬
 যাউক—চলুক ৩৩১২২
 যাঙ—যাইব ২১২৫৩
 যাঞা—যাইয়া ১১৪১৪০
 যাতে—আহাতে বা যে বিষয়ে ১৬১৫০
 —যেহেতু ১১৭১২৭০
 —যদ্ধারা ১৩১৭৭
 যান—গমন করেন ২১১৫৮
 যার—যাহার ১৫১৬৬
 যারে—যাহাকে ১১০১১৪৩
 যী-সভা—যে সকলের ১৬১৫২
 যাহ—যাও ১১৬১২৮
 যাহী—যে-স্থানে ১৭১২১
 যাহার—যাহাদের ১২১২
 যাহি—যাও ৩৫১১৩৪
 যুক্তি—মুক্তি ৩১৮৫৬

যুধিম—যুদ্ধ করিব ৩৫১৩৪
 যুড়ি—যুক্ত করিয়া ২১৩৭৫
 যেই—যে জন ২১১২১৭
 যেন—যেস্থান ১২১৭
 যে লাগি—যাহার নিমিত্ত ১৪১২৩
 যেঁ হো—যিনি ১১০১২০
 যৈছন—যেমন ১১১১২৫
 যৈছে—যে প্রকারে ১১১৩৭
 —যেমন, যেন ১৫১১৬২
 যোই কোই—যে কেহ ২২৪৪৫
 যোটন—যোগ, সংযোগ ২১৪৪৮

ঝই—ঝহি, থাকি ২৪৪৩৫
 রঙ্গ—লীলা ১৭১৩
 —কৌশল ১৭১৩০
 —উল্লাস ১১৩১০০

রঙ্গে—উল্লাসে, কোঁতুহলে ১১৩১০২
 রঞ্চ—কনিকা ৩১১১১২
 রদারদি—দাঁতে দাঁতে ৩১৮৮৪
 রমে—রমণ করে ২২৪১০
 রয়—রহে, থাকে ৩১৫১৭০
 রসবাস—কবাবচিনি ৩১৬১০২
 রসা—রস ৩৪১২২
 রসুই—রঞ্জন, রাসা ৩১২১৪২
 রহঃস্থানে—গোপনীয় স্থানে ২৮৫৩
 রহ—থাক ৩৪৪৭
 রহরে—ধামিয়া যায় ১১৩২১
 রহায়—ধামায় ১১৭১২৪৪
 রহিহু—রহিলাম ১১৭১১৪০
 রহিল—থাকিল ৩১১১৪০
 রহিলা—থাকিল ৩৩১০৮
 রহ—থাকে ১১৭১২১৩
 —থাকুক ১৬৫৫

রহে—থাকে ১৪৮০
 রক্ষিতা—রক্ষাকর্তা ১২১৩২
 রাই—সন্নিধা ২১৫১৭৫

রাখিলা—রাখিয়া দিলেন ৩১১৭২
 রাগ—অচ্যুত ২২১৭৫
 রাঙ্গা—রক্তবর্ণ, লাল ১৫১১৬৮
 রাঙ্গাইল—রং করিল ৩১৩৬
 রাজঘরে—রাজার কারাগারে ২১২১৫২
 রাজকায়—রাজার কার্য ২২০১৩৭
 রাজলেখা—রাজার ছাড়পত্র ২৪১৫২
 রাড়বাড়—অতৃষ্ণ ১১৭১২০৪
 রাড়ী—বিধবা ২১৫১২৪২
 রাঢ়ী—রাঢ়দেশীয় ২১৬৫০
 রাণী—বিধবা ২১১১২৮
 রাঙ্কে—রান্না করে ৩১৩১০৬
 রীত—রীতি ১১৩৭৮
 রুইল—রোপণ করিল ৩৩১৩৬
 রুপিলা—রোপণ করিলা ১২১৭
 রূপা—রোপ্য ২৮২৪৫

লই—গ্রহণ করি ১৭৭৭৪
 লইহু—লইলাম ১১১১২
 লইমু—লইব ১১৭১২২
 লওয়াইল—গ্রহণ করাইল ২১১২৫
 লওয়াইলা—গ্রহণ করাইলে ১১৭১২৪৪
 লকলকি—একরকম পিঠা ২৩৫২
 লখিতে—লক্ষ্য করিতে ২১৩৫৩
 লগুড়—লাঠি ২১১১৩৬
 লঘু—কনিষ্ঠ ১৬৪২
 লজ্জি—অতিক্রম করিয়া ৩১২১৭০
 —উপেক্ষা করিয়া ৩১২১৬৮
 লজ্জিয়া—ভিঙ্কাইয়া ৩১০৮৬
 লঞা—লইয়া ১২১৪৪
 লটপটা বচন—গোলমেলে কথা ; এদিক ওদিক করিয়া
 কথা বলা ২১৫৮৩
 লব—কুদ্র অংশ ৩১৬২১
 —অন্ন ২২২১৩৩
 লবে—লইবে ১৬১০২
 লভ্য—লাভের বস্তু ১৫১১৭৩
 লভন—পুষ্ট ২২৪১২৫৪

লয়—গ্রহণ করে ১২।২৪

—লোপ পাইল ২।৪।৩৩

—মিশিয়া যাওয়া ১।৫।৩২

লয়ে—গ্রহণ করে ১।৫।১৮৪

লয়া—লইয়া ১।৩।১০

লাউ—একরকম তরকারী, অলারু ৩।৪।৪১

লাখে লাখে—লক্ষ লক্ষ ৩।৪।২১

লাগ পাইমু—দেখিব ১।১৭।১২২

লাগয়—সঙ্গত হয় ২।২৪।৫২

লাগ লৈয়া—লাগিয়া, লয় হইয়া ২।৪।১৪৬

লাগাইতে—প্রকাশ করিতে ১।৪।৩

লাগানি করিল—অতিরিক্ত বিক্রম কথা বলিল
৩।২।২৬

লাগায়—আরম্ভ করে ১।১০।২১

লাগি—নিমিত্ত ১।৪।১৩

লাগি না পাইল—দেখা পাইলেন না ৩।১।৩৪

লাগিল—উৎপন্ন হইল ১।২।২৪

লাগে—উৎপন্ন হয় ১।২।২৩

—ধরে ২।১৫।১৭১

—সংলগ্ন হয় ১।২।২২

লাজ—লজ্জা ২।২।৩২

লাজায়—লজ্জিত করে ৩।১৭।৪০

লাফ—লক্ষ ১।১৭।১৭৩

লিখিয়ে—লিখিব ৩।১।৭

লুকা—গোপনীয় ২।৪।৭৭

লুকাইয়া—লুকায়িত থাকিয়া ১।১০।৩৭

লুকাঞা—লুকাইয়া ৩।১৬।২২

লুকায়—লুকায়িত থাকে ২।২।৪২

লুটে—লুট করে ১।৭।১২

লুকিয়া—ব্যগ্রতার সহিত কুড়াইয়া ২।১৫।২৫

লেউটি—কিরিয়া ২।৭।৪৪

লেখা—গণনা ১।২।২১

—লিখিত স্তম্ভ ৩।২।৩৪

লেখা দায়—হিসাবপত্রের দায়িত্ব ৩।৩।১২০

লেখায়—ভুলনায় ২।৩।৭৩

লেখাপিণ্ডি—বেদী, যাহা মাটিষায়া লেপন করা
হইয়াছে ৩।৩।২১৮

লেপিয়া—লেপন করিলেন, মাখিলেন ৩।১৬।২৪

লেভ—স্বায়ম্ভবভাবে প্রাপ্তির যোগ্য ২।১২।১৫

লেবু—লেবু ৩।১০।১৩৪

লেহ—লণ্ড ৩।২।২০

লৈগেল—লইয়া গেল ৩।২।৩৩

লৈতে—লইতে ১।২।২

—গ্রহণ করিতে ১।৭।৭৪

লৈব—লইব ১।১২।৬৩

—লইবে ৩।২।৩৪

লৈয়া—লইয়া ১।৬।৩৫

লৈল—লইল ১।২।৬

লোকে—জগতে ১।৪।১৪

লোটিয়—গড়াগড়ি যায় ২।১৩।৮০

লোণ—লবণ ৩।৬।৩১১

লোভাইল—লোভ জন্মাইবার চেষ্টা করিলাম
২।১৫।১৩৮

ল

ল

লকি—সমর্থ হই

লরলা—লুকা উগা ৩।১৩।৪

লটি—লটি ২।৮।১২২

লপিবি—লপি দিব ১।১৭।৫৮

লপে—লপি দেয় ১।১৭।৫৮

লস—লস ; নারিকেল ২।১৫।৭২

লিখাইমু—লিখা দিব ১।৩।১৮

লিখাহ—লিখা দাও ২।১২।১১৪

লিখা করি—লিখা দান করিয়া ২।১২।২২

লিখাইতে—লিখা দিতে ২।১।১২৭

লিখাইল—লিখা দিল ১।৭।৭৩

লিখচেতন—লিখাই যাহার মূর্খ ভাঙ্গিয়া যায় ৩।১২।৬০

লিখে—লিখকে ১।১৩।১১৬

লুকাইয়া—লুক হইয়া ১।১২।৬৭

লুকাকথা—লুকীয় এবং লুক ২।১৭।৩৬

লুখাইয়া—লুক হইয়া ৩।২।১৮

লুখে—লুপ লয় ৩।১৭।১৭

লুক—লুক ১।১৬।৬০

লুনহ—লুন ১।৪।১৩৬

লুনিঞা—লুনিয়া ১।৪।৪১

ভনিছ—ভনিলায় ১।৫।১৭৬

শেষ—অন্ত ১।৪।২১০

শোক—দুঃখ ১।১৭।১২৩

শোধ—শোধন (পরিকার) কর ২।১২।২০

শোধন—পরিকার করণ ২।১২।৭৮

শোধন—শোধন করেন ২।১২।৮১

শোধি—শোধন করিয়া ২।১২।৮৪

শোধিতে—শুদ্ধ করিতে ১।১১।৪

শোধিল—শোধন করিল ২।১২।৭৯

শোভে—শোভা পায় ১।১৪।৫

শোখাইয়া—শয়ন করাইয়া ২।৬।৭

শোষ—শুকতা, তৃষ্ণা ২।৪।২৫

শোষি যায়—শুকাইয়া যায় ১।১৪।২৯

শ্রবণ—কর্ণ ১।৪।২০১

ষ

ষ

ষোল শাক—যাহা বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের

দরকার ১।১০।১১৪

জ

জ

জংবরিল—সমাপন করিলেন ২।৩।১১৭

জংবিত—জ্ঞান ১।১২।২০

জংলাপ—উক্তি-প্রত্যুক্তিময় বাক্য ১।১৬।৩০

জংসারে—জংসারবাসী জীবদিগকে ১।১৩।১২০

জংলনগরে—নগরের কোনও স্থানে ১।১৭।১২১

জঘন—মুহুমুহু, পুনঃ পুনঃ ৩।১৬।২৬

জঙ্গম—একত্র স্থিতি ২।১।১৮৬

জঙঘট্ট—ভিড় ২।১।১৪০

জঙ্ঘ—সমূহ ২।৪।৭৯

জঙ্ঘন—একত্রিত ৩।১০।১০৮

জঙ্ঘারি—প্রচার করিয়া ১।১৭।২০৩

—অহুপ্রবিষ্ট করিয়া ৩।১৮।১

জঙ্ঘারিয়া—জঙ্ঘারিত করিয়া ৩।১৬।১১৮

জঙ্ঘারিল—জঙ্ঘারিত হইল ৩।১৬।১০৫

জঙ্ঘারে—জঙ্ঘারিত হয় ২।২২।৪৩

জড়াগন্ধে—পচা গন্ধে ৩।৬।৩০২

জড়ি—পচিয়া ৩।৬।৩০৮

জংকার—প্রশংসা ১।১৬।৩৫

জতিনী—সপত্নী ১।১৪।৫৫

জদাই—সর্বদাই ১।৪।২১৭

জনে—সঙ্গে ১।৭।৪০

জঙ্ঘে—জঙ্ঘান (লক্ষ্য) করে ২।২।২০

জব—সকল ১।১০।৫৮

জবে—কেবলমাত্র ১।৪।১৩২

—একমাত্র ২।১।১৮৮

জবেয়—সকলের ১।১০।১৪৯

জভা—সকল ১।৬।৬০

—বহু লোকের একত্র মিলন ২।৫।২০

জভাতে—সকলের মধ্যে ১।১।৪১

জভায়—সকলকে ১।১৩।১০৮

জভার—সকলের ১।৭।৬২

জভারে—সকলকে ১।৭।২৩

—জভাতে, গোষ্ঠিতে ১।১৭।২৪৫

জভে—সকলে ১।২।৩১

জমতুল—সমান, তুল্য ২।৮।২৪২

জমাধান—শেষ ২।৩।১০৮

—নির্কীহ ৩।১।১১

জমুখে—বুখে ১।১২।৫২

জম্প্রতিক—বর্তমানে ২।১০।১৫৮

জম্বরবে—সম্বরণ করিবে ৩।১।১৩০

জম্বল—উপায়, টাকা-পয়সাদি ২।৪।১৫১

জম্বাল—সম্বরণ ৩।৭।৬১

—ধৈর্য ৩।৫।১২৯

জম্বালিতে—বুঝিতে ১।১৩।১০৬

জম্বাব—নমস্কারাদি ১।৫।১৪৭

জম্বমে—তাড়াতাড়ি ২।১৩।১৭৩

জমান—প্রসিদ্ধ রাস্তা ৩।৬।১৮৩

জরি—শেষ হইল ২।৪।১২০

জরিল—শেষ হইল ৩।১৫।২

জরু—ক্লেশ ৩।১০।৬৯

জরুজিহু—সর্বকর্তা, সর্বজয়ী ১।৫।৬৫

জরুখাই—সর্বপ্রকারে ৩।৬।৪

জহজ—প্রকৃত স্বাভাবিক কথা ২।১৫।২৫৪

জহজ বক্ত—প্রকৃত-তথ্য ২।২।৭৫

জহিমু—সহ্য করিব ১।১৭।১৭৮

সাঁচা—সত্য ১১৭।১৪২
 সাজন—সজ্জা ২।১৪।১২৩
 সাজনি—সজ্জা ২।১৩।১৮
 সাজিল—সজ্জিত (প্রস্তুত) হইল ২।১৮।২৩
 সাথ—সহিত ১।২।২১
 সাথে—সঙ্গে ১।১০।২০
 সাধন—অমুনয়-বিনয় ৩।২০।৪৫
 সাধি—আদায় করিয়া ৩।২।৩১
 সাধিপাড়ি—রাজ-করাদি আদায় করিয়া ৩।২।১৭
 সাধিবায়—সাধিয়া আনিবার ৩।৬।১৬২
 সাধিলেন—পূর্ণ করিলেন ১।৪।৪৫
 সাধে—সিদ্ধ করে ১।৫।১২৪
 সাধেন—আদায় করেন ৩।৬।১৮
 সাধ্বস—ভ্রাস ১।১৭।২৭৭
 সানি—মিশাইয়া ৩।১২।৩২
 সানিল—মিশ্রিত করিল ৩।৬।৫৬
 সারি—পংক্তি ২।১২।১২৭
 সিজের—একরকম কাঁটা গোছের ৩।১৩।৮০
 সিকি—সিঞ্চন করিয়া ১।২।৭
 সিনান—স্নান ২।১১।২০৬
 সিঁয়ে—সেলাই করে ১।১৭।২২৪
 স্কুতা—পাটপাতা ৩।১০।১৫
 স্কুতি—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য ৩।১৬।২৩
 স্কুতিয়া—শয়ন করিয়া ৩।১২।১১২
 স্কুপুৰ্থ প্রেমক—স্কুপুৰ্থের প্রেমের ২।৮।১৫৬
 স্কুবোধ—স্কুবোধ ১।১৬।৭৪
 স্কুপ—ডাইল, বা ঝোল ২।৪।৬৮
 স্কুজে—সৃষ্টি করে ১।৬।১০
 সে—মাত্র ১।১।৫৫
 সেবয়—সেবা করে ১।৫।২৪
 সেবিলা—সেবন করিলা ১।১২।১১
 সেবোঁ—সেবা করি ৩।৫।৪০
 সেয়াকুল—একরকম কাঁটা গাছ ৩।১২।৩৮
 সেহ—তাহাও ১।১।৫২
 সেহো—তাহাও ১।৪।১৩২
 —তিনিও ১।৪।২১৪
 সোনা—স্বর্ণ ২।৮।২৪৫

সোঁপিল—সমর্পণ করিল ৩।৬।২০০
 সোয়াথ—সোয়াস্তি ৩।২।৫২
 সোয়াস্তি—সাম্বনা ২।৩।১২২
 স্তন—স্তন্য দুগ্ধ ১।১৪।৮
 স্তম্বিল—স্তম্বিত (স্থির) করিল ৩।২০।৪৮
 স্থানে—নিকটে ১।৭।৬৭
 স্থাপ্য—গচ্ছিত ৩।৪।৮৩
 স্তপন—স্তান ২।৪।৩৭
 স্টুট—বিস্তৃতভাবে বর্ণনা ১।১৬।২৪
 —খুলিয়া ১।১৭।১৭০
 স্কুরয়—স্কুরিত হয় ২।৮।২২৮
 স্কুরিয়াছে—স্কুরিত হইয়াছে ২।৪।১২২
 স্কুরক—স্কুরিত হউক ২।২৩।৬৬
 স্কুরে—স্কুরিত হয় ১।৪।৭৩
 স্বতস্তর—স্বতন্ত্র, স্বাধীন ২।১৫।১৪৪
 স্বপন—স্বপ্ন ১।১৪।৮৮
 স্বন্ত্যে—সোয়াস্তিতে, আরামে ৩।১২।১৫০
 স্বাস্থ্য—সোয়াস্তি ৩।১২।৫
 স্মরিয়া—স্মরণ করিয়া ৩।১৪।৩২
 হইয়াছোঁ—হইয়াছি ১।১৭।৪৪
 হইলাঙ—হইলাম ১।৭।৭৭
 হঙ—হই ২।৮।১২
 হঞা—হইয়া ১।৪।১৬৮
 হঞাছে—হইয়াছে ২।১২।১২১
 হঠ—জেদ, জোর অসম্মতি ২।১৬।৮৭
 হঠ রঙ্গে—জেদ ২।৭।১৫
 হয়্যা—হইয়া ১।৩।৪
 হরষিত—আনন্দিত ১।১৩।১২
 হরিবারে—হরণ করিতে ১।৪।৬
 হরিষ—আনন্দিত ১।১৩।১১৭
 হরিষে—হর্ষে ২।৪।৪২
 হরে—হরণ করে ১।৪।২৩
 হল—সাজল—১।১০।৭১
 হাটেতে—বাজারে ২।৪।১২৮
 হাড়—অস্থি ৩।১৩।৪
 হাড়ি—নীচ জাতি বিশেষ ১।১৭।৪০
 হাতী—হাড়ি ১।১৪।৬২

হাতগানি—হাতে ই^৩ করিয়া ১।৫।১৭৪
 হাথ—হস্ত ১।২।২১
 হাথগণিতা—যে হাত দেখিয়া সব বলিতে পারে
 ২।২০।১৭
 হাথাহাথি—হাত ধরাধরি ২।১০।৭
 হাথী—হস্তী ২।১২।১৩৮
 হাথে—হস্তে ১।১০।২০
 হাথেতে—হাতে ১।৭।৩৩
 হাম—আমি ৩।৬।১২৩
 হারাম—শুক্র ৩।৩।৫২
 হারি—পরাজয় স্বীকার করে ১।৪।১২৪
 হালে—হেলিয়া পড়ে, নড়ে ২।২।৫
 হালি—উপহাস ১।১৭।২৫১
 হাসিতে—উপহাস করিতে ১।১৭।৩১
 হাসে—পরিহাস করে ১।১৩।২৩
 হাস্ত—পরিহাস ১।১৩।২৪
 হিন্দুয়ানী—হিন্দুধর্মের আচরণ ১।১৭।১২০
 হড়াহড়ি—ধাক্কাধাক্কি ৩।১৭।৮২
 —জেদাজেদি করিয়া ১।৪।১৬৪
 হুডুম—চাউল বা চিড়া ভাজা ৩।১০।২৬
 হুলাহুলি—উলুধনি ১।১৩।২৫
 হুদয়—বুকে ১।১৭।১৭২

হুদাহুদি—বুকে বুকে ৩।১৮।৮৪
 হুদি—হৃদয়ে, চিন্তে ১।১৫।২১
 হেথা—সেইস্থানে ২।৩।২০
 হেনকালে—সেই সময়ে ১।১৭।২৮১
 হেমজড়ি—স্বর্ণজড়িত ১।১৩।১১২
 হৈঞা—হইয়া ১।৪।১২
 হৈত—হইত ১।২।৭০
 হৈতে—হইতে ১।১।৬১
 হৈম্—হইলাম ১।৫।১৬১
 হৈমাছে—হইমাছে ১।৫।১৭৫
 হৈল—হইল ১।২।৬৭
 হৈলা—হইলা ১।৩।২১
 হৈলাঙ—হইলাম ১।১৭।১০৫
 হোড়—হড়াহড়ি, পর্ক ১।৪।১২৪
 হোলনা—পাত্র, মাংস ৩।৬।৬৬

ক

ক

কণেকে—কণকাল পরে ১।৬।৭৪
 কণেকণ—প্রতিকণে ১।৪।১২২
 কমাইতে—কমা করাইতে ১।২।২২
 কমাইল—কমা করাইলেন ৩।১।২৬
 কমায়—কমা করায় ২।১২।১৭০

মূলপ্রশ্নের বিষয় সূচী

অ

অ

অ

অ

অকিকমের লক্ষণ ২২২।৫৩-৫৪।

অচ্যুতানন্দ-প্রসঙ্গ। অষ্টৈত-তনয় ১।১০।১৪৮; আজয় চৈতন্ত্যসেবা ১।১২।১১; পঞ্চম বর্ষ বয়সে শ্রীচৈতন্ত্য-সংঘে
সিদ্ধান্তের সার কখন ১।১২।১২-১৫; তাঁহার অল্পগত জনগণই মহাভাগবত ১।১২।১৩; অচ্যুতের মতই সার ১।১২।১২;
নীলাচলে রথার্থে কীর্তন-সময়ে নৃত্য ২।১৩।৪৪; শুভিচামন্দিরে সঙ্কীর্ণনমধ্যে নৃত্য ২।১৪।৬২; মহাপ্রভুর বোটা-কীর্তনে
নৃত্য ৩।১০।৫৮; গোবিন্দের নিকটে প্রভুর জন্ত ভোগাবস্থ দান ৩।১০।১১২।

অজ্ঞান-ভ্রমোৎসর্গ। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক-বাহাদি ১।১।৫০-৫২।

অঘর-জ্ঞানভঙ্গ। ব্রহ্মজ্ঞ-নন্দন-কৃষ্ণ ১।২।৫৩; ১।৭।৫; ২।২০।১৩১; ২।২২।৫; ২।২৪।৫৫।

অষ্টৈত-গৃহে প্রভুর ভোগের উপকরণ ২।৩।৪০-৫৪।

অষ্টৈত-তনয়। অচ্যুতানন্দ ১।১২।১১; কৃষ্ণ মিশ্র ১।১২।১৬; গোপাল ১।১২।১৭; বলরাম ১।১২।২৫;
পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ ১।১২।২৫।

অষ্টৈত-নিত্যানন্দের প্রেম-কোন্ডল ২।৩।৭৬-৮৪; ২।৩।২০-২৮; ২।১২।১৮৫-২৩।

অষ্টৈত-প্রসঙ্গ। অষ্টৈতচার্যের তত্ত্ব। প্রভুর অংশ অবতার ১।১২।২১; সাক্ষাৎ ঈশ্বর ১।৩।৫২; ১।৫।১২৬-২৭;
১।৬।৩; মহাবিক্রম অবতার ১।৬।৪-১২; বিশ্বের উপাদান-কারণ ১।৬।১৩-১৪; জড়-প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার ১।৬।১৭;
কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্তা ১।৬।১৮; নারায়ণের মূখ্য অঙ্গ ১।৬।১২; শ্রীচৈতন্ত্যের মূখ্য অঙ্গ ১।৬।৩৩; বলরামের প্রকাশ-বিশেষ
১।৬।৭৫-৭২; ঈশ্বর হইতে অভিন্ন ১।৬।২২; ভক্ত-অবতার ১।৬।৭২; ১।৭।১২; ১।১৭।২৮২; ভক্তি-প্রবর্তক ১।৬।২৩-২৬;
ভক্তি-কলতরুর স্বরূপ ১।২।১২; ১।১২।২; অপর নাম কমলাক ১।৬।২৭-২২।

চরিত্র :—মহাপ্রভুর পূর্বে অবতীর্ণ ১।১৩।৫৩; মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা ২।৪।১০২-১০; প্রভুর আবির্ভাবের
পূর্বে বৈষ্ণবগণের নিকটে শাস্ত্রের ভক্তি-ব্যাখ্যা ১।১৩।৬১-৬৪; সপ্তগ্রাম হইতে আগত হরিদাস-ঠাকুরের সৎসঙ্গ ও
তাঁহাকে শ্রদ্ধা পাত্র ভোজন করান ৩।৩।২০২-২; ১।১০।৪২; হুকাবে পাপ-পাষণ্ডী পলায়ন করে ১।৩।৬১; জীবের
বহিস্থতা দর্শনে দুঃখ ও প্রতীকার-চেষ্টা ১।১৩।৬৫-৬২; ৩।৩।২১০; শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভূত করাইবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপূজা
১।১৩।৬৭-৬৯; ৩।৩।২১১; তাঁহার আরাধনায় শ্রীচৈতন্ত্যের আবির্ভাব ১।৬।৩০; ৩।৩।২১৩; কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া
ভক্তি-প্রচার ১।১৭।২৮২; অষ্টৈতদ্বারায় মহাপ্রভুর কীর্তন-প্রচার ও জগত-নিস্তার ১।৬।৩১; অপার গুণ-মহিমা ১।৬।৩২;
প্রভুর আবির্ভাব-দিনে হরিদাস-ঠাকুরের সহিত নৃত্য ও গঙ্গাস্নান ১।১৩।২৮-১০০; শিশু-প্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত সীতা-
ঠাকুরাণীর প্রতি আদেশ ১।১৩।১১০-১৭; অষ্টৈতের প্রতি প্রভুর গুরুবুদ্ধি ১।৬।৩৬-৩৭; প্রভুর প্রতি অষ্টৈতের প্রভুবুদ্ধি
১।৬।৩৮; অষ্টৈতের শ্রীচৈতন্ত্যদাসাভিমান ১।৬।৩৮-৩৯; দাস-অভিমানের মহিমা-খ্যাপন ১।৬।৩০-৭৪; গুরুবুদ্ধিতে মহা-
প্রভু সম্মান দেখান বলিয়া প্রভুর নিকট হইতে শান্তিপ্ৰাপ্তির উদ্দেশ্যে যোগবাশিষ্ট ব্যাখ্যান ও প্রভুর নিকট হইতে দণ্ড-
প্রসাদ প্রাপ্তি ১।১২।৩৭-৪০; ভঙ্গীপূর্বক জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য ব্যাখ্যা ও প্রভুকর্তৃক অবজান ১।১৭।৬২-৬৪; বিশ্বরূপ
দর্শন ১।১৭।৮; শচীমাতার অপরাধ-খণ্ডনাভিনয় ১।১৭।৬৭; কাজীদমনের দিনে নগরকীর্তনে মধ্যসম্প্রদায়ে নৃত্য ১।১৭।৩০;
হাস্ত ও সখা অষ্টৈতের সহজভাবে ১।১৭।২২০; প্রভুর সন্ন্যাসান্তে গঙ্গাতীর লইতে প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ২।৩।২৭-৩৭;
প্রভুকে ভিক্ষা দান ও নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রেম-কোন্ডল ২।৩।৩৮-১০৪; স্বগৃহে কীর্তন ২।৬।১০২-৩৩; দশ দিন
পর্যন্ত স্বগৃহে প্রভুর ও ভক্তবৃন্দের সেবা ২।৩।১৩৩-২০২; প্রভুর নীলাচল-বাসসম্বন্ধে ভক্তবৃন্দের সহিত শচীমাতার আদেশ
প্রার্থনা ২।৩।১৭৮-৮৪ প্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গি-নির্বাচন ২।৩।২০৬; প্রভুর নীলাচল-বাস-সময়ে অল্পগমন ও প্রভু-

কর্ভক নিবর্তন ২।৩২০৮-১২; দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া শচীমাতার আদেশ গ্রহণ-পূর্বক ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাত্রি যাত্রা ২।১০।৭৬-৮৮; নীলাচলে উপনীত এক প্রভুকর্ভক সন্নিহিত ২।১১।৫২-৭২; ২।১১।১১১-১৩; ২।১১।১২০-২২; সিদ্ধ-স্নানান্তে প্রভুর আবাসে ভোজন ২।১১।১৮১-২৩; সন্ধ্যা সময় জগন্নাথ-মন্দিরের কীর্তনে নৃত্য ২।১১।২১০; প্রভুর সহিত গুণ্ডিচামার্কন ২।১২।১০৬; গুণ্ডিচামন্দিরে স্বীয় পুত্র গোপালের মূর্ত্তায় বিচলিত ও নৃসিংহ-ময়োচ্চারণ ২।১২।১৪০-৪৪; প্রভু ও ভক্তবৃন্দের সহিত উত্তানে ভোজন ২।১২।১৫৩; ভোজনকালে নিত্যানন্দের সহিত প্রণয়-কলহ ২।১২।১৮৫-২৩; রথযাত্রা-দিনে প্রভুর হস্তে মালা-চন্দন-প্রাপ্তি ২।১৩।২৮-৩০; কীর্তনে নৃত্য ২।১৩।৩৭; আইটোটাতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।১৪।৬৪; ২।১৪।২০; কীর্তনে নৃত্য ২।১৪।৬২; ইন্দ্রদ্রাঘ-সর্বোবরে জলকেলি ২।১৪।৭৭; শেষশায়ী লীলা ২।১৪।৮৭-৮৮; মহাপ্রভুর পূজা ২।১৫।৬-৮; প্রভুকর্ভক অষ্টমতের পূজা ২।১৫।২-১০; প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।১৫।১১-১২; কৃষ্ণযাত্রাদিনে প্রভুর সহিত বহুশালাপ ২।১৫।২৩; প্রসাদী বস্ত্র প্রাপ্তি ২।১৫।২২; প্রতি বৎসর নীলাচলে আসার আজ্ঞাপ্রাপ্তি ২।১৫।৪১; প্রভুকর্ভক আচণ্ডালে কৃষ্ণ-ভক্তিদানের আদেশ প্রাপ্তি ২।১৫।৪২; পুনরায় নীলাচলে গমনোচ্চোগ ২।১৬।১২; আঠার-নালায় গমনের পরে প্রভু-প্রেমিত মালা প্রাপ্তি ২।১৬।৩৮; পুরীতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।১৬।৫৪; গোঁয়-নিত্যানন্দের নিভৃত আলোচনাকালে তর্জাপঠন ও তর্জায় প্রার্থিত বস্ত্র প্রভুর অহুমোদন পাইয়াছে জানিয়া নৃত্য ২।১৬।৫৮-৬১; শাস্তিপুরে প্রভুর সহিত মিলন ২।১৬।২০৭; ২।১৬।২১৪; শাস্তিপুরে আগত রঘুনাথ দাসের প্রতি রূপা ২।১৬।২২৩-২৪; সেই বৎসর নীলাচলে না যাওয়ার আদেশ প্রাপ্তি ২।১৬।২৪৩-৪৬; নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ৩।১।৪৮; শ্রীকৃষ্ণকে রূপা করার নিমিত্ত প্রভুর আকাজ্ঞা ৩।১।৫১-২; নীলাচলে প্রভুকর্ভক সনাতন গোঁস্বামীর সহিত মিলন সংঘটন ৩।৪।১০৩; নীলাচলে রঘুনাথ দাসের প্রতি রূপা ৩।৬।২৪২; প্রভুর মুখে অষ্টমতের গুণকীর্তন ৩।৭।১৪-১৬; রথযাত্রা-দিনে কীর্তনে নৃত্য ৩।৭।৫৮; বরভ-ভট্টের সহিত মিলন ৩।৭।৮৭-৮২; বর্ষান্তরে নীলাচলে যাত্রা ৩।১০।৩; বেঢ়াকীর্তনে নৃত্য ৩।১০।৫৭; প্রভুর ভোজনের নিমিত্ত গোবিন্দের নিকট বস্ত্র দান ৩।১০।১১১; ৩।১০।১১৫; প্রভুর মধুর বচন ৩।১২।৬২-৭৮; শাস্তিপুরে জগদানন্দের সহিত মিলন ৩।১২।২৬; পুনরায় শাস্তিপুরে জগদানন্দের সহিত মিলন এবং জগদানন্দের নীলাচল-যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গে প্রভুর নিকটে তর্জাপ্রার্থনা প্রেরণ ৩।১২।১৫-২০; অষ্টমতের ঋণশোধ করাইবার উদ্দেশ্যে কমলাকান্তের আচরণে প্রভুর দণ্ড-প্রসাদ উপলক্ষ্যে প্রভুর প্রতি প্রীতি-ওলাহন ১।১২।২৬-৫২।

অষ্টমতচার্যকর্ভক প্রভুর এক প্রভুকর্ভক অষ্টমতচার্যের পূজা ২।১৫।৬-১১।

অষ্টমতচার্যের তর্জা ৩।১২।১৫-২০।

অষ্টমতচার্যের সহজ ভাব ১।১৭।২২০।

অনন্তরূপে ভগবানের একরূপ ১।২।২০; ১।২।৮৩; ২।২।১৪১; ২।২।১৩৭।

অনর্গল প্রেমভক্তি-দানের আদেশ ২।১৫।৪২-৪৫।

অনাসক্ত ভজনে প্রেমলাভ হয় না ১।৮।১৫।

অনুপম-বস্ত্রভের ভক্তিনিষ্ঠার কাহিনী ৩।৪।২২-৪২।

অন্তরঙ্গ শক্তি ২।৮।১১৭ (‘‘শক্তি’’ ব্রষ্টব্য)।

অন্তর্যামী ঈশ্বরের ভক্তচিহ্নেজ্ঞান-প্রকাশের রীতি ২।৮।২১৮-১২।

অন্নদোষে সন্ন্যাসীর ক্ষতি হয় না ২।১২।১৮৪-৮৮।

অন্নপীঠ সমান প্রসাদ ২।১৫।২৩৩-৩৪।

অগ্রকামীও কৃষ্ণভজনে করিলে কৃষ্ণচরণ পাইতে পারেন ২।২২।২৪-২৭।

অজ্ঞানায়ন অজাগলভ্য-জ্ঞান ২।২৪।৬৬।

অপরোধীর চিত্তে কৃষ্ণমায় অধুষিত হয় না ১।৮।২৫-২৬।

অবতার ১১১৩২-৩৩ ; অবতারের সংজ্ঞা ২২০২২৭-২৮ ।

অভক্তগণ ভক্তিরঙ্গ অনুভব করিতে পারে না ২২৩৫১ ।

অভিধেয় ১৭১১৩৪-৩৫ ; ১৭১১৩৯ ; ২৬১১৬২ ; ২২০১০৯-১০ ; ২২০১২২ ; ২২০১২৬ ; ২২২১৩-৪ ; ২২২১১৪ ; ২২২১৮৬ (সাধনভক্তি দ্রষ্টব্য) ; অভিধেয়-সাধনভক্তি ২২২১১৪-২৫ ; সর্বদেশ-কাল-পাত্র-দশাতে ব্যাপ্তি ২২২১৯৯-১০১ ; (সাধনভক্তি দ্রষ্টব্য) ।

অমোঘের উদ্ধার-কাছিনী ২১৫১২৬৬-২০

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের শেষ উপদেশ ২২২১৩৪ ।

অলৌকিকী-লীলাতে অবিখ্যাসের কল ২৭১১০৮ ।

অহৈতুকী-ভক্তি : ভুক্তি-সিদ্ধ-মুক্তি-বাহাইনা, কৃষ্ণস্থ-তাৎপর্যময়ী-সেবাবাসনা-মূল্য ভক্তি ২২৪১১৯-২২ ।

আ

আ

আ

আ

আচণ্ডালে অনর্গল প্রেমভক্তিদানের আদেশ ২১৫১৪২-৪৫

আত্মসমর্পণ ও তাহার মহিমা ২২২১৫৩-৫৪

আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ ২৬১১৬৯-৭৯ ; ২২৪১৩-২৩৪

আদি চতুর্ক্যুহ । স্বাকার বাহুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যম ও অনিরুদ্ধ ; অনন্ত চতুর্ক্যুহের মূল ২২০১৫৫-৫৮ ।

আবির্ভাবে মহাপ্রভুর নিত্য উপস্থিতি : নিত্যানন্দের নর্তনে ২১৫১৪৫ ; শ্রীবাসের কীর্ণনে ২১৫১৪৭ ; শচীমাতার গৃহে ২১৫১৫৪ ; রাঘব-ভবনে ৩২১৩৩-৪ ।

আবির্ভাবে লোকনিস্তার ৩২১৩২-৭৭ ।

আবির্ভাবে শচীগৃহে প্রভুর ভোজন-প্রসঙ্গ ৩৩২২৯-৩৯ ।

আবেশে লোকনিস্তার ৩২১১০-৩১ ।

আত্ম মহোৎসব-প্রসঙ্গ ১১৭১৭৩-৮২ ।

আর্জ ও অর্থাধী সকাম ২২৪১৬৭ ।

আলিঙ্গনে প্রেমদান ২৭১১০২ ; আলিঙ্গনে শক্তিসংকার ২৭১২৬ ।

আশ্রয়ালম্বন ২২৩৪৯২ ।

ই

ই

ই

ই

ইখন্তুত শব্দের অর্থ ২২৪১২৯-৩২ ।

ইন্দ্র ও দৈত্যাদিকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-ভংগনাস্বক বাক্যের সরস্বতীকৃত অর্থ ৩৫১২৮-৩৭ ।

ঈ

ঈ

ঈ

ঈ

ঈশ্বর-রূপা জাতি-কুলাদির অপেক্ষা-হীন ২১০১১৩৪-৩৭ ।

ঈশ্বর-কোটি ব্রজা ২২০১২৬১ ।

ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায় তাহার রূপা ২৬১৮২-৮৫ ; ২১১১৯০-৯১ ।

ঈশ্বর-বিগ্রহের সঙ্কণ-বিকারত্ব খণ্ডন ২৬১৫০-৫৩ ।

ঈশ্বরকে ভেদ মানিলে অপরাধ ২২১১৪০-৪১ ।

ঈশ্বরপুরীর প্রতি মাঘবেশ্যপুরীর প্রসাদ-প্রসঙ্গ ৩৮১২৭-৩০ ।

ঈশ্বরে দেহ-দেহিভেদ নাই ৩৫১১১৭-১৮ ।

ঈশ্বরের এক বিগ্রহেই নানাকার রূপ ১২১২০ ; ১২১৮৩ ; ২২১১৪১ ; ২২০১১৩৭ ।

ঈশ্বরের রূপাব্যতীত তাঁহাকে জানা যায় না ২৬১৮২-৮৫ ; ২১১১৯০-৯১ ।

উ

উ

উ

উ

উত্প-কৃষ্ণের বিবরণ ২১২২৮-৩২।

উত্তম অধিকারী ভক্তের লক্ষণ ২২২১৩২ (“ভক্ত”-দ্রষ্টব্য)।

উজ্জ্বল গোপনস্বরূপীদিগের পদগুলি প্রার্থনা করেন ৩১১৩৩-৩৪।

উপপত্তিভাব ১৪১২৬।

উপাসনা-কারণ ১৫১৫০ ; ১৬১১১-১৪ ; ২২০২৩২।

উপাসনাতে দীপ্ত-মহিমার উপলব্ধি ভেদ ১২১১৬-১২ ; ২২০১১৩৪ ; ২২৪১৫৭-৮ ; জ্ঞানমার্গের সাধনে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধি ১২১১৮ ; ২২৪১৬০ ; যোগমার্গের সাধনে অন্তর্যামী পরমাত্মার অহুভব ১২১১৮ ; ২২৪১৬০ ; ভক্তিমার্গে ভগবানের অহুভব ১২১১৫-১৭ ; ২২৪১৬১ ; বিধিভক্তিতে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ১৩১১৫ ; ২২৪১৬২ ; রাগভক্তিতে স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রেন্দ্রের সেবা-প্রাপ্তি ২৮১১৭৮ ; ২২৪১৬১।

এ

এ

এ

এ

এক ভক্তের সাধনেও প্রেম জন্মিতে পারে ২২২১৭৬-৭৭।

একই বিগ্রহে ভগবানের অনন্তস্বরূপ ১২১২০ ; ১২১৮৩ ; ২২১১৪১ ; ২২০১১৩৭।

একপাদ ঐশ্বর্য ২২১১৪১ ; একপাদ ঐশ্বর্যেরও অচিন্ত্যত্ব ২২১১৪২-৭১।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রা রুতি ২১২১১৬৬ ; ৩১১২৩ ; ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রীতি সঙ্কোচিত হয় ২১২১১৬৭-৭১ ; ঐশ্বর্যজ্ঞানে ব্রহ্মেন্দ্রেন্দ্রের সেবা হ্রস্ব ১৩১১৩ ; ২৮১১৮৫ ; ৩১১২৩-২৪ ; ঐশ্বর্যজ্ঞানের ভজনে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ১৩১১৫-৬ ; ঐশ্বর্য-শিখিল প্রেমে কৃষ্ণ প্রীত হইল না ১৩১১৪।

ক

ক

ক

ক

কটকে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ২১১৬১০১-২০।

কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের লক্ষণ ২২২১৪১ (“ভক্ত”-দ্রষ্টব্য)।

কবিরাজগোস্বামীর গুরুর উল্লেখ ৩২০১৮৮ ; ৩২০১৩৬ ; কবিরাজগোস্বামীর-দৈত্য়খ্যাপন ১৫১১৮৩-৮৮ ; কবিরাজগোস্বামীর শিক্ষাগুরু ১১১১৮।

কর্ণপুরের পুরীদাস-নামরহস্য ৩১২১৪৪-৪২ ; কর্ণপুরের প্রতি প্রভুর কৃপা ৩১২১৪২ ; ৩১৬১৬৮-৭০।

কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ ২২০১২১ ; কর্ম-যোগ-জ্ঞান ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক ২২২১১৪-১৬ ; কর্ম-যোগ-জ্ঞান-মার্গের সাধনে কৃষ্ণমাধুর্য হ্রস্ব ২২১১১০০ ; কর্ম হইতে প্রেমভক্তি হয় না ২১২১৪২।

কলিকালে নামাভাসে মুক্তি হয় ২২৫১২২ ; কলিকালে সম্যাসে সংসার-জয় হয় না ২২৫১২৭ ; কলিতে গোবধ নিষিদ্ধ ১১১১১৫৭।

কলির যুগধর্ম নাম-সঙ্কীর্ণন ১৩৩৩১ ; ১৩৪০ ; ১৩৪৮ ; ১১১১৫২ ; ২১১১৮৭-৮৮ ; ২২০১২৮৪-৮৭ ; ৩১১২ ; ৩২০১৭।

কাজাল-ভোজন ২১৪১৪১-৪৪।

কান্তাপ্রেম ২৮১৬৩ ; কান্তাপ্রেমে পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এবং কৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মতা ২৮১৬২-৭১ ; কান্তাপ্রেমের বৈশিষ্ট্যবর্ণন ২৮১৬২-৭৩ ; কান্তারতি (মহাভাব-সীমা) ২২৪১২৭।

কাম ১৪১১৪০-৪২ ; ২৮১১৭৫ ; কাম ও প্রেম ১৪১১৪০-৪৭ ; ২৮১১৭৫-৭৬।

কামগায়ত্রী ২৮১১০২ ; কামগায়ত্রী-কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা ২৮১১০২ ; কামগায়ত্রীর অর্থ ২২১১১০৪-১৪ ; কামবীজ ২৮১১০২।

কারণার্ণব (কারণাকি, বিরজা) ১৫৪৩-৪৪ ; ১৫৪৬-৪৭ ; ১৫৪৯ ; ২১৫১৭৪-৭৫ ; ২২০২৩০-৩১ ।

কারণাক্ষিশারী ১২৪০ ; ১৬৭৮ ; ২২০২২২-৩০ ; ২২০২৪০ (“স্বাশভেদ” প্রভৃতি) ।

কালিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ৩১৬৩৬-৪৬ ; ৩১৬৫০-৫২ ; কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্চিষ্টে নিষ্ঠাপ্রসঙ্গ ৩১৬৫৫-৪৬ ।

কাশীতে বিষ্ণুমাধব-মন্দির-প্রাক্ষণে শশিষ্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত মহাপ্রভুর মিলন ২২৫৫০-১১২ ।

কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার ১৭১৩৮-১৪৪ ; ২২৫৫৬-১১২ ; কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্য প্রভুর চরণে ভক্তগণের নিবেদন ১৭১৪৭-৫৫ ; কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার-প্রসঙ্গে প্রভুর প্রতি প্রধান সন্ন্যাসীর উক্তি ১৭১৬০-৬৮ ; ১৭১৯৪-১০০ ; কাশীবাসী সন্ন্যাসি-প্রধানের প্রতি প্রভুর উক্তি ১৭১৬৯-৯৩ ; কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের সহিত প্রভুর বেদান্ত-বিচার ১৭১১০১-১৪০ ।

কুলীনগ্রামবাসী ভক্ত ১১০৭৮-৮১ ; কুলীনগ্রামীদের জগন্নাথের পটভোরীর সেবালাভ ২১৪২৬৩-৬৮ ; ২১৫১২২ ; কুলীনগ্রামীদের প্রতি উপদেশ, গৃহস্থের কর্তব্যসম্বন্ধে ২১৫১১০৩-১১ ; ২১৬১৬৮-৭৪ ; কুলীনগ্রামীদের ভাগ্যের কথা ২১৫১২২-১০২ ।

কৃষ্ণ-ভক্তি স্বয়ংভগবান, ব্রজেন্দ্র-নন্দন, পূর্ণতত্ত্ব ১১১৪১ ; ১২২৫ ; ১২২৫৭ ; ১২২৮৯ ; ১৩৩ ; ১৫১৩ ; ১৭৭৫ ; ১১৭১৩০৪ ; ২৬১৩৮ ; ২৮১১০৬ ; ২৯১৩৩-৩৪ ; ২১৫১৩৯ ; ২২০১৩৩ ; ২২০৩৩২-৩৩ ; ২২১১২৭ ; ২২১৭৫ ; ২২১৮০ ; ২২২২৫ ; ২২২২৫৫ ; ৩৭১২০ ; পরম-ঈশ্বর ১২২৮৯ ; ২৮১১০৬ ; ২২০১৩২ ; ২২১১২৭ ; মূলনারায়ণ ১২২৩-৪৭ ; সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব, পরব্রহ্ম ১৭১১০৬ ; ২৬১৩৮ ; ২২৪৫৪ ; ২২৪৫২ ; পরতত্ত্ব ১১১৪১ ; সর্ব-অংশী ২১৫১৩৯ ; ২২০১৩২ ; নির্বিশেষ-ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি ১২২৮ ; ১২২১০ ; ২২০১৩৫ ; পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশবিভূতি ১২২১২-১৩ ; ২২০১৩৬ ; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসরূপ ১১১৫-২০ ; সমস্ত-ভগবৎ-স্বরূপ কৃষ্ণের অংশ ২২০১৩৫-৩২ ; সর্বাশ্রয় ১২২৭৮ ; ১২২৮৭-৯ ; ১৫১১১১-১৫ ; ২৮১১০৭ ; ২৯১৪১ ; ২১৫১৩৯ ; ২২০১৩০ ; ২২০১৩২ ; অবতারী ১২২৮২ ; ১২২৯১ ; ১৪৬৬ ; ১৫১৩ ; ২৮১১০৬ ; অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ১২২৫৩ ; ১৭৭৫ ; ২২০১৩১ ; ২২২২৫ ; ২২৪৫৫ ; সকলের আদি ২২০১৩২ ; সর্বকারণ-প্রধান ২৮১১০৬ ; সম্বন্ধ তত্ত্ব ২২০১১৫ ; ২২০১২৭—২২১১২৫ ; সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ২২০১২৭-২৮ ; ১২২২ ; স্বরূপে দ্বিভূজ, নরবপু ১৫২২৩ ; ২২১৮৩ ; গোপবেশ, নটবর ২২১৮৩ ; দেহ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, সর্বগ-অনন্ত-বিভু ১৫১১১ ; ১৫১১৫ দেহ অপ্রাকৃত চিন্ময় ১৪১১০৬ ; সচ্চিদানন্দ ১৪৫৪ ; ১৪১১০৬ ; ২৬১৪৪ ; ২৬১৫০ ; ২৮১১০৮ ; ২৮১১১৮ ; ২১৭১৩০ ; ২১৮১৮১ ; দেহ-দেহি-ভেদশূন্য ২১৭১২৮ ; নাম-রূপ-গুণ-লীলা সমস্তই চিদানন্দ ২১৭১৩০ ; নাম-দেহ-বিলাস স্বপ্রকাশ, প্রাকৃতেশ্বর-প্রাণ নহে ২১৭১২২ ; একমাত্র প্রেমদাতা ১৩২০ ; ৩৭১২ ; নিত্য কিশোর ১২২৮২ ; ২২০৩১৮ ; ২২১৮৩ ; অপ্রাকৃত নবীন-মদন ২৮১১০৯ ; নায়ক-শিরোমণি ২২৩৪৫ ; রসময়, রসের মদন ১৪১৭৪ ; ১৪১১০৩ ; ১৪১১০৫-৬ ; ১৪১৮১ ; ১৪১১২৫ ; ২৮১১১২ ; ২১৪১৫৩-৫৪ ; ৩২০৩৯ ; শূদ্র-রসরাজময় মৃতিধর ২৮১১১২ ; সমস্ত রসের বিষয় ও আশ্রয় ২৮১১১১ ; রসিক শেখর ১৪১১৫ ; ১৪১২০ ; ১৭৭৫ ; ২১৪১৫৩ ; ২১৫১৪০ ; স্বরূপ এক স্বথ-আনন্দক ২৮১২১ ; বিদগ্ধ ২২২৬০ ; ২১৩১৩২ ; ২১৩১৩৭ ; ২১৪১২৫ ; ২১৫১৪০-৪১ ; ২২০১৪২ ; একই বিগ্রহে নানাকার রূপ ২৯১৪১ ; পূর্ণশক্তিমান ১৪১৮৩ ; অচিন্ত্য শক্তি ১৭১১১৭-২০ ; ১১৭১২২৬ ; ২৬১৫৪ ; ২২১৫৬ ; অনন্তশক্তি ২৮১১১৬ ; ২২০১২৮ ; অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান : স্বরূপের বিচারে—চিহ্নশক্তি (নামান্তর অন্তরঙ্গ শক্তি বা স্বরূপশক্তি), মায়াশক্তি (বা বহিরঙ্গ শক্তি) এবং জীবশক্তি (বা তটস্থ শক্তি বা কেন্দ্রজ শক্তি) ২৮১১১৬ ; ২২০১১৩ ; এই তিন শক্তির মধ্যে চিহ্নশক্তি বা স্বরূপশক্তি সর্বোচ্চ ২৮১১১৭ ;

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য হইল চিহ্নস্তির বিভূতি ২২১৪১; বৈষ্ণব ঐশ্বর্য্য হইল চিহ্নস্তির বিলাস ১৫১৩৭; ২২১৭৯; স্বরূপ-শক্তির তিনটি বৃত্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হলাদিনী ১৪৫৪-৫৫; ২৮১১৮-২; শ্রীকৃষ্ণের ধাম, মাতা-পিতা-রূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকর, আসন-শয্যাঙ্গি সন্ধিনী শক্তির (নামাস্তব আধার শক্তির) বিলাস ১৪৫৬-৫৭; ১৫১৩৬; কৃষ্ণের ভগবৎজ্ঞান এবং অজ্ঞাত ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান হইল সংবিতের সার ১৪৫৮; প্রেম, ভাব, মহাভাবাদি হইল হলাদিনীর বৃত্তি ১৪৫৯; ২৮১২২-২৩; কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপিণী ১৪৬০; ২৮১২৩; হুতরাং হলাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ ১১১৫ প্লো; ললিতাদি সখীগণ হইলেন শ্রীরাধার কায়বাহরূপা ১৪৬৮; ২৮১২৬; শ্রীরাধারূপ প্রেমকল্প-লতার পল্লব পুষ্প-পাতা-সদৃশী ২৮১৬২-৭০; শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অল্প সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ, তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতেই ব্রজের কৃষ্ণ-প্রেমসী গোপীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের প্রকাশ ১৪৬৩-৬২; হুতরাং সমস্ত কান্তাশক্তিগণই হলাদিনীর বিলাস-স্বরূপ। বহিরঙ্গা মায়াক্রান্তিই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে জগদ্রূপে পরিণত ১৫৫০-৫২; আর অনন্তকোটি জীব হইল তাঁহার জীবশক্তির বিকাশ ১৫১৩৮; ২২০১০১; সৃষ্টিব্যাপারে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটি শক্তিই তাঁহার অনন্ত চিহ্নস্তি-বৈচিত্রীর মধ্যে প্রধান ২২০২১৮; স্বরূপে এবং শক্তিরূপেই শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করেন ২২২১৫-৭; তাঁহার অনন্ত বৈভব ১২১৮৪-৫; ২২০১২২০-৩০; অনন্ত ঐশ্বর্য্য ২২১১১১-৮১; অনন্ত সঙ্গুণ ২১৫১৪০; ২২০১৩৩; ২২১৮৮-১০; ৩২০১৪৬; অনন্ত সঙ্গুণের মধ্যে চৌষটিটি প্রধান ২২০১৪৬; পরম করুণ ১৪১১৫; ২২১৫২; ২১০১৩২; ২১০১৩৭; পরম মধুর ১৪১৩৪; ২১৫১৩৮; মধুর চরিত্র, মধুর বিলাস ২১৫১৪১; অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ২২১৫৩; ২২১৬৪; ৩১৫১৩৮-২২; রূপের মাধুর্য্য ২২১২৬; ২২১৮৪-৮৭; ২২১১১৪-১৭; ৩১৫১১৭; ৩১৫১৫৬-৫২; ৩১৫১৬২-৬৬; শব্দের (বচনের) মাধুর্য্য ২২১২৮; ৩১৫১১৮; ৩১৭১৩৮-৪৫; স্পর্শমাধুর্য্য ২২১৩১; ৩১৫১১২; ৩১৫১৬৭; গন্ধমাধুর্য্য ২২১২২; ৩১৫১২০; ৩১৭১৮৬-৯৩; অধরামৃতমাধুর্য্য ২২১৩০; ২২১১১৮; ৩১৫১২১; ৩১৬১০৩-৭ ৩১৬১১২২-২৪; বেণুমাধুর্য্য ২২১১১৮-২২; ৩১৫১৫২; সাক্ষাৎ মন্থন-মদন, মদনমোহন ২৮১১০; ২২১৮২; সর্কচিন্তাকর্ষক ১৫১২০০; ২৮১১০; ২৮১১২২-১৪; ২৮১০৫-১১; ২৮১১১৭; ২৮১১৩০-৩৫; ২২০১৫০-৫১; ২২১৮৪-৮২; স্বাবর-জন্মাদির চিন্তাকর্ষক ২৮১১০; ২২১১২০; নারীপুরুষ-সকলের চিন্তাকর্ষক ২৮১১০; পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের চিন্তাকর্ষক ২২১৮৮; পরব্যোমস্থিত লক্ষ্মীগণের চিন্তাকর্ষক ২২১৮৮; মথুরা-নাগরীগণের চিন্তাকর্ষক ২২১১২৩-১০৩; বাসুদেবের চিন্তাকর্ষক ২২০১৫০-৫১; কৃষ্ণের আত্ম-চিন্তাকর্ষক ২৮১১২; ২২১৮৬-৭; লীলা। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম ২২০১২০২; তাঁহার লীলা নরলীলা ২২১৮৩; লীলা অপ্রকট ও প্রকট ভেদে দুই রকম; উভয় লীলাই নিত্য ২২০১৩১২-৩১; অপ্রকট-লীলা গোলোকাদি ধামে; গোলোকে নিত্য বিহার ১৩৩৩; ২২০১৩৩; ২২০১৩৩১; ২২১১৭৪; গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় সহজ নিত্যসিদ্ধি ২২১১৭৪; এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় ১৫১২১; গোলোকাদিধাম বিভূ ১৫১৪১-১৫; ২২০১৩৩০; সৃষ্টি-লীলা নির্বাহ করেন সঙ্ঘর্ষণাদি চারিরূপে ১৫১৭; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ২৬১৩৪-৩৫; এবং জগতের মূলকর্তা ১৫১৫৩; প্রকট-লীলা: ব্রহ্মার একদিনে কৃষ্ণ একবার তাঁহার লীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন ১৩৩৪; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে সর্বদাই লীলা প্রকটিত করেন ২২০১৩১৬; ২২০১৩৩১; বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্য়ুগের দ্বাপরের শেষে এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন ১৩৩৭-৮; ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটনের সময় তাঁহার ধামও প্রকটিত হয় ১৩৩৮; ১৫১১৬; ২২০১৩৩০; অবতারের বা লীলা-প্রকটনের আত্মসঙ্গ কারণ অসুখ-সংহার ১৪১১৩; ১৪১৩২; মৃত্যু কারণ ভক্তের প্রেমরস-নির্ধার-আত্মদান ও রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার ১৪১১৪-১৫; স্বীয় নিত্যলীলার পরিকরদের সহিতই কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন ১৪১২৪; প্রথমে মাতা-পিতাদি ভক্তগণকে প্রকটিত করাইয়া পরে জন্মাদি-লীলা-ক্রমে তিনি অবতীর্ণ হইলেন ২২০১৩১৪; এবং সমস্ত লীলাকে যথাক্রমে প্রকটিত করেন ২২০১৩১৫; পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন নারায়ণ-চতুর্ভূহাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহাতে আনিয়া মিলিত হইলেন ১৪১২-১১; প্রকট-লীলার গোপীদিগের

শ্রীকৃষ্ণ উপপত্তি-ভাব ১৪৮২৬; ব্রজব্যতীত অগ্রজ পরকীয়া-ভাব নাই ১৪৮২২; কৃষ্ণের কিশোর-বয়সই ধর্ম ২২০১৩৩; ২২০১৩৩ স্তো; বালা ও পৌগণ্ড হইল কিশোরের ধর্ম ২২০১৩২; বাৎসল্য-আবেশে কৌমার এক সখ্যের আবেশে পৌগণ্ড সফল করেন ১৪৮১০০; রাসাদি-লীলায় কৈশোরকে সফল করেন ১৪৮১০১-২; রসনির্ধাস-আশ্বাদাশ্রিতা লীলার দ্বারা ভক্তদিগকে রূপা করেন ১৪৮২২-৩১; ব্রজলীলায় অশেষ-বিশেষে রস আশ্বাদন করিয়াও কৃষ্ণের তিনটি বাসনা অপূর্ণ থাকে ১৪৮১০৩-৪; এই বাসনাত্রয় হইতেছে, প্রথমতঃ শ্রীরাধাকর্তৃক আশ্বাদিত আশ্রয়-জাতীয় স্মৃতি আশ্বাদনের বাসনা ১৪৮১১৬; দ্বিতীয়তঃ স্বমাদুর্য আশ্বাদনের বাসনা ১৪৮১২৬; তৃতীয়তঃ রাধা-প্রেমের মহিমা জানিবার বাসনা ১৪৮১৩২-৭৮, শ্রীকৃষ্ণ ইহাও চিন্তা করিলেন—যে প্রেমের সহায়তায় শ্রীরাধা তাঁহার মাদুর্য সম্পূর্ণরূপে আশ্বাদন করেন (১৪৮১২১), সেই প্রেমের তিনি কেবল বিষয় এবং শ্রীরাধাই পরম-আশ্রয় ১৪৮১১৪; যদি কখনও তিনি সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে ১৪৮১১৭; তাই রাধিকা স্বরূপ হওয়ার জগৎ তাঁহার বাসনা জাগে ১৪৮১২৭; এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সওয়া-শত বৎসর পর্যন্ত প্রকট বিহার করিয়াছেন ৩২০১৩২৬; তারপর তিনি লীলার অন্তর্ধান করেন ১৩৮১১; অন্তর্ধানের পরে তিনি মনে মনে বিচার করেন—বহুকাল যাবৎ তিনি প্রেমভক্তি দান করেন নাই ১৪৮১১১-১২; বিচার করিয়া স্থির করিলেন, স্বীয় পরিকরদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, চারিভাবের ভক্তি দান করিবেন এবং নিজে আরচরণ করিয়া সাধনভক্তির আদর্শ স্থাপন করিবেন ১৪৮১৭-২১; ইহারই ফলে কলির প্রথম-সঙ্কায় শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন ১৩৮২২।

কৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ১২১৫৩; ১৭৭৫; ২২০১৩১; ২২২১৫; ২২৪১৫৫।

কৃষ্ণ অনন্তরূপে একরূপ ১২১৮৩; ২২১৪৪১; একই বিগ্রহে নানাকার রূপ ধারণ করেন ১২১৪৪১।

কৃষ্ণ অগ্ন্যকামী সাধককেও স্বচরণ দেন ২২২১২৪-২৭, ২২৪১৭২।

কৃষ্ণ অবতারী ১৩৮২; ২২১২১, ১৪৮৬৬; ১৫৭৩; ২৪৮১০৬, সমস্ত অবতারের কারণ ১২১৭৬; কৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম ও প্রণালী: ব্রহ্মার এক দিনে একবার অবতীর্ণ হয়েন ১৩৮৪; স্বীয় নিত্যাসিদ্ধ পরিকরদিগের সহিত অবতীর্ণ হয়েন ১৭৭২৪; প্রথমে মাতা-পিতা-আদি পরিকরবর্গকে অবতীর্ণ করান, পরে জন্মাদি-লীলাক্রমে নিজে অবতীর্ণ হয়েন ২২০১৩১৪, এবং সমস্ত লীলাকে যথাক্রমে অবতীর্ণ করান ২২০১৩১৫; পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েন, অগ্ন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহার মধ্যেই আসিয়া মিলিত হয়েন ১৪৮২-১১।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ১৩৭৭-৮।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধামও অবতীর্ণ হয় ১৩৮; ১৫১১৬; ২২০১৩৩০।

কৃষ্ণ একই বিগ্রহে নানাকার-রূপ ধারণ করেন ২২১৪৪১।

কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তদ্বীয় ২২২১৫১-৫২; কৃষ্ণ সর্বসেবা ১৬৭০; কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ১৫১২২১।

কৃষ্ণকর্ণায়ুত-গ্রন্থ-প্রাপ্তির বিনয় ২২১২৭৬-৮১।

কৃষ্ণকান্তাগণ কেন কৃষ্ণকে নিজেদের দেহ দান করেন ৩২০১৫০।

কৃষ্ণ কি প্রকারে ছয়রূপে বিলাস করেন ১১১২৫-৪৩।

কৃষ্ণ-রূপা অগ্ন্য বাসনা ছাড়ায় ২২৪১৬২; ২২৪১৭৩; মুমুক্ষা ছাড়ায় ২২৪১২০; কৃষ্ণরূপাতেই বেদ-লোক-ধর্ম ত্যাগ সম্ভব ২১১১১০৪; কৃষ্ণরূপায় জীবের স্বভাবের উদয় হয় ২২৪১৩১; ২২৪১৩৫।

কৃষ্ণ-রূপায় ভক্তন ২১১১১৩৩; ২২৪১১১৭; ২২৪১২২৩; ২২৪১১৪১।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-গুরু-শক্তি-আদি ছয়রূপে বিলাস করেন ১১১১৫; কি প্রকারে তাহা করেন ১১১২৫-৪৩।

কৃষ্ণ জগতের মূলকর্তা ১৫১৫৩; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ২৬১৩৪-৩৫।

কৃষ্ণভক্ত-বেত্তা জ্ঞানী, বিপ্র বা শূদ্র হইলেও গুরু হইতে পারেন ২।৮।১০০।

কৃষ্ণ তুরীয় ১।২।৪৩; ২।২।২১।

কৃষ্ণদর্শনে মুমুক্ষা ছড়ান ২।২।৯০; কৃষ্ণদর্শনের জগৎ মহাপ্রভুর উৎকর্ষা ৩।১৯।৩৪-৪২

কৃষ্ণদাস বিপ্রকর্তৃক মহাপ্রভুর অভিষেক ২।১৬।৫০-৫১।

কৃষ্ণদাস রাজপুত্রের বিবরণ ২।১৮।৭৫-৮৩; ২।১৮।১২৫-২৮; ২।১৮।১৪৮-৭৪; ২।১৮।২০৫-৮।

কৃষ্ণ দেবী গোপীব্যতীত বা অগ্ৰ স্ত্রী অঙ্গীকার করেন না ২।২।১২৪-২৬।

কৃষ্ণনাম দীক্ষা-পুরস্কার্যাবিধির অপেক্ষা রাখে না ২।১৫।১০২।

কৃষ্ণনাম-মহিমা ১।৮।২২-২৫; ২।২।২৬-২২; (“নাম-সঙ্কীর্ণন-মাহাত্ম্য” দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি ২।২৩।৪৫; নিত্যকিশোর ১।২।৮২; ২।২০।৩১৮; ২।২।১৮৩।

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ; কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও বহু ২।৮।৬৪।

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির ত্রিবিধ সাধন—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ২।২৪।৫৭; তিন সাধনে ভগবান্, তিন স্বরূপে অহুভূত হয়েন—ব্রহ্ম, পরামাত্মা এবং ভগবান্ ২।২০।১৩৪; ২।২৪।৫৮।

কৃষ্ণপ্রেম-নিত্যসিদ্ধ, সাধ্য নয়; শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে উদ্ভিত হয় ২।২২।৫৭; কৃষ্ণরতি গাঢ় প্রাপ্ত হইলে প্রেমনামে অভিহিত হয় ২।১৯।৫১; ২।২৩।৩; প্রেমের লক্ষণ—চিন্তা সমাক্রুপে মগ্ন হয়, কৃষ্ণে মমত্বাতিশয় জন্মে ২।২৩।৩-৪ শ্লো; প্রেম গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ স্নেহ-মান-প্রণয়াদিতে পরিণত হয় ২।১৯।১৫২-৫৩; কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব প্রভাব—গুরু-সম-লঘু সকলের চিত্তেই দাস্তাভাব জাগায় ১।৬।৪২-২৭; কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত্র—বিষামুখে একত্রে মিলন ২।২।৪৪-৪৫; ২।২।৭ শ্লো; প্রেমের স্বভাবই এই যে, ষাঁহার চিত্তে এই প্রেম আছে, তিনিই মনে করেন, “কৃষ্ণ মোর নাহি প্রেম গন্ধ” ৩।২০।২৩; ২।২।৪০-৪১; ২।২।৬ শ্লো।

কৃষ্ণ-বহিস্থ-জগতের উদ্ধার সম্বন্ধে অদ্বৈতাচাৰ্য্যাদি ভক্তবৃন্দের অভিমত ১।১৩।৬১-৬২।

কৃষ্ণবিগ্রহের, কৃষ্ণের পাদপীঠের ও দ্বারকাধামের বিভূষণ-প্রতিপাদিকা লীলা ২।২।১৪৪-৭১।

কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না ১।৩।২০; ৩।৭।১১-১২।

কৃষ্ণভক্ত নিকাম, অতএব শাস্ত ২।১৯।১৩২।

কৃষ্ণভক্তের গুণ ২।২।৪৩-৪৭; কৃষ্ণভক্তের প্রতি প্রীতির মাহাত্ম্য ২।১।১২২-২৩।

কৃষ্ণভক্তিই অবিধেয় ১।৭।১৩৪-৩৫; ২।২০।১০২-১০; ২।২০।১২১-২৬, ২।২২।৪; ২।২২।১৪; ২।২৫।৮৬; ২।২৫।৯২-১০১; কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হইতেছে সাধুসঙ্গ ২।২২।৪৮, কৃষ্ণভক্তিব্যতীত বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না ২।২২।২০-২১; কৃষ্ণ-ভক্তির রূপাব্যতীত কৰ্ম-যোগ-জ্ঞান স্বয়ং ফল দিতে পারে না ২।২২।১৪-১৬; কৃষ্ণভক্তির বাদক—শুভাভুত-কৰ্ম ধৰ্ম-অর্থ-কাম-মোক্শ বাসনা ১।১।৫২; ১।১।৫০-৫১; কৃষ্ণভক্তিদাতাই গুরু ২।১৫।১১৩-১৭; কৃষ্ণভক্তি-রস ২।১৯।১৫২-১৬১; ২।২৩।২৫-২২; কৃষ্ণভক্তি-রসে ভক্ত স্থখী, কৃষ্ণ বণীভূত ২।২৩।২৬; ভক্তই কৃষ্ণভক্তি-রস আন্বাদন করিতে পারেন, অভক্ত পারেন না ২।২৩।৫১; কৃষ্ণভক্তিরসের ভেদ ২।১৯।১৫৮-৯, ২।২৩।২৫-২৬ (ভক্তিরস দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণ ভজন করিলে দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের ঋণে ঋণী হইতে হয় না ২।২২।৭৯।

কৃষ্ণ ভজনানুরূপ ফল দিয়া থাকেন ১।৪।১৮।

কৃষ্ণ-ভজনে জাতি-কুলাদির বিচার নাই ৩।৪।৬২-৬৪; সর্বদেশ-কাল-পাত্র-দশাতে কৃষ্ণভজনেয় ব্যাপ্তি ২।২৫।৯২-১০১।

কৃষ্ণ-মাধুর্য্য ১।৪।১২০; ১।৪।১২৫-২৬; ১।৪।১২৮-৩৫; ২।২০।১৪২-৫১; ২।২।৮৪-১২৩; ৩।১৪।৪০; অনন্তসিদ্ধি ২।২।৯৮; অসমোর্ক ২।২।৯৬; পরবোম-স্বরূপগণে, এমন কি নারায়ণেও এমন মাধুর্য্যের অভাব ২।২।৯৬-৯৭; কৃষ্ণমাধুর্য্য হইতেই অপর ভগবৎ-স্বরূপগণের মাধুর্য্য ২।২।৯৮; ২।২।১০১-২; গোপীপ্রেমে কৃষ্ণমাধুর্য্যের

বুদ্ধি এবং কৃষ্ণমাদুর্য্য দর্শনে গোপীপ্রেমের বুদ্ধি ১৪১২৩-২৪ ; ২২১১২২ ; কৃষ্ণমাদুর্য্য কৃষ্ণ-আদি নয়নারীকে চঞ্চল করে ১৪১২৮-২৯ ; অশ্বাদনের জন্ত বাহুদেবেরও লোভ জন্মে ২২০১৫০-৫১ ; কৃষ্ণমাদুর্য্য সর্বচিন্তাকর্ষক ২৮১১১০ ; ২৮১১১৭ ; ২৮১১৩০-৩৪ ; স্বচিন্তাকর্ষক ২৮১১১২ ; ২৮১১১৪ ; ২২১১৮৬-৭ ; বাহুদেবের চিন্তাকর্ষক ২২০১৫০-৫১ ; মথুরা-নাগরীগণের চিন্তাকর্ষক ২২১১২৩-১০৩ ; পরব্যোমস্থিত এবং কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের চিন্তাকর্ষক ২৮১১১৩ ; ২২১১৮৮ ; লক্ষ্মীগণের চিন্তাকর্ষক ১৫১২০০ ; ২৮১১১৩ ; ২৮১১০৫-১১০ ; ২৮১১৩০-৩৪ ; ২২১১৮৮ ; ২২১১২৭ ; পুরুষযোষিৎ এবং স্বাবর-জঙ্গমাদিরও চিন্তাকর্ষক ২৮১১১০ ।

কৃষ্ণ-রতি । সাধনভক্তির অগুষ্ঠানে রতির উদয় ২১২১৫১ ; প্রীতাকুর ২২২১২৩ ; প্রীতাকুরের অপর দুইটা নাম রতি ও ভাব ২২২১২৪ ; ইহার স্বরূপ-লক্ষণ হইল স্নানাদিনীর সার শুদ্ধসত্ত্ব এবং তত্শ লক্ষণ হইল এই যে, ইহা চিন্তের স্নিগ্ধতাসম্পাদক ২২৩০৪ ; ২২৩০২ ; শ্লোঃ ; ইহা দ্বারা ভগবান্ বশীভূত হয়েন ২২২১২৪ ; এবং কৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ হয় ২২২১২৫ ; ইহাতে চিন্তে কৃষ্ণরতির উদয় হয়, তাঁহাতে নয়টা লক্ষণ প্রকাশ পায় ২২৩১০-২০ ; ভক্তভেদে রতি পাঁচ রকমের ২২২১৫৭-৫৮ ; ২২৩০২৫ ; এই পাঁচ প্রকারের রতি হইল পাঁচ রকম কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ীভাব ২১২১৫৮-৫৯ ; ২২৩০২৬ ; কৃষ্ণরতি কিরূপে রসে পরিণত হয় ২১২১৫৪-৫৬ ; ২২৩০২৭-২ ; কৃষ্ণরতি দুই রকমের —কেবলা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ২১২১৬৫ ; কেবলা রতির নামান্তর শুদ্ধ প্রেম, শুদ্ধভাব, শুদ্ধভক্তি, গোবুলে কেবলা রতি ২১২১৬৬ ; কেবলা রতির আশ্রয় ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা জানেন না, ঐশ্বর্য্য দেখিলেও কৃষ্ণের সহিত নিজেদের সম্বন্ধই মানেন ২১২১৬৭ ; ২১২১৭২ ; ৩৭১২৭ ; শ্রীকৃষ্ণ কেবলা প্রীতিতে অত্যন্ত আনন্দ অশ্রুভব করেন এবং কেবলা রতির বশীভূত হয়েন ১৪১২০-২৩ ; ২৮১৬২ ; ৩৭১২৫-২৬ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন না, এই রতির বশীভূতও হয়েন না ১৪১১৬-১৭ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতি দ্বারকা-মথুরায় ২১২১৬৬ ; ঐশ্বর্য্য দেখিলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতির আশ্রয় ভক্তদের কৃষ্ণপ্রীতি সঙ্কোচিত হইয়া যায় ২১২১৬৮-৭১ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না ৩৭১২৩ ; ২৮১৩৫ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইতে পারে ১৩১১৫ ।

কৃষ্ণলীলা । দুই রকম—প্রকট ও অপ্রকট । প্রকটলীলাও নিত্য এবং প্রকটের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক খণ্ডলীলাও নিত্য ২২০১৩৫-১৭ ; জ্যোতিষ্কত্বের প্রমাণে প্রকট-লীলার নিত্যত্ব-খ্যাপন ২২০১৩২-২২ ; অপ্রকট গোলোকে নিত্য অপ্রকট-লীলা ১৩০৩ ; ২২০১৩৩১ ; কৃষ্ণের ইচ্ছাতে ব্রহ্মাণ্ডে লীলার প্রকটন ২২০১৩৩১ ।

কৃষ্ণলীলা-গৌরলীলা বর্ণনের অধিকারী ৩৫১১০০-১০৩ ; ৩৫১১২৩-২৫ ।

কৃষ্ণলোক । ত্রিবিধে স্থিতি—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল ১৫১১৩ ; ২২০১১৮৩ ; ২২১১৭৪ ; গোকুলের অপরাপর নাম—ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন ১৫১১৪ ; কৃষ্ণলোক সর্বগ, অনন্ত বিভু ১৫১১৫ ; কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ১৫১১৬ ; একই স্বরূপ, দুই কায় নাই ১৫১১৬ ; প্রাকৃত চক্ষুতে প্রপঞ্চের মত মনে হয় ; কিন্তু প্রেম-নেত্রে স্বরূপের দর্শন পাওয়া যায় ১৫১১৭-১৮ ; পরব্যোমের উপরে কৃষ্ণলোকের স্থিতি ১৫১১৩ ; ২২০১১৮২ ; ২২১১৬ ; কৃষ্ণলোকের তিনটা ধামের মধ্যে গোকুল বা গোলোকের স্থিতি সর্বোপরি ১৫১১৪ ; গোলোক শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরসদৃশ ২২১১৩৩ ; ইহা মধুরৈশ্বর্য্য-রূপাদি ভাণ্ডার, এই ধামেই রাসাদিলীলাসার ২২১১৩৪ ; গোলোকে পিতামাতা-বন্ধুবর্গের সহিত কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি ১৩০৩ ; ২২১১৩৩ ; ২২১১৭৪ ; হরিবংশে গোলোকের স্থিতি-সম্বন্ধীয় উক্তির বিচার ২২৩০৫৮ ।

কৃষ্ণ সমস্ত রসের বিষয় ও আশ্রয় ২৮১১১১ ।

কৃষ্ণ সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ ২২০১২৭-২৮ ; ২২২১২ ।

কৃষ্ণই সমস্তভক্ত ২২০১১৫ ; ২২০১২৭-২২১১২৫ ।

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়্যা অন্ধকার ; যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়্যা নাই ২২২১২১ ।

কৃষ্ণ স্বরূপ-বিগ্রহে কেবল বিভূজ ১৫১২৩ ; ২২১১৮৩ ; গোপবশ নটবর ২২১১৮৩ ; তথাপি কিন্তু সর্বগ, অনন্ত বিভু ১৫১১১ ; ১৫১৫১৫ ।

কৃষ্ণ স্বরূপে ও শক্তিরূপে অবস্থান করেন ২২২৫-৭।

কৃষ্ণাবতরণের প্রকার ১৩৭৩-৭৪ ; মূখ্য কারণ ১৪১১৪ ; আত্মবন্ধ কারণ ১৪১৬-৭ ; ভক্তের ইচ্ছায় অবতরণ ১৩৯০ ; অবতার-কালে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের তাঁহাতে মিলন ১৪১২-১১ ; অবতরণের সময় ১৩৪৮-৮।

কৃষ্ণে গালি দেওয়ার নিষিদ্ধ উচ্চারিত নামও মুক্তির কারণ হয় ৩৫১৪৬।

কৃষ্ণে সকল ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থান ১৪১২-১১ ; ১৫১১১-১৫ ; ২১১৪১।

কৃষ্ণের অংশবিভূতি আত্মান্তর্যামী, পরমাত্মা ১২১২-১৩ ; ২২০১৩৬।

কৃষ্ণের অজকাস্তি ব্রহ্ম ১২৮ ; ১২১১০ ; ২২০১৩৫।

কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ১৭১১৭-২০ ; ১১৭১২৯৬ ; ২৬১৫৪ ; ২২১৫৬।

কৃষ্ণের অনন্ত অবতার, অনন্ত স্বরূপ ২২০২১৬-২২০৩৩৫ ; অনন্ত প্রকাশে মূর্তিভেদ নাই ২২০১৪৪ ; এক বিগ্রহেই অনন্ত স্বরূপ ২২১৪১ ; ২২০১৩৭ ; ১২০১৪৪।

কৃষ্ণের অনন্ত দিব্য সঙ্গুণ ব্রহ্ম-শিবাদির, এমন কি কৃষ্ণেরও অনধিগম্য ২২১৮-১০।

কৃষ্ণের উপপত্তি-ভাব প্রকটলীলাতে ১৪১২৬।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যশিখিল প্রেমে বশ্যতা নাই ১৪১১৬।

কৃষ্ণের কিশোর বয়সই ধর্মী, বাল্যপৌরুষ তাহার ধর্ম ১৪১২২ ; ২২০২১৫ ; ২২০৩২২-১৩।

কৃষ্ণের কৃপা বাঁহার প্রতি হয়, গুরু-অন্তর্যামিরূপে তিনি তাঁহাকে শিক্ষা দেন ২২২১৩০।

কৃষ্ণের গুণ-মহিমা ২২৪১২২-৪৩ ; ২২৪১৪৫-৪৮ ; ২২৪১৮১-৮৫ ; ২২৪১৯৩ ; ২২৪১১০৮ ; ২২৪১১১৪ ; ২২৪১১৩১ ; ২২৪১১৩৫।

কৃষ্ণের গোলোকে নিত্য বিহার ১৩৩ ; ২২০১৩৩।

কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি প্রধান গুণ ২২৩৪৪৬ ; ২২৩২৪-৩৮ শ্লো।

কৃষ্ণের চৈতন্যরূপে অবতার ১৩২২-২৩ ; ১৪১১৮১ ; চৈতন্যরূপে অবতরণের হেতু ১১৩১১-২১ ; মূখ্য হেতু ব্রজলীলার তিনটি অপূর্ণ বাসনার পূরণ ১৪১২২-১৮০।

কৃষ্ণের ব্রজলীলার তিনটি অপূর্ণ বাসনা ১১১৬ শ্লো ; ১৪১২২-১৮০ ; বিচার ১৪১২০-২২১।

কৃষ্ণের তিন প্রধানশক্তি ২৮১১৬ ; ২২০১১০২-৩ ; কৃষ্ণের তিনটি প্রধান শক্তিই (অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি, বহিঃস্বা মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি) প্রেমভক্তি করে ২৬১৪৬ (“শক্তি” দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণের তদেকাত্মরূপ ২২০১৫২-২০৬ ; তদেকাত্মরূপের বিবিধ বিভেদ ২২০১৫৩-২০৬।

কৃষ্ণের ত্রিবিধ বিহার—ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ১২১৭ ; ২২৪২ ; ১২১৫৩।

কৃষ্ণের নরলীলাই সর্বোত্তম ২২১৮৩।

কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা-দেহ-স্বরূপ চিদানন্দ, প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ২১৭১২২-৩০।

কৃষ্ণের পূর্ণতা, পূর্ণভরতা, পূর্ণতমতা ২২০৩৩২-৩৩

কৃষ্ণের প্রকট বিহারের সময়—সওয়াশত বৎসর ২২০৩২৬।

কৃষ্ণের প্রকাশরূপ ২২০১৪০-৪৮ ; মূখ্য প্রকাশ ১১৩৫-৩৭ (প্রকাশ দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণের বিলাসরূপ ১১৩৬ ; ২২০১৫৬ ; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসরূপ ১২৪৬ ; ২২১৩১ ; (“বিলাস” দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণের বেগুধ্বনি ও ভুবনধ্বনি শ্রবণের জন্ত মহাপ্রভুর উৎকণ্ঠা ৩১৭১২৭।

কৃষ্ণের ব্রহ্মমোহন লীলার অচিন্ত্য ২২১১১-২১।

কৃষ্ণের মধুর রূপ ২২১৮৪-১২৩ ; আত্মচিন্তাকর্ষক ২২১৮৬-৮৭ ; সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের চিত্তাকর্ষক

২১২১৮৮; লক্ষ্মীগণের চিত্তাকর্ষক ২১২১৮৮; বায়দেবের চিত্তাকর্ষক ২১২০১৫০-৫১; মথুরা-নাগরীগণের চিত্তাকর্ষক ২১২১২৩-১০৩; স্বাবয়-জন্মমাদি চিত্তাকর্ষক ২১২১২০।

কৃষ্ণের মাধুর্য্য ৩১৫১১৩-২২; অঙ্গগন্ধের মাধুর্য্য ৩১৫১২০; ৩১২১৮৬-৯৩; অধরামৃতের মাধুর্য্য ৩১৫১২১; ৩১৬১০৩-৭; ৩১৬১১২-২৪; বচন-মাধুর্য্য ৩১৫১১৮; ৩১৭১৩৮-৪৫; স্পর্শ-মাধুর্য্য ৩১৫১১২; ৩১৫১৬৭; কৃষ্ণের মাধুর্য্য আশ্বাদনের উৎকর্ষায় বিধির নিন্দা ১১৪১১৩০-৩৩; ২১২১১০৩; ২১২১১১১-১৩।

কৃষ্ণের মূল-নারায়ণত্ব স্থাপন ১১২১২৩-৪৭।

কৃষ্ণের রূপ-রসাদি পঞ্চগুণের আকর্ষকত্ব-খ্যাপক মহাপ্রভুর প্রলাপ ৩১৫১১৩-২২।

কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ অবতার ২১২০১৩০-১৪।

কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না ৩৩২০০।

কৃষ্ণের স্মরণ-ভাগবত-সম্বন্ধে বিচার ১২১৫৩-৮৯।

কৃষ্ণের স্মরণরূপ ২১২০১৩৯; ২১২০১৪৮-৫১।

কৃষ্ণের স্মরণ বিচার ২১২০১৩১-৩৩৪।

কৃষ্ণের স্মরণে ষড়্‌বিধ বিলাস ১১২১৮০-৮১; এই ছয় রূপে অনন্ত বিভেদ ১১২১৮৩।

কেবল ব্রজোপাসক ২১২৪১৭৬-৭৭।

কেবল ও ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা রুতি ২১২১১৬৫-৭২; (কৃষ্ণ-রুতি দ্রষ্টব্য)।

কৈতব ১১১৫০; ২১২৪১৭০; কৈতব-প্রধান ১১১৫১; ২১২৪১৭১।

কৈশোরে কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি ২১২০১৩৮; কৈশোরের ধর্ম্ম বাল্য ও পৌগণ্ড ১১৪১২২; ২১২০১২৫; ২১২০১২২-১৩।

গ

গ

গ

গ

গন্ধাধর পণ্ডিতের প্রীতিজ্ঞা-কৃষ্ণ-দেবা-ত্যাগ-প্রসঙ্গ ২১৬১২২২-৪৫।

গন্তোদকশায়ী—পুরুষাবতার দ্রষ্টব্য।

গলৎকৃত্তী বায়দেবের উদ্ধার-কাহিনী ২১৭১১৩৩-৪৫।

গায়ত্রীর অর্থে শ্রীমদভাগবতের আরম্ভ ২১২৫১০২।

গুঞ্জামালা। পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে শ্রীপাদ সনাতনকর্তৃক প্রভুর জন্ম প্রেরিত ৩১৩৩৬৬; অপর এক গুঞ্জামালা শঙ্করাচার্য্য সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আনিয়া প্রভুকে দিয়াছিলেন ৩৬২৮৩; প্রভু স্মরণের কালে এই গুঞ্জামালা গলায় পরিতেন; তিন বৎসর ধারণের পরে গোবর্দ্ধন-শিলার সঙ্গে প্রভু এই গুঞ্জামালা রঘুনাথদাস গোস্বামীকে দান করেন ৩৬২৮৪-৮৭; গুঞ্জামালা পাইয়া রঘুনাথ মনে করিলেন, গুঞ্জামালা দিয়া প্রভু তাঁহাকে রাধিকা-চরণেই অর্পণ করিলেন ৩৬৩০১ (‘‘গোবর্দ্ধন-শিলা’’ দ্রষ্টব্য)।

গুণাবতার ১১১৩২; ১১১৩৪; ২১২০১২৪, ২১২০১২৫৭-৬৮।

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা ২১২১৬২-১৪৭; গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলায় অষ্টৈত-তনয় গোপালের মূর্ছা ২১২১১৪০-৪৬
গুণ্ডিচামার্জ্জনাশ্বে উত্থানে ভোজন-লীলা ২১২১১৫০-২০০।

গুরু-অন্তর্ধ্যামিরূপে কৃষ্ণ শিক্ষা দেন ২১২২১০; গুরু-আজ্ঞা বলবান্ ২১০১১৪১।

গুরু-তত্ত্ব। দীক্ষাগুরু-তত্ত্ব ১১১২৬-২৭; শিক্ষাগুরুতত্ত্ব ১১১২৮; শিক্ষাগুরু দ্বিবিধ—অন্তর্ধ্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ ১১১২৮; অন্তর্ধ্যামী চৈতন্যগুরু ১১১২২; মহাস্ত-শিক্ষাগুরু ১১১২২।

গুড় ভাগবত-সিদ্ধান্ত ২১২০৫৭-৬০।

গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্য সম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ ২১৫১১০৪-১১; ২১৬১৬৮-৭৪

গোকুল ও তাহার বিভিন্ন নাম ২।৫।১৪-১৮ ; গোলোক দ্রষ্টব্য।

গোপাল-দর্শন-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী ২।১৮।৪২-৪৭।

গোপীভক্ত। গোপীগণ শ্রীরাধার প্রকাশ ১।৪।৬৪ ; রাধার কায়বাহ ১।৪।৬৮, লীলার সহায়তার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার বহুরূপে প্রকাশ ১।৪।৬৯ ; রাধারূপ-প্রেমকল্প-লতার-পল্লব-পুষ্প-পাতা সদৃশ ২।৮।১৬৯ ; গোপীপ্রেম : অধিকৃতভাব ; বিশুদ্ধ নির্মল, কাম নহে ১।৪।১৩৯-৭৫, ২।৮।১৬৭-৭৬, ২।১৪।১৫৪-৫৫, ৩।৭।৩০-৩৪ ; ৩।২।৫৩ ; গোপীভাবের স্বভাব—অগ্নিত্র মন যায় না ১।১৭।২৭১-৮৪ (“সঙ্গীতক” দ্রষ্টব্য)।

গোপীদ্বারা লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ ২।২।১৪০।

গোপীনাথ-পট্টনায়কের উদ্ধার-কাহিনী ৩।২।১২-১৩৩, গোপীনাথ-পট্টনায়কের প্রতি প্রভুব উপদেশ ৩।২।১৩৪-৪২।

গোপীনাথার্চ্য কর্তৃক বাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে গোষ্ঠীয় ভক্তদেব পশিচয় দান ২।১১।৬৩-৮৫।

গোপীনাথের স্ত্রীর চরিত্র কাহিনী ২।৪।১১১-১৪১।

গোপীমান-সম্বন্ধে স্বরূপদামোদরের বিরূতি ২।১৪।১৩৮-৮৯।

গোবধ-প্রসঙ্গ। কাজীব সঙ্গে গোবধ-সম্বন্ধে প্রভুর আলোচনা ১।১৭।১৪৭-৫৬, কলিকালে গোবধ নিবিদ্ধ ১।১৭।১৫৭, গোবধেব শাস্তি ১।১৭।১৫৮-৫৯।

গোবর্দ্ধনপতি গোপালদেবের প্রাকটোব বিবরণ ২।৪।২২-১০৩, গোপালের আদেশে মাধবেন্দ্রপুরী কর্তৃক চন্দন আনয়ন এবং গোপালের আদেশে বেমুণায় গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লেপন ২।৪।১০৪ ৬৭।

গোবর্দ্ধন শিলা। পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে শ্রীকৃন্দাবন হইতে শ্রীপাদ মনাতনকর্তৃক ভেটবস্ত্ররূপে মহাপ্রভুর নিকটে প্রেরিত ৩।১৩।৬৬, অপব এক শিলাবিগ্রহ বন্দাবন হইতে শঙ্করাবণা দ্বন্দ্বতী কর্তৃক আনীত এবং মহাপ্রভুকে প্রদত্ত হইয়াছিলেন ৩।৬।২৮২-৮৩, এই শিলাকে প্রভু কৃষ্ণ-কলোব মনে কবিতেন, ক্ষুদ্রে নেশে ধারণ কবিতেন, নাসায় শিলার জ্ঞান লইতেন ৩।৬।২৮৫-৮৬, তিন বৎসব প্রভু এই শিলাব সেবা কবিয়া বগ্ননাথদাস গোপীনাথকে অর্পণ করেন ৩।৬।২৮৭, প্রভুর আদেশে “কৃষ্ণেব বিগ্রহ”-জ্ঞানে বগ্ননাথ এই শিলাব সাদিক পূজা কবিতেন ৩।৬।২৮৮-৯২, বগ্ননাথ মনে কবিলেন—শিলা দিয়া প্রভু তাঁহাকে গোবর্দ্ধনে সমর্পণ কবিলেন ৩।৬।৩০০-১ (“গুণমালা” দ্রষ্টব্য)।

গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা-কাহিনী ৩।১০।৮০-৯৬।

গোলোক। কৃষ্ণলোকান্তর্গত, দ্বারকা-মথুরার উপরে অবস্থিত ১।৫।১৩ ১৪, নামান্তর—গোকুল, ব্রজলোক, শ্বেতদ্বীপ, বন্দাবন ১।৫।১৪, গোলোক বন্দাবন ২।১২।১৩৬, গোবিনাথ গোকুল ২।২।৭৪, সর্বগ, অনন্ত, বিভূ ১।৫।১৫, ২।২।৩০০, প্রকটলীলা-কালে কৃষ্ণেব ইচ্ছা প্রকাশ ১।৫।১৬, ২।২।৩৩০, মায়াতীত ২।২।৪০০-৪১ ; ১।৫।১৭-১৮, শ্রীকৃষ্ণেব অন্তরূপ সদৃশ ২।২।১৩৩, গোলোকে সাদিকব বস্তুজ্ঞানন্দের নিত্য বিহাব ১।৩।৩ ; ২।২।৩৩১, ২।২।৩৩৩, গোলোক মণ্ডবৈশ্বর্গ্য-রূপাদি-ভাণ্ডার ২।২।৩৩৭, এই ধামেব পবিত্রবদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলাবতি ২।৮।১১৮-২০, ২।১২।১৬৬।

গৌণ ভক্তিরস। হস্তাভুতাদি ২।১২।১৬০-৬১।

গৌড়যাত্রায় প্রভুব সঙ্গী ২।১৬।১২৬-২৮।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নীলাচলে ভোজন-প্রসঙ্গ ২।১১।১৮২-৯৪।

গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল-যাত্রা, যাত্রার আয়োজন ২।১০।৭৩-৮৮, ৩।১২।৬-৩১, নীলাচলে আগমন ও প্রভুর সচ্চিত মিলন ২।১১।৫৯-১২৫ ; ৩।১২।৪০-৫২।

গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বোচাকীর্জন ২১১১২৭-২২১।

গৌর। বিভিন্ন নাম—গৌরকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র, গৌরধাম, গৌর ভগবান, গৌররায়, গৌরহরি, গৌরানন্দ, চৈতন্যকৃষ্ণ, প্রভু, বিশ্বম্ভর, মহাপ্রভু, শচীমুখ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য। ভক্ত। স্বয়ং ভগবান-ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ ১১২৪; ১২১৬; ১২১৮; ১২২১-২২; ১২১০২; ১৩২২; ১৪১৩৩; ১৪১৮১; ১১৭১২৬৮; একলে ঈশ্বর ১৫১২২; রাধাভাবস্বলিত কৃষ্ণ ১৪১৪৫; ১৪১৭৯; ১১৭১২৬৮-৭০; রাধাভাব-কান্তিমুক্ত কৃষ্ণ ২৮২০০; রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ ১৪১৪২-৫০; ১৪১৮৬-৮৭; রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ ২৮২২০-৪১; রসের সদন ১৪১৮৩; রস-আনন্দক ১৪১৮৩; ২৮২৩৯; সর্বাভার-লীলাকারী ১৫১১১৬; ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় কান্ত মনন ১১৭১২৭০; শ্রুতগোষ্ঠ-পরিমণ্ডল ১৩৩৩৩-৩৪; স্বয়ং ভগবানের গৌর-রূপের শাস্ত্রীয় প্রমাণ: শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ ১৩৩৬ শ্লো; ১৩১০ শ্লো; মহাভারত-প্রমাণ ১৩৩৮ শ্লো; উপপুরাণ-প্রমাণ ১৩১৫ শ্লো; ঐতি-প্রমাণ—ভূমিকার ২৮১ পৃষ্ঠায় (ঙ) অমুচ্ছেদে উদ্ধৃত মুণ্ডকোপনিষদের বাক্য। অবতরণের সূচনা। স্বাপন-লীলা অন্তর্ধানের পরে কৃষ্ণের বিচার; প্রেমভক্তিদান ও ভক্তের আদর্শ স্থাপনের এবং ভক্তভাব অঙ্গীকারের এবং স্বীয় পরিকরদের সহিত অবতরণের সঙ্কল্প ১৩১১-২১; কৃষ্ণাবতরণের উদ্দেশ্যে শ্রীঅষ্টৈতের আরাধনা ১৩১৬-৮৯; ১৪১২২৫; ১৬৩০; ১৬৩২; ১১৩৬৮-৬৯; ৩৩২১০-১৩; এবং শ্রীহরিনাম-ঠাকুরের নাম-সঙ্কীর্জন ৩৩২১০-১৩; এই দুইজনের ভক্তিতে অবতীর্ণ ৩৩২১৩; ভক্তের ইচ্ছায় অবতরণ ১৩৩৮২-৯৩; অবতারের কারণ। ব্রজলীলার (রাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্যই বা কিরূপ, সেই মাধুর্য্য আনন্দন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহাই বা কিরূপ ১১১১৬ শ্লো, এই) তিনটি অপূর্ণ বাসনার পূরণ ১৪১২০-২২৩; আমুগ্ন বা বহিরঙ্গ কারণ—নাম-প্রেম বিতরণ ১১১৪ শ্লো, ১৩৩১; ১৪১৪-৫; ১৪১৮২। অবতরণের প্রকার: প্রথমে স্বীয় নিত্যপরিকরভুক্ত গুরুবর্গের অবতারণ ১৩১৩-৭৫; ১১৩৫১-৬০; অবতরণের সূচনায় জ্যোতির্ময়-ধামরূপে পিতা-মাতারূপ নিত্য-পরিকর শচী-জগন্নাথের হৃদয়ে আবির্ভাব ১১৩৮৪-৮৫; হরিনাম জমাইয়া নিজের জন্ম-লীলা প্রকটন ১১৩১৮-১২; ১১৩২১-২৩। অবতরণের সময়: কলির প্রথম সন্ধ্যা ১৩২২; চৌদ্দশত ছয় শকের মাঘমাসে শচী-জগন্নাথের দেহে গৌরকৃষ্ণের প্রকাশ ১১৩১৭৭; চৌদ্দশত সাত শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যা সময় জন্মলীলার প্রকটন ১১৩১৮; ১১৩১৮; ১১৩১৮২-২৩; ১১৩১২ শ্লো। **লীলা: বাল্যলীলার** বর্ণনা ১১৪ পরিচ্ছেদে; বাল্য-লীলার জ্ঞানযোগ-কথন ১১৪১২৪-২৬; অতিথি-বিপ্রের অন্নভোজন ১১৪১৩৪; চোর কর্তৃক অগৃহস্থানে নীত ১১৪১৩৫; হিরণ্য-জগদীশের বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ ১১৪১৩৬; প্রতিবেশীর গৃহে চৌর্য্যলীলা ১১৪১৩৭-৩৯; মাতার ওলাহনে ক্রোধ-বশত: স্বীয় গৃহের জিনিসের অপচয় ১১৪১৩৮-৪১ মূহুহুস্তে মাতার তাড়ন, মাতার মূর্ছা, মাতার সুস্থতাসম্পাদনের জন্ত নারীগণের আদেশে নারিকেল আনয়ন ১১৪১৪২-৪৪; গঙ্গাঘাটে কণ্ঠাগণের সহিত কোন্দল ১১৪১৪৫-৫৮; গঙ্গাঘাটে লক্ষ্মীদেবীর সহিত লীলা ১১৪১৫২-৬৫; উচ্ছিষ্ট তাক্ত হাড়ীর উপর উপবেশন ও মাতার প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ১১৪১৬৮-৭১; শূণ্যপদে নৃপুরুষানি ১১৪১৭২-৭৫; অদৃশ্যে দেবগণকর্তৃক স্তুতি ১১৪১৭৬-৭৭; স্বপ্নে প্রভু সখ্যে জগন্নাথ মিশ্রের তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ১১৪১৭৯-৮৮; হাতে খড়ি ১১৪১৯০। **পৌগণ্ডলীলার** বর্ণনা ১১৫ পরিচ্ছেদে; মুখ্য লীলা—অধ্যয়ন ১১৫১২-৫; একাদশীব্রত-পালনের নিমিত্ত মাতার প্রতি উপদেশ ১১৫১৬-৮; বিশ্বরূপের সম্মানে পিতামাতার দুঃখে সাঙ্ঘানাদান ১১৫১২-১৩; নৈবেদ্য-তাম্বুল ভোজনে অচেতন অবস্থা, অচেতন-অবস্থায় বিশ্বরূপকর্তৃক সম্মান গ্রহণের উপদেশ, প্রভুর অসীকৃতি জানাইয়া পিতামাতার সাঙ্ঘনা ১১৫১১৪-২০; জগন্নাথমিশ্রের অন্তর্দানে লৌকিক রীতিতে পিতৃক্রিয়া ১১৫১২১-২২; লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ ১১৫১২৩-২৮। **কৈশোর-লীলা:** বর্ণনা ১১৬ পরিচ্ছেদে; অধ্যাপনের আরম্ভ ১১৬১২-৫; বঙ্গদেশে (পূর্ববঙ্গে) গমন ১১৬১৬; বঙ্গদেশে নাম-সঙ্কীর্জন প্রচার এবং অধ্যাপন ১১৬১৬-৭; তপন মিশ্রের নিকটে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব-প্রকাশ এবং তাঁহার প্রতি নাম-সঙ্কীর্জনের উপদেশ ১১৬১৮-১৩; তপন মিশ্রের প্রতি বারাগনী-গমনের আদেশ ১১৬১১৪-১৬; বঙ্গের লোকের হিত-সাধন ১১৬১১৭; নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর তিরোধান ১১৬১১৮-১৯; প্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন ও শচীমাতাকে সাঙ্ঘানাদান ১১৬১২০-২১; পুনরায় অধ্যাপনার

এবং স্মিত্তোক্ত-প্রকাশ ১১৬২২; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিবাহ ১১৬২৩; দিগ্বিজয়ীজয় ১১৬২৩-১০৩; যৌবন লীলা : বর্ণনা ১১৭ পরিচ্ছেদে; অধ্যাপন ও- বিদ্যোক্ত-প্রকাশ ১১৭১৪; বাহু-ব্যাক্ষিঙ্কলে প্রেম-প্রকাশ এবং ভক্তগণের সহিত বিবিধ বিলাস ১১৭১৫; গয়াতে গমন ১১৭১৬; গয়াতে দৈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা এবং প্রেম-প্রকাশ ১১৭১৬-৭, দেশে প্রত্যাবর্তন ও প্রেম-বিলাস ১১৭১৭; শচীমাতাকে প্রেমদান ১১৭১৮, অষ্টভৈরব সহিত মিলন ও অষ্টভৈরব নিকটে বিষ্ণুরূপ প্রকাশ ১১৭১৮; শ্রীবাল-কর্তৃক প্রভুর অভিষেক এবং প্রভুকর্তৃক ঐশ্বর্য প্রকাশ ১১৭১৯, নিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং নিত্যানন্দের নিকট বডভুক্তরূপ প্রকাশ ১১৭১১০-১৩, নিত্যানন্দাবশেষে মূলধারণ ১১৭১১৪, শচীর রামকৃষ্ণ দর্শন এবং জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার ১১৭১১৫; সপ্তগ্রহরিয়্যা ভাবাবেশ ১১৭১১৬, মুরারি-গৃহে বরাহ-ভাবের আবেশ ১১৭১১৭; শুক্লাবশের তত্ত্ব-ভক্ষণ ১১৭১১৮, হরেনাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ এবং হরি-নাম-গ্রহণের রীতিনীতি উপদেশ ১১৭১১৮-২২; শ্রীবাসের গৃহে একবৎসর রাজিতে কীর্তন ১১৭১৩০-৩২, গোপালের কুরুষ, তাহার ফলে কৃষ্টব্যাদি, প্রভুর নিকটে উদ্ধার প্রার্থনা, প্রভুর ক্রোধ ১১৭১৩২-৫০, সন্ন্যাসের পূর্বে গোপাল-চাপালের প্রতি কৃপা ১১৭১৫১-৫৫; প্রভুর ব্রহ্মশাপ অঙ্গীকার ১১৭১৫৬-৬০, মুকুন্দ-দত্তের প্রতি দণ্ডপ্রসাদ ১১৭১৬১, অষ্টভৈরব আচার্য্যের আবজান ১১৭১৬২-৬৪; মুরারিগুপ্তের ললাটে রামদাস-নাম লিখন ১১৭১৬৫, শ্রীধরের লৌহপাত্রে জলপান ১১৭১৬৬, ভক্তবৃন্দের প্রতি ইষ্টবর দান ১১৭১৬৬, হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি প্রসাদ ১১৭১৬৭, অষ্টভৈরবদেবদেব শচীমাতার অপরাধ-খণ্ডন-লীলা ১১৭১৬৭, ভক্তগণের নিকটে নাম-মহিমা-খ্যাপন-সময়ে জর্নৈক পড়ুয়াকর্তৃক নামে অর্থবাদের কথা শুনিয়া সচলে গঙ্গাস্নান এবং ভক্তির মহিমা খ্যাপন ১১৭১৬৮-৭২, আশ্র-মহোৎসব ১১৭১৭৩-৮২, কীর্তনকালে মেঘ-নিবারণ ১১৭১৮৩; নৃসিংহের আবেশ ১১৭১৮৪-৯২, মহেশ্বরের আবেশ ১১৭১৯৩-৯৪, ভিক্ষুককে প্রেমদান ১১৭১৯৫-৯৬, সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর মুখে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ ১১৭১৯৭-১০৮, বলদেব-আবেশ ও যমুনাকর্ষণ-লীলা ১১৭১১০৯-১১৪, নবদ্বীপে ঘরে ঘরে নামকীর্তন প্রবর্তন ১১৭১১১৫-১৭, যবন কাজীর উৎপীড়নে লোক ভয় পাইলে অভয়দানপূর্বক পুনরায় ঘরে ঘরে কীর্তনের আদেশ ১১৭১১১৮-২৫, নগর-কীর্তন ও যবন কাজীর প্রতি প্রসাদ ১১৭১১২৬-২১৯, শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে জ্ঞানের কথা প্রকাশ ১১৭১২২০-২২, ভক্তদিগকে বরদান ১১৭১২২৩, নারায়ণীকে উচ্ছিষ্টদান ১১৭১২২৩; শ্রীবাসের যবন-দরজীর প্রতি কৃপা ১১৭১২২৪-২৫, শ্রীবাসের নিকটে আবেশে বংশী-ঘাচঞা এবং শ্রীবাসকর্তৃক বৃন্দাবন-লীলা বর্ণন ১১৭১২২৬-৩৩, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ ১১৭১২৩৪-৩৫, ভক্তদিগকে প্রেমভক্তিদান ১১৭১২৩৫, এক ব্রাহ্মণী প্রভুর চরণ-স্পর্শ করিলে প্রভুর গঙ্গাতে পতন ১১৭১২৩৬-৩৯; গোপীভাবে “গোপী গোপী” নাম গ্রহণ, শুনিয়া এক পড়ুয়া কৃষ্ণনাম জপের উপদেশ দেওয়ায় তাহার প্রতি ক্রোধাদি ১১৭১২৪০-৫১, পটুয়া-নিদ্দকাদির উদ্ধারের উপায়-চিন্তন এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প ১১৭১২৫২-৬০, কেশব-ভারতীর নবদ্বীপে আগমন এবং প্রভুকর্তৃক তাঁহার নিমন্ত্রণ ১১৭১২৬১-৬৩, ভারতীর নিকটে প্রভুর সংসার-মোচন প্রার্থনা এবং ভারতীর আশ্বাস দান ১১৭১১৬২-৬৪, কাটোয়াতে ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণ ১১৭১২৬৫, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং মুকুন্দ দত্তকর্তৃক সন্ন্যাসের অমুখ্যিক কার্য্য নির্বাহ ১১৭১২৬৬, মধ্যলীলা : সন্ন্যাসান্তে বৃন্দাবন-গমনের আবেশে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং মুকুন্দ দত্তের সহিত রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ, নিত্যানন্দের কৌশলে গঙ্গাতীরে আগমন ২১৩৩-২৪, যমুনা-জ্ঞানে গঙ্গা স্নান ২১৩২৪-২৬, অষ্টভৈরব আচার্য্যের দর্শনে আবেশ ভঙ্গ, আচার্য্যের গৃহে গমন ও ভিক্ষা, ভিক্ষান্তে আচার্য্যকর্তৃক প্রভুর সেবা ২১৩২৭-১০৪, শাস্তিপুরবাসীদিগকে দর্শন দান ২১৩১০৫-৮; সন্ধ্যাতে আচার্য্যগৃহ-কীর্তন-বিলাস ২১৩১০৯-৩২, পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত শচীমাতার শাস্তি-ঘরে আগমন, প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ২১৩১৩৪-৪৬, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর মিলন ২১৩১৪৮-৫৭; ভক্তদের সহিত রাজিতে কীর্তন-বিলাস ২১৩১৫৮-৬৪; নীলাচলে বাসের জন্ত শচীমাতার আদেশ ২১৩১৭০-৮৪; ভক্তগণের প্রতি কৃষ্ণভক্তনের উপদেশ ২১৩১৮৭; ২১৩২০৪; নীলাচল-গমনের উদ্দেশ্যে ভক্তগণের বিদায়-দান ২১৩১৮৬-৮৯; হরিদাস ঠাকুরের আর্জি এবং তাঁহাকে নীলাচলে নেওয়ার আশ্বাস দান ২১৩১৯০-৯৪; অষ্টভৈরব আচার্য্যের আশ্রমে সেই দিন

নীলাচল যাত্রা স্থগিত, কয়েক দিন আচার্য্যগৃহে অবস্থান ২৩।১২৫-২০২; দশদিন অবস্থানের পরে (২৩।১৩৩) নীলাচল গমনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্তদের উপদেশ দিয়া ভক্তবৃন্দকে পুনরায় বিদায় দান ২৩।২০৩-৮; নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত ও মুন্স দত্তের সঙ্গে নীলাচল যাত্রা ২৩।২০৬-১২; গঙ্গাতীর-পথে ছত্রভোগে আগমন ২৩।২১৩; গমন-পথে প্রভুকর্তৃক গ্রামে অন্ন ভিক্ষা ২৩।১০; পথিমধ্যে দানীদের প্রতি রূপা ২৩।১১; রেমুণাতে আগমন এবং ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ ও মাধবের পুরীর বিবরণ কখন ২৩।১১-২০১; রেমুণা ত্যাগ ২৩।২০৬; যাজপুরে আগমন ২৩।১২; কটকে আগমন ২৩।১৪; নিত্যানন্দের গৃহে সাক্ষীগোপাল-বিবরণ শ্রবণ ২৩।৮-১৩২; ভুবনেশ্বরে আগমন ২৩।১৩৩; কমলপুরে আগমন এবং ভার্গবী নদীতে স্নান ২৩।১৪০; কপোতেশ্বর শিব দর্শন ২৩।১৪১; নিত্যানন্দ প্রভুকর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ ২৩।১৪১-৪২; প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে আঠার নালায় আগমন ২৩।১৪৩-৪৬; আঠার নালায় দণ্ডাহুসন্ধান, নিত্যানন্দ প্রদত্ত কৈকিয়ত ২৩।১৪৭-৫০; দণ্ডভঙ্গে প্রভুর হুংখ, সঙ্গীদের ত্যাগ করিয়া একাকী গমন ২৩।১৫১-৫৫; জগন্নাথ-মন্দিরে একাকী আগমন এবং জগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবেশে মূচ্ছা, পড়িছাদের নির্ধ্যাতন হইতে সার্কভৌমকর্তৃক রক্ষা ২৩।২-৬; মুচ্ছিত প্রভুকে লোকদ্বারা বহন করাইয়া সার্কভৌমকর্তৃক স্বগৃহে আনয়ন ২৩।৬-৭; প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সার্কভৌমের চিন্তা এবং বিচার ২৩।৮-১২; সার্কভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে নিত্যানন্দাদির সার্কভৌম গৃহে আগমন এবং প্রভুর অবস্থাদর্শনে হুংখ-হর্ষ ২৩।১৩-৩১; বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহুস্ফুটি, সমুদ্রস্নান, সার্কভৌম গৃহে ভিক্ষা ২৩।৩৬-৪৫; সার্কভৌমের সহিত মিলন ২৩।৪৬-৬২; প্রভুর বাসা নির্ণয় ২৩।৬৪-৬৫; সার্কভৌমের মূখে বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণ ২৩।১১০-২১; মায়াবাদ ভাষ্যের বিচার ও দোষ প্রদর্শন ২৩।১২২-৬৭; আশ্বারাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ২৩।১৬৮-৭২; সার্কভৌমের উদ্ধার ২৩।১৮০-২৪; সার্কভৌমকে মহাপ্রসাদ দান, সার্কভৌমকর্তৃক তৎক্ষণাৎ মহাপ্রসাদ ভোজন; দেখিয়া প্রভুর আনন্দ ২৩।১২৬-২১২; সার্কভৌমের প্রার্থনায় ভক্তি-সাধন-শ্রেষ্ঠের উপদেশ ২৩।২১৬-২৩; সার্কভৌমকর্তৃক রচিত প্রভুর মাহাত্ম্যাবলম্বক শ্লোকদ্বয় সম্বলিত তাল পত্রের নষ্টকরণ ২৩।২২৬-২২; সার্কভৌমকর্তৃক ভাগবত-শ্লোকের পাঠ পরিবর্তন সঙ্কল্প বিচার ২৩।২৩৩-৪২; নীলাচল হইতে দক্ষিণ যাত্রার উত্তোগ ২৩।২-৫৫; দক্ষিণ যাত্রা ২৩।৫৬; সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ ২৩।৩৩-৪০; গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলনের জন্ত সার্কভৌমের প্রার্থনা ২৩।৬০-৬৭; আলাল নাথে আগমন ২৩।৭৪; আলালনাথ-বাসীদিগকে প্রেম দান ২৩।৭৫-৮৭; আলালনাথ ত্যাগ ২৩।৮২-২৩; পথে লোকদিগকে প্রেমদান, কৃষ্ণনামোপদেশ, পরস্পরাক্রমে সকলকে বৈষ্ণব করণ ২৩।৯৪-১০৬; কৃষ্ণস্থানে আগমন এবং দর্শনদানে সকলকে বৈষ্ণব করণ ২৩।১১১-১৭; কৃষ্ণ নামক বিপ্রেয় প্রতি রূপা ২৩।১১৮-২৬; কৃষ্ণস্থান ত্যাগ ২৩।১৩১; আবির্ভাবে গলিত কুণ্ডী বাহুদেবের প্রতি রূপা ২৩।১৩৩-৪৬; জিয়ড়-নুসিংহ-ক্ষেত্রে আগমন ২৩।২-৬; জিয়ড় নুসিংহ হইতে গোদাবরীতীরে আগমন, গোদাবরী দর্শনে যমুনা-স্মৃতি, প্রেমাবেশে গোদাবরীতীরস্থ বনে নৃত্যগীত, গোদাবরীতে স্নানান্তে তীরে বসিয়া নাম কীর্তন ২৩।৮-১১; রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ২৩।১২-৫০; বিজানগরের এক বৈদিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান ২৩।৪৫-৬; ২৩।৫১; সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণের গৃহে রামানন্দের সহিত মিলন ও সাধ্যসাধন তত্ত্বের আলোচনা ২৩।৫২-১৮৬; রায়ের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী ২৩।১৮২-২১২; নীলাচলে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে একত্রে থাকার জন্ত প্রভুর ইচ্ছা প্রকাশ ২৩।১২২-২৫; রামানন্দ রায়ের সংশয় ভঞ্জন এবং তাঁহারে নিকটে স্থায়ী স্বরূপ প্রকাশ ২৩।২২০-৪২; রাজকার্য্য ছাড়িয়া নীলাচলে যাওয়ার জন্ত রামানন্দের প্রতি আদেশ ২৩।২৪৭-৪৯; বিজানগর ত্যাগ ২৩।২৫১; দক্ষিণ দেশে নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং লোকসকলকে প্রেম দান ২৩।২-২২০; সিজিবটে রামজগী বিপ্রেয় মূখে কৃষ্ণনাম প্রকাশ ২৩।১৫-৩১; বৃদ্ধকালীতে অসংখ্য লোককে বৈষ্ণব করণ ২৩।৩২-৩৯; বৌদ্ধাচার্য্যগণের গর্ব্বখণ্ডন, এবং প্রভুর মত গ্রহণ ২৩।৪০-৫৭; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীবৈষ্ণব বেকটভট্টের সহিত মিলন, তাঁহার গৃহে চাতুর্মাস্তকাল অবস্থান, বেকট ভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ ২৩।৭৩-১৪৮; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গীতাধ্যায়ী বিপ্রেয় প্রতি রূপা ২৩।৮৭-১০১; ঋষভ-পর্ব্বতে পরমানন্দপুরীর সহিত মিলন ২৩।১৫১-৫৯; শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশী শিব-দুর্গায় সহিত মিলন ২৩।১৫২-৬২; দক্ষিণ মথুরায় রামদাস বিপ্রেয় সহিত

মিলন, সীতাহরণ-সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী ২১০১৬৩-৮২; রামেশ্বরে কুর্শপুরাণ-শ্রবণ, রাবণকর্তৃক সীতাহরণ-বিবরণ অবগতি, নতুন পত্র লিখাইয়া কুর্শ-পুরাণের পুরাতন পত্র আনিয়া দক্ষিণ মথুরায় পুনরাগমন এবং রামদাস বিগ্রের হস্তে অর্পণ ২১০১৮৫-২০১; ভট্টমারী হইতে স্বীয় সঙ্গী কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ২১০২০২-১৬; পরষিনীতীরে আদিকেশব-মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতা-প্রাপ্তি ২১০২১৭-২৪; মাধ্বাচার্য্যস্থানে উড়ুপকৃষ্ণ দর্শন এবং তত্ত্ববাদী আচার্য্যদের সঙ্গে বিচার ২১০২২৮-৫১; পাণ্ডুপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত মিলন, বিশ্বরূপের দিক্খি-প্রাপ্তির কথা অবগতি ২১০২৫৭-৭৪; কৃষ্ণবেধাতীরে কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্তি ২১০২৭৬-৮১; দণ্ডকারণে স্বয়মুখ পর্বতে সপ্ততাল বিমোচন ২১০২৮৩-৮৫; বিজ্ঞানগরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন, রায়ের নিকটে তীর্থযাত্রা-কথা-প্রকাশ, পাচ-সাত দিন পর্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী, রামানন্দকর্তৃক নীলাচলে প্রভুর চরণে বাসের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ-প্রাপ্তির কথা প্রকাশ ২১০২৯০-৩০৭; বিজ্ঞানগর হইতে আলালনাথে আগমন, সংবাদ-জানাইবার জন্য কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ ২১০৩০৭-১০; নিত্যানন্দাদির আলালনাথে আগমন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর নীলাচলে গমন ২১০৩১১-৩০; কাশীমিশ্রের প্রতি কৃপা, চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ ২১০৩৩০-৩১, কাশীমিশ্রের গৃহে বাসা অঙ্গীকার ২১০৩২২-৩৫; পুরুষোত্তমবাসী ভক্তদের সহিত মিলন ২১০৩৩৬-৬০; কালা কৃষ্ণদাসের ভট্টমারী গৃহে গমন-ব্যাপারের প্রকাশ ২১০৩৬০-৬৪; পরমানন্দপুরী (২১০৩৮২-২৮), স্বরূপদামোদর (২১০৩১০০-২৬), গোবিন্দ (২১০৩১২৮-৪৫), ব্রহ্মানন্দভারতী (২১০৩১৪৬-৭৬), রামভট্টাচার্য্য ও ভগবান্ আচার্য্য (২১০৩১৭৭), কাশীধর গোসাঞি (২১০৩১৭৮-৭৯) প্রভৃতি ভক্তের নীলাচলে আগমন ও প্রভুর নিকটে অবস্থান ২১০৩১৮০-৮১; সার্কর্ভৌমকর্তৃক রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দানের প্রস্তাব, প্রভুকর্তৃক প্রত্যাখ্যান ২১০৩১২-১০, নীলাচলে রায়রামানন্দের সহিত মিলন, রামানন্দকর্তৃক কোশলে প্রতাপরুদ্রের আন্তর্জ্ঞাপন ২১০৩১১-৩১; জগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন, অনবসরে আলালনাথে গমন, গোড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমন-বার্তা-শ্রবণে প্রত্যাবর্তন ২১০৩১৫১-৫৪; গোড়ীয়-ভক্তদের সহিত মিলন ২১০৩১১১-২৫; হরিদাসের সহিত মিলন ২১০৩১৭০-৮০; গোড়ীয় বৈষ্ণবদের ভোজন-লীলা ২১০৩১৮২-২৪; জগন্নাথ-মন্দিরে বেঢ়াকীর্তন ২১০৩১২৭-২২১; কীর্তন-কালে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২১০৩১২২-১৬; নিত্যানন্দের মুখে প্রতাপরুদ্রের উৎকর্ষা-প্রকাশ, রাজার সহিত মিলনে প্রভুর অসম্মতি, বহির্কাস দান ২১০৩১৫-৩৪; রামানন্দকর্তৃক প্রতাপরুদ্রের মিলনোৎকর্ষা-জ্ঞাপন, মিলনবিষয়ে প্রভুর অনিচ্ছা, রাজপুত্রের সহিত মিলনের ইচ্ছা জ্ঞাপন ২১০৩১৪০-৫৩; রামানন্দকর্তৃক প্রভুর সহিত রাজপুত্রের মিলন-সংঘটন ২১০৩১৪৪-৬৫, গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা ২১০৩১৬২-১৪৭; গুণ্ডিচামার্জ্জনাতে জলকেলি ও উপবনে প্রসাদ ভোজন ২১০৩১৪৮-২০০; জগন্নাথের নেত্রোৎসব-দর্শন ২১০৩২০১-১৬; রথযাত্রাদর্শনে গমন, জগন্নাথের রথে আগমন-লীলা দর্শন ২১০৩৩০-১৩; প্রতাপরুদ্রের হীনসেবা দর্শনে আনন্দ ২১০৩১৪-১৭; রথের অগ্রভাগে সাত সম্প্রদায়ের কীর্তন ২১০৩২৮-৬৮; উক্ত কীর্তনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২১০৩১৫১-৬১; প্রভুর নিজের কীর্তন ২১০৩৬২, এবং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২১০৩৬৩-৬৭, জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন-কালে সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া প্রভুর নিজের নৃত্য, জগন্নাথের স্তুতি ২১০৩৭১-১০৬, স্বরূপের গানে প্রভুর নৃত্য ২১০৩১০৭-১৫; কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীধার ভাবের আবেশে প্রভুর প্রলাপ-লীলা ২১০৩১১৫-৭১, নৃত্যাবেশে প্রতাপরুদ্রের অগ্রে ভূমিতে পতনোত্তত, রাজার স্পর্শে আশ্চর্য্যকার, প্রতাপরুদ্রের ভয়, সার্কর্ভৌমকর্তৃক অভয় দান ২১০৩১৭২-৮০; মাথায় রথ-ঠেলা ২১০৩১৮১-৮২; বলগণ্ডি-স্থানে রথ আসিলে গণসহ প্রভুর উত্থানে গমন ও বিশ্রাম ২১০৩১৯৩-৯৬, উত্থানে বৈষ্ণব-বেশী প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা ২১০৩১৩-২০; উত্থানে ভক্তগণের সহিত প্রসাদ ভোজন ২১০৩২১-৪৪; কাক্সালদিগকে প্রসাদ দান ২১০৩৪১-৪৪; বলগণ্ডি-স্থান হইতে গুণ্ডিচাতে রথের আনয়ন ২১০৩৪৫-৫৬, গুণ্ডিচা-মন্দিরের অঙ্গনে নৃত্যকীর্তন ২১০৩৬১-৭২; ২১০৩৯৩-৯৯; আইটোটাতে বিশ্রাম ২১০৩৬৩; ইন্দ্রদ্রোণ-সরোবরে জলকেলি ও শেখশায়ী-লীলা প্রকটন ২১০৩৭৩-৮২; নরেন্দ্র জলকেলি ২১০৩১০০; হোরাপঞ্চমী-লীলা দর্শন এবং স্বরূপের মুখে গোপীমানের কথা শ্রবণ ২১০৩১১৪-৮২; স্বরূপ ও শ্রীবাসের প্রেমকোন্দল আনন্দান ২১০৩১২০-২১৭; কুলীনগ্রামীদের প্রতি পট্টভোরী-সেবার আদেশ ২১০৩২৩১-৩৮; মহাপ্রভু ও অষ্টৈতপ্রভুর পরস্পরের পূজা ২১০৩১৬-১১; অষ্টৈত-গৃহে প্রভুর নিবসন

২১৫১১১-১২; অজ্ঞাত ভক্তগণকর্তৃক নিমন্ত্রণ ২১৫১১৩-১৬; কৃষ্ণজয়যাত্রায় প্রভুর গোপবেশ ও গোপলীলা ২১৫১১৭-৩২; বিজয়াদিশমীতে লক্ষা-বিজয় লীলা ২১৫১৩৩-৩৬; নিত্যানন্দের সহিত নিভৃতে যুক্তি ২১৫১৩৮-৩৯; গুণকীর্তন-পূর্বক গোড়ীয় ভক্তদের বিদায় ২১৫১৪০-১৮০; গোড়ীয় ভক্তদের বিদায়-প্রসঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিয়া শুণ্ডিচা দর্শনের আদেশ ২১৫১৪০-৪১; অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের প্রতি আচণ্ডালাদিকে অনর্গল প্রেমভক্তি দানের আদেশ ২১৫১৪২-৪৫; মধ্যে মধ্যে অলঙ্কিতে নিত্যানন্দের নৃত্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ ২১৫১৪৫; শ্রীবাসের গৃহে কীর্তনে নৃত্যের প্রতিশ্রুতি এবং শ্রীবাসের সঙ্গে মাতার জন্ত বস্ত্র প্রেরণ, মাতার চরণে দণ্ডবতাদি জ্ঞাপন, মাতৃগৃহে নিত্য ভোজনের বিবরণ ২১৫১৪৬-৬৮; রাঘব-পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবায় শ্রীতির মহিমা-খ্যাপন ২১৫১৬২-২৩; বাহুদেব দত্তের বৈষয়িক ব্যাপার সমাধানের জন্ত এবং গোড়ীয় ভক্তদের পালন করিয়া প্রতিবর্ষে শুণ্ডিচা দর্শনের জন্ত আনয়ন করিবার নিমিত্ত শিবানন্দসেনের প্রতি আদেশ ২১৫১২৪-২৮; কুলীনগ্রামীদের প্রতি শ্রীতির কথা ২১৫১২২-১০২; কুলীনগ্রামী রামানন্দ ও সত্যরাজ খানের প্রসঙ্গে গৃহস্থ বিষয়ীর ভজন বিয়য়ে উপদেশ এবং তৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবের সাধারণ লক্ষণ এবং নাম-মহিমা প্রকাশ ২১৫১১৩৩-১১১; খণ্ডবাসী ভক্তদের গুণকীর্তন ২১৫১১১২-৩২; সার্কভৌম ও বিত্তাবাচম্পতির কর্তব্য-নির্দেশ ২১৫১১৩৩-৩৬; মুরারি গুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠা-খ্যাপন ২১৫১১৩৭-৫৭৭; বাহুদেব দত্তের গুণ, সমস্ত জীবের পাপ লইয়া, নরক ভোগ করিয়াও সকলের উদ্ধার-প্রার্থনা-খ্যাপন ২১৫১১৫৮-৭৮; গোড়ীয় ভক্তদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে যমেশ্বর-টোটাতে গদাধর-পণ্ডিতের বাসস্থান-নির্ধারণ ২১৫১১৮১; সার্কভৌমগৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ, ভোজনবিলাস, অমোঘের উদ্ধার ২১৫১১৮৪-২২০; বর্ষান্তরে নীলাচলে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন ২১৬১১১-৪৬; পূর্ববৎ ভক্তদের সঙ্গে শুণ্ডিচার্জুন, রথাগ্রে নৃত্য-কীর্তনাদি এবং হোরা পঞ্চমী লীলা দর্শন ২১৬১৪৭-৫৩; আচার্য্য গোসাঞি ও শ্রীবাস পণ্ডিতাদির নিমন্ত্রণ ২১৬১৫৪-৫৭; চাতুর্মাস্ত্র অস্ত্রে নিত্যানন্দের সঙ্গে পুনরায় নিভৃতে যুক্তি, অদ্বৈতচার্য্যের তর্জায় প্রার্থনা ও তাহার অঙ্গীকার ২১৬১৫৮-৬১; প্রতি বর্ষে নীলাচলে না আসার জন্ত এবং গোড়ে থাকিয়া ভক্তি প্রচারের জন্ত নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ ২১৬১৬২-৬৭; কুলীনগ্রামীদের প্রসঙ্গে পুনরায় গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্য, প্রসঙ্গ ক্রমে বৈষ্ণবত্ব ও বৈষ্ণবত্বের লক্ষণ প্রকাশ ২১৬১৬৮-৭৪; গোড়ীয় ভক্তগণের বিদায় ২১৬১৭৫; গোড় হইয়া প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার যুক্তি ২১৬১৮৬-২২; (১৪৩৬ শকের) বিজয়াদিশমীতে গোড়যাত্রা ২১৬১২৩; কটকে প্রতাপকন্দের প্রতি কৃপা ২১৬১১০১-২০; কটকে গদাধর পণ্ডিতের প্রতি উপদেশ এবং প্রভুর সঙ্গ হইতে তাঁহাকে নিবর্তিত করণ ২১৬১১২২-৪৭; কটক হইতে যাজপুর, রেমুণা হইয়া ওড়িশা সীমায় আগমন ২১৬১১৪৮-৫৪; যবন রাজার প্রতি অহুগ্রহ ২১৬১১৫৫-২৭; যবন রাজার সেবা অঙ্গীকার, তাঁহার প্রদত্ত নৌকায় পিছলা হইয়া পাণিহাটিতে আগমন ২১৬১১৮৫-২০১; পাণিহাটা হইতে কুমারহট্ট, শিবানন্দের গৃহ, বাহুদেব দত্তের গৃহ, বিত্তাবচম্পতির গৃহ, কুলিয়া, শান্তিপুর ও রামকেলি হইয়া কানাইর নাটশালায় আগমন এবং সনাতনের উপদেশ অহুসারে বহু লোক সঙ্গে বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে কানাইর নাটশালা হইতে পুনরায় শান্তিপুরে আগমন ২১৬১২০২-১২; শান্তিপুরে রঘুনাথদাসের সহিত মিলন এবং তাঁহার প্রতি উপদেশ ২১৬১২১৪-৪২; শান্তিপুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন এবং নীলাচলের ভক্তদের নিকটে প্রত্যাবর্তনের কারণ বর্ণন ২১৬১২৪৩-৭৩; বৃন্দাবন যাওয়ার পরামর্শ ২১৬১২৭৪-৮২; ২১৭১২-১২; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে বৃন্দাবনযাত্রা, ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গমাদিকে প্রেমদান ২১৭১১২-৫১; বনপথের স্থাখুভব, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা ২১৭১৫২-৭৭; কানীতে আগমন এবং তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাত্রী-বিপ্রের সহিত মিলন ২১৭১৭৮-২৭; এক বিপ্রের প্রসঙ্গে মায়াবাদীর কৃষ্ণপরাধিত্বের হেতু-কথন ২১৭১১০১-৩৬; দিনদশেক (২১৭১২৬) কানীতে অবস্থান করিয়া প্রয়াগে গমন ২১৭১১৩৭-৪১; প্রয়াগে তিন দিন থাকিয়া, পথে কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ করিতে করিতে যথুরায় বিশ্রান্তিতীর্থে আগমন ২১৭১১৪২-৪৭; মাথুর-ব্রাহ্মণের সহিত মিলন, তাঁহার গৃহে ভিক্ষা ২১৭১১৪৮-৭৬; যমুনার চকিষাঘাটে স্নান, দাদশবন দর্শন এবং প্রেমাবেশ ২১৭১১৭২-২১৬; আরিটগ্রামে রাধাকৃষ্ণের আধিকার ও জ্ঞানাদি ২১৮১২-১১; স্মনসংরোবর, গোবর্দ্ধন, হরিদেব ও ব্রহ্মকৃষ্ণ দর্শন, সর্বত্র প্রেমাবেশ ২১৮১১২-১২; যমুন-পঙ্কায়

এক গোবিন্দকৃষ্ণে স্নান ও গাঁতুলিপ্রাণে গোপাল দর্শন, প্রেমাবেশ ২।১৮।২০-৩৫; প্রেমাবেশে কাম্যাবন ও নন্দীশ্বর দর্শন, পারনাদিকৃষ্ণে স্নান, নন্দীশ্বরে নন্দ-যশোদা ও গোপালের শ্রীমুষ্টি দর্শন, খদিরবন, শেষশায়ী, খেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, শ্রীবন, গৌহবন, মহাবন, যমলাঙ্কন-ভক্তস্থান ও গোকুল দর্শন করিয়া মথুরার গমন ২।১৮।৪২-৬৩; বৃন্দাবনে গমন, কালিয়দ্বন্দে স্নান, ষাটশাদিত্যটীলা, কেশীতীর্থ ও রাসস্থলী দর্শন, রাসস্থলীতে প্রেমাবেশ, সন্ধ্যাকালে মথুরায় অকুরতীর্থে প্রত্যাবর্তন ২।১৮।৬৪-৬৭; প্রাতে বৃন্দাবনে গমন, চীরঘাটে স্নান, তেঁতুলীতলায় নামকীর্তন, দর্শনার্থীদের নাম-সঙ্কীর্ণ উপদেশ ২।১৮।৬৮-৭৪; কৃষ্ণদাস-রাজপুত্রের সহিত মিলন, তাঁহার প্রেমলাভ ও প্রভুসঙ্গে অবস্থান ২।১৮।৭৫-৮৩; কালিয়দহে কৃষ্ণাবির্ভাবের প্রসঙ্গে লোকের প্রতি উপদেশ, প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া লোক-সকলের অলুভব ২।১৮।৮৪-১১৭; অকুরঘাটে প্রভুর দর্শনের এবং নিমন্ত্রণের জন্য লোকের সংঘট ২।১৮।১১৮-২৪; প্রভুর যমুনায় বাল্মীকীদান, বলভদ্র ভট্টাচার্যকর্তৃক উত্তোলন ২।১৮।১২৫-২৮; লোকের সংঘট এবং নিমন্ত্রণের হাদ্যমায়, বিশেষতঃ প্রভুর নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির হইয়া প্রয়াগে যাওয়ার জন্য বলভদ্রের প্রার্থনা, প্রভুর সম্মতি ২।১৮।১২৯-৪৪; প্রয়াগযাত্রা, পথে গাবীগণ দর্শনে প্রেমাবেশে মুচ্ছা, স্নেহপাঠানদের উদ্ধার ২।১৮।১৪৫-২০৩; সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আগমন, দশদিন অবস্থান ২।১৮।২০৪-১২; প্রয়াগে শ্রীরূপ ও অল্পপম-বল্লভের সহিত মিলন ২।১৯।৩৬-৫৬; বল্লভভট্টের সঙ্গে মিলন, ভট্টের গৃহে ভিক্ষা অঙ্গীকার, ভট্ট-গৃহে রম্যপতি উপাধ্যায়ের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী ২।১৯।৫৭-১০৩; শক্তিসংকার করিয়া প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশদিন পর্য্যন্ত জীবতত্ত্ব, সাধনভক্তি, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীরূপের প্রতি শিক্ষা এবং বৃন্দাবন-গমনের জন্য শ্রীরূপের প্রতি আদেশ ২।১৯।১০৪-২০০; প্রভুর বারণাসীতে আগমন এবং তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন ২।১৯।২০২-১২; কাশীতে সনাতনের সহিত মিলন ২।২০।৪৪-৭০; সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ, সনাতনের ভোট কখন ছাড়ান ২।২০।৭১-৮৮; জীবতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বাদি বিষয়ে এবং ভাগবতের গূঢ়সিদ্ধান্ত বিষয়ে দুই মাস পর্য্যন্ত সনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা ২।২০।৮৯-২।২০-৬০; বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণবাচার ও কৃষ্ণসেবা প্রচার এবং ভক্তিস্বতীশাস্ত্র প্রচারের জন্য সনাতনের প্রতি আদেশ ২।২০।৫৪-৫৫; সনাতনের প্রার্থনায় আত্মারাম-শ্লোকের একষষ্ঠি রকম অর্থের প্রকাশ ২।২০।৩০-২২৭; ভাগবতের স্বরূপ কখন, ভাগবত কৃষ্ণতুল্য ২।২০।২০১-৩৩; সনাতনের প্রার্থনায় বৈষ্ণব-স্বতীর স্তবরূপে দিগ্‌দর্শন দান ২।২০।২৩৬-৫৭; প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার ১।৭।৪৭-১৪৩; ২।২০।৬০-১১২; প্রকাশানন্দের নিকটে ভাগবতের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রতীপাদন ২।২০।৭৩-১১১; স্নবুদ্ধি রায়েয় প্রতি প্রভুর রূপা ২।২০।১৪০-৫২; বারণাসী হইতে ঝারিখণ্ডের নির্জন বনপথে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ২।২০।১৭৪-২০; **অন্ত্যলীলা** : নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত মিলন, শ্রীরূপের সঙ্কলিত নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির না করার আদেশ ৩।১।৩০-৬১; শ্রীরূপকৃত “প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ” শ্লোকের আশ্বাদন ৩।১।৬৭-৮২; শ্রীরূপকৃত নাটকের কতিপয় শ্লোকের আশ্বাদন ৩।১।৮৪-১৪১; শ্রীরূপের প্রতি রূপা ৩।১।১৪২-৫৩; শক্তিসংকার পূর্বক বৃন্দাবনে শ্রীরূপের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ৩।১।১৬০-৬৪; সাক্ষাদর্শন, আবেশ ও আবির্ভাবে লোক-নিস্তার ৩।২।৩১৪; নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবেশ ৩।২।১৫-৩১; শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দ-নর্তনে, শ্রীবাসকীর্তনে এবং রাঘব-ভবনে নিত্য আবির্ভাব ৩।২।৩৩-৩৪; ৩।২।৭৮-৮০; শিবানন্দের গৃহে আবির্ভাব ৩।২।৩৫-৭৭; ভগবান আচার্য্য কর্তৃক তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর গোপাল ভট্টাচার্য্যের প্রভুর সহিত মিলন-সংঘটন ৩।২।৮৮-৯০; ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার, তদুপলক্ষ্যে লোক-শিক্ষার্থ ছোট হরিদাসের বর্জন, বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি-সম্ভাবণের দোষ কখন, পরোক্ষে ছোট হরিদাসের প্রতি রূপা ৩।২।১০০-৬৫; দামোদর-পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার, দামোদরের নিরপেক্ষতায় প্রভুর আনন্দ, তাঁহাকে নদীয়ায় প্রেরণ, মাতার প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন, মাতার গৃহে ভোজনের বিবরণ ৩।২।২-৪১; হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গে যবন ও স্বাবর-জঙ্গমাদির উদ্ধার-বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠী ৩।৩।৪৮-৮৪; ভক্তগণের নিকটে হরিদাসের গুণকীর্তন ৩।৩।৮৫-৮৬; নীলাচলে সনাতনের সহিত মিলন, সনাতনের যুখে অল্পপম-বল্লভের ভক্তিনিষ্ঠার কথা শ্রবণ, প্রভুকর্তৃক মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠার উল্লেখ ৩।৩।২-৪২; সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করান, ভজনের সাহায্য-খ্যাপন, শ্রেষ্ঠ-ভজনের কথা

প্রকাশ ৩৪।৫৩-৬৭; সনাতনের দ্বারা প্রভু কি কি কাজ করাইতে চাহেন, তাহার উল্লেখ, সনাতনের দেহ যে প্রভুর নিজধন, তাহার উল্লেখ ৩৪।৬৮-৮৬; জ্যৈষ্ঠমাসের মৌসুমে প্রভুকর্তৃক সনাতনের পরীক্ষা ৩৪।১১০-২২; সনাতনের প্রতি জগদানন্দ পণ্ডিতের উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের প্রতি রোষ, সনাতনের গুণ-কথন, সনাতনের প্রতি প্রভুর মনোভাব প্রকাশ, সনাতনের প্রতি কৃপা ৩৪।১৩০-২২; প্রত্ন্যমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণের ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে রামানন্দরায়ের নিকট প্রেরণ, রামানন্দের মহিমা-কীর্তন ৩৫।৩-৭২; অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ-দুঃখ, স্বরূপ-রামানন্দের গীত-শ্লোকে কিঞ্চিৎ সাঙ্ঘনা লাভ ৩৬।৩-১০; পানিহাটীতে রঘুনাথদাসের দণ্ড-মহোৎসবে আবির্ভাবে প্রভুর উপস্থিতি এবং চিড়া ভোজন ৩৬।৭৬-৮৪; রাত্রিতে রাঘবের গৃহে আবির্ভাবে ভোজন ৩৬।১০৭-১৬; নীলাচলে প্রভুর সহিত রঘুনাথের মিলন, স্বরূপের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ, রঘুনাথের সন্তর্পণের জগ্ন গোবিন্দের প্রতি আদেশ ৩৬।১৫৩-২১০; রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে প্রভুর আনন্দ, তাঁহার প্রতি ভজনাঙ্গের উপদেশ পুনরায় স্বরূপের হস্তে সমর্পণ ৩৬।২১১-৩৮; রঘুনাথের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার ৩৬।২৬৪-৬৬; দুই বৎসর পরে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বদ্ধ করেন, কারণ জানিয়া প্রভুর আনন্দ ৩৬।২৬৬-৭৫; রঘুনাথের অধিকতর বৈরাগ্যের কথা জানিয়া প্রভুর প্রশংসা, তাঁহাকে গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা দান ৩৬।২৭৬-২২; রঘুনাথের অদ্ভুত বৈরাগ্য দর্শনে প্রভুর আনন্দাতিশয়া ৩৬।৩০৮-১৮; নীলাচলে বল্লভভট্টের সহিত মিলন, ভট্টের চিত্তে অভিমান আছে জানিয়া তাঁহার নিকটে প্রভুকর্তৃক স্বীয় পরিকর-ভুক্ত ভক্তদের গুণকীর্তন ৩৭।৩-৪৪; ভট্টকর্তৃক গণসহ প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩৭।৪৫-৫৬; রথযাত্রা-কালে ভক্তদের সহিত পূর্ববৎ নৃত্যকীর্তনাদি ৩৭।৫৭-৬৪; ভট্টকৃত শ্রীমদভাগবত-টীকা, কৃষ্ণনামের অর্থাদির প্রতি প্রভুর উপেক্ষা ৩৭।৬৫-৭২; ৩৭।৮৪-২৩; ৩৭।৯৬-১০০; বল্লভভট্টের গর্ভ দূরীকরণ ও তাঁহার প্রতি কৃপা ৩৭।১০৪-২৫; নীলাচলে রামচন্দ্রপুরীর সহিত মিলন ৩৮।৬-৯; রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন ৩৮।৩৮-৮৮; গোপীনাথ-পট্টনায়কের উদ্ধার ৩৮।১২-১৪২; বর্ষান্তরে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন এবং তাঁহাদের সহিত নরেন্দ্র-সরোবরে প্রভুর জলকেলি ৩৯।১৩২-৪৮; জগন্নাথ-মন্দিরে বোটা-কীর্তন ৩৯।১৫৫-৭৭; প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা প্রকটন ৩৯।১৮০-২৬; গোড়ীয়-ভক্তদের সহিত পূর্ববৎ গুণিচা-মার্জনা হইতে কৃষ্ণজন্মযাত্রাদি-দর্শন ৩৯।১০০-১০৩ ভক্তদত্ত দ্রব্যাস্বাদন ৩৯।১০৪-২২; ভক্তকৃত নিমন্ত্রণে ভিক্ষা ৩৯।১১৩১-৫২; হরিদাস-ঠাকুরের নির্যান প্রার্থনার অঙ্গীকার, নির্যান-কালে ভক্তবৃন্দের সহিত তদীয় অঙ্গনে নৃত্যকীর্তনাদি, তাঁহার পরিত্যক্তদেহের বালুদান, তিরোভাব-মহোৎসবের অমুষ্ঠানাদি ৩৯।১১৫-১০৪; নিরন্তর কৃষ্ণবিয়োগ-দশার স্মৃতি ৩৯।২১৩-৫; শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের সহিত মিলন ৩৯।২১৩৩-৪০; বর্ষান্তরে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন ৩৯।২১৪০-৫২; পরমানন্দদাসের (কবিকর্ণপুরের) আবির্ভাব-সম্বন্ধে সেন শিবানন্দের নিকটে প্রভুর ইঙ্গিত ৩৯।২১৪৫-৪৮; গোড়ীয় ভক্তদের সহিত চাতুর্খ্যাস্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত নানা লীলা এবং চাতুর্খ্যাস্ত্রান্তে তাঁহাদের বিদায় ৩৯।২১৬০-৮৪; জগদানন্দকর্তৃক প্রভুর জগ্ন আনীত চন্দনাদি তৈল গ্রহণে আপত্তি, জগদানন্দকর্তৃক তৈলভাণ্ড-ভক্ষ ও রোষ, প্রভুকর্তৃক তাঁহার সাঙ্ঘনা বিধান ৩৯।২১০১-৫০; জগদানন্দকৃত তুলীগাণ্ড-প্রত্যাখ্যান, স্বরূপকৃত ওড়ন-পাডনের অঙ্গীকার ৩৯।৩৪-১২; জগদানন্দের বৃন্দাবন-যাত্রায় অমুমতি ও তাঁহার প্রতি উপদেশ ৩৯।৩২০-৪০; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত জগদানন্দের সহিত মিলন এবং তাঁহার সঙ্গে সনাতন-প্রেমিত ভেট-বস্ত্র অঙ্গীকার ৩৯।৩৭০-৭৬; যমেশ্বরটোটার পথে দেবদাসীর গীত-শ্রবণে প্রভুর বৈকল্য ৩৯।৩৭৭-৮৭; নীলাচলে রঘুনাথভট্টের সহিত মিলন, নীলাচলে তাঁহার আটমাস-স্থিতিকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার ৩৯।৩৮৮-১০৭; রামদাস বিশ্বাসের সহিত মিলন ৩৯।৩১০৮-১০, রঘুনাথভট্টের-বিদায়-কালে তাঁহার প্রতি উপদেশ ৩৯।৩১১১-১৪; রঘুনাথভট্টের সহিত পুনরায় নীলাচলে মিলন, উপদেশদান পূর্বক তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ৩৯।৩১১৬-২৪; স্বপ্নে রাসলীলা দর্শন, সেইভাবে আবেশ জগন্নাথ-দর্শনে গমন, এক উড়িয়া-স্ত্রীলোকের আকর্ষণ-প্রশংসা, কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবে আবেশ ৩৯।৪১৫-৩৩; গম্ভীরায় প্রত্যাবর্তনের পরেও আবেশ অক্ষুণ্ণ, রাত্রিতে প্রলাপে স্বরূপ-রামানন্দের নিকটে মনের ভাবের প্রকাশ ৩৯।৪৩৮-৪২; ভাবাবেশে প্রভুর দীর্ঘাকৃতি-ধারণ-

লীলা ৩।১৪।৫৩-৭৩; চটকপর্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবেশ ৩।১৪।৭২-১১০; জগন্নাথ-দর্শনে জগন্নাথকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানলবন-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ-জনিত বিকলতা ও প্রলাপ ৩।১৫।৬-২৫; সমুদ্রতীর-পথে পুষ্পোদ্ভান দর্শনে বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহাতে প্রবেশ এবং শারদীয় মহারালে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বানের পরে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রণরতা পোপীদের ভাবের আবেশে প্রলাপ ৩।১৫।২৬-৪৭; কদম্ব-মূলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে মূচ্ছা, স্বরূপাদির চেষ্টায় অর্দ্ধবাহুর উদয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লোভে প্রলাপ ৩।১৫।৪৮-৮০; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-নিষ্ঠ কালিদাসের প্রতি কৃপা ৩।১৬।৩৬-৪৬; ৩।১৬।৪২-৫২; শিবানন্দসেনের কনিষ্ঠ-পুত্র পুরীদাসের মিলন, তাঁহাকে কৃষ্ণনামোপদেশ এবং তাঁহার মুখে শ্লোকপ্রকাশ ৩।১৬।৬০-৭০; সিংহদ্বারের দলইর প্রতি কৃপা, জগন্নাথে মুরলীবদন দর্শন ৩।১৬।৭৪-৮০; ফেলালবের আশ্বাদন ও মহিমা বর্ণন ৩।১৬।৮১-১০৮; কৃষ্ণধরামৃত-লুকা রাধার ভাবে প্রলাপ ৩।১৬।১০২-১৩২; প্রভুর কৃষ্ণাকৃতি-ধারণ-লীলা এবং গোপীভাবের আবেশে প্রলাপ ৩।১৬।৭-৫৮; রাসলীলার ভাবে আবেশ ৩।১৮।৩-৮; রাসান্তে জলকেলি-লীলার ভাবে আবিষ্ট প্রভুর সমুদ্রে পতন এবং দীর্ঘাকৃতি-ধারণ, এক জালিয়া কর্তৃক মূচ্ছিতাবস্থায় উত্তোলন, স্বরূপাদির চেষ্টায় অর্দ্ধবাহু ৩।১৮।২৩-৭৩; অর্দ্ধবাহুবস্থায় প্রলাপে জলকেলি-লীলার বর্ণনা ৩।১৮।৭৬-১১৫; মাতৃভক্তি প্রদর্শন ও জগদানন্দকে নদীয়ায়-প্রেরণ ৩।১৯।৪-১৪; জগদানন্দের সঙ্গে প্রেরিত অষ্টৈতাচার্যের তর্জা-প্রাপ্তিতে-কৃষ্ণ বিচ্ছেদ-দশার-আধিক্য ৩।১৯।১৮-২২; কৃষ্ণবিচ্ছেদাঙ্গিতে প্রলাপ ৩।১৯।৩০-৫৩; কৃষ্ণবিরহ-বাকুলতার ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ ৩।১৯।৫৪-৬১; স্বরূপাদি কর্তৃক শঙ্কর-পণ্ডিতের প্রভুর সঙ্গে শয়নের ব্যবস্থা, প্রভুকর্তৃক তাহার অঙ্গীকার ৩।১৯।৬২-৭০; বৈশাখের পৌর্ণমাসী রজনীতে জগন্নাথ-বল্লভোত্তানে প্রবেশ, বসন্ত-রাস-লীলার ভাবে আবেশ, অশোকতলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন, ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বান, কিন্তু তাঁহার অঙ্গগন্ধের অহুভব ৩।১৯।৭২-৮৪; কৃষ্ণাঙ্গ-লুকা-শ্রীরাধার ভাবাবেশে প্রলাপ ৩।১৯।৮৫-৯৪; ভাবাবেশে স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের আশ্বাদন, নামসকীর্তন-মাহাত্ম্য-খ্যাপন, রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ৩।২০।৭-৫১; প্রভুর অন্তর্দ্বান লীলা, ১৪৫৫ শকে ১১৩৮।

গৌর-অবতারের হেতু। মূখ্য হেতু—ব্রজলীলার তিনটি অপূর্ণ-বাসনার পূরণ, স্বমার্ধ্য আশ্বাদন ১।৪।২০-২২৩; আত্মস্ব বা বহিরঙ্গ কারণ—নাম-প্রেম-বিতরণ ১।১।৪ স্তো; ১।৩।২১; ১।৪।৪-৫; ১।৪।৮২।

গৌরকর্তৃক প্রেমদান। এক ভিক্ষুককে ১।১৭।২৫-৬; সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে ১।১৭।১০৮; যবন-দরজীকে ১।১৭।২৪-২৫; নবদ্বীপের ভক্তগণকে ১।১০।২৩৫; সার্কভৌমকে ২।৬।১৮৭-৮৮; আলালনাথে ২।৭।৭৬-৭২; ২।৭।৮৬-৮৭; দক্ষিণ-গমন-পথে সকলকে ২।৭।২৪-১০৬; ২।৭।১১৩-১৫; ২।৭।১১৮-৩০; ২।৭।১৩৩-৪৫; ২।৮।৮; ২।৮।২০-৩২; ২।৮।২৫২; ২।৯।৬-৯; ২।১২।৬০-৬৪ (রাজপুত্রকে); ২।১৫।২৭২-৭৩ (অমোঘকে); ২।১৬।১১২ (রাজমহিষীদিগকে); যবনরাজকে ২।১৬।১৭৬-৮৫; ঝাঝিখণ্ডের স্থাবর-জঙ্গমাদিকে ২।১৭।২৪-৪৩; ঝাঝিখণ্ডবাসী ভিন্নপ্রায় লোকদিগকে ২।১৭।৪৪-৫১; প্রয়াগে ২।১৭।১৪২-৪৪; মাথুর-ব্রাহ্মণকে ২।১৭।১৪২-৫০; কৃষ্ণদাস রাজপুতকে ২।১৮।৭৭-৮১; বৃন্দাবনে ২।১৮।১১৭; অকুরঘাটে ২।১৮।১১৮; স্বেচ্ছপাঠানদিগকে ২।১৮।১২৪-২৬; প্রকাশানন্দ প্রমুখ সম্মানীদিগকে ২।২৫।৫৭-৫৯; প্রতাপরুদ্রকে ২।১২।৬৪; ২।১৪।১০-১৬; ২।১৬।১০২-৬; দৃষ্টিভাষা প্রেমদান ১।৩।৪২; প্রভুর দর্শনে প্রেমপ্রাপ্তি ২।৩।১০-১১; ২।৭।২২-১০১; ২।৭।১১৩-১৫; ২।৯।৬-১২; ২।৯।৩৫; ২।১৬।১১২-২০; ২।১৬।১৬৩-৬৬; ২।১৬।১৭৭; ২।১৮।১১-১৩; ২।১৮।৭৭-৮১; ২।১৮।২০২-১১; ২।১৯।৪৬; ২।২৫।৫৭-৫৯; ৩।৭।১১; ৩।৯।৬-১১; দর্শন-প্রভাবে কৃষ্ণনাম-স্মরণ ২।৮।৩৮-৩৯; ২।৯।২৪-২৫; ২।১৬।১১২; ২।১৭।১২৪; দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে প্রেমপ্রাপ্তি ২।১৬।১৭৩; ২।১৭।৪৮; গৌরের নাম-শ্রবণে প্রেমপ্রাপ্তি ২।১৮।১১৪; স্পর্শে প্রেমপ্রাপ্তি ২।১২।৬০-৬১।

গৌরকর্তৃক হরিনাম-প্রচার। বালো ১।৩।২০-২২; যৌবনে ১।৩।২৫; কৈশোরে কীর্তনারম্ভে ১।৩।২২; সম্যাসের পরে সর্বত্র; সর্বপ্রথম সকীর্তন-প্রচার পূর্ববঙ্গে ১।১৬।১৭।

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলায়ুতসার-শতধারার উৎস ২।২৫।২২৩।

গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলার যুগপৎ ভজনীয়তা ২১২৫২২৩-৩১।

গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলার সম্মিলনে মাধুর্য-প্রাচুর্য ২১২৫২২৬-২৮।

গৌরলীলাবতারের সূচনা। ব্রজলীলা অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণের বিচার এবং প্রেমভক্তিদান ও ভজনাদর্শ-দ্বাপনের সময় ১৩১১-২১; শ্রীকৃষ্ণের ভক্তভাব অঙ্গীকারের এবং স্বীয় পরিকল্পনার সহিত অবতরণের সময় ১৩১৮-২১; কৃষ্ণবতারের জন্ম অষ্টমতের আরাধনা ১৩১৭৬-৮২; ১৩১২২৫; ১৩১৩০; ১৩১৩২; ১৩১৩৬৮-২; ৩৩২১০-১৩; এবং হরিদাসঠাকুরের নাম-কীর্তন ৩৩২১০-১৩; প্রথমে স্বীয় পরিকল্পনাকৃত গুরুবর্গের অবতারণ ১৩১৭৩-৭৫; ১৩১৩৫১-৬০; জ্যোতির্ষয়ধামরূপে শচী-জগন্নাথের হৃদয়ে আবির্ভাব ১৩১৩৮৪-৮৫; হরিনাম জয়াইয়া স্বীয় জয়লীলা প্রকটন ১৩১৩১৮-১২; ১৩১৩২১-২৩।

গৌরলীলার মহিমা। ১৩১২১২; ১৩১৭২২৭; ১৩১৭২২২; ১৩১৭৩২১; ২১২৭২; ২১২৭৬; ২১৭১৪৮; ২১৮২৫৫-৬১; ২১৪২৪১; ২১৫২২১-২৫; ২১৬১২৮; ২১৮২১৫-১৮; ২১৯২১৪; ২২৩৩৮; ২২৫২২০-২২; ৩১১৬৬; ৩২১৬৫; ৩২১৬৮-৬৯; ৩৩২৫৪-৫৫; ৩৪২২২; ৩৫১৮৫-৮৬; ৩৫১৫৩-৫৪; ৩৭১৫৬; ৩৮২৪-২৫; ৩৯১৫০; ৩১০১৫৭-৫৮; ৩১১১০৫-৬; ৩১৩১৩৭; ৩১৪১১৫; ৩১৬১৪১; ৩১৮১১৭; ৩১৯২২-১০৪; ৩২০১৪২-৪৩।

গৌরলীলারূপ সর্বোপরে ভক্তি-সিদ্ধাস্তরূপ প্রফুল্লপদ্ম বিরাজিত ২১২৫২২৫।

গৌরে অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি ১১৭১২২।

গৌরে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতি ১১৭১৮ (বিশ্বরূপ); ১১৭১০ (বড় ভুজ); ১১৭১৭ (বরাহ); ১১৭১৮-২২ (নৃসিংহ); ১১৭১২৪ (মহেশ); ১১৭১০২-১৪ (বলদেব); ১১৭১২৩৪-৩৫ (রুক্মিণী, দুর্গা ও লক্ষ্মী)।

গৌরের অশ্লি-গ্রন্থির শিথিলতা ও দীর্ঘাকৃতি ধারণ লীলা ৩১৪১৫৩-৭৩; ৩১৮১২৪-৭৩।

গৌরের কুস্মাকৃতি ধারণ-লীলা ৩১৭১৮-২৭।

গৌরের কৃষ্ণবিরহ-ভাব ২১১৪৬-৫০; ২১১৭৬-৭৮; ২১২২-১৬; ২১২৫৫-৫৬; ২১২৬২-৬৩; ৩৬৩-১০; ৩৯৩-৫; ৩১১১০-১৪; ৩১২৩-৫; ৩১৩২-৩; ৩১৪১১১-১৪; ৩১৪৩২-৩৮; ৩১৪৫১-৬৭; ৩১৪৭২-১০২; ৩১৫৩-১২; ৩১৫২২; ৩১৫২৬-৫৫; ৩১৫৬১; ৩১৫৫৮-৮০; ৩১৬২-৪; ৩১৬৭২-৭৩; ৩১৭২; ৩১৭৪৬-৭; ৩১৭৫০-৫৪; ৩১৭৫৭-৬০; ৩১৮২-৮; ৩১৯২; ৩১৯২২-৩৩; ৩২০২-৬; ৩২০১২; ৩২০৩৬; ৩২০৫৭-৬০।

চ

চ

চ

চ

চতুঃশ্লোকীর অর্থ ২১২৫১৮৫-১০৪।

চতুঃষষ্টি অঙ্গ-সাধন ভক্তি ২১২২৬০-৭৩; তন্মধ্যে কৃষ্ণের অভিমত চারি অঙ্গ—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা ভাগবত সেবা ২১২২৭১; সাধুসঙ্গ-নামকীর্তনাদি পঞ্চ-অঙ্গ সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ ২১২২৭৫; এই পাঁচের অঙ্গ-সঙ্গও কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় ২১২২৭৫; নিষ্ঠা হইলে এক-অঙ্গের সাধনেও প্রেম জন্মিতে পারে ২১২২৭৬; আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনা পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত্র-আজ্ঞায়-সাধনভক্তির অহুষ্ঠান করিলে দেব-ঋষি-পিতৃাদিকের নিকটে ঋণী হইতে হয় না ২১২২৭৯; বিধিধর্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন করিলে নিষিদ্ধ পাপাচারে মন যায় না ২১২২৮০; অজ্ঞানেও পাপ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ শুদ্ধ করেন ২১২২৮১; জ্ঞান-বৈরাগ্য সাধন-ভক্তির-অঙ্গ নহে ২১২২৮২; অগ্নিবাহু, অগ্নিপূজা ও জ্ঞানকর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক আত্মকল্যে কৃষ্ণাহুশীলনই শুদ্ধাভক্তির সাধন ২১২২৮৮; সাধনভক্তির অহুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে ২১২২৯১; যাহাতে বৈষ্ণব-অপরাধ না জন্মে এবং ভক্তিলতার অঙ্গে উপশাখা—ভুক্তি-মুক্তি-বাহা, নিবিছাচার-কুটিনাটী-জীবহিংসা, লাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাদি-বাসনা—না জন্মিতে পারে, তদ্বিবয়ে সতর্কতা প্রয়োজন ১১২২১০৮-৪৩; সাধন-ভক্তির-অহুষ্ঠানে দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির বিচার নাই ২১২৫২২-১০০; জাতিকুলাদির বিচারও নাই ৩৪৬৩; নাম-সকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ৩৪৬৬।

চতুর্বিধ লোক (অন-প্রবাদাদি) ১২/১২; ১১/১৫০২।

চতুর্বিধা মুক্তি ১৩/১৬; ১৫/২৬; নারায়ণই চতুর্বিধা-মুক্তিদাতা ১৫/২৬; ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধিমাগের ভাষনে
চ চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যায় ১৩/১৫।

চতুর্কুহ । মধ্যায় ও দ্বায়কায় ১৫/১২-২০; ২২/১৫০; দ্বায়কা-চতুর্কুহ হইলেন অন্ত সকল চতুর্কুহের মূল
১৫/১২-২০; পরব্যোম-চতুর্কুহ ১৫/৩৩-৩৪ (দ্বায়কা-চতুর্কুহের প্রকাশ); ২২/১৫১-৬২; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে
চতুর্কুহ ২২/১২৫৮।

চন্দ্রমাদি-ভৈল-প্রসঙ্গ । ৩১২/১০১-৫০।

চারি-কুসার্ব : ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক—এ-সকল হইল অজ্ঞানতমঃ; কৈতব ১/১৫০; কৃষ্ণপ্রেম হইল পঞ্চম
পুরুষার্থ বা পঞ্চম পুরুষার্থ, যাহার তুলনায় চারিপুরুষার্থ তৃণতুল্য ১/১৮১-৮২।

চারিহালে মহাপ্রভুর সতত আবির্ভাব : ৩২/৩৩-৩৪; ৩২/৭৮-৭৯।

চিহ্নজি—“শক্তি” দ্রষ্টব্য।

চিহ্নাদি-মহোৎসব ৩৬/৪১-২২।

চৈতন্য—“গৌর” দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যচরিতামৃত : রচনার স্থচনা; বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের আদেশে ১/৮৪৪-৬৭; ২/২৮৪; মদন-গোপালের
আজামালা-প্রাপ্তি ১/৮৬৮-৭২; ৩/২০২০-২২; মদনগোপালই গ্রন্থ লেখান ১/৮৭৩-৭৪; গোবিন্দদেবদ্বির কৃপা
৩/২০৮৬-৮২; গ্রন্থরচনা-কালে গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামীর শারীরিক অবস্থা ২/২৭৮-৭৯; ৩/১৬; ৩/২০৮৩-৮৬;
গ্রন্থের উপাদান-সমূহের আকর; মুরারীশুপ্তের কড়চা ১/১৩১৪; ১/১৩১৬; ১/১৩৪৪-৪৫; স্বরূপদামোদরের কড়চা
১/১৩১৫-১৬; ১/১৩৪৪-৪৫; ২/২১৭৩; ২/২১৮২; ২/২১৮৩; ৩/২১৫৬-৭; ৩/২১৮৬-২; বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থ
১/৮৭৬; ১/১৩৪৫-৪৮; ১/১৪১১; ১/১৫১৫; ১/১৫২৮-২৯; ১/১৬২৪; ১/১৬১০৩; ১/১৭১৩২; ১/১৭১৩৬;
১/১৭২৬৭; ১/১৭১৩২০; ২/১১৩; ২/১১৬-৮; ২/২১১৪; ২/২১৩-৪; ২/১১৩২; ২/২১১৪৭; ২/১৫১২; ২/১৬৫৫;
২/১৬৮০; ২/১৬২২২; ৩/১৮৮-২০; ৩/১০৪৮; ৩/২০৬৪-৬৫; ৩/২০৭৩-৭৮; রঘুনাথ দাসগোস্বামীর গ্রন্থ ও উক্তি
২/২১৭৩; ২/২১৮২; ৩/২১৫৬-৭; ৩/২১৮৬-২; ৩/২১৮৬; ৩/২১৭৮; ৩/২১১১৩; ৩/১৬৮০; ৩/১৭৬৭; ৩/২১৭১;
মহান্তদের বাক্য ২/১৭১৪২; শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর গ্রন্থ ১/৩১১-১২ শ্লো; ১/৪৬-৭, ৪৫-৪৭ শ্লো; ১/৪২২২; ২/১৩২ শ্লো;
৩/১৫৮৪; ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি ও উজ্জলনীলমণি; শ্রীজীবগোস্বামীর গ্রন্থ ১/৩৬৫; কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ ২/৬৮, ২০-২১ শ্লো;
২/১০৩ শ্লো; ২/১১২, ৩, ১৩ শ্লো; ২/১২১০২-১০; ২/২৪২৫২; ৩/২২৫২-৬০; ৩/১৬৬০-৬২; চৈতন্যচরিত-
শ্রবণ-মহিমা—কৃষ্ণে প্রীতি জন্মে, রসের রীতি জানিতে পারে, প্রেমভক্তি লাভ হয় ১/১৬১০৪; ২/২১৭৬;
২/২৩৩১-৩৬; ২/১৩১২২ (গৌরলীলা-মহিমা দ্রষ্টব্য); গ্রন্থবর্ণিত লীলার অত্বাদ; আদিলীলার ১/১৭১৩০১-২০;
মধ্যলীলার ২/২৫১২৪-২১৫; অন্তলীলার ৩/২০২৩-১৩২; গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ—১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের
কৃষ্ণাশ্বমী রবিবার—উপসংহার শ্লোক (ঘ)।

চৈতন্যদাসকৃত প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩/১০১৪৫-৪৮।

চৈতন্য-মাম-মহিমা : কীর্তনে প্রেম লাভ ১/৮১২।

চৈতন্য-মিত্যানন্দে অপরাধের বিচার নাই ১/৮২৭।

চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপের মূলভক্ত বীরভক্ত গোস্বামী ১/১১১৭।

চৈতন্যমঙ্গল : বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পূর্বনাম; চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ-স্থল ১/৮২২;
১/৮৩১; ১/৮৩৪; ১/৮৪০; ১/১১৫১; ১/১৫১৫; ১/১৫১০; ১/১৭১৩২; ১/১৭১২০; ২/১১৬; ২/২১১৪;
২/৪৬; ৩/১৮৮; ৩/১০৪৮; ৩/২০৭৬; ৩/২০৭৮; চৈতন্যমঙ্গল-শ্রবণ-মহিমা ১/৮২২-৩৮।

চৈতন্যাবতারে জ্ঞানশিব-সমকাদি সকলেই প্রেমলুকু হইয়া মহন্ত-লোকের জগৎগ্রহণ করিয়া প্রিয়ে বহু
তা১২৪৭-৫৩; তা১৬-১১।

চৈতন্যের অমুসকানব্যতীতই তাঁহার কৃপা লোককে কৃতার্থ করে ২১৪১৪।

চৌক মহন্তর ও মহন্তরাবতারের নাম ২১০১২৭৪-৭৮।

ছ

ছ

ছ

ছ

ছত্রে তিকার মহিমা তা১২৮০।

ছোটহরিদাসের বর্জ্জন-প্রসঙ্গ তা১১০০-১৬৪; বর্জ্জন কেবল লোকশিক্ষার্থ তা১১২১; তা১১৩৪;
তা১১৪১-৪২; তা১১৬৬-৬৭; ছোট হরিদাসের গুণ তা১১৫৫-৫৭; তা১১৪০; তা১১৪৪-৪৭।

জ

জ

জ

জ

জগন্দের ভার-হরণ বিষ্ণুর কাজ, স্বয়ংভগবানের কাজ নহে ১৪৭৭; কৃষ্ণ কিছুদ্বারা অমুর সংহার করেন
১৪১১২।

জগন্দের মধ্যে সাড়ে তিনজন পাত্র তা১১০৪-৫।

জগন্দের মিথ্যাস্ব-খণ্ডন ২১৬১৫৭; ১৭১১১৫।

জগদানন্দ পণ্ডিত প্রসঙ্গ : জগদানন্দের শুদ্ধ ভাব, বাম্যস্বভাব, প্রভুর সঙ্গে খটমটি তা১১২৬-২৭; শরীফাতার
সহিত মিলন তা১২১৮-২৪; নদীয়ার ভক্তদের সহিত মিলন তা১২১২৫-১০১; প্রভুর জগৎ চন্দনাদি তৈল আনয়ন,
গ্রহণে প্রভুর অস্বীকৃতিতে তৈলভাণ্ড ভঞ্জন ও অভিমান তা১২১০১-১২; প্রভু কর্তৃক অভিমান-ভঞ্জন তা১২১২০-৫০;
প্রভুর জগৎ তুলীয়াণ্ড প্রস্তুত তা১১৩৪-১৫; বৃন্দাবন গমন, প্রভুর উপদেশ তা১১৩২০-৪৭; বৃন্দাবনে সনাতনের সহিত
মিলন, সনাতনের নিমন্ত্রণ তা১১৩৪৮-৬২; সনাতনের নিকটে প্রভুর প্রেরিত বার্তা কখন, বিদায় তা১১৩৬৩-৬৭;
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন তা১১১৭০-৭৬; পুনরায় নদীয়াগমন তা১২১৩-১৬; তাঁহার সঙ্গে প্রভুর জগৎ প্রেরিত ঈশ্বরের
তর্জা তা১১৩১৬-২২; জগদানন্দের চৈতন্য-নিষ্ঠা তা১১৩৪৮-৬০।

জগন্নাথ দর্শনার্থিনী উড়িয়া স্রীলোকের প্রসঙ্গ তা১৪২১-২৮।

জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর প্রথম প্রবেশ ও ভাববিকার ২১৬২-৩৭।

জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বেঢ়াসকীর্জন তা১০৫৫-৭৭।

জগন্নাথকে প্রভুর মুরলীবদনরূপে দর্শনলীলা তা১৬৭৪-৮০।

জগন্নাথের নেত্রোৎসব দর্শন-লীলা ২১২১২০১-১৬।

জগন্নাথের রথ কাহারও বলে চলে না, জগন্নাথের ইচ্ছাতেই চলে ২১৩১২৭; ২১৪১৪৫-৫৬।

জগন্নাথের সিংহদ্বারের দলই ও প্রভুর প্রসঙ্গ তা১৬৭৪-৭২।

জড়রূপা প্রকৃতির জগৎ-কারগছ খণ্ডন ১৫৫১; ১৫৫৩; ১৬১৫; ২১০১২৪-২৬।

জাতরতি ভক্তের লক্ষণ ২১৩১০-১২।

জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভক্ত মোক্ষকামী ২১২৪৬৭।

জীব : অনন্ত জীব ২১২১২৫; স্বাবর-জন্ম দুই ভেদ, ২১২১২৭; তার মধ্যে মহন্তরাতি স্রুতি অমৃতব,
স্নেহ পুলিন্দাদি বহু লোক বেদ মানে না ২১২১২৮; বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্ধেক কেবল মুখেই বেদ জানে ২১২১২২;
ধর্ম্যাচারিমধ্যে বহু কর্ণনিষ্ঠ; কোটিকর্ণনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ২১২১৩০; কোটিকর্ণনিষ্ঠমধ্যে এক জন মুক্ত; কোটি
মুক্তমধ্যে এক কৃষ্ণভক্ত হরভ ২১২১৩১; জীব আবার দুই বকয়ের—নিভামুক্ত ও অনাদিবদ্ধ ২১২১৮; নিভামুক্ত
জীব পার্শ্বদেশীয়দ্রুত ২১২১২; অনাদিবদ্ধ স্রীর অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ বহির্ভূত ২১২১১০; বহির্ভূতস্বভাব

মায়ী তাকে শাস্তি দেয় ২২০১০৪-৬; ২২২১০০-১২; ২২২১১৭; ২২৪১২৪; মায়ীকে জীবের জন্মের মুক্তির উপায় ২২০১০৬; ২২২১১৮-২২; জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস-অভিমান ২২৪১৩০; কৃষ্ণদাস হইতে স্বভাবের উদ্ভব ২২৪১৩১ (‘‘জীবতত্ত্ব’’ দ্রষ্টব্য)।

জীবকোটি-ব্রহ্মা ২২০১২৫২-৬০; বর্তমান কালের ব্রহ্মা জীবকোটি ২২৫১৭২; ২২৫১৮৮-২০।

জীবগোন্দারী : শ্রীকৃষ্ণসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অহুপম বরভের পুত্র ৩৪১২১৮; শ্রীচৈতন্যশাখা ১১০১৮৩; শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে আগমন ৩৪১২২৩-২৬; বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন ৩৪১২১২-২২; ২১১৩৭-৩৯; বহুকাল ভক্তি প্রচার করেন ৩৪১২২৬; মথুরায় গোপাল-দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী ২১৮১৪৪; কবিরাজ গোবিন্দীয় একতম শিক্ষাগুরু ১১১১৮; ৩২০১৮৮।

জীবতত্ত্ব : কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি (অর্থাৎ জীবশক্তি) ১৫১৮৮; ১৭১১১২; ২২০১১০১; ২২২১৭; ২২৪১২২৪; জীব স্বরূপে অতি সূক্ষ্ম ১৭১১১১; ২১৮১০৫-৬; ২১৯১১২৬; ২২০১১০২; কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ ২২২১৭; কৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ ২২০১০১; কৃষ্ণের নিত্যদাস ২২০১০১; ২২২১১৭ (‘‘জীব’’ দ্রষ্টব্য)।

জীবমুক্ত : ২২৪১২১-২২।

জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব খণ্ডন ১৭১১১১-১৩; ২১৬১৪৮-৪৯; জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ২১৬১৪৮; ২১৮১০৪-৬; ৩৫১১১২।

জীবশক্তি : শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ২১৬১৪৬; ২১৬১৪৯; ২১৮১১৬-১৭; ২২০১১০৩; ২২২১৭ (‘‘শক্তি’’ দ্রষ্টব্য)।

জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি অপরাধ-জন্মক ২১৮১৭; ২২৫১৬৬-৭।

জীবে সন্মানদানের আবশ্যিকতা ৩২০১২০।

জীবের পাপ লইয়া বাস্তবদেব দত্তের নরকভোগের এবং সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা ২১৫১৫২-৭৮।

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে ২২২১৮২-৮৩।

জ্ঞান-মার্গ : এই মার্গের উপাসনায় কৃষ্ণের সবিশেষত্বের অসুভব অলভ্য ১২১২; নির্বিশেষ ব্রহ্মের অসুভব লাভ হয় ১২১১৮; জ্ঞানমার্গের উপাসক ত্রিবিধ, কেবল-ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষাকাজী ২২৪১৭৬; কেবল-ব্রহ্মোপাসক আবার ত্রিবিধ—সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্ত ব্রহ্মলয় ২২৪১৭৭; প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২২৪১৭৮-৮০; ২২৪১২৬; ব্রহ্মময় কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২২৪১৮১-৮৩; সাধক কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২২৪১৮৪-৮৫; মোক্ষাকাজী জানী ত্রিবিধ—মুমুক্শু, জীবমুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ ২২৪১৮৬; মুমুক্শু ২২৪১৮৭-২০; জীবমুক্ত ২২৪১২১-২২; প্রাপ্তস্বরূপ ২২৪১২৩।

ক

ক

ক

ক

কড়ুঠাকুর এবং বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-নিষ্ঠ কালিদাসের প্রসঙ্গ ৩১৬১৪৪-৩৫।

কারিখণ্ড-পথে মহাপ্রভু কর্তৃক প্রেমদান-লীলা ২১৭১২৩-৫১।

কারিখণ্ড-পথে সমাভ্যাস-গোবিন্দীয় নীলাচলে আগমন-কথা ৩৪১২-১৪।

ত

ত

ত

ত

তটস্থ বিচারে ভাবের তারতম্য ৩৮১৬৫-৬৮।

তটস্থ লক্ষণ ২২০১২২৫-২৬; ২২০১২২২-৩০০।

তটস্থা শক্তি ২১৬১৪৬; ২২০১১০১ (‘‘জীবশক্তি’’ দ্রষ্টব্য)।

তত্ত্ববত্ত : কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম, নাম-সঙ্গীর্জন ১১১৫৪।

তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে প্রভু মিলন ও বিচার ২১২২৮-৫০; তত্ত্ববাদীদের মত খণ্ডন ২১২২৪০-৫০; তত্ত্ববাদীদের দাখ্য-সাধন ২১২২৩৭-৩৯।

ভক্তমসির মহাবাক্যস্থ খণ্ডন ১/৭/১২১-২৩; ২/৬/১৫৮-৫৯।

ভদ্রেকান্তরূপ ২/২০/১৩৮; ২/২০/১৫২-২৮৮।

ভীর্ষের বিধান কোর-উপবাস-প্রসঙ্গ ২/১১/১২৫-১০৪।

ভুণ্ডে ভাণ্ডবিনী মোক প্রসঙ্গ ৩/১৮৪-২০; ৩/১১০৫-১০৮।

ভূতীয় পুরুষ—“বিষ্ণু” দ্রষ্টব্য।

জিপিাদি ঐশ্বর্য্য ২/২১/৪১; তাহার মহিমা ২/২১/৪২-৭১।

জিবিধ বয়োধর্ম্ম বাল্য, পৌরুষ ও কৈশোর; তাহাদের সফলতা ১/৪/১২২-১০২।

জ্যেষ্ঠাধর শব্দের অর্থ ২/২১/২৭-৭৫, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের অধীশ্বর ২/২১/২৮; তিন পুরুষাবতারের অধীশ্বর ২/২১/২৯-৩১; গোলোক, পরব্যোম এবং ব্রহ্মাণ্ড এই তিনের অধীশ্বর ২/২১/৩২-৪০; গোলোকাখ্যা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামের অধীশ্বর ২/২১/৭৩-৭৫।

দ

দ

দ

দ

দণ্ডভঙ্গ-সীল ২/৫/১৪০-৫৭।

দর্শনে প্রেমপ্রাপ্তি ২/৩/১০-১১; ২/৭/৭৮-৮৭; ২/৭/১০৫-৬ ২/৭/১২২-১০১; ২/৭/১১৩-১৪; ২/১৬/১২; ২/১৬/৩৫; ২/১৬/১১২-২০২; ২/১৬/১৬৩-৬৬; ২/১৬/১৭৭; ২/১৮/১১১-১৩; ২/১৮/৭৭-৮১; ২/১৮/২০২-১১; ২/১৯/৪৬; ২/২৫/৫৭-২; ৩/৭/১১; ৩/১৬/১১; দর্শনকারীর দর্শনেও প্রেমপ্রাপ্তি ২/৭/১২২-১০১; ২/৭/১১৩-১৪।

দক্ষিণ মথুরাস্থিত রামদাসবিগ্রের বিবরণ ২/১৬/৩৩-৮২; ২/১৯/২২-২০১।

দামোদর পণ্ডিতের প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড ৩/৩২-৪৫।

দামোদর পণ্ডিতের নিরপেক্ষতায় প্রভুর সন্তোষ ১/১০/৩০; ৩/৩১/৭-২৪।

দামোদর পণ্ডিতের প্রভুকর্তৃক নদীয়ায় প্রেরণ ৩/৩২০-৪৪।

দাস-অভিমানের মাহাত্ম্য ১/৬/৪০-২৭; লক্ষীর দাস্তাভাব ১/৬/৪২; পার্শ্বদগণের এবং বিধি-ভব-নারদাদির দাস্তাভাব ১/৬/৪৩; নন্দ মহারাজের দাস-অভিমান ১/৬/৫১-৫৫; শ্রীদামাদি সখাদের ১/৬/৫৬-৭; কৃষ্ণপ্রিয়সী গোপীগণের ১/৬/৫৮-২; শ্রীরাধার ১/৬/৬০-৬১; কৃষ্ণিণী আদির ১/৬/৬২; বলদেবের ১/৬/৬৩-৬৪; ১/৬/৭৫; সহস্রবদন শেখের ১/৬/৬৫; রুদ্রের ১/৬/৬৬-৬৮; লক্ষ্মণের ১/৬/৭৭; সর্কর্ষণের ১/৬/৭৬; কারণাক্ষিশায়ীর ১/৬/৭৮; ভূধারী শেখের ১/৬/৮২-৮৩; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ১/৬/৯৩-৯৬।

দাসগোষ্ঠায়ীর দণ্ডমহোৎসব ৩/৬/৪১-২২।

দাস্তপ্রেম ২/৮/৬০, ২/২৩/৩৪ (রাগদশা পর্য্যন্ত); ২/২৩/২৫ (রাগদশা অন্ত)।

দাস্তভক্তের নাম ২/১৯/১৬২।

দাস্তরতির লক্ষণ ২/১৯/১৭৮-৮০।

দীকাকুর তত্ত্ব ১/১/২৬-২৭।

দুঃসঙ্গ : কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি বিনা অগ্র কামনা ২/২৪/৭০।

দেবী বা অমৃতান্বী কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না ২/১৯/২৪-২৬।

দেবীধাম : প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড ২/২১/৩২।

দেহত্যাগাদি ভ্রমোদ্বর্ত্ত ৩/৪/৫৪-৫৮।

দেহত্যাগে কৃষ্ণ মিলে না, মিলে ভজনে ৩/৪/৫৪-৬১।

দেহত্যাগ হইতে প্রভুকর্তৃক শনাতনের রক্ষা ৩/৪/৫৩-৮৭।

দ্বাধশ আচমনের দেবতা ২/২০/১৬৭-৭১।

শ্রীমদ্ভক্তির দেবতা ২১২০১৬৭-৭১।

শ্রীমদ্ভক্তির দেবতা ২১২০১৬৭-৭০।

শ্রীমদ্ভক্তির বিজ্ঞান-সূচী ২১২১৪৪-৬৩।

শ্রীমদ্ভক্তির জ্ঞান-কল্পদ্রুম-প্রসঙ্গ ২১২১৪৪-৭২।

বিভিন্ন পুরুষ—“পুরুষাবতার” দ্রষ্টব্য।

ন

ন

ন

ন

নকুল-ভক্তচরিত্রে প্রভুর আবেশ-বিবরণ ৩২১৫-৩১।

নকুল-ভক্তচরিত্রের প্রতি প্রভুর কৃপা ৩২১৪-৫; তাঁহার দেহে প্রভুর আবেশ ৩২১৫-৩১।

নবদীপে যে-শক্তির প্রকাশ হয় নাই, দক্ষিণ-ভ্রমণে প্রভুর সেই শক্তির প্রকাশ ২১৭১০৬।

নববুধ (আবরণ-দেবতা) ২১২০২১০।

নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ ২১২১৮৩।

নরলীলাই কৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলা ২১২১৮৩।

নাম প্রসঙ্গ : নাম মহামন্ত্র ১৭৭৮০; ১৭৭৮০৫; দীক্ষা-পূরস্কারাদির অপেক্ষা রাখে না ২১৫১০০; নাম, বৈগ্রহ ও স্বরূপ অভিন্ন ২১৭১২৬-২৮; কলিতে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার ১৭৭১২; নাম-গ্রহণ-বিষয়ে কোনও নিয়মের অপেক্ষা নাই ৩২০১৪; নামের মহিমা তর্কের অগোচর ৩৩১২৩; নামের অক্ষর ব্যবহৃত হইলেও নামের প্রভাব বৃদ্ধি হয় না ৩৩৫৭; কৃষ্ণ গালি দেওয়ার জন্ত উচ্চারিত নামও মুক্তির কারণ হয় ৩৫১৪৬; নামে নববিধা ভক্তির পূর্ণতা ২১৫১০৮; নামে সর্বশক্তি সঞ্চারিত ৩২০১৫; নাম-সঙ্কীর্ণ ভজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ২৩২১৮; ৩৪৬৬; নাম সর্বযজ্ঞসার ১৩৬৩; সর্বমন্ত্রসার ১৭৭৭২; নাম আনন্দস্বরূপ ১১৫৪; নাম-স্মরণের ফল—চারিবিধ পাপ নষ্ট হয়, ভক্তিবাদক কর্মবিজ্ঞানশ, প্রেমের প্রকাশ ২১৪৪৫-৪৬; নাম জপ ও কীর্তনের ফল প্রেম লাভ আত্মসম্মতি ভাবে সংসার-মুক্তি ১৭৭৭০-২৩; ১৮২২-২৪; ১১৭১২-২২; ২১৭১২০-১১; ২১৭১৭৪-৭৬ (সর্বতীর্থ গান ও চারিবেদাধ্যয়নের ফল নামে); ২১৫১০৮-১১; ২১৮১২৫; ২১৮১৬৭; ২১২০২৮৭; ৩৩৬৪; ৩৩৭১। ৩৩১৬২-৭৫; ৩৭৭২২; ৩৭১২২১; ২১২০৭৭-১১; উচ্চ-সঙ্কীর্ণের মহিমা ৩৩৬৪; ৩৩৭১; কলির যুগধর্ম নামসঙ্কীর্ণ ১৩৩১; ১৩৪০; ১৩৮০; ১৭৭৫২; ১১৭১২-২২; ২১১৮৭-৮৮; ২১২০২৮৪-৮৭; ৩৭৭২; ৩২০৭৭; কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে ১৮২১; নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলেই প্রেম লাভ হয় ৩৪৬৬; তৃণ অপেক্ষাও নীচ, তরুর জায় সহিষ্ণু এবং অমানী-মানদ হইয়া নামকীর্তন করিলে প্রেম লাভ হয় ১১৭১২৩-২৭; ৩২০১৬-২১।

নামাভাস প্রসঙ্গ : নামাভাসের তাৎপর্য—অন্তবস্তুর উপলক্ষ্য করিয়া নাম উচ্চারণ ৩৩৫৪; নামাভাসেও নামের প্রভাব অক্ষর থাকে ৩৩৫৪; নামাভাসে পাপক্ষয় ২১১৮৩; এবং মুক্তি লাভ হয় ২১৫১২২; ৩৩৫২-৬০ ৩৩১৭৬-৮৬।

নারায়ণ গোপিকার মন হরণ করিতে পারেন না ২১১৩৪-৩৬; এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কৌতুকবশতঃ নারায়ণের রূপধারণ করেন, তাহাতেও গোপিকার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না ১১৭১২৭৩-৮১।

নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের উৎকর্ষ ২১১০৮-১০; ২১১১১; ২১১৩০-৩৬।

নিত্যবস্ত্র জীব ২১২১৮-১৩।

নিত্যমুক্ত জীব ২১২১৮-২।

নিত্যামল-প্রসঙ্গ : ভক্ত : প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ ১১১২২; সাক্ষাৎ হলধর (বলরাম) ১৩৫২; ১৫৫৫; ১৫৫২; ১৫১৩৪; ১১৭১২৮৬; ২১১২৩; স্বয়ং বলদেব বলিয়া দ্বারকার ও পরব্যোমের চতুর্ক্যুহাঙ্গগত সর্বধনের

এবং কারণার্ণবশায়ী, গর্তোদশায়ী ও কীরোদ-শায়ী—এই তিন পুরুষের অংশী ১৫১২-২২; ধরনীধর শেখ এবং ঐহবন্দন অনন্ত নিত্যানন্দের অংশ ১৫১০০-১০৮; ত্রেতাযত্নের লক্ষণ নিত্যানন্দের অংশ ১৫১২৮-৩৩; শ্রীচৈতন্যের অঙ্গ ১৩৫৭; ১৩৬৩; ভক্তচরিত ১৭১০; শ্রীচৈতন্যের দাস-অভিমান ১৫১১৭; ১৩৪১; ১৩৪৪; ১৩৭৫; ১৩১২৩; কড়ু গুরু, কড়ু সখা, কড়ু ভৃত্যলীলা ১৫১১৮; বাৎসল্য-দাস্ত-সখাভাবময় ১১৭১২৮৭; নিত্যানন্দের স্বরূপ হুঁসিয়ার ১১৭১০৩; লীলা: জয়লীলা রাঢ় দেশে ১১৩৫২; তীর্থ ভ্রমণ ২৩৭৮; ২৫১৭; ২৭১৬; নবদ্বীপে আগমন ১১৭১০; ষড়্ভুজরূপের দর্শন ১১৭১০-১৩; ব্যাসপূজা ১১৭১১৪; মহাপ্রভুর বলরামাবেশ-কালে গঙ্গাজলপাত্র-ধারণ ১১৭১০২-১১; কাজীদমনোপলক্ষ্যে নগরকীর্তনে প্রভুর সঙ্গে পঞ্চদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ে নৃত্য ১১৭১৩১; শ্রীচৈতন্যের সহায় ১১৭১২৮৭; গদাধরদাসের গৃহে দানকেনি লীলার অনুষ্ঠান ১১১১১৪; ভক্তিকল্পতরুর স্বরূপ ১৩১১২; ১১১১২; মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-কালে প্রভুর সঙ্গী ১১৭১২৬৬; সন্ন্যাসান্তে রাঢ়ভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী ২৩১২; পথে গোপ-বালকদের প্রতি শিক্ষা ২৩১৪-১৫; আচার্য্যরস্বকে শাস্তিপুরে ও নবদ্বীপে প্রেরণ ২৩১৮-২০; প্রভুকে গঙ্গাসন্নিধানে আনয়ন ২৩২২-২৪; অষ্টৈতগৃহে ভোজনকালে অষ্টৈতের সঙ্গে প্রেমকোন্দল ২৩৭৬-৮৫; ২৩২০-২৮; অষ্টৈতগৃহে কীর্তনে প্রভুর সঙ্গী ও স্বরূপ ২৩১১০-৩১; প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাত্রা ২৩২০৬; রেমণাতে প্রভুর মুখে মানবেন্দ্র-পুত্রীর বিবরণ শ্রবণ এবং প্রেমাবিষ্ট প্রভুর সাধনা ২৪১১৭০-২০০; কটকে সাক্ষীগোপালের বিবরণ কথন ২৫১৭-১৩২; প্রভুর দণ্ডভঙ্গকরণ ২৫১৪০-৪২; দণ্ডভঙ্গের জন্ত কৈকিয়ৎদান ২৫১৪৭-৫০; জগন্নাথ-মন্দির-নিকটে উপস্থিতি, সার্ক-ভোমের গৃহে গমন ২৬১৩-৩০; জগন্নাথদর্শনে ভাবাবেগ ২৬৩৩-৩৪; প্রভুর দক্ষিণ গমন-কালে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে প্রেরণ ২৭১৪-৪০; দক্ষিণযাত্রায় প্রভুর সঙ্গে আলালনাথে গমন ২৭১৭২; আলালনাথে নিত্যানন্দ ২৭১৮০-২১; দক্ষিণ ছইতে প্রত্যাগত প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত আলালনাথের দিকে ধাবন ২৮৩১১; প্রভুর নিকটে প্রতাপরুদ্রের উৎকর্ষাজ্ঞাপন, রাজার জন্ত প্রভুর বহির্কাস আদায় ২১১১১৫-৩৪; গুণ্ডিচামার্কনাস্তে ভোজন-কালে অষ্টৈতের সঙ্গে প্রেমকোন্দল ২১২১৮৫-২৩; প্রভুকর্তৃক নিভৃত উপদেশ ২১৫১৩৮-৩২; গোড়দেশে অনর্গল প্রেমভক্তিদানের জন্ত প্রভুকর্তৃক আদেশ ২১৫১৪৩-৪৫; প্রভুর আদেশে গোড়ি গমন ১১০১১৫; ১১১১১১; প্রেমভক্তিদাতা ১১৭১২৮৮; গোড়ি প্রেমদান ২১১১২-২৫; চৈতন্যভজনের উপদেশ দান ২১১২৪; প্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও পুনরায় নীলাচলে গমন ২১৬১৩-১৪; প্রভুর সহিত নিভৃতে যুক্তি ২১৬৫৮-৬১; নীলাচলে না আসার জন্ত প্রভুকর্তৃক পুনরাদেশ ২১৬১৬২-৬৭; ৩১২১৮০; রামচন্দ্রখানের প্রতি দণ্ড দান ৩৩১৪০-৫৬; পানিহাটিতে রঘুনাথদাসের প্রতি রূপা ৩৬৪১-১৫২; প্রভুর মুখে নিত্যানন্দ-মহিমা ৩৭১১৭; প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন ২১৬১৩-১৪; ৩১০১৪; ৩১২১২; শাস্তিচ্ছলে শিবানন্দের প্রতি রূপা ৩১২১৬-৩২; নিত্যানন্দ পাষণ্ড-দলনবান ১৩৬১; নিত্যানন্দ-চৈতন্যে অপরাধের বিচার নাই ১৮২৭; স্বপ্নে কবিরাজগোস্বামীর প্রতি রূপা ১৫১৩৬-৭৪; নিত্যানন্দ-নাম-মহিমা ১৮২০।

নিত্যানন্দ-কর্তৃক রঘুনাথদাসের দণ্ড ও রূপা ৩৬৪১-১৫২।

নিত্যানন্দের গণ সব ভ্রাতার সখা ১১১১১৮।

নিত্যানন্দের নীলাচলে গমন, প্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও ২১৬১৩-১৪; ৩১০১৪; ৩১২১২।

নিত্যানন্দের প্রেমকোন্দল, অষ্টৈতের সঙ্গে ২৩৭৬-৮৪; ২৩২০-২৮; ২১২১৮৫-২৩।

নিত্যানন্দের ভাব—বাৎসল্য, দাস্ত, সখা ১১৭১২৮৭।

নিম্নার উল্লেখ্যে উদ্ধারিত কৃকনাম ও মুক্তিপ্রদ ২১১১৮৪।

নিম্নকের উদ্ধার, প্রভুকর্তৃক ১৭১২৭-৩০; ১৭১৩৩-৩৫; ১৮১২-১০; ১৮১৪৮; ২১১১৪৪।

নির্মিত কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের ১৫১৫৪; ১৬১১১-১৪; ২১২০১২২।

নির্মিত বোদী ২১২৪১০৬।

নীলাচলে প্রভুর স্থিতিকাল, অষ্টাদশ বৎসর ২১১১৭; পূর্ববর্তী ছয় বৎসরও মধ্যে মধ্যে নীলাচলে স্থিতি, মধ্যে মধ্যে অন্তর গমন ২১১১৪।

মুনিহোমনকর্তৃক প্রভুর কৃন্দাবন-পথ-সজ্জা ২১১১৪৫-৫০।

মুনিহোমনের প্রতি প্রভুর কৃপা (‘‘প্রহায় ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা’’ ব্রটব্য)।

পঞ্চতন্ত্র : আমি ৭ম পরিচ্ছেদ ; ১৭১৩-৪ ; ১৭১৮ ; পঞ্চতন্ত্রকর্তৃক প্রেম-বিতরণ ১৭১৫৬ ; ১৭১৬১।

পঞ্চপ্রদান সাধন ২১২১৭৪-৭৫ ; ২১৪১২৫-২৬।

পঞ্চবিধ ভক্তির নাম ২১২১৬২-৬৪।

পঞ্চবিধ ভক্তিরূপ ২১২১৫২।

পঞ্চবিধ কৃষ্ণরতি ২১২১৫৭-৫৮।

পঞ্চবিধ মুক্তি ২১৬২৩২ ; ভক্ত কোনরূপ মুক্তি চাহেন না ১৪১১৭২ ; ২১২৪৩-৪৪।

পন্ন-উপকারের মহিমা ১১২৩২-৪১।

পন্নকীয়া ভাব ১৪১৪১-৪২।

পরব্যোম ১৫১১১-১২ ; মায়াতীত ১৫১১১ ; ২১২১৪০ ; ষড়ৈশ্বর্য-ভাণ্ডার ২১২১৩৬ ; পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্যময় ২১২১৩৭ ; শ্রীকৃষ্ণভ্যতীত অপর ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের ধাম পরব্যোম ১৫১১২ ; ২১২১২ ; ২১২১৩৫-৬ ; পরব্যোম বিভূ ১৫১১১-১২ ; ২১২১৪-৫ ; পরব্যোমে নারায়ণের নিত্যস্থিতি ২১২০১৮২ ; পরব্যোমের মহিমা ২১২১২-৬ ; ২১২১৩৫-৩৭ ; নালোক্যাদি চতুর্বিধামুক্তি প্রাপ্ত জীবের প্রাপ্য ধাম ১০১১৫ ; পরব্যোমস্থ যে-সকল স্বরূপের ব্রহ্মাণ্ডেও স্থিতি আছে, তাঁহাদের নাম ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ ধাম ২১২০১৮১-৮২।

পরম (বা পঞ্চম) পুরুষার্থ : প্রেম ১৭১৮১-৮২ ; ১৭১৮৮ ; ১৭১১৩৭ ; ২১৬১৬৬ ; ২১২৪৪১ ; ২১২১৪৬ ; ২১২০১১০-১১ ; ৩৭১২১ ; ইহার তুলনায় চারি পুরুষার্থ তুলতুল্যা ১৭১৮১-৮২ ; ২১২১৪৬ ; কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির জন্য লোভ জন্মায়, ১৭১৮৪ ; কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সমুদ্রে ভাসায় ১৭১৮৭ ; চিন্ত-তত্ত্বের ক্ষোভ জন্মায় ১৭১৮৪-৮৭ ; কৃষ্ণকে ভক্তের বশীভূত করায় ১৭১১৩৮ ; কৃষ্ণমার্ধ্য আনন্দনের কারণ ১৭১১৩৭ ; ২১২০১১০-১১ ; পুরুষার্থ-সীমা ২১২৪৪১ ; শুদ্ধভক্তির সাধনে প্রেমের-উদয় হয় ২১২১৪২ ; সাধনভক্তি হইতে রতির (বা ভাবের) উদয় ; রতির গাঢ় অবস্থার নামই প্রেম ২১২১৫১ ; ২১২৩২ ; প্রেম নিত্যসিদ্ধ। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে উদ্ভিত হয় ২১২১৫৭।

পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশ ১২১১২-১৩ ; ২১২০১৩৬ ; পরমাত্মা অন্তর্ধ্যামী ১২১১২ ; ২১২৪৫২ ; যোগমার্গের সাধনে উপলব্ধি হয় ১২১১২ ; ২১২০১৩৪ ; ২১২৪৫৭-৫৮।

পরমানন্দ পুরীর সহিত মহাপ্রভুর মিলন ; ঋষভ-পর্বতে ২১২১৫১-৫৮ ; নীলাচলে ২১০৮২-২২।

পরিণামবাদ স্থাপন ও বিবর্তবাদ খণ্ডন, প্রভুর্ভূক ১৭১১৪-১২০ ; ২১৬১৫৪-৫৭ ; ২১২৫১৩৩।

পাণ্ডুপুরে বিশ্বরূপের (শঙ্কারণ্যের) সিদ্ধিপ্রাপ্তি ২১২১৭১-৭২।

পানিহাতিতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ৩৬৭৬-৮৩ ; ৩৬১০২-৪ ; ৩৬১০৬-১৩।

পুণ্ডরীক বিভাষিণি ও ওড়মবতী প্রসঙ্গ ২১৬৭৫-৮০।

পুরীদলের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ৩১৬৬০-৬২।

পুরুষাবতার ২১২০২১২ ; ২১২০২১৭-৪৪ ; প্রথম পুরুষ, কারণার্ঘ্যশায়ী, জগৎকর্তা ১৫১৪৮ ; ১৫১৫৫ ; ১৫১৫৭-৫৮ ; ১৫১৬৪-৭৬ ; ১৬১১০ ; ২১২০২২২-৪০ ; দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী ১৫১৭৮-২১ ; ২১২০২৪১-৫১ ; তৃতীয় পুরুষ কীরাকিশায়ী, জীবান্তর্ধ্যামী, জগতের পালনকর্তা ১৫১৮৮ ; ১৫১৯৪-২২ ; ২১২০২৫২-৫৩ ; পুরুষত্রয় নামান লংঘনে থাকিলেও মায়াপার ১২১৪৪ ; ২১২০২৫১ (‘‘স্বাংশভেদ’’ ব্রটব্য)।

শ্রীকৃষ্ণভট্টাচার্য্যের এক আশ্রমকুশলের বিবরণ ৩৩২-২।

প্রকট-নীলার নিত্য্য, জ্যোতিষের প্রমাণে খ্যাপিত ২২০৩১৩-৩১।

প্রকাশ ১১১৩৫; বিবিধ, প্রভব ও বৈভব-প্রকাশ ২২০১৪০; প্রভব-প্রকাশ ২২০১৪০-৪২; বৈভব-প্রকাশ ১৪৪৭; ২২০১৪৩-৪৮; মুখ্য প্রকাশ ১১১৩৬-৩৭।

প্রকাশানন্দকর্তৃক প্রভুর নিন্দা ২১৭১১১-১৭।

প্রকাশানন্দের উদ্ধার ১৭১৩৮-১৪৪; ২২৫১৬-১১২।

প্রকাশানন্দের এক শিষ্য কর্তৃক মহাপ্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যার আলোচনা ২২৫১২২-৩৭।

প্রণবের মহাবাক্য স্থাপন ও তত্ত্বমসির মহাবাক্য খণ্ডন ১৭১২১-২৩; ২৬১৫৮-৫৯।

প্রতাপরত্ন (গজপতি) প্রসঙ্গ। প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত সার্কভোমের নিকট উৎকর্ষা জ্ঞাপন ২১১১২-২০; সার্কভোমকর্তৃক প্রভুর নিকটে রাজার মিলনোৎকর্ষা জ্ঞাপন, প্রভুর অসম্মতি ২১১১৪-২; প্রতাপরত্নের নীলাচলে আগমন ২১১১১০; রামানন্দকে প্রভুর চরণ-সেবার অহুমতি, রামানন্দ কর্তৃক প্রভুর নিকটে রাজার আশ্রি জ্ঞাপন ২১১১১৪-২৩; সার্কভোমের নিকটে রাজাকে দর্শনদানে প্রভুর অসম্মতির কথা জানিয়া প্রতাপরত্নের বিবাদ ও আশ্রি, রাজ্য ও দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ, সার্কভোমকর্তৃক আশ্বাসদান ২১১১৩২-৪২; গোড়ীয়ভক্তদের বাসস্থানের ও প্রসাদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা ২১১১৫৪-৫৮; গোপীনাথচার্য্য কর্তৃক দূর হইতে রাজার নিকটে গোড়ীয়ভক্তদের পরিচয় দান, ভক্তগণ-কর্তৃক নামসমীকর্তনে রাজার বিস্ময়াদি ২১১১৫২-১০২; স্বগণসহিত অট্টালিকায় চড়িয়া প্রভুর বেঢ়াকীর্জন দর্শন ২১১১২১২-২০; প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত উৎকর্ষা ও আশ্রি-প্রকাশ করিয়া কটক হইতে সার্কভোমের নিকটে পত্রপ্রেরণ, প্রভুর ভক্তদের চরণে তাঁহার প্রার্থনা-জ্ঞাপনের জন্ত অহুরোধ ২১২১৩-২; সেই পত্র দেখিয়া নিত্যানন্দাদি প্রভুর নিকটে উপনীত হইয়া রাজার আশ্রি জ্ঞাপন, প্রভুর অসম্মতি, নিত্যানন্দকর্তৃক রাজার জন্ত প্রভুর বহির্কাস আদায়, তৎপ্রাপ্তিতে রাজার আনন্দ ২১২১১০-৩৫; রামানন্দরায়ের আগ্রহে রাজপুত্রের সহিত মিলনে প্রভুর সম্মতি, প্রভুরূপা-প্রাপ্ত রাজপুত্রের দর্শনে ও স্পর্শে রাজার প্রেমাবেশ ২১২১৪২-৬৪; পাত্রগণের সহিত প্রভুর গণকে পাণ্ডুবিক্রয় দর্শন করায়েন ২১৩০৫; রথের অগ্রে রাজার হীনসেবা দর্শনে প্রভুর প্রীতি ২১৩০১৪-১৭; রথযাত্রাকালে কীর্তনে প্রভুর ঐশ্বর্য্য দর্শন ২১৩০৫১-৬১; শ্রীবাসের চাপড়াঘাত-প্রাপ্ত স্বীয় পাত্র হরিচন্দনের ভাগ্যের প্রশংসা ২১৩০৮৫-২২; প্রেমাবেশে ভূমিতে পতনোক্ত প্রভুকে রক্ষা করিতে যাইয়া রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিলে প্রভুর আশ্রয়ধিকার, অপরাধ-ভয়ে রাজার জ্ঞান, সার্কভোমকর্তৃক আশ্বাসদান ২১৩০১৭২-৮০; বলগণ্ডীস্থানের নিকটবর্তী উত্তানে প্রভুর সেবা এবং প্রভুকর্তৃক রূপা ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২১৪০৩-২০; বলগণ্ডীস্থান হইতে গুণ্ডিচার দিকে রথ চালাইবার ব্যর্থ-প্রয়াস ২১৪০৪৬-৪৯; প্রভুর আগমন রথ চলিতে দেখিয়া রাজার প্রেমাবেশ ২১৪০৫২-৫৮; প্রভুর আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে হোরাপঞ্চমীতে বিশেষ আড়ম্বরের ব্যবস্থা ২১৪০১০৪-১০; রুক্ষজন্মযাত্রাদিনে প্রভুর সহিত নৃত্য ২১৪০১৮-২২; তুলসী পড়িছায়া প্রভুকে ও প্রভুর গণকে প্রসাদী বস্ত্রদান ২১৪০২৮-২২; প্রভুর বৃন্দাবন-যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনিয়া রাজার দুঃখ ও আশ্রি, প্রভুকে রাখার জন্ত সার্কভোম ও রামানন্দকে অন্তনয় ২১৪০২-৫; গোড়-গমনকালে প্রভু কটকে উপনীত হইলে প্রভুর সঙ্গে রাজার মিলন, প্রভুর রূপা লাভ, গোড়-পথে প্রভুর সেবার ব্যবস্থা, মহিবীগণের প্রভুদর্শনে প্রেমাবেশ ২১৪০১০১-১২; গোড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা চারি-মাস স্থগিত রহিল শুনিয়া রাজার আনন্দ ২১৪০২৮২; গোপীনাথ পট্টনায়কের নিকটে রাজার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্ত তাঁহার ঘোড়াবিক্রয়ের ব্যবস্থা ২১৪০১৬-২১; পট্টনায়ককে রাজপুত্র চাঙ্গে চড়াইয়াছে, একথা তাঁহার সেবকগণ প্রভুকে জানাইলে প্রভুর বিরক্তির কথা হরিচন্দনের মুখে শুনিয়া, প্রভুর প্রীতির জন্ত পট্টনায়ককে ক্ষমা, তাঁহার দ্বিগুণবর্জন দানাদি ২১৪০৪৪-১০৫; দূর হইতে প্রভুর বেঢ়াকীর্জন দর্শন ৩১০১৩১।

প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিয়া রথযাত্রাদর্শনের জন্ত গোড়ীয় ভক্তদের প্রতি প্রভুর আদেশ ২১৪০৩; ২১৪০২১; ২১৪০২২; ২১৪০৪১; ২১৪০৪২-৪৩; গোড়ীয়ভক্তগণ বিশ বৎসর এইভাবে পতাগতি করেন ২১৪০৫১।

প্রশাসনিক কর্মচারীর (বিস্তারিত) প্রতি প্রভুর রূপা ৩২৫; শিবানন্দ-পুত্র জাহার শাক্তে প্রভুর আবির্ভাব ৩২৬-৭৭।

প্রশাসনিক কর্মচারীর কৃষ্ণকথা-প্রবণ-প্রসঙ্গ ৩৫৩-৭৫।

প্রভু ও মহাপ্রভু: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই মহাপ্রভু, অর্থাৎ ও নিত্যানন্দ প্রভু ১৭১১-১২।

প্রয়োজন-ভঙ্গ ১৭১৩২; ২৬১৬২; ২২০১০২-১০; ২২০১২৬; ২২৩২; ২২৩২-৫২; ২২৫৮৭; ২২৫১০২-১০৪।

প্রাকৃতিক প্রাকৃত-বস্তুরহস্ত ২২০১২৮-৫৩।

প্রাকৃতিক প্রাকৃত-কবল-ব্রহ্মোপাসক ২২৪৭৮-৮০; ২২৪২৬।

প্রাকৃতিক প্রাকৃত-বৌদ্ধ ২২৪১০৭।

প্রাকৃতিক প্রাকৃত-মোকাকাজী ২২৪২৩।

প্রাকৃতিক-বিলাস-স্বরূপ-সমূহের অন্তর্ভুক্তি ২২০১২০-২০৮।

প্রাকৃতিক-বিলাস-স্বরূপ-সমূহের বৈকুণ্ঠ ২২০১৮০।

প্রাকৃতিক বা রতি বা ভাব ২২২২৪; লক্ষণ ২২৩৩-৪; বিকাশের ক্রম ২২৩৫-৮; জাতরতি ভক্তের লক্ষণ ২২৩১০-১২।

প্রেম। তত্ত্ব—হ্লাদিনীর সার ১৪৫২; ১৮১২২; রতির গাঢ় অবস্থা ২১২১৫১; ২২৩৩; ২২৩২; সাধনভক্তি হইতে প্রেমের উদয় ২১২১৫১; সাধনে চিন্তের বিভিন্ন অবস্থার বিকাশ ২২৩৫-২; প্রেমবিকাশের ক্রম ২১২১৫১-৫৩; ২২৩২২-২৪; প্রেমের লক্ষণ ২২৩২০; ৩১১২৩; ৩১২৭-৩২ শ্লো; প্রেমের স্বভাব ১৭১৮৪-৮৭; ২৪১৮৪; বিষয়তে একত্র মিলন ২২৪৪-৪৫; প্রেমের স্বাভাবিক রীতি—অন্ত বিস্তারিত ২১১২৬-২২; ২১১২২-১০৪; প্রেমগন্ধহীনতার জ্ঞান জন্মায় ৩২০১২৩; দাস্ত্যভাব জন্মায় ১৬৪২-৬২; কৃষ্ণমাধুর্য আশ্বাদন করায় ১৪৪৪; ১৭১৩৭; কৃষ্ণকে বশীভূত করায় ১৭১৩৮; প্রেম কৃষ্ণকে, ভক্তকে এবং নিজেকে নাচায়, তিনে একসঙ্গে নৃত্য করে ৩১৮১৭; জাতপ্রেম ভক্তের লক্ষণ—উন্নতবৎ হাসে, নাচে, কান্দে, চীৎকার করে ১৭১৭৪-৮৭।

প্রেমের আভা লঙ্ঘন করিলেও কৃষ্ণের স্তম্ভ ৩১০৪-৭।

ফ

ফ

ফ

ফ

ফেলানব-প্রসঙ্গ ৩১৬৮১-১০৮।

ব

ব

ব

ব

বঙ্গদেশীয় কবিকৃত নাটকের প্রসঙ্গ ৩৫৮৮-১৪২; কবিকৃত নান্দী-শ্লোকের অর্থ ৩৫১১০-১১; নান্দী শ্লোকের স্বরূপদামোদরকৃত অর্থ ৩৫১৩৮-৪৪।

বড় উপাশ্র ২৮২১০; বড় কর্তব্য ২৮২০৮; বড়কীর্তি ২৮২০০; বড় গান ২৮২০৪; বড় দুঃখ ২৮২০২; বড় ধোয় ২৮২০৭; বড় মুক্ত ২৮২০৩; বড় প্রবণ ২৮২০২; বড় শ্রেয় ২৮২০৫; বড় সম্পত্তি ২৮২০১।

বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্রের কাহিনী ২৫৮-১৩২।

বর্তমান চতুর্ভুগের জ্ঞান জীবন ৩৩২৩৮।

বলরাম তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, আশ্রয়বাহ, মূল সঙ্কর্ষণ ১৫৩-৬; গোবিন্দের প্রতিমূর্তি ১৫৬৩; কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ ২২০১৪৫; পূরে প্রাকৃতিক-বিলাস ২২০১৫৭; ব্রজে গোপভাব, পূরে কৃত্রিম-ভাব ২২০১৫৬; দ্বারকার এবং পরবোমের সঙ্কর্ষণ বলরামেরই প্রকাশ ২২০১৫৮-৬২; পাঁচরূপে বলরাম-শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন ১৫৬৬; স্বয়ংক্রমে কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন সঙ্কর্ষণ, কার্ণাধারশায়ী, গর্ভোদধারী ও কীর্বোধশায়ী এই চারিরূপে হৃষ্টলীলা-কার্যরূপ সেবা করেন ১৫৭৭-৮; আবার শেখরূপে বিবিধ সেবা করেন, শয়ানিরূপে ১৫৮২; শিরে —৬/৪১

পৃথিবী-ধারণ; কৃষ্ণগণনিরূপণ সেবা এবং ছত্র-পাতুকা-শয্যাদিগণে গেবের সেবা ১৫১৫০-১০৭; স্বয়ংক্রমে গুর, লখা, ভৃত্য এই তিনভাবে কৃষ্ণের সহিত খেলা করেন ১৫১১৮-২০; রাম-অবতারে তিনিই অংশে লক্ষণ ১৫১২৮-৩০; কৃষ্ণাবতারে স্বয়ংক্রমে নানাভাবে কৃষ্ণকে-স্বখাখাদন করান ১৫১৩১-৩৩; গৌর-অবতারে বলরামই নিত্যানন্দ (নিত্যানন্দ-ভক্ত দ্রষ্টব্য)।

বল্লভ ভট্ট প্রসঙ্গ : প্রয়াগের নিকটবর্তী আঁড়েল-গ্রামে স্বর্গহে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২১২১৫৭-৮৪; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন ৩৭১৩-১৫৫; ভট্টের মনের অভিমান জানিয়া তাঁহার নিকটে প্রভুকর্তৃক স্বভক্তের মহিমা-খ্যাপন এবং স্বীয় দৈন্ত্যপ্রকাশ ৩৭১৩-৩২; ভট্টের অভিমান-গর্বে ৩৭১৪-৪২; ভট্টকর্তৃক গণসহ প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩৭১৪-৫৬; ভট্টের বৈষ্ণব-মিলন ৩৭১৪-৫৬; রথযাত্রাদিনে প্রভুর নর্তন-দর্শনে ভট্টের বিস্ময় ৩৭১৫-৬৪; স্বকৃত ভাগবত-টীকা শ্রবণের জন্য প্রভুকে অহুরোধ, প্রভুর উপেক্ষা ৩৭১৬-৬৮; কৃষ্ণনামের স্বকৃত অর্থ শ্রবণের জন্য প্রভুকে অহুরোধ, প্রভুর উপেক্ষা ৩৭১৬-৭১; গদাধরপণ্ডিতের নিকটে গমন, নামবাখ্যা শ্রবণের জন্য অহুরোধ, বলপূর্বক টীকা পাঠ ৩৭১৭-৮৩; অষ্টভাচার্যের সঙ্গে উদ্‌গ্রাহাদি ৩৭১৮-২২; শ্রীধরস্বামীর বাখ্যার দোষ কখন, প্রভুকর্তৃক যত্ন ভৎসনা ৩৭১৯-২২; আত্মতুস্কান ও সুবুদ্ধি-প্রকাশ ৩৭১০-৮-৮; প্রভুর চরণে শরণ ও প্রভুর রূপা ৩৭১০-২৫; গদাধর পণ্ডিতের নিকটে কিশোর-গোপাল-মন্ডে দীক্ষা প্রার্থনা ৩৭১৩২-৩৬; গদাধরের নিকটে দীক্ষাগ্রহণ ৩৭১৫৪-৫৫।

বসন্তরালে শ্রীরাধাকে লঙ্ঘিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসঙ্গ, শ্রীরাধার অপেক্ষায় নিভৃত নিকটে অবস্থিতি, গোপীগণের আগমনে চতুর্ভুজরূপ ধারণ, গোপীগণকর্তৃক স্তব ও অগ্ন্য গমন, পরে শ্রীরাধার আগমনে চেষ্টা সত্ত্বেও চতুর্ভুজরূপ রক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অসামর্থ্য, রাধাপ্রেমের অপূর্বমহিমা ১১৭১২৭৪-৮৪।

বহ্নিরজা মায়ারশক্তি : কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি ১২১৮৫; ২১৬১৪৬; ২১৮১১৭; মায়ার সহিত ঈশ্বরের স্পর্শ নাই ১৫১৭২-৭৫; যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়ার অধিকার নাই ২১২১২১; কারণাক্রির বাহিরে মায়ার অবস্থিতি, মায়ার কারণসমূহকে স্পর্শ করিতে পারে না ১৫১৪২; ২১২০২৩১; পরব্যোমে মায়ার গতি নাই ২১২০২৩১; মায়ার দুইরূপে অবস্থিতি—প্রধান (বা গুণমায়ার) এবং প্রকৃতি (বা জীবমায়ার) ১৫১৫০; ১৬১১১; ২১২০২৩২; মায়ার জগতের কারণ ১২১৮৫; প্রধান-অংশে উপাদান কারণ ১৫১৫০; ১৬১১১; ২১২০২৩২; আর প্রকৃতি-অংশে নিমিত্ত কারণ ১৬১১১; ২১২০২৩২; কিন্তু জড় বলিয়া মায়ার জগতের মুখ্য কারণ নহে, ঈশ্বরের শক্তিতে গোণকারণ মাত্র ১৫১৫১-৫৩; ২১২০২২৪-২৬; মায়ার সৃষ্টিকার্যের সহায়তা মাত্র করে ১৫১৫৪-৫৮; অনন্তব্রহ্মাও মায়ার বৈভব ১৫১৮৫; মায়ার মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী ২১২১৩৮-৩৯; কৃষ্ণবহ্নিস্বর্গ জীবকে শাস্তি দেন ২১২০১০৪-৫; ২১২১১০-১২; মাধুগুরুর রূপায় কৃষ্ণোন্মুখতা জন্মিলে জীবের মায়াপাশ ছুটিয়া যায় ২১২০১০৬; ২১২১১৩; ২১২১১৮; বহিরঙ্গা মায়ারও শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি করে ২১৬১৪৬ (“শক্তি” দ্রষ্টব্য)।

বহু অজ্ঞের সাধনও অহুরোধমূলীয় ২১২১৭৬; ২১২১৭৮।

বহু ভনে মমতা থাকিলেও প্রীতির স্বভাবে ভাবের পার্থক্য হয় ৩৪১৬৬।

বহু নামের প্রচার, জীবের প্রতি রূপাবশত: ৩২০১১৩; সকল নামে সর্লক্ষ্যক্তি সঞ্চারিত ৩২০১৫।

বাৎসল্য প্রেম (বা বাৎসল্যরতি ২১৮৬২; ২১২০১৫৮; শ্রীকৃষ্ণের পরিকরভূক্ত মাতাপিতা-আদি গুরুজন বাৎসল্য রতির আশ্রয় ২১২০১৬৩; ২১২০৪২; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে লাগা, পাল্য, অত্যাশ্রয় জ্ঞান জন্মায় ১৪১২১; ২১২০১৮৫-৮৮; ইহা অত্যাশ্রয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয় ২১২০৩৫; ২১২৪২৬; বাৎসল্যে শাস্ত, দাস্ত ও সখ্যের গুণ বর্তমান ২১২০১৮৫-৮৬।

বালাগোপণ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের দর্শন ২১২০২১৫; ২১২০৩১২-১৮।

বদেবদেবের মিত্রের মরকতোগ-প্রার্থনা-প্রসঙ্গ, জগদ্বাসী সমস্ত জীবের উদ্ধার কামনার

বিবিধের ছাড়িয়া কৃষ্ণভজনে করিলে নিবিধ পাশাচাবে যেন যায় না, দৈবাৎ গেলেও কৃষ্ণ ভজ করেন
১২২৮০-৮১।

বিধিভক্তি (বৈধী-ভক্তি) লক্ষণ ২২২৫০; লাবন ২২২৫১-৮৪; বিধিভক্তিতে ব্রহ্মভাব পাওয়া যায় না;
১৩১৩; ২৮১৮২; বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হয় ১৩১৫; ২২৪৬২; বিধি-ভক্তের ভেদ ২২৪২০৬-১১।

বিবর্তবাদ ষণ্ডন ১১১১৪-২০; ২৩১৫৪-৫৭; ২২৫৬৩।

বিভুক্তি। শক্তির আভাসের আবেশ ২২০১০৬; ২২০১১১।

বিলাস (ত্রিক্ষের স্বরূপ-বিশেষ) ১১১৩৫; লক্ষণ ১১১৩৮; বিলাস-স্বরূপের নাম—বলদেব, নারায়ণ, বাহুদেব-
ধ্বংসাদি ১১১৩৯; তদেকান্তরূপের বিলাস ২২০১৫৩; প্রাভব-বিলাস ২২০১৫৫-৫৯; ২২০১৬১-১৭৬; ২২০১৭৯;
বভব-বিলাস ২২০১৪৭; ২২০১৬০; ২২০১৭৭।

বিলাস (ব্রহ্মসন্দরীদেব ভাব-বিশেষ) ২১৪১৭৮-৮০।

বিশুদ্ধ-প্রেম-লক্ষণ-জ্ঞাপক প্রলাপ ৩২০৩২-৫৩।

• বিশ্বরূপের বিবাহোত্তোগ ও সন্ন্যাস ১১৫১২-১৩।

বিশ্বরূপের লিঙ্গপ্রাপ্তি ২২২৭১-৭২।

বিশ্বরীর অস্ত্রের দোষ ৩৬২৬২-৭৫।

বিষ্ণু। পুরুষাবতার এবং গুণাবতার; পুরুষাবতার, তৃতীয় পুরুষ জীবাস্তর্ধ্যামী, জগতের পালনকর্তা, ক্ষীরোদ-
য়ী ১২২৪২; ১৪১৭; ১৪১২; ১৫১৮৮; ১৫১২৩-২৫; ২২০২৫২-৫৩; ২২০২৬৬-৬৮; যুগাবতার ও মন্বন্তরা-
তাররূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম স্থাপন করেন ১৫১২৬-২৮; গুণাবতার ২২০২৫২; ২২০১৫৮।

বৃন্দাবন। ত্রিক্ষের লীলাস্থল; অপর নাম—গোকুল, ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ ১৫১১৪; গোলোক
দাবন ২১২১৩৬; গোলোকাখ্য গোকুল ২২১১৭৪; “গোলোক” দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবন-গমনের রীতি ২১১২০২-১০; ২১১২১৫-১৬।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কাহিনী, মহাপ্রভুর উপস্থিতি-সময়ে ২১৮৮৫-১১৭।

বৃন্দাবনের পীলু-ভক্ষণ-প্রসঙ্গ ৩১৩১২-৭৫।

বৃন্দাবনের দ্বার-জলমাদিকে প্রভু কর্তৃক প্রেমদান ২১১১৮৩-২১৬।

বেকটভট্ট-প্রসঙ্গ। শ্রীসুন্দরী বৈষ্ণব; প্রভুকে নিমন্ত্রণ ২২১৭৬; তাঁহার গৃহে প্রভুর চাতুর্ঘাতকাল অবস্থান;
রঙ্গক্ষেত্র ২২১৭৭-৮০; বেকট-ভট্টের সঙ্গে তাঁহার উপাস্ত ও উপাসনা সম্বন্ধে প্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী এবং ভট্টের গর্ভনাস
১২১০২-৪৭।

বেণু (বংশী)-ধ্বনি-মহিমা ২২১১২০; ২২১১১৮-২২; ২২৪৪০; ৩১৫১৫২; ৩১৬১১৫-২০; ৩১৭১৩২-৩৬;
১২৪০।

বেদ অন্তঃপ্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি ১১১২২৫; ২৩১১৬৩।

বেদান্তসূত্রের উদ্দেশ্য ২২৫৪২-৪৭।

বেদান্তসূত্রের ভাস্কর্য্যে শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য ২২৫৩২-৪১।

বৈধীভক্তি—“বিধিভক্তি” দ্রষ্টব্য।

বৈভব প্রকাশ: “প্রকাশ” দ্রষ্টব্য।

বৈরাগীর ধর্ম ৩৩২২০-২৫; বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি-সম্ভাবণের কুফল ৩২১১১৬-১৮; ৩২১২২-২৩।

বৈষ্ণব: বৈষ্ণবের লক্ষণ ২১৫১০৭-১১; বৈষ্ণবত্বের লক্ষণ ২১৬১৭১; বৈষ্ণবত্বের লক্ষণ ২১৬১৭৩;
বৈষ্ণবের গুণ ২২২৪৪-৪৭; কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ লঙ্ঘিত হয় ২২২৪৩; বৈষ্ণবের আচরণ ১১৭১২৩-২৭; বৈষ্ণবের
প্রচার ২২২৪২-৫০; বৈষ্ণবের পক্ষে ব্রহ্মবস্ত্র পরিধান অলঙ্কৃত ৩১৩৬০; বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত ৩৪১৮৩-৮৫;

বৈষ্ণব-ভোজনে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের বল ৩৩২০৫-২; বৈষ্ণব বাহার হিত কার্যনা করেন, তিনিও বৈষ্ণব ২১৫১৬২; বৈষ্ণব-অপরাধ ও তাহার প্রভাব ২১২১১৩৮-৩২; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদির মহিমা ৩১৬৫২-৫৮।

বৈষ্ণব-স্বভিত্তির সূত্র ২১২৪১২৬-৫৭।

বৌদ্ধাচার্যের গব্বধণ্ডন, মহাপ্রভুকর্তৃক ২১২৪০-৫৭।

ব্রজজন কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না ২১২১১৮-২০; ব্রজজনের রতি কেবলা ২১২১১৬৬।

ব্রজ জন : ব্রজজনের শ্রীকৃষ্ণরতি শুদ্ধা, কেবলা ১৪১১২; ২১২১১৬৬; ব্রজজন কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না ২১২১১৮-২০; ঐশ্বর্যা দেখিলেও তাহাকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যা বলিয়া মনে করেন না, কৃষ্ণের সহিত নিজেদের সম্বন্ধের জানই তাঁহাদের চিন্তকে ভরিয়া রাখে ২১২১১৬৭; ২১২১১৭২; কৃষ্ণকে নিজেদের পুত্র, সখা বা প্রাণপতি বলিয়া মনে করে ১৪১১২-২৪; ব্রজজনের ভাব—দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর ২১২১১৮০-২২; ব্রজজনের ভাবের আত্মগত্যময় ভজনেই ব্রজপ্রাপ্তি সম্ভব ২১২১২১; ২১২১৮৭-২৩।

ব্রজবাসের প্রকার ও বৈশিষ্ট্য ২১১৪১৩৮-৮২।

ব্রহ্ম : ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ—স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ ১৭১১০৬; ১৭১১৩১-৩২; ২৬১১৩১-৩৮; ২১২৪১৫৩-৫৫; ২১২৪১৩০; ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, সবিশেষ ১৭১১৩১-৩৩; ২৬১১৩১-৪১; ২১২৪১৩০; ব্রহ্ম সশক্তিক, নিঃশক্তিক নহেন ২৬১১৩৩-৪৭; ২১২৪১৩১; নিরাকার নহেন, সাকার ১৭১১০৭; ২৬১১৩২-৪২; ২১২৪১৩৪-৪৫; ব্রহ্মের বিভূতি ও দেহাদি চিয়য় ১৭১১০৭-৮; ২৬১১৩৩; ২৬১১৩৬-৩৭; ব্রহ্মের দেহাদি প্রাকৃত সমুৎপত্তির বিকার নহে ১৭১১০৮-১০; ২৬১১৫০-৫৩; ২১২৪১৩২; জীবব্রহ্মের ঐকান্তিক অভেদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ : জীব ব্রহ্মের শক্তি, চিংকণ-অংশ ১৭১১১১-১৩; ২৬১১৪৮-৪৯; ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল কারণ ২৬১১৩৪-৩৫; স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিতে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম নির্বিকার থাকেন ১৭১১১৪-২০; ২৬১১৫৪-৫৫; জগৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র ১৭১১১৫; ২৬১১৫৭; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপ ২১২০১২২; নির্বিশেষ ব্রহ্মও তাঁহার এক প্রকাশ, তাঁহার অঙ্গকাস্তি ১১২৮-১০; ২১২০১৩৫।

ব্রহ্মময় কেবল-ব্রহ্মোপাসক ২১২৪১৮১-৮৩।

ব্রহ্মমোহনলীলার অচিন্ত্যত্ব ২১২১১১-২১।

ব্রহ্মসংহিতা প্রাপ্তি ও ব্রহ্মসংহিতার মহিমা ২১২১২০-২৪।

ব্রহ্মা : গর্ভোদকশায়ীর নাভিপদ্মে জন্ম ১৫১৭৮-৮৬; ২১২০২৪১-৪৫; ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তা ১৫১৮৭; ২১২০২৪৬; গুণাবতার ২১২০৫৮; ভক্ত-অবতার ২১২০২৬৮; ব্রহ্মা দুই রকমের—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি; জীবকোটি ব্রহ্মা ২১২০২৫২-৬০; ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা ২১২০২৬১; বর্তমান কল্পের ব্রহ্মা জীবকোটি ২১২০৫৮৮-৯০; ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ চৌদ্দমহাস্তর ১৩৫-৬; ২১২০২৭০; ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শত বৎসর ২১২০২৭১-৭২; ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী গোপশিশু এবং বৎসদের হরণ, পরে শ্রীকৃষ্ণের মূল নারায়ণত্ব বা স্বয়ং ভগবত্ব থ্যাপন ১২১২২-৪৭; দ্বারকাতে ব্রহ্মার কৃষ্ণদর্শন-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রহ্মার গর্ব-খণ্ডন ২১২১৪৪-৭২।

ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের বিবরণ ২১২১১২৫-৩৩।

ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের মধ্যে বাহার অবতাররূপে গণনীয়, তাঁহাদের নাম ২১২০১৮২।

ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চন্দ্রাশ্রয় দূরীকরণ, প্রভুকর্তৃক ২১০১১৪৬-৭৬।

ব্রহ্মানন্দ হইতে কৃষ্ণলীলাগুণাদির বৈশিষ্ট্য ২১১৭১৩১-৩৩; কৃষ্ণনামে যে আনন্দ, তাহার বৈশিষ্ট্য ১৭১২৩।

ভ

ভ

ভ

ভ

ভক্ত : ভক্ত ১১১৩০; দ্বিবিধ, পারিষদ ও সাধক ১১১৩১; ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের বিশ্রাম ১১১৩০; ভক্তচিন্তে, ভক্তগৃহে কৃষ্ণের সর্বদা স্থিতি ৩৬১১২৩, দুঃখহীন, বাহ্যাস্তরহীন, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দ ২১২৪১১২;

নিকায়, শাস্ত্র ২।১৩।১৩২; সাধুজ্যমুক্তি চাহেন না ২।৩।২৪১; পঞ্চবিধা মুক্তিও চাহেন না ২।৩।২৪৩-৪৪; ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ কমা করেন ৩।৩।২০০; ভক্তের কৃপাধর্মের আদর্শন সম্ভব ১।৩।৮২; ভক্তপদ কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ১।৩।৮৭-৮৮; ভক্তকৃপাবশে কৃষ্ণের স্বপ্রতিজ্ঞা ভক্ত ২।১৩।১৪৩; ভক্তই ভক্তিদস অমৃতব কবিত্তে পায়েন ২।২৩।৫০-৫১; ভক্তস্বথের জন্তই প্রভুর অবতার ৩।৮।৮৫; ভক্তধর্মহানি প্রভুর অসহ ২।১৩।১৪৬; ভক্তপদধূলি, ভক্তপদমল ও ভক্ত ভূতাবশেষ এই তিনের মহিমা ৩।১৩।৫৩-৫৮; ভক্তের প্রেমবিকারের মহিমা ৩।১৮।১৪-২৭; সাক্ষাৎদর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব—এই তিন স্বরূপে প্রভু ভক্তকে কৃপা করেন ১।১০।৫৪-৫৭; ভক্তকৃত নিমন্ত্রণে প্রভুর ভিক্ষা ৩।১০।১৩১-৫২; ভক্তভেদে রতিভেদ ২।১৩।১৫৭; মূল ভক্ত-অবতার ত্রীসংখ্য ১।৩।৮৮; শ্রদ্ধাবান জনই ভক্তির অধিকারী ২।২২।৩৮; অধিকারিভেদে ভক্ত ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ ২।২২।৩৮; উত্তম অধিকারী শাস্ত্রযুক্তো হুনিপুণ এক দৃঢ়শ্রদ্ধাবান ২।২২।৩৯; মধ্যম অধিকারী শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণ নহেন, কিন্তু দৃঢ় শ্রদ্ধাবান ২।২২।৪০; কোমলশ্রদ্ধ ভক্তই কনিষ্ঠ অধিকারী ২।২২।৪১; রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্তের তারতম্যতা ২।২২।৪২; কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সঞ্চারিত হয় ২।২২।৪৩; ভক্তের গুণ বা লক্ষণ ২।২২।৪৪-৪৭।

ভক্ত-ব্যাহের কাহিনী ২।২৪।১৫১-২০২।

ভক্তি : ভক্তি-শব্দের দশ রকম অর্থ ২।২৪।২৩-২৪; ভক্তি দুই রকম—সাধ্যভক্তি ও সাধনভক্তি; সাধ্যভক্তি হইল রতি, বা ভাব, বা প্রেম ১।৭।১৩৫; ২।১৩।১৪৭; ২।১৩।১৪৯; ২।১৩।১৫১; ২।২২।৫৬; প্রেমলাভের উপায় হইল সাধনভক্তি, অভিধেয় ১।৭।১৩৪-৩৫; অগ্র বাহ্য, অগ্র পূজা, জ্ঞানকর্মাদি পরিত্যাগ পূর্বক, আহুত্বো কৃষ্ণানুশীলন ২।১৩।১৪৮; শ্রবণকীর্তনাদি হইল সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, তটস্থ-লক্ষণ প্রেমোৎপত্তি ২।২২।৫৫-৫৭; সাধনে প্রবর্তক ভাব অহুসারে সাধনভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা ২।২২।৫৮; কেবল শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে যে ভজন, তার নাম বৈধী ভক্তি ২।২২।৫৯; শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ হইতে যে ভজন, তার নাম রাগানুগা ২।২২।৮৪-৮৮; বিধিভক্তির সাধন—চতুষ্টয় অঙ্গ সাধনভক্তি ২।২২।৬০-৮৩; উন্নয়ো সাধুসঙ্গাদি পাঁচটি প্রধান ২।২২।৭৪-৭৫; ২।২৪।১২৫; নির্ভার সহিত এক অজ্ঞের সাধনেও প্রেমলাভ হইতে পারে ২।২২।৭৬; ভজনের মধ্যে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধাভক্তিই শ্রেষ্ঠ ৩।৪।৬৫; তার মধ্যে আবার নাম-সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ৩।৪।৬৬; রাগানুগার সাধন—হুই অঙ্গ, বাহ্য ও অন্তর ২।২২।৮২; বাহ্য—যথাবস্থিত দেহে শ্রবণকীর্তনাদি ২।২২।৮২; অন্তর—সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া ভাবানুগূল কৃষ্ণপরিকরদের আহুগতো ব্রজ কৃষ্ণসেবা ২।৮।১৮৩-৮৫; ২।২২।৯০-৯৩; ৩।৩।২৩৪-৩৫; বৈধীভক্তিতে ব্রজভাব পাওয়া যায় না ১।৩।১৩; ২।৮।১৮২; বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইতে পারে ১।৩।১৫; ২।২৪।৬২; সাধ্যভক্তি বিকাশের ক্রম ২।১৩।১৫১-৫৩; ২।২৩।২২-২৪; ভক্তির জন্ম-মূল সাধুসঙ্গ ২।২২।৪৮; মহৎকৃপাব্যতীত কিছুতেই ভক্তিলাভ হইতে পারে না ২।২২।৩২; ভক্তির বাধক—ভুক্তিমুক্তি-বাসনাদি ১।১।৫১-৫২; ১।৮।১৬; ২।২৪।৪৬।

ভক্তিমহিমা : ভক্তি বিনা জগতের অবস্থান নাই ১।৩।১২; একমাত্র ভক্তিতেই কৃষ্ণ বশীভূত হন ১।১৭।৭০-৭২; ভক্তিতে লোক হিংসা শূন্য হয় ২।২৪।১২৪; ভক্তিই পরম পুরুষার্থ ২।৩।১৬৬-৬৭; ভক্তিস্বথের তুলনায় মুক্তি তুচ্ছ ৩।৩।১৭৭; ৩।৩।১৮৪; ভক্তির স্বভাব—অগ্র বাসনা দূর করে ৩।২৪।৭৩; ২।২৪।১২৮; এবং মুক্ত জীবকেও ব্রজ হইতে আকর্ষণ করিয়া ভজন করায় ২।২৪।৭৯-৮০; ভক্তির সাহচর্যব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না ২।২২।১৬; ২।২৪।৭৮; ২।২৪।৯৫; ২।২৫।২২; কর্মযোগ-জ্ঞানাদি ভক্তির অপেক্ষা রাখে ২।২২।১৪-১৫; ২।২৪।৬৫; ভক্তিব্যতীত অন্ত সাধন অজাগলন্তনপ্রায় ২।২৪।৬৬; ভক্তি সমস্ত ফল দিতে পারে ২।২৪।৬৫; ভক্তিসাধন সর্বোপরি ২।৩।১৪৬।

ভক্তিরস : প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদি হইল ভক্তিরসের স্থায়ীভাব ২।১৩।১৫২-৫৪; স্নেহ-মান-প্রণয়াদির অধিকারী ভেদে রতি পাঁচ প্রকার—শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ২।১৩।১৫৭-৫৮; ইহারাও রসের স্থায়ীভাব ২।২৩।২২-২৬; স্থায়ীভাবে সহিত বিভাব-অমৃতভাবাদির মিলনে ভক্তি বা রতি রসে পরিণত হয় ২।১৩।১৫৪-৫৬; ২।২৩।২৬-৩২; রতিভেদে ভক্তিরস পাঁচ রকমের—শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ২।১৩।১৫৮-৫৯; ২।২৩।৩৩; এই পাঁচটি

হইল ভক্তিরসের মতো প্রধান ২।১০।১৫২; ইহারে মধ্যে মধু-রসই সর্বশ্রেষ্ঠ ১।৪।৪০-৪১; ২।২০।৩০; আবার লাভি গোণভক্তিরসও আছে, ইহার আগন্তক ২।১০।১৬০-৬১; ভক্তিরসে ভক্তরসী এবং কৃষ্ণ বসীভূত হন ২।২০।২৬; ভক্তই ভক্তিরস আবাদন করিতে পারেন, অভক্ত পারেন না ২।২০।৫১।

ভক্তিকল্পতরু। বর্ণনা ১।২ পরিচ্ছেদে; নবমূল ১।২।১১-১৩; মধ্যমূল ১।২।১৪; প্রথম অঙ্গুর ১।২।৮; পুষ্ট অঙ্গুর ১।২।২; মূলকঙ্ক ১।২।২; দুই কঙ্ক ১।২।১২; চৈতন্যশাখা ১।১০ পরিচ্ছেদ; নিত্যানন্দশাখা ১।১১ পরিচ্ছেদ; অমৈতন্যশাখা ১।১২ পরিচ্ছেদ; কঙ্কমহাশাখা ১।১।৫; সর্বশাখা-শ্রেষ্ঠ ১।১।৫৩; ফল—প্রেম ১।২।২৪-২৫; ফল বিতরণের সময় ও আদেশ ১।২।৩২-৩২।

ভক্তিলতার বিবরণ। গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে বীজ লাভ ২।১০।১৩৩; মালীরূপে তাহা বোপণ এবং প্রবণ-কীর্তনাদি রূপ জল সেচন করিলে লতা উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হয়, ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, বঙ্গলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে, প্রেমফল ধারণ করে ২।১০।১৩৪-৩৭; বৈষ্ণব-অপরোধে লতা ছিড়িয়া যায়, শুকাইয়া যায় ২।১০।১৩৮-৩৯; ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ উপশাখা জন্মিলেও লতার বৃদ্ধি তত্ত্বিত হয় ২।১০।১৪০-৪৩; ভক্তিলতার ফল প্রেমই পরম পুরুষার্থ ২।১০।১৪৪-৪৬।

ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল নববিধা ভক্তি ৩।৪।৬৫; তার মধ্যে নামসকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ৩।৪।৬৬।

ভগবদ্ভাসের স্বরূপ। বিদু, মায়াতীত ১।৫।১২; ১।৫।১৫; ২।২০।৩০; ২।২।২-৪; আনন্দ-চিয়র ১।৫।১৭-১৮; ২।২।৪; শুকসময় ১।৫।৩৬; ১।৫।৪৫; একই স্বরূপ, দ্বিতীয় কায় নাই ১।৫।১৬; কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ১।৫।১৬; ২।২০।৩০।

ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে প্রভুর ভিক্ষা-প্রসঙ্গ ৩।২।১০০-১১; এবং তৎপ্রসঙ্গে ছোট হরিদাসের বর্দ্ধন ৩।২।১১০-৬৪।

ভট্টমারীদের কবল হইতে প্রভুকর্তৃক কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ২।২।২০২-১৬।

ভবানন্দরায়। প্রভুর সহিত মিলন ২।১০।৪৭-৫২; তাঁহাকে প্রভু সাক্ষাৎ পাণ্ডু বলিয়াছেন এবং তাঁহার পত্নীকে কৃত্তী বলিয়াছেন ২।১০।৫১; তাঁহার পঞ্চপুত্র—রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্বধানিধি এবং বাণীনাথ পট্টনায়ক ১।১০।১৩১-৩২; ইহার সকলেই প্রভুর প্রিয়পাত্র ১।১০।১৩২; তাঁহারা জন্মে জন্মে প্রভুর নিজ দাস ৩।২।১৩২; ইহাদিগকে প্রভু পঞ্চ পাণ্ডব বলিয়াছেন ২।১০।৫১; ভবানন্দ রায় সবংশে জন্মে জন্মে প্রভুর কিঙ্কর ২।১০।৫৬।

ভাগবত। দুই ভাগবত ১।১।৫৬; এক শ্রীমদভাগবত-শাস্ত্র এবং অপর ভক্তিরসপাত্র ভক্ত ১।১।৫৭; শ্রীমদভাগবতের স্বরূপ—কৃষ্ণতুল্য, বিদু, সর্বাশ্রয় ২।২।২৩১-৩৩; কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ ২।২।১১০; শ্রীমদভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ২।২।১৭২; ২।২।১১০; প্রভুকর্তৃক শ্রীমদভাগবতের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্থাপন ২।২।১৮১-১১১; সর্ববেদোপনিষৎ-সার ২।২।১৮২-৮৪ (ক); ভাগবতে সঙ্ক-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছে ২।২।১৮৫-১০৭; শ্রীমদভাগবত প্রণবের অর্থ ২।২।১৭৮; গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থের আরম্ভ ২।২।১০২; বেদশাস্ত্র হইতেও ভাগবতের পরম-মহৎ ২।২।১১০।

ভাব। “কৃষ্ণরতি” দ্রষ্টব্য।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী স্ববুদ্ধি হইলে কৃষ্ণভজন করে ২।২২।২৩।

ভৃত্যবাহ্যাপুষ্টিই কৃষ্ণের একমাত্র কৃত্য ২।১।১৬৬।

ভোগসামগ্রীর বিবরণ ২।৩।৪০-৪৪; ২।১৪।২৩-৩২; ২।১।৫৫-৫৬; ২।১।৭১-২১; ২।১।২০০-১২; ৩।১০।১৪-৩৪ (রাবের কালি); ৩।১০।১৩১-৩৫; ৩।১০।১৪৫-৪৮; ৩।১৮।২২-১০৩।

ম

ম

ম

ম

মঙ্গলাচরণ ১।১।৩-৪; দ্বিবিধ—বহুনির্দেশ, আশীর্বাদ, নমস্কার ১।১।৫; আশীর্বাদ ১।১।৮; ১।৩।২২-২৪;

সদস্য ১১১৬; ১১১৬-২৫; স্বয়ংসিদ্ধ ১১১৭; ১১২-১০২; সদস্যসংগঠন সভাসভার আবার দুই বকর—সামান্য ও বিশেষ ১১১৬; সামান্য ১১১৬-২৬; বিশেষ ১১১৪৪-৬২।

স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ংসিদ্ধ : লক্ষণ ২১২১৮২-২২; নামান্তর—কান্তান্তর ২১৮৬৩; পাত্র ২১২১৬৪; ইহাতে অল্প লক্ষণ রসের গুণ আছে ২১৮৬৭-৬৮; ২১২১২২; কান্তান্ত্রে পূর্ণকৃত্যাপ্তি ২১৮৬২; শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের নিকটে চিরকালী ২১৮৭০-৭১; কান্তান্ত্রেমবতী ব্রজদেবীদের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ধিত হয় ২১৮৭২; শ্রীরাধার এই প্রেমের চরমতম বিকাশ ১১৪৪৩; শ্রীরাধার প্রেম কৃষ্ণকেও বিহ্বল করে ১১৪১০৭-১০৮; রাধাপ্রেম এবং কৃষ্ণ-মাধুর্য হৃড়াহুড়ি করিয়া বর্ধিত হয়, পরস্পরের সান্নিধ্যে ১১৪১২৪ (“ভক্তিবিন্দ” দ্রষ্টব্য)।

স্বয়ংসিদ্ধ অধিকারী-ভক্ত ২১২১৪০ (“ভক্ত দ্রষ্টব্য”)।

স্বয়ংসিদ্ধ-পশ্চাতে কীর্তন-কালে প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ ২১১১২১২-১৬।

স্বয়ংসিদ্ধ : সময় ১১৪৫-৬; ব্রহ্মার এক দিনে চৌদ্দস্বয়ংসিদ্ধ ২১০১২৭০; চৌদ্দ স্বয়ংসিদ্ধের নাম ২১০১২৭৫-৭৮; স্বয়ংসিদ্ধবর্তারের নাম ২১০১২৬২-৭৮।

স্বয়ংসিদ্ধ রক্ষণের মহিমা ১১৪১২৪-২৮; ১১৪১৬১।

স্বয়ংসিদ্ধ-কৃপাব্যতীত ভক্তি অলভ্য ২১২১৩২।

স্বয়ংসিদ্ধের অপমান যে প্রাণে হয়, সেই প্রাণের সকলকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয় ১১৪১৫৬।

স্বয়ংসিদ্ধের নিকটে অপরাধের ফল ১১৪১৩৭-৩৯।

স্বয়ংসিদ্ধের তীর্থপাবন ২১০১২-১০।

স্বয়ংসিদ্ধের বক্তৃতা লক্ষণ ১১৪১১২; ১১৪১৩ স্নো।

স্বয়ংসিদ্ধ : “গৌর” দ্রষ্টব্য।

স্বয়ংসিদ্ধ নিজের জয়গান শুনিয়া ক্রুদ্ধ ২১১২৫৫-৬৭।

স্বয়ংসিদ্ধ সর্বত্র ব্যাপক ১১৪১২৪।

স্বয়ংসিদ্ধ স্ত্রী-শব্দ না বলিয়া প্রকৃতি বলিতে ১১২১৫২।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক ছোট হরিদাসের বর্জন ১১১১১-৬৩।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক জগদানন্দের তুলীগাও উপেক্ষা ১১৪১৪-১৫।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক তত্ত্ববিচার : কাজীর সঙ্গে ১১৭১৪৬-৬৪; প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে ১১৭১২৬-১৪৪; সার্কভৌমের সঙ্গে ২১৪১২২-৮১; পার্থান পীরের সঙ্গে ২১৮১৭৫-২৪; শ্রীসম্প্রদায়ী বেকটভট্টের সঙ্গে ২১৮১৭৩-১৪৮; তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে ২১২১২৮-৫১ বৌদ্ধাচার্যদের সঙ্গে ২১৮১৪০-৫৭।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক ফেলালবের আশ্বাস ও মহিমা-কীর্তন ১১৪১৮১-১০৮।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক ভক্তগণের জ্যোতিষ ১১০১০৪-২২।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক ভক্তদের নিকটে আত্মদেহদান ১১২১৭০-৭৩।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক রাধাতাবাবেশে বিধির নিন্দা ১১২১৪৩-৫০।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মাচকান্দিন ১১১০২-১৫৪।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের গর্বনাশ ১১৪১৮১-৮৪।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক স্বরূপদামোদরের গুণ-পাণ্ডিত অঙ্গীকার ১১৪১৬-১২।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক স্বয়ংসিদ্ধগণের লক্ষণ ২১৪১৮; ২১৪১৫২; ২১৮১৮০-৪০; ২১৭১৫২-৫৪; ২১৮১০৮-১৬; ২১৪১২২; ২১৫১৭; ১১৭১১২।

স্বয়ংসিদ্ধকর্তৃক স্বয়ংসিদ্ধের সময় : ১৪৫৫ শক ১১৪০।

মহাপ্রভুর অবস্থিতি-কাল : গৃহস্থায়ী চব্বিশ বৎসর ১১৩৯; ১১৩৯৩১; সন্ন্যাসাশ্রমে চব্বিশ বৎসর ১১৩৯১০; ১১৩৯৩২; কাশীতে—বৃন্দাবন-গমন-পথে ২১১৭৯৬; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাভ্রমণের পথে ২১২৫২; প্রয়াগে—বৃন্দাবন-গমনের পথে ২১১৭১৪২; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাভ্রমণের পথে ২১১৮১২২; ২১১৮১২২; মথুরায় : নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নাই; নীলাচলে অগ্ৰহানে ঘাওয়ার সময় সহ ছয় বৎসর ১১৩৯১১; ১১৩৯৩৩-৩৪; নিরবস্থিতির ভাবে শেষ আঠার বৎসর ১১৩৯১২; ১১৩৯৩৭; মোট চব্বিশ বৎসর।

মহাপ্রভুর আশ্রয়গোপন-চেষ্টা ২১৮৪১-৪৩; ২১৮৯৬-৯৯; ২১৮২২৫-২৮; ৩৭১১৩৩৯।

মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও নিত্যানন্দের নীলাচলে গমন ৩১০১৪; ৩১২২৯; ২১২২৬৮।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পানিহাটিতে উপস্থিতি ৩৬৭৬-৮৩; ৩৬১০২-৪; ৩৬১০৬-১৩।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জগতের অবস্থা ১১৩৯৬১-৬৫।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণকৃতি-ধারণা নীলা ৩১৭৮-২৭।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণজন্মবাস্তবীকরণ ২১৫১১৭-৩২।

মহাপ্রভুর গম্যগমন-পথে ভীর্ষাদি : সন্ন্যাসান্তে নীলাচলগমনের পথে : শান্তিপুর হইতে গঙ্গা-তীরপথে ছত্রভোগ ২১৩২১৩; রেঘুনা ২১৪১১; যাজপুর ২১৫২; কটক ২১৫৪; ভুবনেশ্বর ২১৫১৩৯; কমলপুর, ভার্গী নদী ২১৫১৪০; কপোতেশ্বর-স্থান ২১৫১৪১; নীলাচল ২১৬২। **জ্যৈষ্ঠাশ্রম-গমন-পথে :** আলালনাথ ২১৭১৭৪; কৃষ্ণস্থান (কৃষ্ণ) ২১৭১১০; জিয়ড়-নুসিংহক্ষেত্র (নুসিংহ) ২১৮২; গোদাবরীতীর, বিজ্ঞানগর ২১৮৮; গোতমীগঙ্গা ২১৯১২; মল্লিকার্জুনতীর্থ (মহেশ) ২১৯১৩; দাসরাম মহাদেব-স্থান (মহাদেব) ২১৯১৪; অহোবল নুসিংহস্থান (নুসিংহ) ২১৯১৪; সিন্ধিবট (সীতাপতি রঘুনাথ) ২১৯১৫; স্বল্পক্ষেত্র (স্বল্প—কার্তিকেশ্বর) ২১৯১২; ত্রিমঠ (ত্রিবিক্রম) ২১৯১২; বৃদ্ধকাশী (শিব) ২১৯৩২; কোনও এক গ্রাম ২১৯৩৩; ত্রিপদী ত্রিমল্ল ২১৯৫৮; বেক্ট অচল (চতুর্ভূজ বিষ্ণু) ২১৯৫৮; ত্রিপদী (শ্রীরাম) ২১৯৫৯; পানানরসিংহ (নুসিংহ) ২১৯৬০; শিবকাঞ্চী (শিব) ২১৯৬২; বিষ্ণুকাঞ্চী- (লক্ষ্মীনারায়ণ) ২১৯৬৩; ত্রিকালহস্তি-স্থান (মহাদেব) ২১৯৬৫; পঞ্চতীর্থ (শিব) ২১৯৬৬; বৃদ্ধকোলতীর্থ (খেতবরাহ) ২১৯৬৬-৭; পীতাম্বর শিবস্থান (শিব) ২১৯৬৭; শিয়ালীভৈরবী দেবী-স্থান (শিয়ালী ভৈরবী) ২১৯৬৮; কাবেবীতীর (গোস্বামী শিব) ২১৯৬৮-৯; বেদাবন (মহাদেব) ২১৯৬৯; অমৃতলিঙ্গ শিব-স্থান (অমৃতলিঙ্গ শিব) ২১৯৭০; দেবস্থান (বিষ্ণু) ২১৯৭১; কুন্তকর্ণ-কপালের সরোবর ২১৯৭২; শিবক্ষেত্র (শিব) ২১৯৭২; পাপনাশন (বিষ্ণু) ২১৯৭৩; শ্রীমল্লক্ষেত্র (রঙ্গনাথ) ২১৯৭৩-৪; ঋষভপর্বত (নারায়ণ) ২১৯১৫১; শ্রীশৈল (শিবজুর্গা) ২১৯১৫২-৬০; কাম-কোষ্ঠী পুরী ২১৯১৬২; দক্ষিণ মথুরা ২১৯১৬৩; কৃতাল্লা নদী ২১৯১৬৫; তুর্কেশন (রঘুনাথ) ২১৯১৮২-৩; মহেন্দ্র শৈল (পরশুরাম) ২১৯১৮৩; সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ (রামেশ্বর) ২১৯১৮৪; দক্ষিণমথুরা (পুনরাগমন) ২১৯১৯৫; পাণ্ডদেশস্থ তাম্রপর্ণী নদী (তীরে নয়-ত্রিপদী) ২১৯২০১-২; চিড়মতলা তীর্থ (শ্রীরামলক্ষণ) ২১৯২০৩; তিলকাঞ্চী (শিব) ২১৯২০৩; গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ (বিষ্ণু) ২১৯২০৪; পানাগড়িতীর্থ (সীতাপতি) ২১৯২০৪; চামতাপুর (শ্রীরাম লক্ষণ) ২১৯২০৫; শ্রীবৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু) ২১৯২০৫; মলয়পর্বত (অগস্ত্য) ২১৯২০৬; কন্যাকুমারী, মলয়পর্বতে (কন্যাকুমারী) ২১৯২০৬; আমলীতলা (রাম) ২১৯২০৭; মল্লার দেশ (তমাল কার্তিক) ২১৯২০৭-৮; বাতাপানী (রঘুনাথ) ২১৯২০৮; পয়স্বিনী তীর (আদিকেশব) ২১৯২১৭; অনন্ত-পদ্মনাভ-স্থান (পদ্মনাভ) ২১৯২২৪-৫; শ্রীজনার্দন-স্থান (শ্রীজনার্দন) ২১৯২২৫; পয়োধী (শঙ্কর-নারায়ণ) ২১৯২২৬; সিংহারিমঠ—শঙ্করচার্যস্থান ২১৯২২৭; মংগুতীর্থ ২১৯২২৭; ভূকভদ্রা-নদী ২১৯২২৭; মধ্বাচার্য-স্থান (উড়ুপ কৃষ্ণ) ২১৯২২৮; কল্কতীর্থ (জিতকৃপ বিশালা) ২১৯২৫১; পঞ্চান্নরাতীর্থ (গোবর্ধ শিব) ২১৯২৫২-৩; বৈষ্ণবানী ২১৯২৫৩; সূর্য্যারকতীর্থ ২১৯২৫৩; কোলাপুর (লক্ষী) ২১৯২৫৪; কীরভগবতীস্থান, কোলাপুরে (কীরভগবতী) ২১৯২৫৪; লাক্ষাগণেশ স্থান, কোলাপুরে

(লাঙ্গাগেশ) ২১২৫৪; চোয়াডগবতী-স্থান (চোয়াডগবতী) ২১২৫৪; পাণ্ডুপুর (বিঠল ঠাকুর) ২১২৫৫; ভীষ্মদেবী নদী, পাণ্ডুপুরে ২১২৭৫; কৃষ্ণবেধাতীর ২১২৭৬; তাম্রীনদী তীর ২১২৮২; মাহিমতীপুর—নর্দমাভীয়ে ২১২৮২; ধনুতীর্থ ২১২৮৩; নির্মিক্যানদী ২১২৮৩; স্কন্ধমুখপর্বত—দণ্ডাকরণে ২১২৮৩; পশ্চিমসরোবর ২১২৮৮; পঞ্চবটী ২১২৮৮; নাসিক ২১২৮৯; ত্র্যম্বক ২১২৮৯; ত্র্যম্বকগিরি ২১২৮৯; কুশাবর্ত—গোদাবরীর অন্নস্থান ২১২৮৯; মল্লগোদাবরী ২১২৯০; বিজ্ঞানগর (পুনরাগমন) ২১২৯০; আলাননাথ (পুনরাগমন) ২১৩০০।

নীলাচল হইতে গোড়গমন-পথে: ভবানীপুর ২১৩০৬; ভুবনেশ্বর ২১৩০৮; কটক ২১৩০৯; চিত্রাংগলানদী ২১৩১১৮-২১; চতুর্ধার ২১৩১২১; যাজপুর ২১৩১৪৮; রেয়ণা ২১৩১৫১; ওড়িশ-সীমা ২১৩১৫৫ বা, উড়িয়া কটক ২১৩১৫৯; মল্লেশ্বরনদ ২১৩১৬৬; পিছলদা ২১৩১৬৬; পানীহাটা ২১৩১৬৯; কুমারহট্ট ২১৩১৭২; শিবানন্দ-গৃহ (কাঁচড়াপাড়া) ২১৩১৭৩; বাহুদেব-গৃহ ২১৩১৭৩; বাচস্পতি-গৃহ ২১৩১৭৪; কুলিয়া ২১৩১৭৪; শান্তিপুর ২১৩১৭৭; গোড় ২১৩১৭৮; রামকেলি ২১৩১৭৮; কানাইর নাটশালা ২১৩১৮০; পুনরায় শান্তিপুর ২১৩১৮২।

নীলাচল হইতে বন্দাবন গমনাগমন-পথে: ঝারিখণ্ড ২১৭১২৩; কানী ২১৭১৭৮; প্রয়াগ ২১৭১৪০; মথুরা ২১৭১৪৬-৪৭; দ্বাদশবন ২১৭১৮১; আরিটগ্রাম ২১৮১২; রাধাকুণ্ড ২১৮১৩-১০; সুনন্দ-সরোবর ২১৮১১২; গোবর্দ্ধন ২১৮১১২; ত্রক্ষকুণ্ড ২১৮১১৮; মানসগঙ্গা ২১৮১২৮; গাঁঠুলিগ্রাম ২১৮১৩০; অন্নকুট গ্রাম ২১৮১৩৫; কাম্যাবন ২১৮১৪৯; নন্দীশ্বর ২১৮১৫১; পাবন-সরোবর ২১৮১৫২; খদিরবন ২১৮১৫৭; শেষশায়ী ২১৮১৫৮; খেলাতীর্থ ২১৮১৫৯; ভাগীরথবন ২১৮১৫৯; ভদ্রবন ২১৮১৫৯; শ্রীবন ২১৮১৬০; লৌহবন ২১৮১৬০; মহাবন ২১৮১৬০; যমলাক্ষ্মীভঙ্গস্থান ২১৮১৬১; গোকুল ২১৮১৬২; মথুরানগর ২১৮১৬২; অক্রুরতীর্থ ২১৮১৬৩; বন্দাবন ২১৮১৬৪; কালীয়ভঙ্গ ২১৮১৬৪; প্রকল্পন ২১৮১৬৪; দ্বাদশ আদিত্য ২১৮১৬৫; কেনীতীর্থ ২১৮১৬৫; রাসস্থলী ২১৮১৬৫; চৌরঘাট ২১৮১৬৮; অক্রুর ২১৮১১২৬; মহাবন ২-১৮১৪৬; গঙ্গাতীরবর্তী বৃক্ষতল ২১৮১৪৯; সোরোক্ষেত্র ২১৮১২০৪; প্রয়াগ ২১৮১২০৪; আড়িলগ্রামে ২১৮১৬১-১০৩; পুন: প্রয়াগ ২১৮১১০৩; পুন: কানীতে ২১৮১২০২; পুন: ঝারিখণ্ডে ২১৮১১০৪, ১৭৪-৭৫; আঠারনালা ২১৮১১৭৬, পুরী ২১৮১১৮৩।

মহাপ্রভুর গোপীভাবাবেশে উদ্ভান-ভ্রমণ-লীলা ৩১৫১২৬-৫৫।

মহাপ্রভুর চটক-পর্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধনজ্ঞানে লীলা ৩১৪১৭২-১০২।

মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন ১১৪১৫।

মহাপ্রভুর অগ্নিরাধ-দর্শনে শ্রীরাধার কৃষ্ণক্রেত-মিলনের ভাবে আবেশ ২১৪৪৮-৫২; ২১৩১১৫-৫৪।

মহাপ্রভুর অগ্নিরাধবল্লভ-উদ্ভান-লীলা ৩১২১২০-২৬।

মহাপ্রভুর জন্মলীলার বর্ণনা: ১১৩ পরিচ্ছেদ; ১১৩৮৮-১২০।

মহাপ্রভুর জন্মলীলার সময় ১১৩৮৮; ১১৩১৮।

মহাপ্রভুর জন্মসময়ে শিশুর বস্ত্রাঙ্গাদির বিবরণ ১১৩১১১-১৩

মহাপ্রভুর জন্ম বন্দাবনে একটি স্থান রাখার নিমিত্ত অগ্নিদানন্দের যোগে সনাতনের প্রতি আদেশ ৩১৩৩৩;

৩১৩৩৪।

মহাপ্রভুর জন্ম সনাতনের প্রেরিত ভেট-বস্ত্র ৩১৩৩৫-৬৬।

মহাপ্রভুর জলকেনি-লীলা প্রলাপ ৩১৮১৬৬-১০৬।

মহাপ্রভুর ত্রয়োদশমাস শরীর গর্তে স্থিতি ১১৩৮৭।

মহাপ্রভুর দর্শনে প্রেমলাভ—“গৌরকর্তৃক প্রেমদান” ইত্যাদি।

মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য জিহগড়ের লোকের এবং গড়রু কিন্নাদি-প্রহ্লাদ-বলি-আদির আগমন
৩২৬-১১।

মহাপ্রভুর দক্ষিণগমন ও গোড়গমনের মধ্যবর্তীকাল ২১৬৮৩-৮৫।

মহাপ্রভুর দিব্যোদ্ভাদ-প্রলাপ : ২২১৭-২৪ ; ২২২৬-৩১ ; ২২৩৩-৩৬ ; ২২৩৮-৩৯ ; ২২৪০-৪৫ ;
২২৪৬-৪৯ ; ২২৫১ ; ২২৫৩ ; ২২৫৭-৬২ ; ২২৬৪ ; ২১৩১৩০-৫২ ; ২২১৮৩-৯৩ ; ২২১৯৪-১০৩ ;
২২১১০৪-১১৪ ; ২২১১১৫-২৩ ; ৩১৪১৩২-৪৮ ; ৩১৫১৩৩-২২ ; ৩১৫২৬-৫৫ ; ৩১৫৫৬-৬৮ ; ৩১৬১১২-২৪ ;
৩১৬১৩২-৪০ ; ৩১৭১৩১-৩৬ ; ৩১৭১৩৮-৪৫ ; ৩১৭১৪৮-৪৯ ; ৩১৭১৫১-৫৩ ; ৩১৭১৫৫-৫৭ ; ৩১৯১৩৪-৪২ ;
৩১৯১৪৩-৫০ ; ৩১৯১৮৬-৯৩ ; ৩২০১৩২-৫১।

মহাপ্রভুর দীর্ঘকৃতি-ধারণ-লীলা ৩১৪১৫১-৭৩ ; ৩১৮১২৪-৭৩।

মহাপ্রভুর নিকটে অষ্টোত্তাচার্য-প্রেরিত তর্জী ৩১৯১৭-২০।

মহাপ্রভুর নিজমুখে দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-কথা-বর্ণন : রায়রামানন্দের নিকটে ২২২২৫ ; সার্কভৌমাদির
নিকটে ২২৩২৭।

মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণকলি ২১৪১৬৪-৭৭।

মহাপ্রভুর প্রকট লীলার কাল : ৪৮ বৎসর ১১৩৭।

মহাপ্রভুর প্রকট-কালে সকলজীবেরই বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ৩৩৭৩-৭৮।

মহাপ্রভুর বংশ-পরিচয় ১১৩৫৪-৫৮।

মহাপ্রভুর বিভিন্ন নামের প্রকটন : জন্ম-সময়ে—নিমাই ১১৩১৬ ; নামকরণ-সময়ে—বিশুভর
১১৪১৬ ; বাল্যে হরিনামে ক্রন্দন-বিরতি-উপলক্ষে—গৌরহরি ১১৩২৩ ; সন্ন্যাস-কালে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ২৬৭০ ;
গলংকুটী বাহুদেবোদ্বারে-বাহুদেবামৃতপদ ২৭১৪৬।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে-ভ্রমণ-লীলা ২১৭১৮১-২১৬।

মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার : সার্কভৌম-ভট্টাচার্যের সঙ্গে ২৬১১০-৬৭ ; প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত
১৭১২৪-১৪০ ; ২২৫৭০-১১১।

মহাপ্রভুর বেদান্তব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা : প্রকাশানন্দের শিষ্যকর্তৃক ২২৫১২২-৩৭ ; প্রকাশানন্দ-
কর্তৃক ২২৫১৩৮-৪২।

মহাপ্রভুর বৈষ্ণব-মিলন : কেশব-ভারতীর সঙ্গে ১১৭১২৬১-৬৫ ; সন্ন্যাসান্তে শান্তিপুরে গোড়ীয়ভক্তদের
সঙ্গে ২৩১৩৪-২১২ ; সার্কভৌমের সঙ্গে প্রথম মিলন ২৬৪৮-৬৫ ; শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত (দক্ষিণদেশে) ২২২৫৭-৭৪ ;
পরমানন্দ-পুরীর সহিত (দক্ষিণদেশে) ২২১৫২-৫৯ ; দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলবাসী
বৈষ্ণবদের সঙ্গে ২১০১৩৬-৬০ ; পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে (নীলাচলে) ২১০১৮২-৯২ ; স্বরূপদামোদরের সহিত
২১০১০০-১২৬ ; গোবিন্দের সহিত ২১০১২৮-৪৫ ; ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সহিত ২১০১৪৬-৭৬ ; রামভদ্র ভট্টাচার্য
ও ভগবান্ আচার্যের সঙ্গে ২১০১৭৭ ; কাশীধর গোস্বামির সঙ্গে ১১০১৭৮-৭৯ ; অমৃত্যু বৈষ্ণবের সঙ্গে
২১০১৮১ ; গোড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে (নীলাচলে) ২১১১১১-২৫ ; হরিনাসের সহিত (নীলাচলে) ২১১১৭০-৮০ ;
রায়রামানন্দের সহিত (বিত্তানগরে) ২১৮১১-২৫০ ; ২২২২০-৩০৬ ; (নীলাচলে) ২১১১০-৩১ ; প্রতাপরুদ্রের
সহিত (নীলাচলে) ২১৪১৩-২০ ; (কটকে ; গোড়ের যোগ্যর পথে) ২১৬১০১-২৩ ; গোড়ের পথে পানীহাটিতে
দ্বাধন-পণ্ডিতাদির সহিত ২১৬১২০১ ; কুমারহট্টে শ্রীবাসের সঙ্গে ১১৬১২০২ ; শিবানন্দ সেন, বাহুদেব, বিত্তাচন্দ্র-পণ্ডি-
আদির সহিত ২১৬১২০৩-৪ ; কুলিয়াতে মাধবদাসগৃহে ২১৬১২০৫-৬ ; শান্তিপুরে আচার্যের সহিত

২১৬২০৭; রামকলিতে রূপ-সনাতনের সহিত ২১৬২০৮-২; পুনরায় শান্তিপুরে ২১৬২১২; শান্তিপুরে রঘুনাথ দাসের সহিত ১১৬২১৪-৪০; গোড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলবাসী ভক্তদের সহিত ২১৬২৪২-৪৩; তপনমিশ্রের সহিত (বন্ধে) ১১৬৮-১৬; (কাশীতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পথে) ২১৭১৮-৮৭, ২৫-২৬; (কাশীতে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে) ২১২২০৫-১০; চন্দ্রশেখর বৈজয়ের সহিত কাশীতে (প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পথে) ২১৭১৮৭-২৪; (বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে) ২১২২০২-৪; মহারাষ্ট্র বিপ্লবের সহিত (বৃন্দাবন-পমনের পথে) ২১৭১০১-৩৭; (বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে) ২১২২১১; মথুরায়—মাথুর ব্রাহ্মণের সহিত ২১৭১৪২-৭৬; কৃষ্ণদাস-রাজপুত্রের সহিত ২১৮১৭৫-৮৩; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে প্রয়াগে শ্রীকৃপ ও অল্পপমের সহিত ২১২২৪৪-৬৮; বল্লভ-ভট্টের সহিত (প্রয়াগে) ২১২২৫৭-৮৪; (নীলাচলে) ৩৭১৩-১৫৫; প্রয়াগের নিকটবর্তী আড়িলগ্রামে (বল্লভভট্টের গৃহে) রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত ২১২২৮৫-২৭; কাশীতে সনাতনের সহিত ২১২০৪৪-৬৪; নীলাচলে শ্রীকৃপের সহিত ৩১১৩৩-১৬৫; নীলাচলে শ্রীসনাতনের সহিত ৩৪১১৫-৪২; নীলাচলে রঘুনাথদাসের সহিত ৩৬১৫৭-৩১৮; রামচন্দ্রপুরীর সহিত ৩৮১৩-৮২; গোড়ীয় ভক্তদের সহিত (নীলাচলে) ৩১০৪২-৫২; ৩১২৪১-৫২; নীলাচলে রঘুনাথভট্টের সহিত ৩১৩৮৮-১১৪; ৩১৩১১৭-২৪; কালিদাসের সহিত ৩১৬৩৬-৫২।

মহাপ্রভুর ভক্ত-বিদ্যায় ২১৫১৪০-১৭২; ২১৬৩২-৭৫; ৩১২১৬৫-৮১।

মহাপ্রভুর ভজনীয়ত্ব প্রতিপাদন ১৮১১২-২৮; ১৩১০ স্কো।

মহাপ্রভুর ভিত্তিতে মুখসংঘর্ষণ-লীলা ৩১২১৫৪-৬১।

মহাপ্রভুর মথুরাভ্যাগের সূচনা ২১৮১২৫-৪৪।

মহাপ্রভুর মুখবাস ২১৫২৫১।

মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি-প্রদর্শন ৩১২১৩-১৩।

মহাপ্রভুর লঙ্কাবিজয় লীলা ২১৫১৩৩-৩৬।

মহাপ্রভুর শচী-জগন্নাথের দেহে প্রবেশ ১১৩৭৭-৮৬; প্রবেশের সময় ১১৩৭৭; প্রবেশের প্রভাব ১১৩৭৮-৮৩।

মহাপ্রভুর শাস্ত্র-লোকাভীত ভাব ২১১০; ৩১৪১৭৬-৭৭।

মহাপ্রভুর শিবানন্দগৃহে আবির্ভাবে ভোজন ৩১২৩৬-৭৭।

মহাপ্রভুর বড়ভূজরূপের প্রকাশ ১১৭১০-১৩।

মহাপ্রভুর সঙ্গী : কাটোয়াতে সন্ন্যাস-গ্রহণকালে—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য, মুকুন্দ দত্ত ১১৭১২৬৬; সন্ন্যাসান্তে কাটোয়া হইতে শান্তিপুরের পথে—সেই তিন জন ২১৩২; শান্তিপু হইতে নীলাচলের পথে—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত ২১৩২০৬-৭; নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশ গমনাগমনে—কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ২১৭১৩৮-৪০; নীলাচল হইতে গোড়গমন-পথে—পুরীগোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীধর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথআচার্য, দামোদর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই আদি বহু ভক্ত ২১৬১২৬-২৮; এবং নিত্যানন্দ প্রভু ২১১১৭৩; নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমন-পথে—বল্লভ ভট্টাচার্য ও তাঁহার সঙ্গী বিপ্র ২১৭১৪৪-১২; নিত্য নীলাচল-সঙ্গী : পরমানন্দ পুরী, স্বরূপদামোদর, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর, দামোদর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, রঘুনাথ বৈজ, রঘুনাথদাস প্রভৃতি পূর্বসঙ্গিগণ, সার্কভৌম ভট্টাচার্য, গোপীনাথ আচার্য, কাশীমিশ্র, প্রহ্লাদমিশ্র, রায়ভবানন্দ, রায়-রামানন্দ, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি, বাগীনাথ নায়ক, প্রতাপ-কল্প, ওড় কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড় শিবানন্দ, ভগবান আচার্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহিতী, মুরারী মাহিতী, মাধবী দেবী, কাশীধর ব্রহ্মচারী, গোবিন্দ, রামাই, নন্দাই, কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ, বল্লভ ভট্টাচার্য, বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, রামভট্টাচার্য, ওড় সিংহেশ্বর, তপন আচার্য, রঘুনীলাধর, সিদ্ধাভট্ট, কামাভট্ট, দক্ষর শিবানন্দ, কমলানন্দ, অচ্যুতানন্দ,

(অবেত-তনয়) নির্দোষ গজাদাস, বিজ্ঞান ১০।১০।১২২-৪২; ২।১২৩৮-৪০; ২।১৫।১৮১-৮২; কলকাতা সন্ন্যাসী ২।১৫।১২১-২৪।

মহাপ্রভুর সঙ্গে শঙ্করপণ্ডিতের গভীরায় হিডি, রাজিতে ৩।১০।৬৪-৭০।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্বানের পূর্বে মোট রথযাত্রার সংখ্যা : বিশটি রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন ২।১।৪৫; সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরবর্তী যে দুই বৎসর প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে ছিলেন, সেই দুই বৎসরে দুইটি রথযাত্রা, এই দুই রথযাত্রায় গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যান নাই; যে বৎসর প্রভু গোড়ি আসেন, সেইবার রথযাত্রায় ভক্তদিগকে প্রভু নীলাচলে যাইতে নিষেধ করেন ২।১৬।২৪৫; আর একবার শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের নিকটে প্রভু বলিয়া পাঠান—সেই বৎসর কেহ যেন নীলাচলে না আসেন, প্রভু নিজেই গোড়ি যাইবেন ৩।২।৩৬-৪৪; এইরূপে দেখা যায়, চারি বৎসরের রথযাত্রায় গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যান নাই, বিশ বৎসর গিয়াছেন; হুতরাং মোট রথযাত্রার সংখ্যা হইল চব্বিশ।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের হেতু ১।৭।২২-৩১; ১।৮।২-১০; ১।১৭।২৫২-৬০; সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ১।৭।৩২; ২।১।১১; ২।৭।৩; সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নীলাচলে আগমনের সময় ২।৭।৩।

মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন ও দীর্ঘাকৃতি ধারণ লীলা ৩।৮।২৪-৭৩।

মহাপ্রভুর সমুদ্রে গোড়েশ্বর হলেন শাহের মনোভাব ২।১।১৫৮-৭১।

মহাপ্রভুর সর্বব্যাপাকঙ্ক ৩।৬।১২৪।

মহাবিক্র : কারণবশায়ী ২।২০।২৩৭; ২।২০।২৭৩-৭৪; (“কারণবশায়ী” দ্রষ্টব্য)।

মহাভাগবতের লক্ষণ ২।৮।২২৫-২৮; ২।৮।২৩৭; ২।৮।২৪০।

মহাভান : প্রেমবিকাশের নবম স্তর; ব্রজস্বন্দরীদের ভাব ১।৪।৫২; ২।৮।১২৩; ২।৮।১২৫; ২।৮।১২৬; রূপ ও অধিকৃত এই দুই রকমের ২।২০।৩৭; অধিকৃত আবার দুই প্রকার মোদন (বিরহে মোহন) ও মাদন ২।২০।৩৮; মাদনের অনন্ত বিভেদ ২।২০।৩৯; মোহনের দুইভেদ—উদ্ঘর্গা ও চিত্রজল্প ২।২০।৩৯; চিত্রজল্প দশ রকম ২।২০।৪০; উদ্ঘর্গা—বিবশ চেষ্টা ২।২০।৪১।

মহারাত্রিবিপ্র কর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ১।৭।৫০-৫৪; ২।২৫।৬-১৪।

মাতৃগৃহে প্রভুর নিত্যভোজনের কথা ২।১৫।৪৮-৬৭।

মাথুর ব্রজগ-প্রসঙ্গ : মথুরাবাসী সনোড়িয়া; সনোড়িয়ার গৃহে সন্ন্যাসী ভোজন করেন না ২।১৭।১৬২; মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার হাতে ভিক্ষা করিয়াছেন ২।১৭।১৫৭-৫৮; মথুরাতে প্রভুর সঙ্গে তাঁহার মিলন, তাঁহার হাতে প্রভুর ভিক্ষা ২।১৭।১৪২-৭৬; তিনি প্রভুকে বৃন্দাবনের সমস্ত তীর্থস্থান দর্শন করান ২।১৭।১৭২-২১১; ২।১৮।২-৩২; ২।১৮।৫১-৬২; প্রভুকে বৃন্দাবন হইতে বাহির করার জন্ত তাঁহার সহিত বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের পরামর্শ ২।১৮।১২২-৩৬; প্রভুর সঙ্গে প্রয়াগে গমন-পথে স্নেহ পাঠানদের সহিত বাক্‌চাতুরী ২।১৮।১৪৫-২১২।

মাধবেন্দ্রপুরীগোপীনাথের কাহিনী : তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আগমন, অঘাচকবৃত্তি, গোপাল-কর্তৃক দুগ্ধদান, স্বপ্নে গোপালদর্শন, গোপাল-স্থাপন ২।৪।২০-১০৩; পুনরায় স্বপ্নে গোপালের চন্দন-যাত্রা, নীলাচল হইতে চন্দন আনার আদেশ, পুরীগোপীনাথের নীলাচল-যাত্রা, শান্তিপুরে অর্ধেতাচার্য্যের গৃহে আগমন ও আচার্য্যকে দীক্ষাদান ২।৪।১০৪-১০; রেমুণায় আগমন, তাঁহার জন্ত গোপীনাথের ক্ষীর চুরি ২।৪।১১১-৪১; নীলাচলে উপস্থিতি, চন্দন-সংগ্রহ, চন্দন লইয়া পুনরায় রেমুণায় আগমন ২।৪।১৪২-৫৫; রেমুণাতে পুনরায় স্বপ্নে গোপালের দর্শন, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দেওয়ার আদেশ, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দান ২।৪।১৫৬-৬৭; গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনরায় নীলাচলে গমন ২।৪।১৬৮; নির্ধ্যান-প্রসঙ্গ ২।৪।১৮২-২৪; ৩।৮।১৭-৩৫।

মাধবীকালীর বিবরণ : শিখিরাহিতীর ভগিনী, বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পরম-বৈকল্য, প্রভু তাঁকে রাখাঠাকুরাণী

গণ মনে করেন ৩২।১০১-৫; প্রভুর ভিকার নিমিত্ত ভগবান্ আচার্যের আদেশে ছোট হরিদাস তাঁহার নিকট হইতে গুয়াইয়া চাউল আনেন ৩২।১০২-৬; ৩২।১০২-১০।

মাধুর্য্য : ভগবতা-সার ২২।১২২। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অসাধারণ-মাহাত্ম্য ২২।১৮৪-১২৩; প্রেমই মাধুর্য্য-আশ্বাদনের হেতু ১।৭।১৩৭; ২২।১১১; ভক্তভাবেই আশ্বাদন সম্ভব ১।৬।৮২; কৃষ্ণসাম্যে আশ্বাদন অসম্ভব ১।৬।৮২; মাধুর্য্যের স্বভাব—কৃষ্ণকেও ভক্তভাবে করায় ১।৭।২।

মায়াকর্জুক হরিদাস ঠাকুরের পরীক্ষা ৩।৩২।১৪-৪৭।

মায়্যা-প্রভাবেই ঈশ্বর-সম্বন্ধে কুতর্ক ২।৬।১০১।

মায়্যাবদ্ধ জীবের অবস্থা ২২।১।১০৪-৫; ২২।১।১০-১২; ২২।২।১৭; মায়্যাবদ্ধ জীবের স্বতঃকৃষ্ণ-জ্ঞান নাই ২২।১।১০৭; মায়্যাবদ্ধ জীবের প্রতি রূপাবশতঃ কৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করেন ২২।১।২০৭-৮; মাধুশাস্ত্র-রূপায় কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই জীবের মায়্যাপাশে ছুটে ২২।১।১০৬; ২২।২।১২-১৩; ২২।২।১৮।

মায়্যাবাদ-ভাস্ক-প্রবণে সর্বকার্য্য নাশ ১।৭।১০৪; সর্বনাশ হয় ২।৬।১৫৩; মহাভাগবতের মনও ফিরিয়া যাইতে পারে ৩২।২৩; অবর্ণের সময় বুধা নষ্ট হয়, মন-কাণ বিদীর্ণ হয় ৩২।২৭-২৮।

মায়্যাবাদিগণকর্জুক প্রভুর নিন্দা ১।৭।৩৮-৪০; ২।১৭।১১১-১৭।

মায়্যাবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ২।১৭।১২৫-৩৪।

মায়্যাবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার-কাহিনী ১।৭।৩৮-১৪৪; ২।২৫।৬-১১২।

মায়্যাসক্তি : “বহিরঙ্গা মায়্যাসক্তি” দ্রষ্টব্য।

মুক্তি : পাচরকম ২।৬।২৩২-৪০; মুক্তি-বাসনা ভক্তিবাধক, কৈতব-প্রধান, কৃষ্ণভক্তির অন্তর্দ্বাপক ১।১।৫০-৫২; ২।২৪।৭১; মুক্তি হইল ভগবদ্বিমুখের প্রতি দণ্ড ২।৬।২৩৬-৩৮; নামাভাসেই মুক্তিলাভ হইতে পারে, ইহা নামের আত্মবৃত্তিক ফল ৩।৩।১৭১-৮৬; সাযুজ্যমুক্তিকামীদের নির্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ধাম সিন্ধুলোকে স্থান হয়, বৈকুণ্ঠের বাহিরে এই সিন্ধুলোক ১।৫।২৭-৩২; সাযুজ্যকামীদের বৈকুণ্ঠে স্থান হয় না হয় ১।৫।২২-২৭; সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির ধাম পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ ১।৫।২২-২৬।

মুখ্যকু মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ২।২৪।৮৭-৯০ (“জ্ঞানমার্গ” দ্রষ্টব্য)।

মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠা-কাহিনী ২।১৫।১৩৭-৫৭; ৩।৪।৪৪।

শ্লেচ্ছ পাঠানদের উদ্ধার কাহিনী ২।১৮।১৫০-২০৩।

শ্লেচ্ছ গীরের সহিত প্রভুর তত্ত্ববিচার ২।১৮।১৭৫-২৬।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ২।২৪।৮৬ (“জ্ঞানমার্গ” দ্রষ্টব্য)।

য

য

য

য

যজ্ঞগ্রন্থভীত সাধনভক্তি প্রেম জন্মায় না ২।২৪।১১৫।

যবনরাজার প্রতি প্রভুর কৃপা ২।১৬।১৫৫-২৭।

যবনের উদ্ধার-হেতু হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে প্রভুর আলোচনা ৩।৩।৪২-৬০।

যম-নিয়মাদি কলভক্তের সঙ্গে সঙ্গে চলে ২।২২।৮৩।

যমুনার চকিবশ খাট ২।১৭।১৭২-৮০।

যমেশ্বর চৌটার পথে দেবদাসীর গীত শ্রবণে প্রভুর অবস্থা ৩।১৩।৭৭-৮৭।

যুগাবতার ২।২০।২১৪; ২।২০।২৭২-৮২।

যেদ্বন্দ্বের নামগ্রহণ করিলে প্রেম জন্মে ৩২।১৬-২১।

যাগনারায়ণ প্রভাব ১।৪।২৬; ২।২।১৮৫।

যোগদান: অধ্যায়ীর উপাসক ২১৪১০৫; অধ্যায়ী আত্মরূপে অহুভব ১২১২; ১২১৮; যোগদানের উপাসক বিবিধ—সর্গ ও নির্গত ২১৪১০৬; প্রত্যেকের আবার তিন বকম ভেদ ২১৪১০৬—যোগাকরুণ, যোগাকরুণ ও প্রাপ্তিসিদ্ধি ২১৪১০৭।

রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রসঙ্গ: সপ্তগ্রামের অধিকারী দুই সহোদর হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস ২১৬২১৫; কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস ২১৬২২০; বাল্যে অধ্যয়ন-কালেই হরি-দাস-ঠাকুরের সহিত মিলন ও তাঁহার রূপালাভ ৩৩১৬১-৬২; বাল্যকাল হইতেই সংসারে উদাস ২১৬২২০; সন্ন্যাসের পরে সর্বপ্রথমে যখন প্রভু শাস্তিপুত্রে আসেন, তখন প্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম মিলন এবং প্রভুর রূপালাভ ২১৬২২১-২৫; গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রেমোন্মত্ত, নীলাচলে প্রভুর নিকটে যাওয়ার জন্ত বার বার পলায়ন ও গৃহ, গ্রহরী-বেষ্টিত ভাবে অবস্থান ২১৬২২৫-২৮; নীলাচল হইতে প্রভু যখন শাস্তিপুত্রে আসেন, তখন প্রভুর সহিত পুনরায় মিলন, প্রভুর উপদেশ-লাভ, প্রভুর বন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর সহিত মিলনের উপদেশ ২১৬২২২-৪০; গৃহে বতাবর্তন করিয়া প্রভুর শিক্ষারূপ আচরণ, বাহু-বৈরাগ্য ত্যাগ, অনাসক্ত ভাবে বিষয় কর্তব্য-করণ পিতামাতা কর্তৃক সতর্কতার শৈথিল্য ২১৬২৪১-৪২; ৩৬১২-১৫; বন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদে নীলাচল-যাত্রার উত্তোগ, কিন্তু যেরূপ অধিকারী দ্বারা বন্ধন, কোশলে মুক্তিলাভ ৩৬১৫-৩৩; নীলাচলে পলায়নের ব্যর্থ প্রয়াস ৩৬৩৪-৪০; পানিহাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলন, চিড়ামহোৎসব, নিত্যানন্দের রূপালাভান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন ৩৬৪১-১৫২; বাহিরে দুর্গামণ্ডপে গ্রহরীবেষ্টিত ভাবে অবস্থিতি ৩৬৪১৫৩-৫৪; গৃহত্যাগের উপায়-চিন্তা, দৈবযোগে স্বীয় গুরুদেব যত্নন্দন আচার্যের অজ্ঞাত রূপায় পলায়ন নীলাচলে আগমন ৩৬৪১৫৪-৮৬; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর রূপালাভ, প্রভুকর্তৃক স্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ ৩৬৪৮৭-২০৩; রঘুনাথের সন্তর্পণের জন্ত প্রভুকর্তৃক গোবিন্দের প্রতি আদেশ, পাঁচ দিন মাত্র গোবিন্দের নিকটে প্রসাদ গ্রহণ, তারপর ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান, শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ৩৬৪২০৫-২৫; স্বরূপ-দামোদরের যোগে প্রভুর নিকটে উপদেশ প্রার্থনা, প্রভুকর্তৃক ভজনোপদেশ, পুনরায় স্বরূপের হস্তে অর্পণ ৩৬৪২২৬-৩৮; নীলাচলে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন, শিবানন্দের মুখে পিতাকর্তৃক তাঁহার অশেষণের সংবাদ-প্রাপ্তি ৩৬৪২৩২-৪৪; গোড়ীয় ভক্তদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে শিবানন্দের মুখে রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া গোবর্দ্ধনদাসকর্তৃক রঘুনাথের নিকটে টাকা ও লোক প্রেরণ ৩৬৪২৪৫-৬২; লোকের সেবা ও অর্থ রঘুনাথ অঙ্গীকার করিলেন না; কিন্তু পিতৃপ্রেমিত লোকের নিকট হইতে সামান্য অর্থ লইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত মাসে দুই দিন প্রভুর নিমন্ত্রণ; বিষয়ীর অগ্রে প্রভু তুষ্ট হন না ভাবিয়া নিমন্ত্রণ ত্যাগ, শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ৩৬৪২৬৩-৭৫; সিংহদ্বার ছাড়িয়া ছত্রে যাইয়া প্রসাদ ভিক্ষা; শুনিয়া প্রভুর আনন্দ, প্রভুকর্তৃক গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুজামালা দান এবং গোবর্দ্ধন-শিলার সেবার আদেশ, শিলার সেবা ৩৬৪২৭৬-২২; প্রভুকর্তৃক শিলা-গুজামালাদানের রহস্য-বিষয়ে চিন্তা, প্রতিদিন সাড়ে সাত গ্রহর ভজন, অদ্ভুত-বৈরাগ্য ও নিয়ম-নিষ্ঠা ৩৬৪৩০০-৩০৭; গলিত মহাপ্রসাদান্ন-গ্রহণে জীবন ধারণ, প্রভুর রূপা ৩৬৪৩০৮-১৮; স্বরূপ-দামোদরের সহিত প্রভুর অন্তরঙ্গসেবা ৩৬৪২৩৮; ৩৬৪৩০২; ১১০১০০; বোলবৎসর পর্য্যন্ত নীলাচলে প্রভুর অন্তরঙ্গসেবা, স্বরূপদামোদরের অন্তর্ভাবনের পরে ত্রিরূপ সনাতনের চরণ দর্শনান্তে তৃপ্তপাত করিয়া গোবর্দ্ধনে দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে বন্দাবন-গমন, ১১০১০১-২৩; ত্রিরূপ-সনাতন তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে দিলেন না, তৃতীয় ভাই করিয়া নিকটে রাখিলেন ১১০১০৪-২৫; বাধাহুতে বাস, অদ্ভুত ভজন-নিষ্ঠা ও নিয়ম-নিষ্ঠা, রূপ-সনাতনের নিকটে মহাপ্রভুর কথা-কীর্তন ১১০১০৬-১০১; কবিরাজ-গোস্বামীর অগ্রতম শিক্ষাকৃত ১১০১০৮; ১১০১০১; ত্রিগোবিন্দ-কল্পকৃষ্ণাদি গ্রন্থের রচয়িতা ৩৬৪৩১২; তাঁহার উক্তি ও গ্রন্থ হইতে

কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাধান সংগ্রহ করিয়াছেন ২।২।৭৩ ; ২।২।৮২ ; ৩।১৪।৬ ; মহাপ্রভুর শের-লীলার কড়চা-কর্জা ৩।১৪।৭-২।

রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামীর-গ্রন্থ : তপনমিশ্রের পুত্র ; বৃন্দাবন-গমনের পথে প্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালে মিশ্রগৃহে প্রভুর উচ্ছিষ্ট-মার্জনা ও পাদসংবাহনরূপ সেবা করিয়াছেন ২।১।৭।৮৬-৮৭ ; ১।১।১।৫১-৫৩ ; কাশীভ্যাগ করিয়া প্রভুর নীলাচল যাত্রাকালে প্রভুর অহুত্রজ্যা ও নীলাচল-গমনের ইচ্ছা, প্রভুকর্তৃক নিবর্তিত ২।২।১।৩২-৩৪ ; কাশী হইতে গোড়পথে নীলাচল-যাত্রা, পথে রামদাস-বিশ্বাসের সহিত মিলন ও তৎকর্তৃক সেবা ৩।১।৩।৮৮-৯৮ ; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর নিমন্ত্ৰণ ৩।১।৩।৯২-১০৭ ; ১।১।১।৫৪ ; আট মাস অবস্থানের পর—বিবাহ না করিতে, পিতামাতার সেবা করিতে, বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িতে এবং আর একবার নীলাচলে আসিতে উপদেশ দিয়া প্রভু তাঁহাকে কাশীতে ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ করেন, প্রভু স্বীয় কণ্ঠমালা দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন ; কাশীতে প্রত্যাবর্তন, চারি বৎসর পিতা-মাতার সেবা, তাঁহাদের কাশীপ্রাপ্তি হইলে পুনরায় নীলাচলে আগমন ৩।১।৩।১১১-১৭ ; আটমাস অবস্থানের পরে—বৃন্দাবন যাইয়া রূপ-সনাতনের স্থানে থাকিতে, ভাগবত পড়িতে ও কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া, চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীমালা ও ছটা-পানবিড়া দিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিলেন ৩।১।৩।১১৮-২৩ ; বৃন্দাবনে আগমন, রূপসনাতনের আশ্রয়-গ্রহণ, রূপগোস্বামীর সভায় ভাগবত পঠন, ভজন ৩।১।৩।১২৪-৩৪ ; ১।১।১।৫৫-৫৬ ; নিজ শিষ্যদ্বারা গোবিন্দজীর মন্দির-নির্মাণ ৩।১।৩।১৩০।

রঘুপতি উপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রভুর মিলন ও ইষ্টগোষ্ঠী ২।১২।৮৫-২৭।

ব্রতি : “কৃষ্ণব্রতি” ব্রতব্য।

রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গোড়ীয় ভক্তদের বিশ বৎসর নীলাচলে গমন ২।১।৪৫।

রাগ, রাগান্বিকা ও রাগানুগা ভক্তি : রাগের লক্ষণ ; স্বরূপ-লক্ষণ—ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা ; তটস্থ-লক্ষণ—ইষ্টে আবিষ্টতা ; ২।২।২।৮৬ ; রাগময়ী ভক্তির নাম রাগান্বিকা ১।২২।৮৭ ; মুখ্যা রাগান্বিকা ভক্তির আশ্রয়—ব্রজ-পরিকরগণ ২।২২।৮৫ ; রাগান্বিকার অহুগতা ভক্তির নাম রাগানুগা ২।২২।৮৫ ; রাগানুগা ভক্তির প্রবর্তক কারণ হইল কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা ২।২২।৮৭-৮৮ ; ২।৮।১৭ ; শাস্ত্রযুক্তি ইহার প্রবর্তক নহে ২।২২।৮৮ ; (শাস্ত্র-আজ্ঞা হইল বৈধীভক্তির প্রবর্তক ২।২২।৫২) ; রাগানুগার ভজনকেই রাগমার্গ বলে ; রাগমার্গের ভজনেই কৃষ্ণমাদুর্য্য স্থলভ, কৰ্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিতে দুর্লভ ২।২১।১০০ ; রাগমার্গ সাধন দুই রকম—বাহু ও অন্তর ২।২২।৮৯ ; বাহু—সাধকদেহে শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ২।২২।৮৯ ; অন্তর—সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া যাত্রাদিন ব্রজে কৃষ্ণসেবা ২।২২।৯০-৯১ ; ৩।৬।২৩৫ ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের চারি ভাবের পরিকর আছেন—দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেমসী ২।২২।৯২ ; ৩।৭।২২ ; যিনি যেই ভাবের সাধক, তিনি সেই ভাবের পরিকরদের আহুগতো অন্তর্নিহিত দেহে ভজন করিবেন ২।২২।৯১ ; রাধাকৃষ্ণের কৃষ্ণসেবা লিপ্ত কান্তাভাবের সাধক সখীদের আহুগতো ভজন করিলেই অভীষ্ট সেবা পাইতে পারিবেন, অতথা তাহা দুর্লভ ২।৮।১।৬২-৬৬ গোপীভাবামৃতে যাহার লোভ হয়, বেদধর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি রাগানুগা মার্গে ভজন করিলেই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাইবেন ২।৮।১।৭৭-৭৮ ; ২।৮।১।৮৩-৮৪ ; ২।২৪।৬১ ; ব্রজলোকের কোনও ভাব লইয়া ভজন করিলে ভাবযোগ্য দেহ লাভ করিয়া ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় ২।৮।১।৭২-৮২ ; বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না ২।৮।১।৮২ ; রাগমার্গে প্রেমভক্তিই সর্বাধিক ৩।৭।২১ ; আচরণ—গ্রাম্যকথার কথন-শ্রবণ-ত্যাগ এবং তৃণ অপেক্ষাও স্থনীচ, তরুর স্তায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম-কীৰ্ত্তন, ভাল খাওয়া পরার লোভ ত্যাগ ৩।৬।২৩৪।৩৫ ; ৩।২।১।৬২১ ; রাগমার্গে সাধনের ফল কৃষ্ণচরণে প্রেমলাভ ২।২২।৯৬ ; ৩।২।১২১ ; ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা প্রাপ্তি ২।৮।১।৭৮।৭৯।

রাগভক্তের ভক্ত ২।২৪।২০৬-১২

রাধব-পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবা-প্রলভ ২।১৫।৭০-২২।

রাধব-পণ্ডিতের গৃহে গৌর-মিত্যামন্দের ভোজন ৩।১০৫-২০ ; ৩।১৩৭-৩২।

রাধবের কালির বিবরণ ৩।১০।১২-৩৮।

রাজপুত কৃষ্ণদাসের কাহিনী ২।১৮।৭৫-৮৩।

রাজপুত্রের সহিত মহাপ্রভুর মিলন ২।১২।৩২-৬৫।

রাজবিষয়ী-সম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ ৩।২।৩২ ; ৩।২।৩৪ ; ৩।২।৩১ ; ৩।২।১৪০-৪২।

রাধা : নাম—কৃষ্ণবাহাপুত্রির আরাধনা করেন বলিয়াই রাধা-নাম ১।৪।৭৫ ; তত্ত্ব : হ্লাদিনী-সারভূত-মহাভাব-স্বরূপিণী ১।৪।৫২-৬০ ; ২।৮।১১৬-২৩ ; কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকার ১।৪।৫২ ; মহাভাব-চিন্তামণি ২।৮।১২৬ ; কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা ২।৮।১৬২ ; কৃষ্ণের নিজশক্তি ১।৪।৬১ ; ১।৪।৭৪ ; ২।৮।১১৬-২৩ ; মূর্তিমতী হ্লাদিনী ১।৪।৫২ ; সর্বশক্তিবর্ষা ১।৪।৭৮ ; পূর্ণশক্তি ১।৪।৮৩ ; অভিন্ন-কৃষ্ণস্বরূপা ১।৪।৮৩-৮৫ ; ১।৪।৪২ ; কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত-চিন্তেন্দ্রিয়-কামা ১।৪।৬১ ; ১।৮।১২৪ ; প্রেমস্বরূপ-দেহা ২।৮।১২৪ ; কৃষ্ণকাস্তা-শিরোমণি ১।৪।৬০ ; ১।৪।৭১ ; ১।৪।৮২ ; ১।৪।১৭৬ ; ২।৮।১২৪ ; ২।১৪।১৫৭ ; সমস্ত কাস্তাশক্তির অংশিনী ; যে ধামে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রকাশ, সেইধামে শ্রীরাধারও সেইরূপ প্রকাশ ১।৪।৬৬ ; শ্রীরাধিকা হইতে ত্রিবিধ কাস্তাগণের প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ তাঁহার বৈভব-বিলাসাংশরূপ, দ্বারকার মহাবীগণ তাঁহার বৈভব-প্রকাশরূপ এবং ব্রজদেবীগণ তাঁহার কায়বাহ-রূপ ১।৪।৬৩-৬৮ ; বহুকাস্তাব্যতীত রসের উল্লাস হয় না বলিয়াই লীলার সহায়রূপে শ্রীরাধার বহুরূপে প্রকাশ ১।৪।৬২ ; গুণ : গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দ-সর্বস্বা ১।৪।৭১ ; জ্যোতমানা পরমহৃদয়ী, কৃষ্ণপূজা-কীড়ার বসতি-নগরী ১।৪।৭২ ; কৃষ্ণময়ী, প্রেমবসনময় ১।৪।৭৩-৭৪ ; সর্বপূজা, পরমদেবতা, সর্বপালিকা, সর্বজগতের মাতা ১।৭।৭৬ ; সর্বলক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী, কৃষ্ণের বড়বিধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী ১।৪।৭৭-৭৮ ; সর্বসৌন্দর্য্যকাস্তির আকর ১।৪।৭২ ; কৃষ্ণের বিস্তৃত-প্রেম-রসের আকর ২।৮।১৪২ ; ২।১৪।১৫৭ ; নারিকা-শিরোমণি ২।২৩।৪৫ ; ২।২৩।৪৮ ; শ্রীকৃষ্ণ-মোহিনী ১।৪।৮২ ; ১।৪।১২৫-২০৫ ; কৃষ্ণের বহুভা, কৃষ্ণের প্রাণধন, কৃষ্ণস্বথের পরম নিদান ১।৪।১৭৮ ; অনন্ত গুণ, তন্মধ্যে পচিশটি প্রধান ২।২৩।৪৭ ; ২।২৩।৩২-৪৩ শ্লো ; শ্রীকৃষ্ণ রাধার গুণের বশীভূত ২।২৩।৪৭ ; শ্রীরাধার সৌভাগ্যগুণ সত্যভামা, কলা-বিলাস-নিপুণতা ব্রজদেবীগণ, সৌন্দর্য্যাদি লক্ষ্মী-পার্বতী, পতিব্রতা-ধর্ম্ম অরুণ্ধতীও প্রার্থনা করেন ; কৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গুণবৃন্দের অন্ত পায়েন না ২।৮।১৪৩-৪৫ ; শ্রীরাধা অল্পপম-গুণ-গণ পূর্ণা ২।৮।১৪২ ; ২।৮।১২৭-৪১ ; সর্বগুণধনি ১।৪।৬০ ; লীলা বা কার্য্য : কৃষ্ণবাহাপুত্রিই শ্রীরাধার একমাত্র কার্য্য ১।৪।৭৫ ; ১।৪।৮০-৮১ ; ২।৮।১২৫ ; ২।৮।১৪১ ; কৃষ্ণকে শ্রামবস-মধু পান করাইয়া থাকেন ২।৮।১৪১ ; কৃষ্ণকে রাসাদি-লীলার আন্বাদন করান ১।৪।৭০ ; ১।৪।১০১-২ ; ২।৮।৮২-৮৮ ; শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-বাসনাকে চিন্তে আবদ্ধ করিয়া রাধার পক্ষে শ্রীরাধাইঃ শৃঙ্খল-সদৃশা ২।৮।৮৫ ; নানা-ভাব-ভূষায়-ভূষিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্থখানিকে উচ্ছ্বসিত করেন ২।১৪।১৬২-৮৮ ; রাধাভাব বা রাধাপ্রেম : অধিকৃত মহাভাব ২।১৪।১৬১ ; শ্রীরাধাতে ভাবের অবধি ১।৪।৪৩ ; যে প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাদুর্ধ্য পূর্ণতরূপে আন্বাদন করা যায়, একমাত্র শ্রীরাধাই সেই প্রেমের (মাদনের) পরম আশ্রয় ১।৪।১২১ ; ১।৪।১১৪ ; পরকীয়া-কাস্তাভাব ১।৪।২৬-২৮ ; গোপীপ্রেম এক রাধাপ্রেম বিস্তৃত, মিশ্রল, কাম (আত্মেন্দ্রিয়-স্বথ-বাসনা)-গন্ধহীন ১।৪।৪৪ ; ১।৪।১৩২ ; ১।৪।১৪৬-৪৮ ; ২।৮।১৭৪ ; কৃষ্ণস্বথেক-তাৎপর্য্যময়, কৃষ্ণের স্বথের নিমিত্তই কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গমাদি ১।৪।১৪২-৪৫ ; ১।৪।১৪৮-৫৫ ; ১।৪।১৭৩ ; ২।৮।১৭৫-৭৬ ; ৩।২।৩২-৫৩ ; প্রেমমহিমা : প্রেমের প্রভাবেই শ্রীরাধা কৃষ্ণকে রস আন্বাদন করার ১।৪।৬২ ; এবং তিনি সমস্তের পরাঠাকুরাণী ১।৪।৮২ ; শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে উন্নত করায়, নটের জায় নৃত্য করায় ১।৪।১০৬-৮ ; শ্রীকৃষ্ণের নিজ-প্রেমান্বাদ অপেক্ষাও রাধাপ্রেমান্বাদ কোটিগুণ মধুর ১।৪।১০২ ; রাধাপ্রেম বিকৃত-ধর্ম্মাশ্রয়, বিকৃত, তথাপি কণে কণে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ১।৪।১১০-১৩ ; এই প্রেমের আশ্রয় হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণও লুপ্ত ১।৪।১১৪-১৮ ; এই প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা পূর্ণতরূপে শ্রীকৃষ্ণমাদুর্ধ্য আন্বাদন করেন ১।৪।১২০-২১ ; এই প্রেমের লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ

অলমোর্ক মাধুর্য্যও নব-নবায়মান হয় ১৪১২২-২৪; ১৪১৬৮; এবং ঐশ্বর্য্য আশ্রয়গোপন করিতে বাধ্য হয় ১১৭১২৭৪-৮৪; এই প্রেমের স্বভাবে সর্বদা কৃষ্ণমাধুর্য্য পান করিলেও তৃষ্ণাশান্তি হয় না, বরং নিরন্তর তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয় ১৪১৩০; এবং অকৃত্রিমশব্দ: বিধির নিন্দা করে ১৪১৩১-৩২; এবং প্রেমগন্ধহীনতার ভাব জন্মায় ২১৪০; এবং স্বথবাসনা না থাকিলেও কোটিগুণ স্বথ জন্মে ১৪১৫৬-৬৬; কিন্তু তাহাতে যদি সেবার বিষ হয়, তাহা হইলে সেই স্বথকেও বিক্রয় দেয় ১৪১৭১; প্রেমের প্রভাবে গোপীগণ কৃষ্ণের মনের বাসনা জানিতে পারেন, পরিপাটীর সহিত প্রেমসেবা করিতে পারেন ১৪১৭৫; এবং শ্রীকৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেমসী, প্রিয়া, শিষ্যা, সখী ও দাসীস্বরূপ হয়েন ১৪১৭৪; গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা স্বীয় প্রেমপ্রভাবে সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠা ১৪১৭৬; এবং এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের স্বর্থের একমাত্র হেতু, অল্প গোপীগণ রসপুষ্টির সহায়তামাত্র করেন ১৪১৭৭-৭৮; ২১৮৮২-৮৮; ২১৮১৬৩-৬৪; এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী ১৪১২৫-২০৫; এবং এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-গন্ধেও শ্রীরাধা উন্মত্তার ছায় হইয়া পড়েন ১৪১২০৭-১১; এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক স্বথ পাইয়া থাকেন ১৪১২২-১৫; এই প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে বশীভূত এবং চির-স্বামী করিয়া রাখে ১৪১৫১-৫২; রাধাপ্রেম অন্তনিরপেক্ষ ২১৮৭৭-৮৮; শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই রাধাকৃষ্ণের বিলাসের মহত্ব এবং কৃষ্ণের ধীর-ললিতত্ব ২১৮১৪৬-৪৭; প্রেমবিলাস-বিবর্তেই এই প্রেমের চরম-মহত্বের বিকাশ ২১৮১৫০-৫১; এবং রাধাপ্রেমের সাধাবস্থিত ২১৮১৫৭; শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে তাঁহাকে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা করে, তাঁহার ভ্রমরয় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ স্মৃতিত করে ২১২২-৪; এই প্রেম যেন বিধামতে একত্র-মিলন, বাহ্যে বিষজালা, ভিতরে আনন্দ ২১২৪৪-৪৫; শ্রীকৃষ্ণরূপাদির নিবেশণব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিফলতার জ্ঞান জন্মায় ২১২২৬-৩১; এবং কৃষ্ণের রূপাদি আনন্দনের জন্য বলবতী লালসা জন্মায় ৩১৫১৩-২১; ৩১৫১৬-৬০ ৩১৫১৬২-৬৭; রাধাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণকেও রাধাভাব-কান্টি অঙ্গীকার করাইয়াছে ১৪১২২-২৩; রাধাপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্ব-সাধক ২১৭১৫ স্রো।

রাধা অপেক্ষা নিজের উৎকর্ষসম্বন্ধে কৃষ্ণের বিচার ১৪১২০৬-১৬।

রাধার উৎকর্ষসম্বন্ধে কৃষ্ণের বিচার ১৪১২৫-২০৫।

রাধাকৃষ্ণের মহিমা ২১৮১৫-১০।

রাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ, একাত্মা ১৪১৪২; ১৪১৮৫।

রাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ব ২১৮১৪৬-৫৬।

রাধাকৃষ্ণের লীলারস দাস্ত-বাৎসল্যাদি ভাবের অগোচর ২১৮১৬২।

রাধাঠাকুরাণীর পাচিত অন্নের মাধুর্য্যাদি ৩৬১১৪-১৫।

রাধাপ্রেমের অন্ত্যাপেক্ষাহীনতা ২১৮৭৭-৮৮।

রাবণকর্তৃক মায়াজীতা হরণের বিবরণ ২১২১৭৬-৭২; ২১২১৮৫-২১।

রামকেলিতে প্রভুর সহিত রূপ-সনাতনের মিলন ২১১১৭১-২১০।

রামচন্দ্রখানের বিবরণ ৩৩২৪-১৫৬।

রামচন্দ্রপুরীর বিবরণ, মাধবেন্দ্রপুরীকর্তৃক উপেক্ষাদি ৩৮১৬-২৬; ৩৮১৩০; ৩৮১৩৬-৮২।

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন ৩৮১৩৮-৮১।

রামদাস বিশ্রেকর্তৃক প্রভুর ভিক্ষাদান-প্রসঙ্গ ২১২১৬৪-৮২; ২১২১৮৫-২০১।

রামদাস তারক, কৃষ্ণদাস পারক ৩৩২৪৪।

রায়রাধানন্দ-প্রসঙ্গ : ভবানন্দরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ২১০১৪৮; রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহিন্দার রাজা ৩১১২০; গোদাবরীতীরে বিজানগরে তাঁহার বসতি ২১৭৬১; শূদ্র ২১৭৬২; ২১৮১২; বসিক ভক্ত, পাণ্ডিত্য ৩৬২৪৬

ভক্তিরসের সীমা ২১৭৬৩-৬৬; প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার উপক্রমে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত প্রভুর নিকটে সার্কভোমের নিবেদন ২১৭৬১-৬৬; গোদাবরীতীরে প্রভুর সহিত মিলন ২১৮১২-৪৪; বিজ্ঞানগয়ের এক বৈষ্ণব বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভুর সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনা ২১৮১২-২১২; প্রভুসম্বন্ধে রামানন্দের সংশয় ও প্রভুর “বসরাজ-রহস্য” দুই একরূপ-স্বরূপ দর্শন ২১৮২২০-৪২; নীলাচলে রামানন্দের সহিত একত্র বাসের জন্ত প্রভুর ইচ্ছা প্রকাশ ২১৮১২২-৪৫; এবং রামানন্দের তদনুরূপ আদেশ প্রাপ্তি ২১৮২৪৮-৪৯; প্রভুর দক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে বিজ্ঞানগরে পুনরায় প্রভুর সহিত মিলন ও ইষ্টগোষ্ঠী ২১৯২৩০-৩০১; রামানন্দের নীলাচলে বাসের জন্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ-প্রাপ্তির কথা এবং অল্প কয় দিনের মধ্যে নীলাচলে গমনের সম্বন্ধের কথা প্রভুর নিকটে জ্ঞাপন ২১৯৩০২-৬; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন এবং প্রভুর নিকটে প্রতাপরুদ্রের প্রেমার্তি জ্ঞাপন ২১৯৩১১-৩১; প্রভুর নিকটে পুনরায় প্রতাপরুদ্রের আর্তি জ্ঞাপন, রাজপুত্রের সহিত মিলনের জন্ত প্রভুর সম্মতি-প্রাপ্তি এবং প্রভুর সহিত রাজপুত্রের মিলন সংঘটন ২১৯৩৪২-৬৫; রথযাত্রার পরে ইন্দ্রহাস্য-সরোবরে মহাপ্রভুর জলকেলি লীলাতে সার্কভোমের সহিত রামানন্দের জলকেলি ২১৯৪৮০-৮৫; মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছায় পরামর্শ ২১৯৬৬-১০; প্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছার কথা শুনিয়া প্রভুকে রাখিবার জন্ত বিষয়চিন্তিত প্রতাপরুদ্রের সার্কভোম ও রামানন্দকে অহুরোধ ২১৯৬৩-৫; বিজয়াদশমীদিনে প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সম্মতি ২১৯৬৮৬-৯২; বৃন্দাবনের পথে প্রভুর গোঁড়ে গমন-কালে রামানন্দকর্তৃক প্রভুর অহুসরণ ২১৯৬৯৭; কটকে প্রভুর গণের নিমন্ত্রণ, প্রতাপরুদ্রের নিকটে প্রভুর কটক-আগমনের সংবাদ দান; এবং প্রভুর সহিত রাজার মিলন-সংঘটন, প্রভুর সহিত মিলনে রাজার ব্যাকুলতায় সাধনা দান ২১৯৬১০০-১০৬; প্রভুর পাশে থাকিয়া সেবার জন্ত প্রতাপরুদ্রকর্তৃক আদিষ্ট ২১৯৬১১৫; কটক হইতে রেমুণা পর্যন্ত প্রভুর অহুগমন ২১৯৬১২৫; ২১৯৬১৫১; প্রভুর নিকট হইতে বিদায়কালে বিরহ-বিহ্বল ২১৯৬১৫২-১৫৩; গোড় হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে মিলন ২১৯৬২৫২; বনপথে বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে রামানন্দের সহিত প্রভুর যুক্তি ২১৯৭২-১৯; প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে মিলন ২১৯৭১৮৬; প্রভুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন, শ্রীকৃষ্ণের “প্রিয়ঃ সোহয়ঃ কৃষ্ণঃ”-শ্লোকের আশ্বাদন ২১৯৭২২-১০৪; এবং শ্রীকৃষ্ণের নাটকধর্মের কতিপয় শ্লোকের আশ্বাদন ৩১৯১০৫-৫৪; নীলাচলে সনাতন-গোবিন্দীর সহিত মিলন ৩১৯১০৪; প্রভুকর্তৃক প্রেরিত কৃষ্ণকথা-শ্রবণাভিলাষী প্রহ্লাদমিশ্রের সহিত মিলন ও তাঁহার নিকটে কৃষ্ণকথা বর্ণন ৩১৯১৩-৬৪; দুই দেবদাসীকে স্বরচিত নাটকের নৃত্যগীতাদির শিক্ষাদান এবং নাটকানুষ্ঠান সম্বন্ধে শিক্ষাদান ৩১৯১০-২৪; মিশ্রের নিকটে প্রভুকর্তৃক রামানন্দের মহিমা কীর্তন ৩১৯১৩২-৫০; রায়ের প্রতি প্রতাপরুদ্রের স্নেহ ও ক্ষমাশীলতা ৩১৯১২০-২২; হরিদাস ঠাকুরের নির্যাস-সময়ে উপস্থিতি ৩১৯১৪২; প্রভুপ্রদত্ত ফেলার প্রাপ্তি ৩১৯১৯৯; প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলতায় সাধনা দান ৩১৯১৫-১০; ৩১৯১১১-১৪; ৩১৯১৪৮; ৩১৯১৫১; ৩১৯১৫৪; ৩১৯১২২-২৫; ৩১৯১৬১; ৩১৯১৮০-৮২; ৩১৯১১০২; ৩১৯১৩০; ৩১৯১৩০-৭; ৩১৯১৩২; ৩১৯১৫১; ৩১৯১৫৩; ৩১৯১৬৪; ৩১৯১৬৩; প্রভুর মুখে শিক্ষাষ্টকের আশ্বাদন-কথা শ্রবণ ৩১৯১৭; রাগাহুগামার্গে রায়ের ভজন, সিদ্ধদেহতুলা, মন অপ্রাকৃত ৩১৯১৮; অপ্রাকৃত দেহ ৩১৯১৯; সিদ্ধদেহ, নিত্যসিদ্ধপ্রায় ৩১৯১৭; ব্রজলীলার স্ববলসদৃশ ৩১৯১৮।

রামানন্দরায় ও দেবদাসী-প্রসঙ্গ ৩১৯১০-২৪; ৩১৯১৬-৩৯।

রামানন্দের মহিমা, প্রভুর মুখে ২১৮১১-৪৩; ২১৮১২২-২৫; ২১৮২২৫-২৮; ৩১৯১৩৩-৪২; ৩১৯২০-২৮।

রাসাদি-লীলা-কথা-শ্রবণ-মাহাত্ম্য ৩১৯১৩-৪৬।

কৃষ্ণ (শিব) : শুণাবতার ২১৯২৫৮; জীবকোট শিব ২১৯২৫৯-৬০; ঈশ্বরকোট শিব ২১৯২৬১; শুভোপাঙ্গ অঙ্গীকারী; সংহারকর্তা ২১৯২৬২; বিকারী; শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাভিন্নরূপ; জীবতত্ত্ব নহেন, কৃষ্ণের স্বরূপও ২১৯২৬৩-৬৫; ভক্ত-অবতার, কৃষ্ণের আত্মপালনকারী ২১৯২৬৮।

কৃষ্ণ-এ অধিকৃত তাব কেবল মধুরে ২১৯৩৭।

রূপগোষ্ঠা-প্রদর্শন : গোড়েশ্বর হসেনসাহেব অধীনে কর্মচারী, দ্বীপখাল ২।১।১৬৫ ; প্রভুর সহিত মিলনের পূর্বেই প্রভুর নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন, উত্তরও পাইয়াছিলেন ২।১।১২৬-২৭ ; প্রভু যখন রামকেলিতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর সঙ্কে হসেনসাহেব সহিত আলাপ ২।১।১৬৫-৭০ ; রাজার নিকট হইতে গৃহে আসিয়া সনাতনের সহিত যুক্তি এবং প্রভুর দর্শনের জন্ত উভয়ের গমন ২।১।১৭১-৭৩ ; প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস-ঠাকুরের সহিত এবং পরে তাঁহাদের রূপায় প্রভুর সহিত মিলন, দৈন্ত, আর্জি প্রকাশ, প্রভুর রূপালাভ ২।১।১৭৩-২০২ ; দুই ভাইকে উদ্ধারের জন্ত প্রভুকর্তৃক ভক্তদের নিকটে অনুরোধ, ভক্তদের সহিত উভয়ের মিলন ২।১।২০৩-২০৬ ; গৃহে ফিরিবার সময়ে রামকেলি ত্যাগ করার জন্ত প্রভুর চরণে দুই ভাইয়ের নিবেদন, ভক্তদের আত্মা লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন ২।১।২০৭-১২ ; গৃহে আসিয়া বিষয় ত্যাগের উপায় স্থিতি, চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ডলের পুরস্চরণ ২।১।২-৪ ; নৌকাযোগে বহু ধন লইয়া পৈত্রিক গৃহে আগমন এবং ধনের বিলি-ব্যবস্থা-করণ ২।১।২৫-৮ ; বনপথে বৃন্দাবনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রভুর গোড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ দেওয়ার জন্ত দুইজন লোককে নীলাচলে প্রেরণ ; ২।১।১০-১১ ; তাহাদের মূখে প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রার কথা শুনিয়া কনিষ্ঠসহোদর অল্পপমের সহিত প্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্ত যাত্রা, এই সংবাদ জানাইয়া এবং এক মুদির নিকটে গচ্ছিত টাকার সহায়তায় কারাগার হইতে উদ্ধার লাভের জন্ত চেষ্টা করার কথা জানাইয়া সনাতনের নিকটে পত্র প্রেরণ ২।১।৩০-৩৫ ; প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলন, দৈন্ত আর্জি প্রকাশ, সনাতনের সংবাদ জ্ঞাপন, প্রভুর বাসার নিকটে বাসা নির্ধারণ ২।১।৩৬-৫৬ ; প্রয়াগে বল্লভ-ভট্টের সহিত মিলন, তাঁহাদের দৈন্তে ও ভক্তিতে ভট্টের বিষয় ও প্রশংসা ২।১।৩৬-৬৭ ; প্রভুর সঙ্গে ভট্টের গৃহে আড়িল গ্রামে গমন ২।১।৮১-৮২ ; শ্রীকৃপে শক্তিসংস্কারপূর্বক প্রভুকর্তৃক প্রয়াগে দশাশ্বমেধে দশ দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্বাদি সম্বন্ধে শ্রীকৃপের প্রতি শিক্ষা ২।১।১০৪-৭ ; ২।১।১২২-২৫ ; প্রভুর নিকট হইতে বৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ লাভ ২।১।১০৮ ; ২।১।১২৮ ; প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাওয়ার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত ২।১।১২৬-২৮ ; বৃন্দাবন হইতে গোড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাওয়ার আদেশ-প্রাপ্তি ২।১।১২৯ ; বৃন্দাবন গমন এবং প্রভুর আদেশানুসারে আচরণ ২।১।২০১ ; ২।১।১০৮ ; মথুরায় ধ্রুবঘাটে হুবুন্ধিরায়ের সহিত মিলন ২।২।১৩২ ; হুবুন্ধিরায়ের স্রীতি লাভ, তাঁহার সঙ্গে দ্বাদশবন দর্শন ২।২।১৫২ ; বৃন্দাবনে একমাস অবস্থানের পর গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে গমন ২।২।১৬০-৬১ ; প্রয়াগ হইতে কালীতে আগমন, কালীবাসী ভক্তদের সহিত মিলন ২।২।১৬৮-৭২ ; দিন দশ কালীতে থাকিয়া গোড়ে যাত্রা ২।২।১৭৩ ; বৃন্দাবনে থাকিতেই কৃষ্ণলীলা-নাটক লিখিতে ইচ্ছা, বৃন্দাবনেই মঙ্গলাচরণ নান্দী শ্লোক লিখন ; পথে চলিতে চলিতে নাটকের ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা ও কড়চা করিয়া কিছু লিখন ৩।১।২২-৩১ ; গোড়ে আসার পরে অল্পপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি, শ্রীকৃপের নীলাচল যাত্রা ৩।১।৩২-৩৪ ; উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুরে একরাজি বিশ্রাম, রাজিতে স্বপ্নে সত্যভামাদেবীর দর্শন, তাঁহার পৃথক নাটক লেখার জন্ত আদেশ প্রাপ্তি ৩।১।৩৫-৩৭ ; পূর্বে ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্রেই লিখিবার সঙ্কল্প ছিল ; সত্যভামার আদেশ পাইয়া দুই ভাগে দুই নাটক লেখার সঙ্কল্প ৩।১।৩৮-৩৯ ; নীলাচলে আগমন, হরিদাসঠাকুরের বাসায় অবস্থান ৩।১।৪০ ; সেই স্থানেই প্রভুর সহিত মিলন ৩।১।৪১-৪৮ প্রভুর ভক্তদের সহিত মিলন, শ্রীকৃপকে রূপা করার জন্ত সকলের নিকটে প্রভুর অনুরোধ, শ্রীকৃপ সকলের স্নেহপাত্র হইলেন ৩।১।৪৮-৫৩ ; প্রভুর সহিত নিতা ইষ্টগোষ্ঠী, গুণ্ডিচামার্কন-লীলাদি ৩।১।৫৪-৫২ ; কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির না করার জন্ত প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি ৩।১।৬০-৬১ ; সত্যভামার ও প্রভুর আদেশে দুই নাটকের আয়োজন ৩।১।৬২-৬৫ ; রথযাত্রায় প্রভুর উচ্চারিত “যঃ কৌমারহঃ”-শ্লোকের অর্থহতক শ্লোক-রচনা ৩।১।৬৩-৫৪ ; ৩।১।৬২-৭১ ; তালপত্রে সেই শ্লোক লিখিয়া চালেতে গুজিয়া রাখেন, দৈবাৎ প্রভু তাহা দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন, শ্রীকৃপের প্রতি রূপা করেন ৩।১।৫৫-৬৪ ; ৩।১।৭২-৭৬ ; প্রভুকর্তৃক সেই শ্লোক বরুণদামোদরকে প্রদর্শন ৩।১।৬৪-৬৬ ; ৩।১।৭৭-৭৯ ; রসবিষয়ে শ্রীকৃপকে উপদেশ দেওয়ার জন্ত বরুণদামোদরের প্রতি প্রভুর আদেশ ৩।১।৬৭-৬৮ ; ৩।১।৮০-৮১ ; শ্রীকৃপলিখিত “তুও তেওবিনী” শ্লোক দৃষ্টে প্রভুর প্রেমাবেশ

৩।১।৮৬-৯১; শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলনের জন্ত সার্কর্ভোর-রামানন্দ-স্বরূপাদির সহিত হরিদাসঠাকুরের কুটীবে প্রভুর আগমন, শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন ৩।১।৯২-৯৬; ভক্তদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকৃত “প্রিয়ঃ সোহৃৎ কৃষ্ণঃ”-শ্লোক এবং “তুণ্ডে তাণ্ডবিনী”-শ্লোকের আব্বাদন ৩।১।৯৭-১০৮; সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের লিখিত নাটকস্বরের কতিপয় শ্লোকের আব্বাদন ও প্রশংসা ৩।১।১০৯-১১০; প্রভুকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সকল ভক্তের চরণবন্দনা ৩।১।১১১-১১৩; রসতত্ত্ব-বিচারে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া প্রভু যে নিজেই শ্রীকৃষ্ণে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তনের আদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রভু নিজ মূখেই ব্যক্ত করিয়াছেন ৩।১।১৮০-৮১; ৩।১।১৪৭; ব্রজলীলা-প্রেমরস বর্ণনের শক্তিলভের নিমিত্ত প্রভু নিজেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বর দেওয়ার জন্ত ভক্তদের নিকটে প্রভুর ইচ্ছা জ্ঞাপন ৩।১।১৪২-৪৪; হরিদাসঠাকুরকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্যের প্রশংসা ৩।১।৮২-৯০; ৩।১।১৪৪-৪৫; প্রভুর সঙ্গে দোলযাত্রাদি দর্শন ৩।১।১৪৯; দোলযাত্রার পরে—তাঁহাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চার পূর্বক বৃন্দাবনে যাওয়ার এবং অবস্থানের, ব্রজের রসশাস্ত্র-নিরূপণের, লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের এবং কৃষ্ণসেবা রস ভক্তি প্রচার করার আদেশ দিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিলেন ৩।১।১৬০-৬৪; ভক্তদের নিকটে বিদায় লইয়া গোড়পথে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসেন ৩।১।১৬৫; শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠামিকৃত গ্রন্থের নাম ২।১।৩১-৩৬; ৩।১।২১৪-১৭; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসনাতন আ-সিকুনদী আর হিমালয়, বৃন্দাবন-মথুরাদিতিথে ভক্তি ও সঙ্গাচার প্রচার করিয়াছেন, শাস্ত্রদৃষ্টে লুপ্ততীর্থের উদ্ধার করিয়াছেন, বৃন্দাবনে শ্রীমূর্তির সেবা-প্রচার করিয়াছেন ১।১।৮২-৮৮; রঘুনাথদাসগোষ্ঠামী বৃন্দাবন গেলে নিজের ভাই করিয়া তাঁহাকে রাখিয়াছেন ১।১।১২৪; অসাধারণ বৈরাগ্য ও ভক্তিনিষ্ঠা ১।১।১১২-১২।

রূপগোষ্ঠামীর গোপালদর্শন-প্রসঙ্গ ২।১।৮০-৮৮।

রূপ-সনাতনের আচরণ, বৃন্দাবনে ২।১।১১২-১২।

রূপ-সনাতন-নামের প্রকাশ, প্রভুকর্তৃক ২।১।১২৫।

রূপ-সনাতনের নিত্যপার্বদত্ত-খ্যাপন, প্রভুকর্তৃক ২।১।২০১।

ল

ল

ল

ল

লক্ষ্মী : লক্ষ্মী ও গোপী-তত্ত্ব : অভিন্ন ২।১।১৩৯; লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গ-কামনা ও তপস্তা ২।১।১০৫-১১১; ২।১।১৩০-৩৪; তপস্তা করিয়াও লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই ২।১।১৮৬; ২।১।১১২-১৪; লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গ না পাওয়ার হেতু ২।১।১১৭-২৬; তবে লক্ষ্মী গোপীদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করেন ২।১।১৪০; লক্ষ্মীদেবীর মানের প্রকার ২।১।১২৬-৩৭।

লীলাবতার : কৃষ্ণের স্বাংশ ২।২।১২১-১৩; ২।২।১২৪-২৬; কলিতে ভগবান্ লীলাবতার করেন না ২।৬।২৭ (“স্বাংশভেদ” দ্রষ্টব্য)।

লোক নিস্তারিব এই লেখন-অস্তাব ৩।২।৫; লোক-নিস্তারের ত্রিবিধ উপায় ৩।২।২-৫—সাক্ষাৎ দর্শন ৩।২।৬-১১; আবেশ ৩।২।১১-৩১; এবং আবির্ভাব ৩।২।৩২-৭৭।

শ

শ

শ

শ

শক্তি : কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান—চিহ্নশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি ২।৮।১১৬; ২।২।১০২-৩; ২।২।১২২; চিহ্নশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গশক্তি, স্বরূপশক্তি, ১।২।৮৪; স্বরূপশক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা; মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গশক্তি; এবং জীবশক্তির অপর নাম তটস্থশক্তি ১।২।৮৬; ২।৮।১১৭; কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তিরও তিনটা রূপ—আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সঙ্ঘিনী এবং চিদংশে সঙ্ঘি (বা জ্ঞান) ১।৪।৫৪-৫৫; ২।৬।১৪৪-৪৫; ২।৮।১১৮-১২; হ্লাদিনী হইল আনন্দদায়িনীশক্তি; হ্লাদিনীদ্বারা কৃষ্ণ নিজেও আনন্দ অহুভব করেন, ভক্তগণকেও আনন্দ দান করেন ১।৪।৫২-৫৩; ২।৮।১২০-২১; হ্লাদিনীর সার অংশই প্রেম ১।৪।৫২; ২।৮।১২২; সঙ্ঘিনীর সার অংশের নাম শুক্লস্ব, যাঁহাতে ভগবানের সত্তার বিজ্ঞান ১।৪।৫৬; শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রস্থানীয় মাতা-পিতাদি

এক শ্রীকৃষ্ণের ধাম, গৃহ, শয্যা, আসনাদি সমস্তই শুদ্ধস্বপ্নের বিকার; ১।৪।৫৬; ১।৪।৬৬; সংবিশ্ব-শক্তিধারা কৃষ্ণের এক তঁাহার সকল স্বরূপের জ্ঞান জন্মে ১।৪।৫৮; ত্রয়ের গোপীগণ, পুরের মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির (হানাদিনী-প্রধান স্বরূপশক্তির) মূর্তরূপ ১।১।৪০-৪১; গোলোক-পরব্যোমাদি ভগবদ্ধাম হইল চিচ্ছক্তির বৈভব ২।২।৮৪; ২।২।৪০-৪১; কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তিতে নিত্য বিরাজমান; চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির নামই বড়ৈশ্বর্য ২।২।১৭২; কৃষ্ণের বড়বিধ ঐশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস ২।৬।১৪৭; বড়বিধ ঐশ্বর্য্যরূপ স্বাভাৱ্য-লক্ষ্মীই কৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন ২।২।৮০; চিচ্ছক্তি-বিভূতির নাম ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্য ২।২।৪১; বহিরঙ্গা মায়্যাশক্তি হইল জগতের কারণ, এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাহার বৈভব ২।২।৮৫; জড়রূপা মায়্যা বাস্তবিক জগতের কারণ হইতে পারে না, গৌণকারণ মাত্র, কৃষ্ণের শক্তিতেই তাহার কারণত্ব ১।৫।৫১-৫৮; ২।২।২২৪-২৬; মায়ার দুইবৃত্তি—প্রধান ও প্রকৃতি (বা মায়্যা) ১।৫।৫০; ঐশ্বরের শক্তিতে প্রধানের উপাদানত্ব এবং প্রকৃতির নিমিত্ত-কারণত্ব ১।৫।৫১-৫৬; ২।২।২২৪-২৬; মায়্যাশক্তি কারণাক্রিয় বাহিরে থাকে, কারণসমূহকে স্পর্শ করিতে পারে না ১।৫।৪২; মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের নাম দেবীধাম, মায়্যা তাহার অধিষ্ঠাত্রী ২।২।১৩৮-৩৯; বহিরঙ্গা মায়্যা কৃষ্ণবহিস্থিত জীবকে শাস্তি দেন ২।২।১০৪-৫; ২।২।১০০-১২; মায়ার জীবশক্তির বা তটস্থশক্তির বিকাশ হইল অনন্তকোটি জীব ১।৭।১১২; ২।৬।১৪২; ২।২।১০১; ২।২।১৭; স্বরূপশক্তি, মায়্যাশক্তি ও জীবশক্তি—এই তিনই কৃষ্ণে প্রেমভক্তি করে ২।৬।১৪৬।

শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন ১।৪।৭৪; ১।৪।৮৩-৮৪।

শক্ত্যাবেশ অবতার ১।১।৩৩-৩৪; ২।২।২১৪; অসংখ্য ২।২।৩০৫; দুই রকম—মুখ্য ও গোণ; মুখ্য—সাক্ষ্য শক্তির আবেশ, নাম অবতার এবং গোণ—শক্ত্যভাসের আবেশ, নাম বিভূতি ২।২।৩০৬; মুখ্য আবেশ বা অবতার—সনকাদি ২।২।৩০৭-১০; গোণ আবেশ বা বিভূতি ২।২।৩১১।

শচীমাতার প্রতি প্রভুর জ্ঞানযোগ-শিক্ষা, বাল্যে ১।১৪।২৪-২৬।

শরণাগতির মহিমা ২।২।২২২; ২।২।৫৪।

শরণাগতের লক্ষণ ২।২।৫৩; ২।২।৪৭-৪৮ শ্লো।

শান্তভক্তের নাম ২।১২।১৬২; ২।২।১১১।

শান্তরতিঃ—লক্ষণ—স্বরূপবুদ্ধিতে কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা ২।১২।১৭৩; কৃষ্ণবিনা কৃষ্ণতাগ ২।১২।১৭৪-৭৫; কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন, পরব্রহ্ম পরমাত্মা-জ্ঞান ২।১৫।১৭৭-৭৮; শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত বুদ্ধি পায় ২।২।৩৩৪; ২।২।২৫।

শান্তরস—“ভক্তিরস” দ্রষ্টব্য।

শান্তপ্রমাণে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং-কৃষ্ণ হওয়া সম্বন্ধে তাঁহাতে পণ্ডিতগণের বিতৃষ্ণার হেতু ২।১।৮২-২১।

শান্তলোকাতীত অনুভাব, মহাপ্রভুর ২।১।১০-১৩।

শিব—“রুদ্র” দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দসেন-প্রসঙ্গ : প্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্ত ১।২।৫২; নীলাচলের পথে গোড়ীয় ভক্তদের সর্ববিধয়ে পালন-কর্তা ১।১।৫২-৫৩; ২।১।১২২; ২।১।১৮-১৯; ২।১।২৫-২৬; ৩।২।১৬০; ৩।১।১১১; ৩।১২।১৪-১৬; ৩।২।৩১; গোড়ীয় ভক্তদের সকলকে পালন করিয়া নীলাচলে লইয়া আসার জন্ত প্রভুর আদেশ ২।১।৫৮; একটা কুকুরকেও পালন করিয়া সঙ্গে নিয়াছিলেন ২।১।১৩০; ৩।১।১২-২৮; বাহুদেব দস্তের সর্বসম্বন্ধানের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি প্রভুর আদেশ ২।১।২৪-২৭; নীলাচল হইতে গোঁড়ে গমন-পথে শিবানন্দগৃহে প্রভুর গমন ২।১।৬২০৩; চৈতন্য-আবেশ-প্রাপ্ত নকুল ব্রহ্মচারীর পরীক্ষা ৩।২।২১-৩১; শিবানন্দের গৃহে আবির্ভাবে প্রভুর ভোজন ৩।২।৪১-৪২; ৩।২।৪৪-৭৭; রঘুনাথদাসের পলায়নের পরে তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন দাসের পত্র-প্রাপ্তি, নীলাচলের পথে ৩।৬।১৭৮-৮০; নীলাচলে রঘুনাথদাসের নিকটে গোবর্দ্ধনদাসের পত্রের কথা জ্ঞাপন ৩।৬।২৪২-৪৪; নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত লোকের নিকটে নীলাচলস্থ রঘুনাথের অবস্থা জ্ঞাপন ৩।৬।২৪৫-৫৩; রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া শিবানন্দের নিকটে

গাংকিম্বাসের যুগ্ম ও লোক প্রেরণ, লোকের প্রতি শিবানন্দের উপদেশ ৩৬২৫৫-৫৮; জ্যোতিপুত্র সহিত মিলন, প্রভুর নিমন্ত্রণ, চৈতন্যদাসকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩৬১৩২-৪৮; তিনপুত্রের সহিত সপত্নীক নীলাচলে গমন ৩১২১৭; শান্তিফলে নিত্যানন্দ-প্রভুর রূপাপ্রাপ্তি ৩১২১৭-৩১; শিবানন্দের তিন পুত্রের সহিত প্রভুর মিলন, কনিষ্ঠপুত্রের পুরীদাস নামের রহস্য ৩১২১৪৩-৪৮; পুরীদাসের প্রতি প্রভুর রূপা ৩১২১৪২; শিবানন্দের দ্বী-পুত্র যত দিন নীলাচলে থাকিবেন, তত দিন তাঁহাদিগকে প্রভুর অবশেষ দেওয়ার জন্য গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ ৩১২১৫২; শিবানন্দের গৃহে জগদানন্দের উপস্থিতি ও চন্দ্রনাথ তৈল প্রস্তুত করণ ৩১২১০১-২; ছোটপুত্র পুরীদাসের সহিত সপত্নীক শিবানন্দের নীলাচল-গমন, পুরীদাসের প্রতি প্রভুর রূপা ৩১৬৬০-৭০।

শিবানন্দের তিনপুত্রের নাম : চৈতন্যদাস, রামদাস, কর্ণপুর ১১০১৬০; কর্ণপুরের অপরাধ নাম পরমানন্দ দাস, পুরীদাস ৩১২১৪৪-৪৮।

শিকাগুরু-তত্ত্ব—“গুরুতত্ত্ব”-দ্রষ্টব্য।

সুদভক্ত : শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিময় কক্ষস্থৈক-তাৎপর্যময়ীসেবার অভিলষী ভক্ত ১৪১২৪; কৃষ্ণের স্নেহে স্নেহার্থ সালোক্যাদি চাহেন না ১৪১১৭২; নিজের দুঃখভোগের ভাগী নিজেই করেন, প্রেমধনের জন্যই ভজন করেন ৩২১৬৭-৭৫; সুদভক্তের প্রার্থনা ৩২০১২৪-২২।

সুদভক্তি : লক্ষণ—অনুবাধা, অগ্র পূজা ও জ্ঞান-কর্মাদি পরিত্যাগ পূর্বক আত্মকল্যে সর্বোচ্চিয়ে কৃষ্ণাঙ্কশীলন ২১২১১৪৭-৫০; সুদভক্তির ফল প্রেমপ্রাপ্তি ২১২১১৪২; সুদভক্তির অন্তরায়—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক-বাসনা, সুদভক্ত-কর্ম ১৫১৫০-৫২; ২১২১১৫০; বৈষ্ণব-অপরাধ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাট, জীব-হিংসা ২১২১১৩৮-৪৩।

শেষ : কীরোদশায়ী অংশ, ভূ-ধারণকারী, সহস্রবদনে কৃষ্ণগুণকীর্তনকারী ১৫১১০০-৭; শক্ত্যাবেশ-অবতার, কৃষ্ণের স্ব-সেবনশক্তির আবেশ ২২০১৩১০।

শ্রদ্ধা : কৃষ্ণভক্তিধারাই সর্বকর্মকৃত হয়, এইরূপ স্বদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস ২২২১৩৭; শ্রদ্ধাবান জনই ভক্তির অধিকারী ২২২১৩৮; শ্রদ্ধাভেদে ভক্তভেদ ২২২১৩৮-৪১ (“ভক্ত” দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকান্তসেন-প্রসঙ্গ : শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় ৩১২১৩৩; শিবানন্দসেনের প্রতি নিত্যানন্দের রূপাশ্রিতে মনোহঃখ, একাকী প্রভুর নিকটে গমন ৩১২১৩৩-৪০; প্রভুর রূপাপাত্র ৩২১৩৬; এক বৎসর রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে গমন, দুই মাস অবস্থান, প্রত্যাবর্তন-সময়ে গোড়ীয় ভক্তদের সেই বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে না আসিবার জন্য শ্রীকান্তের যোগে প্রভুর সংবাদ প্রেরণ, শ্রীকান্ত কর্তৃক সেই সংবাদের বিজ্ঞপ্তি ৩২১৩৭-৪৪।

শ্রীজীবগোষামি-প্রসঙ্গ : শ্রীরূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপম বল্লভের পুত্র, মহাপণ্ডিত ৩৪১২১৮; নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ গ্রহণপূর্বক সর্বত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন ৩৪১২১২; ৩৪১২২৩-২৫; এবং বহু ভক্তি-শাস্ত্র প্রচার করেন এবং ভক্তিসিদ্ধান্তের সার দেখাইয়াছেন ২১১৩৭-৩৮; ৩৪১২১২; ৩৪১২২৬; তাঁহার রচিত কয়েকখানা গ্রন্থের নাম—শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, গোপালচন্দ্র ২১১৩৮-৪০; ৩৪১২২০-২১; ইনি কবিরাজ গোষামীর একতম শিকাগুরু ছিলেন ১১১১৮-১২; ৩৪১২২৭; ৩২০১৮।

শ্রীবাসপণ্ডিত-প্রসঙ্গ : পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত ভক্ততত্ত্ব—শ্রীবাসাদি কোটি কোটি ভক্ত, সুদভক্ত ১৭১১৪; শ্রীবাস হইলেন প্রভুর প্রধানভক্ত ১১১২০; মহাপ্রভুর পার্শ্ব নীলার সহায় ১৫১১২৩-২৪; প্রভুর উপাধি ১৬১৩৪; শ্রীচৈতন্যের দাসভাবে উন্নত ১৬১৪৫-৪৬; প্রভুর পূর্বে অবতীর্ণ ১১৩৫১-৫৩; প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে উল্লাস ১১৩১০১; প্রভুর দ্বাতকর্ম-নির্কাহে জগন্নাথ মিশ্রের লহায়ক ১১৩১০৭; গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার গৃহে প্রভুর এক বৎসর রাজিতে কীর্তন ১১৭১৩০; যারে কপাট দিয়া কীর্তন হইত বলিয়া বহিঃস্থগণ

প্রবেশ করিতে পারিত না ; তাই শ্রীবাসকে হুঃ দেওয়ার জন্য তাহাদের চেষ্টা ১১৭১৩২ ; তাহাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে চাপাল-গোপালকর্তৃক তাঁহার গৃহসম্মুখে ভবানীপূজার সজ্জা করণ ১১৭১৩৩-৪০ ; প্রভুর আদেশে চাপাল-গোপাল শ্রীবাসের শরণ গ্রহণ করিলে পর কৃপা ১১৭১৫৫ ; প্রভুর আদেশে শ্রীবাসকর্তৃক বৃহৎ-সহস্র নাম পঠন ১১৭১৮৪ ; তাহাতে প্রভু নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ধাবিত হইলে লোকসমূহের ভীতি, তাহাতে প্রভুর অপরাধের ভীতি-জ্ঞাপন, শ্রীবাসকর্তৃক ক্রন্দা ও ভীতিভাবের অপনয়ন ১১৭১৮৫-২২ ; শ্রীবাসগৃহে নিতাই-গৌরের কীর্তন-সময়ে শ্রীবাসের পুত্র-বিরোধ-লংবাদ গোপন, মৃতপুত্রের মুখে প্রভুকর্তৃক তথ্যকথার প্রকাশ, হই প্রভুকর্তৃক শ্রীবাসের পুত্রের অঙ্গীকার ১১৭১২০-২২ ; শ্রীবাসের নিকটে আবেশে প্রভুর বংশী-যাত্রা, শ্রীবাসকর্তৃক বৃন্দাবনলীলা বর্ণন ১১৭১২৬-৩৩ ; প্রভুর সন্ন্যাসান্তে শান্তিপুত্রে প্রভুর সহিত মিলন ২০১১৫০ ; শান্তিপুত্রে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার ইচ্ছা, শচীমাতার আগ্রহে নিবৃত্ত ২০১১৬৫-৬২ ; প্রভুর নীলাচল হইতে গোঁড়ে আগমনের সময়ে কুমারহট্টে স্বগৃহে প্রভুর সহিত মিলন ২১৬২০২, রামকেলিতে প্রভুর উপস্থিতিতে রূপসনাতনের সঙ্গে মিলন ২১১২০৫ ; প্রভুর দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নীলাচলে গমন ২১১২৪১-৪২ ; কোনও বৎসরে স্বীয় পত্নী মালিনীর সহিত গমন ২১৬২২১ ; এবং কোনও কোনও বৎসরে শ্রীবাসের চারি ভাই এবং মালিনীরও গমন ৩১২২২০ ; নীলাচলে এক সময়ে অপর ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর গুণকীর্তন, অরণে প্রভুর রোষ ২১১২৫৫-৫৭ ; তৎকালে বহুসংখ্যক লোক “জয় কৃষ্ণচৈতন্য” বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলে ভক্তীপূর্বক শ্রীবাসের উক্তি ২১১২৫৮-৬৭ ; নীলাচলে গুণ্ডিচা-মার্জনে ও তদনন্তর ভোজন-লীলায় প্রভুর সঙ্গী ২১২১১৫৪ ; বেটাকীর্তনে নৃত্যাদি ২১১১২১১ ; ৩১০১৫৬-৫৮ ; রথযাত্রাকালে প্রভুর সহিত কীর্তন ২১০৩১, ৩৭, ৭৩ ; ৩৭১৫৭-৫৮ ; ইন্দ্রহাস্য-সরোবরে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর জলকেলি সময়ে গদাধরের সঙ্গে জলকেলি ২১০৭১২ ; লক্ষ্মীদেবীর সম্পদ-সম্বন্ধে স্বরূপদামোদরের সহিত রঙ্গ-কোন্দল ২১০৭১২০-২১৪ ; স্বরূপদামোদর শ্রীবাসের প্রাণসম প্রিয় ২১০১১১৫ ; শ্রীবাসাদি চারি ভ্রাতার মূল্যাক্রীত বলিয়া প্রভুর উক্তি ২১১১১৩০-৩১ ; তাহার গৃহে প্রভুর নিত্য নর্ভনের প্রতিশ্রুতি ২১০১৪৬-৪৭, নীলাচলে শ্রীবাসকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ২১০১৫৫-৫৬ ; ৩১০১৩৬-৩৭ ; গোবিন্দের নিকটে প্রভুর জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য দান ৩১০১১৩, নীলাচলে সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলন ৩০১১০৩-৫ ; ছোট হরিদাসের ত্রিবেণী-প্রবেশের কথা প্রভুর নিকটে জ্ঞাপন ৩২১১৫৮-৬২, মাতার জন্য শ্রীবাসের সঙ্গে প্রভুর বস্ত্রপ্রেরণ, সন্ন্যাস-গ্রহণ করাতে মাতার সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া মায়ের চরণে অপরাধ খণ্ডনের জন্য শ্রীবাসের সঙ্গে প্রভুর প্রার্থনা জ্ঞাপন, মাতৃগৃহে প্রভুর ভোজনের কথা মাতার নিকটে জানাইবার উদ্দেশ্যে প্রভুকর্তৃক শ্রীবাসের নিকটে ভোজন-বিবরণ-কথন ২১০১৪৮-৬৭ ।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপাদি : “ভাগবত” শ্রুতব্য ।

শ্রীরজনপুত্রীর সহিত প্রভুর মিলন ২১০২৫৭-৭৪ ।

শ্রীরজনকেত্রে গীতাধ্যায়ী-বিপ্রের প্রসঙ্গ ২১০৮৭-১০১ ।

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ : “রূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ” শ্রুতব্য ।

শ্রীসনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ : “সনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ” শ্রুতব্য ।

প্রতিগণের কৃষ্ণসেবাশ্রান্তির বিবরণ ২১০১৮০-৮২ ; ২১০১১৩-২৩ ।

বড়বিশ ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের চিহ্নস্তির বিলাস ২১০১৪৭, ২১০১৭২ ।

ষাঠীর মাতার প্রসঙ্গ : সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী, প্রভুর মহাভক্ত, মেহেতে জননী ২১০১১০৮ ;
 জন্তু বান্ধা ২১০১১২০-২০১ ; জামাতা অমোঘকর্তৃক প্রভুর নিন্দা-অবশ্যে আক্ষেপ ২১০১২৪০-৪০ ; অমোঘের অ
 সজ্জা তাঁতার সহিত সার্বভৌমের আগমন ২১০১২৫৭-৬১ : এবং উভয়ের উপবাস ২১০১২৬৬ ।

যড়ৈশ্বৰ্য্যে অস্ত কেহ পায় না ২২১৭; ২২১১১-৮১।

স

স

স

স

সংবিৎ (বা সখিৎ) — “শক্তি” অষ্টব্য।

সকল জীব উদ্ধারপ্রাপ্ত হইলেও স্বল্পজীবে পুনরায় জগৎ পূর্ণ হয় ৩৩৭২-৮১।

সখীতত্ত্ব : “গোপীতত্ত্ব” অষ্টব্য; শ্রীরাধার কায়বাহ ২৮১২৬; শ্রীরাধারূপ কৃষ্ণ-শ্রেয়-কল্পলতার পল্লব-পুষ্প-পাতা ২৮১৬২; সখীদেবই রাধাকৃষ্ণের লীলায় অধিকার, তাঁহারাই লীলার বিস্তার ও পুষ্টি সাধন করিয়া আশ্বাসন করেন ২৮১৬৩-৬৫; কৃষ্ণের সহিত নিজেদের লীলাতে সখীদের মন নাই, কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা-সংঘটিত করিতে পারিলেই তাঁহাদের আনন্দ ২৮১৬৭-৭০; তথাপি শ্রীরাধা তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম করান ২৮১৭১-৭৩; সখীদের কৃষ্ণশ্রেয় কামগন্ধহীন ১৪১৩২-৭৫; ২৮১৭৪-৭৬।

সখ্যরতি : লক্ষণ—শাস্ত্রের কৃষ্ণকনিষ্ঠতা এবং কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ, দাস্ত্রের সেবন এবং গোঁরবুদ্ধিহীন বিশ্বাসময় সেবন; কৃষ্ণের সহিত সমান-সমান ভাব ২২২১৮১-৮৪; ১৪১২২; সখ্যরতি অল্পরাগ সীমা পর্য্যন্ত বর্ধিত হয় ২২৩৩৫; ২২৪১২৬; ব্রজে শ্রীদামাদি এবং দ্বারকায় ভীমার্জুনাদি শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবের ভক্ত ২১২১৬৩; ব্রজের সখ্যরতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, দ্বারকায় রতি ঐশ্বর্য্যপ্রধান ২১২১৬৬; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধাণ্যে রতি সঙ্কোচিত হয় ২১২১৬৭; ২১২১৭০; ব্রজের কেবলারতি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহাকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করে না, কৃষ্ণের সহিত নিজ সখ্যের কথা ভুলে না ২১২১৬৭; ২১২১৭২; সখ্যরতি হইল সখ্য-রসের স্থায়ীভাব ২১২১৫৪; ইহার সহিত বিভাব-অল্পভাবাদির মিলন হইলে রসে পরিণত হয় ২১২১৫৪-৫৬।

সগর্ভ যোগী ২২৪১০৬।

সৎসঙ্গের মহিমাসূচক ভক্ত-ব্যাখ্যের বিবরণ ২২৪১৫১-২০২।

সত্যভামার মান ২১৪১৩৬।

সনাতনগোস্থামি-প্রসঙ্গ : গোড়েশ্বর হসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী, সাকর মল্লিক ২২০১২০; ২১১১৭৪; প্রভুর সহিত মিলনের পূর্বেই প্রভুর নিকটে পত্রপ্রেরণ, উত্তর প্রাপ্তি ২১১২৬-২৭; রামকেলিতে প্রভুর আগমনে হসেন সাহের মনোভাব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলোচনা ২১১১৭২; এবং ছদ্মবেশে দুই ভাইয়ের প্রভুর নিকটে গমন, প্রথমে নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গে, পরে তাঁহাদের রূপায় প্রভুর সহিত মিলন, দৈন্ত-আর্জি প্রকাশ ২১১১৭২-২৩; প্রভুর রূপা, রূপ-সনাতনের প্রতি রূপা কর্তার জন্ত ভক্তবৃন্দের নিকট প্রভুর আবেদন ২১১২৪-২০৩; ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন ২১১২০৪-৬; রামকেলি-ত্যাগের জন্ত প্রভুর নিকটে নিবেদন, বৃন্দাবন যাওয়ার রীতি-সম্বন্ধে প্রভুকে উপদেশ ২১১২০৭-১০; রামকেলি হইতে গৃহে গমন ২১১২১২; বিষয়ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্দের পূর্যচরণ ২১২১২-৪; অস্থখের চল করিয়া রাজকার্য্যে অল্পপস্থিতি, স্বগৃহে পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাগবত-আলোচনা ২১২১২২-১৬; হসেনসাহকর্তৃক রাজবৈজ্ঞ প্রেরণ, বৈজ্ঞ বলিলেন—সনাতনের কোনও অস্থখ নাই ২১২১২২; সনাতনের ভাগবত-বিচারের সভায় হঠাৎ হসেন সাহের আগমন, রাজকার্য্যে যোগদানের জন্ত সনাতনকে অস্থরোধ, সনাতনের অসম্মতি, সনাতনের সহিত রাজার কঠোর ব্যবহার, সনাতনের বন্ধন ২১২১১৭-২৬; উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রাকালে গোড়েশ্বরের সঙ্গে যাওয়ার জন্ত সনাতনকে পুনরায় অস্থরোধ, সনাতনের অসম্মতি, সনাতন কারারুদ্ধ ২১২১২৭-২২; শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-গমন-কালে শ্রীকৃষ্ণের লিখিত পত্র-প্রাপ্তি, পত্রে মূদির নিকটে গম্বিহীন টাকার সাহায্যে কারামুক্তির এবং বৃন্দাবনযাত্রার অস্থরোধ ২১২১৩১-৩৪; “অস্থরোধ” অর্থদ্বারা বন্ধীভূত করিয়া সনাতনের পলায়ন, গড়িহার-পথ ত্যাগ করিয়া অল্প পথে গমন, এক ভৌমিকের সহায়তায় পাতড়া-পর্ব্বত পার ২২০১৩-৩২; সন্ধের তৃত্য ঈশানকে বিদায় দিয়া ছেঁড়া কাঁথা ও কয়লা লইয়া একাকী গমন, পথে হাজিপুরে

বীর ভূমিনীশক্তি ক্রীকাতের প্রবন্ধ ভোট কবল গ্রহণ, কতদিন পরে বারানসীতে উপস্থিতি ২১২০৩৩-৪৪ ; চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভুর সহিত মিলন ও বৈদ্য প্রকাশ, প্রভুর রূপা ২১২০৪৪-৫২ ; প্রভুর প্রেমে বীর কারামুক্তির কাহিনী প্রকাশ ; প্রভুকর্তৃক রূপ ও অহুপমের সঙ্গে প্রয়াগে মিলনের এবং তাঁহাদের বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ জ্ঞাপন ২১২০৬০-৬০ ; তখন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলন, প্রভুর আদেশে চন্দ্রশেখর সনাতনকে ভ্রম করাইয়া গঙ্গানান করান ২১২০৬৩-৬৪ ; চন্দ্রশেখর প্রদত্ত নৃতন বস্ত্র গ্রহণে অসম্মতি, তুমিয়া প্রভুর আনন্দ, সনাতনকে নইয়া ভিক্ষার্থ প্রভুর তপনমিশ্রের গৃহে গমন, মিশ্র প্রদত্ত নৃতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া পুরাতন বস্ত্র যাচঞা, মিশ্রপ্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রদ্বারা কোপীন বহির্দ্বার করণ ২১২০৬৫-৭৩ ; মহারাত্রী বিপ্লবের সহিত মিলন, কান্ধিতে অবস্থানকালে সর্বদা সেই বিপ্লবের গৃহে ভিক্ষার মিসরণ অস্বীকার, মাধুকরী করার ইচ্ছা প্রকাশ, তাহাতে প্রভুর আনন্দ ২১২০৭৪-৭৭ ; সনাতনের ভোটকবল প্রভুর ভাল লাগিতেছে না বুঝিতে পারিয়া এক গোড়িয়াকে ভোট দিয়া তাহার কাঁথা গ্রহণ, তাহাতে প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ ২১২০৭৭-৮৩ ; কান্ধিতে দুই মাস পর্য্যন্ত নানাবিধ তত্ত্ববিষয়ে প্রভুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ ২১২০৮২-২১২০৮০ ; সনাতন বাহা শিক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাহা ক্ষুরিত হওয়ার জন্য প্রভুর নিকটে বর-প্রাপ্তি ২১২০৮১-৮৬ ; প্রভুর মুখে “আত্মারাম”-শ্লোকের একবটি প্রকার অর্থ শ্রবণ ২১২০৮২-২২৭ ; প্রভুর মুখে ভাগবতের-স্বরূপ শ্রবণ ২১২০৮২৮-৩৫ ; মথুরার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা-বৈষ্ণবাচারের প্রচার, ভক্তিরসের বিচার এবং ভক্তি-স্বতি-শাস্ত্র-প্রচার করার জন্য প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি ২১২০৮৩-৮৫ ; প্রভুর নিকটে বৈষ্ণব-স্বতির দিগদর্শন-প্রাপ্তি ২১২০৮২৬-৮৬ ; যখন সনাতন, লিখিবেন তখন ক্রীষ্ণক সমস্ত ক্ষুরণ করাইবেন বলিয়া আশীর্বাদ লাভ ২১২০৮২৫৭ ; প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শেষ পরিবর্তন দিনে বিন্দুমাধব-অঙ্গনে প্রভুর প্রেরণা-নর্দন-কালে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র এবং পরমানন্দ কীৰ্ত্তনীয়ার সঙ্গে সনাতনকর্তৃক নামস্বীকর্তন ২১২০৮৪ ; বৃন্দাবন গমনের জন্য এবং সে-স্থানে কাছা-করঙ্গিয়া কাঙ্গাল-ভক্তদের পালনের জন্য সনাতনের প্রতি প্রভুর আদেশ ২১২০৮৫-৮৬ ; প্রয়াগ হইয়া সনাতনের মথুরায় গমন, মথুরায় স্ববুদ্ধি বায়ের সহিত মিলন, এবং তাঁহার মুখে ক্রীষ্ণ ও অহুপমের বার্তা শ্রবণ ২১২০৮৬২-৮৫ ; বন ভ্রমণ, বৈরাগ্য, মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ, লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ২১২০৮৬৬-৮৭ ; মথুরা হইতে ঝারি-খণ্ডের পথে সনাতনের নীলাচলে আগমন, পথে কভু উপবাস, কভু চর্চণ, গাত্রে কভু উত্তব ৩৮১২-৪ ; সনাতনের নির্বেদ, ভজনের অযোগ্য অপবিত্র অম্পৃশ্য—এবং জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশের পক্ষে, মন্দিরের নিকটে যাওয়ার পক্ষেও অযোগ্য—দেহ তাঁহার, এইরূপ বিচার ; রথে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভুর অগ্রে বথচক্রের নীচে দেহত্যাগের সঙ্কল্প ৩৮১৫-১১ ; নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের বাসায় উপস্থিতি, সে-স্থলে প্রভুর সহিত মিলন, বীর কণ্ডুরসা প্রভুর সঙ্গে লাগিবে বলিয়া প্রভুর আলিঙ্গন-চেষ্টায় দূরে পলায়ন, বলপূর্বক প্রভুকর্তৃক আলিঙ্গন, প্রভুর সঙ্গে কণ্ডুরস সংলাপ ৩৮১১২-২০ ; প্রভুকর্তৃক ভক্তগণের সহিত সনাতনের মিলন ৩৮১২১-২২ ; প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী, প্রভুকর্তৃক ক্রীষ্ণপের নীলাচলে আগমনের এবং গোড়ে অহুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন, সনাতনকর্তৃক অহুপমের ভক্তিনিষ্ঠার কথা জ্ঞাপন এবং প্রভুকর্তৃক মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠার কথা জ্ঞাপন ৩৮১২৩-৫১ ; নিত্য গোবিন্দদ্বারায় এবং স্বয়ং প্রভু-কর্তৃক মহাপ্রসাদ দান ৩৮১৪২ ; ৩৮১৫২ ; অন্তর্ধ্যামি-প্রভুকর্তৃক সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্পের অবগতি, প্রভুর নিবেদ, দেহত্যাগে কৃষ্ণ মিলে না, মিলে ভজনে, দেহত্যাগ তমোধর্ম—ইত্যাদি উপদেশ, সনাতনের প্রতি ভজনের উপদেশ, শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গের উল্লেখ ৩৮১৫৩-৬৬ ; সনাতনের দেহ প্রভুর নিজের সম্পত্তি, সনাতনের নিকটে গচ্ছিত, এই দেহদ্বারা প্রভু প্রয়োজনীয় কার্য করাইবেন ;—ইত্যাদি প্রভুর উক্তি, দেহত্যাগ-বিষয়ে সনাতনকে নিবেদ করার জন্য হরিদাস ঠাকুরকেও প্রভুর উপদেশ ৩৮১৬৮-৮৭ ; সনাতন ও হরিদাসের মধ্যে প্রভুর উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা, পরস্পর পরস্পরের সৌভাগ্যের প্রশংসা ৩৮১৬৮-৯২ ; যমেশ্বর টোটার নিমন্ত্রণ-প্রসঙ্গে প্রভুকর্তৃক সনাতনের পরীক্ষা, জগন্নাথের সেবকগণ দৈবাৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহারা সেবাবিষয়ে অপবিত্র হইবেন, এই আশঙ্কায় জগন্নাথমন্দিরের নিকটস্থ সোজা এবং ছায়াছন্ন পথে না গিয়া জ্যোতিষাসের মধ্যাহ্নে সমুদ্রতীরের তপ্তবালুকাময় পথে সনাতনের যমেশ্বরে গমন, পাশ্বে ক্ষোভা ও ভ্রম, ইত্যাদি—সনাতনকর্তৃক মধ্যাহ্নাবসর্গে প্রভুর আনন্দ ৩৮১১১০-১১ ; প্রভু বলপূর্বক সনাতনকে আলিঙ্গন করেন বলিয়া, তাহাতে প্রভুর সঙ্গে কণ্ডুরসা লাগে বলিয়া সনাতনের দুঃখ, জগন্নাথ-পণ্ডিতের মিকট

সনাতনকর্তৃক দুঃখ জ্ঞাপন, রথযাত্রার পরে বৃন্দাবন গমনের জন্ত সনাতনের প্রতি জগদানন্দের উপদেশ ৩৪১৩০-৩১; এই উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের প্রতি প্রভুর কোপ ও তিরস্কার, সনাতনের গুণ-মহিমা কীর্তন ৩৪১৪০-৪৫; সনাতনকর্তৃক জগদানন্দের সৌভাগ্যের প্রশংসা এবং প্রভুর গৌরবত্বজিতে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা খ্যাপন ৩৪১৫৬-৫৯; তাহাতে প্রভুর লজ্জা অহুভব, বহিরঙ্গবৃত্তিতেই যে প্রভু সনাতনের প্রশংসা করেন নাই, তাহা জ্ঞাপন, সনাতনকে প্রভুর লাগ্যজ্ঞান এবং নিজেকে সনাতনের লাগক-জ্ঞান, সনাতনের দেহ অপ্রাকৃত, পার্শ্বদেহ, প্রথম দিনেই প্রভু সনাতনের দেহে চতুঃসমের গন্ধ পাইয়াছেন প্রভুকর্তৃক এইরূপ উক্তি এবং সনাতনকে পুনরায় আলিঙ্গন, তাহাতে সনাতনের কণ্ঠ দূর হইল, স্ববর্ণের তুল্য অঙ্গের সৌন্দর্য্য জন্মিল ৩৪১৬০-৯২; রথযাত্রা দর্শন; প্রভুকর্তৃক গোড়ীয় এবং নীলাচলবাসী ভক্তদের সহিত সনাতনের মিলন-সাধন ৩৪১০০-১; হরিনামের সঙ্গে সর্ব্বদা প্রভুর গুণকথা ৩৪১২৭; দোলযাত্রা দর্শন ৩৪১০২; দোলযাত্রার পরে প্রভুকর্তৃক সনাতনের বিদায়, বৃন্দাবনে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ৩৪১২৮; প্রভু যে-পথে বৃন্দাবন গিয়াছেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকটে তাহা জানিয়া লইয়া সেই পথে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন ৩৪১২৯-২০৪; বৃন্দাবনে জগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত মিলন, সনাতনকর্তৃক জগদানন্দের সর্ব্বসমাধান, জগদানন্দকর্তৃক সনাতনের নিমন্ত্রণ, পণ্ডিতের চৈতন্যগ্রন্থ পরীক্ষার্থ সনাতনকর্তৃক কোনও সন্ন্যাসিপ্রদত্ত রক্তবস্ত্র শিরে ধারণ, তাহা প্রভুপ্রদত্ত বস্ত্র মনে করিয়া জগদানন্দের আনন্দ, পরে তাহা অগ্নি সন্ন্যাসিপ্রদত্ত জানিয়া কোপ-ইত্যাদি ৩১৩৪৩-৬০; জগদানন্দের সঙ্গে প্রভুর জন্ত ভেট প্রেরণ ৩১৩৬৫-৬৭; জগদানন্দের যোগে জ্ঞাপিত প্রভুর ইচ্ছাহুসারে দ্বাদশাদিত্যটিনায় প্রভুর জন্ত এক মঠ সংস্কার করিয়া রাখিয়া তাহার সমুখভাগে এক ছাওনিতে সনাতনের বাস ৩১৩৬৪; ৩১৩৬৮-৯; প্রভুর উপদেশ অহুসারে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, কৃষ্ণসেবা প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ৩৪১২৮-১০; রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবন গেলে নিজ ভাই করিয়া তাঁহার পালন ১১০১৪; তাঁহার মুখে প্রভুর কথা শ্রবণ ১১০১৫; অদ্ভুত বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা ২১২১১৫-১২।

সনাতনগোন্দামিপ্রণীত কতিপয় গ্রন্থের নাম : হরিভক্তিবিলাস, ভগবতামৃত, দশমটিগ্ননী, দশমচরিত ইত্যাদি ২১৩০০-৩১; ৩৪২১০-১৩।

সনাতন-শিক্ষা : প্রভুর নিকটে সনাতনের তিনটি প্রশ্ন—জীবের স্বরূপ কি, জীবের ত্রিতাপ-জালা কেন, কিসে জীবের হিত হইবে ২১২০২৬; প্রভুর উত্তর—জীব কৃষ্ণের তটস্থাসক্তি, নিত্যদাস ২১২০১০১; কৃষ্ণকে ভুলিয়া জীব অনাদিকাল হইতে বহিমুখ বলিয়া জীবের মায়াবন্ধন ও সংসার-যন্ত্রণা ২১২০১০৪-৫; ২১২১১০-১২; কৃষ্ণমুখ হইলে, কৃষ্ণভজন করিলেই জীবের কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয়, মায়াবন্ধন ছুটিয়া যায় ২১২০১০৬; ২১২১১৮; কৃষ্ণই যে ভজনীয়, তাহা দেখাইবার জন্ত সনাতনকে উপদেশ, কৃষ্ণই সনাতন-তত্ত্ব, সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত, কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ২১২০১২৭-৩০৪; কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিচার ২১২১২-১২৪; আত্মারাম-শ্লোকের অর্থও সনাতন-তত্ত্ব-বিচারের অঙ্গ ২১২৪২-২০৪; জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের ক্ষুরণের জন্ত এবং জীবের স্বরূপে অবস্থিতি লাভের জন্ত একমাত্র কর্তব্য ভক্তির সাধন ২১২১৩-৫৪; এই সাধন-ভক্তিই অভিধেয়; সাধনভক্তির অঙ্গাদির বিবরণ ২১২১৫৫-৭৮; সাধন-ভক্তির ফলে চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়; কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির জন্ত প্রেমই মূখ্য প্রয়োজন; প্রয়োজনতত্ত্বের বিবরণ ২১২০২-৬০; গোলোকের স্থিতি, যৌবল-লীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দান, কেশাবতার, মহিবীররণাদি সম্বন্ধে ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্তও প্রভু সনাতনকে জানাইয়াছেন ২১২০৫৭-৬০।

সনাতনের রক্তবস্ত্র-প্রসঙ্গ ৩১৩৪৮-৬০; রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না জুয়ায় ৩১৩৬০।

সঙ্কীর্ণী : “শক্তি” দ্রষ্টব্য।

সন্ন্যাসীর বর্ণ ও আচরণ ২৩৩৬৭; ২৩৩৭১; ২৩৩৭৪; ২৩৩৭২; ২১১১৬-৮; ২১২১২০-২১; ২১২১৪৪-৪৫;

৩৪১৬১-৬৩; ৩৪১৭৭-৮৮।

অধ্যাপকের উচ্চায়ে পঠের কামীর অবস্থা ২২৫১১৬-২২।

লগ্নভাল-বিমোচন, মহাপ্রভুর্ক ২২২৮৩-৮৭।

সম্বৎ ১৭১৩০; ২৪১৬২; ২২০১০০; ২২০১২৬; ২২৫৮৬; ২২৫৯১-২৮; সম্বৎসরের বিচার ২২০১২৭-২২১১২৫; (‘‘সনাতন-শিক্ষা’’ দ্রষ্টব্য)।

সাত সপ্তদায়ে মহাপ্রভুর যুগপৎ-স্থিতি, ২১৩৫১-৫২; ৩১০৫২ যুগপৎ বহু লোকের প্রতি দৃষ্টি ২১১২১২-১৬।

সাধকের নিজতাবই তাঁহার পক্ষে উক্ত, তটস্থ-বিচারে অবশ্য তারতম্য আছে ২৮৬৫।

সাধনভক্তি : ‘‘ভক্তি’’ দ্রষ্টব্য।

সাধনভেদে কৃষ্ণানুভবের ভেদ : ‘‘উপাসনাভেদে ঈশ্বর-মহিমার উপলব্ধিভেদ’’ দ্রষ্টব্য।

সাধুসনের মহিমা ২২২২৮-৩৩; ২২৩৫-৬; ২২৪৬২; ২২৪৭৩; ২২৪৮৮-৮৯; ২২৪১০৮; ২২৪১১২; ২২৪১২৩; ২২৪১৩৮-৪০; ২২৪১৪২-৪১; ২২৪১৭৪; ২২৪১২২৫; ৩৩২৩২-৪৫; সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল ২২২৪৮; সাধুসঙ্গ ভক্তনের একটি মূখ্য অঙ্গ ২২২৪৮; সাধুরূপাতে ভক্তন ২২৪১১৭।

সাধ্যসাধন-তত্ত্বের বিচার, রামানন্দ রায়ের সঙ্গে ২৮৫৪-১৮৬; প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে রামানন্দ রায় যথাক্রমে স্বধর্ম্মাচারণ, কৃষ্ণে কর্ম্মপণ, স্বধর্ম্মত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তির উল্লেখ করিলে প্রভু প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই বলিলেন ‘‘এহো বাহ, আগে কহ আর’’ ২৮৫৪-৫৮; তখন রামানন্দ জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা বলিলে প্রভু বলিলেন ‘‘এহো হয়, আগে কহ আর’’ ২৮৫৮-৫৯; তাহার পরে রায় প্রেমভক্তির কথা বলিলে প্রভু এবারও বলিলেন ‘‘এহো হয়, আগে কহ আর’’ ২৮৫৯-৬০; তখন রায় দাস্তপ্রেমের কথা বলিলেন; প্রভু বলিলেন ‘‘এহো হয়, আগে কহ আর’’ ২৮৬০-৬১; তখন রামানন্দ প্রথমে সখ্যাপ্রেম, তারপরে বাৎসল্যাপ্রেমের কথা বলিলেন, প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই প্রভু বলিলেন ‘‘এহোস্তম আগে কহ আর’’ ২৮৬১-৬৩; তখন রামানন্দ বলিলেন—‘‘কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার’’ ২৮৬৩; এই উক্তির হেতুরূপে রামানন্দ বলিলেন—‘‘গুণাধিকো কান্তাপ্রেমের স্বাদাধিকা, কান্তাপ্রমে পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণ কান্তাপ্রেমের নিকটে চিরঋণী, কান্তাপ্রেমবতী-ব্রজদেবীদের সঙ্গে কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাদুর্য্য বর্দ্ধিত হয় ২৮৬৪-৭২; এইবার প্রভু বলিলেন—‘‘কান্তাপ্রেম সাধ্যাবধি স্থনিশ্চয়। কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয়’’ ২৮৭৩; তখন রামানন্দ বলিলেন—‘‘ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। ২৮৭৫’’; রাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণি স্থাপনের জন্ত প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ রায় রাধাপ্রেমের অন্তরিতপেক্ষতা, কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসের তত্ত্ব এবং প্রেমের তত্ত্ব স্থাপন করিলেন, তারপর রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহাবের কথা বলিতে যাইয়া কৃষ্ণের ধীরললিতত্বের কথাও বলিলেন ২৮৭৬-১৪৮; ইহার পরেও আরও কিছু আছে কিনা, প্রভু জানিতে চাহিলে রামানন্দ রায় প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা বলিয়া নিজকৃত একটি গান গাহিলেন; শুনিয়া প্রেমাবেশে প্রভু স্বহস্তে রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন এবং বলিলেন—‘‘সাধ্যবস্ত-অবধি এই হয়’’ ২৮১৪২-৫৭; তারপর প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রামরায় কান্তাভাবের সাধনের কথা (রাগানুগামার্গের ভক্তনের কথা) বলিলেন ২৮১৫২-৮৬।

সাধুজ্যমুক্তি দুই রকম—ব্রহ্মসায়ুজ্য ও ঈশ্বরসায়ুজ্য; ব্রহ্মসায়ুজ্য হইতে ঈশ্বরসায়ুজ্যে ধিকার ২৪২৪২।

সার বিত্তা—কৃষ্ণভক্তি ২৮১২২।

সার্কর্ভোম-ভট্টাচার্য্য-প্রসঙ্গ : গোপীনাথচার্য্য হইলেন নদীয়াবাসী বিশারদের জামাতা ২৪১৬-১৭; এবং সার্কর্ভোমের ভগিনীপতি ২৪১০৪; স্বতরাং সার্কর্ভোম হইলেন নদীয়াবাসী বিশারদের পুত্র; ইনি নীলাচলে থাকিতেন; জগন্নাথ-মন্দিরে সর্বপ্রথমে তিনি প্রভুর দর্শন পায়েন; প্রভু যখন সর্বপ্রথমে একাকী জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া প্রেমাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন, তখন সার্কর্ভোম পড়িছার অত্যাচার হইতে প্রভুকে রক্ষা করেন এবং লোকছায়া সংজাহীন প্রভুকে বহন করাইয়া নিজের গৃহে আনয়ন করেন ২৪২-৭;

প্রভুর দেহে অদ্ভুত শাস্তিক বিকার দর্শন করিয়া সার্কভৌম রিচার করিলেন—মিডাসিঙ্ক হুডেই এই বিকার সত্ত্ব, মহত্ত্বের দেহে ইহা দেখা যাইতেছে—ইহা বড়ই চমৎকার ২৬৮-১৩; পরে গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দাদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সার্কভৌম স্বীয় পুত্র চন্দ্রনন্দকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে জগন্নাথ দর্শনে পাঠান ২৬৯৪-৩২; তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের উচ্চ নামসঙ্কীর্ণনে বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহুবুধি, তখন সার্কভৌম সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করান ২৬৯৫-৪৫; সার্কভৌমের নিজের ভোজনের পরে গোপীনাথচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর নিকটে আগমন, গোপীনাথচার্য্যের নিকটে প্রভুর পরিচয় পাইয়া সার্কভৌম আনন্দিত হইলেন ২৬৯৬-৫৪; সার্কভৌম তখন প্রভুর সঙ্গে আলাপ করেন, তাঁহার মাতৃশাস্ত্রকে প্রভুর বাসা ঠিক করিয়া দেন ২৬৯৭-৬৫; মুকুন্দদত্তের উপস্থিতিতে গোপীনাথচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম, সন্ন্যাসাদি সম্বন্ধে সার্কভৌমের আলোচনা, প্রভুর সন্ন্যাসার্থ রক্ষণ সম্বন্ধে সার্কভৌমের চিন্তা, বেদান্ত শুনাইয়া প্রভুকে বৈরাগ্য অবৈতমার্গে প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা এবং প্রভুর ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে পুনরায় উত্তমসম্প্রদায়ে যোগপট্ট দেওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ; গোপীনাথচার্য্যকর্তৃক প্রভুর ভগবত্তার কথা প্রকাশ এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার সার্কভৌমের সহিত ও তদীয় শিষ্যের সহিত বাদানুবাদ ২৬৯৮-১০১; গোপীনাথচার্য্যদ্বারা গণসহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ ২৬৯৯-২; প্রভুর সহিত জগন্নাথদর্শন, স্বগৃহে প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ, অষ্টম দিবসে প্রভুর সঙ্গে মায়াবাদভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা, প্রভুকর্তৃক মায়াবাদ ভাষ্য খণ্ডন এবং স্বমত স্থাপন, ভট্টাচার্য্যের বিষয় ২৭০১-৬৭; প্রভুকর্তৃক সার্কভৌমের নিকটে আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্কভৌমের বিষয় এবং প্রভুর রূপায় পরিবর্তন, রুক্মজানে প্রভুর শরণগ্রহণ, প্রভুকর্তৃক তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন, সার্কভৌমকর্তৃক জ্ঞতি, প্রভুর আলিঙ্গনে প্রেমাবেশে মূচ্ছা, প্রভুকর্তৃক তাঁহার হৈর্ধ্যাশয়ন ২৭০৬-২৫; একদিন প্রত্যুষে প্রভুকর্তৃক সার্কভৌমকে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দান, স্থান-সন্ধ্যা-দস্তধাবনাদি কয়ার পূর্বেই সার্কভৌমকর্তৃক তাহা ভোজন, প্রভুর উল্লাস ২৭০৭-২১২; সার্কভৌমের সমস্ত অভিমানের খণ্ডন, পরমবৈষ্ণব, শাস্ত্রের ভক্তিব্যাখ্যা ২৭০৮-১৫; প্রভুর নিকটে দৈগ্জ জ্ঞাপন, তাঁহার ইচ্ছায় প্রভুকর্তৃক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধনের উপদেশ ও হরেন্দ্রাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা, সার্কভৌমের বিষয় প্রকাশ ২৭০৯-২৩; জগদানন্দ ও দামোদরের সঙ্গে, প্রভুর নিমিত্ত উত্তম মহাপ্রসাদ এবং প্রভুর মহিমাশ্রুত স্বরচিত দুইটা শ্লোক প্রেরণ ২৭১০-২৯; প্রভুই তাঁহার জপ-ধ্যান ২৭১১-৩২; প্রভুর নিকটে ভাগবতের ব্রহ্মসূত্রের “তত্ত্বেন্দ্রিয়কম্পা”-শ্লোকের “মুক্তিপদে” স্থলে “ভক্তিপদে” পাঠ বদলাইয়া আবৃত্তি—এ সম্বন্ধে প্রভুর সহিত আলোচনা সম্বন্ধে “ভক্তিপদে”-পাঠেই তাঁহার উল্লাস ২৭১২-৫৩; প্রভুর দক্ষিণ গমনের এককালে তাঁহার সহিত প্রভুর কৃষ্ণকথা এবং দক্ষিণগমনের আদেশ প্রার্থনা, সার্কভৌমের আশ্চর্য, তাঁহার অহরোধে প্রভুর যাত্রা কয়েকদিন স্থগিত, স্বগৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২৭১৩-৫১; প্রভুর দক্ষিণযাত্রাকালে প্রভুর জ্ঞাত কোপীন-বহির্কাল-দানাদি, গোদাবরীতীরে বায় রামানন্দের সহিত মিলনের জন্ম নিবেদন ২৭১৪-৬৭; রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুসম্বন্ধে আলোচনা, কানীমিশ্রের গৃহে প্রভুর বাসা নির্ণয় ২৭১৫-২১; দক্ষিণ হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে মিলন, সার্কভৌমাদির নিকটে প্রভুকর্তৃক তীর্থভ্রমণ-কাহিনীর বিবৃতি ২৭১৬-৩০; নীলাচলবাসী বৈষ্ণবদের অহরোধে প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন-সংঘটন ২৭১৭-৬০; স্বরূপদামোদরের সহিত মিলন ২৭১৮-২৪; ঈশ্বরপুরীর সেবক গোবিন্দ সম্বন্ধে সার্কভৌমের সহিত প্রভুর আলোচনা ২৭১৯-৪১; প্রভুকর্তৃক ব্রহ্মানন্দভারতীর চর্চাষর দূরীকরণ-বিষয়ে প্রভু ও ভারতীর পন্থাশ্রমের জ্ঞতিকোন্দলে ভারতীর ইচ্ছায় সার্কভৌমের মধ্যস্থতা ২৭২০-৭৫; প্রভুর নিকটে প্রভুর সহিত মিলনের জন্ম প্রতাপরুদ্রের উৎকর্ষা জ্ঞাপন, প্রভুর প্রত্যাখ্যান ২৭২১-১০; প্রতাপরুদ্রের নিকটে প্রভুর রাজার সহিত মিলনে অসম্মতির কথা জ্ঞাপন, রাজার আশ্চর্য, গোপীনাথচার্য্য-কর্তৃক প্রভুর দর্শনে আগত গোড়ীয় বৈষ্ণবদের পরিচয়, তাঁহাদের বাসা-প্রসাদাদির ব্যবস্থা ২৭২২-১০৯; দূর হইতে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন-দর্শন ২৭২৩-১৫; প্রভুর বাসায় গোড়ীয় বৈষ্ণবদের সহিত মিলন ২৭২৪-১১৯; প্রভুর সহিত মিলনের জন্ম উৎকর্ষিত প্রতাপরুদ্রকর্তৃক কটক হইতে সার্কভৌমের নিকটে পত্রপ্রেরণ, প্রভুর ভক্তদের লহবোগিতায় মিলন-সংগঠনের চেষ্টা করিতে অহরোধ, ভক্তবৃন্দের নিকটে পত্র প্রদর্শন, রাজার আশ্চর্য দেবির সঙ্কল্পের বিষয় ও

প্রভুর নিকটে গমন, নিত্যানন্দকর্তৃক রাজার আশীর্বাদ, প্রভুর অসুস্থতা, বিজয়াদশমীকর্তৃক রাজার জন্ম প্রভুর এক বহির্দ্বার সংগ্রহ, সার্কভোমের কর্তৃক তাহা রাজার নিকটে প্রেরণ ২১২১৩-৩৫; পড়িছাপাত্র ও সার্কভোমের নিকটে প্রভুর শুভিচার্য্য-সেবা যাক্কা ২১২১৬২-৭০; শুভিচার্য্যনাভে উভানে প্রভুর মিজপাৰ্বে জমিয়া প্রবাদভোজন, গোপীনাথচাৰ্য্য কর্তৃক সার্কভোমের ভাগ্যের প্রশংসা, সার্কভোমের দৈন্ত প্রকাশ ২১২১১৫৫-৮২; বৃথাযাত্রাকালে কীৰ্ত্তনে প্রভুর ঐশ্বর্য্যদর্শনে প্রতাপরত্নের সহিত ঠায়াঠারি ২১৩০৫৭ এবং রাজার প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া সার্কভোমের বিষয় ২১১৩৬১; রাজার স্পর্শে প্রভুর রোযাভালে রাজার ভয় হইলে রাজার প্রতি সার্কভোমের আশ্বাস এবং অবসর জানিয়া প্রভুর সহিত রাজার মিলনের উপদেশ দান ২১৩০১৭২-৮০; বলগণ্ডিহানের নিকটস্থ উভানে প্রভুর বিজ্ঞানের সময়ে রাজবেশ ছাড়িয়া বৈক্যবের বেশে প্রভুর নিকটে যাওয়ায় জন্ত রাজাকে উপদেশ ২১১৪৪; প্রতাপরত্নকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ লইয়া প্রভুর নিকটে গমন ২১১৪১২২; ইজ্জতায়সোবরে ভক্তগণের সহিত প্রভুর জলকেলি-সময়ে রামানন্দের সহিত সার্কভোমের জলকেলি-চাকল্য ২১১৪৮০-৮৫; কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে গোপবেশধারী প্রভুর সহিত নৃত্যরঙ্গ ২১১৫১৭-২২; স্বগৃহে প্রভুর নিয়ন্ত্রণ, স্বীয় জামাতা অমোঘের তাড়না ও প্রভুর নিন্দা করিয়াছে বলিয়া অর্জুন যত্নাকামনা, সতীক উপবাসাদি ২১১৫১৮৪-২৮২; সার্কভোমের কাশী গমন ২১১১৩১; প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা শুনিয়া বিমনা হইয়া প্রভুকে রাখিবার নিমিত্ত রামানন্দ ও সার্কভোমের নিকট প্রতাপরত্নের বিনয়বচন ২১১৬২-৫; বৃন্দাবন গমন বিষয়ে সার্কভোমাদির সহিত প্রভুর যুক্তি, নানাচলে তাঁহাদিগকর্তৃক যাত্রা স্থগিত-করণ ২১১৬৬-১০; পুনরায় তাঁহাদের নিকটে প্রভুকর্তৃক বৃন্দাবন-গমনের অসুস্থতা যাক্কা, বিজয়াদশমীতে যাত্রার জন্ত তাঁহাদের সম্মতি ২১১৬৮৬-২২; প্রভুর সঙ্গে সার্কভোমের কটক পর্য্যন্ত গমন, প্রভুর আদেশে গদাধর পণ্ডিতগোবামিকে লইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ২১১৬১৪২-৪৫; গোড় হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভুর সহিত মিলন এবং প্রভুর মুখে গোড় হইতে প্রত্যাবর্তনের হেতু শ্রবণ ২১১৬২৫১-৮১; ঝাঝিখণ্ডপথে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভুর নিয়ন্ত্রণ ২১২১১৮৭-৮২; নীলাচলে শ্রীকৃপের সহিত মিলন ৩১১৪৮; প্রভুকথিত শ্রীকৃপের গুণকথা-শ্রবণ ৩১১২২-২৫; রামানন্দরায় ও প্রভুর সঙ্গে শ্রীকৃপের “প্রিয়: সোহয়ং কৃষ্ণ:”-শ্লোক এবং নাটকের শ্লোকান্বাদন ৩১১১০০; ৩১১১০২-৫৪; নীলাচলে শ্রীসনাতনের সঙ্গে মিলন ৩৪১১০২-৬; বলভট্টের নিকটে প্রভুকর্তৃক সার্কভোমের গুণকীৰ্ত্তন ৩৭১১৮-১২; সার্কভোম-গৃহের প্রাণিমাটাই প্রভুর রূপাপাত্র ২১১৫২৭৮; হরিদাস ঠাকুরের নির্ধান সময়ে উপস্থিতি ৩১১১৪২; প্রভুপ্রদত্ত ফেলালবের আশ্বাদন ৩৩৬১২২; নিয়মপূর্বক প্রভুর নিয়ন্ত্রণ ৩৮৬৮৩; ৩১০১৫০।

সাক্ষাৎদর্শনে প্রভুকর্তৃক লোকমিস্তার ৩২১৬-১১।

সাক্ষিগোপালের কাছিনী ২১৫৮-১৩২।

মিহিরটে রাজসঙ্গী বিশ্রামুখে কৃষ্ণনাম-প্রকাশ ২১১১৬-৩১।

সুবলাদির প্রেম ভাবপর্য্যন্ত ২১২৩৩৫।

সুবুজিরায়ের বিবরণ ২১২১১৪০-৫২।

বৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্য মত খণ্ডন ১৬১১৫-১৭; ২১২০২২৪-২৬।

কেন্দার ভাৎপর্য্য ৩১০১২২-২৩।

শ্রীলোকগণ দূরে থাকিয়া প্রভুর দর্শন করিতেম ৩১২১৪১।

শ্রীলোকের নাম শুনিলেও প্রভুর সঙ্কোচ ৩১২১৫৮।

সাবর-জন্মের উজ্জ্বলের উপায় ৩৩৬২৮১।

স্মারিত্য ২১২১৫১-৫৪; ২১২৩৩; ২১২৩২৬।

অল্প ভগবন্তার লক্ষণ: যার ভগবন্তা হইতে অল্পের ভগবন্ত ১২১৭৪; নিজেই যথো লক্ষ-ভগবৎধরনের সত্বকৃষ্ণ ১৪১২-১১; প্রেম-কাহ্ন ১৩২০; ১৩৩৫ নো।

অন্নভোগ্যবীরের কর্তব্য—ভার হরণ নহে ; ইহা বিক্রম কাজ ১৪১৭।

অন্নপ দামোদরের প্রসঙ্গ : পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য, পূর্বাশ্রমে নববীপে প্রভুর চরণে অবস্থিতি ২১০১০১ ; প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে উন্নত হইয়া কালীতে গিয়া চৈতন্যানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ ২১০১০২-৩ ; বেদান্ত পড়িয়া অল্পকাল পড়াইবার জন্ত গুরুর আদেশ ২১০১০৩ ; কিন্তু তিনি কায়মনে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গুরুর আদেশ নিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন ২১০১০৪-২২ ; নীলাচলস্থিত প্রভুর পার্শ্বদ-গণের সঙ্গে মিলন ২১০১২৩-২৫ ; নিভূতে বাসাবধর ২১০১২৬ ; নীলাচলে রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ২১১১২৪ ; প্রভুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া গোড়ীয় ভক্তদের অভ্যর্থনার্থ মালা-প্রসাদ দান ; অষ্টৈতাচার্যের নিকটে গোবিন্দের পরিচয় দান ২১১১৬৩-৭০ ; ২১১৬৪০ ; গোড়ীয় ভক্তদের প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশন ২১১১৮৬-২২ ; শুণ্ডিচামার্কজন-লীলার সঙ্গী ২১২১০৬ ; ২১২১২২-২৬ ; ২১২১৩৮ ; শুণ্ডিচামার্কজনে সপরিবার প্রভুর প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশন ২১২১৬০-৭৩ ; পরিবেশনান্তে প্রসাদ ভোজন ২১২১২৭ ; জগন্নাথের নেত্রোৎসবে প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথদর্শনে গমন ও দর্শন ২১২১২৫ ; রথযাত্রাকালে কীর্তন ২১৩০৩১-৩৫ ; ২১৩০৭৩ ; ২১৩০১০৭-২ ; বলগণ্ডিহানের নিকটবর্তী উত্তানে ভোজনকালে পরিবেশন ২১৪১৩৮-২ ; ইন্দ্রদ্রাঘসরোবরে প্রভুর জলকেলি-লীলায় পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির সঙ্গে জলকেলি ২১৪১৭৮ ; আইটোটাতে প্রভুর সহিত কীর্তন ২১৪১২২, হোরাপঞ্চমীর দিনে জগন্নাথকর্তৃক রথযাত্রায় লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে না নেওয়ার হেতু ও লক্ষ্মীদেবীর রোধের হেতু সম্বন্ধে প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী ২১৪১১৪-২৫ ; প্রভুর নিকট গোপীমানের কথা বর্ণন ২১৪১২৬-৮২ ; লক্ষ্মীর সম্পৎ এবং বৃন্দাবনের সম্পৎ-সম্বন্ধে শ্রীবাসের সহিত প্রেমকোন্দল ২১৪১২০-২১৪ ; সার্কীভৌমগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ২১৫১২৩ ২১৫১২৬ ; প্রভুর সঙ্গে গোড়ে গমন ২১৬১২৬ ; ঝাঝিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন বিষয়ে স্বরূপ রামানন্দের সহিত প্রভুর পরামর্শ ২১৭১২-১২ ; প্রভুর গমনের পরে প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রভুর অনুসন্ধান হইতে সকলকে নিবৃত্ত-করণ ২১৭১২২ ; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর সহিত মিলন ২১৭১৮০ ; প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ গোড়ে প্রেরণ ৩১৮ ; শ্রীকৃপ-রচিত “প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ” শ্লোকের আশ্বাদন ৩১৭৭-৮২ ; প্রভুর সহিত শ্রীকৃপের নাটকের আশ্বাদন ৩১২২-১৫৪ ; গোপাল ভট্টাচার্যের মুখে বেদান্ত শ্রবণের জন্ত ভগবান্ আচার্যের প্রস্তাবের আলোচনা ৩২১৮-২২ ; ছোট হরিদাসের প্রতি কৃপা করার জন্ত প্রভুকে প্রার্থনা ৩২১১৪-২৪ ; ছোট হরিদাসকে আশ্বাস দান ৩২১৩৬-৩২ ; ছোট হরিদাসের দেহত্যাগ সম্বন্ধে গোবিন্দাদির মন্তব্যের উত্তর দান ৩২১৫১-৫৭ ; নীলাচলে সনাতনের সহিত মিলন ৩৪১০৪ ; বঙ্গদেশীয় কবিকৃত নাটকের আলোচনা ৩৫১২২-১৪৬ ; প্রভুকর্তৃক রঘুনাথ দাসকে স্বরূপের হাতে অর্পণ এবং পুন্ড্র-ভূতাক্রমে তাঁহাকে অঙ্গীকার করার জন্ত প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি, স্বরূপের স্বীকৃতি ৩৬১২২-২০৩ ; প্রভুর চরণে রঘুনাথের কৃত্যসম্বন্ধে প্রার্থনা জ্ঞাপন, তাঁহায় হস্তে রঘুনাথের পুনঃ সমর্পণ ২৬২২৬-৩৮ ; প্রভুর জিজ্ঞাসায় রঘুনাথের সিংহদ্বার ত্যাগের এবং ছত্রে ভিক্ষার সংবাদ জ্ঞাপন ৩৬২৭৭-৮০ ; গোবর্দ্ধনশিলার অর্চনের জন্ত রঘুনাথকে উপকরণ দান ৩৬২২৩ ; শিলাকে খাজাসন্দেহ দেওয়ার জন্ত রঘুনাথের প্রতি উপদেশ, স্বরূপের আদেশে গোবিন্দকর্তৃক তাহার সমাধান ৩৬২২৭-২২ ; রঘুনাথদাসকে—পাঁচগন্ধে তেলঙ্গাগাভীগণকর্তৃক পরিত্যক্ত গলিত মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে দেখিয়া তাহার কিছু চাহিয়া লইয়া স্বরূপকর্তৃক ভোজন ও প্রশংসা ; গোবিন্দের নিকটে রঘুনাথের এই আচরণের কথা শুনিয়া প্রভুও একদিন আসিয়া ঐরূপ প্রসাদের একগ্রাস গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণ করার সময় স্বরূপকর্তৃক বাধা দান ৩৬৩০১-১৭ ; বলভ-ভট্টের নিকটে প্রভুকর্তৃক স্বরূপের ব্রজের মধুর-রস-জ্ঞানের প্রশংসা ৩৭১২২-৩৪ ; বলভভট্টকর্তৃক সগণ-প্রভুর নিমন্ত্রণে পরিবেশন ৩৭১৫৩ ; গোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের নিমিত্ত অপর ভক্তদের সহিত প্রভুর নিকটে নিবেদন ৩৮৩৫-৩২ ; জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বেটাকীর্তনে কীর্তন ৩১০১৫৬-৭৫, প্রভুর ভোজনকালে রাঘবের ঝালির দ্রব্য পরিবেশন ৩১০১২৮ ; হরিদাসের নির্যাসনকালে নামকীর্তন ৩১১১৪৮ ; হরিদাসঠাকুরের দেহের সংকারের উত্তোগ ৩১১১৬০ ; হরিদাসের তিরোভাব-উৎসবের জন্ত প্রসাদ-ভিক্ষার্থী প্রভুকে ঘরে পাঠাইয়া স্বয়ং প্রসাদ আনয়ন ৩১১১৭২-৭৮ ;

এক ভোজনকালে পায়বেশন ৩১১৮২-৮৩ ; জগদানন্দের তুলীগাথুতে প্রভুকে শয়ন করাইবার নিমিত্ত স্বরূপের নিকটে জগদানন্দের নিবেদন; প্রভু তাহা উপেক্ষা করিলে, জগদানন্দের দুঃখ হইবে বলিয়া প্রভুর নিকটে নিবেদন ৩১৩৮-১৪ ; প্রভুর জন্ম কলার শরলার ওড়ন-পাড়ন প্রস্তুত, প্রভুকর্তৃক তাহা অঙ্গীকার ৩১৩১৬-১৮ ; জগদানন্দের বৃন্দাবন গমনের নিমিত্ত প্রভুর আজ্ঞা সংগ্রহ ৩১৩২৩-৩২ ; নীলাচলে যযুনাথ ভট্টের সহিত মিলন ৩১৩১০৩ ; প্রভুর দীর্ঘাকৃতি-ধারণ-লীলায় প্রভুর ঐচ্ছাস্থান, সিংহদ্বারের নিকটে প্রাপ্তি, প্রভুর কানে কৃষ্ণনামের উচ্চারণ করিয়া প্রভুর চেতনা-সম্পাদন এবং ঘরে আনয়ন ৩১৪১১-১৩ ; চটক-পর্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে প্রভুর প্রেমাবেশজনিত অদ্ভুত শাস্তিক বিকারে স্বরূপাদির বিহ্বলতা, রোদন, প্রভুর কানে উচ্চসঙ্কীর্ণন, অর্দ্ধবাহু-স্মৃতিতে প্রভুর প্রলাপ-বচন-শ্রবণ ৩১৪১৭২-১০৬ ; রাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বানে গোপীদের যে-ভাব হইয়াছিল, সমুদ্রতীরবর্তী উদ্যানে সেই ভাবাবিষ্ট প্রভুর ইতস্ততঃ কৃষ্ণাস্থান-সময়ে মুচ্ছিত প্রভুর চেতনা-সম্পাদন এবং প্রভুর প্রলাপোক্তি শ্রবণ ৩১৫১২৬-১০ ; এবং প্রভুর আদেশে গীতগোবিন্দের পদ গান ৩১৫১৭১-৭৮ ; প্রভুপ্রদত্ত ফেলালবের আশ্বাদন ৩১৬১২২ ; প্রভুর কৃষ্ণাকৃতি-ধারণ-লীলায় প্রভুর সেবা ৩১৭১২-২২ ; সমুদ্র-পতন-লীলায় প্রভুর অন্বেষণ ও সেবা, এবং প্রভুর মূখে কৃষ্ণ-জলকেলিবিষয়ে প্রলাপোক্তি-শ্রবণ ৩১৮১২৩-১১৬ ; প্রভুর নিকটে অষ্টৈতাচার্যের প্রেরিত তর্জার অর্থ জিজ্ঞাসা, শুনিয়া স্বরূপের বিমলা-ভাব ৩১৯১১৬-২৮ ; কৃষ্ণ-বিরহোন্মত্ত প্রভুর সেবা ৩১৯১৫২-৫৩ ; মৃধ-সংঘর্ষণ-লীলায় প্রভুর সেবা ৩১৯১৫৪-৬১ ; প্রভুর নিকটে শঙ্কর পণ্ডিতের শয়নের ব্যবস্থা ৩১৯১৬৩-৬৪ ; প্রভুর মূখে শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের আশ্বাদন কথা শ্রবণ ৩২০১৭-৫১ ; রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম বিহ্বল, পাণ্ডিত্যের অবধি, নির্জনে বাস করিতেন, কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ-প্রেমরূপ ২১০১১০৭-৯ ; মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ২১০১১০৯ ; এবং দ্বিতীয় কলেবর ২১১১৬৫ ; প্রভুকে শুনাইবার জন্ম কেহ গ্রন্থ, গীত বা শ্লোক আনিলে প্রথমে স্বরূপদামোদর, তাহাতে ভক্তিসিদ্ধাস্ত-বিরুদ্ধ কোনও কথা বা রসভাগ আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতেন ; কোনও দোষ না থাকিলে প্রভুকে শুনাইতেন ২১০১১১-১২ ; ৩১৫১২২-২৫ ; শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুলা, সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম ২১০১১১৪ ; গুচরস-বিচারে-যোগ্যপাত্র শ্রীরূপকেও গুচরসের বিষয় উপদেশ দেওয়ার জন্ম স্বরূপের প্রতি প্রভুর আদেশ ২১১৬৫-৬৮ ; প্রভুর বিরহদশায় বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের পদ শুনাইয়া প্রভুর আনন্দ বিধান করিতেন ২১০১১১৩ ; ২১২৬৬ ; ৩১৫১২ ; ৩১১১১২-১৪ ; ৩১৫১৭১-৭২ ; ৩১৭১৪ ; ৩১৯১৫১ ; ৩২০১২-৩ ; স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভু নিজের ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করিয়া তাঁর গীতাদি আশ্বাদন করিতেন ২১৩১৫৬ ; স্বরূপের কায়-বাক্য-মনও প্রভুতে আবিষ্ট ছিল ২১৩১৫৫ ; তাই প্রভুর মনের ভাব তিনি জানিতে পারিতেন ২১৩১১০৭ ; ২১৩১১১৬ ; ৩১৫১৭১ ; ৩১৭১৪ ; ৩১৭১৫৮ ; ভাবাবেশে প্রভুও স্বরূপকে নিজ সঙ্গী মনে করিতেন ৩১৯১৩২ ; এবং সেই-ভাবে নিজের মনের কথাও তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিতেন ৩১৪১৩৮ ; ৩১৫১১০-১২ ; ৩১৯১৩২-৩৩ ; সর্বদা প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন ৩১০১২০ ; প্রভুর মরমীভক্ত ১১০১১২৩ প্রভুর শেষ-লীলায় কড়চাকর্ত্তা ১১৩১৫ ; ১১৩১৪৪ ; ২১২১৭৩ ; ২১৮১২৩ ; ৩১২১৫৬ ; ৩১৪১৬-২ ।

স্বরূপদামোদরের মূখে বৃন্দাবন-সম্পদ-কথা ২১৪১২০৫-১৩ ।

স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ ২১২০২২৪-২৮ ।

স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি : “শক্তি” দ্রষ্টব্য ।

আংশভেদ : দুই রকম—পুরুষাবতার এবং লীলাবতার ; সঙ্ঘর্ষণ হইলেন পুরুষাবতার, আর মৎস্তাদিক লীলাবতার ২১২০২১১-১২ ; পুরুষাবতার ত্রিবিধ ২১২০২১৭ ; কারণাক্ষিশায়ী বা প্রথম পুরুষ ২১২০২৩০ ; গর্ভোদশায়ী বা দ্বিতীয় পুরুষ ২১২০২৫০ ; এবং স্কীরোদকশায়ী বা তৃতীয় পুরুষ, জগতের পালনকর্ত্তা ২১২০২৫৩ ; ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্ঘর্ষণ-বলরাম হইতে প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি ২১২০২১৮-২৮ ; সঙ্ঘর্ষণের স্থিতি পরব্যোমে ২১২০২২৮ ; সঙ্ঘর্ষণই কারণাক্ষিশায়ী পুরুষরূপে অবতীর্ণ ২১২০২২২ ; কারণাক্ষিশায়ী—কারণসমূহে বা বিরজাতে অবস্থান করেন, দৃষ্টিদ্বারা শক্তিসংকার করিয়া সাম্যাবস্থাপরা মায়াতে শক্তিসংকার করিয়া মায়াকে বিস্মৃদ্ধ করেন, তাহাতে জীবরূপ দীর্ঘ সমর্পণ

করেন, তাহাতে মহত্ত্বের উদ্ভব, মহত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অঙ্গার এক দেবভেদিত-ভূতের প্রকাশ, সর্বভেদের নিরূপণে অসম্ভবত্বের বস্তু ; এই কার্যার্থবোধী হইলেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী ২১২০১২৩-৪০ ; তিনিই দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা-স্নেহ-অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন এবং গণেশ-মূর্তী নামে পরিচিত হইলেন ; ইহার নাতিপুত্র হইতেই ব্যাটীজীব-স্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্ভব ; ইনিই ব্রহ্মরূপে ব্যাটীস্রষ্টা, বিষ্ণুরূপে জগৎ-পালন এবং কতরূপে স্রষ্টা সংহার করেন ; ইনি হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী, মহেশ্বরী, নানায় আত্মর হইয়াও মারাভীত ২১২০১২৪১-৪১ ; ইনিই আবার তৃতীয়পুরুষ কীরোরকশায়ী বিষ্ণুরূপে ব্যাটীজীবের অন্তর্যামী এবং জগতের পালনকর্তা ২১২০১২৪২-৪৩ ; আর স্বাংশের দ্বিতীয়ভেদ লীলাবতার অসংখ্য—স্বশ্রু, কূর্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন, বরাহাদি ২১২০১২৪৫-৪৬ ।

হ

হ

হ

হ

হরি-শব্দের অর্থ : বহু অর্থ ; দুই মুখ্যতম—সর্ব-অমঙ্গল-হরণকারী এবং প্রেমদান করিয়া মনোহরণকারী ২১২৪৪৪ ; যে কোনও প্রকারে অরণ করিলেই চারিবিধ পাপ নষ্ট হয় ২১২৪৪৫ ; ভক্তিসাধক কর্মাবিজ্ঞা নষ্ট হয়, প্রেমের উদয় হয় ২১২৪৪৬ ; দেহেন্দ্রিয়-মন হরণ করে চারিপুরুষার্থ ছাড়ায় ২১২৪৪৭-৪৮ ।

হরিদাস-ঠাকুর প্রসঙ্গ : স্বেচ্ছ যবনকূলে আবির্ভাব ৩১১১২২ ; প্রভুর পূর্বে আবির্ভাব ১১৩৫১-৫৩ ; নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলের নির্জন বনমধ্যে কুটীর করিয়া অবস্থান, তুলসীসেবা, রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম কীর্তন, ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা-নির্কাহ, প্রভাবে সকল লোকের পূজা ৩৩১১-২৩ ; তাহাতে দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্রখানের ঈর্ষ্যা, হরিদাসকে অপমানিত করার চেষ্টা, অহুসন্ধানেও দোষ না পাইয়া দোষ-সৃষ্টির জন্য এক স্থলদ্বী যুবতী বেষ্ঠাকে হরিদাসের নিকটে রাত্রিতে প্রেরণ ৩১১১২৪-১০০ ; রাত্রিতে স্ববেশা বেষ্ঠার হরিদাস-সমীপে গমন, ক্রমাগত তিনরাত্রি হরিদাসের মুখে নামকীর্তন-শ্রবণে তাহার চিন্তের পরিবর্তন, হরিদাসের চরণে অঙ্গসমর্পণ, সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক মৃত্তিত বস্তকে একবস্ত্রে তাঁহার কুটীরে বসিয়া নাম-কীর্তনের উপদেশ প্রাপ্তি, বেষ্ঠাকর্তৃক এই উপদেশ পালন, হরিদাসের বেনাপোল ত্যাগ ৩৩১১০১-৩৫ ; সপ্তগ্রামের নিকটে চান্দপুরে আগমন, বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান, নির্জনে পর্ণশালায় নামকীর্তন, বালক রঘুনাথ দাসের সহিত স্বীয় পর্ণশালায় মিলন ও তাঁহার প্রতি কৃপা ৩৩১১০৭-৬৩ ; বলরাম আচার্য্যের অহুরোধে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের সভায় গমন, সভাপণ্ডিতদের অহুরোধে নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন, তাঁহার মুখে নামাভাসেও মুক্তির কথা শুনিয়া হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের আবিষ্কা গোপাল চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ, তৎকর্তৃক হরিদাসের অবজ্ঞা ও তাহার পরিণাম করুণ্যুচিত ও কুষ্ঠব্যাধি-প্রাপ্তি ৩৩১১৬৪-২০০ ; বিপ্রেণ কুষ্ঠব্যাধির কথা শুনিয়া হুঃখিতচিত্তে হরিদাসের চান্দপুর ত্যাগ ও শান্তিপু্রে আগমন, গঙ্গাতীরে নির্জন গোফায় নামকীর্তন, অষ্টৈতাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্কাহ, অষ্টৈত আচার্য্যপ্রদত্ত শ্রাদ্ধপাত্রভাজন, কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম-সকীর্তন ও অষ্টৈতাচার্য্যের কৃষ্ণপূজা, উভয়ের ভক্তিতে শ্রীচৈতন্তের অবতার ৩৩১২০১-১৩ ; বেনাপোলের বেষ্ঠার জায় স্বয়ং মায়া-দেবীকর্তৃক হরিদাসের পরীক্ষা, তিনরাত্রির পরে হরিদাসের নিকটে কৃষ্ণনাম দীক্ষা প্রার্থনা, হরিদাকর্তৃক নাম-সকীর্তনের উপদেশ ৩৩১২১৪-৪৭ ; যবনকর্তৃক তাড়ন ১১০১৪৩ ; প্রভুর আবির্ভাব-দিনে অষ্টৈতাচার্য্যের সঙ্গে আনন্দে এবং ঠারেঠারে শ্রীঅষ্টৈতের নিকটে প্রভুর আবির্ভাবের কথা জ্ঞাপন ১১৩১২৮-১০০ ; প্রভুর মহাপ্রকাশ-সময়ে প্রভুর প্রসাদ-প্রাপ্তি ১১১৭৬৭ ; কাজীদমন-লীলার দিন নগর-কীর্তনে প্রথম সস্ত্রদ্বারে নৃত্য ১১১৭১৩০ ; এক ব্রাহ্মণীর স্পর্শে প্রভু গঙ্গায় পতিত হইলে নিত্যানন্দ-হরিদাসকর্তৃক উত্তোলন ১১১৭১২৬৬-৬৮ ; সন্ন্যাসান্তে কাটোয়া হইতে প্রভু শান্তিপু্রে গেলে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর সহিত এক সঙ্গে প্রসাদ পাওয়ার জন্য প্রভু-কর্তৃক আহ্বান, হরিদাসের অসম্মতি ২৩১৫৮-৬০ ; আচার্য্যগৃহে প্রভুর অবশেষ প্রাপ্তি ২৩৩১০৩-৪ ; অষ্টৈতগৃহে সন্ধ্যায় প্রভুর কীর্তনে নৃত্য ২৩৩১০০ ; ২৩৩১২৮ ; প্রভুর নীলাচল-গমনোত্তোষে প্রভুর চরণে হরিদাসের আঁঠি, প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে নিখেন বলিয়া আশীর্বাদ ২৩৩১২০-২৪ ; দাক্ষিণাত্য হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদে আনন্দ ২৩৩১৭২ ; পৌরীক-

মূলপ্রবন্ধের বিবরণ-পূর্তী

ভক্তদের সহিত নীলাচলে গমন ২।১।১৭৫; গম্ভীরায না গিয়া নওবৎ হইয়া রাজপথে অবস্থান, প্রভুপ্রেরিত ভক্তদের কথাতোও প্রভুর নিকটে বাইতে অসম্মতি ২।১।১৪৬-৫৩; রাজপথে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর আলিঙ্গনে দৈন্ত প্রকাশ, প্রভু-কর্তৃক তাঁহার ভুবন পাবনয় সহিবার প্রকাশ, প্রভুকর্তৃক এক উদ্ভানে তাঁহার বাসস্থান দান এবং প্রসাদপ্রাপ্তিক ব্যবস্থা-করণ ২।১।১৭০-৭২; বৈষ্ণবদের সহিত মিলন ২।১।১৮০; গোবিন্দদ্বারা আনীত প্রসাদগ্রহণ ২।১।১৯০; শুভিচা-মার্জিন-সীলার পরে উদ্ভান-ভোজনের সময়ে ভিতরে যাইয়া ভক্তদের সঙ্গে প্রসাদ-গ্রহণের জন্ত প্রভুকর্তৃক আহূত হইলে দৈন্তবশতঃ হরিদাস অসম্মতি—এক শেষে বাহিরে বসিয়া প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা—জ্ঞাপন করেন এবং পরে গোবিন্দ-প্রদত্ত প্রভুর অবশেষ ভোজন করেন ২।১।১৫৭-৫৯; ২।১।১৯৮; ৩।১।৫৭-৫৯; রথযাত্রাকালে কীর্তনে নর্তন ২।১।৩৪; ২।১।৩৫; ৩।৭।৫৮; রথযাত্রাকালে প্রভুর নৃত্যে হরিদাসকর্তৃক “হরিবোল, হরিবোল” ধ্বনির উচ্চারণ ২।১।৩৮২; প্রভুর সঙ্গে গোড়ো গমন ২।১।১২৭; এবং রামকেলিতে শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের সঙ্গে মিলন ২।১।১৭৩ এবং প্রভুর নিকটে তাঁহাদের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন ২।১।১৭৪; পরে প্রভুর সঙ্গে গোড় হইতে নীলাচলে আগমন ২।১।২৪৮; তদবধি নীলাচলেই অবস্থান ১।১০।১২৪-২৫; বৃন্দাবন হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর সঙ্গে মিলন ২।২।১৭৬-৮১; জগন্নাথের উপলভোগ দেখার পরে প্রভু প্রতিদিন আসিয়া হরিদাসের সহিত মিলিত হইলেন এবং মন্দিরে প্রাপ্ত-প্রসাদ দেন ৩।১।৪২; ৩।১।৫৪; নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত হরিদাসের মিলন ৩।১।৪০-৪১; প্রভুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটন, পরে তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী ৩।১।৪২-৪৮; ৩।১।৫৫; শ্রীকৃষ্ণলিখিত “তুও তেওনি” শ্লোক প্রভুর মুখে শুনিয়া উল্লাস, নৃত্য ও প্রশংসা ৩।১।৮২-২০; প্রভু ও ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাটক-শ্লোকের আশ্বাদন ৩।১।২২-১৫৪; হরিদাসকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্যের প্রশংসা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপন ৩।১।১৫৪-৫৭; প্রভুর জিজ্ঞাসায় কলিকালে “হারাম”-শব্দের উচ্চারণজনিত নামাভাসে যবনের, প্রভুর প্রচারিত উচ্চসকীর্তন-শ্রবণে স্বাবর-জঙ্গমাদির উদ্ধারের কথা এবং সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্ত বাহ্যদেবদত্তের প্রার্থনা প্রভুকর্তৃক অকীর্তিত হওয়াতেও জীবের উদ্ধার হইবে, সে-কথা প্রভুর নিকটে থাপন, প্রভু যত দিন মর্ত্যে প্রকট থাকিবেন, তত দিন পর্যন্ত যে স্বাবরজঙ্গমাদি সমস্ত জীবই মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে এবং ক্ষম জীব পুনরায় কর্ম উদ্ধুক্ত হইয়া তাহাদের দ্বারা যে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণবৎ পূর্ণ হইবে—এই তথ্যের প্রকাশ এবং প্রভুর মহিমা থাপন ৩।৩।৪৮-৮১; নীলাচলে শ্রীসনাতনের সহিত মিলন ৩।৪।১২-১৪; প্রভুর সহিত সনাতনের মিলন-সংঘটন এবং তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী ৩।৪।১৫-৪৬; দেহতাগের সঙ্কল্প হইতে সনাতনকে নিবৃত্ত করার জন্ত প্রভুর আদেশ-প্রাপ্তি এবং সনাতনের প্রতি প্রভুর কৃপার প্রশংসা ৩।৪।৮২-৮৬; সনাতনের ভাগ্যের প্রশংসা ৩।৪।৮৮-৯৩; এবং সনাতনকর্তৃকও হরিদাসের ভাগ্যের প্রশংসা, নামের মহিমা থাপন, নামের আচার ও প্রচার করণরূপ-ভাগ্যের প্রশংসা ৩।৪।৯৪-৯৮; সনাতনের সঙ্গে একসঙ্গে স্থিতি ও কৃষ্ণকথার আশ্বাদন ৩।৪।৯৯; এবং প্রভুর মহিমা-কথনরূপ আশ্বাদন ৩।৪।১০৭; প্রভুর নিকটে সনাতনের দৈন্ত জ্ঞাপন এবং জগদানন্দের উপদেশের কথা বর্ণনাদি শ্রবণ, এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রভুকর্তৃক সনাতনের প্রতি জগদানন্দের উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের উদ্দেশ্যে প্রভুর রোষ-বাণী শ্রবণ এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রভুকর্তৃক সনাতনের প্রশংসাবাক্য শ্রবণ ৩।৪।১৪০-৭২; প্রভুকর্তৃক সনাতনের প্রশংসাকে প্রভুর বাহ প্রতারণা আখ্যা দান, ইহা বাস্তবিক প্রভুর দীনদয়ালুতা-গুণ বলিয়া প্রকাশ ৩।৪।১৭৩-৭৪; শুনিয়া প্রভুকর্তৃক সনাতন ও হরিদাসের সম্বন্ধে প্রভুর বাস্তব মনোভাব—(তাঁহাদের প্রতি লালাজ্ঞান এবং নিজের প্রতি তাঁহাদের লালক জ্ঞান) প্রকাশ এবং বৈষ্ণবের দেহের অপ্ৰাকৃতত্ব থাপন ৩।৪।১৭৫-২০; প্রভুর লীলারহস্য থাপন ৩।৪।১৯৩-২৭; শেষ সময়ে একদিন শায়িত অবস্থায় মন্দ মন্দ নামকীর্তন, সংখাসকীর্তন পূর্ণ হইতেছে না বলিয়া গোবিন্দকর্তৃক আনীত মহাপ্রসাদের বন্দনা ও একরঞ্চমাত্র ভোজন করিয়া উপবাস ৩।১।১৫-১৯; এই সংবাদ শুনিয়া পরদিন প্রভুর আগমন, কুশল জিজ্ঞাসা; হরিদাসকর্তৃক নামকীর্তন পূর্ণ না হওয়ার কথা প্রকাশ; ৩।১।২০-২২; প্রভু বলিলেন—“তুমি সিদ্ধদেহ, শাধনে আগ্রহ কেন? লোক নিস্তারের জন্তই তোমার অবতারণা; জগতে নামের মহিমাও প্রচার করিয়াছ; বিশেষতঃ এখন বৃদ্ধ হইয়াছ; নাম-সংখ্যা কমাইয়া দাও।” ৩।১।২৩-২৫; উত্তরে হরিদাসের দৈন্তোক্তি—“আমি নীচজাতি,

নিম্মকলেবর, অধম, পামর, হীনকর্মে বত, অশ্লশ্র, অদৃশ্র” ইত্যাদি বলিয়া প্রভুর রূপার মহিমা ধ্যাপন ৩১১২৫-২৯ ; শেষকালে বলিলেন—“প্রভু, আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে ; তাহা যেন আমাকে দেখিড়ে না হয় ; রূপা করিয়া তোমার সাক্ষাতে আমার দেহ পাতিত করিবে ; তোমার চরণ দ্বয়ে ধারণ করিয়া, নয়নে তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে এবং তোমার রূক্ষচৈতন্ত-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণতাগ করিবে—ইহাই আমার ইচ্ছা ; রূপা করিয়া আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর।” ৩১১৩০-৩৫ ; প্রভুকর্তৃক হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার ৩১১৩৬ ; প্রভুকে ছাড়িয়া যাওয়া হরিদাসের উচিত নয়—প্রভুর এইরূপ উক্তিহে হরিদাসের দৈন্ত প্রকাশ এবং আগামী দিনে আসিয়া দর্শন দেওয়ার প্রার্থনা ৩১১৩৭-৪২ ; পনের দিন ভক্তবৃন্দের সহিত হরিদাসের কুঠারে প্রভুর আগমন, নৃত্যকীর্তন, স্বীয় প্রার্থনার অরূপভাবে হরিদাসের নির্যাসপ্রাপ্তি ৩১১৪৪-৫৫ ; হরিদাসের দেহ কোলে লইয়া প্রভুর নৃত্য, বিমানে চড়াইয়া সমুদ্রতীরে হরিদাসের দেহ আনয়ন, সমুদ্রজলে স্নান, প্রসাদী চন্দন, ডোর-কড়ার-বস্ত্রাদি দ্বারা হরিদাসের দেহের মণ্ডন, বালুকায় গর্ত করিয়া সমাধিদান, সর্বগ্রাণে প্রভুকর্তৃক আপন-শ্রীহস্তে বালুদান, উপরে পিণ্ড-করণ, পিণ্ডার চৌদিকে আবরণ দান, হরিধ্বনি-কোলাহল ৩১১৪৪-৭১ ; প্রভুকর্তৃক হরিদাসের বিজয়োৎসব ৩১১৭২-৮৮ ; প্রভুকর্তৃক ভক্তবৃন্দকে বরদান—যিনি হরিদাসের বিজয়োৎসব দর্শন করিয়াছেন, যিনি তাহাতে নৃত্য-কীর্তন করিয়াছেন, যিনি হরিদাসকে বালু দিয়াছেন, যিনি হরিদাসের মহোৎসবে ভোজন করিয়াছেন—তঁাহারই অচিরে রূক্ষপ্রাপ্তি হইবে ৩১১৮২-২২ ; প্রভুকর্তৃক হরিদাসের গুণকীর্তন ৩১১৪২-৫১ ; ৩১১২৩-২৬ ; “জয় জয় হরিদাস” বলিয়া সকলের কীর্তন, প্রেমাবেশে প্রভুর নৃত্য ৩১১২৭-২৮ ; প্রভু হরিদাসের দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন ৩১১৮৩ ; প্রভু বলিয়াছেন—“হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাহা বিহু রত্নশূন্য হইল মেদিনী ॥” ৩১১২৬ ।

হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের সহিত হরিদাসের মিলন-প্রসঙ্গ ৩৩১৫৭-২০১ ।

হোরাপঞ্চমালীলা ২১৪১০৪-২১৮ ; হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মীদেবীর ব্যবহার ২১৪১২৬-৩৭ ; ২১৪১২৪-২০০ ; হোরাপঞ্চমী উপলক্ষে স্বরূপদামোদরকর্তৃক ব্রজদেবীদিগের মানের বিবৃতি ২১৪১৩৮-৮৯ ।

হ্লাদিনী : “শক্তি” দ্রষ্টব্য ।

ক

ক

ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণ : রেগুণাতে প্রসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহ ২৪১১১১ ; ভক্তবাৎসল্যবশতঃ গোপীনাথ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিমিত্ত স্বীয় ভোগের একপাত্র ক্ষীর চুরি করিয়া ধড়ার আঁচলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং স্বীয় সেবকের দ্বারা তাহা পুরীগোস্বামীকে দেওয়াইয়াছিলেন ২৪১১১১-৩৭ ।

টীকাতে বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়ে সূচী

অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ১৪৮৪; ভূমিকায় “অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব”-প্রবন্ধ (৩০৮ পৃঃ)

অজামিল-প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৩১৭৭; অজামিলের বিবরণ ৩৩১৭৭ (১৩৫-৩৬ পৃঃ); অজামিলের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা; ইহা কি নামাভাসেরই ফল, নাকি পরবর্তী ভজনের ফল (১৩৬-৩৭ পৃঃ); নামাভাসেই অজামিলের মূক্তি লাভ (১৩৭ পৃঃ); মৃত্যু পর্যন্ত অজামিলের পাপে প্রবৃত্তি কেন (১৪৫-৪৬ পৃঃ); যমদূতগণ অজামিলকে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে নিলেন না কেন (১৪৬-৪৮ পৃঃ)

• **অদীক্ষিত নামাশ্রয়ীর বিষয়ে** আলোচনা ৩৩১৪৭ (১৪৪-৪৫ পৃঃ); মতান্তর ৩৩১৪৭ (১৪৫ পৃঃ)

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৪ স্লো; ২২০১৩১-৩২

অদ্বৈত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে-আলোচনা ১১১১২ স্লো; মহাবিক্রম অবতার ১৬৪; জগতের উপাদান কারণ ১৬১০-১৩।

অদ্বৈতচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জগ্গই প্রার্থনা করিলেন কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৩৭২
পয়ারের টীকা পরিশিষ্ট

অদ্বৈতের আরাধনা গৌর-অবতারের কি-রকম হেতু ১৩৮২

অধিকৃত মহাভাব-সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৩৭ (১১৬৫ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

অনন্ত ভগবদ্ধাম যে বৃন্দাবনেরই বিভিন্ন প্রকাশ, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৫১১১-১২

অনন্তরূপে একরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা ১২৮৩; ২২০১৪৪

অনর্থ ও অনর্থ-নিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৬

অনাসঙ্গ ও সাসঙ্গ-ভজন সম্বন্ধে আলোচনা ১৮১৫; অনাসঙ্গ-সাধনে কিছুতেই প্রেমলাভ হয় না ১৮১৫ (৫৮৭ পৃঃ); সাসঙ্গ-সাধনে প্রেম লাভ হয়, কিন্তু ভুক্তিমুক্তি-বাসনা দূরীভূত হওয়ার পরে ১৮১৬

অনুপম ও মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠা-পরীক্ষণ-প্রসঙ্গে অগ্র সম্প্রদায়ের উপাস্তাদির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা ৩৪৪২

অনুভাব ও সাক্ষিকভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৩১

অনুমান-প্রমাণদ্বারা যে-ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২৬৮০

অনুরাগের আধিক্যে আদেশ-লঙ্ঘন-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১০৫-৬; সাধক-দেহে অনুরাগ বলিতে ভজনোৎকর্ষকে বুঝায়, প্রেমবিকাশের স্তর-বিশেষকে বুঝায় না ৩২০১৫ (৭২৭ পৃঃ)

অন্তর্জ্ঞান-সিদ্ধদেহ সম্বন্ধে আলোচনা ২২২২০; সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শন পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয় ২২২২০ (১১২২ পৃঃ); নবদীপের সিদ্ধদেহ ২২২২০ (১১২১, ১১২৩ পৃঃ); অন্তর্জ্ঞান-সিদ্ধদেহ একেবারে কাল্পনিক নহে, সত্য ২২২২০ (১১২৩ পৃঃ); সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে ভগবানই সাধককে সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ দ্বিগুণ থাকেন ২২২২০ (১১২৩ পৃঃ); ১৩২০ স্লো; পরিশিষ্টে “অন্তর্জ্ঞান-সিদ্ধদেহ”-প্রবন্ধ

অন্যকামীও যদি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে স্বচরণ দান করেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২২২৪-২৭; ২২২১৪-১৫ স্লো; “অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিতেও কৃষ্ণ তাহা দেন স্বচরণ ॥ ২২২২৪ ॥” এবং “কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় বাধে নুকাইয়া ॥ ১৮১৬ ॥”—

এই দুই পরামর্শের সমাধানমূলক আলোচনা ২২২২২৪ (১০১৮-১৯ পৃঃ) বলপূর্বক চিত্ততত্ত্ব এবং স্বাভাবিকভাবে চিত্ততত্ত্বের পার্থক্য সম্বন্ধে চক্রবর্তিপাদের অভিমতের আলোচনা ২২২২২৪ (১০১৯-২০ পৃঃ)

অন্ত গোপীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ গেলে শ্রীরাধার যে রোষ বা মান হয়, তাহার হেতুও যে কৃষ্ণস্থ-বাসনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৮৫

অন্ত দেবতার পূজা ও নিন্দা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮৮২ শ্লো (৭৩৯-৪০ পৃঃ) ; ২১৯১৪৮ (৭২৪ পৃঃ) ; ২২২২৬৫

অন্তদেবতার ভক্তকর্তৃক নিবেদিত দ্রব্য যে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন না, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন ৩১৬১০২ (৫৪৬-৪৭ পৃঃ)

অপর গোপদের সহিত কৃষ্ণপ্রেরণী-গোপীদের বিবাহ যোগমায়ার কোশলে সংঘটিত মায়াময় ব্যাপার মাত্র, বাস্তব নহে—তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৪৮২৬

“অনপিত্তচরীম”-শ্লোকের অর্থালোচনা ১১১৪ শ্লো

অপ্রকট অপেক্ষা প্রকটলীলার রসাস্বাদনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ১৪৮২৮-২৯ (২৫৯-৬০ পৃঃ)

অপ্রকটলীলার পরিকরদের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হয়েন ১৪৮২৮

অপ্রাকৃত নবীনমদন সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১১০২ ; ভূমিকায় “প্রণবের অর্থ বিকাশ” প্রবন্ধ (২৬৯-৭২ পৃঃ)

অপ্রাকৃত “কেলালব”-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১০২ ; প্রতিদিনই মহাপ্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়া থাকেন ; কিন্তু প্রতিদিন তাহার অপূর্ব সৌরভ ও স্বাদ অনুভব করিয়া প্রেমাবিষ্ট হয়েন না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১০২ (৫৪৬-৪৮ পৃঃ)

অপ্রাকৃত বস্তু যে তর্কের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১১০ শ্লো

অভিধেয়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২২২২৩ ; কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়-প্রধান ২২২২১৪ ; ২২৫১৯৯-১০০ ; ১১১২৬ শ্লো ; ভূমিকায় “অভিধেয়ত্ব”-প্রবন্ধ (১৬৭-৭৫ পৃঃ)

অমূর্ত ও মূর্ত শক্তি ১৪৮৫২ (২৮১ পৃঃ) ; ১৪৮৫৫ (২৮৩ পৃঃ)

অরুণোদয়-বিদ্বাঙ্গ-বিচার ২২৪২৫৪ (১৩৩২ পৃঃ) ; একাদশীব্যতীত অন্ত বৈষ্ণবব্রতে অরুণোদয়-বিদ্বাঙ্গ বিচার্য্য নহে ২২৪২৫৪ (১৩৩৩ পৃঃ)

অর্চনায় সম্বন্ধে আলোচনা ২১৯১৮-১৯ শ্লো (৪৩১-৩২ পৃঃ) ; ২১৬৬৯ ; ভাগবতমতে অর্চনার অত্যাবশ্যক নাই ; নারদ-মতে আছে ২১৯১৮-১৯ শ্লো (৪৩১ পৃঃ) ; অর্চন দ্বিবিধ, বাহ ও মানস ; স্বতন্ত্রভাবে কেবল মানস-পূজার বিধিও দৃষ্ট হয় ; প্রতিষ্ঠানপূরবাসী বিপ্রের মানস-পূজার বিবরণ ২১৯১৮-১৯ শ্লো (৪৩১-৩২ পৃঃ) ; রাগাঙ্ঘ্যার ভজনে অর্চনাস্বের দ্বারকাখানাদি বর্জনীয়, ২২২২৮৮ (১১১৫ পৃঃ) ; ২২২২৮৯ (১১১৭-১৮ পৃঃ) ; তাহাতে অঙ্গহানি হয় না ২২২২৮৯ (১১১৭ পৃঃ)

অর্কবাহুদশা সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮১৭৩

অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ও নামের ফল সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৬৬৪ ; ২২২২১৪ (১০০৩ পৃঃ)

অষ্টকালীন স্মরণ-বিধান পুরাণসম্মত ২২২২২০ (১১২২ পৃঃ)

অষ্টমহাদেশী-প্রসঙ্গ ২২৪২৫৩-৫৪ (১৩৩৪-৩৮ পৃঃ)

অসৎসজ্জাত্যাগের সঙ্গে সৎসজ্জের প্রয়োজনীয়তা ২১১২৮ শ্লো (৬৮-৬৯ ছঃ)

অষ্টমিদ্ধির বিবরণ ২১৯১৩২ (৭৮১ পৃঃ)

অষ্টাদশমিদ্ধির বিবরণ ২২৪২২১

টীকাতে বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়ের সূচী

৩৫৭

অসংস্কৃতসংস্কৃত আলোচনা ২২২৪২; গ্রহণাত্মক আচার ও বর্জনাশ্রম আচার ২২২৪২ (১০৪৭ পৃ:); সংস্কৃত ২২২৪২ (১০৪৮ পৃ:); শ্রী-সঙ্গী-শব্দের তাৎপর্য ২২২৪২ (১০৪২-৫১ পৃ:); কৃষ্ণভক্তি ২২২৪২ (১০৫১-৫২ পৃ:); বর্ণাশ্রম-ধর্মত্যাগ, বর্জনাশ্রম আচার ২২২৫০; ভজনরহিত বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ বিষয়ে; তাহাতে অমঙ্গল হয় না ২২২৫০ (১০৫৫ পৃ:); কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কামনাবাতীত অগ্র কামনাই দুঃসঙ্গ ২২৪৭০

অনুর-সংহারও ভগবানের করুণা ১৩১২ স্লো (১৭৮ পৃ:); ১৩১৪ স্লো (১২ পৃ:)

অসংস্কৃতসংস্কৃতের স্বরূপ ১৩১২২ (১৮৩ পৃ:)

আ

আ

আচমন সন্থীয় শাস্ত্রপ্রমাণ ২২৪২৪৩ (১৩২৪ পৃ:)

আত্মসমর্পণের তাৎপর্য ২২২৫৪; আত্মসমর্পণের যোগ্যতাবিধায়িনী দয়াসম্বন্ধে আলোচনা ২৩১৮ স্লো (২০৮ পৃ:)

আত্মসংযমহীন গোপীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-রসাদি আশ্বাদনের লোভসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৫১২১ (৪৮৮ পৃ:)

আত্মগুণ্যময়ী সেবাতোই জীবের অধিকার ১৩১৪ স্লো (১৮-১২ পৃ:); ২২২৮৮ (১১১৩-১৪ পৃ:) ২২২৯০ (১১২২ পৃ:); ২২২৯১ (১১২৪ পৃ:)

আশ্রয়রূপে প্রেমরসের আশ্বাদন-বাসনাই শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার হেতু ১৪১৩৫

“আসনবর্ণাশ্রমো”-স্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরের সাধারণ যুগাবতারত্ব খণ্ডন ও স্বয়ংভগবন্তা-স্থাপন এবং পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উল্লেখ ১৩১৬ স্লো

ই

ই

ঈশ্বর-রূপা স্বতন্ত্র হইলেও প্রীতির অধীন ২১০১৩৬-৩৭; ঈশ্বররূপাই ভক্তিচিন্তে আবির্ভূত হইয়া ভক্তরূপারূপে প্রকাশিত হয় ১১০১৩৬-৩৭; ঈশ্বররূপা জাতি-কুলাদির অপেক্ষা রাখে না ২১০১৩৬-৩৭

ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা ও জীবকোটিব্রহ্মা ২১৮১২ স্লো (৭৩২ পৃ:); ২২০২৫২-৬০; ২২০৪১ স্লো; ২২০২৬১; ২২০৪২ স্লো

ঈশ্বরকোটি রুদ্রও জীবকোটি রুদ্র ২১৮১২ স্লো (৭৩২-৩৩ পৃ:); ঈশ্বরকোটিরুদ্র ২২০২৬২-৬৩; ঈশ্বর কোটি রুদ্র কৃষ্ণের ভিন্নাভিন্নরূপ; কিন্তু জীবতত্ত্ব নহেন, কৃষ্ণস্বরূপও নহেন ২২০২৬৩; কোনও কোনও শাস্ত্রে পরতত্ত্বরূপে শিবের উল্লেখ সম্বন্ধে আলোচনা ২২০২৬৩ (৮৯২-৯০০ পৃ:); শিব শাপ-বরপ্রদ ২২০২৬৩ (৮৯২-৯০০ পৃ:); মোহসম্পাদক শাস্ত্র প্রচারের জন্য শিবের প্রতি ভগবানের আদেশ ২২০২৬৩ (৯০০ পৃ:); শিব মায়াক্রিয়াক্ত ২২০২৬৫

উ

উ

উচ্চ সঙ্গীর্ভন-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১২০৪; ২২০১৮ স্লো (৪২২ পৃ:); ৩২০১৭ (৭১২-১৬ পৃ:)

উন্নত উজ্জল রস সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৪ স্লো (১৪-১৮ পৃ:)

উদ্ভিদলনৌ মহাছাদশী প্রসঙ্গ ২২৪২৫৪ (১৩৩৪-৩৫ পৃ:)

উপাধি ১২১০ স্লো; উপাধিত্যাগপূর্বক (অর্থাৎ গুণাতীত মনে করিয়া) বিষ্ণুর উপাসনায়—সাক্ষাদ্ভাবেই মোক্ষ লাভ হয় এবং ভক্তিপর্যন্তও লাভ হইতে পারে ২১৮১২ স্লো (৭৩৪ পৃ:); উপাধিত্যাগপূর্বক (গুণাতীত মনে করিয়া) ব্রহ্মা-রূপের উপাসনায় মোক্ষ লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাও সাক্ষাদ্ভাবে হয় না, শীঘ্রও হয় না ২১৮১২ স্লো (৭৩৪ পৃ:)

উপাসনাক্ষেত্রে ঈশ্বর-মহিমার অছদ্ভব-পার্থক্য ১২১৯ (১০৭-৮ পৃ.); ১২১৯; ২২২১৪ (১০০৩-৪ পৃ.); ২২৪১৫৮

খ

খ

অগ্বেদে নাম-মহাশ্যের কথা ১১৭১৮

অগ্বেদে ত্রিরাধার উল্লেখ—ভূমিকা ‘রাধাতত্ত্ব’ প্রবন্ধ (১১৩ পৃ.)

এ

এ

“এই গ্রন্থ লেখার মোরে মদনমোহন”—কবিরাজগোস্বামীর এই উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৯০

“এক অজ্ঞ সাধন”—প্রসঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর উল্লেখের আলোচনা ২২২১৫৮ প্লো

একই ঈশ্বর যে একই বিগ্রহে মানাকার রূপ ধারণ করেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২১৪১; ২২০১৩৭; ঈশ্বর একরূপেই বহুরূপ, ভূমিকায় “কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ” (২৮ পৃ.); অনন্ত রস-বৈচিত্র্যের মূর্তরূপই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ রসিক-শেখরের রসাস্বাদনের জগৎ অনাদিকালেই প্রকাশিত; ভূমিকায় “শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রসাস্বাদন” প্রবন্ধ (২৩ পৃ.)

একই পরমাত্মার বিভিন্ন ধীবে অবস্থিতি ১২১১৩; ১২১৮ প্লো

একই পরিকরবর্গের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট লীলা ১৪১২৪

একই ভগবদ্ধামের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ ১৪১১৬

“একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূতা। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য”—পর্যায়ের তাৎপর্যালোচনা ১৪১১২১; জীবের কর্ম জীবের অগ্ৰস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারেরই ফল ১৪১১২১ (৪৫২-৬০ পৃ.); ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” প্রবন্ধ (১৪৫ পৃ.; “জীবের অগ্ৰস্বাতন্ত্র্য”)

একাদশীত্রয়োদশ সম্বন্ধে আলোচনা: একাদশীত্রয়ের পালনীয়তা ১১৫১৬-৮; সাধারণ আলোচনা ২২৪১২৫৩ (১৩২৬-২৮ পৃ.); সম্পূর্ণ একাদশী ও বিদ্বা একাদশী ২২৪১২৫৪ (১৩৩১-৩৩ পৃ.); উপবাসদিন নির্ণয় ২২৪১২৫৪ (১৩৩৩ পৃ.); পারণ ২২৪১২৫৪ (১৩৩৪ পৃ.); অনুকল্প ২২৪১২৫৩ (১৩২৭-২৮ পৃ.); একাদশীব্যতীত অপর বৈষ্ণব ত্রতে অরুণোদয়-বিদ্বাহের বিচার করিতে হয় না ২২৪১২৫৪ (১৩৩৩ পৃ.)

একান্ত ভক্ত-প্রসঙ্গ ২১১৮১২ প্লো (৭৩৭-৩৯ পৃ.)

“এতে চাংশ”—শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা বিচার ১২১১৩ প্লো

ঐ

ঐ

ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রেমের সঙ্কোচন সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৬২-৭১; ১৩১১৪ (১৭১ পৃ.)

ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমের শ্রীকৃষ্ণ-বলীকরণী শক্তি নাই ১৩১১৪

ক

ক

কবিরাজগোস্বামীর দৈন্ত্যোক্তির তাৎপর্য ১৪১১৮৩-৮৫

কবিরাজগোস্বামীর মন্ত্রগুরু সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২১২৫; ভূমিকায় “কবিরাজগোস্বামী”—প্রবন্ধ (৪-৫ পৃ.)

কবিরাজগোস্বামীর ভাব ও মহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৫২-৫৩

করুণাই ভক্তনীর গুণ ১৮১১২; করুণার মাধুর্য ও উল্লাস ১১১১৪ প্লো (১২-১৩ পৃ.)

কর্ম-জ্ঞানাদির অজরূপে উচ্চারিত নামে নামাপরাধ হয় ৩৩১১৭ (১৪০ পৃ.); তাহা হইলে কর্ম জ্ঞানাদির অজরূপে নামোচ্চারণের ব্যবস্থা কেন ৩৩১১৭ (১৪৩ পৃ.)

কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদির অমুখ্যানে ভক্তির সাহচর্যের অতাবশ্যক সম্বন্ধে আলোচনা ৩৪১৬৫; ভূমিকায়

“অভিধেয়-তত্ত্ব”—প্রবন্ধ (১৭০-৭২ পৃ.); এজন্য কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি ভক্তিমুখ-নিরীকক ২২২১১৪

কর্মী অপেক্ষা জালীর, জালী অপেক্ষা ভক্তের সংখ্যাপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।১৩২ (৭৮২-৮৩ পৃঃ)

কর্ণের উপাধিষয় ২।১২।১৪৮ (৭২৫ পৃঃ)

কলিতে নাম-সঙ্কীর্ণনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।২।১২ প্লে (৪২২-৩০ পৃঃ) ; ৩।২।১৭ (৭১৬-১৭ পৃঃ)

কলিযুগের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা ৩।২।১৭ (৭১৬-১৭ পৃঃ)

কাজীর যবন কর্মচারীদের মুখে হরিনাম স্কুরণ সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৭।২০৬

কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৬৩

কাম ও প্রেমের পার্থক্য ১।৪।১৩২ (৩৫৮ পৃঃ) ; ১।৪।২৫ প্লে ; ১।৪।১৪০-৫৫ ; ১।৪।১৪০-পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট

কামগায়ত্রী সম্বন্ধে আলোচনা ২।২।১১০৪ ; ভূমিকায় “প্রণবের অর্থবিকাশ”-প্রবন্ধ (২৭১-৭৪ পৃঃ)

কামবীজ ও কামগায়ত্রী সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১০২ (৩০২-১১ পৃঃ) ভূমিকায় “প্রণবের অর্থ-বিকাশ”-প্রবন্ধ (২৭০-৭৪ পৃঃ)

• কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা রাগাঙ্ঘ্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা ২।২।১৮৭ ; ১।১।৪ প্লে (১৬-১৭ পৃঃ)

কায়বুহ ১।১।৪২ ; কায়বুহ ও প্রকাশ ১।১।৩২ প্লে

কারণার্গবের স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা ১।৫।৬ প্লে

কালিদাসের ঝড়ুঠাকুর-সম্বন্ধীয় আচরণে শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১৬।৩৪ (৫৩৫ পৃঃ)

“কালেন বৃন্দাবনকেনিবার্ভা”-ইত্যাদি শ্লোকে “তত্র”-শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।১১ প্লে (৭৭০ পৃঃ)

“কিবা বিপ্র কিবা ছাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়”—প্রভুর এই উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১০০

“কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর”-ইত্যাদি বাক্যের আলোচনা ২।১৪।৫২

কুরুক্ষেত্র মিলনে ব্রজসুন্দরীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময় বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৩।১৫১

কুঞ্জবিপ্রের কাহিনী ৩।২।৪৮

কৃষ্ণ অনন্তরূপে একরূপ ১।২।৮৩ ; ২।২।১৪১ , ভূমিকায় “কৃষ্ণতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (৭৮-৭২ পৃঃ)

কৃষ্ণ রূপার পক্ষপাতিত্ব-হীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ; স্বর্য্যরশ্মির মত সর্বত্র সমভাবে বিতরিত, ভক্তচিস্তে বৈশিষ্ট্য ধারণ করে মাত্র ৩।৬।২২২ (২২৭-২৮ পৃঃ)

“কৃষ্ণকে ব্রজ লইতে বাহির করিও না”-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুর এই উক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১।৬১ (১৫-১৭ পৃঃ) ; ৩।১।৬১ পয়ারের টীকাপরিশিষ্ট

কৃষ্ণদাস-অভিমানের আনন্দ ও প্রজ্ঞানন্দ ১।৬।৪০

কৃষ্ণপনিকরদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।২৪

কৃষ্ণপূজাতেই অপর সকলের পূজা হয় ২।২।২৬ প্লে

“কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ”-বিষয়ে আলোচনা ২।২।১০২-১০

“কৃষ্ণবর্ণং দ্বিধাকৃষ্ণম্”-শ্লোকে রাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহ গৌরস্বরূপের এবং কলিতে তাহার উপাধিষয়ের আলোচনা ১।৩।১০ প্লে

কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দিতে পারেন না ১।৩।৫ প্লে ; ৩।২।২২ (৭৩৭-৪১ পৃঃ)

কৃষ্ণভক্তনে সাধারণগতঃ গুণময় বস্তু পাওয়া যায় না ২।২।২৬৩ (৮২২-২০০ পৃঃ)

কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২।২।২৪ ; ২।২।১৪ ; ২।২।২২২-১০০ ; ১।১।২৬ প্লে ; ভূমিকায় “অভিধেয়ত্ব” প্রবন্ধ (১৬৭-৭৫ পৃঃ)

“কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সকারে”-বাক্যের আলোচনা ২২২৪৩ ; ২২৩০১ স্লো

কৃষ্ণভক্তের দুর্লভত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১৩২ (৭৭২-৮৩ পৃঃ)

কৃষ্ণমার্থ্য্য : আশ্বাদন-বাসনা ক্রমশঃ বর্জিত হয়, তাহাতে অতৃপ্তি জন্মে বলিয়া বিধাতারও নিন্দা করা হয় ১৪১৩১-৩২ ; ১৪১২১ স্লো ; ১৪১২২ স্লো ; আশ্বাদনের একমাত্র উপায় প্রেম ; প্রেমের বিকাশাত্মক আশ্বাদনই সম্ভব ১৪১২২৫ ; আশ্বাদনের জন্ত বলবতী লালসা—গোপীগণের ১৪১৫৩ স্লো, মথুরানাগরীগণের ১৪১২৪ স্লো, কৃষ্ণের নিজের ১৪১৩৪-৩৫ ; স্বীয় স্বাভাবিক বলে কৃষ্ণ-আদি সকলকে চঞ্চল করে ১৪১২৮ ; ১৪১১৩৫

কৃষ্ণরতির আবির্ভাবের (সাধনাভিনিবেশ এবং কৃষ্ণ-তদন্তরূপা এই) হেতুসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১৩২ (৭৮৬ পৃঃ) ; ৩২০১২২ (৭৩৮ পৃঃ চ)

কৃষ্ণরতির তিনটি বৃত্তি (কর্ম, করণ ও ভাব)-সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩১২৬

কৃষ্ণরূপের প্রকটনে কিরূপে যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শিত হইল ২২১৮৫ (৯৫৮ পৃঃ)

কৃষ্ণলীলার অনুকরণ অসম্ভব ১৪১৪ স্লোক (২৬৪-৬৬ পৃঃ)

“কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার” ইত্যাদি বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২২৫১২২৩

কৃষ্ণমুতিই জীবের অমাদি-কৃষ্ণবিস্মৃতি দূরীকরণের একমাত্র উপায় ২২০১১০৫ (৮৫০ পৃঃ) ভূমিকায় “সাধনভক্তির প্রাণ”-প্রবন্ধ (১৮২-২০ পৃঃ)

কৃষ্ণাধরামৃতমাত্রেরই মহাপ্রসাদ, কেবলমাত্র জগন্নাথের অধরামৃতই নয় ২১৬১৭ স্লো (২০৫ পৃঃ) ; ৩১৬১৫৪

কৃষ্ণানুশীলন, দুই রকম ২১২১১৪৮ (৭২৫ পৃঃ)

কৃষ্ণাবতারের মুখ্যহেতুসম্বন্ধে আলোচনা ১৪১১৪ (২৩৫-৪১ পৃঃ)

কৃষ্ণাবতারের মুখ্যকার্যদ্বয়ের মধ্যে কোনটি মুখ্যতর ১৪১১৫ (২৪২ পৃঃ)

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারীর পক্ষে “কৃষ্ণের আত্মসম” হওয়ার এবং কৃষ্ণের “বিচিকীর্ষিত” হওয়ার তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৫৪ ; ২২২১৪২ স্লোক (১০৬৩ পৃঃ)

কৃষ্ণে কর্মসমর্পণ ও তাহার ফল ২৮৮৫৫ ; “কৃষ্ণে কর্মসমর্পণকে” প্রভু “বাহ” বলিলেন কেন ২৮৮৫৬

কৃষ্ণেই অদ্ভুতরূপে বিকশিত পাঁচটি গুণ ২২৩০৩৪ স্লো

কৃষ্ণের অন্তর্দান সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩০৫২ (১২১১-১৭ পৃঃ)

কৃষ্ণের আচরণের অনুকরণীয়তা সম্বন্ধে গীতা ও ভাগবতের উক্তির আলোচনা ১৪১৪ স্লো (২৬৪-৬৭ পৃঃ)

কৃষ্ণের আশ্রয় আনন্দ সম্বন্ধে আলোচনা ; স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ ২২৪১২২ (১২৩৬-৩৮ পৃঃ)

কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ধামের প্রকাশ ১৫১১৬ , ২২০১৩৩০-৩১

কৃষ্ণেব এক বিগ্রহেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৪১

কৃষ্ণের কৈশোরের এবং কাম ও জগতের সফলতা সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১১০২

কৃষ্ণের কৌমার-বয়সের সফলতা সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১১০০

কৃষ্ণের গুণ : অনন্তগুণের মধ্যে পঞ্চাশটি প্রধান গুণ ২২৩০২৪-৩০ স্লো ; অসাধারণ চারিটিগুণ ২২৩০৩৫-৩৮ স্লো ; নারায়ণাদিতে থাকিলেও একমাত্র কৃষ্ণেই অদ্ভুত ভাবে বিকশিত পাঁচটিগুণ ২২৩০৩৪ স্লো

কৃষ্ণের চারিরকম বহুস্ত (সহঃ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়-নর্ঘসখা)-সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩০৩৪-৩৫

কৃষ্ণে জন্মলীলা (মথুরায় ও গোকুলে একই সময়ে প্রকটন)-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮৮৬০ ; জন্ম-লীলার বহুস্ত, ভূমিকায় “ব্রজেন্দ্র-নন্দন”-প্রবন্ধ (৯৮ পৃঃ) ; অভিমান-বশতঃই নন্দ-যশোদার পিতৃ-মাতৃদ্ব, কৃষ্ণের জন্মবশতঃ নয়, বাৎসল্য-বসন্ত আশ্বাদনের জন্ত এইরূপ অভিমান ; ভূমিকায় “ব্রজেন্দ্র-নন্দন”-প্রবন্ধ (৯৬-৯৭ পৃঃ)

কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ (ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্)-সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৭; ১১১৪ স্লো

কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম (কোমার, পৌগণ্ড, কৈশোর) সম্বন্ধে আলোচনা; সকল সময়েই পরম-সৌকর্য্য, চাপল্য, অশ্রয় অহংগম প্রভৃতি বাল্যাশোভা মণ্ডিত ১৪১২২; বাল্য ও পৌগণ্ড হইল বিগ্রহের ধর্ম ১২১৮১ (১৪২-৫০ পৃ); ২২০২১৫; কৈশোরই সর্কশ্রেষ্ঠ ২১২০২৪; কৈশোরে নিত্যস্থিতি ২১০১৩১৮

কৃষ্ণের দ্বিবিধ শারীরিক সল্লক্ষণ ২২০২২৪-৩০ স্লো (১১৮৩ পৃ); পদচিহ্ন ২২০২২৪-৩০ স্লো, (১১৮৩ পৃ)

কৃষ্ণের বীরললিতত্বে রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্যই খ্যাপিত হইয়াছে ২১৮১৪২

কৃষ্ণের নন্দনুত্বের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৬; ভূমিকায় “ব্রজেন্দ্রনন্দন” প্রবন্ধ (২৬ পৃ)

কৃষ্ণের নরবপু ও নরলীলা সম্বন্ধে আলোচনা ২২০১৩১-৩২ (৮৬৪-৬৮ পৃ); ২২১১৮৩; ভূমিকায় “ত্রিষ্ণুত্ব” প্রবন্ধ (৮২ পৃ); নরবপু বিভূত ২২০১৩১-৩২ (৮৬৭ পৃ); ভূমিকায় “কৃষ্ণত্ব” প্রবন্ধ (৮৪ পৃ); ২২১১৬২।

কৃষ্ণের পদচিহ্নের বিবরণ ২২০২২৪-৩০ স্লো (১১৮৩ পৃ)

কৃষ্ণের পদনধর-সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য ১১১২৭ স্লো (৬৬ পৃ)

কৃষ্ণের পক্ষে “কান্ধ-নির্ব্বাপণ” শব্দের তাৎপর্যালোচনা ২১৮১৮

কৃষ্ণের পক্ষে নন্দ-যশোদার লাল্যজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১৮৮

কৃষ্ণের পৌগণ্ডবয়সের সফলতা সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১১০০

কৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা—ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য ৩২১১২২

কৃষ্ণের রসাস্বাদন-লোলুপতা ও ভক্তবশতা সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৫৮

কৃষ্ণের রসিক-শেখরত্ব ও পরম-করুণত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১১৪ (২৪০-৪১ পৃ)

কৃষ্ণের শেখশায়ী-লীলার বিবরণ ২১৮১৫৮

কৃষ্ণের ষড়্ বিধ-বিলাস ১২১৮০-৮২

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার : প্রাভব-প্রকাশ, অংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড, স্বয়ংরূপ, তদেকাস্বরূপ, আবেশ ১২১৮০-৮১; অহংজ্ঞানত্ব ২২০১৩১-৩২; ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি ২২০১৩৫; পরমাত্মা তাঁহার অংশ ২২০১৩৬; ভগবান্ পূর্ণরূপ, একই বিগ্রহে অনন্তস্বরূপ ২২০১৩৭; স্বয়ংরূপ, তদেকাস্বরূপ, আবেশ, ২২০১৩৮; স্বয়ংরূপ ২২০১৩৯ প্রাভব-প্রকাশ, বৈভব-প্রকাশ ২২০১৪০-৪৮; গোবিন্দের মাধুরী বান্ধদেবেরও ক্ষোভ জন্মায় ২২০১৫০; ২২০১২৭ স্লো; ২২০১৫১; ২২০১২৮ স্লো; তদেকাস্বরূপ ২২০১৫২; তদেকাস্বরূপের স্বাংশভেদ—পুরুষাবতার; লীলাবতার, গুণাবতার, মনুষ্যাবতার, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ২২০১২১১-১৪; পুরুষাবতার ২২০১২১৭-৫৩; লীলাবতার ২২০১২৫৪-৫৬; গুণাবতার ২২০১২৫৭-৬৮; মনুষ্যাবতার ২২০১২৬৯-৭৮; যুগাবতার ২২০১২৭০-৮৮; শক্ত্যাবেশাবতার ২২০১৩০৪-১১; বাল্য-পৌগণ্ড ২২০১৩১২-১৩

“কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়। আপনে নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠায়॥”-বাক্যের আলোচনা ৩১৮১১৭

কে কাহাকে ভক্তি করিবে, কেন করিবে ২২২১৪

কেশাবতার-সম্বন্ধে আলোচনা ২২০৩৫২ (১২১৭-২২ পৃ)

“কেহো মানে, কেহো না মানে, সব তার দাস।”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ১১৬৭২

কোনও এক ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক হইয়াও অত্র ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞাতে যে অন্তর-সংজ্ঞা লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১১৮১১১

গ

গ

গ

গ

গত ছাপরের যুগাবতার সঙ্কে আলোচনা ১৩৭ শ্লো ; ২১২০১৭২-৮০

গুণময়ী (বা গোপী) ভক্তি সঙ্কে আলোচনা ২১২০২২-২৪ শ্লো

গুণমায়ী-সঙ্কে আলোচনা ১১১১২ শ্লো, (২৫ পৃঃ) ; ১১১২৪ শ্লো (৫২ পৃঃ) ; ২১২০১৭

গুণাবতার বিষ্ণু এবং নারায়ণ অভিন্ন ২১৮১২ শ্লো (৭৩৫-৩৬ পৃঃ)

“গুরু-আজ্ঞা বলবান্-বাক্য সঙ্কে আলোচনা ২১০১৪১ ; পরশুরাম ও লক্ষ্মণের দৃষ্টান্তের আলোচনা ২১০১৪ শ্লো

গুরুকৃপা ও ভগবৎ-কৃপা সঙ্কে আলোচনা ৩৭১২১

গুরুত্ব সঙ্কে আলোচনা : দীক্ষাগুরুত্ব ১১১২৬-২৭ ; ১১১১৮ শ্লো ; ১৭৭৪ (৫০৬-৭ পৃঃ) ; শিক্ষাগুরুত্ব ১১১২৮-২৯ ; ১১১১৯ শ্লো

গুরুপাদাশ্রয় সঙ্কে আলোচনা ২১২১৬১

গুরুসেবন সঙ্কে আলোচনা ২১২১৬১ (১০৭৫ পৃঃ)

গোকুল, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ সঙ্কে আলোচনা ১৩৩ ; ১৫১১৪ ; গোলোকাখ্য গোকুল ২১২১৭৪ ; গোকুলের মাহাত্ম্য সর্বাতিশায়ী ১৫১২১ ; গোকুলে কেবলা রতি ২১২১১৬৬

গোপীগণের “আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান”-সঙ্কে আলোচনা ২১২৩৪১

গোপীগণের ভিন্নস্বারে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-সঙ্কে আলোচনা ১৪১২৩ ; ২১৪১৫১

গোপীগণের প্রেমকে কাম বলা হয় কেন ২১২২৮৭ (১১১১ পৃঃ)

গোপীপ্রেমে স্বস্থবাসনা না থাকিলেও কোটীশুণ স্থত হয় ১৪১৫৬-৫৮, কৃষ্ণস্থখেই তাহার পর্য্যবসান ১৪১৫২-৬৬ ; কিন্তু কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন ঘটাইলে তাহাও নিন্দনীয় ১৪১৭২ ; গোপীপ্রেমের অপূর্ব নিষ্ঠা ১১৭৭৮-৯ শ্লো ; গোপীপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের বস্তুতা ১৪১৩ শ্লো ; ১৪১২২ শ্লো

গোপী-শব্দের তাৎপর্য্য ১১১৪১ ; ১৪১৭৬ (৩১১ পৃঃ)

গোবর্দ্ধন-ধারণ ও অম্বুদ-সংহারাদি দর্শনে কৃষ্ণ-সঙ্কে গোপগণের বিন্ময়-প্রসঙ্গের আলোচনা ১৪১২২০ (২৪৭ পৃঃ)

গোবর্দ্ধনযজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূজোপকরণ গ্রহণ ১১৫১২৩২

গোবর্দ্ধনে গোপালের সেবা সঙ্কে এবং বলভাচায়া ও তৎপুত্র বিঠ্ঠলেখর সঙ্কে আলোচনা ২৩১০৩

গোবিন্দ-ছাদশী-ব্রত প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৪২-৪৩ পৃঃ)

গোলোকের স্থিতি সঙ্কে আলোচনা ২১২৩৫৮ (১২০৫-১০ পৃঃ)

গোপীবৃত্তি ১৭১১০৪ ; গোপীবৃত্তি এবং মুখ্যা বৃত্তি, কিংবা অধ্বয়-ব্যতিরেকীমুখ অর্থে কৃষ্ণই সকল শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত ২১২০১২৮

গোপীভক্তি সঙ্কে আলোচনা ২১২০২২-২৪ শ্লো

গোড়ীয়-বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরহৃন্দর ও শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা, যে তুল্যাভাবে ভজনীয়, তৎসঙ্কে আলোচনা ২১২১২০

গোড়ীয় ভক্তদের বিংশতি বৎসর নীলাচলে গমনাগমন-সঙ্কে আলোচনা ২১১৪৫

গৌর সন্মুখে না থাকিলে জগন্নাথের রথ চলিত না কেন, তৎসঙ্কে আলোচনা ২১৩০১১৩

গৌর-করুণার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য সঙ্কে আলোচনা ১৮১১৫-১৮ ; ১৮১২৭-২৮ ; ৩১৭৭৬৪ ; গৌর-করুণার মাধুর্য্য ও উল্লাস সঙ্কে আলোচনা ১১১৪ শ্লো (১২-১৩ পৃঃ) ; ভূমিকার “শ্রীশ্রীগৌরহৃন্দর”-প্রবন্ধ (২২০-২২ পৃঃ)

গৌর-মিত্যাকরণ সূর্যচন্দ্রের অপূর্ণ ১১১৫৫

গৌর-সীতার ভূমিতে পারিলেই যে ব্রজলীলা স্মৃতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২২১০ (১১২১-২২ পৃ:), ২২৫১২৩

গৌরসীতার মিত্যাক-সম্বন্ধে আলোচনা ১৩১২১

গৌর-সীতার প্রকটনসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা ১৩১১১ ১২

গৌরসীতার বৈশিষ্ট্য ২২২১০

গৌরস্বন্দরই যে শাস্ত্র-কথিত কলিযুগের অবতার, তৎসম্বন্ধে আলোচনা, ১৩১৬৮, ভূমিকায় “শ্রীশ্রীগৌর-স্বন্দর”-প্রবন্ধ (২৮২-৮৪ পৃ:)

গৌরের করুণার ও বদান্ততার অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ৩১১১৬৪

গৌরের বর্জ্য হাড়ির উপরে উপবেশন প্রসঙ্গ ১১৪১৬৮-৭১

গৌরের ও কৃষ্ণের সাধারণ-যুগাবতারত্ব খণ্ডন ১৩১৬ শ্লো (১৮৮-২২ পৃ:)

• গৌরের স্বয়ং ভগবৎসাম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণাদিব আলোচনা ১১১৫ শ্লো, ১৩১৬ শ্লো (১৮২-২২ পৃ:), ১৩১৮ শ্লো, ১৩১০ শ্লো, ১৩১৫ শ্লো, ভূমিকায় “শ্রীশ্রীগৌরস্বন্দর”-প্রবন্ধ (২৭২ ৮১)

চ

চ

চ

চ

“চড়ি গোপীর মনোরথ” বাক্যের আলোচনা ২২১১৮২

চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ ২১৮১৪৩ (৩৩৪ পৃ:)

চতুর্দশ মন্তুর নাম ১৩১৭

চতুর্বিধ পুরুষার্থ ও পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থ ১১১৮১, ভূমিকায় “পুরুষার্থ”-প্রবন্ধ (১৫২ পৃ:)

চিহ্নস্তি ১২১৮৪, চিহ্নস্তির বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ ১৪১৫৫, চিহ্নস্তির স্বপ্রকাশত্ব, বিস্তারসম্বন্ধে, আধার শক্তি, আত্মবিজ্ঞা, গুহ্যবিজ্ঞা, মূর্তি, ১৪১৫৫, মূর্তি ও অমূর্ত শক্তি ১৪১৫২ (২৮১ পৃ:), ১৪১৫৫ (২৮৩ পৃ:)

চিত্রজ্ঞানাদি সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৩৮ (১১৬২ ৭০ পৃ:), চিত্রজ্ঞানাদি শব্দের অন্তর্গত “আদি”-শব্দসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৫১২১ (৪২২ পৃ:), ৩১২১৪২

চিরন্তনীয় সূত্রবাসনা-সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৪ শ্লো (৮ ১১ পৃ:)

চৌরাসীলক্ষ যোনির বিবরণ ২১২১২৫

চৌষষ্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি; শ্রেণীবিভাগ ২২২১৬০ (১০৭০ ৭১ পৃ:), ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতে চৌষষ্টি-অঙ্গ ২২২১৬০ (১০৭১ পৃ:), চৌষষ্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৭৩

ছ

ছ

ছ

ছ

ছন্নরূপে কৃষ্ণের বিলাস সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৮০ ৮১

ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা, ইহা আত্মহত্যা নহে ৩২১৪৬

ছোট হরিদাসের বর্জ্য কেবল লোকশিক্ষার্থ ৩২১১১ (২১ পৃ:), ৩২১১৮, ৩২১২১, ৩২১৪১, ৩২১৪৬, ছোট হরিদাসের বাস্তব কোনও দোষ ছিল না ৩২১২২

জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টিতেও মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি ভগবানের করুণা ৩২১৫ (৭৫ ৭৬ পৃ:)

জগতে ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাধান্ত্য সম্বন্ধে আলোচনা ১৩১১৪

“জগতের মধ্যে পাত্র সার্ক তিন জন”—মহাপ্রভুর এই উক্তিসম্বন্ধে আলোচনা ৩২১১০৪

জগন্নাথ-বর্ননে আবিষ্টা উড়িয়া ব্রীলোক-সম্বন্ধে প্রভুর আচরণের আলোচনা ৩১৪১২৩

জগন্নাথের রথ চলার রহস্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৪।৫৪

জগদ্বাস্তু শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকাহযারী অর্থ ২।৮।৫১ শ্লো (৩৭৮-৮১ পৃঃ); বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকাহযারী অর্থ ২।৮।৫১ শ্লো (৩৮১-৮৬ পৃঃ); শ্রীধরস্বামীর ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অর্থের পার্থক্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৫১ (৩৮৬ পৃঃ); লীলাপত্র অর্থের প্রয়োজনীয়তা ২।২৫।৩৯ শ্লো (১৩৯৬-৯৭ পৃঃ); কৃষ্ণলীলাসূচক অর্থ ২।২৫।৩৯ শ্লো (১৩৯৭-১৪০০ পৃঃ); গৌরলীলাসূচক অর্থের সঙ্গতি সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৫।৩৯ শ্লো (১৪০০-১৪০১ পৃঃ); গৌরলীলা-সূচক অর্থ ২।২৫।৩৯ শ্লো (১৪০০-১৪০৪ পৃঃ)

অষ্টাষ্টমী ব্রত-প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৩-৫৪ (১৩২৮-৩০ পৃঃ)

জয়ন্তী মহাষাদশী প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৪ (১৩৩৭ পৃঃ)

জয়া মহাষাদশী প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৪ (১৩৩৫-৩৬ পৃঃ)

জাতপ্রোষ ভক্তের লীলাতে প্রবেশ-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা; প্রকট-প্রকাশের যোগে প্রবেশ; অপ্রকট প্রকাশের যোগে নহে; অপ্রকট-প্রকাশের সাধন ভূমিকায় নাই ২।২২।২৪; পরিশিষ্টে “অন্তর্নিস্তিত সিদ্ধদেহ”-প্রবন্ধ

জিজ্ঞাস্ত বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা ১।১।২৬ শ্লো

জীব-কোটি ব্রহ্মা সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৮।৯ শ্লো (৭৩২-৩৩ পৃঃ); ২।২০।২৫২-৬০; ২।২০।৪১ শ্লো; বর্তমান চতুর্যুগের ব্রহ্মা জীবকোটি ২।২৫।৮ (১৩৭৬ পৃঃ)

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১।৭।১১১-১২; ১।৭।৬-৭ শ্লো; ২।১৯।১২৫-৩৩; ২।১৯।১৫-১৮ শ্লো; ২।২০।১০১-২; ২।২০।৮ শ্লো; ২।২২।৭; ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” প্রবন্ধ (১২৩-৫৮ পৃঃ)

“জীবমুক্ত মানী” সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।২০

জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব-খণ্ডন ১।৭।১১৩; ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (১৩২-৪০ পৃঃ)

জীবমায়ী সম্বন্ধে আলোচনা ১।১২।২৪ শ্লো (৫১ পৃঃ); ২।৫।২৭

জীবশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ১।২।৮৬; চিদ্রূপা ১।৭।৬ শ্লো; ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” প্রবন্ধ (১২৩-২৪ পৃঃ); জীবশক্তিকে তটস্থা বলে কেন ১।২।৮৬; (১৫৫ পৃঃ); ২।২০।১০১ (৮৪১-৪২ পৃঃ)

জীবস্বরূপের সঙ্গেই ভগবানের সম্বন্ধ ২।১০।১৩৮

জীবকে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলে কেন ২।২২।৭

জীবে পরমাত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা ১।২।১৩ এবং ১।২।১৩ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট

জীবে যে স্বরূপ-শক্তি (বা হ্লাদিনী) নাই, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।৯ শ্লো (২৮৫-৮৭ পৃঃ)

জীবের অণুত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৯।১৮ শ্লো; ১।৭।১১৩; ২।১৯।১৮ শ্লো; ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (১২২-৩২ পৃঃ); বিভূত্ব-খণ্ডন ১।৭।১১৩; মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন ২।১৯।১৮ শ্লো (৭৭৯ পৃঃ) ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ ১৩২-৪০ পৃঃ)

জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩।২।৫ (৭৪-৭৭ পৃঃ); ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (১৪৫-৪৬ পৃঃ); অণুস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা ১।২।৫ (৭৭ পৃঃ)

জীবের কর্ম ও ভগবানের কর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।৩।৩ শ্লো (১৭৯ পৃঃ)

জীবের চিরন্তনতা সুখবাসনা-সম্বন্ধে আলোচনা ১।১।৪ শ্লো (৮-১১ পৃঃ)

জীবের ভুক্তি-মুক্তি বাসনা সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৯।১৩২

জীবের সাধনে প্রবর্তক-ভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২।১৯।১৩২ (৭৮২-৮৩ পৃঃ); ২।২২।৫৯

জ্ঞান: পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান ১।১।২২ শ্লো

জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা ২।২২।৮২

জ্ঞানমার্গের সাধকের সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা ২২৪৬৭ ; জ্ঞানমার্গের সাধক তিন প্রকার ২২২২০ ; জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষেও ভক্তির অহুষ্ঠান অতাবশ্যক কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৪ ; ২২২১৬ ; ভূমিকায় “অভিধেয় তত্ত্ব”-প্রবন্ধ

জ্ঞানমিশ্রাভ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা ২৮৫৭ ; জ্ঞানমিশ্রাভ্যাসকে প্রভু বাহু বলিলেন কেন ২৮৫৮

জ্ঞানশূন্যভ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১২ শ্লো ; জ্ঞানশূন্যভ্যাস-কথার পরেও প্রভু “আগে কহ আর” বলিলেন কেন ২৮৫২ ; জ্ঞানশূন্যভ্যাস হইতে প্রেমভক্তির উৎকর্ষ ২৮১১ শ্লো

জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রমাণে লীলার নিত্যত্ব প্রতিপাদন ২২০১০২-২০ (২২২-২৪ পৃঃ)

ত

ত

ত

ত

ভট্টহলকর্ণ ও স্বরূপলকর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১১৬ ; ২২০২২৬

তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ১২১২২ ; তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা ২৮১২ শ্লো (২৬৬-৬৭ পৃঃ) ; কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা প্রথমে প্রয়োজনীয় হইলেও পরে ভক্তির বিদ্য জন্মায় ২২২৮২ (১১০১-২ পৃঃ) ; তত্ত্বালোচনার আবশ্য জন্মিলেও ভক্তির বিদ্য হইতে পারে ২৮৫৮ (২৬৩-৬৪ পৃঃ)

“তত্ত্বমসি” মহাকাব্য-খণ্ডন ১৭১২১-২২

“ভবিলাগি পীতবর্ণে চৈতন্যাবতার”-বাক্যের আলোচনা ১৩৩৩

“তাই উপবাস, যাই নাহি মহাপ্রসাদ”-বাক্যের আলোচনা ২১১১০১

ত্রিবিক্রম-প্রসঙ্গ ২২৪৬ শ্লো

ত্রিবিধ ভেদ ১২১৪ শ্লো (১০৪-৫ পৃঃ)

ত্রিবিধ সাধন-পন্থা ১১১৩ শ্লো ; ১১১২৬ শ্লো (৬০-৬১ পৃঃ) ; ২২৪৫৭

ত্রিংশ শ্রী মহাভাস্করী প্রসঙ্গ ২২৪২৫৪ (১৩৩৫ পৃঃ)

“ভূমে ভাণ্ডবিনী”-শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা ৩১১১১ শ্লো

ভুলী চয়ন সম্বন্ধে কথা ২২৪২৪৫

ভুলসীসেবা-সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৭১

দ

দ

দ

দামোদরের বাক্যদণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৩-১৬

দাস্তপ্রেমের পরেও প্রভু “আগে কহ আর” বলিলেন কেন ২৮৬১

দাস্তপ্রেমের পরে সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেম-সম্বন্ধে রায়রামানন্দ স্বীয় উক্তির সমর্থনে কেবল নিত্যসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদের উদাহরণই দিলেন কেন ২৮১৪ শ্লো (২৭২ পৃঃ)

দাস্ত-ভাবে ভক্ত চারি রকম—অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অন্তর্গ ২১২১৬২ ; দাস্তভক্তের লক্ষণ ২২২১৭৮

দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-অপেক্ষা কান্তাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ১১১৪ শ্লো (১৬-১৭ পৃঃ) ; ২৮৬৩ ; ২৮৬২ ; ২৮৭১ ; ২১২১৮২-২০

দাস্ত-সখ্যাদি ভাবের-কোন্ ভাবের রূতি কোন্ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় ১১২১৫৭-৫৮

দিব্যযুগ সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৫-৬

দুর্গাভ্যাস-সম্বন্ধে প্রমাণ ২২১১২ শ্লো (২৪৪ পৃঃ)

“দুর্বার ইন্দ্ৰিয় করে বিবর গ্রহণ”-বাক্যসম্বন্ধে আলোচনা ৩২১১৭

দেব-ঋষি-পিতৃাদিকের ঋণ-সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৭২ (১০২৭-২৮ পৃঃ)

দেবদত্ত-বোম-প্রসঙ্গ ২২৪২৫৪ (১৩৪২ পৃঃ)

দেবী-মহেশ-হরিধাম-সম্বন্ধে আলোচনা ২২১১২ পৃঃ ; ১৫১৬ পৃঃ (৪২৪ পৃঃ)

দেব-বিভাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ণ-প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৪৮ পৃঃ)

দাদশশতাব্দিত অতীত জাতিগণ অপেক্ষা তত্ব স্বপ্নেরও উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৪ পৃঃ

দাদশবর্ষব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষাও নামের বৈশিষ্ট্য ৩৩১৭৭ (১৩৭-৩৮ পৃঃ)

দাপরে স্বয়ংভগবান্ ত্রৈলোক্য-মন্দের অবতরণ সম্বন্ধে কলিতে আবার পীতবর্ণে অবতরণের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৩১

দামবন্ধন-লীলা-প্রসঙ্গ ১৪২১, ২৮১৬ পৃঃ

দারকার ও ত্রৈলোক্য মাধুর্যের পার্থক্য ১৪১৬৪, ২৮১৬০ (২৭৪ পৃঃ), ২৮১৬১ (২৭৭ পৃঃ); ২১২১৬৭-৭২; ২১২১৩১-৩৫ পৃঃ

দ্বিবিধা প্রেমভক্তি—মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল ২৮১৬০ (২৭৩ পৃঃ), ২১২১৬৫

ধ

ধ

ধ

ধ

ধরা-প্রাণ-প্রসঙ্গ ২৮১৬ পৃঃ

ধর্ম-সম্বন্ধে-আলোচনা—ভূমিকা (৩৩৩-৩৫)

ধর্মের ধন উপাভ্রম-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১১৩০

ধাম-প্রকটনের তাৎপর্য ১৩১২২ (১৮৩ পৃঃ)

ধ্যান-সম্বন্ধে-আলোচনা ২২২১৭০

ধ্রুকের প্রসঙ্গ ২২২১৫ পৃঃ

ন

ন

ন

ন

নন্দমুখ-মন্দের তাৎপর্য ১২১৬

নবদীপলীলা ও ত্রৈলোক্য তুল্যভাবে ভজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১২০

নবদীপলীলা ও ত্রৈলোক্য যে স্বরূপগত পার্থক্য নাই, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২২১২০ (১১১২-২০ পৃঃ)

নববিধা ভক্তির অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা ২২১১২ পৃঃ, নববিধা ভক্তিব অঙ্গ আগে ভগবানে অর্পিত হইয়া পরে অষ্টভূতের তাৎপর্য ২২১১২ পৃঃ (৪২৮-২২ পৃঃ)

“নয়নভক্ত ভেল”-বাক্যাংশের অর্থালোচনা ২৮১৫২ (৩৪৭ পৃঃ)

“নরভক্ত-ভজনের মূল”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১৩১

নরলোকে কৃষ্ণপ্রেমের অস্তিত্বহীনতা-সম্বন্ধে আলোচনা ২২১৩৮ (৬৪ পৃঃ)

“না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন”-ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্যালোচনা ২৮১৫৫

“না সো রমণ না হাম রমণী”-বাক্যের অর্থালোচনা ২৮১৫৩, ২৮১৫৬ (৩৫৭-৫৮ পৃঃ)

“নানোপচাঃকৃতপূজনম্”-শ্লোক-সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১১০ পৃঃ

“নাগদোষণ মক্ষরী”-বাক্যের আলোচনা ২১২১৮৭ ৮৮

নাম-অপরাধ-সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৬৩ (১০৮০-৮৩ পৃঃ), কিরূপে নামাপরাধ দূর হইতে পারে ৩৩১৭৭ (১৪৩-৪৪ পৃঃ)

নাম আনন্দস্বরূপ ২১৭১১৩০

নাম-নামীর-অভিন্নতা-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১৭ (৭০৩, ৭০৭-৮ পৃঃ), ২১৭১৫ পৃঃ

নাম পূর্ণতা-বিধায়ক ৩২০১৭ (৭০২ পৃঃ)

নামপ্রাকৃত-ইতিয় প্রাচীন নদে ২১৭১২২, স্বপ্রকাশ ২১৭১২২, ২১৭১৬ পৃঃ

নাম-সমূহ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭১৫ পৃঃ)

নাম-মাহাত্ম্যের কথা অধোদে ও প্রকৃতিতে ১১৭১২০

নাম-সঙ্কীর্ণন : নাম-সঙ্কীর্ণন-সম্বন্ধে আলোচনা, সঙ্কীর্ণন বলিতে কি বুঝায় ৩২০৭ (৭১২-১৫ পৃঃ) ; আনন্দস্বরূপ ১১১৫৪ , উচ্চ-সঙ্কীর্ণনই প্রশস্ত ৩২০৭ (৭১২-১৭ পৃঃ) ; নাম-জপ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭১৩-১৪ পৃঃ) ; কোনও বিশেষ নাম বা বিশেষ নাম-সমূহের উচ্চসঙ্কীর্ণনই প্রশস্ত, কোনও বিশেষ নাম বা নামসমূহের উচ্চসঙ্কীর্ণন প্রশস্ত নয়—এরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না ৩২০৭ (৭১৫ পৃঃ) , সংখ্যা-রক্ষণপূর্বক নামসঙ্কীর্ণনই প্রশস্ত ; সংখ্যা নাম-সঙ্কীর্ণনের পরে অসংখ্যাত নামসঙ্কীর্ণনও অবৈধ নহে ৩২০৭ (৭১৫ পৃঃ) , দীক্ষা-পুরুষাদির বা দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা রাখে না, যেহেতু নাম স্বতন্ত্র ৩২০৭ (৭০৫ ৬ পৃঃ) , নাম-সঙ্কীর্ণন কিরূপে করা সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৮ শ্লো (৪২২ পৃঃ) , ২১২১৭৪-৭৫ , কিরূপে নামসঙ্কীর্ণন করিলে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে ৩২০৫ শ্লো , ৩২০১৭৭-২১

নামসঙ্কীর্ণন কিসের পরম উপায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৬২৬ পৃঃ)

নামসঙ্কীর্ণনের পরম-উপায়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭০০ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

নামসঙ্কীর্ণনের প্রভাবে “ব্রহ্মলোকে মহীয়তে” বলিয়া যে প্রতিবাক্য আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭০৩ পৃঃ)

নামসঙ্কীর্ণনের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭০০-৪ পৃঃ)

নামসঙ্কীর্ণনের শক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭০৪-৫ পৃঃ)

নামাপরাধ কিরূপে দূরীভূত হইতে পারে ৩৩১৭৭ (১৪৩-৪৪ পৃঃ)

নামাপরাধ-প্রকরণে উক্ত শিব ও হরির নামগুণ-লীলাদিতে ভেদমননের অপরাধ-জনকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১২ শ্লো (৭৩৬-৩৮ পৃঃ)

নামান্তাগ : আলোচনা ৩৩৫৪-৫৫ , ৩৩৫ শ্লো , ৩৩১৭৭ , ৩২০৭ (৭০২ পৃঃ)

নামান্তাগে সকলেরই মুক্তি হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৪০ পৃঃ)

নামান্তাগের ফলেই অজ্ঞামিলের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়াছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৩৬-৩৭ পৃঃ)

নামাকর অপ্রাকৃত চিন্ময় ; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত নামও চিন্ময় ৩২০৭ (৭০৮ পৃঃ)

নামে দীক্ষার অপেক্ষা-হীনতা এবং মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১২ শ্লো

নামে নামীর শক্তি সঞ্চারিত ১৩৩৪ , ৩২০১৫

নামের অসাধারণ রূপার কথা ৩২০৭ (৭০৬-৭ পৃঃ)

নামের অক্ষর-সমূহ পরস্পর ব্যবহিত হইলেও শক্তি নষ্ট হয় না ৩৩১৭৭ (১৩২ পৃঃ)

নামের মাহাত্ম্য সর্ববেদ, সর্বতীর্থ, সমস্ত সংকর্ম হইতেও অধিক ৩২০৭ (৭১০ পৃঃ)

নামের সর্বশক্তিমত্তা—ভগবৎ-প্রীতিদায়কত্ব, ভগবদ্বলীকারিত্ব, স্বতঃপরমপুরুষার্থত্ব, সর্বমহাপ্রায়শ্চিত্তত্ব, পরম-ধর্মত্বাদি-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০৭ (৭১০-১২ পৃঃ)

“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ”—ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য ২১৩৫ শ্লো

“নিজাভীষ্টে কৃষ্ণপ্রের্ত পাছে ত লাগিয়া” বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২

মিত্য পরিকরগণেরও বহুপ্রকাশে বিভ্রামানতা সম্বন্ধে আলোচনা ১৩১১

মিত্য পরিকরদিগের সঙ্গেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ হযেন ১৩১২-১০

মিত্যামন্য প্রভুর সহিত মহাপ্রভুর নিভৃত যুক্তি এবং অষ্টতাচার্যের ইঙ্গিত ও তর্ক সম্বন্ধে আলোচনা ২১৩৬৬১

নিমণ্ডণা ভক্তির লক্ষণ ১৪১৩৪ শ্লো ; ২১২১৪৮ ; ২১২১২২-২৫ শ্লো

নির্ব্বিচারে প্রেমদানের ভক্ত অবতীর্ণ হইয়াও কোনও কোনও স্থলে মহাপ্রভু-কেন অপরাধের বিচার করিলেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৭১৩৫ ; ১৮১২৭

নিমপট ভক্তের প্রতি ভগবানের নিমপট দয়া সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬২১০

নীচজাতি কেন ভজনে অযোগ্য নয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৪১৬২-৬৪

নীলাচলচন্দ্র ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২০১৮৪

নৃসিংহচতুর্দশী-ব্রত-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৩ (১৩৩১ পৃঃ)

নৃসিংহাদি-দর্শনে রাখাভাবাবিষ্ট প্রভুর প্রেমাবেশের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৩

প প প প

পঞ্চতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ; দ্বাপর-নীলার ও কলি-নীলার পঞ্চতত্ত্ব ১১১১৪ শ্লো ; পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা ১৭১৪ , পঞ্চতত্ত্ব-প্রসঙ্গে কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার-কাহিনী বর্ণনার সঙ্গতি ১৭১১৫৩-৫৫

পঞ্চবিধা মুক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা ১৩১১৬ ; ১৩১৩৭ শ্লো ; মুক্তিবাসনা কৈতব ১১১৫০ ; ১১১৩৭ শ্লো ; ২১২৪১২১ ; পরিশিষ্টে “মুক্তি” প্রবন্ধ

পতিত পতির ত্যাগ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১৬ শ্লো

পরকীরাভাবের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ১৪৪৪২

পরতত্ত্ব সম্বন্ধে মুসলমান শাস্ত্রের উক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১২০

“পরম উপায়”-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১৭ (৭০০ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

পরম ধর্ম-সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৩৭ শ্লো

পরিকরদিগেরও ভগবানের দ্বায় বহুরূপে প্রকাশ ১৩১১১

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা ১৭১১১৪-১৫

পরিভাষার সর্বত্র অধিকার-সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৪৮

পরীক্ষিত মহারাজের প্রতি ব্রজশাপ-প্রসঙ্গ ২১২৩১০ শ্লো

পরোপকার-প্রসঙ্গ ১২১৩২ ; ১২১৩০-৪ শ্লো

“পহিলি রাগ”-ইত্যাদি গীতটীর মাদনাথ-মহাভাববৃচ্চক অর্থ ২১৮১১৬ (৩৫৪-৫২ পৃঃ)

“পহিলি রাগ”-বাক্যাংশের অর্থালোচনা ২১৮১১২

পঞ্চবর্জিনী মহাছাদশী-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৫ পৃঃ)

পাপনাশিনী মহাছাদশী-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৪ (১৩৩৭-৩৮ পৃঃ)

পাপবাসনা নির্মূলীকরণে নামাভাসের শক্তিও নামের শক্তির তুল্য ৩৩১৭৭ (১৩৮-৩২ পৃঃ)

পারিষদভুক্ত ও সাধকভুক্ত সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৩১

পীতবর্ণে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু ১৩১৩১

পুনঃ পুনঃ নামাভাস-উদ্ধারণ সম্বন্ধেও মৃত্যুপর্যন্ত অজামিলের পাপ-প্রবৃত্তি ছিল কেন ৩৩১৭৭ (১৪৫-৬ পৃঃ)

পুত্রাণের অপোরুষেয়ত্ব ও বিবরণ ২১২০১০৭

পুত্রীদাসের প্রকটন-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২১৪৬

পূর্ববিদ্ধা তিথি সকল-বৈষ্ণবব্রতেই পরিত্যাজ্য ২১২৪১২৫৪ (১৩৩২ পৃঃ) ; রামনবমী সম্বন্ধে সময় সময়

ব্যতিক্রম ২১২৪১২৫৩ (১৩৩০ পৃঃ)

পৃথিবীর ভারহরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ ১৪৪৭

প্রকট ও অপ্রকটনীর নিত্যত্ব ১৩১২১

প্রকটনীলা ১৩৪

প্রকট নালান্দা ও অপ্রকটে নীলা চমিতে থাকে ১৩৫১

প্রকটনীলা অন্তর্ভাবের তাৎপর্য ১৩৫১

প্রকটনীলার সান্নিধ্যের ঔপন্যাসিকসম্বন্ধে আলোচনা ; শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়ভাবে পরকীয়া ভাব, অপ্রকটে স্বকীয়া ভাব ১৩৫২৬ ; ভূমিকার “অপ্রকট-ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ” প্রবন্ধ (৩৫৮-৭৮) ; অবান্তর উপপত্তে কল্পে রসাবাদন সম্বন্ধ ১৩৫২৭ ; উপপত্তের প্রভাব ১৩৫২৮

প্রকটনীলার অন্তর্ভাবের পরে গোলোকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তা ১৩৫২২

প্রকটনীলার ঔপন্যাসিক স্বরূপতঃ অবান্তর হইলেও রসাবাদন সম্বন্ধ ১৩৫২৭

প্রকট নীলার নিত্যস্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২০৩১৪-২০ ; জ্যোতিষতন্ত্রের প্রমাণ ২১২০৩১২-২০

প্রকটনীলার ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ কল্পে “সর্বভক্তেরে প্রসাদ” করেন ১৩৫২২

প্রকাশ-শব্দের তাৎপর্য (নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ-স্থলে) ১৩৫২২

প্রকাশানন্দ সরস্বতীকর্তৃক মহাপ্রভু সম্বন্ধে নিদানুচক বাক্যের সরস্বতীকৃত অর্থ ২১১৭১১২-১৭

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভুকর্তৃক ভাগবত-বিচারের এবং নামকীর্তনের উপদেশ দানের পরে গীতা ও ভাগবত হইতে কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৫১১২

প্রণবের অর্থ-বিকাশ—ভূমিকা (২৩২-৭৪ পৃঃ)

প্রণবের মহাবাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১২১-২২

প্রভাপরমেশ্বরের প্রতি প্রভুর উপেকার তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৩১৭৬-৭৭

“প্রভিজ্ঞা কৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তুণ্যপ্রায়”-বাক্যের আলোচনা ২১৩৬১৩৬ ; -২১৩৬১৪০ ; ভূমিকা (৩৮৫-২৪)

প্রবৃত্তিমার্গে জীবহিংসার বিধি সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৭১১৫০ ; শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞার্থে পশু-হননাদির ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও পশু-হননের পাপ দূরীভূত হইবে না ৩৩১৭৭ (১৪৩ পৃঃ)

প্রভুকর্তৃক “গোপী গোপী” নাম-গ্রহণের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৭১২৪০-৪৩

প্রভুর আত্ম-মহোৎসবে আত্মবৃক্ষের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৭১৩০-৭৫

প্রসাদী মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কারাদির ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৫১৫ শ্লো

প্রস্থানতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা ২১৩৪৪

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবিস্কৃত ভগবদ্রায় ও চিন্ময় ৩২০৭ (৭০৮ পৃঃ)

প্রাকৃত পরকীয়া নিন্দনীয় কিন্তু ব্রজ-পরকীয় নিন্দনীয় নহে ১৩৪৪২ (২৭৩-৭৪ পৃঃ) ; ভূমিকার “অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ” প্রবন্ধ (৩৬৬ পৃঃ)

প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনার রীতি সম্বন্ধে আলোচনা ১২১৪ (১০১ পৃঃ)

প্রায়শ্চিত্তাদির প্রসঙ্গে নামাপরাধ হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের ফল-প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৪১-৪৩ পৃঃ)

প্রীতির প্রভাব অনুসারে ভাবোদয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৪১৬৬

প্রেমমাতা কে—তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০২২ (৭৩৭-৪১ পৃঃ)

প্রেমবিলাস-বিবর্ত-মূর্ত্ত বিগ্রহ গৌর এবং বিপ্রলভ-মূর্ত্ত-বিগ্রহ-গৌর সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২১০৪

প্রেমবিলাস-বিবর্তে রাধা-কৃষ্ণের পরৈক্য (নাঃ সোঃ রমণ নাঃ হায় রমণী ভাব) জানমার্গের আধিক্য ভেদসাহিত্য নয় ২১৮১৫০ (৩৪২ পৃঃ)

প্রেমবিলাস-বিবর্তে রাধাকৃষ্ণের পরৈক্যই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রাধারামানন্দের গীতের শেষভাগে “অব সোই বিরাগ” ইত্যাদি বাক্যে বিরহের কথা কেন ২১৮১৫০ (৩৪৩ পৃঃ)

প্রেমবিলাস-বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১৫০

প্রেমবিলাস-বিবর্তন-সূচক দীর্ঘতী শুনিয়া মহাপ্রভু বহুকে রাসরাসনন্দনের মূখ্যস্থান করিলেন কেন ২।৮।১৫১ ; ২।৮।১৫৬ (৩৫২-৬০ পৃঃ)

প্রেমবিলাস-বিবর্তনসূচক দীর্ঘতীর আদর্শ-মহাপ্রভুসূচক অর্থে “অব লোই কিয়ং”-সাক্ষ্যপত্রের সার্থকতা কি ২।৮।১৫৬ (৩৫৮-৫৯ পৃঃ)

প্রেমভক্তির কথার পরেও প্রভুর “আগে কহ আর” বলার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৬০

প্রেমভক্তির স্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাহার বিস্তরণের সাধারণ প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা ১।৩।১৭ (১৭৫-৭৬ পৃঃ)

প্রেমভক্তিদান-সম্বন্ধে “অন্ন-অন্ন মূল্য” বিষয়ে আলোচনা ২।১৭।১৩৬

প্রেমভক্তিদান সম্বন্ধে আলোচনা ১।৩।১৭ (১৭৫-৭৬ পৃঃ)

প্রেমরস-নির্যাসের যে বৈচিত্রী আশ্বাদনের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে লীলার একটন, অপরটি তাহার আশ্বাদন সম্ভব নহে কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।১৬ ; ১।৪।২৫-২৮

প্রেমরসের আশ্বাদন দুইরকমে—বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে ১।৪।৩৫

প্রেমাকুর জমিলেই সাধ্যসাধনতত্ত্ব বুঝা যাইবে—তখন মিশ্রের প্রতি প্রভুর এই বাক্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৬।১৩

প্রেমাদিক্যে ভক্তের প্রতি প্রভুর প্রিয়তাধিক্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।৬।৮২-৯০

প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন-সম্বন্ধে ভাগবতায়ত্তের বচন ২।২৩।৪৪-৪৭ শ্লো (১১২৩ পৃঃ)

প্রেমের প্রয়োজন তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১।৭।১৩৬

প্রেমোৎপত্তির কারণ (অভিযোগ, সম্বন্ধ, অভিমানাদি)-সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১।১২০

ব ব ব ব

বঙ্গদেশীয় কবিকর্তৃক তদীয় নাটক-শ্লোকের অর্থসম্বন্ধে স্বরূপ-দামোদরের উক্তি আলোচনা ৩।৫।১১৪-১৫

বঙ্গ লি মহাপ্রভুদশী-প্রসঙ্গ ২।২৩।২৫৪ (১৩৩৫ পৃঃ)

বর্ণাশ্রম-ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৪ শ্লো

বর্ণাশ্রম-ধর্মত্যাগ ভক্তিপন্থায় বিষয়ে ২।২২।৫০ (১০৫৫ পৃঃ) ; ২।৮।৬-৭ শ্লো ; বর্ণাশ্রম-ধর্ম ত্যাগের অধিকার সম্বন্ধে বিচার ২।৮।৫৭ ; ভজনরস-দশাতেই স্বধর্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম) ত্যাগের বিধান ; তাহাতে ভক্তনের অপক অবস্থায় সাধকের পতন হইলেও তাহার কোনও অমঙ্গল হয় না ২।২২।৫০ (১০৫৪-৫৫ পৃঃ)

বর্ণাশ্রমধর্মকে রাসরাসনন্দকর্তৃক বিমুক্তভক্তির সাধন বলার তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।৪ শ্লো (২৫৩ পৃঃ)

বর্তমান কলির উপাস্ত্রসম্বন্ধে আলোচনা ১।৩।১০ শ্লো ; ২।২০।২৮৫-৮৬

বল্লভ-ভট্টের নিকটে মহাপ্রভুকর্তৃক ভক্তগুণকীর্তনের মধ্যে যে সাধন-মার্গের একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩।৭।৩৭-৩৯

বল্লভাধীকার-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতহীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ১।৪।১৮ ; ১।৪।৪২ শ্লো

বল্লভদেব যশোদা-সখ্যায় স্বীয় পুত্রকে রাখিয়া যশোদার কন্যা মায়াদেবীকে রাখিয়া যশোদার সময়ে যশোদানন্দনকে দেখিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।১৮।৬০ (৭২৬ পৃঃ)

বল্লভবিষয়ে বল্লভজ্ঞান-সম্বন্ধে আলোচনা ২।৬।৮৭

বহিঃস্থানীয় সাক্ষ্য : লক্ষণ ১।১।২৪ শ্লো ; জীবমায়ার ও জ্ঞানমায়ার ১।১।২৪ শ্লো (৫২-৫৩ পৃঃ) ; ১।১।২৪ (১৫৪ পৃঃ) ; আলোচনা ১।২।৮৫ ; ২।২।১২৬-২৭

বহিঃস্থ দ্বারাদ্বিধা জীবের চিত্তবৃত্তিকে জীবের নিজের দিকেই চালিত করে ৩৩২৩৩

বহু শিল্প করা সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৬৪

বাগিছিরই যে সমস্ত ইঞ্জিরের চালক, নামস্বীকর্তনে বাগিছির সংযত হইলে অল্প ইঞ্জিরও যে সংযত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১৭৭ (৭১৫-১৬ পৃঃ)

বাৎসল্যপ্রেমের উৎকর্ষসম্বন্ধে আলোচনা ২৮১১৬ স্কো (২৮২-৮৪ পৃঃ)

বামন দ্বাদশী ব্রত-প্রসঙ্গ ২২৪২৫৩ (১৩৩০ পৃঃ)

বাল্য-পৌগণ্ড কিশোরের ধর্ম ২২০১৩১৩ ; ২২০১৬৩ স্কো, বাল্যপৌগণ্ড বিগ্রহের ধর্ম ২২০১২১৫

বাস্তব-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা ১১১৩৭ স্কো (৮৮ পৃঃ)

বিজয়া মহাদ্বাদশী-প্রসঙ্গ ২২৪২৫৪ (১৩৩৬-৩৭ পৃঃ)

বিধিনিষেধের প্রাণবন্ত যে কৃষ্ণশ্রুতি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৫৪ স্কো

বিপ্রলভ-বিগ্রহ গৌর ও প্রেমবিলাস-বিবর্ত-বিগ্রহ গৌর সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২১০৪

বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ সম্বন্ধে আলোচনা ১৭১১১৪-১৫ ; ২৬১১৫৭

বিভিন্ন পদ্মাবলম্বী-সাধক যখন একই তত্ত্বের উপাসনা করেন, তখন তাঁহাদের প্রাপ্যবস্তু বিভিন্ন কেন হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২২৪১৫৮

বিভিন্নাংশ জীব সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৭

বিরোগাত্মক বিপ্রলভের রস-সম্বন্ধে আলোচনা ২২৩৪২ (১১৭৫ পৃঃ), ২২১৪৪-৪৫, ২২১৭ স্কো

বিরহ-ব্যাকুলতার মধ্যে মহাপ্রভুর হর্ষ-ভাবোদয় সম্বন্ধে ৩২০১৭

বিশুদ্ধ-সঙ্ক-সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১৫৫ (২৮৩ পৃঃ) ; বিশুদ্ধ-সম্বন্ধেই ভগবানের প্রকাশ সম্বন্ধে ১৪১১০ স্কো ;

ভগবৎ-পরিকরণের বিগ্রহও বিশুদ্ধ-সম্বন্ধে ২৪১১০ স্কো (২২১ পৃঃ), ১৪১৫৭, ধামাদিও বিশুদ্ধ-সম্বন্ধে বিকার ১৪১৫৬-৫৭

বিশুদ্ধ-কর্তৃক প্রেমদানদ্বারা বিশ্বের ধারণ ও পোষণের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ১৩২৫

বিশ্রীভক্তের আচরণ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬১২৭ (১২০-২১ পৃঃ)

বিশ্বের স্বভাব-সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬১২৭

বিশ্বপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৬২৩

বিশুদ্ধত্বের সাধ্যতা-সম্বন্ধে আলোচনা ২৮১৫৪ (২৪২ পৃঃ)

বিশুদ্ধ-যোগ-প্রসঙ্গ ২২৪২৫৪ (১৩৩২-৪৩ পৃঃ)

বৃন্দাবন-গমন-স্থলে গৌড়দেশে যাওয়ার সময় প্রভু গদাধর-পতিভগোন্মায়ীকে কেন সঙ্গে নিলেন না,

তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১৪৬

বেদ-পুরাণাদি অপৌরুষেয় এবং ত্রীকৃষ্ণের কৃপার দ্বারা ২২০১০৭

বেদান্তের মূখ্যার্থ আচ্ছাদনের জন্য লেখন-আজ্ঞার তাৎপর্যালোচনা ১৭১১০৫

বেদান্তের শব্দ-ভাষ্য যে বোধ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২৬১১৪ স্কো

বেদে অববিধা ভক্তির উল্লেখ ১৭১৩৫ (৫৭৫ পৃঃ)

বেদের স্বতন্ত্রপ্রমাণতা ১৭১২৫

বৈকুণ্ঠের আবরণ-প্রসঙ্গ ২২১১৭৬

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাধি ভিজয় ১৫১৪৫

বৈদীভক্তি ও রাগানুগাত্তির পার্থক্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৫৮-৫৯

বৈদীভক্তি ও রাগানুগাত্তি হইতে জাত প্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২২২১৫৮ (১১৩১ পৃঃ)

বৈরাগীর কর্তব্যাকর্তব্য-সম্বন্ধে মহাপ্রভু উক্তির আলোচনা ৩৮২১-২৫

বৈরাগীর পরাপেক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ৩৮২২২

বৈরাগ্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৮২ (১১০১-২ পৃঃ)

বৈষ্ণব-অপরাধ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১৩৮ (৭২০-২১ পৃঃ)

বৈষ্ণবের আশীর্বাদের স্বরূপ ১১১৪ নো (৬ পৃঃ)

বৈষ্ণব-প্রোক্তের বিশেষ বিধি সম্বন্ধে আলোচনা ১১৫১২২

বৈষ্ণব-ব্রত-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৩-৫৪ (১৩২৬-৪৫ পৃঃ)

বৈষ্ণবাচার-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৪২-৫০

বৈষ্ণবের দেহ কখন কি-ভাবে অপ্রাকৃত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৪১৮৪-৮৫

বৈষ্ণবের পুনর্জন্ম ও পাপ সম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৪৪ পৃঃ)

ব্যাপ্তি হিংস্রজন্তুর মুখে কৃষ্ণনাম-স্মরণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৭১২৭-২৮

“ব্রজ ছাড়িয়া কৃষ্ণ কোথায় গিয়েন না”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩১১৩১ (১৩-১৫ পৃঃ)

ব্রজ-পরিভ্রমণের প্রেমের অপূর্ব নির্ভা ১১১৭১২ নো

ব্রজবাসিগণ “ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে” কেন, ২১৩৩১৩২

ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১০ ; পরিশিষ্টে “ঐতীশ্যোবতঃ-

সম্বন্ধে”-প্রবন্ধ

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার তুল্যভাবে ভজনীয়তাসম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১০

ব্রজমুন্দরীগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত “কাম”-শব্দের তাৎপর্য ও প্রেম ২১৮৮৭

ব্রজমুন্দরীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস-বাসনার তাৎপর্য ৩১১৬১১২ (৫৫২ পৃঃ)

ব্রজে মন্থন-বাসনার অভাব ২১৪১৩ নো (৫৮৬ পৃঃ)

ব্রজেন্দ্র-মন্ডনে এবং গৌরমুন্দরে, ব্রজলীলার এবং নবদ্বীপলীলার, যে স্বরূপমত পার্থক্য নাই,

তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১০ (১১১২-২০ পৃঃ)

ব্রজের ঐশ্বর্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১২

ব্রজের দান্তপ্রেমের বিশেষত্ব ২১৮৬০ (২৭৪-৭৫ পৃঃ)

ব্রজ কৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ১১২৮ ; ১১২১৫ নো

ব্রজ, পরমাত্মা ও ভগবান-এই তিন শব্দের বাচ্য কি ১১২১৪ নো (১০৫-৬ পৃঃ)

ব্রজ-বিগ্রহের সাংখ্যিক-বিকারত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১০৮

ব্রজমোহন-লীলাপ্রসঙ্গ ২১২১১২

ব্রজ-শব্দের অর্থালোচনা ১১৭১০৭

ব্রজসূত্রে প্রয়োজনত্ব ১১৭১০৬ (৫৭৭ পৃঃ)

ব্রজা, বিষ্ণু ও শিব—তিনই ঐশ্বর্যভার হইলেও ব্রজা ও কৃষ্ণ হইতে বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা

২১৮৮২ নো (৭৩৩-৩৫ পৃঃ)

ব্রজা-কৃষ্ণাদিকেও নারায়ণের সমান মনে করিলে যে পাপগুণী হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা

২১৮৮২ নো

ব্রজানন্দ-সমূহে সমাধি-নিমগ্ন শুকদেব গোস্বামী ভগবৎগুণব্যাক্ত শ্লোক বিবরণ উল্লেখ ; তৎসম্বন্ধে

আলোচনা ২১১৭১৭ নো

ব্রজাণ্ডে অন্নদত্ত-ভগবত্বের স্বরূপ ১১৩২২ (১৫৩ পৃঃ)

অন্ধের বিগ্রহ (সাকারব ও নিসাকারব) সম্বন্ধে আলোচনা ১৭১০৭; ২১৬১৩৩
অন্ধের লগুণ ও নিগুণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১৫০

ত

ত

ত

ত

“তত্ত্ব-অবতার পদ উপরি সত্য”-বাক্যের তাৎপর্য ১৬৮৪

তত্ত্ব-ইচ্ছায় ভগবানের অবতরণের তাৎপর্য ১৬৮৮ (২২৭ পৃঃ)

তত্ত্বচিন্তা-বিনোদনই ভগবানের ব্রত ১৪১২২; ২১৮৮৭; ২১৪১৩ শ্লো (৫৮৬ পৃঃ)

তত্ত্বচিন্তে কৃষ্ণপ্রেরণ আগন্তুক হইলেও অন্তর্হিত হয় না ২১২১৫৭ (১০৬৫-৬৬ পৃঃ)

তত্ত্ববেদীদের সংহার ও তাঁহাদের প্রতি ভগবানের করুণা, নিগ্রহ নহে ১৬১২ শ্লো, (১৭৮ পৃঃ)

তত্ত্ববৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্ত। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্ন ॥” বাক্যের আলোচনা ২১২১৫১; ২১২১৪৩ শ্লো

তত্ত্বসম্বন্ধে কৃষ্ণকৃপার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬২২২ (২২৭ পৃঃ)

তত্ত্বস্বভাবের কৃষ্ণ ও অন্তর্ভুক্ত্যমীর বৈশিষ্ট্য ১১১৩০

ভক্তিই পরমতম জিজ্ঞাস্ত বস্তু ১১১২৬ শ্লো

ভক্তি কিরূপে রসে পরিণত হয়, স্থায়ীভাবে কিরূপে বিভাব, অহুভাব, সাধিকভাব ও ব্যভিচারীভাবের সহিত মিলিত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪৪-৪৭ শ্লো (১১২৪-২৮ পৃঃ)

“ভক্তিপদে দায়িত্ব-বাক্যের আলোচনা ২১৬২২ শ্লো (২১৩ পৃঃ)

ভক্তিবাসনার যে বিনাশ নাই, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৫০ (১০৫৫ পৃঃ)

ভক্তিবিকাশের ক্রম-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৫; ২১২৩৭-২

“ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান”-বাক্যের আলোচনা ১৬১২

ভক্তিমাগের ভূতশুদ্ধি পার্শ্বদেহ-চিন্তা ১৬১১৫ (৫৮৭ পৃঃ)

ভক্তিরস কাহাদের পক্ষে আশ্রয় এবং কাহাদের পক্ষে আশ্রয় নয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৫১

ভক্তিরসাধনানের উপযোগী সাধন, সহায় ও প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪৪-৪৭ শ্লো

ভক্তিলতার উপশাখা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৪০-৪২

ভক্তিলতার বীজ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩৩

ভক্তিসম্বন্ধে চারিটি প্রস্তরের আলোচনা ২১২১৪

ভক্তি-সাধকের শাস্ত্র বিকাশ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩২ (৭৮২ পৃঃ)

ভক্তির অভিধেয় সম্বন্ধে আলোচনা ১১১২৬ শ্লো; ১৭১৩৫; ২১২১৪; ২১২১৪৪-১৬

ভক্তির উৎকর্ষ—কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি হইতে ১১১২৬ শ্লো; ২১২১৪৪-১৬

ভক্তের গুণকীর্তনে ভগবানের লাভ সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১৭২

ভক্তের দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্ৰাকৃতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১৪৭ (২৩৭-৩৮ পৃঃ)

ভক্তের প্রতি কৃপাতে এবং অভক্তের প্রতি তাহার অভাবে কৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয় না ১৪১৩০; ৩৬২২২ (২২৭ পৃঃ)

ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আশ্বাদন এবং রাগমাগের ভক্তি প্রচার উভয়ই শ্রীকৃষ্ণবতাদের হেতু হইলেও উভয়ে ভুল্যরূপে প্রধাম কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৪১১৫ (২৪২ পৃঃ)

ভক্তের প্রেমে ভগবানের কৃতার্থতা জ্ঞান-সম্বন্ধে আলোচনা ১৪১৩ (২৪২ পৃঃ)

ভক্তের ভিতরে বাহিরে ভগবান্ বাক্যের আলোচনা ১১১২৫ শ্লো (৫৫ পৃঃ); ১১১৩০; ২১২১৪৪

ভক্তের শাস্ত্র-সম্রত আচরণই অমুকরণীয়; গীতাবাক্যের সমালোচনা ১৪১৪ শ্লো (২৬৪-৬৬ পৃঃ)

ভগবদ্ভাস্বরূপ-শক্তির বিলাস, বিষ্ণু ১৪৮৫৬; ১৪৮১৪-১৫; ২২১১৪; ২৪৮১৪; ২৪৮১৪; ২৪৮১৪;

১২১৬২

ভগবদ্ভাস্বরূপ উপর্য্যযো দেশে অবস্থিত তাৎপর্য ১৪৮১৪-১৫

ভগবদ্ভাস্বরূপ দর্শন প্রেমেন্দ্রেই সম্ভব, চর্যচক্রে সম্ভব নয় ১৪৮১১-১৮

ভগবদ্ভাস্বরূপ প্রকাশে প্রকটন ১৪৮২২

ভগবদ্ভাস্বরূপ অসাধারণ বাহ্যিকের হেতু ১৪৮১১ (১৮ পৃ:)

ভগবদ্ভাস্বরূপ প্রাণ-কীর্তনের কলে ঋগ্বেদেরও সোমবাগ্যোগ্যতা-লাভ সম্বন্ধে আলোচনা ২৪৮১৩ নো

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া কর্মানুষ্ঠান করেন কেন ১৪৮১৩ নো

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া কবলে কেলিলেন কেন এই পূর্ব পক্ষের আলোচনা ২৪৮১৫ (১৮-১৯ পৃ:);

২৪৮১০৪ (৮৪৬ পৃ:)

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১০২ (৪৪৬ পৃ:)

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে (স্বরূপানন্দ, শক্ত্যানন্দ, মানসানন্দ) সম্বন্ধে আলোচনা ২৪৮১২২ (১৮৬৬-৬৮ পৃ:),

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১৩০; ২৪৮১৩০-১৪

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১২৬ নো, (৫৬-৫৭ পৃ:)

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১২০ নো (২২০ পৃ:);

২৪৮১২১

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১১৫; ২৪৮১১৫ নো (১০৬২ পৃ:)

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ২৪৮১২৪

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ২৪৮১১৩০ (৭৮৭ পৃ:)

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১২২

"ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১১৩০

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ২৪৮১১৩০-১৪

(১২০৫-২৬ পৃ:)

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ২৪৮১৩৭ (১১৬১ পৃ: হইতে আরম্ভ)

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১৩০; ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১৩০

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১২১ (২২৬ পৃ:)

"ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ২৪৮১১৩০

"ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ২৪৮১২২ নো (২১৩ পৃ:)

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১১; ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১১

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ২৪৮১১০১ (৮৪২ পৃ:)

ম

ম

ম

ম

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১১ নো; বিশেষ ১৪৮১২ নো

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১১ নো; বিশেষ ১৪৮১২ নো

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ২৪৮১১২

ভগবদ্ভাস্বরূপে অবতীর্ণ হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করে ১৪৮১১ নো (১৪-১৭ পৃ:); ২৪৮১১৩০-১৪

মহাপ্রভুর বাখারী, সমাজনা ও সমর্থ্যাদি বৈচিত্র্যময় আলোচনা ২১৩৩৭

মহাপ্রভুর অপেক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১২ (৬২০-২২ পৃঃ)

মহাপ্রভুর বৈরাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬২৩৬

মহাপ্রভুর লক্ষণ ২১২১৪৮ ; মহাপ্রভুর লক্ষণ ২১১৭১০৬

“মহাপ্রভুর যেম গন্তঃ স পছা” বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৭১৭৪-৭৫

মহাপ্রভুর লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা ১২১১৫ স্লো

মহাপ্রভুর নিজের ভক্তিশাস্ত্রাদি প্রচার করিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৪৭৭

মহাপ্রভুর নিজেকে মারাবাদী বলার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮৪২

মহাপ্রভুর প্রতিদিনই জগন্নাথ-মন্দিরে প্রণাম পাইয়া থাকেন ; কিন্তু কেবল একদিন প্রসাদের সৌরভ ও স্বাদ অল্পভব করিয়া “ফেলালব” বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১০২ (৫৪৭-৪৮ পৃঃ)

মহাপ্রভুর “ভগবান্” ও “মহাভাগবত”—এই উক্তিষয়ের আলোচনা ২১১৭১১০

মহাপ্রভুরকর্তৃক আশ্বাহিত শ্রীকৃষ্ণের ললিতমাধব নাটকের “নটতা কীরাতরাজ্য”—ম্রোকে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের ইঙ্গিত সম্বন্ধে আলোচনা ৩১১৮১ (২২ পৃঃ) ; ৩১১৪২ স্লো ; ৩১১১৩৬

মহাপ্রভুরকর্তৃক শুণ্ডিচামার্জন-সীলার রহস্য ২১২১৭৩

মহাপ্রভুরকর্তৃক দামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকারের তাৎপর্যসম্বন্ধে আলোচনা ৩৩১৩০-১৬

মহাপ্রভুরকর্তৃক প্রত্নাশ্মিত্রকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য বামানন্দরায়ের নিকটে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১৮০-৮৩

মহাপ্রভুরকর্তৃক প্রেমদান রহস্য ১৩১১৭ (১৭৫-৭৬ পৃঃ)

মহাপ্রভুরকর্তৃক বাখার রথঠেলা সম্বন্ধে আলোচনা ২১৪১৫৪

মহাপ্রভুরকর্তৃক রাজ্য প্রতাপরত্নকে ঐশ্বর্য প্রদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা ২১৪১১৭

মহাপ্রভুরে শ্রীকৃষ্ণভাবের অভিব্যক্তিসম্বন্ধে আলোচনা ৩৬৮

মহাপ্রভুরে শ্রীরাধাব্যতীত অন্তঃগোপীর ভাবের আবেশ সম্বন্ধে এবং অন্তঃগোপীর ভাবেও প্রভুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৪১৬-১৭ ; ৩১৭১২৪ ; ৩১৮১৭২

মহাপ্রভুর অবতারের উদ্দেশ্যের ভূমিকার শেবলীলা সম্বন্ধে আলোচনা ২১১১৭-১৮

মহাপ্রভুর কোনও কোনও প্রণামবাক্য চিত্রজয়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৬১২৪

মহাপ্রভুর গৃহী পার্বদদের সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৪২ (১০৫১ পৃঃ)

মহাপ্রভুর গোড়পথের পরিবর্তে বারিধণ-পথে বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৭১০০-৫১

মহাপ্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা ২১৫১৪১-৪২ ; ২১৫১৪৮-৫০

মহাপ্রভুর দর্শনে বৃন্দাবনের শুকশারীর শ্লোক পঠন সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৭১২২

মহাপ্রভুর দীর্ঘাকৃতি ও কুর্মাাকৃতি ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৪১৬৩

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমন সঙ্গী বলভট্ট ভট্টাচার্যের সঙ্গী বিপ্রভৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৭১১৬ ; ২১৮১৫৫

“মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা” সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১১২

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রদান বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬২১৮

মহাপ্রভুর মুখে “কৃষ্ণকেশব, রামরাধব” বাক্যের তাৎপর্যালোচনা ২১৭১৩ স্লো

মহাপ্রভুর স্বব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১১৭৪

মহাপ্রভুর নামকেনি-আদিশ্রোমে গমন-সম্বন্ধে কবিতাসংগ্রহী ও কবিতাসংগ্রহী-উক্তির আলোচনা ২১৬২২২

মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ-সময়ে যবনরাজের হিন্দুবেশ ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬৩১৭৩-৪০

মহাপ্রসাদ ও মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬৩১৭৩

মহাপ্রসাদ-ভোজন-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৬৩

মহাপ্রসাদে "ভালমন্দ"-বিচার প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৬২৩৪ (২৩২-৩০২ পৃঃ)

মহাপ্রসাদের পচন ও দুর্গন্ধময়ত্বাদি সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬৩০৮

মহাপ্রসাদের মর্যাদাকারকণ বিষয়ে হরিন্দাস ঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬৩১১৩

মহাভাব-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৩৭ (১১৬১ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

মহাভারতে শ্রীশ্রীগৌর সম্বন্ধে উল্লেখ ১৩৩৮ শ্লো

"মহিবীর্ণের রুচ্যতা" বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৩৭ (১১৬৬-৬৭ পৃঃ)

মহিবীর্ণের এবং ব্রজদেবীদিগের মানের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১১৪১৩৬

মহিবীর্ণের সন্তোষগোষ্ঠার রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬৮১৭২ (৬৩১ পৃঃ)

মহিবীর্ণের সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৬০ (১২২২-২৬ পৃঃ)

মাদন-ভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৬৮ (১১৭০ পৃঃ)

"মাদুর্য্য ভগ্নবাসার"-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১২২

মান (স্থায়ীভাব-প্রকরণের-মান এবং বিপ্রলম্ব-প্রকরণের মান) সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৪৩ (১১৭৬-৭৮ পৃঃ)

মানসিক সেবার মহিমা-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৭০

মায়ী—"বহিরঙ্গা মায়ী" উক্তব্য ।

মায়ীর মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বরের মায়ী-স্পর্শ নাই ১২১১১ শ্লো ; ১১৫৭৩-৭৫

মুক্তির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৪৪৩ শ্লো ; মুক্তি ও নিরোধের পার্থক্য ১২১১৫ শ্লো (১৪৫ পৃঃ) ;

পরিশিষ্টে "মুক্তি"-প্রবন্ধ

মুখ্যাবস্থি সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭১০৩

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত শক্তি সম্বন্ধে প্রমাণ ১৪৪৫২ (২৮১ পৃঃ) ; ১৪৪৫৫ (২৮৩ পৃঃ)

মুসলমান শাস্ত্রকথিত পরিতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১২০

মুদ্রাক্ষণ লীগায় যশোদামাতার ঐশ্বর্য্যদর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১৬ শ্লো (২৮২-৮৩ পৃঃ) ; ২১২১২২ (২৬৮-৬৯ পৃঃ)

মোদন ও মোহন ভাব সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৬৮

মোক্ষবাহু কৈতব-প্রধান কেন ১১১৫১ ; ১১১৫১ পয়ারের টীকা পরিশিষ্ট

মৌবল-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৫২ (১২১০-১১ পৃঃ)

য

য

য

য

"যন্তে স্তম্ভাচরণাধ্বকুম্ভ"-রোকে গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতার প্রমাণ-সম্বন্ধে আলোচনা ১৪৪২৬ শ্লো

"যন্তাগ্রহ বিনা তক্তি না জন্মায় প্রেমে"-বাক্যসম্বন্ধে আলোচনা ২১২৪১১৫ (১২৮৬ পৃঃ)

"যন্তপি কারো মমতা বহু জনে হয় । শ্রীতের স্বভাবে কাহাতে কোনো ভাবোদয়"-পয়ার সম্বন্ধে আলোচনা

১৩৪১৬৬

"যমুদগণ অজানিলকে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে নিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৬৩১৭৭

(১১৬৮-৮৮ পৃঃ)

বন-নিষ্কাশন সনদে আলোচনা ২১২২৮৩

বনসংরক্ষণ-প্রসঙ্গ ২১৮৮৬১ ; ২১২০৫৮ প্লো

বনসংরক্ষণের ক্ষেত্রে জলসীল-প্রসঙ্গ ২১৮৮৬০

বনসংরক্ষণের প্রসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ বস্তুর ১৮৮২১ ; ২১৮৮৬২ ; ২১৮৮৬৩ প্লো

“বনসংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি” সনদে আলোচনা ২১২২৬২ (১০৭৭ পৃঃ)

বাহ্যি পাপ তাহা যে সকলের পক্ষেই পাপ তৎসনদে আলোচনা ২১২৪১৭২

বুগভেদে পুরাণাদি-শাস্ত্রের প্রকটন ১৮৮৬ প্লো (১২১ পৃঃ)

বুদ্ধিতিরের রাজস্বসংক্রান্ত ঐক্যবদ্ধ শিল্পপালের উক্তির আলোচনা ৩৫১১৩৭

“যে জীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অমৃতপানে” ইত্যাদি বাক্য সনদে আলোচনা ২১২৫১২০

যোগজ্ঞানাদির অন্তর্ভুক্ত নামের ফল সনদে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৪১-৪৩ পৃঃ)

রঘুনাথদাসের আবির্ভাব-সময় সনদে আলোচনা ৩৩১৬৭ (২৮৫-৮৬ পৃঃ)

রঘুনাথদাসের গৃহ হইতে পলায়ন প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৩১৬৭

রঘুনাথদাসের পক্ষে গোবিন্দের নিকট হইতে প্রসাদ না লইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইবার সঙ্কল্প সনদে তাঁহার মনোভাবের আলোচনা ৩৩২১২

রঘুনাথদাসের প্রতি গোবর্দ্ধনশিলার সাংস্কৃতিকপুঙ্জন বিষয়ে মহাপ্রভুর আদেশের আলোচনা ৩৩২৮২

রঘুনাথদাসের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর “চোরা”-উক্তির আলোচনা ৩৩৪৬

রত্নির লক্ষণ ৩১২১৫১

রথযাত্রাকালে খণ্ড-সম্প্রদায়ের “অন্ত্যস্ত” কীর্তনের তাৎপর্যালোচনা ২১৩৪৩-৪৫

রমণেচ্ছা থাকিলে রাগানুগার ভজন করিয়াও ব্রজে সেবা পাওয়া যায় না, দ্বারকায় পাওয়া যাইতে পারে ২১২২৮৮ (১১১৫ পৃঃ)

“রসং হেবাংগ লক্ষ্মীভবতি”-শ্রুতিবাক্যের অর্থালোচনা ৩২০৭ (৬২৭-২৯ পৃঃ)

রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ”-সনদে আলোচনা ২১৮২৩৩-৩৪

রসভাস সনদে আলোচনা ২১৪১৫৫

রসাস্বাদনের প্রকার সনদে আলোচনা ২১২৩৪৪-৭৪ প্লো (১১২৪-২৮ পৃঃ)

রসাস্বাদনের সহায়-সনদে আলোচনা ২১২৩৪৪-৪৭ প্লো (১১২৩-২৪ পৃঃ)

রসাস্বাদনের সাধন সনদে আলোচনা ২১২৩৪৪-৪৭ প্লো (১১২০-২৩ পৃঃ)

রাগাঙ্গিক ভক্তি ও রাগাঙ্গিকার আশ্রয়ভুক্ত সনদে আলোচনা ২১২২৮৫ ; ২১২২৮৭

রাগাঙ্গিক ভক্তনে জীবের যে অধিকার নাই, তৎসনদে আলোচনা ২১২২৮৮ (১১১৩-১৪ পৃঃ)

রাগাঙ্গিকার অনুগতি ও অনুকরণ সনদে আলোচনা ২১২২৮৮ (১১১৩-১৪ পৃঃ)

রাগাঙ্গিকার আনুগত্যময়-ভাবে আশ্রয়ও যে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে আছে, তৎসনদে আলোচনা ২১২২৮৮ (১১১৪ পৃঃ)

রাগানুগা ও বৈধীভক্তির পার্থক্য সনদে আলোচনা ২১২২৫৮-৫৯

রাগানুগাভক্তির সৎকামানুগা ও কামানুগা এবং সন্তোগেচ্ছাময়ী ও সন্তোগেচ্ছাময়ী বৈচিত্রী-সনদে আলোচনা ২১২২৮৮ (১১১৪-১৫ পৃঃ)

রাগানুগম্যার্গে অন্তর-সাধন দ্ব্যর্থ অঙ্গ হইলেও বাহ্য-সাধন যে উপেক্ষণীয় নয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১০১ (১১২৬ পৃ:)

রাগানুগম্য অর্জনমার্গে বারকাধ্যায় ও মহিবীদিগের পূজনাদি যে বিধের নছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৮৮ (১১১৫ পৃ:) ; ২১২১৮৯

রাগানুগম্য ভক্তনে শাস্ত্রযুক্তি না মানার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৮৮

রাগানুগম্য সাধন—বাহ্য ও অন্তর ২১২১৮৯

রাগানুগম্য সাধনে নিত্যসিদ্ধ পরিকল্পনের সহিত অভেদ-মনন-সম্বন্ধে এবং স্বতন্ত্ররূপে পিতৃাদির অভিমান-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৯১ (১১২৫-২৬ পৃ:)

রাগের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৮৬

“রাঘবের ঘরে রাখে রাধাঠাকুরাণী”-উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬১১১৪

রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণব-বেশে প্রভুর নিকটে যাওয়ার অঙ্গ প্রতাপকল্পের প্রতি সার্বভৌমের উপদেশের সময়-সম্বন্ধে আলোচনা ২১১১৪৪-৪৬

রাধা। কৃষ্ণের সহিত একাত্মা, অভিন্ন ; পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৪২ ; হলাদিনী-শক্তি, পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৪২ ; স্বরূপশক্তি, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-প্রমাণ ১৪৪৫২ ; স্বরূপ-শক্তি হলাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী ও মূর্ত্তবিগ্রহ, ভগবৎ-সন্দর্ভ-প্রমাণ ১৪৪৫২ ; মহাভাব-স্বরূপিণী ১৪৪৫২-৬০ ; উ. নী. ম.-প্রমাণ ১৪৪১১ শ্লো ; চিত্তেশ্বর-কায় কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত, কৃষ্ণের নিজশক্তি ১৪৪৬১ ; ব্রহ্মসংহিতা-প্রমাণ ১৪৪১২ শ্লো ; কৃষ্ণের অপায়িনী শক্তি ; শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-প্রমাণ, বেদান্ত-প্রমাণ, বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৬৬ ; ব্রজের গোপীগণের, পুরের মহিবীগণের এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষীগণের অংশিনী, ১৪৪৬৩-৬৫ ; নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৬৫ ; লক্ষ্মী-দুর্গাদি শ্রীরাধার অংশ, পুরুষবোধিনী-শ্রুতি-প্রমাণ ১৪৪৬৫ ; যে ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রকাশ, তাঁহার কান্ত্যশক্তিও শ্রীরাধার তদ্রূপ প্রকাশ ১৪৪৬৬-৬৮ ; বিষ্ণুপুরাণ-পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৬৬ ; চিদ্রিৎ সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাত্রী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদিরও দেহকারণের কারণরূপা ; পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৬৬ ; ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধারই কায়বুরূপা, পদ্মপুরাণ-প্রমাণ এবং নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৬৮ ; কৃষ্ণলীলার সহায় ১৪৪৬৯-৭০ ; ব্রহ্মস্বরূপা, নারদপঞ্চরাত্রের প্রমাণ ১৪৪৮৫ ; গোপীগণ শ্রীরাধারূপ প্রেমকল্প-লতিকার পল্লব-পুষ্প-পাতা ২১৮১৬৯ ; গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দসর্বস্বা, সর্বকান্ত্যশিরোমণি ১৪৪৭১ ; বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র-প্রমাণ ১৪৪১৩ শ্লো ; কৃষ্ণকীড়াপূজার বসতি-নগরী ১৪৪৭২ ; কৃষ্ণময়ী ১৪৪৭৩-৭৪ ; রাধিকানামের তাৎপর্য্য ১৪৪৭৫ ; ১৪৪১৪ শ্লো ; সর্বপূজ্যা, পরম-দেবতা, সর্বপালিকা, সর্বজগতের মাতা ১৪৪৭৬ ; পদ্মপুরাণ-নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৭৬ ; মূলা প্রকৃতি, নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৭৬ ; বহিবঙ্গা-মায়াশক্তিও শ্রীরাধার অংশ, শ্রীমদ্ভাগবত-নারদ-পঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৭৬ ; সর্বলক্ষ্মী, পদ্মপুরাণ-প্রমাণ ১৪৪৭৭ ; কৃষ্ণের বড়-বিধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী, ভগবৎ-সন্দর্ভ-নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১৪৪৭৮ ; সর্বশক্তিবর্ধা, স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী, পরাশক্তিরূপা, পরাবিজ্ঞানিক, ব্রহ্মা-কৃতাদি দ্বেগণেরও দুর্গম-মাহাত্ম্যা, ইচ্ছাশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়াশক্তির অংশিনী, পদ্মপুরাণ-প্রমাণ, শ্রীতিসন্দর্ভ-প্রমাণ ১৪৪৭৮ ; সর্বসৌন্দর্যের উৎস ১৪৪৭৯ ; সর্বকান্তি ১৪৪৭৯-৮১ ; শ্রীকৃষ্ণমোহিনী ১৪৪৮২ ; পূর্ণশক্তি ১৪৪৮৩ ; শ্রুতিপ্রমাণ ১৪৪৮৩ ; রাধা পূর্ণশক্তি এবং কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান বলিয়া উভয়ে অভিন্ন ১৪৪৮৩ ; শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-বাসনাতে শৃঙ্খলরূপা ১৪৪৮২ শ্লো ; শ্রীরাধা রাসলীলার অধিষ্ঠাত্রী, রাসেশ্বরী, নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ (ভূমিকায় রাধাতত্ত্ব-প্রবন্ধ ১১১ পৃ:) ১৪৪৬৫ ; শ্রীরাধাব্যতীত অঙ্গ শতকোটি গোপীতেও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না ২১৮১৮৮ ; কৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত বাসনাহীনা হইয়াও কৃষ্ণহৃৎকের জন্ত দেহ দান করেন ৩২০৫০ ; ভূমিকায় “রাধাতত্ত্ব”-প্রবন্ধ (১১১-১৪ পৃ:) দ্রষ্টব্য।

রাধা ও কৃষ্ণ যে এক আত্মা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৪৪৪২-৫০ ; ১৪৪৮৩-৮৪

রাধা স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং সর্বগুণের ও সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী ১৪৪৭৮ (৩১৩ পৃ:)

রাধাকৃষ্ণে রামানন্দর রাধাসম-প্রেমপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮৮

রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে রামানন্দরায়কর্তৃক কৃষ্ণের বীরললিতত্ব-বর্ণনের পরেও মহাপ্রভু আরও কিছু ভনিতে চাহিলেন কেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৫০ (৩৪১ পৃঃ)

রাধাপ্রেমের অন্তিমিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে প্রভুর পূর্বপক্ষ (আপত্তি) সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৭৭-৭৮

রাধাপ্রেমের অন্তিমিরপেক্ষতা স্থাপন-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৭২-৮০

রাধাপ্রেমের অপূর্ণ বাহ্যিক ১১৭১৮-২ রো ; ৩২০১৩২-৫১ ; ২১৮১৫২-৫৬

রাধাপ্রেমের আভিগত, পরিমাণগত, প্রকৃতিগত এক পরিপক্বতাগত বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৫৬ (৩৫৪-৫২ পৃঃ)

রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য—জাত্যংশে এবং আভিজাত্যে ২১৮১৫৬ (৩৩৫-৩৬ পৃঃ)

রাধারাগীর কর-চরণ-চিহ্ন ২১২৩৩২-৪৩ রো (১১৮৮ পৃঃ)

রাধারাগীর প্রতি দুর্ভাসাকর্তৃক বরদান-প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৩১১৫৫

• রাধিকাদির প্রেমবৈচিত্র্য সম্বন্ধে উদাহরণ ২১২৩৪৪

রাধিকার তিন পুরুষে রতি-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১২১১ রো

রাধিকার পঁচিশটি প্রধাম গুণ ২১২৩৩২-৪৩ রো

রাধিকার রাসেশ্বরীকৃষ্ণের হেতু যে মাদন-ভাব, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮১৭২ (৩৩৪ পৃঃ)

রামচন্দ্রখান ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রসঙ্গ ৩৩১১৫৫

রামনবমী-ত্রৈলোক্য-প্রসঙ্গ ২১২৪১২৫৩ (১৩৩০ পৃঃ)

রামনাম ভারত, কৃষ্ণনাম পারত ৩৩১২৪৪

রামানন্দরায়কর্তৃক দেবদাসীদিগকে নাটকের অভিনয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গের আলোচনা ৩৫১১২ ; ৩৫১১৫-২০ ; ৩৫১২৪ ; তৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুকর্তৃক রামানন্দের বাহ্যিক-কথন-সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১৩৬-৪০

রামানন্দরায়কর্তৃক রাধাপ্রেমের অন্তিমিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে প্রভুর আপত্তি খণ্ডন-বিষয়ের আলোচনা ২১৮১৭২-৮০

রামানন্দরায়কর্তৃক “সেব্যবুদ্ধি আরোগিলা” দেবদাসীদের সেবাসম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১১৮

রামানন্দরায়কর্তৃক যহন্তে দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ-মর্দনাদির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১১৫-১৬

রামানন্দরায়ের নিকটে মহাপ্রভুর জিজ্ঞাস্তা রসভবের তাৎপর্য-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১০৬-৮

(৩০৭ পৃঃ)

রামানন্দরায়ের “পহিলিহি রাগ”-গীতটীর প্রকরণ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৮১৫৬ (৩৫১-৫৪ পৃঃ)

রামানন্দরায়ের মুখে কৃষ্ণতত্ত্বাদি প্রকাশ করাইবার পরেও মহাপ্রভু আবার কেন রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ব জানিতে চাহিলেন ২১৮১৫৬ (শেষাংশ)

রামানন্দরায়ের মুখে কৃষ্ণতত্ত্বাদি প্রকাশ করাইবার পক্ষে রাধাপ্রেমের মহিমা-খ্যাপনই প্রভুর উদ্দেশ্য ২১৮১১৫ ; ২১৮১৫৬

রামানন্দরায়ের মুখে প্রভুর প্রতি “মহাচিলনং নৃণাম্”-ইত্যাদি শ্লোকোক্তির তাৎপর্যালোচনা ২১৮১৩ রো

রামানন্দরায়ের মুখে রাধাপ্রেমের মহিমা ভনিয়া যদিও প্রভু বলিলেন—“এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্গম”, তথাপি আবার কৃষ্ণতত্ত্বাদি জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশের তাৎপর্যালোচনা ২১৮১২

রামানন্দরায়ের রাগাঙ্গুণা-ভজন-সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫১৪৮

রাসকীর্ত্তার গুটমূলকরণ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮১৭২ (৬পৃঃ ২৭-২৮ ; ৬৩৬-৬৭ পৃঃ)

রাসজীতার সামগ্রী সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮।৭২ (৬০৫-৬৬ পৃঃ)

রাসজীতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮।৭২ (৬৩২-৬৫ পৃঃ)

রাসলীলায় যে সমস্তরসের আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১৪।৭০ ; ৩১৮।৭২ (৬৩৪ পৃঃ)

রাসলীলার লক্ষণসম্বন্ধে আলোচনা : তটস্থলক্ষণ ৩১৮।৭২ (৬২৭-২৮ পৃঃ ; ৬৩৬-৩৭ পৃঃ) ; স্বরূপ-লক্ষণ ৩১৮।৭২ (৬২৮-৩১ পৃঃ)

রাসলীলারহস্ত সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮।৭২ (৬২৩-৩৭ পৃঃ)

রাসলীলাদির অনুলভবকর্ত্তা সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮।৭২ (৬২৫-২৬ পৃঃ)

রাসলীলাদির আত্মদক সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮।৭২ (৬২৪ পৃঃ)

রাসলীলাদির বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮।৭২ (৬২৩-২৪ পৃঃ)

রাসলীলাদির মুখ্য শ্রোতা সম্বন্ধে আলোচনা ৩১৮।৭২ (৬২৪ পৃঃ)

রাসাদি-লীলা-কথা-শ্রবণ-কীৰ্ত্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩৫।৪৩-৪৫

রাসাদি-লীলায় কৈশোর, কাম ও জগত্তের সফলতা সম্বন্ধে আলোচনা ১৪।১০২ ; ১৪।১৫-১৭ পৃঃ

রাসাদি-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে সকল জীবের প্রতি অহুগ্রহ প্রকাশ করিলেন ১৪।৪ পৃঃ

“রাসে হরিরিহ” ইত্যাদি শ্লোকটি কোন্ সময়ের রাস-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩১৫।৭৬

রাসোৎসবের কর্ত্ত্ব ১১।৩৩ পৃঃ (৭৮ পৃঃ)

রুক্মিণীদেবীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-প্রসঙ্গ ৩৭।১৩১

রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব-সম্বন্ধে আলোচনা ২।২৩।৩৭ (১১৬৫ পৃঃ হইতে আরম্ভ)

ল

ল

ল

ল

ললনামিষ্ঠরাগ বস্তুটি কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ২।৮।১৫২ (৩৪৭ পৃঃ “নয়নভঙ্গ-ভেল”-প্রসঙ্গে) ; ৩।১২১ পৃঃ ; ৩।৮।১৫৬ (৩৫৪-৫৬ পৃঃ)

লক্ষণাবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা ১।৭।১০৪

লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করায় এবং পরে তাঁহাকে অন্তর্দ্বাপিত করায় প্রভুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৬।২৩ (৭০৩ পৃঃ)

লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহের সময়ে প্রভুর বয়স-সম্বন্ধে আলোচনা ১।১৫।২ পৃঃ

লীলাপ্রকটনের সঙ্গে ধামপ্রকটন ১।৩।২২

লীলাপ্রকটনের সময়ে নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পরিকরগণেরও প্রকটন হয় ১।৪।২৪ (২৫৩ পৃঃ)

লীলার নিত্যসম্বন্ধেও গৌরলীলা প্রকটনের উদ্দেশ্যে গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার তাৎপর্যালোচনা ১।৩।২১ (১৮২ পৃঃ)

লীলার নিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ১।৩।২১ ; ২।২০।৩১২-২০

“লেভ কায়স্থ”-পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা ২।১২।১৫

“লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব”-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ৩।২।৫

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা ১।৪।৮৪

শব্দরাচার্যের ভাস্ক ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা ২।৩।১৪ পৃঃ

শতকোটি গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণের রাসবিজ্ঞানে ঐশ্বর্যকর্ষক বাসুদেবের সেবা সঙ্কে আলোচনা

২।৮।৮২-৮৩

লক্ষণাগত ও অকিঞ্চনের লক্ষণ সঙ্কে আলোচনা ২।২।৫৩

শান্তভক্ত বিবিধ—আত্মারাম ও তাপস ২।১২।১৬২; শান্তভক্তের লক্ষণ ২।১২।১৭৭-৭৮

শান্তভক্তগতের প্রয়োজনীয়তা সঙ্কে আলোচনা ২।৮।৫৪

শান্তভক্তগতকে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ না করা সঙ্কে শান্তবিধি ২।২২।৬৪ (১০৮৪ পৃঃ)

শিবভক্ত-সঙ্কে আলোচনা ২।২।২৬২-৬৪; ২।২।৪৩ শ্লো; ২।২।২৬৫; ২।২।৪৪ শ্লো

শিবরাত্রিভক্ত প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৩-৫৪ (১৩৪৩-৪৫ পৃঃ)

শিবানন্দসেনের কুতূহ-প্রসঙ্গের আলোচনা ৩।১।১২-১৩

শিবের পরভক্ত-সঙ্কে আলোচনা ২।২।২৬৩ (৮২২-২০০ পৃঃ)

শিকড়ের শ্লোকসমূহের ভাবের ধারাবাহিকতা সঙ্কে আলোচনা ৩।২।৫৫

শুকদেবদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচারের গুঢ় উদ্দেশ্য সঙ্কে আলোচনা ২।২।১২২

শুক বৈষ্ণব সঙ্কে আলোচনা (হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস-প্রসঙ্গে) ৩।৬।১২৬ (২৮৮-৮৯ পৃঃ)

শুকভক্ত : লক্ষণ ১।৪।১২-২০; শুকভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে পরম-বাক্য বলিয়া মনে করেন ১।৪।১২-২০ (২৪৭ পৃঃ)

শুদ্ধা (সাধন) ভক্তির লক্ষণ ২।১২।১৪৮; ২।১২।২২-২৪ শ্লো (৭২৮ পৃঃ)

শৃঙ্গার-রসে সম্ভোগ সঙ্কে আলোচনা ২।২।৪২

শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব-কাহিনী ২।১।৮২

শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তিসেবা সঙ্কে আলোচনা ২।২।৫৫-৫৭ শ্লো (১০২৩ পৃঃ)

শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিন্তে প্রেমোদয় সঙ্কে আলোচনা ২।২।৫৭

শ্রবণবাদী ভক্ত-প্রসঙ্গ ২।২৪।২৫৪ (১৩৩৮-৩৯ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণ যে-দরিদ্র ব্রাহ্মণের চিপটিক বলপূর্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম-সঙ্কে প্রমাণ ১।১৭।৬

শ্লো (৭৪৭ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূখ্য হেতু সঙ্কে আলোচনা ১।৪।১৪

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের প্রকার ১।৩।৭৩

শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নন্দ-বশোদার পুত্রত্ব জন্মগত নহে, অভিমানগত ১।৪।২৪ (২৫২ পৃঃ)

শ্রীজীবগোস্বামীর প্রসঙ্গ ৩।৪।২২৩

শ্রীমদ্ভাগবতে গৌর-স্বরূপের উপাশ্রয়ের উল্লেখ ১।৩।১০ শ্লো

শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণভূত্ব-সঙ্কে আলোচনা ২।২৪।২৩২; ২।২৪।২২ শ্লো

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যেই যে শক্তি ও শক্তিমান্ আছে, তৎসঙ্কে আলোচনা ১।৪।৮৪

(৩১৮ পৃঃ)

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইয়াও যে নীলারস আনন্দনের জন্ম অনাদিকাল হইতে দুই রূপে অবস্থিত, তৎসঙ্কে আলোচনা ১।৪।৪২; ১।৪।৮৪ (২১৮-১৯ পৃঃ); ১।৪।৮৫; নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ ১।৪।৮৫

শ্রীরাধিকাদির কৃষ্ণকান্ত্য বিবাহজাত নহে, অভিমানজাত ১।৪।২৪ (২৫২ পৃঃ); তাঁহাদের কৃষ্ণকান্ত্য তাঁহাদের প্রেমের অঙ্গগত ১।১।৪ শ্লো (১৭ পৃঃ); ২।২২।৮৭

"শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাথ-পদে ধার আশ" উক্তির তাৎপর্যালোচনা ৩।২।১৪৫

শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের জাতি সঙ্কে আলোচনা ; তাঁহাদের পক্ষে নিজেদিগকে স্নেহজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া সঙ্কে আলোচনা ২।১।১৮৬

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুর কৃপা সঙ্কে আলোচনা ২।১২।১১-১৩ স্লো ; ৩।১৮১ ; ৩।১।১৪৭ ; শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের প্রতিই প্রভুর বিশেষ কৃপা কেন, ২।১২।১৩ স্লো (৭৭৪ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণের শ্লোকদ্বারা কবিরাজ গোস্বামিকর্তৃক আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করার উদ্দেশ্য ১।১।৪ স্লো (৬ পৃঃ)

প্রতিতে নাম-মামীর উল্লেখ ৩।২০।৭ (৭০৭ পৃঃ জ)

প্রতিতে নাম-মাহাত্ম্যের উল্লেখ ১।১৭।১৮ ; ৩।২০।৭ (৭০৩ পৃঃ)

প্রতিতে শ্রীরাধার উল্লেখ ১।৪।৬৫ ; ১।৪।৮৩

ষ

ষ

ষ

ষ

“বাণী র্নাণী হউক”-বাক্যের তাৎপর্যালোচনা ২।১৫।২৪২

স

স

স

স

সকল নামের সমান মাহাত্ম্য-সঙ্কে আলোচনা ৩।২০।১৫ (৭২৭-২৯ পৃঃ)

সখ্যপ্রেম সঙ্কে আলোচনা ২।৮।৬১

সগুণ বিমুর উপাসনায় লব্ধ ধর্ম, অর্থ, কাম লুপ্ত ১।১৮।২ স্লো (৭৩৪ পৃঃ)

সগুণ ব্রহ্মারূপাদির উপাসনায় কেহ গুণাতীত হইতে পারে না ২।১৮।২ স্লো (৭৩৩-৩৪ পৃঃ)

সগুণ ব্রহ্মারূপাদির উপাসনায় ধর্ম, অর্থ, কাম লাভ হইলেও তাহা স্থখদ নহে ২।১৮।২ স্লো (৭৩৪ পৃঃ)

সগুণা ভক্তি সঙ্কে আলোচনা ২।১২।২২-২৪ স্লো

“সকর্ষ্য র্নামাতিথ্য ভক্তমেবে”-স্লোকে “গৌরাক্ষি”, “স্বভক্তিসিদ্ধান্ত-চর্যামৃতানি” এবং “তজ্জঙ্ঘ-বহ্নালয়তাম্” শব্দগুলির তাৎপর্যালোচনা ২।৮।১ স্লো

সৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ ১।১।২৮-২৯ স্লো

সধবা শচীমাতার প্রতি প্রভুকর্তৃক একাদশীভক্ত পালনের উপদেশ শাস্ত্রসম্মত ১।১৫।৬-৮ ; ২।২৪।২৫৩

সনাতনগোস্বামীর তিনটী প্রসঙ্গ ২।২০।২৬

সনাতনগোস্বামীর প্রতি প্রভুর কৃপা সঙ্কে আলোচনা ৩।৪।১০৬ ; ২।১২।১৩ স্লো (৭৭৪ পৃঃ)

সনাতনগোস্বামীর বড় ভাই সঙ্কে আলোচনা ২।১২।২৩-২৪

সনাতনাদি দ্বারায় ভক্তিশাস্ত্র প্রচারে প্রভুর উদ্দেশ্য সঙ্কে আলোচনা ৩।৫।৮৩-৮৪

সনাতনের প্রেমের উত্তরে প্রভুকর্তৃক জীবের সংসার-দুঃখের হেতু-কথন ২।২০।১০৪-৫ ; জীবের স্বরূপ-কথন ২।২০।১০১-২ ; জীবের হিতোপায়-কথন ২।২০।১০৫ (৮৫০ পৃঃ) ; ২।২০।১০৬ ; ২।২০।১২ স্লো ; সেই হিত কিরূপ ২।২২।১৮

সন্ন্যাসি-সভায় প্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের হেতুর আলোচনা ১।৭।৫৮-৫৯

সন্ন্যাসান্তে প্রভুর কাটোয়া ত্যাগের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি সঙ্কে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ সঙ্কে আলোচনা ২।৩২।১৩

সম্পূর্ণা ভিষি ও বিজ্ঞা ভিষি সঙ্কে আলোচনা ২।২৪।২৫৪

সম্বন্ধ-ভব সঙ্কে আলোচনা ২।২২।২ ; ভূমিকার “সম্বন্ধ-ভব” (১৬৩-৬৬ পৃঃ)

সর্বত্র শাস্ত্রানুগত্যের প্রয়োজনীয়তা সঙ্কে আলোচনা ২।৮।৫৪

সর্ব-দেশ-কাল-পাত্র-দশায় ভক্তির ব্যাপ্তি সঙ্কে আলোচনা ২।২৫।২২-১০১

সর্বপ্রথমে জগন্নাথদর্শনে প্রভুর দেহে আবির্ভূত হৃদীক সাত্বিক বিকার-সম্বন্ধে আলোচনা ২১৬১১-১২
সামুদ্র্যমুক্তিকামীর অশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১৩২ (৭৮১-৮২ পৃঃ)

সাত্বিক পুঞ্জ সম্বন্ধে আলোচনা ৩৬২৮২

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্র ২১০১২৬৩ (৮২২-২০০ পৃঃ)

সাত্বিকদেহে অনুরাগ-সম্বন্ধে আলোচনা ৩২০১১৫ (৭২৭ পৃঃ)

সাত্বিক ভক্ত ও পারিষদ-ভক্তের বিবরণ ১১১৩১

সাত্বিককে কৃতার্থ করার জন্ত স্বরূপ-শক্তির আগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২৫৭ (১০৬৫-৬৬ পৃঃ)

সাত্বিকের চিত্তে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব আগন্তুক হইলেও তাহার অন্তর্ধান হয় না ২১২২৫৭
(১০৬৫-৬৬ পৃঃ)

সাত্বিকের যথাবস্থিত দেহে প্রথম পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে, তাহার বেনী হয় না ২১২২৫৮ ; পরিশিষ্টে
“অন্তর্জিত সিদ্ধদেহ” প্রবন্ধ

সাত্বিকের হিতের নিমিত্ত জন্মের রূপ কল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৫১১ (১৩৭৭-৭২ পৃঃ)

সাত্বিকভক্তের প্রাণবন্ত হইল কৃষ্ণস্বভি ২১২২৫৪ শ্লো

সাত্বিক-ভক্তিতে দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষাহীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৫১০০

সাত্বিক-ভক্তির অধিকারী সম্বন্ধে আলোচনা ; প্রাথমিক মহৎ-রূপার অত্যাশঙ্কতা ২১২১১৩২ (৭৮৬ পৃঃ) ;
২১২৩৫

সাত্বিক ঐকান্তিক আকুলতাই যে ভগবৎ-রূপালভের হেতু, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ৩৬১২২

সাত্বিকী, সমজ্ঞা ও সমর্থা রতি সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৩৩৭

সামু-মার্গাঙ্গুগমন-সম্বন্ধে আলোচনা ১১৪১৪ শ্লো (২৬৪-৬৬ পৃঃ) ; ২১২২৬১

সামুসঙ্গ প্রসঙ্গ (“সজাতীয়শয়ে সিন্ধে” ইত্যাদি) ২১২২৫৫-৫৭ শ্লো (১০২৩ পৃঃ) ; সামুসঙ্গে চিত্তের মলিনতা
দূরীভূত হয় ২১২২৪৮ ; সামুসঙ্গের ভক্তিলতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২১১৩২ (৭৮৬ পৃঃ)

সামুসম্বন্ধে আলোচনা ২১৮৫৪

সামান্ত সঙ্গাচার ও বৈষ্ণবাচার ২১২৪২৫৬

সামুদ্র্যমুক্তি-দাতা কে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ১১৫১৩২

সামুদ্র্যমুক্তির আত্মস্বিকতা সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২২৫ শ্লো

সার্বভৌম-ভট্টাচার্য ও কানীবাঙ্গী-সন্ন্যাসিগণ উভয়ই মায়াবাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে প্রভুর প্রতি
ভাব-সম্বন্ধে পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা ১১৭১৫৩-৫৫ (৫৮০ পৃঃ)

সার্বভৌম ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তির আলোচনা ২১৬১২৬

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কানীগমন প্রসঙ্গ ২১১১৩১

সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ ভজন সম্বন্ধে আলোচনা ১১৮১৫ ; ২১২২৫৪ শ্লো (১০৬২ পৃঃ)

সিদ্ধদেহ-সম্বন্ধে আলোচনা ২১২২১০ (১১১৮-২১ পৃঃ ; ব্রজলীলার সিদ্ধদেহ ও নবদীপ-লীলার সিদ্ধদেহ ২১২২১০
(১১২১ পৃঃ) ; সিদ্ধদেহ সত্য ২১২২১০ (১১২৩ পৃঃ) ; ভগবানই সিদ্ধদেহ দিয়া থাকেন ২১২২১০ (১১২৩ পৃঃ) ;
ইহা শুদ্ধসময় ২১২২১০ (১১২০ পৃঃ) ; সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শন পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয় ২১২২১০ (১১২২ পৃঃ) ;
পরিশিষ্টে “অন্তর্জিত সিদ্ধদেহ” প্রবন্ধ

সিদ্ধলোকের অবস্থান ১১৫১৬ শ্লো

সুবুদ্ধিরায়ের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা ২১২৫১৫১

দ্বিটির পূর্বেও সপত্রিকর ভগবানের অবস্থিতি সন্ধে আলোচনা ১১১২৩ শ্লো ; ২২৫৮২-২১

অধর্মভ্যাগকে প্রভু বাহু বলিলেন কেন ২৮৫৭

“অধর্মভ্যাগে-কৃষ্ণভক্তি হয়” বাক্যকে প্রভু “এহো বাহু” বলিলেন কেন, তৎসন্ধে আলোচনা ২৮৫৫

অন্ন-ভগবানের অবতরণের সময়ে অজ্ঞাত ভগবৎ-স্বরূপগণ যে তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন তৎসন্ধে আলোচনা ১৪৮২

অন্ন-শ্রীকৃষ্ণ ও অন্নরূপ ধারণ করিলে গোপীদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন না ১১৭৮ শ্লো

অন্নপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ সন্ধে আলোচনা ২১৮১১৬ ; ২২০২২৬

অন্নপশক্তি ভক্তি-সাধকের চিত্তেই কেন আবির্ভূত হয়, ভক্তির সাহচর্য্যহীন সাধনে সাধকের চিত্তে কেন আবির্ভূত হয়েন না, তৎসন্ধে আলোচনা ৩৪৬৫

অন্নপশক্তি ভক্তের চিত্তবৃত্তিকে কৃষ্ণের দিকেই যে চালিত করেন, ভক্তের নিজের দিকে চালিত করেন না, তৎসন্ধে আলোচনা ৩৩২৩৩

অন্নপশক্তির কৃষ্ণসেবায় আগ্রহাতিশয্যবশতঃ সাধকজীবের প্রতি তাঁহার কৃপাসন্ধে এবং সাধকজীবের চিত্তে একবার আবির্ভূত হইলে পুনরায় তিরোহিত না হওয়া সন্ধে আলোচনা ২২২৩৮ (৬৫ পৃঃ)

অন্নপশক্তির প্রভাবে কিরূপে সাধকের চিত্তের সব, রজঃ ও তমোগুণের তিরোভাব ঘটে, তৎসন্ধে আলোচনা ২২৩৫

অন্নপশক্তির প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকের চিত্ত কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপায়িত হয়, তৎসন্ধে আলোচনা (ফটোগ্রাফীর দৃষ্টান্ত) ২২২১৪ (১০০৩-৪ পৃঃ)

অন্নপশক্তির মহিমা ২৮১৪৬

অন্নপানন্দ ও অন্নপ-মন্ত্যানন্দ সন্ধে আলোচনা ২২৪২২ (১২৩৬ পৃঃ)

অংশ ও বিভিদ্ভাংশের পার্থক্য ২২২১৭

অন্তিমবিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে উচ্চারিত নাম মুক্তিপ্রদ কিনা, তৎসন্ধে আলোচনা ৩৩১৭৭ (১৪০-৪১ পৃঃ)

হ

হ

হ

হ

হরিন্দাসঠাকুরের গোকায় মায়াদেবীর আগমন সন্ধে আলোচনা ৩৩২৪৬

হরিন্দাসঠাকুরের জন্মগত কুল সন্ধে আলোচনা ৩৩২১

হরিনাম-মাহাত্ম্য : ঋগ্বেদে ও শ্রুতিতে ১১৭১৮

হরিশক্তিবিলাস-গ্রন্থের রচনা-সন্ধে আলোচনা ৩৪২১২

হরিশঙ্করের অর্থালোচনা ১১১৪ শ্লো (৭-১১ পৃঃ)

হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস-সন্ধে প্রভুর উক্তির আলোচনা ৩৩১২৬-২৭

পাত্র-পরিচয়

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উল্লিখিত পাত্র-সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাত্রসূচীতে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ঠাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় এস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরসাকর, ষাদশ-গোপাল প্রভৃতি গ্রন্থাবলম্বনে এস্থলে একশত ছাঙ্কিশ জন পাত্রের পরিচয় লিখিত হইল। ইহাদের পূর্বলীলার পরিচয় গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অচ্যুতানন্দ। শ্রীমদঐত্যাচার্য্য-প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার এবং গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্য। ঈশ্বর-আবেশে মহাপ্রভু যখন তাঁহার পূজার উপহার লইয়া ঐত্যাচার্য্যকে আসিবার জন্ত রামাই পণ্ডিতকে ঐত্যাচার্য্যের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তখন রামাইর মূখে প্রভুর সংবাদ শুনিয়া অচ্যুতানন্দ অবিরাম ক্রন্দন করিয়াছিলেন; তিনি তখন “পরম বালক।” প্রভুর সন্ন্যাসের পরে জনৈক সন্ন্যাসীর প্রেরণে শ্রীঐত্যাচার্য্য যখন বলিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যগোস্বামীর গুরু হইলেন কেশব ভারতী, তখন অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে অচ্যুতানন্দ পিতাকে বলিয়াছিলেন,—“শ্রীচৈতন্য জগদগুরু, অজ্ঞ কেহ তাঁহার গুরু হইতে পারে না।” তখন তাঁহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। ১৪৩১ শকে প্রভুর সন্ন্যাস। ইহাতে মনে হয়, আনুমানিক ১৪২৭ কি ১৪২৮ শকে অচ্যুতানন্দের আবির্ভাব। তিনি আজন্ম শ্রীচৈতন্যচরণ সেবা করিয়াছেন। জন্মস্থান শান্তিপুর; প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া নীলাচলে বাস করিতেন। মনে হয়, তিনি প্রভুর অন্তর্দ্বানের পরে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন; ভক্তিরসাকর হইতে জানা যায়, শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরের খেতুরীর মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি শ্রীজাহ্নবামাতাগোস্বামিনীর সহিত স্বীয় ভক্তবৃন্দকে লইয়া শান্তিপুর হইতে খেতুরীতে গিয়াছিলেন। শ্রীল ঐত্যাচার্য্যের অহুগতদের মধ্যে দৈবহুঁক্ষিপাকে কেহ কেহ পরে অগ্ন্যমতাবলম্বী হইয়া মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিতেন না; কিন্তু অচ্যুতানন্দ ছিলেন মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত; তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—“অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার। আর যত মত—সব হৈল ছার-খার ॥” ইনি ব্রজলীলায় অচ্যুতনামী গোপী ছিলেন।

ঐত্যাচার্য্য। ভক্তিকল্পতরুর একটা প্রধান স্বরূপ। পঞ্চতত্ত্বের একতম। প্রভু। শ্রীহট্ট জেলায় লাউড়-গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত; মাতার নাম নাতা দেবী; ইহার পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। দুই পত্নী—শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীশ্রীদেবী। তাঁহার এই কয় পুত্রের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বলরাম; পুত্রস্বরূপ শাখা—জগদীশ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীস্বরূপ-নামোদয়ের মতে শ্রীঐত্যাচার্য্য হইলেন মহাবিষ্ণুর (কারণার্ণবশায়ীর) অবতার, ভক্ত-অবতার; গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে সদাশিব—যিনি ব্রজে আবেশরূপে হেতু বৃহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উভয় স্বরূপই তাঁহাতে বিদ্যমান। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য। তিনি স্বীয় আবির্ভাব-স্থান লাউড় হইতে নবহট্টে, তারপর শান্তিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। তখন নবদ্বীপে যে-কয়জন বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সভায় মিলিত হইয়াই সকলে ভক্তিকথা শুনিতেন। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপও সেই সভায় যাইতেন; শিশু নিমাইও দাদাকে ডাকিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে যাইতেন। জগতের বহিঃস্থতা-দর্শনে শ্রীঐত্যাচার্য্যের অত্যন্ত দুঃখ হয়, তিনি ভাবিলেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যদি প্রেমভক্তি দান করেন, তাহা হইলেই জগতের মঙ্গল হইতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতারিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তিভরে গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং প্রেমাপ্লুত কর্তে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেম-হৃদয়েই মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-

লীলার সহচর। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল; হরিদাস যখন শান্তিপুরে যান, তখন তাঁহার জন্ত গঙ্গাতীরে এক নির্জন গোফা করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজ গৃহে আহার করাইতেন; বীষ পিতৃশ্রদ্ধা-সময়ে তিনি হরিদাসকেই শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়াইয়াছিলেন; তিনি বলিতেন—হরিদাসকে খাওয়াইলে কোটি-ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়। শাস্ত্র-বাক্যকেই তিনি সকলের উপরে স্থান দিতেন। তিনি গোড়ীয় ভক্তদের লইয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলে যাইতেন। মহাপ্রভু তাঁহাতে গুরুবৃদ্ধি করিতেন; তিনি কিন্তু নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া মনে করিতেন। মহাপ্রভুর নিকটে শাস্তিরূপ রূপা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এক সময়ে ভক্তির উপরে জ্ঞানের মাহাত্ম্য ও কীর্তন করিয়াছিলেন; ফলে তাঁহার অভীষ্ট শাস্তিরূপ রূপাও মহাপ্রভুর নিকটে পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু সর্বাগ্রে শ্রীঅষ্টৈতের শান্তিপুরের গৃহে আসিয়াই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি দীর্ঘকাল প্রকট ছিলেন। মহাপ্রভুর অগ্রকটের কয়েক বৎসর পরে তিনি অগ্রকট হইলেন। (“মূলগ্রন্থের বিবয়-সূচীতে”—“অষ্টৈতপ্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য)।

অনুপম বল্লভ। শ্রীরূপগোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম কুমারদেব; যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। রাম-কেলিতে প্রভুর সহিত মিলনের পরে শ্রীরূপগোস্বামী যখন দেশে যান, তখন অনুপমও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ যখন পশ্চিমে যাত্রা করেন, তখনও অনুপম সঙ্গে ছিলেন; প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলন হয়; শ্রীরূপের সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন যান এবং শ্রীরূপের সঙ্গেই গোড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন হইতে রওনা হইলেন; কিন্তু গোড়ে আসিলেই তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। ইহার ভক্তিনিষ্ঠার কথা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন; অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাহা দ্রষ্টব্য। স্বপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী ইহারই পুত্র।

অমোঘ। সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা; কুলীন; কিন্তু নিন্দক। সার্কভৌম-গৃহে প্রভুর ভোজনকালে প্রভুর সাক্ষাৎ প্রচুর পরিমাণ অন্ন দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“এই অল্পে দশ-বার জন তৃপ্ত হইতে পারে; এক সন্ন্যাসী এত অন্ন ভোজন করিতেছেন?” তাহাতে রুষ্ট হইয়া সার্কভৌম লাঠি লইয়া তাড়া করিলে অমোঘ পলাইয়া যান। রাজিতে তাঁহার বিস্ময়চিকা হয়; প্রভুর রূপায় প্রাণে বাচেন এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া প্রভুর ভক্তমধ্যে গণ্য হইলেন।

অভিরাম ঠাকুর। “রামদাস অভিরাম” দ্রষ্টব্য।

আচার্য্যনিধি। মহাপ্রভুর পূর্বে আবির্ভাব। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসঙ্গী কৃষ্ণদাসের নিকটে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া পরমোন্মাদে আচার্য্যরত্ন, গদাধরপণ্ডিত, পণ্ডিত বকেশ্বরাদির সহিত নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইনি অষ্টৈতাচার্য্যের নিকটে গিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন এবং শুণ্ডিচামার্জনাদিতে যোগ দিতেন। বল্লভ-ভট্টের নিকটে প্রভু আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি পণ্ডিত-গদাধরাদি কর্তৃক জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারের প্রশংসা করিয়াছেন। প্রভুর ভোজনের জন্ত গোবিন্দের নিকটে দ্রব্যাদিও দিতেন এবং নীলাচলে প্রভুর নিমন্ত্রণও করিতেন।

শ্রীগ্রন্থের ২১০৮০, ২১২১২৪৪, ৩৭৩৭, ৩১০৩, ৩১০১১৭ এবং ৩১০১৩৬ পদ্যের প্রত্যেক পদ্যই ইহার নামের সহিত আচার্য্যরত্নের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। স্তবরাং আচার্য্যনিধি এবং আচার্য্যরত্ন যে-দুই পৃথক ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আচার্য্যরত্ন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে পদ্ম-শঙ্খ-আদি নবনিধির একতম। শঙ্খদেবীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহারই গৃহে দেবীভাবে মহাপ্রভুর নৃত্যভিনয় হইয়াছিল। প্রভুর গৃহত্যাগের দিন তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা যে-পাচজনের নিকটে জানাইবার জন্ত প্রভু শ্রীমদ্বিত্যনন্দকে বলিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য তাঁহাদের একজন। প্রভুর সন্ন্যাসের সময়ে কাটোয়াতে ইনিই প্রভুর সন্ন্যাস-

প্রথম-মহাবীর কার্যাবলি নির্বাহ করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইনিই অশ্বৈতাচার্য্যকে প্রভুর পক্ষাভীষে সাক্ষরনের সংবাদ জানাইয়া নবধীপে গিয়া প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানাইয়া শচীমাতা এবং অন্ত ভক্তবৃন্দকে প্রভুর দর্শনের জন্য শান্তিপুবে লইয়া আসিয়াছিলেন। প্রতিবৎসরে যথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন।

ঈশান। শচীমাতার গৃহ-ভৃত্য। শচীদেবীর সেবায় নিরত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত দীর্ঘায়ু ছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর উভয়েই অতিবৃদ্ধ ঈশানকে নবধীপে দর্শন করিয়াছিলেন; ইনিই উভয়কে নবধীপে প্রভুর লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করান।

আরও দুই ঈশানের কথা শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয়; একজন শ্রীপাদ সনাতনের সেবক (২১২০১২-২৪) এবং অপর জন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী (২১৮৮৪৬)।

ঈশ্বরপুরী। কুমারহটে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভাব। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য। তীর্থ-ভ্রমণকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন পশ্চিম ভারতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সহিত মিলিত হয়েন, তখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। পরস্পরের মিলনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাবেশ দর্শনে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নির্যাসনসময়ে ইনি অতি যত্নসহকারে গুরুসেবা করিয়াছিলেন—স্বহস্তে মলমুত্র মার্জন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণলীলা-কৃষ্ণশ্লোক শ্রবণ করাইয়াছিলেন; ইহাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আনিঙ্গনপূর্বক বর দিয়াছিলেন—“কৃষ্ণ তোমার হউক প্রেমধন।” তদবধি ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর। ইনি ভক্তিকল্পতরুর পুষ্ট অঙ্গুর। ইনি একবার নবধীপে আসিয়া অশ্বৈত-গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন; মৃকুন্দের মৃখে কৃষ্ণচরিত গান শুনিয়া ইনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। অলঙ্কিত ভাবে কিছুকাল নবধীপে ছিলেন। একদিন প্রভু অধ্যাপন হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন পথে পুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ; প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে আনিয়া শিক্ষা করাইলেন এবং শিক্ষান্তে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। কয়েকমাস তিনি নবধীপে গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রভুও নিত্য তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। পুরীগোস্বামী গদাধরপণ্ডিতকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহাকে স্বরচিত “কৃষ্ণলীলামৃত”-গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন; প্রভুকে পরম-পণ্ডিত জানিয়া পুরীগোস্বামী তাঁহাকে তাঁহার “কৃষ্ণলীলামৃত”-র দোষ-গুণ বিচার করিতে বলিয়াছিলেন; প্রভু বলিলেন—“ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥...তোমার যে প্রেমের বর্ণন। ইহাতে দৃষিবক কোন্ সাহসিক জন ॥” যাহা হউক, প্রভু প্রতিদিন দুই চারিদণ্ড পুরীগোস্বামীর সহিত তাঁহার গ্রন্থের বিচার করিতেন। প্রভু বথন গয়ায় গিয়াছিলেন, তখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করেন।

উদ্ধারণ দত্ত। সপ্তগ্রামে স্বর্গবানিক-কূলে আবির্ভূত; পিতার নাম শ্রীকর, মাতা ভদ্রাদেবী; তাঁহার এক পুত্রের নাম পাণ্ডা যায়—শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ পাণ্ড। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে ব্রজের স্ববাহ গোপাল; ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম। ইনি নবহট্টের নৈ-নামক রাজার দেওয়ান ছিলেন; ইহার নাম-অহুসারে এখানে উদ্ধারণপুর নামে একটা গ্রাম আছে। ইনি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিতাগ পূর্বক ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের সঙ্গেই থাকিতেন। পানিহাটিতে দাসগোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব-সময়েও ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের সঙ্গে ছিলেন।

কমলাকর পিঙ্গলাই। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের পিঙ্গলাই শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ হুগলীজেলার অন্তর্গত মাহেশ ইহার শ্রীপাদ। দ্বাদশ গোপালের একতম; ব্রজের মহাবল-গোপাল। স্কন্দরবনের নিকটবর্তী খালিজুলি-গ্রামে ইহার আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। ইনি ব্রজবালকের ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। ঋবানন্দ-নামক জৈনক নিভিঞ্চন ভক্ত নীলাচলস্থিত শ্রীজগন্নাথের আদেশে মাহেশে শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত করেন; বৃদ্ধাবস্থায় তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশেই কমলাকর-পিঙ্গলাইয়ের হস্তে জগন্নাথের সেবার ভার অর্পণ করেন। কমলাকর কাহাকেও কিছু না বলিয়া

উদাসীন ভাবে গৃহত্যাগ করিয়া ‘মাহেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজন অনেক অস্থলকালের পর মাহেশে আসিয়া তাঁহাকে পায়েন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতির অতুন্নয়-বিনয়েও তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত না হওয়ায় নিধিপতিই পরিজনবর্গকে লইয়া খালিজুলি-গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাহেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

কমলাকবের পুত্রের নাম চতুর্ভূজ; চতুর্ভূজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ; নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ; জগদানন্দের পুত্র রাজীবলোচন। রাজীবলোচনের সময়ে অর্থাভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার বিশেষ অসুবিধা হয়। কথিত আছে, তখন কোনও কারণে ঢাকার নবাব খানে ওয়ালিশ শা বাঙ্গলা ১০৬০ সালে জগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন; তাহাতে সেবার অসুবিধা দূর হয়। কেহ কেহ বলেন—বাঙ্গালার ইতিহাসে খানে ওয়ালিশ শা নামে কোনও নবাবের নাম পাওয়া যায় না; ১০৬০ সালে বাঙ্গালার নবাব ছিলেন হুলতান জঙ্গ। মুর্শিদাবাদের কোনও নবাব নাকি নদীকে বিপন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় প্রাপ্ত করেন; এজন্য তিনিই জগন্নাথদেবের সেবার জন্ত ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন।

কমলাকান্ত বিশ্বাস। অষ্টেতশাখা। অষ্টেতশাখ্যের কিঙ্কর। অষ্টেতশাখ্যের ব্যবহারিক বিষয়ের ভার ইহার উপরেই ছিল। শ্রীমদষ্টেতের সঙ্গে তিনি একবার নীলাচলে গিয়াছিলেন; তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—“অষ্টেতশাখ্য ঈশ্বরতত্ত্ব; কিন্তু দৈবাত্ম্য তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে; তিনশত টাকা পাওয়া গেলে ঋণ শোধ করা যায়।” এই পত্রখানা সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্রের হস্তগত হওয়ায় পূর্বেই মহাপ্রভুর হস্তগত হয়; পত্র পড়িয়া মহাপ্রভুর অত্যন্ত দুঃখ হয়; তিনি বলিলেন—“পত্রে আচার্য্যাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষের কিছু নাই; যেহেতু, ‘আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর।’” কিন্তু ঈশ্বরের দৈবত জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষা চাওয়া হইয়াছে; ইহা অশ্রায়; দণ্ড করিয়া কমলাকান্তকে শিক্ষা দিব।” প্রভু কমলাকান্তের “স্বারমানা” করিলেন; শুনিয়া কমলাকান্ত বিশেষ দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ইহাও প্রভুর রূপা মনে করিয়া অষ্টেতশাখ্য আনন্দিত হইলেন; এবং কমলাকান্তকে বলিলেন—“প্রভু তোমাকে দণ্ড দিয়াছেন, তুমি পরম ভাগ্যবান।” অষ্টেতশাখ্য মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া কিছু ওলাহন দিলেন—“আমাকেও তুমি যে-অনুগ্রহ কর নাই, কমলাকে তাহাই করিলে?” শুনিয়া প্রভু হাসিলেন এবং কমলাকান্তকে ডাকাইলেন। ইহাতেও অষ্টেতশাখ্য আবার ওলাহন দিলেন—“কমলাকে দর্শন দিলে কেন? আমাকে তুমি দুই রকমে বিড়ম্বিত করিতেছ।” প্রভু কমলাকান্তকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—“যাহাতে আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম হানি হইতে পারে, এরূপ আচরণ তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কখনও রাজধন প্রত্যাগ্রহ করা উচিত নয়। বিষয়ীর অঙ্গে চিত্ত মলিন হয়, মলিন চিত্তে কৃষ্ণ-স্মরণ হয় না; কৃষ্ণ-স্মরণব্যতীত জীবন বার্থ হইয়া যায়। আর কখনও এরূপ কাজ করিও না।” শুনিয়া অষ্টেতশাখ্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

কর্ণপূর। কবি কর্ণপূর। প্রকৃত নাম পরমাত্মদাস সেন। প্রভু পরিহাস করিয়া পুরীদাস বলিতেন। শিবানন্দসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চনপল্লীতে (কাঁচড়াপাড়ায়) আবর্তিত। গুরুর নাম শ্রীনাথ।

শিবানন্দ সেন একবার তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন; তখন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“এবার তোমার যে-পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম পুরীদাস রাখিও।” ইহার পরেই নীলাচলে শিবানন্দের এই পুত্র মাতৃগর্ভে আসেন; দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। পরে শিবানন্দ যখন এই বালককে প্রভুর সহিত মিলিত করাইলেন, প্রভু বালকের মুখে নিজের পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া রূপা করিয়াছিলেন। বালকের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন শিবানন্দ তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন। বালক যখন প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন, প্রভু বার বার তাঁহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করার জন্ত আদেশ করিলেন; কিন্তু বালক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন না, শিবানন্দসেনের চেষ্টা সফলও না। প্রভু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“আমি জগতে স্বাবর-জন্মদ্বিতিকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম লওয়াইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না।” তখন স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—

“প্রভু, আমার মনে হয়, তুমি ইহাকে যে-কল্পনাম-ময় উপদেশ করিয়াছ, বালক তাহা মনে মনে জপিতেছেন, মুখে প্রকাশ করিতেছেন না।” এই ঘটনার পরে একদিন প্রভু বালককে বলিলেন—“পট পুরীদাস।” বালক তৎক্ষণাৎ একটা শ্লোক রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন—“শ্রবণোঃ কুবলয়মক্শো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনময়মীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি।” শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন; কারণ পুরীদাস তখন “সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।” বালকের শৈশবে প্রভু যে তাঁহার মুখে স্বীয় পাদাঙ্ঘ্র দিয়া তাঁহাকে রূপা করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাবে বোধ হয় এই শ্লোকের প্রকাশ।

ইনি পিতা শিবানন্দসেনের সঙ্গে নীলাচলে যাইতেন; তখন প্রভুর অনেক নীলাচল-লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন; পিতার মুখেও অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে এসমস্ত লীলাসম্বন্ধে বহু কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানা গ্রন্থের নাম—আর্য্যশতক, অলঙ্কার-কৌমুদ্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু। ভক্তিসম্পদে, পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে তিনি সকলেরই আদর ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। কর্ণপুর হইল তাঁহার কবিত্ব-রসের পরিচায়ক নাম। কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে কর্ণপুরের গ্রন্থের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবিকর্ণপুরের “পরমানন্দদাস”-নাম সম্বন্ধে এবং “পুরীদাস” বলিয়া প্রভুর তাঁহাকে উপহাস করা সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। বলা বাহুল্য, কবিকর্ণপুর প্রভুর নিত্যদাস; তিনি জীবিতও নহেন। তাঁহার পিতামাতাও জীবিতও নহেন। কর্ণপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে তাঁহার পিতামাতার ব্রজলীলার স্বরূপের নামও লিখিয়াছেন—পিতা শিবানন্দসেন ছিলেন পূর্বলীলায় বীরাদৃতী এবং মাতা ছিলেন বিন্দুমতী। ভক্তজ্ঞানোচিত দৈন্য বশতঃই নিজের ব্রজলীলার নাম প্রকাশ করেন নাই। নিতাসিক পার্শ্বদ শিবানন্দের যোগে প্রভুর নিত্যদাস কর্ণপুরের আবির্ভাব খুবই স্বাভাবিক। শিবানন্দসেনের প্রতি—“এবার তোমার যেই হইবে কুমার। ৩১২৪৬।”—প্রভুর এই বাক্যে কর্ণপুরের আবির্ভাবের ইঙ্গিতই প্রভু দিয়াছেন; এই ইঙ্গিতের পরেই মাতৃগর্ভে কর্ণপুরের আবির্ভাব। ৩১২৪৭। প্রভু শিবানন্দের এই পুত্রের নাম রাখিতে বলিলেন—পুরীদাস। এতদ্ব্যতীত কর্ণপুরের নাম সম্বন্ধে প্রভুর অল্প কোনও আদেশ শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার আবির্ভাবের পরে শিবানন্দ তাঁহার নাম রাখিলেন—পরমানন্দদাস; তাহাও প্রভুর আজ্ঞাতেই রাখিয়াছেন বলিয়াই শ্রীগ্রন্থ বলেন। “প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ-দাস। ৩১২৪৮।” প্রভু আদেশ করিলেন “পুরীদাস”-নাম রাখিতে; শিবানন্দ নাম রাখিলেন—পরমানন্দদাস। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, প্রভু যখন “পুরীদাস”-নাম রাখার কথা বলিয়াছেন, তখনই শিবানন্দ মনে করিয়াছেন—“পরমানন্দদাস” নাম রাখার কথাই প্রভু বলিয়াছেন; তাই বলা হইয়াছে—“প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস।” শিবানন্দের এইরূপ মনে করার হেতুও আছে। তাহা এই। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগোস্বামীকে প্রভু গুরুবৎ মাগ্ন করিতেন। প্রভু এবং প্রভুর পরিকরগণও কখনও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেন না; তাঁহাকে পুরীগোস্বামীই বলিতেন; নীলাচলে “পুরীগোস্বামী” বলিলে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী বাতীত অপর কাহাকেও বুঝাইত না। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী সম্বন্ধে “পুরী” এবং “পরমানন্দপুরী” একার্থবাচক শব্দই ছিল। তাই প্রভু যখন “পুরীদাস” বলিলেন, তখন শিবানন্দ যে “পরমানন্দদাসই” বুঝিয়াছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। ইহাই প্রভুরও অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। যিনি লীলারসকথা বর্ণন করিবার অল্প আবির্ভূত হইতেছেন, প্রেমরসমণ্ডি শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী গোস্বামীর নামের সঙ্গে তাঁহার নামের সংযোগ করিয়া, তাঁহার “পরমানন্দদাস” নাম রাখিয়া প্রভু যে তাঁহাকে পুরীগোস্বামীর চরণে অর্পণ করার ইচ্ছা পোষণ করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। প্রভু যে “পুরীদাস” বলিয়া কর্ণপুরকে পরিহাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রভুর স্নেহ এবং করুণাই প্রকাশ পাইত, শ্রীপাদ পুরীগোস্বামীর রূপাধারা তাঁহার মস্তকে বসিত হউক—প্রভুর এই ইচ্ছাই যেন তাঁহার পরিহাসের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। প্রভুর পরিহাসের “পুরীদাস”-শব্দের অন্তর্গত “পুরী”-শব্দ শ্রীপাদ

পরমানন্দপুরীকেই বুঝায়; “প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস”—এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। ইহা পরমানন্দ দাসের প্রতি প্রভুর আশীর্বাদই, পরিহাসচ্ছলে আশীর্বাদ—ঠাট্টা নহে।

কান্নাগ্রিহ খুঁটিয়া। নীলাচলবাসী; উৎকলদেশীয়ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণজন্মযাত্রা-লীলাভিনয়ে ইনি নন্দকেশ ধারণ করিয়াছিলেন এক শ্রীনন্দমহারাজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপবেশধারী প্রভুর নমস্কারও গ্রহণ করিয়াছিলেন এক “আবেশে বিলাইল ঘরে যত ছিল ধন।”

কাহ্নুঠাকুর। নিত্যানন্দশাখা। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পুত্র। মাতার নাম জাহ্নবদেবী। কথিত আছে—পুরুষোত্তমদাস যখন স্বথসাগরে থাকিতেন (“পুরুষোত্তমদাস” দ্রষ্টব্য), তখন সে স্থানে এক যোগী পুরুষ বহুকাল যাবৎ ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় ছিলেন; তাঁহার দেহ মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া গিয়াছিল। জনৈক কৃষ্ণকার মৃত্তিকা-খনন-কালে উক্ত যোগীর স্বপ্নে আঘাত করে। তাহাতে ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি পুরুষোত্তমদাসের গৃহে অতিথি হইলেন। তখন জাহ্নবদেবীর সেবাযত্নে পরিতুষ্ট হইয়া যোগিবর তাঁহাকে পুত্রপ্রাপ্তির বর দান করেন এবং বলেন—“মা, আমিই তোমার পুত্র হইয়া জন্মিব; আমার স্বপ্নদেশের এই অস্ত্রাঘাত দেখিয়া চিনিতে পারিবে; কিন্তু কাহারও নিকটে একথা প্রকাশ করিলে তুমি ঠাট্টাবেনা।” যথাসময়ে জাহ্নবর পুত্র জন্মিল; শিশুর স্বপ্নদেশে চিহ্ন দেখিয়া আনন্দে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। ধাত্রী হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার আগ্রহাতিশয্যে জাহ্নবদেবী যোগিবরের পূর্বকথা প্রকাশ করিলেন; তখন তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। তখন শিশুর বয়স মাত্র ১২ দিন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এই সংবাদ জানিয়া খড়দহ হইতে আসিয়া মাতৃহারা শিশুকে নিয়া, শ্রীশ্রীজাহ্নব-মাতাগোবিন্দমিনীর হস্তে অর্পণ করেন; তিনি পুত্রস্নেহে শিশুকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই শিশুর কৃষ্ণভক্তি দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন—শিশু কৃষ্ণদাস। জাহ্নবামাতা গোবিন্দমিনী যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন “শিশুকৃষ্ণদাসও” তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সে-স্থানে “শিশুকৃষ্ণদাসের” অদ্ভুত ভাবাদি দর্শনে শ্রীজীবগোবিন্দমি-প্রমুখ মহাত্মাগণ তাঁহার নাম রাখেন “ঠাকুর কানাই”। কথিত আছে—বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ডাইন পায়ে নৃপুংসী হারাইয়া যায়। তখন তিনি বলিলেন—“যেস্থানে নৃপুং পড়িয়াছে, আমি সেই স্থানে বাস করিব।” যশোহর জেলার “বোধখানা” গ্রামে নাকি নৃপুং পড়িয়াছিল। তখন তিনি বোধখানায় আসিয়া বাস করেন।

বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে ঠাকুর কানাইয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তানগণ বোধখানাতেই থাকেন; কিন্তু অন্ত্যস্ত পুত্রগণ বোধখানা ত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভজনঘাট নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

কাহ্নুঠাকুরের পিতা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর, পুরুষোত্তমদাসের পিতা সদাশিব কবিরাজ, সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারিসেন—এই তিন পুরুষ এবং কাহ্নুঠাকুর, এই চারিপুরুষই গৌরপরিকর-ভুক্ত ছিলেন।

কালারূপদাস। শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দশাখা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী আকাইহাটে শ্রীপাট। ইনি মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার সঙ্গী; প্রভুর কোপীন ও জলপাত্র বহন করিতেন। দক্ষিণ-ভ্রমণ সময়ে প্রভুর সঙ্গে ইনি যখন মল্লারদেশে গিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের বামাচারী ভট্টমারী সন্ন্যাসীগণ “স্বীধন” দেখাইয়া ইহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তাহাতে ইনি প্রভুকে ত্যাগ করিয়া ভট্টমারীদের নিকটে গিয়াছিলেন; প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন; নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহাকে সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি পরমর্শ করিয়া প্রভুর আগমন-বার্তা জানাইবার জন্ত কৃষ্ণদাসকে গোড়দেশে পাঠান। তাঁহার মুখে প্রভুর নীলাচলে আগমনের কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতাদি গোড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের জন্ত যথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসেন। ইনি দ্বাদশগোপালের একতম; ব্রজের লবঙ্গ সখা।

কালিদাস। কায়স্থ, সপ্তগ্রামে শ্রীপাট। রঘুনাথ দাসগোবিন্দমীর জ্ঞাতি খুড়া। বৈষ্ণবের পদরঙ্গে এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইহার অচলা নিষ্ঠা ছিল। ইনি সাক্ষাৎভাবে বা কৌশলে পরিচিত সকল বৈষ্ণবেরই পদরঙ্গ; ও

অধরাবৃত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন কিছু উপহার লইয়া তিনি বৈষ্ণব-গৃহে যাইতেন। তাঁহার নিকটে বৈষ্ণবের জাতিবিচার ছিল না। এক সময়ে তিনি ভূমিমালী-জাতীয় বৈষ্ণব ঝড়ুঠাকুরের গৃহে একটা ঠোঁকায় করিয়া কতকগুলি আম লইয়া গিয়াছিলেন। যাইয়া ঝড়ুঠাকুরকে এবং তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিয়া কতকগুলি কৃষ্ণকথার আলাপন করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। ঝড়ুঠাকুরও তাঁহার অন্তর্গমন করিয়া কতদূর পর্যন্ত যাইয়া তাঁহারই অহুরোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তিনি চক্ষুর অন্তরালে গেলে যে স্থান দিয়া তিনি যাতায়াত করিয়াছিলেন, কালিদাস সেই স্থানের ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গে মাখিলেন এবং জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলেন, ঝড়ুঠাকুর এবং তাঁহার পত্নী কৃষ্ণ-নিবেদিত আম খাইয়া চোষা আটি ও বকল আন্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলেন। কালিদাস গোপনে আন্তাকুড় হইতে সেই চোষা আটি-আদি লইয়া চূষিতে লাগিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার এই বৈষ্ণবোচ্ছিন্নাদিতে নিষ্ঠার ফলে, যখন তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভুর অসাধারণ রূপা লাভ করিয়াছিলেন। প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতেন, সিংহদ্বারের নিকটে আসিয়া প্রথমে পাদ-প্রক্ষালন করিয়া তার পরে মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইতেন। প্রভুর এই পদজল কেহ যেন স্পর্শ ও না করে—এইরূপই ছিল গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ। একদিন প্রভু পাদপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই সাক্ষাতে কালিদাস ক্রমে ক্রমে তিন অঙ্গুলি পাদোদক গ্রহণ করিলেন, প্রভু তাঁকে নিষেধ করিলেন না; তিন অঙ্গুলি গ্রহণের পরে নিষেধ করিলেন। ইহার পরে প্রভু নিজেই গোবিন্দদ্বারা তাঁহাকে নিজের ভুক্তাবশেষও দেওয়াইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন পুলিন্দতনয়া মল্লী।

কাশীমিশ্র। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু ও জগন্নাথের সেবার অধ্যক্ষ। ইহারই গৃহস্থিত গভীরায় মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক। ইনি প্রভুতে সর্বস্ব নিবেদন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে চতুর্ভূজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র যখন নীলাচলে থাকিতেন, তখন প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ইহার গৃহে আসিয়া ইহার পাদসম্বাহনাদি করিতেন এবং ইহার মুখে জগন্নাথের সেবার বিবরণ শুনিতেন। ইহারই মধ্যাহ্নতায় এবং কৌশলে গোপীনাথ-পট্টনায়ক বড়রাজপুত্রকর্তৃক চাক্রে-চড়ান হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ষাণ্ময়লীলায় ইনি ছিলেন মথুরাবাসিনী শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সৈরিন্ধী।

কাশীধর গোসাঞি। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য, ইনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন। নির্ঘান-সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর সেবা করার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ করেন; তদনুসারে কিছু তীর্থভ্রমণ করিয়া, প্রভুর দক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রভুর সেবা করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন। প্রভু যখন জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, তখন ইনি প্রভুর অগ্রভাগে থাকিয়া লোক-ভীড় নিবারণ করিতেন। ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর ভোজন-কালে ইনি একজন পরিবেশকের কাজ করিতেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন ভৃঙ্গার নামক শ্রীকৃষ্ণ-ভৃত্য।

কৃষ্ণদাস রাজপুত। মথুরাবাসী, রাজপুত। প্রভু যখন ব্রজমণ্ডলে গিয়াছিলেন, তখন একদিন প্রভু বৃন্দাবনে আমলিতলাতে বসিয়া নামকীর্ণন করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদাস রাজপুত প্রভুর দর্শন পানেন; দর্শনজনিত প্রেমাবেশে প্রভুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—“গত রাত্রিতে আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি; প্রভু, তোমাকে দেখিয়া আমার সেই স্বপ্ন প্রত্যক্ষ হইল।” প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্যকীর্ণন করিতে লাগিলেন; পরে প্রভুর সঙ্গে মথুরার অক্লুরঘাটে আসিয়া প্রভুর অবশেষ পাইলেন। তদবধি শ্রীপুত্র ছাড়িয়া তিনি প্রভুর সঙ্গেই রহিলেন। প্রভু যখন মথুরা ত্যাগ করিয়া প্রয়াগে আসিয়াছিলেন, তখন ইনিও প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং পথে প্রভু যখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন স্নেহ পাঠকগণকর্তৃক প্রভুর অঙ্গ সঙ্গীদের সহিত ইনিও বন্ধী হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কৌশলে ও নির্ভীকতায় প্রভুর মুচ্ছাভঙ্গের পূর্বেই নিজেই এবং সঙ্গীদিগকে বন্ধনমুক্ত করাইয়াছিলেন। ইনি প্রভুর সঙ্গে প্রয়াগ হইতে আঁড়লগ্রামে বনভ-ভট্টের গৃহে গিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু তাঁহাকে নিজগৃহে পাঠাইয়াছেন।

কেশবহৃতী। গোড়েশ্বর হুসেন সাহেব কর্ণচারী। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন হুসেন শাহ ইহাকে প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যবনের অত্যাচার-ভয়ে ইনি প্রভুর মহিমা খরু করিয়া বলিয়াছিলেন—একজন ভিক্কু সন্ন্যাসীমাত্র; তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; দু'চারজন ইহাকে দেখিতে আসে; ইহার হিংসায় কোনও লাভ নাই। হুসেন সাহ অবশ্য তাঁহার কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নাই।

কেশব-ভারতী। প্রভুর সন্ন্যাসপ্রবেশের শুরু। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে ইনি একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; তখন প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে ভিক্ষা করাইয়া তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভারতী বলিয়াছিলেন—“তুমি অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বর; যাহা করাও, তাহাই করিব; আমি ত স্বতন্ত্র নই।” তার পরে প্রভু গৃহত্যাগপূর্বক কাটোয়াতে যাইয়া ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রভু যখন কীর্তনাবেশে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কেশব-ভারতীকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন ভারতীও প্রেমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলিয়া দিয়া “হরি হরি” বলিয়া নৃত্য করিতে এবং ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসের দিন সমস্ত রাত্রি এইভাবে নৃত্যকীর্তন চলিল। প্রভাতে ভারতীর নিকটে বিদায় লইয়া প্রভু কাটোয়া ত্যাগ করিতে উত্তত হইলেন, তখন ভারতী বলিলেন—“আমিও তোমার সঙ্গে যাইব; সঙ্কীর্ণ-রঙ্গে তোমার সঙ্গে থাকিব।” প্রভুও তাঁহাকে অগ্রে করিয়া কাটোয়া ত্যাগ করিলেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত)। ইনি ষাপর-লীলায় সান্দীপনী মূনি ছিলেন।

গঙ্গাদাসপণ্ডিত। ইনি মহাপ্রভুর বাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু যখন তাঁহার ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলেন না, তখন ছাত্রগণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের অবস্থা জানাইলে তাঁহাদের পড়াইবার জন্ত ইনি প্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি পরে প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। নীলাচল হইতে গোড়ে আগমন করিয়া প্রভু যখন রামকেলি হইতে শাস্তিপুরে অষ্টৈতাচার্যের গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন আচার্য্য শচীমাতাকে শাস্তিপুরে আনয়নের জন্ত নবদ্বীপে দোলা পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতও শচীমাতার সঙ্গে প্রভুর দর্শনের জন্ত শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন। পূর্বলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীবৎসনাথের গুরু বশিষ্ঠ মূনি।

গঙ্গাদাসবিপ্র। শ্রীনিত্যানন্দশাখা। প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে ইনি যখন প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভু ইহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—“তোমার কি মনে পড়ে, যে-দিন তুমি যবন রাজার ভয়ে নির্শাভাগে সপরিবারে পলায়নের উদ্দেশ্যে গঙ্গাঘাটে আসিয়া রাত্রিশেষপর্য্যন্ত খেয়াঘাটে কোনও নৌকা না পাইয়া, যবনে তোমার পরিবারকে স্পর্শ করিবে আশঙ্কা করিয়া, ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে উত্তত হইয়াছিলে, সেই দিন তৎক্ষণাৎ নৌকা লইয়া এক জন লোক তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমাকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়াছিল এবং তুমি তাহাকে একটা টাকা এবং একটা জোড় বকসিস্ দিতে চাহিয়াছিলে? আমিই নৌকা লইয়া তোমাকে পার করিয়া আবার স্বীয় বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। মনে পড়ে তোমার সে-কথা?” শুনিয়া গঙ্গাদাস মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তদবধি তিনি প্রভুর একান্ত ভক্ত। যে-দিন জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে তাড়া করিয়াছিলেন, প্রভুর প্রব্লেব উত্তরে সেই দিন শ্রীবাসপণ্ডিত ও গঙ্গাদাস প্রভুর নিকটে তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পরে প্রভু যে-দিন কঙ্কড়ার গৃহে তাঁহাদের দুইজনকে লইয়া বসিয়াছিলেন, অগ্নাগ্ন ভক্তবৃন্দের সহিত সেই দিনও সেই স্থানে গঙ্গাদাস উপস্থিত ছিলেন। কীর্তনান্তে গঙ্গাগর্ভে প্রভুর জলকেলি-রঙ্গে ইনি থাকিতেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভুর অভিনয়-কালে এবং কাজীদমনের দিন নগরকীর্তনেও গঙ্গাদাস ছিলেন। শ্রীধরের গৃহে জলপান-ব্যাপারে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া অগ্নাগ্ন ভক্তদের সহিত গঙ্গাদাসও প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ পাইয়া ইনি অন্ধার নয়নে কান্দিয়া ছিলেন। যথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলেও যাইতেন।

গদাধরদাস। শ্রীচৈতন্যশাখা। অনুরিচানন্দে প্রতি প্রভু যখন গৌড়ে প্রেমভক্তিপ্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন, তখন বাহুবল, মাধব, রামদাসাদি ভক্তের সঙ্গে গদাধরদাসকেও নিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন; অবশি তিনি নিত্যানন্দ-সঙ্গী। নববীপেই থাকিতেন। ভক্তিবন্ধাকরের মতে, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে তিনি নববীপ হইতে কাটোয়ায়, পরে কাটোয়া হইতে গঙ্গাতীরে এঁড়িয়াদহ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি সকলকেই হরিনাম করিতে উপদেশ দিতেন। এক দিন রাত্রিকালে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে তিনি কীৰ্ত্তন-বিরোধী কাজী গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম করার জন্ত কাজীকে অহরোধ করেন। কাজী বলিলেন—“কাল হরিনাম করিব।” তখন প্রেমোৎফুল্ল হইয়া গদাধর বলিলেন—“আর কালি কেনে। এইত বলিলা হরি আপন বদনে।” ইহার গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ মাধবঘোষের দ্বারা দানকলি কীৰ্ত্তন করাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভুর প্রচার-সঙ্গী হইলেও গদাধরদাস গোপীভাব-পূর্ণ ছিলেন। প্রভুর আদেশে নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে আসিবার সময়ে পশ্চিমধ্যে গদাধরদাস শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া “দধি কে কিনিবে” বলিয়া অটু অটু হস্ত করিয়াছিলেন। গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজলের কলস মাথায় করিয়া “কে কিনিবে গো-রস” বলিয়া ডাকিয়া ফিরিতেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন পানিহাটিতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর দর্শনের জন্ত গদাধরদাস সে-স্থানে আসিলে প্রভু তাঁহার মস্তকে চরণ তুলিয়া দিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীরাধার বিভূতিরূপা চন্দ্রকান্তি। তাই বোধ হয় রাধাভাবের আবেশ।

গদাধরপণ্ডিতগোস্বামী। পঞ্চতত্ত্বের শক্তি-তত্ত্ব। চট্টগ্রামের বেলচী গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীমাধব-মিশ্র; মাতা শ্রীমতী রত্নাবতী। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাণীনাথ। অধ্যয়নের জন্ত অল্প বয়সেই নববীপে আসেন। গদাধর পণ্ডিত শ্রীল পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির শিষ্য। একসময়ে পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি নববীপে আসিয়াছিলেন; গদাধরের সর্দেহাই বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দ; মুকুন্দদত্ত গদাধরকে বিজ্ঞানিধির নিকটে লইয়া গেলেন। দ্বিবা খট্টার উপরে, দ্বিবা চন্দ্রাতপের নীচে স্ববেশ বিজ্ঞানিধি বসিয়া আছেন—যেন রাজপুত্র; চারিপাশে স্তম্ভ বালিশ, দ্বিবা বাটায় পান, তাবুলরাগে অধর রক্তবর্ণ, সেবক ময়ূরের পাখা লইয়া ব্যঞ্জন করিতেছে, দ্বিবা গন্ধে গৃহ আয়োদিত। গদাধর এ-সকল বিলাসের চিহ্ন দেখিয়া বিজ্ঞানিধির বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেন। মুকুন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া বিজ্ঞানিধির প্রকৃত পরিচয় প্রকটিত করার উদ্দেশ্যে স্বমধুর স্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—“অহো বকী যং স্তনকালকূট-মিত্যাদি”। শ্লোক শুনামাত্র অশ্র-কম্প-পুলকাদি সাত্বিক ভাবে বিভূষিত হইয়া বিজ্ঞানিধি অস্থির ভাবে গর্জনে করিতে করিতে চতুর্দিকে হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, আসবাব-পত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, ভূমিতে পড়িয়া কতক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুচ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। দেখিয়া গদাধর আশ্চর্য্যভার দিতে লাগিলেন এবং চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, বিজ্ঞানিধির চরণে তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্টাচার গ্রহণ করিলেই তাহার খণ্ডন সম্ভব। মুকুন্দের নিকটে স্বীয় মনের কথা প্রকাশ করিলেন; মুকুন্দ তাহা বিজ্ঞানিধির নিকটে প্রকাশ করিলে বিজ্ঞানিধিও সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি দিলেন। পরে প্রভুর অহুমতি লইয়া গদাধর বিজ্ঞানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গদাধর ছিলেন মহাপ্রভুর মরমী সঙ্গী। প্রভুর প্রায় সমস্ত লীলার সহচর। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রভু যখন নীলাচলে যান, হুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে গদাধর নববীপেই থাকেন। দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পরে প্রভু যখন নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তখন গোড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে গদাধর নীলাচলে যান, আর ফিরিয়া আসেন নাই। প্রভু তাঁহাকে গোপীনাথের সেবায় নিয়োজিত করেন। প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে যাত্রা করিলেন, প্রভুর নিবেদনসঙ্গে গদাধর প্রভুর সঙ্গে চলিলেন; প্রভু পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতে প্রভুর সঙ্গে না থাকিয়া পৃথক্ ভাবে চলিতে লাগিলেন। কটকে আসিয়া প্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু গদাধরকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তখন প্রভু বলিলেন—আমার স্বথ যদি চাও গদাধর, তাহা হইলে নীলাচলে ফিরিয়া যাও, গোপীনাথের সেবা কর; “আম্রার শপথ যদি আর-কিছু বল।” ইহা বলিয়াই প্রভু নৌকায় উঠিলেন, গদাধর মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর আদেশে সার্বভৌম:

ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নীলাচলে লইয়া আসিলেন। প্রভু কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হইয়া বঙ্গভূ-ভট্ট নীলাচলে গদাধরের নিকটে যাইয়া গদাধরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে স্বরূত কৃষ্ণনামের অর্থাৎ তনাইভেন। ভট্টের পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যের কথা ভাবিয়া গদাধর তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারেন না; অথচ প্রভুর গণের ভয়ে ও ভীত। পরে বঙ্গভূ-ভট্টের প্রতি প্রভুর রূপা হইলে তিনি গদাধরের নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রজলীলায় গদাধর পণ্ডিত ছিলেন শ্রামহন্দর-বরভা বৃন্দাবনলক্ষ্মী (শ্রীবাধা); ললিতাও তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত (১৫১২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। গদাধরে আবার কৃষ্ণদেবীর ভাবও আছে (৩৭১২৮)।

গরুড় পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—নবদ্বীপ, আকনা। নামের বলে সর্পবিষও ইহার উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ইনি ছিলেন—গরুড়।

গুণরাজ খান। কুলীনগ্রামবাসী। নাম মালাধর বহু; গোড়েশ্বরের প্রদত্ত উপাধি গুণরাজ খান। ইহারই পুত্র লক্ষ্মীনাথ বহু—উপাধি সত্যরাজ খান; লক্ষ্মীনাথের পুত্র রামানন্দ বহু। গুণরাজ খান প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা পয়ারাদি ছন্দে “শ্রীকৃষ্ণবিজয়” নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের এবং ১১শ স্কন্ধের তাত্ত্বিকাংশের তাৎপর্য্যানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই বোধহয় শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ; অবশ্য ইহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৩২৫ শকে এই গ্রন্থের লেখা আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকে শেষ হয়। এই গ্রন্থে একটা উক্তি আছে এইরূপ—“নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।” প্রভু ইহা দেখিয়া বলিয়াছেন—“এই বাক্য বিকাইহু তাঁর বংশের হাথ।” প্রভু ইহাও বলিয়াছেন—কুলীনগ্রামের যে কুকুর, সেও প্রভুর প্রিয়; অগ্ন জনের কথা তো দূরে। গুণরাজ খান অত্যন্ত ধনশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

গোপাল। অষ্টৈতাচার্য্য-পুত্র। ইনি একবার নীলাচলে প্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলায় প্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেখিয়া অষ্টৈতাচার্য্য বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, নুসিংহের মস্ত পড়িয়া জলের ঝাপটা মারিতে লাগিলেন; তাহাতেও গোপালের চেতনা ফিরিয়া না আসায় আচার্য্য ও ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু তাহার বুকে হাত দিয়া “উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল।” তখন গোপাল উঠিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গোপালভট্ট গোস্বামী। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী বেকটভট্টের পুত্র। দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে প্রভু যখন বেকট ভট্টের গৃহে চাতুস্তম্ভ-কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন গোপালভট্ট প্রাণ ভরিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকটে দীক্ষিত। ভক্তিরস্বাকরের মতে, পিতামাতার অপ্রকটের পরে তাহাদের আদেশেই গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতন নীলাচলে প্রভুর নিকটেও তাঁহার আগমন-সংবাদ জানাইয়াছিলেন এবং প্রভুও তাহাদের জানাইয়াছিলেন—তাঁরা যেন গোপাল ভট্টকে নিজেদের ভাই বলিয়া মনে করেন। ইনিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ-শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস রচনা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী তাহার ভাগবত-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—গোপালভট্ট প্রাচীন বৈষ্ণবদের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া একখানি তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তদ্বাদি কোনও স্থলে যথাক্রমে, কোনও স্থলে বা ক্রমভঙ্গভাবে, আবার কোনও স্থলে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে লিখিত ছিল। শ্রীজীব তৎসমস্তেরই পর্যালোচনা পূর্বক যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ভাগবত-সন্দর্ভ (বটসন্দর্ভ) লিখিয়াছেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামী “সংক্রিয়াসার-দীপিকা”-নামক একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা লিখিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। ভক্তিরস্বাকর বলেন—কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে গোপালভট্ট গোস্বামীর কোনও প্রসঙ্গ লিখিতে তিনি কবিরাজ গোস্বামীকে নিবেদন করিয়াছিলেন। ইনি কবিরাজ-গোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগুরুর মধ্যে একজন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ইহার শিষ্য। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীঅনঙ্গ মন্ত্রী, কাহারও কাহারও মতে শ্রীগুণমন্ত্রী।

গোপীনাথ আচার্য্য। শ্রীচৈতন্যনাথ। সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগিনীপতি। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। পরে নীলাচলে সার্কভৌম-গৃহে থাকিতেন। নবদ্বীপে থাকিতেই প্রভুর সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি প্রথম হইতেই প্রভুকে স্বয়ং-ভগবান বলিয়া জানিতেন। প্রভু সঙ্গীদের ছাড়িয়া সৰ্ব্বপ্রথমে একাকী জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথদর্শনে প্রেমাবেশে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্কভৌম তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরে প্রভুর সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দাদি মন্দির-সম্মুখে উপনীত হইলে লোকমুখে প্রভুর সার্কভৌমগৃহে অবস্থিতির কথা জানিয়া যখন সার্কভৌম-গৃহের অহুসন্ধান করিতেছিলেন, তখনই দৈবাৎ গোপীনাথ আচার্য্য সে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়া সংজাহীন প্রভুর দর্শন করান এবং সার্কভৌমের সহিত তাঁহাদের মিলন করান। সার্কভৌম তখনও প্রভুর ভগবন্তার পরিচয় পায়েন নাই। গোপীনাথ প্রভুর ভগবতা প্রতিপাদনের জন্ত সার্কভৌমের সঙ্গে অনেক বিচার-তর্ক করিয়াছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন—সার্কভৌমের প্রতি যখন প্রভুর রূপা হইবে, তখন তিনি প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রভুর রূপায় মায়াবাদী সার্কভৌম যখন প্রভুর পরমভক্ত হইয়া পড়িলেন, তখন গোপীনাথের আর আনন্দের সীমা ছিল না। গোপীনাথ প্রভুর নবদ্বীপেরও সঙ্গী এবং নীলাচলেরও সঙ্গী। নীলাচলে ইনি নানাভাবে প্রভুর সেবা করিয়াছেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন রত্নাবলী সখী।

গোপীনাথ পট্টনায়ক। রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা এবং ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যাদগুপাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এক সময়ে রাজার প্রাপ্য দুইলক্ষ টাকা তাঁহার নিকটে বাকী পড়ায় তিনি একটু বিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজা টাকা চাহিলে তিনি বলিলেন—“এখন নগদ টাকা দিতে পারিব না; আমার কতকগুলি ভাল ঘোড়া আছে, মূল্য ধরিয়া তাহা রাজ-সরকারে নেওয়া হউক; বাকী টাকা আস্তে আস্তে দিব।” বড় রাজপুত্র ঘোড়ার ভাল মূল্য জানিতেন। রাজা কয়েকজন পাত্র-মিত্রের সঙ্গে বড় রাজপুত্রকে পাঠাইলেন, ঘোড়ার মূল্য স্থির করার জন্ত। কিন্তু তাঁহার সহিত গোপীনাথের কিছু অশ্রীতি ছিল; তাই তিনি ঘোড়ার অনেক কম মূল্য ধরিলেন; তাহাতে গোপীনাথ তাঁহাকে ঠাট্টা বিক্রপ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া গোপীনাথকে বাধিলেন, তাঁহার ভাই বাগীনাথকেও সবশেষে বাধিয়া আনাইলেন এবং গোপীনাথকে খড়্গের উপরে কেলিয়া দেওয়ার জন্ত চাঙ্গে চড়াইলেন। গোপীনাথের সেবক তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এই সকল সংবাদ প্রভুর গোচরীভূত করিল; প্রভু কিন্তু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া রাজার প্রাপ্য না দেওয়ার জন্ত গোপীনাথকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কানীমিত্রের নিকটে প্রভু বলিলেন—তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া আলালনাথে চলিয়া যাইবেন; যেহেতু, নীলাচলে থাকিলে বিষয়ীর কথা শুনিতে হয়। কানীমিত্র রাজার নিকটে সমস্ত জানাইলে রাজা গোপীনাথের নিকটে প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা মাপ করিয়া দিলেন এবং গোপীনাথের বেতন দ্বিগুণ করিয়া তাঁহাকে মালজাঠ্যাদগুপাটে পাঠাইলেন। কি-ভাবে রাজবিষয় করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে প্রভু গোপীনাথকে উপদেশ দিলেন। গোপীনাথের নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল; তাঁহার সহোদর রামানন্দ ও বাগীনাথকে প্রভু যেমন বিষয় ছাড়াইয়াছেন, তেমনি তাঁহাকেও বিষয় ছাড়াইবার প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভু বলিলেন—পাচ ভাই-ই যদি বিষয় ছাড়, কুটুম্ব-ভরণ হইবে কিরূপে? প্রভু ভবানন্দরায়কে নিজ মুখে বলিয়াছেন—“ভূমি পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী; তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চ পাণ্ডব।” সুতরাং গোপীনাথ পট্টনায়ক ছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবের একজন।

গোবিন্দ। নীলাচলে প্রভুর অঙ্গসেবক। শূত্র। ইনি পূর্বে ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। অন্তর্দ্বান-সময়ে পুরীগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করিবার জন্ত গোবিন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—দক্ষিণ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে। “গুরুর সেবক হস্তপাত্র, তাহা দ্বারা অঙ্গসেবা সঙ্গত হয় না”—প্রভু এইরূপ বিবেচনা করিয়া সার্কভৌমের পরামর্শ চাহিলে সার্কভৌম বলিয়াছিলেন—“গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়।” প্রভু তখন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় সেবার অধিকার দিলেন। গোবিন্দ প্রভুর পাদসংবাহনাদি অঙ্গসেবা করিতেন, প্রভুর আহাৰাদির ব্যবস্থা করিতেন, ভক্তগণ প্রভুর আহাৰের জন্ত যে-সমস্ত দ্রব্য দিতেন, তৎসমস্ত রাখিতেন এবং সুযোগমত প্রভুকে দিতেন। প্রভুর জন্ত চক্ষুনাশিতল এবং তুলীগু

জগদানন্দ গোবিন্দের নিকটেই দিয়াছিলেন। গোবিন্দের সেবার মহিমা অদ্ভুত। মধ্যাহ্ন-আহারের পরে প্রভু গভীরায় শয়ন করিলে গোবিন্দ প্রতিদিনই প্রভুর অঙ্গসেবাদি করেন, প্রভু ঘুমাইলে নিজে আসিয়া আহার করেন। একদিন প্রভু এক ভঙ্গী করিলেন। বেঢ়াকীর্ণনের দিন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রভু নৃত্যকীর্ণনাদি করিয়াছেন। স্ততরাং সেই দিন অঙ্গসেবার প্রয়োজন আরও বেশী। কিন্তু প্রভু ভিকার পরে গভীরায় ঘার জুড়িয়া শুইয়া পড়িলেন; ভিতরে যাওয়ার পথ নাই। গোবিন্দের পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও প্রভু সরিলেন না, বলিলেন—“আমায় নড়াচড়ায় শক্তি নাই।” তখন গোবিন্দ নিজের বহির্কাস্থানা প্রভুর অঙ্গের উপরে দিয়া প্রভুকে ডিঙ্গাইয়া ভিতরে গেলেন এবং প্রভুর পাদসংবাহনাদি করিলেন; প্রভু নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, গোবিন্দ প্রভুর পদপ্রান্তে বলিয়া আছেন। বলিলেন—“এখনও এখানে? তোর খাওয়া হয় নাই?” উত্তর—না, প্রভু। “কেন?” “বাহিরে যাব কিরূপে?” “ভিতরে আসিলে কিরূপে? যে-ভাবে আসিয়াছ, সে-ভাবে গেলে না কেন?” গোবিন্দ মুখে কিছু বলিলেন না; মনে মনে বলিলেন—“মোর সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন। সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।” অনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি। প্রভু যখনই গভীরায় হইতে বাহিরে যাইতেন, জলপাত্র লইয়া গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে প্রভুর পাদ প্রক্ষালন করাইয়া দিতেন। দর্শনের সময়ও নিকটে থাকিতেন। এক দিন এক উড়িয়া স্ত্রীলোক দর্শনাবেশে প্রভুর কাঁধে পা রাখিয়া গুরুত্ব ধরিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, গোবিন্দ তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক দিন সমুদ্রস্নানে যাওয়ার সময় এক দেবদাসীকর্তৃক কীর্ণিত গীতগোবিন্দের গান দূর হইতে শুনিয়া প্রভু যখন বাহ্যস্থিতি হারাইয়া নিজের কাঁটার উপর দিয়া ছুটিতেছিলেন, কাঁটার আঘাতে অঙ্গ কধিরাঙ্ক হইতেছিল, গোবিন্দ তখন প্রভুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—“প্রভু, স্ত্রীলোকে গান করে।” তখন প্রভুর বাহ্যস্থিতি হইল, বলিলেন—“গোবিন্দ, আজ তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ; স্ত্রীলোকের স্পর্শ হইলে আমি বাঁচিতাম না। তুমি সর্বদা আমাকে রক্ষা করিবে।” আর এক দিন চটক পর্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে প্রভু যখন প্রেমাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—গোবিন্দ তখন প্রভুর চোখে-মুখে জলের ছিটা দিয়া সময়োচিত সেবা করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে প্রভু গভীরায় শয়ন করিলে গোবিন্দ বাহিরে ঘারে শয়ন করিতেন; কান দুখানা যেন খাড়া করিয়া রাখিতেন প্রভুর দিকে। ইনিই প্রভুর আদেশে প্রত্যহ হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন এবং অপর যে-কেহ প্রভুর অবশেষ প্রার্থী বা যে কাহাকেও অবশেষ দেওয়া প্রভুর ইচ্ছা, তাঁহাকে প্রভুর অবশেষ দিতেন। গোবিন্দের ভাগ্যের তুলনা গোবিন্দের ভাগ্যই। ব্রজলীলার গোবিন্দ ছিলেন ভক্ত-নামক শ্রীকৃষ্ণভূতা।

গোবিন্দ কবিরাজ। নিত্যানন্দশাখা (১১১৪৮)। কেহ কেহ মনে করেন, ইনিই ত্রিনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু এই। ত্রিনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ ত্রিনিত্যানন্দের সম-সাময়িক নহেন, নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের অনেক পরে তাঁহার আবির্ভাব। ত্রিনিবাস আচার্য্যও নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পায়েন নাই। বিশেষতঃ, আচার্য্য প্রভু হইলেন ত্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য; ত্রীপাদ গোপালভট্ট ছিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত (১১০১১০৩), ত্রিনিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ছিলেন না। স্ততরাং তাঁহার শিষ্য ত্রিনিবাস আচার্য্যকে এবং ত্রিনিবাস-আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজকে—শিষ্যপরম্পরাক্রমেও—ত্রিনিত্যানন্দ-শাখার অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। অন্ত গণভুক্ত কোনও কোনও ভক্তকে মহাপ্রভু নাম-প্রেম-প্রচারার্থে ত্রিনিত্যানন্দের সঙ্গে দিয়াছিলেন; উভয় গণেই তাঁহাদের নাম আছে; কিন্তু ত্রীপাদ গোপালভট্ট তাঁহাদেরও অন্তর্ভুক্ত নহেন। স্ততরাং কোনও দিক দিয়াই ত্রীপাদ গোপালভট্টকে এবং তাঁহার শিষ্যশিষ্য ত্রিনিবাস আচার্য্যাদিকে নিত্যানন্দশাখাভুক্ত বলা চলে না। আরও একটা কথা বিবেচ্য। ত্রিনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজের নাম যদি নিত্যানন্দশাখাভুক্তরূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইত, তাহা হইলে কি ত্রিনিবাস আচার্য্যের নাম উল্লিখিত হইত না? তাঁহার উল্লেখ কোথাও নাই। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—ত্রিনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ হইতেছেন নিত্যানন্দশাখাভুক্ত গোবিন্দ কবিরাজ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

গোবিন্দ ঘোষ। উত্তরবঙ্গীয় কায়স্থ। বাহুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইহারই সহোদর। ইহাদের কীর্তনে গৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলাই গ্রামে আবির্ভাব। নীলাচলে রথযাত্রাদিকালে ইহারা তিন সহোদরই কীর্তন করিতেন। রামকেলি ঘাইবার পথে প্রভু গোবিন্দ ঘোষকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া যানেন; অগ্রদ্বীপে ইনি গোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দ ঘোষের একমাত্র পুত্রের দেহত্যাগ হইলে ইনি শোকবিহ্বল হইয়া পড়েন। গোপীনাথ জানাইলেন—তিনিই তাঁহার পুত্রকে স্বচরণে লইয়া গিয়াছেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন—আমার শ্রদ্ধ করিবে কে? গোপীনাথ বলিলেন—তোমার শ্রদ্ধ আমি করিব। বস্তুতঃ ঘোষঠাকুরের শ্রদ্ধবাসরে গোপীনাথের দ্বারাই শ্রদ্ধ করান হইয়াছিল এবং এখনও ঘোষঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে গোপীনাথের দ্বারাই শ্রদ্ধ করান হয়। গোবিন্দ ঘোষ পদকর্তাও ছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন কলাবতী, বিশাখারচিত গীত গান করিতেন।

গোবিন্দ দত্ত। খড়দহের নিকটে স্থচর গ্রামে ত্রীপাট। নবদ্বীপে প্রভুর কীর্তনের সঙ্গী, মূল গায়ক। ত্রীপাট সনাতন-গোস্থানী বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণীর স্থচনায় বাহুদেব দত্ত, গোবিন্দ ও মুকুন্দের বন্দনা করিয়াছেন। “ত্রীবাহুদেব দত্তক ত্রীগোবিন্দং মুকুন্দকম্।” ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, গোবিন্দ দত্ত ছিলেন বাহুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্তের সহোদর। ইনি পূর্বলীলায় ছিলেন বৈকুণ্ঠমণ্ডলে—পুণ্ডরীকাক্ষ।

গৌরীদাস পণ্ডিত। দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল। ব্রজের স্ববলসখা। নবদ্বীপ হইতে পাঁচ-ছয় কোশ দূরবর্তী শালিগ্রামে আবির্ভাব। পিতা ত্রীকংসারি মিশ্র (ঘোষাল), মাতা ত্রীমতী কমলাদেবী। কংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, রুষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্ত। গৌরীদাস হইলেন চতুর্থ পুত্র। ছয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব। গৌরীদাস শৈশব হইতেই বিষয়ে অনাসক্ত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ লইয়া শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরবর্তী অধিকায় আসিয়া নির্জনে সাধন-ভজনে রত থাকেন। পরে প্রভুর ইচ্ছায় বিবাহ করেন; পত্নীর নাম ত্রীমতী বিমলাদেবী। তাঁহার দুই পুত্র—বলরামদাস ও রঘুনাথদাস। গৌরীদাস সখ্যভাবের উপাসক; ত্রীমত্তিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। স্ববলমঙ্গল-গ্রন্থ হইতে জানা যায়—ত্রীমত্তিত্যানন্দ ও ত্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিবার সময়ে হরিনদী গ্রামে আসিয়া নৌকায় উঠেন এবং নিজেরাই বৈঠাঘারা নৌকা বাহিয়া গঙ্গা পার করেন; কিন্তু নবদ্বীপে না গিয়া বৈঠা হাতেই অধিকায় গৌরীদাসের গৃহে আসিয়া গৌরীদাসকে বৈঠা দিয়া বলিলেন—“এই বৈঠা লও; জীবকে ভবনদী পার কর।” প্রভু গৌরীদাসকে স্বহস্তলিখিত একখানি ত্রীমদ্ভগবদ্-গীতাও দিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর)। এই বৈঠা এবং গীতা এখনও অধিকায় আছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসেন, তখন অভিমানভরে গৌরীদাস তাঁহার দর্শনে যানেন নাই। প্রভু নিজেই ত্রীনিতাইয়ের সহিত অধিকায় আসিলেন; গৌরীদাসের অভিমান দূর হইল। গীতকল্পতরুর পদ হইতে জানা যায়, গৌরীদাস তখন প্রেমাবেশে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—“তোমাদের আর ছাড়িয়া দিব না; তোমরা দুই ভাই এখানেই থাক।” প্রভু বলিলেন—“গৌরীদাস, আমাদের প্রতিমূর্তির সেবা কর।” গৌরীদাস কাঁদিতেই লাগিলেন। পরে প্রভু বলিলেন—“নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনিয়া আমাদের বিগ্রহ প্রস্তুত কর।” গৌরীদাস তাহাই করিলেন। প্রভু বলিলেন—“আমরা দুইজন; আর দুই বিগ্রহ; তোমার বিশ্বাসের জন্ত আমরা চারিজন এক সঙ্গে আহার করিব।” গৌরীদাস পরমানন্দে রত্নন করিলেন। দুই বিগ্রহসহ দুই মহাপ্রভু এবং দুই নিত্যানন্দ একসঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন। এই চারিজনকে মধ্যে দুইজন—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ—অধিকায় রহিলেন এবং দুইজন—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ—নীলাচলে গেলেন। এই দুই ত্রীবিগ্রহ এখনও অধিকায় বিরাজিত।

গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যাস্বয়কে (ত্রীশ্রীবৃন্দা-জাহ্নবাকে) ত্রীমত্তিত্যানন্দ বিবাহ করেন। গৌরীদাসের পুত্রের কন্যাকে হৃদয়চৈতন্ত বিবাহ করেন। হৃদয়চৈতন্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য; ত্রীল স্ত্রীমানন্দঠাকুর হৃদয়চৈতন্তের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য। “আচার্য্যরত্ন” দ্রষ্টব্য।

ছোট হরিদাস। নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনাইতেন। ইনি ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর ভিকার জন্ত বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদাসীর নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহাকে বর্জন করেন। শুনিয়া তিনি স্নানাহার ত্যাগ করেন। স্বরূপদামোদরাদি এবং পরমানন্দপুরী গোস্বামীও তাঁহাকে কৃপা করার জন্ত প্রভুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। “বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সন্ধ্যাষণ। প্রভু বোলে তার মুখ না করে। দর্শন ॥” পরম করুণ প্রভু অবশ্যই কৃপা করিবেন—স্বরূপাদির মুখে এই ভরসা পাইয়া ছোট হরিদাস স্নানাহার করেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত আশায় আশায় অপেক্ষা করিয়াও প্রভুর কৃপা না পাইয়া হরিদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রয়াগে চলিয়া যানেন এবং গৌর-চরণ প্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জন করেন। পরে অদৃশ্য দেহে কীর্তন করিয়া নীলাচলে প্রভুকে শুনাইতেন; এই কীর্তন অপবেও শুনিত। বিশেষ বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০১-৬৪ পয়ায়ে দ্রষ্টব্য।

জগদানন্দ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। কান্ধনপল্লীতে আবির্ভাব। প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। পূর্বলীলায় সত্যভামা। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুত্র হইতে নীলাচলে আসেন, তখনই ইনি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। নীলাচলেই সাধারণতঃ থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিতেন। ইনি প্রভুকে সর্বদা মুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। শীতকালে প্রভুর তিন বেলা স্নান, কলার শরলাতে প্রভুর শয়ন ইত্যাদি জগদানন্দের সহ হইত না। একবার তিনি যখন গোড়ে আসিয়াছিলেন, শিবানন্দসেনের গৃহে এক কলস চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করিয়া নীলাচলে আনিয়া প্রভুর ব্যবহারের জন্ত গোবিন্দের নিকটে দিয়াছিলেন। প্রভু তাহা অঙ্গীকার করেন নাই জানিয়া অভিমানভরে তৈল কলস আনিয়া প্রভুর সাক্ষাতেই ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন এবং ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁহার দ্বারে গিয়া ডাকিয়া বলিলেন—“পণ্ডিত উঠ; আজ তুমি নিজের রান্না করিয়া আমাকে ভিক্ষা দিবে; আমি এখন জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি; মধ্যাহ্নে আসিব।” জগদানন্দ তখন উঠিয়া বন্ধন করিলেন, মধ্যাহ্নে প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন এবং প্রভুর আগ্রহে নিজের আহার করিলেন। আর একবার প্রভুর জন্ত “তুলীগাও” প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দের নিকট দিয়াছিলেন; প্রভু তাহা অঙ্গীকার না করায় অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন। সনাতন গোস্বামী যখন নীলাচলে, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল কণ্ডু। প্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। তাঁর কণ্ডুরা প্রভুর সঙ্গে লাগে; তাতে সনাতনের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত। তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের পরামর্শ চাহিলেন। তিনি সনাতনকে বলিলেন—“রথযাত্রা দেখিয়া তুমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।” প্রভু সনাতনের মুখে ইহা শুনিয়া জগদানন্দ মধ্যাহ্ন লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া জগদানন্দের উদ্দেশ্যে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশ লইয়া তিনি একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সনাতনের নিকটে থাকিতেন; সনাতনই তাঁহার সব সমাধান করিতেন। এক দিন তিনি সনাতনকে আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পাক শেষ না হইতেই সনাতন আলিলেন—মস্তকে একখানা লাল কাপড় বাঁধিয়া। জগদানন্দ মনে করিয়াছিলেন—উহা প্রভুর দেওয়া কাপড়। কিন্তু সনাতনের মুখে শুনিলেন যে, উহা অন্ন সন্ন্যাসীর দেওয়া; তখন ক্রোধে জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ি লইয়া সনাতনকে স্নানিতে গিয়াছিলেন। সনাতন যখন বলিলেন—পণ্ডিতের গৌরপ্রীতি পরীক্ষা করার জন্তই তিনি অন্ন সন্ন্যাসীর দেওয়া কাপড় মাথায় বাঁধিয়াছেন, পণ্ডিতের গৌরপ্রীতি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছেন, ঐ কাপড় কাহাকেও দিয়া দিবেন, যে-হেতু “রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না যুয়ায়”—তখন পণ্ডিত নিরস্ত হইলেন, ভাতের হাঁড়ি রাখিয়া দিলেন। প্রভুতে পণ্ডিতের গাঢ় প্রীতি বশতঃ প্রভু ও জগদানন্দে প্রায় সর্বদাই “থট্‌মটি” লাগিত। জগদানন্দ যখন পরিবেশন করিতেন, তখন ভয়ে প্রভু অতিরিক্ত মাত্রায়ও আহার করিতেন—না থাইলে হয়তঃ জগদানন্দ রাগ করিয়া উপবাস করিবেন।

জগদীশ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্যশাখা। ইহার সহোদরের নাম হিরণ্য। জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব প্রভুর পূর্বে। জগতের বহির্ভূততা দেখিয়া বাহারা মনে দুঃখ পাইতেন এবং তৎকালে বাহারা ঈশ্বরের সভায়

কৃষ্ণকথা শুনিতে যাইতেন, জগদীশ পণ্ডিত তাঁহাদের মধ্যে একজন। একবার একাদশীর দিনে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত নানাবিধ উপচারে বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রভু তখন শিশু। শৈশবে কেহ হরিনাম করিলেই প্রভুর কামা ধামিত; কিন্তু এই দিন কিছুতেই ধামে না। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে বলিলেন—“জগদীশ হিরণ্য বিষ্ণু-নৈবেদ্য করিয়াছে; যদি আমাকে প্রাণে বাঁচাইতে চাও, তবে সেই নৈবেদ্য আনিয়া দাও।” সকলে ভাবিলেন—ইহা কি সম্ভব? যাহা হউক, জগদীশ-হিরণ্য একথা শুনিয়া ভাবিলেন—“আমাদের ঘরে যে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, এই শিশু তাহা কিরূপে জানিল? এই পরম হৃদয় শিশুটির দেহে নিশ্চয়ই গোপাল অধিষ্ঠিত আছেন; সেই গোপালই নৈবেদ্য খাইতে চাহিতেছেন।” পরমানন্দে তাঁহারা নৈবেদ্য লইয়া জগদীশ মিশ্রের গৃহে আসিলেন এবং শিশুকে খাওয়াইলেন এবং বলিলেন—“বাপ খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার॥” পূর্বলীলায় জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত ছিলেন যজ্ঞপত্নী।

জগাই-মাধাই। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে জগদীশ ও মাধব; বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়ই। যজ্ঞোদ্দেশ জগদীশ ও মাধবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সদ্ব্রাহ্মণবংশে নবদ্বীপে আবির্ভাব। ইহাদের বংশের পূর্ব-পুরুষগণ সকলেই সদাচারসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ এই দুইজন শৈশব হইতেই দুর্দ্দৈব রত ছিলেন। তাঁহারা স্বজনকণ্ঠক পরিত্যক্ত হইয়া দুর্দ্দৈবের সঙ্গেই থাকিতেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও মত্তপান, গোমাস-ভক্ষণ, চুরি-ডাকাতি, পরগৃহদাহ-আদি দুর্দ্দৈব এই দুই ভাই সর্বদা রত থাকিতেন। এমন কোনও দুর্দ্দৈব ছিল না, যাহা ইহারা করিতেন না। সর্বদা মত্তপাদি দুর্দ্দৈবের সঙ্গেই থাকিতেন, কখনও ভক্তসঙ্গ হইত না; তাই সৌভাগ্য-ক্রমে ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-নিষ্ঠা-জনিত অপরাধ ছিল না। লোকে ইহাদের অত্যাচারের ভয়ে সর্বদা সমস্ত থাকিত। দুই ভাই মত্তপানে বিভোর হইয়া কখনও কখনও রাস্তায় গড়াগড়ি দিতেন, পরস্পর পরস্পরকে কিল-চড়-লাথি দিতেন, পরস্পরের প্রতি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতেন। এই অবস্থাতেই শ্রীমদ্বিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসসাঁকুর তাঁহাদিগকে দেখিলেন। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দও হরিদাস নগরে কৃষ্ণনাম-প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন। দূর হইতে তাঁহারা দেখিলেন—দুইজন লোক রাস্তায় পড়িয়া “কিলাকিলি গালাগালি” করিতেছে। লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা এই দুইজনের পরিচয় পাইলেন। তখন করুণ-হৃদয় নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—“পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার। এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥ * * ॥ এ-দুইয়েরে প্রভু যদি অমৃতগ্রহ করে। তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥” পণ্ডিত-পাবন নিত্যানন্দ তখন তাঁহার প্রচার-সঙ্গী হরিদাসকে বলিলেন—“হরিদাস, যে-সকল যবন তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তুমি তাহাদেরও মঙ্গল কামনা করিয়াছিলে। তুমি যদি এই দুইজনের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলেই ইহাদের উদ্ধার হইতে পারে; তোমার সঙ্কল্প প্রভু পূর্ণ করিবেনই।” হরিদাস বলিলেন—“তোমার ইচ্ছাই প্রভুর ইচ্ছা; আমাকে ভাঙাইতেছ কেন?” তখন শ্রীনিতাই হরিদাসকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া উভয়ে জগাই-মাধাইয়ের দিকে যাইয়া একটু দূর হইতে বলিলেন—“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥ তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥” শুনিয়া জগাই-মাধাই একটু মাথা তুলিয়া চাহিলেন এবং উঠিয়া “ধর ধর” বলিয়া নিত্যানন্দ-হরিদাসকে ধরিবার জন্ত ছুটিলেন; তাহারাও “রক্ষ রক্ষ, রক্ষ কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে পলায়ন করিলেন; দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহাদের ধরিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ-হরিদাস প্রভুর নিকটে উপনীত হইয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন। প্রভু তখন ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপন করিতেছিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর নিকটে জগাই-মাধাইয়ের বংশের এবং দুর্দ্দৈবের পরিচয় দিলেন। শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“জানোঁ জানোঁ। সেই দুই বেটা। খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥” বঙ্গীয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—“প্রভু, খণ্ড খণ্ড কর; কিন্তু এই দুইজন থাকিতে আমি আর কোথাও যাইব না। কিসের জন্ত তুমি এত ডাই কর; যাহারা ধার্মিক, তাহারা তো নিজেদের স্বভাবে কৃষ্ণ-নাম করিয়া থাকে। তুমি এই দুই জনকে যদি

ভক্তিদান করিতে পার, তবেই জানিব—তুমি পতিত-পাবন।” প্রভু হাসিয়া বলিলেন—“শ্রীপাদ, তুমি কখন ইহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন শীঘ্রই কৃষ্ণ তাহাদের মঙ্গল করিবেন।” হরিনামের নিকটে সমস্ত ভক্তিরা অধৈর্যতাচার্য্য বলিলেন—“চিন্তা নাই; দুই দিনের মধ্যেই জগাই-মাধাই ভক্তগোষ্ঠীতে আসিবে।” ইহার পরে একদিন রাজিকালে শ্রীনিত্যানন্দ নগর-ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে জগাই-মাধাই তাঁহাকে দেখিয়াই—“কেরে, কেরে” বলিয়া ডাকিলেন; নিতাই বলিলেন—“আমি অবধূত।” অমনি মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া মূটকী তুলিয়া নিত্যানন্দে মাথায় মারিলেন; মূটকীর আঘাতে নিত্যানন্দের মাথা হইতে রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল; তিনি গোবিন্দ স্মরণ করিলেন। মাধাই আবার মারিতে উদ্ভূত হইলে, নিত্যানন্দের মাথায় রক্ত দেখিয়া জগাই তাঁহার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন—“কেনে হেন করিলে, নির্দয় তুমি দূঢ়। দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়। এড় অবধূতে না মারিহ আর। সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার।” রাস্তায় লোক গিয়া প্রভুর নিকটে এই সংবাদ জানাইলে পার্শ্ববৃন্দের সহিত প্রভু ছুটিয়া আসিলেন। তখনও “নিত্যানন্দের সঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে। হাসে নিত্যানন্দ সেই দু’য়ের ভিতরে।” মহাজনগণ ঠিক কথাই বলিয়াছেন—“অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দরায়। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।” যাহা হউক, প্রাণাধিক নিত্যানন্দের সঙ্গে রক্ত দেখিয়া প্রভু ক্রোধে আত্মহারা হইলেন, প্রভুর নিজের সঙ্গে যদি মাধাই রক্তধারা বহাইতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় এত ক্রুদ্ধ হইতেন না। ক্রোধে প্রভু “চক্র চক্র” বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতে লাগিলেন, দুর্গাচার জগাই-মাধাইকে যেন তখনই সংহার করিবেন। চক্র আসিয়া উপনীত হইল; সকলেই চক্র দেখিলেন, জগাই-মাধাইও দেখিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রমাদ গণিলেন; আর বোধহয় মনে মনে বলিলেন—“এ তো চক্রের যুগ নয় প্রভু, কেন চক্রকে ডাকিতেছ; তোমার অঙ্গ-উপাঙ্গই তো চক্রের অধিক কাজ করিতে সমর্থ। অগ্ন্যস্ত যুগে তো চক্রাদি দ্বারা অসুখদিগকে প্রাণে মারিয়াছ; কিন্তু এবার তো তুমি প্রভু কাহাকেও প্রাণে মারিতে আস নাই, এবার তুমি আসিয়াছ—আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দিয়া কৃতার্থ করিতে; তোমার দর্শন-মাত্রেরই মহা অসুখেরও অসুখ স্বর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় দূরীভূত হইয়া যায়, মহা-অসুখও সত্ত্ব মহাভাগবত হইয়া প্রেমাবেশে হাসে, কান্দে, নাচে, গায়। তাই ভাবি, প্রভু তুমি চক্রকে ডাকিতেছ কেন?” নিত্যানন্দও জানেন, এ তো চক্রের যুগ নয়; বিশেষতঃ, চক্র তো এই দুইটি জীবকে সংহার করিবে; কিন্তু এদের প্রাণবিনাশ তো পরম-করণ শ্রীনিতাইয়ের অভিপ্রেত নয়; ইহারা প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া, এখন যেমন অস্পৃশ্য প্রাকৃত মত্ত পান করিয়া উন্নত হয়, প্রেমভক্তিরূপ মদিরা-পানে তেমনি যেন প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত হাসে, কান্দে, নাচে, গায়—ইহাই শ্রীনিতাইঁচাঁদের অভিপ্রায়। কিন্তু প্রভুর মন যদি চক্রের দিকে থাকে, তাহা হইলে চক্র তো তাহার প্রভাব বিস্তার করিবেই, এই দুই হতভাগাকে সংহার করিবেই। তাই পরম করুণ নিত্যানন্দ প্রভুর মনের ভাব ফিরাইবার জন্ত বলিলেন—“মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই। দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই।” পাছে জগাইকে রক্ষা করিয়া প্রভু চক্রদ্বারা মাধাইকে মারেন, তাই শ্রীনিতাই আরও বলিলেন—“মোরে ভিক্ষা দেহ’ প্রভু এ দুই শরীর। কিছু দুঃখ নাহি মোর—তুমি হও স্থির।” অক্রোধ-পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দের করুণার প্রবল স্রোতঃ প্রভুর মনের গতিকে ফিরাইয়া দিল, প্রভু ভাগ্যবান জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“কৃষ্ণ রূপা কর তোরে। নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুষ্টি মোরে। যে অভীষ্ট চিন্তে দেখ—তাহা তুমি মাগ। আজি হৈতে, হউ তোর প্রেমভক্তিদান।” তৎক্ষণাৎ জগাই প্রেমভরে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন “প্রভু বলে—জগাই উঠিয়া দেখ মোরে। সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে।” উঠিয়া ভাগ্যবান জগাই দেখিলেন—প্রভু বিশ্বস্তর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। জগাই আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন; প্রভু তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্বীয় শ্রীচরণ ধারণ করিলেন; স্মৃতি জগাইর মুচ্ছাভঙ্গ হইল, শ্রীচরণ ধারণ করিয়া অঝোর নয়নে প্রেমাক্ত বিসর্জন করিতে লাগিলেন। দুই প্রভুর করুণার স্রোতোবেগ চক্রকে ফিরাইয়া বোধহয় চক্রধরের হাতেই লইয়া আসিল; চতুর্ভুজরূপ প্রকটিত করিয়া প্রভু বোধহয় তাহাই দেখাইলেন। যাহা হউক, জগাইয়ের প্রতি দুই প্রভুর রূপা দেখিয়া মাধাইয়ের চিন্তাও পরিবর্তিত হইল; তিনি প্রভুর

চরণে পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন—“তুই জনে একঠাকুরি কৈল প্রভু পাপ। অহুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ। মোরে অহুগ্রহ কর—লঙ তোর নাম। আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন।” প্রভু বলিলেন—“তোমার উদ্ধার নাই; তুই নিত্যানন্দের সঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিল; আমা হইতেও নিত্যানন্দের দেহ বড়।” “তাহা হইলে কি উপায় হইবে প্রভু, আমাকে রূপা করিয়া উপদেশ কর।” “মাধাই, নিত্যানন্দের চরণে শরণ লও।” মাধাই নিত্যানন্দের চরণে পতিত হইয়া কাকুতি জানাইতে লাগিলেন। তখন রঙ্গীয়া প্রভু বলিলেন—“তন নিত্যানন্দ রায়। পড়িল চরণে—রূপা করিতে জ্বায়। তোমার সঙ্গে যেন কৈল রক্তপাত। তুমি সে ক্ষমিতে পার—পড়িল তোমাত।” নিতাই তো পূর্বেই প্রভুর নিকটে জগাই এবং মাধাই—উভয়ের শরীর ভিক্ষা চাহিয়াছেন; তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তথাপি প্রভুর কথা শুনিয়া বলিলেন—“প্রভু কি বলিব মুক্তি। বৃক্ষধারে রূপা কর সেই শক্তি তুচ্ছ। কোন জন্মে থাকে যদি আমার রক্তত। সব দিলু মাধাইরে—তনহ নিশ্চিত। মোর যত অপরাধ—নাহি তার দায়। মায়া ছাড়, রূপা কর, তোমার মাধাই।” “তোমার মাধাই” বলিয়া শ্রীনিতাই মাধাইকে প্রভুর চরণেই সমর্পণ করিয়া প্রভু যেন তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন—এই অভিপ্রায়ই জানাইলেন। প্রভু বিস্ময় বলিলেন—“যদি ক্ষমা লকল। মাধাইরে কোল দেহ, হউক সকল।” নিতাইয়ের গৌর-শ্রীতি এবং গোবের নিতাই-শ্রীতি—কেবল ভক্তদেরই অহুভববেত্ত। আর ভাগ্যবান মাধাই উভয়ের শ্রীতির হিম্মোলে বাহিত হইয়া যেন একবার প্রভুর চরণে, একবার নিতাইর চরণে যাইতেছেন। প্রভুর “মাধাইরে কোল দেহ”—বাক্যে প্রভু বোধ হয় জানাইলেন—“নিতাই, তুমি যাকে রূপা করিয়া অঙ্গীকার কর, একমাত্র সেই ভাগ্যবানই আমার রূপার পাত্র। তুমি কোল দিয়া মাধাইকে আশ্রয় কর, তাহা হইলেই মাধাইর সর্বার্থ লাভ হইবে।” শ্রীনিতাই মাধাইকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন; তখন “মাধাইর হইল সর্ববন্ধন মোচন। মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিল। সর্বশক্তি সম্বিত মাধাই হইল।”

প্রভু জগাই-মাধাইকে বলিলেন—“তোমরা আর পাপকাণ্ড করিও না; আর যদি পাপ না কর, তাহা হইলে তোমাদের কোটি জন্মের পাপেরও আর দায় থাকিবে না।” তাঁহারা বলিলেন—“আর নারে বাপ।” তখন প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—“এই দুইজনকে আমার বাড়ীতে তুলিয়া লও; ইহাদের সহিত কীৰ্ত্তন করিব; ইহাদিকে আজ ব্রহ্মার চরণে বস্তু দিব।” ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে লইয়া প্রভুর অঙ্গনে গেলেন; দ্বারে কপাট পড়িল। প্রভুর রূপায় জগাই-মাধাই দুই প্রভুর স্তব করিলেন। শুনিয়া ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—“এ-দুই মত্তপ নহে আর। আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার। সব মিলে অহুগ্রহ কর এ দুইয়েরে। জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে। যে-রূপে যাহার ঠাই আছে অপরাধ। ক্ষমিয়া এ-দুই প্রতি করহ প্রসাদ।” জগাই-মাধাই বৈষ্ণবদের চরণে পতিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—“জগাই-মাধাই উঠ। তো-সবার যত পাপ মুক্তি নিলু সব। সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অহুভব।” তাঁদের শরীরে আর পাপ নাই, ইহা বুঝাইবার জন্ত প্রভু “কালিয়া-আকার” হইয়া গেলেন। তার পর সকলে মিলিয়া কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আর “যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়। সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মত্তপ নাচয়।” নৃত্যকীৰ্ত্তনান্তে সকলে মিলিয়া গঙ্গায় জলকেলি করিলেন। তীরে উঠিয়া প্রভু সকলকে মালা-প্রসাদ-চন্দন দিয়া বিদায় লইলেন; আর “জগাই-মাধাই সমর্পিল সব-স্থানে। আপন গলার মালা দিল দুই জনে।”

সেই হইতে জগাই-মাধাই পরম ভাগবত হইলেন। প্রত্যহ উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নিজেই প্রত্যহ দুইজনক নাম জপ করিতেন। আর “আপনারে ধিকার করয়ে অহুক্ষণ। নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে জন্দন।”

এক দিন শ্রীনিত্যানন্দকে নিভৃত পাইয়া অনেক স্তবস্ততির পরে মাধাই বলিলেন—“তোমার সঙ্গে আমি আসন্ন করিয়াছি; আমার কি গতি হইবে প্রভু।” শ্রীনিতাই বলিলেন—“শিশুপুত্র মাথিলে কি বাপে দুঃখ পায়। এই স্তব তোমার প্রহার মোর গায়।” আবার মাধাই বলিলেন—“অনেক জীবের হিংসা করিয়াছি; তাঁদের চিনিও না, চিনিতে পারিলে তাঁদের চরণে অপরাধের জন্ত ক্ষমা চাহিতে পারিতাম। এখন আমি কি করিব প্রভু, দয়া

করিয়া উপদেশ দাও।” তখন শ্রীনিতাই বলিলেন—“গঙ্গাঘাটের সেবা কর, মার্জন কর। লোক হুখে আন করিবে, তখন তোমাকে সকলে আশীর্বাদ করিবে। সকলকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া অপরাধের ক্ষমা চাহিবে; তাহা হইলেই তোমার অপরাধ দূর হইবে।” মাধাই তাহাই করিতে লাগিলেন। যাহারা গঙ্গাঘাটে আসেন, সকলকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেন, আর বলেন—“জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলু অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥”

তপন মিশ্র। ব্রাহ্মণ। আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে, পদ্মাতীরবর্তী কোনও এক গ্রামে। ইনি সাধ্য-সাধন-নির্গয়ের জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। পরে পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ-কালে অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত যখন মিশ্রের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মিশ্র একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলেন—মুণ্ডিমান্ এক দেব তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “তুমি নিমাই পণ্ডিতের নিকটে যাও; তিনি তোমার সাধ্যসাধন-তত্ত্ব বলিয়া দিবেন। নিমাই পণ্ডিত মহন্ত নহেন, নররূপে সাক্ষাৎ ভগবান্।” সেই দেব অন্তর্দান প্রাপ্ত হইলে তপন মিশ্র কাঁদিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া চরণে পতিত হইয়া করযোড়ে সাধ্য-সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কলির যুগধর্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ণনের কথা বলিয়া মিশ্রকে বোলনাম-বত্রিশ অক্ষরাস্ত্রক তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করিয়া বলিলেন—“সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সঙ্কীর্ণনে মিলিবে সকল ॥” আর বলিলেন—“সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাস্কর হবে। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥” মিশ্র নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন; আর প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—“তুমি শীঘ্র বারাণসীতে যাও, সেই স্থানেই আমার সঙ্গে তোমার মিলন হইবে—“কহিমু সকল তত্ত্ব সাধ্য-সাধন ॥” পরে প্রভু মিশ্রকে আলিঙ্গন করিলেন; প্রভুর স্পর্শে মিশ্র প্রেম-পুলকিত হইলেন। ইহার পরে তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীতে গায়েন। ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন-কালে কাশীতে তপন মিশ্রের সহিত প্রভুর মিলন হয়; বৃন্দাবন-গমনের সময় প্রভু কাশীতে অল্প কয় দিন মাত্র ছিলেন; প্রত্যাবর্তনের সময় দুই মাসের কিছু অধিক কাল ছিলেন। প্রত্যেক বারেই প্রভু তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন; চন্দ্রশেখর-বৈষ্ণব গৃহে বাস করিতেন। তপন মিশ্রাদির আগ্রহে কাশীবাসী মায়াবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্ত প্রভুর রূপা উদ্ভূত হয়। বিন্দুমাধব-মন্দিরে যে-দিন প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে প্রভু কৃতার্থ করেন, সেই দিন তপন মিশ্র সে-স্থানে ছিলেন। তপন মিশ্রেরই পুত্র শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

দময়ন্তী। রাঘবপণ্ডিতের ভগিনী। পানিহাটীতে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রজলীলায় গুণমালা। ইনি প্রভুর প্রতি অত্যন্ত স্নেহবতী ছিলেন। প্রভুর জন্ত বারমাসের উপযোগী নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালি ভরিয়া রাঘবের সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও ভক্তের শ্রীতিরস-সিক্তিত্র দ্রব্য বারমাস উপভোগ করিতেন।

দামোদর পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। ব্রজলীলার প্রথরা শৈব্যা; কোনও কার্যবশতঃ সরস্বতীও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখনই দামোদর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন গোড়ো আসিয়াছিলেন, তখন দামোদরও সঙ্গে ছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই পুনরায় নীলাচলে গিয়াছিলেন। ইনি প্রভুতে অত্যন্ত শ্রীতিমান্ ছিলেন। ইহার লোকাপেক্ষা-হীনতায় এবং অন্তরিরপেক্ষতায় প্রভু অত্যন্ত শ্রীতি লাভ করিতেন। প্রভু নিজমুখেই বলিয়াছেন—“তাঁহার গণের মধ্যে দামোদরের মত নিরপেক্ষ কেহ নাই; নিরপেক্ষ হইতে না পারিলে কৃষ্ণ-ভজন হয় না।” ইনি প্রভুর উপরে পূর্ণাঙ্গ বাক্যও করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক স্থলদ্বী যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণীর শিশুপুত্র প্রত্যহ প্রভুর নিকটে স্নানিত; প্রভুতে শিশুর অত্যন্ত শ্রীতি ছিল। প্রভুও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দামোদর ইহা সহ করিতে পারিলেন না। বালককে অনেক নিষেধ করিলেন; কিন্তু স্নেহের আকর্ষণে বালক নিতাই প্রভুর

মিষ্ণুতে আসে। এক দিন দামোদর অত্যন্ত কষ্ট হইয়া তর্জন গর্জন করিয়া প্রভুকে বলিলেন—“এই বালকের প্রতি ক্রীতি দেখাও কেন? জান এই বালক কে?” “কে এই বালক, দামোদর?”—“এই বালক এক বিধবার পুত্র। যদিও সেই বিধবা পরম-তপস্বিনী, লাক্ষী; তথাপি তাঁর একটা দোষ এই—তিনি স্বন্দরী, সুবতী। লোকের কানাকানি কথার অবসর দাও কেন?” প্রভু দামোদরের নিরপেক্ষতা দেখিয়া বহু প্রশংসা করিলেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্য বশতঃই তিনি প্রভুকে বাক্যও করিয়াছিলেন। প্রভু মনে করিলেন—“দামোদর যেরূপ নিরপেক্ষ, তাহাতে যদি তাঁহাকে নববীপে পাঠান যায়, তাঁহার সাক্ষাতে কেহই স্বতন্ত্র আচরণ করিতে পারিবে না।” প্রভু তাঁহাকে নববীপে মায়ের নিকটে পাঠাইলেন। কাহারও সামান্য অসঙ্গত আচরণ দেখিলেও দামোদর বাক্যওদ্বারা তাহা সংশোধন করিতেন। ইহার পর হইতে রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গোড়ীয় ভক্তদের সহিত তিনি নীলাচলেও আসিতেন।

দেবানন্দ (ভাগবতী)। কুলিয়া গ্রামবাসী। সর্বগুণযুক্ত। পরম স্মৃশান্ত; জ্ঞানবান, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন, সন্ন্যাসীর গায় ব্রতধর; কিন্তু ভক্তিহীন, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী; শ্রীমদভাগবতের অধ্যাপনা করিতেন; কিন্তু ভক্তিহীন বলিয়া ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার গৃহসম্মিষ্ট দিয়া যাইতেছিলেন; ভাগবতব্যাখ্যা হইতেছে শুনিয়া তাঁহার সভায় গিয়া বসিলেন। ভাগবতের শ্লোক শুনিয়াই শ্রীবাস প্রেমাবিষ্ট হইলেন, তাঁহার অঙ্গ-কম্পপুলকাদি সাত্বিক ভাবের উদয় হইল; তিনি উচ্চস্বরে কাদিতে লাগিলেন এবং বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। দেবানন্দের শিষ্যগণ ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহার আচরণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না; তাহারা মনে করিল, শ্রীবাসের ক্রন্দনে তাহাদের অধ্যয়নের ক্ষতি হইতেছে; তাই তাহারা তাঁহাকে লইয়া বাহিরে রাখিয়া দিল। শ্রীবাসের একটু জ্ঞান-ফিরিয়া আসিলে মনে দুঃখ পাইয়া চলিয়া আসিলেন এবং বিরলে বসিয়া ভাগবত আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ যখন শ্রীবাসকে বাহিরে নিয়া ফেলিয়া রাখিল, তখন দেবানন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করেন নাই; তাই তাঁহার অপরাধ হইল। এই ঘটনা ঘটয়াছে প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে। প্রভু একদিন নগর-ভ্রমণে বাহির হইলে হঠাৎ দেবানন্দের দেখা পাইলেন, তখনই শ্রীবাসের নিকটে তাঁহার অপরাধের কথা প্রভুর মনে পড়িল। শ্রীবাসের প্রতি তাঁহার শিষ্যদের আচরণ এবং তাহাতে তাঁহার বাধা না দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া প্রভু ক্রোধবশে দেবানন্দকে তিরস্কার করিলেন। দেবানন্দ লজ্জিত হইলেন; কিছু বলিলেন না। দেবানন্দ প্রভুর ভগবন্তায় বিশ্বাস করিতেন না। এক দিন প্রেমময়-কলেবর বক্রেস্বর-পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তিবশে তাঁহার গৃহে রহিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন; অশ্রু, কম্প, শ্বেদ, হাস্ত, পুলক, হৃদয়, বৈবর্ণ্য, আনন্দমূর্ত্তাদি বিকার তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইল। দেবানন্দ মুগ্ধচিত্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, মাটিতে পড়িয়া ঘাওয়ার সময় আপন কোলে ধরিয়া রাখিলেন, বক্রেস্বরের অঙ্গধূলা লইয়া নিজের সর্বাঙ্গে মাখিলেন। বক্রেস্বরের কৃপায় মহাপ্রভুতে দেবানন্দের বিশ্বাস জন্মিল। প্রভু যখন কুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন দেবানন্দ যাইয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া সঙ্কচিত হইয়া এক পাশে বসিয়া রহিলেন। প্রভুও তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহার পূর্বের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রভু তাঁহাকে লইয়া বিরলে বসিলেন এবং বক্রেস্বর-পণ্ডিতের সেবা করিয়াছেন বলিয়াই যে প্রভু দেবানন্দের প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তাহা বলিয়া বক্রেস্বরের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। দেবানন্দ প্রভুর চরণে স্বীয় দৈন্ত্য জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু তাঁহার নিকটে ভাগবতের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এবং ভাগবতের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যান করিতে উপদেশ দিলেন। তদবধি দেবানন্দ পরম-ভাগবত। ইনি ছাপর-লীলায় নন্দ-মহারাজের সভাপণ্ডিত ভাণ্ডারি মুনি ছিলেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত। দাদশ গোপালের একতম। ব্রজের বহুধাম সখা। নিত্যানন্দশাখা। চট্টগ্রামের জড়-গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দীদেবী। ধনঞ্জয়ের পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন; তিনি হরিদ্রিয়ারান্নী এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতীর সহিত ধনঞ্জয়ের বিবাহ দেন। বিবাহের পবে ধনঞ্জয়

কিছুকাল বিলম্বী হইয়া পড়েন। পরে সংসার-ত্যাগের জন্ত তাঁহার বাদনা করে; কিন্তু একথা কাহারও নিকটে প্রকাশ না করিয়া তীর্থ ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া পড়েন। ধনভর্য বর্তমান জেলার শীতলগ্রামে আসিয়া তৎক্ষণাৎ লোকদিগকে হরিদাম মহাময় দান করেন। পরে নব্বীপে আসিয়া প্রভু এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। পরে আবার শীতলগ্রামে আসেন এবং সে-স্থান হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। পথে বর্তমান যেমারী ষ্টেশনের নিকটে সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করেন; পরে স্বীয় সহযাত্রী শিষ্যকে সে-স্থানে সেবা প্রকাশ করিতে অহুমতি দিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বর্তমান বোলপুরের নিকটে জলঙ্গিগ্রামে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়া শীতলগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীভক্ত-মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করেন। শীতলগ্রামেই তিনি তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নকুল ব্রহ্মচারী। ত্রীপাট—কালনার নিকটবর্তী পিয়ারীগঞ্জ। নৃসিংহের উপাসক। পূর্ব নাম ছিল প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী; স্বীয় উপাশ্রয় নৃসিংহদেবে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়া প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ (১১০৫৫-৫৬)। প্রভুর প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। প্রভু যখন গোড়পথে বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে কুলিয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন নৃসিংহানন্দ মনে মনে প্রভুর জন্ত পথ নির্মাণ করিতে লাগিলেন—রত্নবাধা পথ, তাহার উপরে নিবৃত্ত-পুষ্পের শয্যা, পথের দুই দিকে পুষ্প-বকুলের শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে পথের দুই পার্শ্বে দিবা পুষ্করিণী, তাতে রত্নবাধা ঘাট, প্রফুল্ল কমল, সুধাসম জল, নানা পক্ষীর কোলাহল, সর্বত্র শীতল সমীরণ। এইভাবে তিনি কানাইর নাটশালা পর্যন্ত পথ প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু তার পরে আর তাঁর মন অগ্রসর হয় না। তখন তিনি বলিলেন—প্রভুর এবার বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না; কানাইর নাটশালা হইতেই প্রভু ফিরিয়া আসিবেন। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। একবার অধিকাতে তাঁহার দেহে প্রভুর আবেশ হইয়াছিল। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি গ্রহগ্রন্থের জ্ঞান হালেন, কাদেন, নাচেন, গান করেন—যেন উন্মত্ত; দেহে অশ্রু-কম্পাদি সজ্বিক বিকার; সঘন হকার; ঠিক প্রভুর মতই গৌরকান্তি, সর্বদা প্রেমাবেশ। দর্শনের জন্ত সর্ব গোড়দেশের লোক উপস্থিত। সকলকেই তিনি কৃষ্ণনাম উপদেশ করেন। তাঁহার দর্শনেই লোক কৃষ্ণপ্রণয়ে উন্মত্তপ্রায় হয়। শিবানন্দসেন এসব শুনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল পরীক্ষা করিতে। শিবানন্দ মনে করিলেন—“আমি লুকাইয়া থাকিব; যদি আমার নাম ধরিয়া ব্রহ্মচারী আমাকে ডাকাইয়া নেন এবং যদি আমার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই বুঝিব, সর্বজ্ঞ প্রভুর আবেশ তাহাতে হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। নকুল ব্রহ্মচারীর সাক্ষাতে প্রভুর আবির্ভাবও হইত। শিবানন্দসেনের ভাগিনের ত্রীকান্ত একবার রথযাত্রার কয়েকমাস পূর্বে নীলাচলে গিয়াছিলেন; ফিরিবার সময়ে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“নকুলকে বলিও, এবার যেন কেহ নীলাচলে না আসেন; আমিই গোড়ে যাইব। পৌষ-মাসে তোমার মামা শিবানন্দের গৃহে ভিক্ষা করিব। জগদানন্দ সে-স্থানে আছে, আমার জন্ত রান্না করিবে।” শুনিয়া শিবানন্দ ও জগদানন্দ প্রায় সমস্ত পৌষমাস অপেক্ষা করিলেন, প্রভু আসেন না। মাসের অন্ন বাকী থাকিতে নৃসিংহানন্দ শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলেন; সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—“চিন্তা নাই; তিন দিনের মধ্যে আমি প্রভুকে আনিব।” তিনি ধ্যানস্থ হইলেন; বাস্তবিক, তাঁহার ভক্তির প্রভাবে তৃতীয় দিনে প্রভু আবির্ভাবে আসিয়া নৃসিংহানন্দের পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করিলেন, নৃসিংহানন্দ তাহা দেখিলেন। শিবানন্দ অবশ্য মেরেন নাই; কিন্তু পরের বৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শিবানন্দ যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন প্রভু নিজেই গত পৌষে তাহার হৃদে ভোজনের কথা উল্লেখ করিয়া শিবানন্দের সন্দেহ দূর করিলেন। যেখানে প্রীতি, সেখানে প্রভু না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

সর্বদা আচার্য্য। ব্রাহ্মণ। নব্বীপের চতুর্ভূজ পণ্ডিতের পুত্র। প্রভুর কীর্তনের সঙ্গী। নানাবিধ কীর্তন দিয়া শ্রীনিত্যানন্দ নব্বীপে আসিয়া সর্বপ্রথমে ইহার গৃহেই অবস্থান করেন এবং ইহার নিকটে

বহাঙ্গুর ও ভক্তবৃন্দের মিলন হয়। একবার ঈশ্বর-আবেশে প্রভু শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাই-পণ্ডিতকে শ্রীঅষ্টোত্তর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, অষ্টোত্তাচার্য্য যেন তাঁহার পূজার জগু উপকরণাদি লইয়া সত্ৰীক নিকটে না গিয়া প্রভুর পরীক্ষার্থ নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন এবং রামাই-পণ্ডিতকে বলিলেন—“তুমি গিয়া প্রভুকে বলিও, অষ্টোত্ত আসিলেন না।” অন্তর্ধ্যাতী প্রভু কিন্তু রামাইর মুখে কিছু শুনার পূর্বেই বলিলেন—“অষ্টোত্ত আমাদের পরীক্ষা করিতে নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছেন; যাও রামাই, তাঁকে শিখ আসিতে বল।” পরে অষ্টোত্ত আসিয়া প্রভুর বন্দনাদি করিলেন; প্রভু তাঁহার মন্তকে চরণ ধারণ করিয়া অষ্টোত্তের মনের গোপনীয় অভিলାষ পূর্ণ করিলেন। আর একবার প্রভু নিজেই নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া ছিলেন। একদিন কীর্তন হইতেছে; কিন্তু প্রভু আনন্দ পাইতেছেন না; প্রভু বলিতেছেন—কেন এমন হইল। অষ্টোত্ত বলিলেন—“সকলকে তুমি প্রেম দিতেছ; বাদ পড়িলার আমি, আর শ্রীবাস। আমি তোমার প্রেম শোষণ করিয়াছি।” প্রেমহীন দেহ রাখিয়া কোনও লাভ নাই বলিয়া প্রভু গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন; নিত্যানন্দ-হরিদাস ধরিয়া উঠাইলেন। প্রভু বলিলেন—“আমি নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব; কাহাকেও তোমরা বলিও না।” নন্দনাচার্য্য নানাভাবে প্রভুর সেবা করিলেন; তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণ-কথারসে প্রভু সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে অষ্টোত্তের মনে কষ্ট দিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে রূপা করার ইচ্ছা হইল। নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন—“একেলা শ্রীবাসকে ডাকিয়া আন।” শ্রীবাস আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু অষ্টোত্তাচার্য্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস বলিলেন—“কালি আচার্য্য উপবাস করিয়াছেন; সকলেই দুঃখিত।” শুনিয়া রূপাভ্রচিন্তে প্রভু অষ্টোত্তাচার্য্যের নিকটে গিয়া তাঁহাকে সাধুনা দিলেন।

কাজীদয়নের দিন কীর্তনে এবং শ্রীধরের গৃহে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-প্রকটনের সময়েও নন্দন আচার্য্য ছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত ইনি নীলাচলে যাইতেন।

মন্ডাই। শ্রীচৈতন্যশাখা। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের আহুগত্যে প্রভুর সেবা করিতেন। প্রভুর সঙ্গে গোড়েও আসিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন জলসংস্কারকারী বারিদ।

নরহরিদাস। নরহরি সরকার ঠাকুর। ব্রজের মধ্যমতী সখী। শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবংশে আবির্ভাব। প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত। প্রভুর দর্শনের জগু রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন। রথযাত্রাকালে এবং বেঢ়াকীর্তন-কালে নৃত্য ও কীর্তন করিতেন। নীলাচল হইতে বিদায় গ্রহণকালে প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“নরহরি, রহ আমার ভক্তগণ সনে।” ব্রজের মধ্যমতীর ভাবে ইনি গৌরবর্ণ কৃষ্ণজ্ঞানে প্রভুর প্রতি নাগর-ভাব পোষণ করিতেন।

নারায়ণী। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। প্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনাদি ও নানা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তখন নারায়ণীর বয়স ছিল মাত্র চারি বৎসর। প্রভু একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কাদ।” অমনি প্রভুর রূপায় নারায়ণী—“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু কন্যা করিয়া এই ভাগ্যবতী বালিকাকে নিজের চর্চিত তাম্বুলরূপ অবশেষও দিয়াছিলেন। “চৈতন্যের অবশেষ-পান” করিয়া তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। প্রেমবিনাস-গ্রন্থের মতে নারায়ণীর স্বামী ছিলেন—কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈষ্ণব। নারায়ণীর একমাত্র সন্তান ছিলেন—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, যিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছেন।

এই বলেন—বৃন্দাবন দাস যখন গর্ভে, তখনই নারায়ণী পতি-হারা হইয়াছিলেন এবং তখনই শিশুহীন। কিন্তু নারায়ণীকে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ বহাগ্রভু লম্বাল গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ ভ্রমণ করিলে শ্রীবাসও নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কুমারহটে বাস করিতেছিলেন এবং তিনি নারায়ণীকে

যথাস্থানেই পাত্রস্থা করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় নারায়ণী ছিলেন ঐক্যের উচ্ছিন্ন-ভোজনকারিণী কিলিষিকা—অধিকার ভগিনী।

কোনও কোনও আধুনিক সমালোচক বলিতে চাহেন—বৃন্দাবন দাস বিধবা নারায়ণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যে, চারি বৎসর বয়সে নারায়ণী যখন মহাপ্রভুর রূপা লাভ করেন, তখন তিনি বিধবা ছিলেন। এই উক্তির সমর্থনে তাঁহার মুরারি গুপ্তের কড়চার একটা উক্তির উল্লেখ করেন। “শ্রীবাস-ব্রাহ্ম-তনয়াভ্যর্জকা মধুরদ্যুতিঃ। হরেঃ প্রোপ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা।—হরির (গৌর হরির) রূপা লাভ করিয়া শ্রীবাসের ব্রাহ্মহতা মধুরদ্যুতি মঙ্গলময়ী ‘অভর্জকা’ নারায়ণী ক্রন্দন করিতেছেন।” এই শ্লোকে নারায়ণীকে “অভর্জকা” বলা হইয়াছে; সমালোচকগণ “অভর্জকা”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—বিধবা ভর্তা (স্বামী) নাই যাহার। মূল শব্দটা হইল—অভর্জক, জ্রীলিঙ্গে অভর্জকা হইয়াছে। অভর্জক-শব্দ হইল অপুত্রক-শব্দের দ্বারা। অ-শব্দ অভাব-বাচক। অপুত্রক-শব্দে, যাহার পুত্রের অভাব, তাহাকেই বুঝায়; তদ্রূপ, অভর্জকা-শব্দেও যাহার ভর্তার অভাব, সেই নারীকে বুঝায়। এই অভাব দুই রকমের হইতে পারে—এক, যাহার ভর্তা ছিল, পরে মরিয়া গিয়াছে, তাহারও ভর্তার অভাব; আর, যাহার ভর্তা এখনও কেহ হয় নাই, তাহারও ভর্তার অভাব। তাহা হইলে অভর্জকা-শব্দে বিধবাও বুঝাইতে পারে, অবিবাহিতা কুমারীও বুঝাইতে পারে। সুতরাং নারায়ণী যে বিধবাই ছিলেন, কুমারী ছিলেন না—মুরারি গুপ্তের—“অভর্জকা”-শব্দ হইতে তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। বরং, অপুত্রক-শব্দে যেমন সাধারণতঃ যাহার পুত্র জন্মে নাই, তাহাকেই বুঝায়; তদ্রূপ “অভর্জকা”-শব্দেও যাহার এখনও কেহ ভর্তা হয় নাই, যে-নারী কুমারী, তাহাকেই বুঝাইতে পারে। চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধব্য-সূচক অঙ্গ কোনও উক্তি পাওয়া না গেলে, কেবলমাত্র “অভর্জকা”-শব্দ হইতেই তাঁহাকে বিধবা বলা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না; বিশেষতঃ, মুরারি গুপ্তের শ্লোকে অভর্জকা-স্থলে “অভ্রাতৃকা”-পাঠও যখন দৃষ্ট হয় (প্রভূপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সম্পাদিত ঐতিহাসিক ভাগবতের পরিচিষ্টে “শ্রীলীলায় বৃন্দাবন দাস”-প্রসঙ্গে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে “অভ্রাতৃকা”—পাঠ আছে)। কিন্তু চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধব্য-সূচক কোনও উক্তি কোথায়ও পাওয়া যায় না, সমালোচকগণও তাহা দেখাইতে পারেন নাই। বরং প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়—“বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেল স্বর্গে।” নারায়ণীর চারি বৎসর বয়সের পূর্বে বৃন্দাবন দাস তাঁহার গর্ভে আসিয়া-ছিলেন এবং সেই সময়েই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন, এইরূপ অসম্ভব অস্বাভাবিক। সুতরাং প্রেমবিলাসের উক্তি হইতে বুঝা যায়—প্রভুর রূপা লাভের পরেই বৈকুণ্ঠদাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; প্রভুর রূপা লাভের সময়ে তিনি কুমারী ছিলেন। যাহা হউক, সমালোচকগণের কেহ কেহ প্রেমবিলাসের উল্লিখিত উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন; কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করার সমর্থনে কোনও প্রমাণ বা যুক্তি তাঁহার দেখান নাই। তাঁহাদের যুক্তি বোধ হয় এই যে—চারি বৎসর বয়সেই নারায়ণীকে মুরারিগুপ্ত যখন বিধবা বলিয়াছেন, তখন প্রেমবিলাসের উক্তি প্রক্ষিপ্ত না হইয়া পাবে না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অতীতকোনও উক্তির সমর্থন না পাইলে মুরারিগুপ্তের “অভর্জকা”-শব্দের অর্থ যে “বিধবাই”—কুমারী নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; সুতরাং প্রেমবিলাসের উক্তিকে বিনা যুক্তিতে প্রক্ষিপ্ত বলাও সঙ্গত হয় না। কোনও কোনও সমালোচক তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রাচীন পদকর্তা উৎকলদাসের একটা পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটি এই। “প্রভুর চর্চিত পান, স্নেহবসে কৈলা দান, নারায়ণী ঠাকুরাণী-হাতে। শৈশবে বিধবা ধনী, সাক্ষীসতীশিরোমণি, সেবন করিল সে চর্চিত।” এই পদটির যথাক্রম অর্থে মনে হইতে পারে—প্রভুর চর্চিত তাখুল সেবন করার সময়েই (অর্থাৎ চারি বৎসর বয়সেই) নারায়ণী বিধবা ছিলেন; কিন্তু পদের শব্দগুলির বিচার করিলে, তাহা বুঝা যায়—ইহাই পদকর্তার অভিপ্রেত নহে। তিনি লিখিয়াছেন—শৈশবে বিধবা হইলেও নারায়ণী ছিলেন “সাক্ষী সতী-শিরোমণি।” চারি বৎসর বয়সেই যিনি বিধবা এবং তাহার পরে যিনি সন্তানের জননী হইয়াছেন, তাহাকে “সাক্ষী সতী-শিরোমণি” বলা হস্তাশ্পদ ব্যাপার; আবার, চারি বৎসর বয়সের কোনও কালিকাকে

“সাক্ষী সতী-শিরোমণি” বলারও সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না; যৌবন-বিকাশের পূর্বে কোনও রমণীকে সাক্ষী বা অসাক্ষী, কিম্বা সতী বা অসতী বলার অবকাশই হইতে পারে না। নারায়ণীর পরবর্তী জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উদ্ধবদাস তাঁহাকে “সাক্ষী সতী-শিরোমণি” বলিয়াছেন। প্রসঙ্গ হইতে পারে, উদ্ধবদাস নারায়ণীকে “শৈশবে বিধবা” বলিলেন কেন? এক্ষণে দেখিতে হইবে—“শৈশবে বিধবা ধনী”—বাক্যের তাৎপর্য কি? এই তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইলে পদকর্তা উদ্ধবদাস-সহজে একটু আলোচনার প্রয়োজন। ষাঁহার পদকর্তাদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, উদ্ধবদাস ছিলেন শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীরও পরবর্তী। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাবের অনেক পরে তাঁহার আবির্ভাব। সুতরাং তিনি যখন উক্ত পদটি লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি নারায়ণী এবং তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনদাস সহজে সমস্তই জানিতেন। প্রভু নারায়ণীকে কৃপা করিয়াছিলেন সম্রাসগ্রহণের কয়েক মাস পূর্বে, ১৪৩১ শকের প্রথমার্ধে বা ১৪৩০ শকের শেষ ভাগে। তখন যদি নারায়ণীর বয়স চারি বৎসর হয়, তাহা হইলে ১৪৪০ শকের পূর্বে, অর্থাৎ নারায়ণীর চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সের পূর্বে, তাঁহার সন্তান-সন্তানবা মনে করা যায় না। প্রেমবিলালের উক্তি স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে—চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সেই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টচৈতন্যভাগবতের সমাপ্তিকাল বিবেচনা করিলেও মনে হয় ১৪৪০ শকের কাছাকাছি কোনও সময়েই বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং নারায়ণীর চৌদ্দ, পনর, বা ষোল বৎসর বয়সের সময়েই বৃন্দাবনদাসের জন্ম এবং ঐ বয়সেই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন। ষাঁহার নারায়ণীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা বা প্রীতি পোষণ করেন, তাঁহারা পনর ষোল বৎসর বয়সে বৈধবা-প্রাপ্তা নারায়ণীকে যে “শৈশবে বিধবা” বলিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। এখনও লোকসমাজে, স্নেহের পাত্রী কোনও পঞ্চদশী বা ষোড়শী রমণীকে, তাহার বৈধবা-দর্শনে, শিশু বা বালিকা বলিতে দেখা যায়। উদ্ধবদাসও এই ভাবেই নারায়ণীকে “শৈশবে বিধবা” বলিয়াছেন। নারায়ণীর পক্ষে প্রভুর অসাধারণ-কৃপাপ্রাপ্তির কথা বলিতে যাইয়াই তাঁহার পরবর্তী জীবনের কথা সম্ভবতঃ পদকর্তার মনে পড়িয়াছিল; তাই খেদের সহিত তিনি বলিয়াছেন—এমন ভাগ্যবতী যে-নারী, তাঁহার কপালে কি এই ছিল, অতি অল্পবয়সে বিধবা হইলেন! এই বৈধবা তাঁহার কোনও পাপাচরণের ফলও নহে; যেহেতু তিনি ছিলেন—সাক্ষী সতী-শিরোমণি। এইরূপ অর্থ না করিলে “শৈশবে বিধবা” এবং “সাক্ষী সতী-শিরোমণি” বাক্যদ্বয়ের অর্থসঙ্গতি করা সম্ভব হয় বলিয়া মনে হয় না। কেবল “শৈশবে বিধবা”—বাক্যটিই গ্রহণ করিব, “সাক্ষী সতী-শিরোমণি”—বাক্যটিকে উপেক্ষা করিব—ইহা কোনও কাজের কথা নয়। এ-সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়—চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধবোর কথা পদকর্তা উদ্ধবদাসের উক্ত পদদ্বারা নিঃসন্দেহ ভাবে সমর্থিত হয় না।

আরও একটা কথা বিবেচ্য। তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজে নারায়ণী ছিলেন অসাধারণ সম্মানের পাত্রী। তিনি স্বীয় মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর কিলিষিকার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যদি তিনি ব্যভিচারিণী হইতেন, বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে এইরূপ সম্মান দিতেন না। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনদাস কর্তৃক খ্রীষ্টচৈতন্যভাগবত লেখার সময়ও যে-নারায়ণীর নামে বৈষ্ণব-সমাজ মন্তক অবনত করিতেন, খ্রীষ্টচৈতন্যভাগবতের “অগাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে ধার ধরনি। চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী”—এই উক্তিই তাহার প্রমাণ; তিনি যদি চরিত্রহীনা, ভ্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইত না। মহাপ্রভুর তিরোভাবের ১৪৩৩ বৎসর পূর্বেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল; সেই সময়ে বৈষ্ণব-সমাজে কাহারও ব্যভিচার উপেক্ষিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। অধিকতর, যিনি মহাপ্রভুর এমন কৃপার অধিকারিণী, যিনি শ্রীবাসপণ্ডিতের আশ্রিত, তিনি যে স্বীয় পিতৃবংশের মর্যাদার কথা এবং মহাপ্রভুর কৃপার কথা এবং তাঁহার প্রতি প্রভুর পাক্ষিক কৃপার কথা ভুলিয়া গিয়া এমন ভাবে ব্যভিচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি একটা অসাক্ষী সন্তানের জননী হইলেন, এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবনদাস যদি নারায়ণীর অপগর্ভজাত সন্তান হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার খ্রীষ্টচৈতন্য ভাগবতে তিনি তাঁহার জননী নারায়ণীর মহিমার কথা এত উচ্চ

কর্তে কীৰ্তন করিতে সাহস পাইতেন না, “শ্রীমন্মহাশিবদেবের নাম নারায়ণী”, “অতঃপাশ্চৈবৈকবৎসরং যাবৎ ধর্মিণী”, “চৈতন্তের অবশেষ পাত্র নারায়ণী”।—এ-সকল কথা একাধিক বার লিখিতে পারিতেন না; প্রভুর কৃপা লাভের সময়ে নারায়ণী যদি বিধবাই হইতেন, তাহা হইলে “চারি বৎসরের সেই উন্নত-চরিত” বলিয়া বৃন্দাবন দাস তাঁহার বয়সের উল্লেখ করিতে এবং “—বৃন্দাবন-দাস। অবশেষ পাত্র-নারায়ণী-গর্তজাত।”—বলিয়া নিজেকে তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচিত করিতেও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। তৃতীয়তঃ, শ্রীচৈতন্তভাগবত আলোচনা করিলেই জানা যায়—বৃন্দাবনদাসের অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ছিল; স্মরণ্য অস্মরণ্য করা যায়, তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপকদের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তিনি যদি নারায়ণীর জারজ সন্তানই হইতেন, তাহা হইলে কোনও অধ্যাপক তাঁহাকে নিজ টোলে শিক্ষা দিতেন কিনা সন্দেহ। সেই সময়ে সত্যকাম-জীবালের যুগ ছিল না, হুসেনসাহ-হুবিজ্জিরায়ের যুগ, যখন ব্রাহ্মণ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য কোনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের যুখে কেহ বলপূর্বক অহিন্দুর স্পৃষ্ট জল দিলেও সেই ব্রাহ্মণকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দেশান্তরী হইতে হইত এবং প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তপ্ত স্থত খাইয়া প্রাণত্যাগ করার ভয় আদিষ্ট হইতে হইত। আরও একটা কথা বিবেচ্য। মামগাছী গ্রামে গৌর-পার্বদ বাহুদেব দত্তের একটা সেবা আছে; প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—মামগাছী-গ্রামবাসিগণ তাঁহার নিকটে বলিয়াছেন যে, বাহুদেব দত্তই নারায়ণীর হাতে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নারায়ণী যদি বাস্তবিক ভ্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে তিনি সমাজকর্তৃক পরিত্যক্তাই হইতেন; জারজ-সন্তানের মাতা এবং সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্তা কোনও রমণীকে যে গৌরপার্বদ বাহুদেব দত্ত তাঁহার শ্রীবিগ্রহসেবার দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য বাহুদেব দত্ত পরম-উদার ছিলেন; তিনি সমস্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত সমস্ত জীবের পাপের বোঝা গ্রহণ করিয়া নরক-গমনের প্রার্থনাও প্রভুর চরণে জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে ভজনালয়ের ব্যাপারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণের প্রশ্রয় দিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। তিনি ছিলেন পরম ভাগবত, নৈষ্ঠিক ভক্ত। তিনি জানিতেন—শাস্ত্রানুসারে অর্চনমার্গে আচার অবশ্যপালনীয়। চরিত্রহীনা জারজ-সন্তানের মাতার উপরে তিনি কিছুতেই তাঁহার শ্রীবিগ্রহের সেবার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারেন না এবং তদ্বারা সমাজে বাভিচারেরও প্রশ্রয় দিতে পারেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া সমাজের অকল্যাণ-সাধন উদারতার পরিচায়ক নহে। একরূপ কোনও রমণীর সেবা জন-সাধারণেরও সহায়ত্ব লাভ করিতে পারে না; অথচ বাহুদেব দত্তের এই সেবা পয়বর্তী কালে “নারায়ণীর সেবা”—নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ইহাতেই বুঝা যায়—নারায়ণীর প্রতি জনসাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল। নারায়ণী ভ্রষ্টা হইলে কখনও ইহা সম্ভব হইত না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমাদের মনে হয়, চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীদেবীর বৈধব্যের সমর্থক কোনও প্রমাণই নাই; স্মরণ্য মুরারিগুপ্তের “অভর্তক”-শব্দের “বিধবা”-অর্থ বিচারসহ নহে, “কুমারী”-অর্থই গ্রহণীয়। নারায়ণী দেবী চিরকালই যে “সাক্ষী সতী-শিরোমণি” ছিলেন, তাহার প্রতিকূল কোনও প্রমাণই নাই, অতুলকৃষ্ণ প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

নিত্যানন্দ । নামান্তর- নিতাই, নিত্যানন্দ, অবদুত। ব্রজের বলরাম। রাঢ়দেশে বীরভূম-জেলায় অন্তর্গত একচক্রাগ্রামে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অস্মরণ্য আট দশ বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব। পিতা—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা; মাতা—পদ্মাবতীদেবী। বাল্যকালে সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে নিত্যানন্দ যে-খেলা খেলিতেন, তাহা ছিল অদভুত; সাধারণ শিশুগণ যে-সকল খেলা খেলিত, নিত্যানন্দের খেলা সেইরূপ ছিল না। তিনি শিশুদের লইয়া ভগবানের লীলাসমূহের অভিনয় করিতেন; তাহাও যথেষ্ট লীলা নহে, বহু বহু লীলার অভিনয় খেলা করিতেন। লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইত। এত লীলার কথা এই শিশু কিরূপে জানিল? যে-দিন মহাপ্রভু নবমীপে আবির্ভূত হইলেন, সেইদিন নিত্যানন্দ একচক্রাগ্রামে এক ভীষণ অদভুত হুন্সার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন তাঁহার কাল হইল

বাক্য বৎসর, নিত্যানন্দ একাকী তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘরের বাহির হইলেন। বিশ বৎসর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মথুরায় আসিলেন। কৃষ্ণদাসের পুত্রিত্ব বিচারে হইয়া অধিকাংশ সময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবেই তিনি মথুরায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মনে তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণকানাই গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করিবেন, তখনই যাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া নিত্যানন্দ মথুরায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ মথুরা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং নন্দনাচাৰ্য্যের গৃহে আসিয়া উঠিলেন। সর্বত্র প্রভুও নিত্যানন্দের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া আগমনের কয়েক দিন পূর্বে ভক্তমণ্ডলীর নিকটে বলিয়াছিলেন—“তুমি তিন দিনের মধ্যেই কোনও এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আসিবেন।” তারপর একদিন প্রাতঃকালে প্রভু স্বীয় ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিলেন—“কাল রাত্রিতে আমি এক অপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। এক তালধ্বজ রথ আসিয়া আমার গৃহদ্বারে দাঁড়াইল; তাহার পশ্চাতে এক প্রকাণ্ডশরীর মহাপুরুষ; তাঁহার কক্ষদেশে একটা স্তম্ভ, বামহস্তে বেত্রবাঁধা কানাকুন্ত, পরিধানে ও মস্তকে নীলবস্ত্র, বামশ্রতিমূলে একটা কুণ্ডল; যেন লাক্ষ্য হলধর। দশ বার, বিশ বার বলিলেন—এই বাড়ী কি নিম্নাঞ্ছিত পণ্ডিতের? আমি সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কে? তিনি বলিলেন—“এই ভাই হয়ে। তোমার আমার কালি হবে পরিচয়ে।” বলিতে বলিতেই প্রভু হলধর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া গর্জন করিলেন। স্থির হইয়া বলিলেন—“আমি পূর্বে যে এক মহাপুরুষ আসিবেন বলিয়াছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই আসিয়াছেন। শ্রীবাস ও হরিদাস তোমরা উভয়ে খুঁজিয়া দেখ।” তাঁহারা উভয়ে বাহির হইলেন; সর্বত্র অহুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন—তাঁহারা কোথাও কোনও মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। প্রভু বলিলেন—“আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া।” সকলকে দুইয়ে প্রভু নন্দন আচাৰ্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন—যেন কোটিস্বর্ঘ্যসম এক মনোরম বিগ্রহ, ‘ধ্যানস্থে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায়।’ সকলে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন। নিত্যানন্দ “আপন-ঈশ্বর” গৌরহৃদয়কে চিনিলেন, অশ্লক দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় “বহাগীড়ং নট-বরবণুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্”—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া নিত্যানন্দ আনন্দে মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর আদেশে শ্রীবাস পুনঃ পুনঃ সেই শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; নিত্যানন্দের মুচ্ছাভঙ্গ হইল, অশ্রুবিগলিত নেত্রে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কখনও বা—“জোড়ে জোড়ে লাক” দিতে লাগিলেন। সকলেই ধরিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কেহ ধরিতে পারিলেন না; তখন প্রভু তাঁহাকে কোলে করিলেন; প্রভুর কোলে শ্রীনিত্যানন্দ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রুবিগলিত-নেত্রে নিতাই-গৌর পরস্পরে আল্পন করিলেন। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া শ্রীবাসের গৃহে আসিলেন; শ্রীবাসের গৃহেই শ্রীনিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করিলেন। ব্যাসপূজার পূর্বে দিন রাত্রিতে নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে স্বীয় দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শুনিয়া প্রভু আসিলেন; ভাঙ্গা দণ্ডকমণ্ডলু ও নিত্যানন্দকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন; প্রভু নিত্যানন্দের দণ্ডকমণ্ডলু গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। এইরূপেই গৌর-নিত্যানন্দের মিলন হইল। গৌরকে ছাড়িয়া নিতাই আর কোথাও যাবেন নাই। প্রভুর সমস্ত নবদ্বীপ-সীলারই শ্রীনিতাই সঙ্গী। জগাই-মাধাই-উদ্ধার-সীলাতেও শ্রীনিতাই-ই প্রধান কাণ্ডারী (জগাই-মাধাই ব্রহ্ম)। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ; আবার শ্রীগৌরও হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ। ব্রহ্মের কানাই-বলাই। যে-দিন শেষ রাত্রিতে প্রভু সন্ন্যাসার্থ গৃহ ত্যাগ করিলেন, সেই দিন পূর্বাহ্নেই তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শ্রীনিত্যানন্দকে জানাইয়াছিলেন। গৃহত্যাগের সংবাদ জানিয়া শ্রীনিতাই কাটোয়ার আসিয়া উপনীত হইলেন; সন্ন্যাসার্থ প্রভুকে লইয়া শান্তিপুরে আসিলেন; শান্তিপুর হইতে প্রভুরই সঙ্গে নীলাচলে গেলেন। প্রভু স্বয়ং দক্ষিণ দিক দিয়া গেলেন; তখন শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলেই ছিলেন। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে গোড়ীর ভক্তগণ প্রভুকে দক্ষিণ দিক দিয়া নীলাচলে গেলেন। চাতুর্দশতীরের পরে প্রভুর আদেশে তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে

আসেন। প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“শ্রীপাদ! তুমি প্রতি বর্ষে নীলাচলে আসিও না; গোড়ে থাকিয়া তুমি আচণ্ডালে অবর্গল নাম-প্রেম বিতরণ করিবে। গোড়ে তোমাচারাই আমি আমার এই কার্য্যটা করাইব।” প্রভুর প্রতি শ্রীতিবশতঃ প্রভুর নিবেশ সবেও শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে যাইতেন; ফিরিয়া আসিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত গ্রামে গ্রামে নাম-প্রেম বিতরণ করিতেন। এই ভাবে নাম-প্রেম বিতরণের নিমিত্ত ভ্রমণ-কালেই পাণিহাটিতে শ্রীরথনাথ দাসের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন।

প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা জাহ্নবাস্বামী ও বৃন্দাবাস্বামীকে বিবাহ করেন। শ্রীচৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভ শ্রীবীর চন্দ্র গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র; তাঁহার এক কন্যাও ছিলেন—শ্রীমতী গঙ্গামাতা। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্বানের অল্প কয়েক বৎসর পরে শ্রীনিত্যানন্দও অন্তর্দ্বান প্রাপ্ত হইলেন (মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য)।

ভক্তিরত্নাকরের মতে, তীর্থভ্রমণ-কালে পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির সহিত শ্রীনিত্যানন্দের মিলন হয় এবং তখন শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির নিকটে শ্রীনিত্যানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার শ্রীজীব-গোস্বামীর বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে দেখা যায়—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণপুরী, সঙ্কর্ষণপুরীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ। কেহ কেহ আবার শ্রীনিত্যানন্দকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যও বলেন।

নীলাচল চক্রবর্তী। শচীমাতার পিতা; মহাপ্রভুর মাতামহ। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের সমাধ্যায়ী। আদি নিবাস শ্রীহট্টে; পরে নবদ্বীপে বেলপুকুরিয়াতে বাস করিতেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল; তিনি মহাপ্রভুর কোণ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছাপর লীলায় ইনি ছিলেন গর্গাচার্য্য।

নৃসিংহানন্দ। “নকুল ব্রহ্মচারী” দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ দাস। “কবিকর্ণপুর” দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ পুরী। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। ত্রিষ্মতে আবির্ভাব। ভক্তিকল্পতরু মধ্যমূল। প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-সময়ে ঋষভ-পর্ব্বতে ইহার সঙ্গে প্রভুর মিলন হয়; প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে বাস করার জ্ঞান বলেন। পরমানন্দপুরী ঋষভ-পর্ব্বত হইতে নীলাচল হইয়া নবদ্বীপে আসেন। শচীমাতার গৃহে বিশ্রাম করিলেন এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। সে-স্থানেই যখন শুনিলেন—প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন বিজ্ঞ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহার জ্ঞান কানীমিশ্রের গৃহে এক নিভৃতস্থানে বাসা ও সেবার জ্ঞান একজন কিস্কর ঠিক করিয়া দিলেন। নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গে ইনি গোড়েও আসিয়াছিলেন। গোড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলেই থাকিতেন। প্রভু ইহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন। ইনি ছাপরলীলায় ছিলেন উদ্ধব।

পরমানন্দ মহাপাত্র। নীলাচলবাসী। জগন্নাথের সেবক। প্রভুর পরম ভক্ত।

পরমেশ্বর দাস। শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের অর্দ্ধচূন সখা। কাউ-গ্রামে আবির্ভাব। পরে খড়দহে আসিয়া বাস করেন। জাহ্নবামাতা গোস্বামিনীর আদেশে হুগলী জেলার তড়া আটপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। জাহ্নবা মাতার সঙ্গে ইনি খেতুরীর মহোৎসবে এবং বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ইনি প্রভুর নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী ছিলেন। ইহার অনেক অলৌকিকী শক্তি ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

পরমেশ্বর মোদক। নবদ্বীপবাসী মিষ্টান্ন-বিক্রেতা। প্রভুর বাল্যকাল হইতেই প্রভুর প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল। বাল্যকালে প্রভু বার বার তাঁহার গৃহে যাইতেন; তিনিও প্রভুকে প্রত্যেকবারেই “হৃদয়-মোদকান্ন” বিতেন। তিনি একবার তাঁহার পত্নী ও পুত্র মুকুন্দকে লইয়া প্রভুর দর্শনের জ্ঞান নীলাচলে গিয়াছিলেন। দর্শন করিয়া প্রভুকে

বলিলেন—“পরমেশ্বর! মুক্তি!” প্রভু বলিলেন—“পরমেশ্বর! কুশল তো? আসিয়াছে, ভাল হইয়াছে।” নবল-প্রাণ পরমেশ্বর বলিলেন—“প্রভু, মুক্তার মাতাও আসিয়াছে।” মুক্তার মাতার নাম তনুয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু পরমেশ্বর মোদকের প্রীতির বশীভূত হইয়া নীরব রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

বিদ্যানিধি। “বিদ্যানিধি” এবং “প্রেমনি” বলিয়াও খ্যাত। ব্রজলীলায় ত্রিরাধিকার পিতা বৃন্দাভ মহারাজ। ইহার পত্নী রত্নাবতী ছিলেন ব্রজলীলায় ত্রিরাধিকার জননী কীৰ্ত্তিনা। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাট-হাজারী থানার নিকটবর্তী মেথলা গ্রামে বিদ্যানিধির আবির্ভাব। পিতার নাম—বাণেশ্বর; মাতার নাম—গঙ্গা-দেবী। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিদ্যানিধি চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার ছিলেন। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার বাহিরের আচরণে তাঁহাকে খুব বিলাসী বলিয়া মনে হইত; কিন্তু ভিতরে তিনি ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর। তাঁহার নবদ্বীপে অবস্থিতিকালে মুক্ত দত্ত যখন গঙ্গাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে তাঁহার নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, তখনকার ঘটনা হইতেই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যানিধির কিরূপ গম্ভীর প্রীতি ছিল (গঙ্গাধর পণ্ডিত গোস্বামী দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনার পরেই গঙ্গাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিদ্যানিধি নিজে ছিলেন ত্রিপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর মহাশিষ্য। গঙ্গার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল; পাদস্পর্শ-ভয়ে গঙ্গানান করিতেন না; গঙ্গাতে লোকে কুলকুচো করে, দস্তধাবনাদি করে দেখিলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত; তাই রাত্ৰিকালে আসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। গঙ্গাজল পান করিয়া তবে তিনি দেবার্চনাদি করিতেন।

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেন, তখন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জ্ঞাত তিনি “পুণ্ডরীক বাপ” বলিয়া কান্দিয়াছিলেন। “পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে। কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে।” নবদ্বীপের ভক্তগণ তখনও বিদ্যানিধির স্বরূপ জানিতেন না। প্রভুকে “পুণ্ডরীক” বলিয়া কান্দিতে দেখিয়া তাঁহার প্রথমে মনে করিলেন—প্রভু বোধ হয় “পুণ্ডরীক”-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই মনে করিতেছেন। কিন্তু প্রভু মাঝে মাঝে “বিদ্যানিধিও” বলিতেন; তখন তাঁহার মনে করিলেন—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বোধ হয় কোনও ভক্তের নামই হইবে। পরে প্রভুর নিকটে তাঁহার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় পাইলেন। প্রভু এ-কথাও বলিলেন—তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে আসিবেন। বাস্তবিক প্রভুর আকর্ষণেই বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলেন; আসিয়াও গুপ্ত ভাবেই ছিলেন, কেবল মুক্তদত্ত জানিলেন; মুক্তদত্তের বাড়ীও ছিল চট্টগ্রামে। পুণ্ডরীক একদিন রাত্ৰিকালে একাকী প্রভুর গৃহে আসিলেন; প্রভুকে দেখিয়াই প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দণ্ডবৎ করার অবকাশও পাইলেন না। কণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া হৃদয় গর্জনে করিতে লাগিলেন এবং “কৃষ্ণরে, পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ। মুক্তি অপরাধীরে কতক দেহ, তাপ ॥ সর্বজগতের বাপ উদ্ধার করিল।। সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিল।।” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভুও তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে কোলে করিলেন “পুণ্ডরীক বাপ” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ বুঝিলেন—ইনিই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং ইনি প্রভুর প্রিয়তম ভক্ত। প্রভু বলিলেন—“আজি শুভ প্রভাত আমার। আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার ॥ নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভকর্ণে। দেখিলাম ‘প্রেমনিধি’ সাক্ষাৎ নয়নে ॥” বিদ্যানিধি তখনও প্রভুর কোলে অচেতন। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখনই তিনি প্রভুকে নমস্কার করিলেন। জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পরে প্রভু যখন নিজগৃহে তাঁহাদের লইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে নৃত্যকীর্তন করিয়াছিলেন এবং পরে যখন গঙ্গায় জলকেলি করিয়াছিলেন, তখনও বিদ্যানিধি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

বথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের জন্ত বিদ্যানিধি নীলাচলেও যাইতেন। তখনও প্রভু তাঁহাকে “বাপ বাপ” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বাস্তবিক বাধাভাববিষ্ট প্রভুর বাপই তো পুণ্ডরীকরূপ বৃন্দাভ মহারাজ। স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধাব ছিল, তাঁহারই সঙ্গে জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। ওড়ন-বস্তিতে সেবক-পাণ্ডাগণ চিত্তাচরিত

প্রাণী অঙ্গসারে জগন্নাথকে “মাড়ুয়া বসন” দিয়া থাকেন; তাহা দেখিয়া বিজ্ঞানিধির মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল—
“পাণ্ডারা কি আচার জানে না? জগন্নাথকে মাড়ুয়া বসন দেয় কেন?” রাজিতে তাঁহার নিমিত্তবিহার জগন্নাথ ও
বলদেব আসিয়া দুই জনে বিজ্ঞানিধির দুই গণ্ডে চপটাঘাত করিয়া তাঁহার গাল ফুলাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে
স্বরূপ-দামোদর আসিয়া বিজ্ঞানিধিকে ডাকিলেন—“উঠ, চল, জগন্নাথদর্শনে যাই।” বিজ্ঞানিধি তখনও বিছানায়;
বলিলেন—“সখা, ভিতরে আস।” স্বরূপ ভিতরে গিয়া বিজ্ঞানিধির দুই গণ্ডের অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে জিজ্ঞাসা
করিলে বিজ্ঞানিধি সমস্ত স্বপ্নবস্তান্ত খুলিয়া বলিলেন; আর বলিলেন—“জগন্নাথের সেবকদের আচার-জান-
সংক্ষেপে কটাক্ষ করিয়া যে-অপরাধ করিয়াছি, জগন্নাথ-বলরামের হাতে তাহার শাস্তিরূপ কৃপা লাভ করিয়াছি;
দণ্ড হইয়াছি।”

পুরুন্দর আচার্য্য। ঐতিহাসিকশাখা। মহাপ্রভু ইহাকে “পিতা” বলিতেন। প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও
যাইতেন।

পুরুন্দর পণ্ডিত। নিত্যানন্দশাখা। প্রভু যখন পাণিহাটিতে বাঘব পণ্ডিতের গৃহে গিয়াছিলেন তখন ইনি
প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ঐনিত্যানন্দের প্রতি গোড়ে নাম-শ্রেম-প্রচারের আদেশ হইলে নিত্যানন্দ
যখন নীলাচল হইতে গোড়ে আসিতেছিলেন, তখন পুরুন্দর-পণ্ডিতও সঙ্গে ছিলেন; পথিমধ্যে ইনি অঙ্গদের ভাবে
আবিষ্ট হইয়া গাছে উঠিয়া লাফ দিয়া পড়িয়াছিলেন। খড়দহে ইহার ত্রিপাট। ঐনিত্যানন্দ-প্রভুর খড়দহে বসতি-
স্থাপনের পূর্বে হইতেই খড়দহে ইহার দেবসেবা ছিল। নাম-শ্রেম-প্রচারার্থ ঐনিত্যানন্দের দেশ-ভ্রমণের সময়ে তিনি
পুরুন্দর পণ্ডিতের দেবালয়েও আসিয়াছিলেন।

পুরীগোসাঞি। “পরমানন্দ পুরী” দ্রষ্টব্য।

পুরীদাস। “কর্ণপুর” দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম আচার্য্য। “স্বরূপ-দামোদর” দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম দাস। নিত্যানন্দশাখা। দ্বাদশ গোপালের একতম। নদীয়া জেলার বালিডাঙ্গা গ্রামে আবির্ভাব।
পিতা সদাশিব কবিরাজ। বৈষ্ণব। বালিডাঙ্গা বা বেলডাঙ্গা গ্রাম নষ্ট হইয়া গেলে স্থলসাগরে তাঁহার ত্রিপাট
স্থানান্তরিত হয়। স্থলসাগরে জাহ্নবামাতারও ত্রিবিগ্রহ ছিলেন। স্থলসাগরও গঙ্গাগর্ভে গেলে জাহ্নবামাতার
ত্রিবিগ্রহাদির সহিত পুরুষোত্তমদাসের ত্রিবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হয়েন। বেড়িগ্রামও ধ্বংসপ্রাপ্ত
হইলে তাঁহার ত্রিবিগ্রহ চাকদহের নিকটবর্তী চান্দপুর গ্রামে আসেন। ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন ত্রীকৃষ্ণসখা স্তোককৃষ্ণ।
পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পত্নীর নাম ছিল জাহ্নবাদেবী। তাঁহার গর্ভেই কাহুঠাকুরের আবির্ভাব (“কাহুঠাকুর”
দ্রষ্টব্য)। আরও একজন পুরুষোত্তমদাস ছিলেন—নাগর পুরুষোত্তম। ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন ত্রীকৃষ্ণসখা দাম।
তিনিও দ্বাদশ গোপালের একতম।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত। ব্রজের স্তোককৃষ্ণ। দ্বাদশ গোপালের একতম। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত।
পিতা—ব্রহ্মকর। ইনি ঐনিত্যানন্দ প্রভুর “মহাভূতা মর্থ” ছিলেন।

প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী। অতিশয় প্রভাব-প্রতিপত্তি-শালী কালীবাণী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ইহার বহু সন্ত
সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। “নামে মাত্র সন্ন্যাসী, ভাবক, লোক-প্রভাবক” প্রভৃতি বলিয়া ইনি সর্বদাই মহাপ্রভুর নিন্দা
করিতেন। তনিয়া তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব, পরমানন্দ কীর্তনীয়া প্রভৃতি প্রভুর কালীবাণী উত্তরণ প্রাণে অভ্যস্ত
গাইতেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে প্রভু যখন কালিতে ছিলেন, তখন এক মহাবাদী ব্রাহ্মণ প্রভুর কর্ণেই

প্রভুর বরণ অস্তব করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভায় একদিন প্রভুর মহিমার কথা বলিলে সরস্বতী তখনও প্রভুর নিন্দা করিয়া বিপ্রকে বলিলেন—“এখানে আসিয়া বেদান্ত শুন; চৈতন্যের নিকটে যাইও না, উচ্ছ্বল লোকের সঙ্গে ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়।” শুনিয়া মহারাষ্ট্রী বিপ্র প্রাণে কড় আঘাত পাইলেন। তিনি ভাবিলেন—“যদি কোনও রকমে এই সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুর দর্শন করাইতে পারি, তাহা হইলে দর্শনের প্রভাবেই ইহার বুদ্ধিতে পারিবেন, প্রভু কি বস্ত; তখন আর নিন্দাদি করিবেন না, প্রভুর পদানত না হইয়া পারিবেন না। কিন্তু কি রূপে এই দর্শনের ব্যবস্থা করা যায়? সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে প্রভু তো কোথাও নিমন্ত্রণও অঙ্গীকার করেন না।” বৃন্দাবন হইতে প্রভু যখন কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রভুকে পূর্বে কিছু না জানাইয়াই কেবল তাঁহার রূপার উপর নির্ভর করিয়া মহারাষ্ট্রী বিপ্র একদিন সশিষ্ট প্রকাশানন্দকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া চরণে পতিত হইয়া প্রভুকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে প্রভু নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে প্রভু বিপ্রের গৃহে গিয়া দেখিলেন—সন্ন্যাসীরা পূর্বেই আসিয়াছেন। পাদপ্রক্ষালন করিয়া প্রভু পাদপ্রক্ষালনের স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসিগণ দেখিয়াও ঘোষ হয় তাচ্ছিল্যভরেই কিছু বলিলেন না। তখন প্রভু এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন—তিনি যেন শতশূর্য্যসম-কান্তিময়। দেখিয়া সন্ন্যাসিগণ সকলেই করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুকে তাঁহাদের মধ্যে আসার জন্ত আহ্বান করিলেন; প্রভু কিন্তু আসেন না। তখন প্রকাশানন্দ নিজে যাইয়া খুব শ্রদ্ধার সহিত প্রভুর হাতে ধরিয়া আনিয়া সভামধ্যে বসাইলেন। তারপর ইষ্টগোষ্ঠী চলিতে লাগিল। সরস্বতীপাদ বলিলেন—“কেন তুমি আমাদের সঙ্গ কর না? কেন তুমি ভাবুক লোকদের সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তন কর? কেন তুমি বেদান্ত পড় না? বেদান্ত পড়া যে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।” প্রভু বলিলেন—“আমি তোমাদের সঙ্গে অযোগ্য। আমি মূর্থ; তাই আমার গুরুদেব বলিলেন—‘বেদান্তে তোমার কাজ নাই; তুমি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।’ তাই আমি কৃষ্ণনাম জপ করি। কিন্তু জপিতে জপিতে আমার কি রকম এক অবস্থা হইল—কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও নাচি; ঠিক যেন উন্মত্ত। গুরুকে জানাইলাম। ‘গুরুদেব, আমি কি পাগল হইলাম?’ তিনি বলিলেন—‘না তুমি পাগল হও নাই; ভাগ্যবশে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ফলে তোমার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছে। তুমিও ধন্ত, আমিও ধন্ত। যাও, ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-সকীর্ত্তন কর।’ তাই আমি বেদান্ত পড়ি না। ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াই।” শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন—“তোমার প্রেম লাভ হইয়াছে, সে তো উত্তম কথা। মূর্থ বলিয়া বেদান্ত হয়তো পড়িতে না পার; কিন্তু শুনিতে তো পার? বেদান্ত শুনও না কেন?” তখন প্রভু বলিলেন—“যদি মনে দুঃখ না নাও, তবে বলি আমি কেন বেদান্ত শুন না।” সন্ন্যাসিগণ বলিলেন—“আমরা কোনও দুঃখ মনে করিব না, তুমি বল।” তখন প্রভু শব্দরাচার্য্যের মায়াবাদ-ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। শ্রীপাদ শব্দর শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণ বা গৌণীভূতিতে অর্থ করিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার ভাষ্যে নানা দোষের উদ্ভব হইয়াছে। প্রভু প্রধান কয়েকটি বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ করিয়া শুনাইলেন এবং শ্রীপাদ শব্দরের মায়াবাদ-ভাষ্যের দোষও দেখাইলেন। শুনিয়া প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। প্রভুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহারা মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। তারপর নিজেদের আশ্রমে যাইয়া প্রভু-কৃত সূত্রার্থের আলোচনা করিয়া বুদ্ধিতে পারিলেন, প্রভু যে-অর্থ করিয়াছেন, তাহাই বেদান্তসূত্রের বাস্তব অর্থ; শব্দরাচার্য্য যে-অর্থ করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। একদিন এইরূপ আলোচনা হইতেছে, এমন সময় প্রভু ঘান করিয়া বিন্দুমাধব-দর্শনে গিয়াছেন। বিন্দুমাধব-দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন। তখন বিপ্র, চন্দ্রশেখর-কৈত, সনাতন গোস্বামী-আদিও সঙ্গে ছিলেন; তাঁহারা নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; শতসহস্র বর্ষনার্থী লোক কীর্ত্তনে যোগ দিল। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া সশিষ্ট প্রকাশানন্দ বিন্দুমাধবের অঙ্গনে ছুটিয়া আসিলেন। স্বয়ং প্রকাশানন্দও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তাঁহার দেহে অঙ্গ-কম্প-পুলকাদি। প্রভুর বাহুস্পর্শ নাই। কতক্ষণ পরে বাহুস্পর্শ ফিরিয়া আসিলে কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া প্রকাশানন্দকে নমস্কার করিলেন। পূর্ব-নির্দ্দেশিত অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থন প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। তারপর তিনি প্রভুর মূখে সমস্ত বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ

তিনিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু বলিলেন—“বেদান্তসুত্রকার হইতেছেন ব্যাসদেব; শ্রীমদ্ভাগবতকারও ব্যাসদেব। বেদান্তের ভাষ্যরূপেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলেই বেদান্তসুত্রের মুখ্য অর্থ উপলব্ধি করা যায়। তুমি শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা কর।” সেই দিনই প্রকাশানন্দ সন্ন্যস্তী ও তাঁহার শিষ্যবর্গের চরম পরিবর্তন সাধিত হইল; তাঁহারা সকলে প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া নিজেদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

প্রতাপরুদ্র। গজপতি। গঙ্গাবংশীয়। উড়িষ্যাদেশের স্বাধীন রাজা। পিতা পুরুষোত্তম দেব। কটকে রাজধানী ছিল। মধ্যে মধ্যে পুরীতেও বাস করিতেন। পরমভক্ত; জগন্নাথ সেবক। পূর্বসীল্য ইচ্ছায়। মহাপ্রভুর গুণাবলীর কথা শুনিয়া প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত ইনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েন; মিলন সংঘটনের জন্ত সার্কভোম ভট্টাচার্য্য ও রায়রামানন্দকে অনেক অহ্নয়-বিনয় করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রভু সন্মত হয়েন নাই। রূপা না পাইলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইবেন, প্রাণও ত্যাগ করিবেন—সার্কভোমের নিকটে লিখিত পত্রে ইহাও জানাইয়াছিলেন। এই পত্র দেখিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি প্রভুর নিকটে গিয়া রাজার কথা জানাইলেন। তাহাতেও প্রভুর সন্মতি মিলিল না। রাজার প্রাণ রক্ষার জন্ত শ্রীনিত্যানন্দ তখন প্রভুর একথানা বহির্কাস প্রভুর অহ্নয়োদনক্রমেই সার্কভোমের যোগে রাজার নিকট পাঠাইলেন। বহির্কাস পাইয়া রাজা নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং প্রভুজ্ঞানেই তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। পরে রায় রামানন্দও রাজার সহিত মিলনের জন্ত প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু তাহাতেও সন্মত হইলেন না; তবে রাজার পুত্রের সহিত মিলনের জন্ত অহ্নমতি দিলেন। রাজপুত্রকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণস্বতীতে প্রভু প্রেমাভিষ্ট হইয়া রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন; রাজপুত্র প্রেমাভিষ্ট হইলেন; সেই রাজপুত্রকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া রাজাও প্রেমাভিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বাহিরে কঠোরতা দেখাইলেও প্রভু অন্তরে রাজার প্রতি রূপার্স ছিলেন। রথযাত্রাকালে রাজার হীনসেবা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। রাজার মাহাত্ম্য-প্রকটনের জন্ত রাজার স্পর্শে নিজেকে ধিক্কারও দিয়াছিলেন। পরে সার্কভোমের পরামর্শে রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণবের বেশে রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বলগণ্ডস্থানের নিকটবর্তী উত্তানে রাজা যখন ভাবাবিষ্ট প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গনও করিয়াছেন। প্রভু যখন নীলাচল হইতে গোড়ে আসিবার পথে কটকে গিয়াছিলেন, তখনও রাজা প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, প্রভুর গোড়-গমনের পথে সর্ষপ্রকারের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অন্তর্দ্বান প্রাপ্ত হইলে রাজা প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত শোকাবুল হইয়া পড়েন। তাঁহার চিন্তের সাক্ষনার জন্ত কবিকর্ণপুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক লিখিত হয়। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “প্রতাপরুদ্র (গজপতি)-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

প্রতাপরুদ্র জ্ঞানচারী। “নকুল জ্ঞানচারী” দ্রষ্টব্য।

প্রতাপরুদ্র মিশ্র। নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ। এক সময়ে ইহার কৃষ্ণকথা-শ্রবণের ইচ্ছা হওয়ায় প্রভুর নিকটে আসিয়া সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রভু তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকটে পাঠান। মিশ্র গিয়া রায় রামানন্দের দেখা পাইলেন না; রায়ের ভৃত্যের মুখে শুনিলেন—তিনি নিভৃত উত্তানে দুইজন স্থলরী যুবতী দেবদাসীকে নিজকৃত জগন্নাথবল্লভ-নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। রায় যখন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যের মুখে মিশ্রের আগমন-বার্তা শুনিয়া মিশ্রের নিকটে আসিলেন, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মিশ্র নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, রায়ের দর্শনমাত্র করিতে আসিয়াছেন বলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মিশ্র প্রভুর নিকটে যাইয়া পূর্বদিনের বৃত্তান্ত জানাইলেন। প্রভু রায় রামানন্দের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তখনই আবার রায়ের নিকটে মিশ্রকে পাঠাইলেন এবং বলিলেন—“আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি, এ-কথা রায়কে বলিও।” মিশ্র গেলেন।

রায় রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া স্বীয় কৃতার্থতার কথা জানাইলেন।

বজ্রেশ্বর পণ্ডিত। খ্রীষ্টচতুর্দশশাখা। ব্রাহ্মণ। গৌরগণেশেশ্বর মতে ইনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। অসংখ্য শিষ্য-শিষ্যা গণের অধিনায়ক; প্রকাশ-বিশেষে শশিবেশাও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ধ্যানচক্রে গোস্বামীর মতে—বজ্রেশ্বর পণ্ডিতে ব্রজের ভূবিন্দু নিত্য অবস্থান করেন। মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী। প্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত। নৃত্যে ইহার পরম আনন্দ। এক সময়ে একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন। ইহার নৃত্যকালে স্বয়ং মহাপ্রভুও কীর্তন করিতেন। এক সময় প্রভুর চরণ ধরিয়া ইনি বলিয়াছিলেন—“প্রভু, আমাকে দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব দাও; তারা কীর্তন করিবে, আমি নৃত্য করিব; তাহা হইলেই আমার সুখ হইবে।” প্রভুও বলিয়াছিলেন—“তুমি মোর পক্ষ এক শাখা। আকাশে উড়িতাম যদি পাও আর পাখা ॥” বজ্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গ-প্রভাবেই ভাগবতী দেবানন্দের চিত্তের পরিবর্তন হইয়াছিল এবং দেবানন্দ প্রভুর নিকট হইতে ভাগবতের ভক্তিপ্রতিপাদক অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন (‘‘দেবানন্দ’’-দ্রষ্টব্য)। প্রভুর জগাই-মাধাইকে রূপা করার সময়ে, কাজীদমনের দিন নগরকীর্তনে, খ্রীধরের গৃহে ভক্তবাৎসল্য-প্রকটনের সময়েও বজ্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। রথযাত্রাকালে নীলাচলে যাইতেন এবং তৎকালীন প্রভুর লীলায় যোগ দিতেন। ইহার শিষ্য খ্রীগোপাল গুরু এবং গোপাল গুরুর শিষ্য খ্রীধ্যানচক্রে গোস্বামী।

বড়বিপ্র-ছোটবিপ্র। বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। একজন বয়স্ক কুলীন, পণ্ডিত এবং ধনী; তিনি বড়বিপ্র। আর একজন যুবক, অকুলীন, মূর্থ এবং দরিদ্র; তিনি ছোটবিপ্র। বহু তীর্থভ্রমণ করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে আসিয়া খ্রীগোপালদেবের মন্দিরের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। তীর্থপথে ছোটবিপ্র খুব শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত বড়বিপ্রের সেবা করিয়াছিলেন; তাহাতে বড়বিপ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা বৃন্দাবনে, তখন একদিন বড়বিপ্র ছোটবিপ্রকে বলিলেন—“তুমি আমার যে-রূপ সেবা করিয়াছ, পুত্রও পিতার এইরূপ সেবা করে না। আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে আমার কত্তা দান করিব।” শুনিয়া ছোটবিপ্র বলিলেন—“কোনও উদ্দেশ্য নিয়া আমি আপনার সেবা করি নাই; ব্রাহ্মণের সেবায় শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন; তাই আমি আপনার সেবা করিয়াছি। আমি আপনার কত্তার যোগ্য পাত্র নহি; যেহেতু, আপনি কুলীন, আমি অকুলীন; আপনি পণ্ডিত, আমি মূর্থ; আপনি ধনী, আমি দরিদ্র।” বড়বিপ্র বলিলেন—“তা হউক, আমি তোমাকে কত্তা দিব।” ছোটবিপ্র বলিলেন—“আপনার জীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন বাধা দিবে।” বড়বিপ্র বলিলেন—“আমার কত্তা, আমি দিব; কে বাধা দিবে? তুমি সম্মত হও।” ছোট বিপ্র বলিলেন—“যদি আপনি আমার মত অযোগ্য পাত্রের কত্তা দান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে খ্রীগোপালদেবের সাক্ষাতেই আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।” তখন উভয়ে খ্রীগোপালদেবের সাক্ষাতে গেলেন। বড়বিপ্র বলিলেন—“গোপালদেব, তুমি জানিও, ইহাকে আমি আমার কত্তা দিব।” ছোটবিপ্র বলিলেন—“গোপালদেব, তুমি সাক্ষী থাকিও; তোমার সাক্ষাতে ইনি বলিতেছেন, ইনি আমাকে কত্তা দিবেন। পরে যদি ইহার কথার ব্যতিক্রম হয়, তোমাকে সাক্ষী ডাকাইব।” পরে উভয়ে দেশে আসিলেন। বড়বিপ্র তাঁহার জীপুত্র জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন; কেহই সম্মতি দিলেন না। জীপুত্র বলিলেন—নীচুকুলে কত্তা দিলে বিষ খাইয়া মরিব। জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা বলিলেন—তোমাকে ত্যাগ করিব। বড়বিপ্র বলিলেন—“তীর্থস্থানে গোপালের সাক্ষাতে ব্রাহ্মণের নিকটে বাক্য দিয়াছি। কিরূপে অন্তথা করি; আমার ধর্ম নষ্ট হইবে। বিশেষতঃ, ছোটবিপ্র দশজনের নিকটে বিচার প্রার্থী হইবে।” তাঁহার পুত্র বলিলেন—“বিচারকালে কে সাক্ষ্য দিবে? সাক্ষী তো প্রতিজ্ঞা; তাহাও আবার দূরদেশে। আচ্ছা ‘আমি কত্তা দিতে বলি নাই’-এরূপ মিথ্যা কথা তুমি না হয় বলিও না। তুমি মাত্র বলিও ‘অনেক দিনের কথা, কি বলিয়াছি, আমার মনে নাই।’ তাহার পরে যাহা করার, আমি

করিব।” এদিকে বড় বিপ্লবের কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া ছোটবিপ্লব একদিন তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা শ্রবণ করাইয়া দিলেন। পুত্রের শিক্ষা অহুসাৰে বড়বিপ্লব বলিলেন—“কি বলিয়াছি, মনে নাই।” তখন তাঁর পুত্র ছোটবিপ্লবকে তিরস্কার করিয়া লাঠি লইয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ছোটবিপ্লব গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের নিকটে গিয়া সমস্ত জানাইলেন। সকলে একত্রিত হইয়া বড়বিপ্লবকে ডাকাইলেন। বড়বিপ্লব—পুত্রের শিক্ষাভরূপ কথাই বলিলেন। এই স্বেচ্ছা পাওয়া বড়বিপ্লবের পুত্র বাক্চাতুর্য আরম্ভ করিলেন; বলিলেন—“আপনারাই বিচার করুন; আমার ভগিনীর যোগ্য পাত্র এই লোকটী হইতে পারে কিনা। আসল কথা হইতেছে এই—তীর্থপথে আমার পিতার সঙ্গে অনেক টাকা ছিল; তাহাকে ধৃতরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া এই ধৃত লোকটী সমস্ত টাকা তো লইয়াই গিয়াছে, এখন আবার এসব অসম্ভব কথা বলিতেছে।” উপস্থিত লোকদের কেহ কেহ বলিলেন—“তা হইতেও পারে; ধনলোভে কত লোক অজ্ঞান কার্য করিয়া থাকে।” বড়বিপ্লব পূর্বেও গোপালের শ্রবণ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তখনও মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—“গোপালদেব, এই কৃপা কর, যাতে আমার বাক্যও রক্ষা পায়, স্ত্রীপুত্রও প্রাণে বাঁচে।” ছোটবিপ্লব সকলকে বলিলেন—“বড়বিপ্লব ধর্মপরায়ণ; পুত্রের শিক্ষাতেই তিনি এখন অশ্রুপূর্ণ কথা বলিতেছেন। তাঁহার পুত্র যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য নয়। আমার সাক্ষী আছে গোপালদেব।” বড়বিপ্লব ও তাঁহার পুত্র বলিলেন—“আচ্ছা, যদি গোপালদেব এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে তুমি কতটা পাইবে।” বড়বিপ্লব সম্মত হইলেন—যেহেতু তিনি মনে করিয়াছেন—“গোপালদেব ভক্তবৎসল; কৃপা করিয়া তিনি আসিতেও পারেন; আসিলে আমার ধর্ম রক্ষা হইবে।” তাঁর পুত্র সম্মত হইলেন—যেহেতু তিনি ভাবিলেন—“প্রতিমা কিরূপে আসিবে, আর কিরূপেই বা সাক্ষ্য দিবে।” যাহা হউক, বিচারকেরা বলিলেন—“আচ্ছা, যদি গোপালদেব আসিয়া তোমার কথার সমর্থন করেন, তুমি বড়বিপ্লবের কতটা পাইবে।” তখন এ-সকল কথা কাগজে লিখিত হইয়া এক মধ্যস্থের নিকটে রক্ষিত হইল। ছোটবিপ্লব বলিলেন—“কতটা পাওয়ার জন্ত আমার লোভ নাই; বড়বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি যাতে রক্ষা পায়, তাহাই আমার কর্তব্য। বড়বিপ্লবের পুণ্য-প্রভাবেই আমি গোপালকে আনিব।” ছোটবিপ্লব বৃন্দাবনে গিয়া সমস্ত কথা গোপালদেবের চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন—“গোপালদেব, তোমাকে যাইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। তুমি জান, জানিয়া যে সাক্ষ্য দেয় না, তার পাপ হয়।” পরমকরণ ভক্তবৎসল গোপাল বলিলেন—“তুমি দেশে যাও; আমি সে-স্থানে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিব।” ছোটবিপ্লব বলিলেন—“তাহা হইবে না। তুমি সে-স্থানে চতুর্ভূজরূপে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিলেও হইবে না। এই ত্রিবিগ্রহেই তোমাকে যাইতে হইবে।” গোপাল বলিলেন—“আমি যে প্রতিমা; প্রতিমা কি হাটিতে পারে?” ছোটবিপ্লব বলিলেন—“প্রতিমা কি কথা বলিতে পারে? যে বলে তুমি প্রতিমা, সে মূর্খ। তুমি সাক্ষ্যও ভ্রমোক্ত-নন্দন।” গোপালদেব তখন হাসিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, তোমার পেছনে পেছনে আমি যাইব। কিন্তু পেছনের দিকে ফিরিয়া আমাকে যদি দেখ, তাহা হইলে আমি আর অগ্রসর হইব না, সেখানেই থাকিব। আমার নৃপুত্রের সঙ্গে আমার গমন জানিবে। আর প্রত্যহ এক সের চাউলের অন্ন আমার ভোগে দিবে।” ছোটবিপ্লব সম্মত হইয়া পরমানন্দ দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। নিজের গ্রামের নিকটে আসিয়া ভাবিলেন—“একবার দেখি, বাস্তবিক গোপাল আসিয়াছেন কিনা। এখানে তিনি থাকিয়া গেলেও ক্ষতি নাই; সকলকে এখানেই আনিব।” তিনি পেছনের দিকে চাহিবামাত্রই গোপাল হাসিয়া বলিলেন—“আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি; আর আমি যাইব না।” ছোটবিপ্লব গোপালকে নমস্কার করিয়া গ্রামে যাইয়া গোপালদেব আগমন-বার্তা জানাইলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে গোপালদর্শনের জন্ত উপস্থিত হইলেন। সকলের সাক্ষাতে গোপাল সাক্ষ্য দিলেন। বড়বিপ্লব ছোটবিপ্লবকে কতটা দান করিলেন।

গোপালদেব দুই বিপ্লবকে বলিলেন—“তোমরা জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর। বর চাও।” তাঁহারা বলিলেন—“প্রভু, যদি বর দিবে, তাহা হইলে এই বর দাও, যেন তোমার ভূতাবাসীদের নিদর্শনরূপে তুমি এই-স্থানেই থাকিয়া রহিবে।” গোপালদেব রহিয়া গেলেন; নাম হইল সাক্ষীগোপাল। দুই বিপ্লবের গ্রামে বিজ্ঞানপরেই রহিলেন। পরে

উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব (প্রতাপরুদ্রের পিতা) সেই দেশ জয় করিয়া স্বরাজ্যে বাওয়ার জন্ত গোপালদেবের চরণে প্রার্থনা জানাইলে লাক্ষীগোপাল কটকে আসেন। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি কটকেই লাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়াছেন। এখন আর লাক্ষীগোপাল কটকে নাই, পূর্বীর নিকটবর্তী এক স্থানে আছেন। এই স্থানেও বড়বিগ্র-ছোটবিগ্রের বংশধরগণই লাক্ষীগোপালের সেবা করিয়া থাকেন।

ষড়হরিদাস। কীর্তনীয়া। নীলাচলে প্রভুর নিকটে থাকিতেন। গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। ষড়যাত্রার কীর্তন-কালেও ইনি কীর্তন করিতেন। ইনি হরিদাস ঠাকুর নহেন। হরিদাস-ঠাকুর প্রভুর নিকটে থাকিতেন না, গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবাও করিতেন না। নীলাচলে তিন জন হরিদাস ছিলেন—হরিদাসঠাকুর বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সঙ্গী। পণ্ডিত, সাধু, আৰ্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা হইতে শান্তিপুর হইয়া যখন নীলাচলে আসেন, তখন ইনি তীর্থ-ভ্রমণেচ্ছু হইয়া এক বিপ্রভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসেন। প্রভু যখন ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-যাত্রা করেন, তখন সঙ্গের ভৃত্য-ব্রাহ্মণকে লইয়া ইনি প্রভুর সঙ্গী হইলেন। পথে ইনি অত্যন্ত শ্রীতির সহিত প্রভুর সর্ববিধ সেবা করিয়াছিলেন, ভিক্ষা করিয়া রত্নাদি করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। প্রভুর বৃন্দাবন ও প্রয়াগের লীলা এবং কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার-লীলাও ইনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে ইনি নীলাচলেই ছিলেন। সনাতনগোস্বামী যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন ইহার নিকট হইতেই প্রভুর ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন-গমনের পথাদির বিবরণ জানিয়া লইয়াছিলেন।

বল্লভ ভট্ট। ত্রৈলোক্যদেশে আবির্ভাব। ব্রাহ্মণ। পিতা—লক্ষণ-দীক্ষিত। মহাপণ্ডিত। তিনি নাকি তিনবার দিগ্বিজয়েও বাহির হইয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক-কালে বিবাহ করেন। পত্নীর নাম—মহালক্ষ্মী-দেবী। ইহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠলেশ্বর। পূর্বলীলায় ইনি ছিলেন শুকদেব। বৃন্দাবন হইতে কিয়বাব পথে প্রভু যখন প্রয়াগে ছিলেন, তখন বল্লভ ভট্ট থাকিতেন প্রয়াগের নিকটবর্তী আড়ৈল গ্রামে। তিনি প্রভুকে নিজের বাড়ীতে নিয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন, প্রভুর পাদদাক সবংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীমদ্ভাগবতের এক টীকা লিখিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্ত তিনি নীলাচলে আসেন। প্রভু তাঁহার ভিতরের গৰ্ব্ব জানিয়া তাঁহাকে কেবল উপেক্ষাই করিয়াছিলেন, টীকাদি শুনে নাই। পরে ভট্ট চিন্তা করিলেন—প্রভু পূর্বে আমাকে এত কৃপা করিয়াছেন, এখন এরূপ ব্যবহার কেন করিতেছেন। আত্মহুসন্মান করিয়া বৃষ্টিতে পারিলেন—আমিই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ভাল রকমে জানি—এরূপ একটা গৰ্ব্ব তাঁহার চিন্তে আছে বলিয়াই তাঁহার সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রভু এরূপ ব্যবহার করিতেছেন। ইহা বুঝিয়া প্রভুর চরণে শরণাগত হইলেন, প্রভুও কৃপা করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন।

ইনি পূর্বে ছিলেন বালগোপাল-মন্ড্রে দীক্ষিত। নীলাচলে গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর সঙ্গে প্রভাবে কিশোর-গোপাল উপাসনার বাসনা চিন্তে জাগ্রত হওয়ায় পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ড্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আড়ৈল হইতে তিনি সপরিবারে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। সে-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিতেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “বল্লভ-ভট্ট-প্রসঙ্গ” এবং ২।৪।১০৩ পয়াবের টীকা জটব্য।

বাল্লীনাথ পট্টনায়ক। শ্রীচৈতন্যশাখা। নীলাচলবাসী। ভবানন্দরায়ের পুত্র এবং রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, প্রায় প্রভুর নিকটেই থাকিতেন। প্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে সমাগত গোড়ীয় ভক্তদের বাসা ও প্রসাদের সংস্থান বাগীনাথই করিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্ত বড় রাজপুত্র যখন গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাপে চড়াইয়াছিলেন, তাঁহার ভাই বলিয়া তখন রাজপুত্র সবংশে বাগীনাথকেও বাধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু বাগীনাথ তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া করে সংখ্যা রাখিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছিলেন।

বাসুদেব (কুড়ী)। দাক্ষিণাত্যে কুর্দক্ষেরানী ভ্রমণ। ইহার সন্ধানে গিয়া কুর্দ হইয়াছিল; তাহার কীটও জন্মিয়াছিল; অক হইতে কীট কখনও পড়িয়া গেলে তিনি সেই কীটকে উঠাইয়া তাঁহার সঙ্গে পূর্বস্থানে রাখিয়া দিতেন। এক দিন রাত্রিতে বাসুদেব ঘুমিতে পাইলেন—সেই স্থানেই কুর্দনাথক এক বিপ্লবের গৃহে মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছেন। পয়দিন প্রাতঃকালেই তিনি প্রভুর দর্শনের জন্য কুর্দগৃহে যখন আসিলেন, তখন কুর্দগৃহে ঘুমিলেন—প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। তুমারাজেই বাসুদেব দুঃখে মর্জিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া পড়িলেন; জান কিরিয়া আসিলে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালেই প্রভু আবির্ভাবে তাঁহার লাক্ষ্যে উপনীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনমাত্রেই তাঁহার কুর্দ লোপ পাইল, পরমজন্মের বেহ লাভ হইল। প্রভুর দর্শনে আনন্দ-বিশ্বয়ে তিনি প্রভুর স্তব করিয়া বলিলেন—“দয়াময়! আমাকে দেখিয়া আমার গায়ের গন্ধে সকলেই মূরে পলায়ন করে; এ-হেন আমাকে তুমি আলিঙ্গন করিলে! জীবের মধ্যে এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইল না; তুমি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কিন্তু দয়াময়! সকলের অস্পৃশ্য হইয়া ছিলাম ভালই; কোনও অহঙ্কার আমার মনে জাগিত না। কোনও লোকও আমার নিকটে আসিত না। নির্বিঘ্নে নাম কীর্তন করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রভু, এখন যে আমার মনে অভিমান জাগিবে।” শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“তুমি চিন্তা করিও না; তোমার মনে কোনওরূপ অভিমান জাগিবে না। তুমি নিয়ন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন কর; আর কৃষ্ণনাম উপদেশ করিয়া জীবকে উদ্ধার কর। ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন।” একথা বলিয়াই প্রভু অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কৃষ্ণবিপ্র এবং বাসুদেব উভয়েই প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া পরম্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন।

বাসুদেব ঘোষ। ব্রজলীলার গুণভূষণ; বিশাখা-রচিত গীত কীর্তন করিতেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত। গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইহার সহোদর। তিন ভাই-ই প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ছিলেন। ইহাদের কীর্তনে গৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। নীলাচলে রথযাত্রাকালে সাত সপ্তদ্বারের একটী সপ্তদ্বারে ইহারা কীর্তন করিতেন। গোড়ে নাম-প্রেম প্রচারের জন্য প্রভু যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দকে পাঠাইলেন, তখন এই তিন ভাইকেও প্রভু তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। বাসুদেব ঘোষ যখন গৌর-মহিমা কীর্তন করিতেন, তখন কাঠ-পাষণ্ডও ব্রবীড়িত হইত। প্রভুর দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইয়া চারিমাাস অবস্থান করিতেন। ইনি একজন পদকর্তা মহাজনও।

বাসুদেব দত্ত। প্রভুর গায়ক। ব্রজলীলার মধুরত নামক গায়ক। চট্টগ্রামের পটীয়া ধানার অন্তর্গত চক্রশালার বৈষ্ণবকুলে আবির্ভূত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পরে কুমার হটে বাস করিতেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের ও শিবানন্দসেনের পরম স্নেহ ছিলেন। প্রভুরও অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ছিলেন। প্রভু বলিতেন—“এ-শরীর বাসুদেব দত্তের আমার। দত্ত আমি যথা বেচে তথাই বিকাই। সত্য সত্য ইহাতে অশ্রুতা কিছু নাই। সত্য আমি কহি স্তন বৈষ্ণব-মণ্ডল। এ-দেহ আমার বাসুদেবের কেবল।” নীলাচলে প্রভু বাসুদেব দত্তকে বলিয়াছিলেন—“তোমার ছোট ভাই মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে আমার সঙ্গে থাকে, তথাপি তোমাকে দেখিলেই আমার বেশী স্নেহ জন্মে।” রথযাত্রাকালে ইনিও কীর্তন করিতেন। ইন্দ্রচ্যূরসরোবরের জলকেলিতেও যোগ দিতেন। ইনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন; যে-দিন যাহা উপার্জন করিতেন, সেই দিনেই তাহা ব্যয় করিতেন, কিছু সঞ্চয় করিতেন না। কিন্তু তিনি গৃহস্থ মাহু; সঞ্চয় না থাকিলে কুটুম্বভরণ হইবে কিরূপে? তাই প্রভু শিবানন্দসেনকে বলিয়াছিলেন—“শিবানন্দ, তুমি বাসুদেবের আর-বায়ের ভায় নিবে; সন্ন্যাস হইয়া ইহার সমস্ত কার্য সমাধা করিবে।” একদিন নীলাচলে ইনি প্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন—“প্রভু, জগতের উদ্ধারের জন্য তোমার অবতার। তোমার চরণে একটা প্রার্থনা জানাইতেছি; তুমি ইচ্ছা করিলেই তাহা পূর্ণ হইতে পারে। জগতের মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিলীর্ণ হইয়া যায়। প্রভু, সমস্ত জীবের পাপের বোকা রাখার লইয়া তাইদেব স্বলবন্তী হইয়া আমি নরক ভোগ করিব; তুমি দয়া করিয়া সকলকে উদ্ধার কর।” শুনিয়া প্রভুও চিন্তা ব্রবীড়িত হইল; তাঁহার দেহে অঙ্গ-কম্পাদির উদয় হইল; গদগদ স্বরে প্রভু বলিলেন—“বাসুদেব, তোমার এই প্রার্থনা

বিচিত্র নহে; ভূমি ও প্রজ্ঞান। তোমার উপরে কৃষ্ণের নম্র রূপ আছে। ভূমি বাহা চাহিলে, কৃষ্ণ তাহার করিবেন; যেহেতু, ভক্তবাহাপূর্ণিত্যতীত কৃষ্ণের অন্তর্য্যাত্ম কিছু নাই। তোমার হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সীম উন্মোচন হইবে; তোমাকে নবকভোগ করিতে হইবে না।” প্রভু যখন নীলাচল হইতে গোঁড়ে আসিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণদেবের গৃহেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। দাসগোবিন্দীয় গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য ছিলেন ইহা বিশেষ অঙ্গীকারীত। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট মামগাছিতে ইনি শ্রীমদনগোপালের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; পরে “প্রভুর অবশেষপাত্র” নারায়ণী দেবীর হস্তে এই সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানচম্পতি। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা। কুলিয়ার নিকটবর্তী বিজ্ঞানগড়ে বাস করিতেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন গোঁড়ে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভু কয়েক দিন ইহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং দর্শন দান করিয়া অসংখ্য লোককে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রভু বিজ্ঞানচম্পতিকে “জলজ্ঞেয়—(গন্ধার)” উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের চাকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন গোবিন্দীয় বন্দন হইতে জানা যায়, বিজ্ঞানচম্পতি সনাতনগোবিন্দীয় গুরু ছিলেন। বিজ্ঞানচম্পতি ব্রজলীলায় ছিলেন ভূকবিতার শ্রীয়া স্বয়ম্ভূবানামী গোপী।

বিকুপ্রিয়াদেবী। নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা। প্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধানের পরে প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। শিশুকাল হইতে ইনি পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা ছিলেন, তিনবার গন্ধার্নন করিতেন। পতিব্রতা কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ত্যাগ করিয়াই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শচীমাতার সেবা করিতেন।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে-অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ভক্তিরসাকর বলেন—“প্রভুর বিচ্ছেদে নিশ্চিন্তা তেজিল নেত্রিতে। কদাচিত্ নিশ্চিন্তা হৈলে শয়ন ভূমিতে ॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন। কৃষ্ণচতুর্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ ॥ হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ ততুলে করয়। সে ততুল পাক করি প্রভুকে অর্পয় ॥ তাহার কিকিছা করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥ বৃন্দাবনে যাওয়ার পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী “অহঃগ্রহ করি মাথে দিলা শ্রীচরণ ॥ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর বহে। গদ গদ বাক্যে কিছু শ্রীনিবাসে কহে ॥ অহঃ বাপু শ্রীনিবাস আছি পথ চাহিয়া। ভাল কৈলে আইলে হৃথ পাইছ দেখিয়া ॥ চিরজীবী হইয়া থাকহ পৃথিবীতে। জীবের মঙ্গল হবে তোমার দ্বারাতে ॥ এহেন দুর্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবা। ভক্তের সর্ব্বত্র ভক্তিলাভ প্রচারিবা ॥” তারপর দেবী শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

গৌরগণোদ্দেশকীপিকা বলেন, সনাতন মিশ্র ছিলেন পূর্বে সত্ৰাজিৎ রাজা এবং জগন্নাথ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ছিলেন তাঁহার কন্যা, ভূ-রূপিণী সত্যভামা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়েও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলা হইয়াছে। ১১৬৯২৩ পরায়ের চাকা দ্রষ্টব্য।

বীরভদ্র গোবিন্দী (বীরভদ্রগোবিন্দী)। স্বরূপে সর্ব্বগণের বৃহ পয়োজিন্দায়ী নারায়ণ। শ্রীমদ্রিত্যানন্দ প্রভুর পুত্ররূপে বহু-মাতার গর্ভে আবির্ভূত, জাহ্নবা-মাতার শিষ্য। ভক্তিকল্পতরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোবিন্দী লিখিয়াছেন—“শ্রীবীরভদ্র গোবিন্দী স্বয়ম্ভূবানামী। তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত। বেদধর্ম্মাতীত হইয়া বেদধর্ম্মে রত ॥ অন্তবে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্বন্দ্ব। চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলভূত ॥ অতাপি গাহার রূপা মহিমা হইতে। চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥” শ্রীবীরভদ্র গোবিন্দীর এক ভগিনী ছিলেন—নাম শ্রীমতী গন্ধাবদী। ভক্তিরসাকর বলেন—শ্রীজাহ্নবামাতা গোবিন্দীনার ইচ্ছাতে রাজবলহাটের নিকটবর্তী ঝাঁটপুরে জন্মলিলা ॥ যদুনন্দন আচার্য্যের দুই কন্যাকে বীরভদ্র গোবিন্দী বিবাহ করেন; তাঁহাদের নাম—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী। জাহ্নবদেবী দুই পুত্রবধূকে দীক্ষা দিলেন এবং বীরভদ্র গোবিন্দী যদুনন্দন আচার্য্যকে দীক্ষা দিলেন। বীরভদ্রপ্রভুর তিন পুত্র—গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। তিনজনই ছিলেন প্রেমভক্তিময়। প্রভু বীরভদ্র

এক সময়ে খড়্গহু হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, অধিকা, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, যাজ্ঞপ্রাস, কষ্টকনঙ্গর ও খেতবী হইয়া এবং সর্বত্র ভক্তবৃন্দ কর্তৃক পরমাকরে সম্বর্দ্ধিত হইয়া সকলের সহিত প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্তন করিয়া, অবশেষে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের শ্রীভৃগু-শ্রীজীবাদি গোস্বামি প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহার দর্শনে পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ভক্তবৃন্দের সহিত দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণে কবিরাজগোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। রাধাকৃষ্ণ হইতে বৃন্দাবনে আসিবার কালে কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন, কাম্যাবন দর্শন করিয়া বৃষভাছপুরে, তারপর নন্দগ্রামে গেলেন এবং অস্ত্রান্ত তীর্থস্থান দর্শন করিলেন।

বোরাঙ্কুলি গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দচক্রবর্তীর গৃহে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের প্রতিষ্ঠাকালে নরোত্তম দাস ঠাকুরের কীর্তনে প্রভু বীরচন্দ্র প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ধর্ম-সংস্থাপন এবং ধর্মের বিস্তৃতি-রক্ষণের জন্ত প্রভু বীরচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাঢ়দেশে কান্দরা গ্রামে জয়গোপাল-নামে জনৈক কায়স্থ বাস করিতেন; তাঁর বেশ বিজ্ঞার অহঙ্কার ছিল; কিন্তু তাঁহার গুরুদেব তেমন বিদ্বান্ ছিলেন না বলিয়া জয়গোপাল গুরুর পরিচয় দিতেন না, কেহ তাঁহার গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করিলে পরম-গুরুকেই গুরু বলিয়া জানাইতেন। অহঙ্কারবশতঃ তিনি এক সময়ে প্রভু বীরভদ্রের প্রসাদও উল্লেখ করিয়াছিলেন। মহাতেজস্বী প্রভু বীরচন্দ্র জয়গোপালকে বর্জন করিলেন এবং সমগ্র বৈষ্ণবসমাজকেও তাহা জানাইলেন। বৈষ্ণব-সমাজও জয়গোপালকে বর্জন করিলেন।

বুদ্ধিমন্তস্থান। নবদ্বীপবাসী। মহাধনী। প্রভুর প্রতি অত্যন্ত শ্রীতিসম্পন্ন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের সমস্ত ব্যয়, নিজের ইচ্ছাতেই আনন্দসহকায়ে, ইনি বহন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে প্রভুর প্রেমাবেশকে বাৎসল্যবেশে শচীমাতা যখন বায়ুব্যাধি বলিয়া মনে করিলেন, তখন ইনি প্রভুর চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভু যখন লক্ষ্মীকাচে অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত রাজ-সরঞ্জাম ইনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর জলক্ৰীড়াদিতে এবং কীর্তনেও ইনি সঙ্গী থাকিতেন। প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলেও যাইতেন। (বুদ্ধিমন্তস্থান এবং সুবুদ্ধিরায় দুই বিভিন্ন ব্যক্তি)।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। দ্বাপরের বেদবাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃস্বতা “শ্রীচৈতন্যের অবশেষ পাত্র” বলিয়া বিখ্যাত। নারায়ণীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত। পিতা—বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। বৃন্দাবনদাস যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তিনি পিতৃহারা হইলেন (‘নারায়ণী’ দ্রষ্টব্য)। পতি-বিয়োগের পরে নারায়ণীদেবী মামগাছি গ্রামে বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শৈশব-কালও মামগাছিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি বহুশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তিনি শ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভুর সর্বশেষ শিষ্য ছিলেন। শ্রীমদ্বিত্যানন্দের আদেশেই তিনি শ্রীগৌরলীলা-বর্ণনাস্থক শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। তাঁহার রচিত গীতিপদও পদ কল্পতরু-আদি পদসংগ্রহ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত যেন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-লীলারসের এক অপূর্ব অমৃত-ভাণ্ডার। তিনি নিতাইগৌর-লীলারস-স্রোতে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে হইতে যাহা আশ্বাদন করিয়াছেন, তাহাই যেন ভক্তবৃন্দের জন্ত এই গ্রন্থে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ এই গ্রন্থ আশ্বাদন করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গৌরের অস্ম্যলীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই বলিয়া ঐক্লপ স্তম্ভধুরভাবে তাহা বর্ণন করিবার নিমিত্ত কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে আবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণন করিতে করিতে গ্রন্থ-কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি আর গৌরের শেষ লীলা বর্ণন করেন নাই।

বৃন্দাবনদাস কোন সময়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। অনুমানমাত্র করা যাইতে পারে। অনুমানের ভিত্তিও এইরূপ। শ্রীমদ্বহাগ্রভূ ২৪ বৎসর বয়সে ১৪৩১ শকের মাঘমাসে লুণ্ঠনগ্রহণ করেন; তাহার পূর্বে প্রায় একবৎসর তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন করেন এবং এই সময়ের

মধ্যেই তিনি স্বীয় ঈশ্বর-ভাবও প্রকাশ করেন। এই একবংসর-কাল-মধ্যেই কোনও সময়ে—সম্ভবতঃ ১৪৩১ শকের প্রথমার্ধে বা ১৪৩০ শকের শেষার্ধ্বে—প্রভু নারায়ণকে কৃপা করিয়াছিলেন। তখন নারায়ণীর বয়স—চারি বংসরমাত্র। তাঁহার চৌদ্দ-পনর বংসর বয়সের পূর্বে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে মনে হয়, ১৪৪০ শকে বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে বৃন্দাবনদাসকে ষাপরের “বেদব্যাস” বলা হইয়াছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা লিখিত হইয়াছিল ১৪২৮ শকে; তাহা গ্রন্থকার কবিকর্ণপুরই লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ১৪২৮ শকের পূর্বেই যে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ত্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাই অসম্ভব হয়। কেহ কেহ অসম্ভব করেন ১৪২৫ শকে, কেহ কেহ অসম্ভব করেন ১৪২৭ শকে ত্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছে। এই অসম্ভব বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, দু’ এক-বংসরেই যে এই গ্রন্থ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, যাহাতে ১৪২৮ শকে গ্রন্থকার ব্যাসরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রামগতি স্মারক মহাশয়ের মতে ১৪৭০ শকে (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়; তখন বৃন্দাবনদাসের বয়সও হইয়াছিল প্রায় ত্রিশ বংসর এবং কবিকর্ণপুর যখন তাঁহাকে বেদব্যাস বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার গ্রন্থের বয়সও হইয়াছিল প্রায় আটাইশ বংসর।

শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লিখিত গ্রন্থের নাম নাকি প্রথমে ছিল “ত্রীচৈতন্যমঙ্গল”। পরে নাকি ইহার নাম “ত্রীচৈতন্যভাগবত” হয়, তাহাও নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। এ-সম্বন্ধে কয়েকটা কিম্বদন্তী মাত্র প্রচলিত আছে; সকলগুলি বিচারসহও নয়।

ত্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনেক স্থলে—এমন কি অন্ত্যলীলার সর্বশেষ পরিচ্ছেদেও বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থকে “চৈতন্যমঙ্গল” বলা হইয়াছে; কোনও স্থলেই “ত্রীচৈতন্যভাগবত” বলা হয় নাই। ইহাতে পরিকারভাবেই বুঝা যায়—ত্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লিখন সমাপ্ত হওয়ার সময় (১৫৩৭ শক) পর্য্যন্তও এই গ্রন্থের নাম ছিল “চৈতন্যমঙ্গল”। বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের “চৈতন্যমঙ্গল”-নাম পরিবর্তন করিয়া “চৈতন্যভাগবত” রাখিয়াছেন বলিয়া যে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহারও যে কোনও মূল্য নাই, তাহাও ইহাতে বুঝা যায়। কারণ, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের আলোচনা এবং আশ্বাদনের পরেই বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের আদেশে ত্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হইয়াছে। যদি তদ্রূপ ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম চৈতন্যমঙ্গলের পরিবর্তে চৈতন্যভাগবত রাখিতেন, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার স্বরচিত ত্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ করিতেন, অন্ততঃ একটাবারও “চৈতন্যভাগবত” না বলিয়া পুনঃ পুনঃ “চৈতন্যমঙ্গল” বলিতেন না। যাহা হউক, ১৫৩৭ শক পর্য্যন্তও যে এই গ্রন্থের নাম “ত্রীচৈতন্যমঙ্গল” ছিল, কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

আবার ইহার প্রতিকূল প্রমাণেরও অভাব নাই। ত্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহু পূর্বে লিখিত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে যখন শ্রীমদভাগবত-প্রণেতা বেদব্যাস বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায়, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার লিখন-সময়েও (১৪২৮ শকে) বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ ভাগবত-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরও তাঁহার ত্রীচৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে ভাগবত-আখ্যা দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে। জগত মোহিত যায় ভাগবত-গীতে।” লোচনদাসের ত্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৪৮২ হইতে ১৪৮৮ শকের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই সমালোচকগণ মনে করেন। তাহা হইলে ১৪৮২ শকে, অন্ততঃ ১৪৮৮ শকে যে-গ্রন্থ “ত্রীচৈতন্যভাগবত”-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ১৫৩৭ শকেও কবিরাজ গোস্বামী কেন যে তাহাকে পুনঃ পুনঃ “চৈতন্যমঙ্গলই” বলিয়াছেন, একবারও “চৈতন্যভাগবত” বলেন নাই, তাহার কারণ বুঝা যায় না।

কোনও কোনও সমালোচক অসম্ভব করেন—“বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই চৈতন্যভাগবত ছিল—কিন্তু চণ্ডী মহাশাস্ত্রচক গান যেমন চণ্ডীমঙ্গল, মনসার মাহাশাস্ত্রচক গান যেমন মনসামঙ্গল, তেমনি ত্রীচৈতন্য

মাহাত্ম্যসূচক বাঙ্গালা বইকে চৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা যায়। এই ভগ্নই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াছেন।” (শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের “শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান”)।

উল্লিখিত অল্পমান সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে গেলে একটা সন্দেহ জাগে এই যে—বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতে যদি “শ্রীচৈতন্যভাগবত” থাকিত, কেবল শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক বলিয়াই যদি বৃন্দাবনদাস বা অন্তহানের ভক্তগণ তাহাকে “শ্রীচৈতন্যমঙ্গল” বলিতেন, তাহা হইলে কবিরাজগোস্বামীর গ্রন্থ হইতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না হইলেও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইত।

কবিকর্ণপুর এবং লোচনদাসের উক্তি হইতে মনে হয় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ প্রথম হইতেই ভাগবত (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত) নামে পরিচিত হইয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদের উপসংহার-পদ্যে লিখিয়াছেন—“চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।”, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোনও অধ্যায়ের উপসংহার-পদ্যে তেমন ভাবে গ্রন্থের নাম কিছু লেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।” এই উক্তিতে গ্রন্থের নাম নাই। তথাপি বোধহয় ভগবৎ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থকেই যখন “ভাগবত” বলা যায়, এবং শ্রীচৈতন্যও যখন ভগবান, শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় এই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থকে তৎকালীন বৈষ্ণবগণ যে শ্রীচৈতন্যভাগবত নামে অভিহিত করিবেন, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। আমরা যে-কয়খানি শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখিয়াছি, একখানি ব্যতীত তাহাদের সকল খানিতেই প্রতি অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত পদ্যটি দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত গ্রন্থের (৩য় সংস্করণ) আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার-পদ্যটি অন্তরকম। “চিস্তিয়া চৈতন্যচান্দ্রের চরণ কমল। বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল।” পাদটীকায় সম্পাদক প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—“প্রতি অধ্যায়ের শেষে ‘চিস্তিয়া’ হইতে ‘মঙ্গল’ পর্য্যন্ত দুই চরণের পরিবর্তে কোন কোন পুস্তকে একুণ পাঠও পরিলক্ষিত হয়। যথা,—“শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।” ইহা হইতে বুঝা যায়, অন্ত্য অধ্যায়ের শেষেও প্রভুপাদ “বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল।”—এই ভণিতা পাইয়াছেন। তিনি নিজে কিন্তু আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায় ব্যতীত অন্ত্য অধ্যায়ে এই ভণিতা প্রকাশ করেন নাই।

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে প্রথম হইতেই যদি “বৃন্দাবন দাস কহে চৈতন্য মঙ্গল।”—এই ভণিতাটি অন্ততঃ গ্রন্থের সর্বপ্রথম অধ্যায়েও থাকিয়া থাকে এবং কোনও অধ্যায়ের ভণিতাতেই গ্রন্থকার যখন “চৈতন্যভাগবত” বা “ভাগবত” বলিয়া তাঁহার গ্রন্থের নাম ব্যক্ত করেন নাই, তখন কাহারও কাহারও পক্ষে তাঁহার গ্রন্থকে “চৈতন্যমঙ্গল” বলা অস্বাভাবিক নয়। বৃন্দাবনে এই গ্রন্থের যে প্রতিলিপি গিয়াছিল, তাহাতে “বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল” ভণিতা ছিল বলিয়াই মনে হয়, তাই কবিরাজগোস্বামী সর্বত্র “চৈতন্যমঙ্গল” লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতব্যতীত অপর কোনও চরিতকারের গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে “চৈতন্যমঙ্গল” বলা হইয়াছে বলিয়াও জানি না।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত পদগুলি দেখিলে মনে হয়, তিনি সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। আজকাল কেহ কেহ “বৃন্দাবনদাস” ভণিতায় দু’একটা এমন পদ কীর্তন বা প্রচার করিয়া থাকেন, যাহা প্রামাণ্য কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থেও নাই এবং বৃন্দাবনদাসের বা বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিচরণদের স্বপরিচিত অভিমত বা সিদ্ধান্তের সহিতও যাহার কোনওরূপ সঙ্গতি নাই। এ-সকল পদ বৃন্দাবনদাস-নামক অপর কেহই হয়তো লিখিয়া থাকিবেন, কিংবা অপর কেহ লিখিয়া তাহাতে প্রামাণ্যত্বের ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনদাস-ভণিতা সংযোগ করিয়া থাকিবেন। কেবল বৃন্দাবনদাস কেন, অপরাপর শ্রদ্ধা পদকর্তাদের নামের ভণিতা সংযুক্ত করিয়াও কোনও কোনও মূঢ়ন মত প্রচারেচ্ছা লোক পদরচনা করিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস ছিলেন সখ্যভাবে উপাসক; তিনি ব্রজের কুহুমাণীড় সখ্য ভাবে আর্কিষ্ট ছিলেন। একদমই গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা বলেন—বৃন্দাবনদাস বেদব্যাস হইলেও কুহুমাণীড় সখ্য কার্য্যতঃ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

বেকটভট্টের পুত্রই শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী ।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী। ভক্তিকল্পতরুর নবমলের এক মূল। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভু নীলাচলে কিরীয়া আসিলে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নীলাচলে উপনীত হইলেন। প্রভুর দর্শনার্থী হইয়া তিনি প্রভুর বাসার দিকে চলিলেন; মুকুন্দ দত্তের সহিত দেখা হইল; মুকুন্দের নিকটে প্রভুর দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন; মুকুন্দদত্ত গিয়া প্রভুর নিকটে বলিলেন—“ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে। আজ্ঞা দেহ যদি, তাঁরে আনিয়ে এখানে।” প্রভু বলিলেন—“গুরু তেঁহো, বাব তাঁর ঠাকুর।” মনে হয়, প্রভু পূর্ব হইতেই ভারতীকে চিনিতেন। প্রভু ভারতীকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন; তাই তাঁহার মর্যাদারক্ষার্থ তাঁহাকে নিজের নিকটে আসিতে না বলিয়া প্রভু নিজেই সকল ভক্তকে সঙ্গে লইয়া ভারতীর নিকটে গেলেন। দেখিলেন ভারতী যুগচর্য্যায় পরিধান করিয়াছেন। প্রভুর মনে দুঃখ হইল। দেখিয়াও যেন দেখেন নাই, একপু ভাব দেখাইয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুকুন্দ! কোথায় ভারতীগোসাঞি?” মুকুন্দ বলিলেন—“ভারতীগোসাঞি তো প্রভু তোমার সাক্ষাতেই বিত্তমান।” প্রভু বলিলেন—“মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান; এককে অপর মনে করিতেছ। ভারতীগোসাঞি চায় পরিবেশ কেন?” শুনিয়া ভারতী মনে বিচায় কল্পিলেন—“আমার চর্য্যায় ইনি পঙ্কজ করিতেছেন না। ঠিক কথাই। আমি কেবল দত্তবংশই চর্য্যায় পরিধান করিতেছি;

ইহাতে তো সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার পাইতে পরিব না। আর আমি চর্চাষয় পরিব না।” প্রভু তাঁহার মনের ভাব জানিতে পাশিয়া হুতার বহির্কাস আনাইলেন; ভারতী চর্চাভ্যাগ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। তখন প্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ভারতী তাহাতে সন্মোচ অস্থব করিয়া বলিলেন—“লোক-শিক্ষার নিমিত্তই তোমার আচরণ; লোকশিক্ষার নিমিত্তই তুমি আমার চরণ বন্দনা করিয়াছ; আর ইহা করিবে না; আমার ভয় হয়। নীলাচলে এখন দুই ব্রহ্ম—জগন্নাথ অচল শ্রাম-ব্রহ্ম; আর তুমি সচল গৌর-ব্রহ্ম।” প্রভু বলিলেন—“তোমার আগমনে সত্যই এখন নীলাচলে দুই ব্রহ্ম। জগন্নাথ—শ্রাম-ব্রহ্ম; আর ব্রহ্মানন্দ-নামক তুমি গৌরবর্ণ ব্রহ্ম।” সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য সে-স্থানে ছিলেন। ভারতীগোসাঞি তাঁহাকে বলিলেন—“সার্কভৌম, মধ্যস্থ হইয়া। ইহার সহ আমার শ্রায় বুঝ মন দিয়া ॥ ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি। জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ চর্চা যুচাইয়া কৈল আমার শোধন। দোহার ব্যাপ্য-ব্যাপককে এই ত কারণ ॥” সার্কভৌম বলিলেন—“ভারতী দেখি তোমার জয়।” তখন প্রভু বলিলেন—“যেই কহ সেই সত্য হয় ॥ গুরু শিষ্য হ্রায়ে সত্য শিষ্য পরাজয় ॥” এইরূপে প্রেমকোন্দলের পরে ভারতীকে লইয়া প্রভু নিজ বাসায় আসিলেন। তদবধি ভারতীগোসাঞি প্রভুর নিকটেই নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ ভারতীগোসামীকে গুরু এবং নিজেকে তাঁহার শিষ্যও বলিয়াছেন। পরেও সর্বদাই প্রভু তাঁহার প্রতি গুরুবৎ আচরণ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, পরমানন্দপুরীর শ্রায় ব্রহ্মানন্দভারতীও প্রভুর গুরুপর্যায়ভুক্ত ছিলেন। প্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীপাদের, অথবা সন্ন্যাসের গুরু কেশবভারতীপাদের সতীর্থ (গুরুভাই) হইলেই ভারতী গোসাঞি মহাপ্রভুর গুরু পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। বস্তুতঃ তিনি কাহার সতীর্থ ছিলেন, তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহা নির্ণয় করা যায়। প্রথম সাক্ষাৎকার-কালে তিনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—“আজ্ঞা করিল আমি নিরাকার ধ্যান। তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিত্তমান। কৃষ্ণনাম মুখে স্মরে মনে নেয়ে কৃষ্ণ। তোমাকে তরুণ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ বিষমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার। ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার ॥ ২।১০।১৬২-৭১ ॥” ইহার পরে তিনি বিষমঙ্গলের উক্তিও আবৃত্তি করিলেন—“অদ্বৈতবীধী-পথিকৈরুপাশ্রাঃ স্বানন্দসিংহাসনলক্ষদীক্ষাঃ। শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥” ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, ত্রীপাদ ব্রহ্মানন্দভারতী ছিলেন শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত, কেশবভারতীও শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মানন্দভারতী যে কেশবভারতীরই সতীর্থ ছিলেন, তাহাই জানা গেল। ঈশ্বরপুরীপাদ, কিম্বা তাঁহার দীক্ষাগুরু মাধবেন্দ্রপুরীপাদ পূর্বে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের “পুরী” উপাধিই তাহার প্রমাণ; কিন্তু পরে তাঁহারা ত্রীশ্রীধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন, যদিও তাঁহাদের পূর্বে নাম তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা শঙ্করাভুগত অদ্বৈতবাদীদের শ্রায় নিরাকারের ধ্যান করিতেন না; সুতরাং “আজ্ঞা নিরাকার ধ্যানপরায়ণ” ব্রহ্মানন্দ-ভারতী যে ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। তিনি কেশবভারতীরই গুরুভাই ছিলেন। ত্রীময়মহাপ্রভুর রূপায় পরে তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ভাব পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপন্থাবলম্বী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দপুরীও একজন ছিলেন, তিনি ব্রহ্মানন্দভারতী হইতে পৃথক ব্যক্তি (১৯১১ পয়ার প্রষ্টব্য)।

ভগবান্ আচার্য্য। ত্রীশ্রীগৌরের কলা বলিয়া খ্যাত। হালিসহরে আবির্ভাব। পিতা শতানন্দ খান। শতানন্দখান ছিলেন “বড় বিষয়ী”, কিন্তু ভগবান্ আচার্য্য ছিলেন বিষয়-বিমুখ, বৈরাগ্য-প্রধান; ইনি নীলাচলে গিয়া বাস করেন এবং একান্তভাবে প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। স্বরূপদামোদরের সঙ্গে ইহার সখ্যাবাধ ছিল। ইনি ছিলেন পরম-ভক্ত, পরম-পণ্ডিত, অত্যন্ত উদার-চরিত্র, সরল; “সখ্যাবাধাশ্রম-চিন্ত গোপ-অবতার।” ইহার ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্য কালীতে বেদান্তের মায়াবাদ-ভাঙ্গা অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে ইহার নিকটে আসিলে ইনি তাঁহাকে প্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন। গোপালের মুখে বেদান্ত গুনিবার জন্ত স্বরূপদামোদরকে অনুরোধ করিলে মায়াবাদ-ভাঙ্গা গুনিবার জন্ত ভগবান্ আচার্য্যের ইচ্ছা হইয়াছে দেখিয়া, মনোবশে স্বরূপ-দামোদর ইহাকে যত্ন তিরস্কার করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি নিরস্ত হইলেন। আশ একবার

ভগবান্ আচার্য্যের পূর্বপরিচিত এক বঙ্গদেশীয় কবি মহাপ্রভুলস্বর্গে এক নাটক লিখিয়া নীলাচলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নাটক তলাইলেন। এই নাটক শুনিবার জন্য ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপদামোদরকে পুনঃ পুনঃ অহরহ কহিলে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বরূপ সম্মত হইলেন। নাটকের নান্দীশ্লোকের অর্থ কবি বাহা করিয়াছেন, তাহা যে নানাবিধ দোষপরিপূর্ণ, স্বরূপ তাহা দেখাইয়া দিলেন। কবি লজ্জিত হইলেন, ভগবান্ আচার্য্যাদি নিম্নিত হইলেন। ভগবান্ আচার্য্য প্রভুর প্রতি অভ্যস্ত প্রীতি পোষণ করিতেন; মধ্যে মধ্যে প্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে রাগা করিয়া ভিক্ষা দিতেন। এইরূপ এক নিমন্ত্রণের দিনেই তিনি ভাল চাউজ আনিবার জন্য ছোট হরিদাসকে মাধবীদাসীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহা জানিতে পারিয়া প্রভু ছোট-হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। ইনি খল্ল ছিলেন। যে-দিন প্রভু চটকপর্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন-ভ্রমে প্রেমাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং প্রভুর সঙ্গী গোবিন্দের চীৎকার শুনিয়া স্বরূপদামোদরাদি প্রভুর নিকটে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন ইনিও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সকলের পরে গিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভবানন্দরায়। নীলাচলবাসী। রায়রামানন্দের পিতা। ইহার পাঁচ পুত্র—রামানন্দরায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্থানিধি এবং বাগীনাথ পট্টনায়ক। প্রভু ভবানন্দ রায়কে বলিতেন—“তুমি পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী এবং তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব।” ইনি প্রভুতে সম্যকরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, প্রভুর সেবার নিমিত্ত স্বীয়পুত্র বাগীনাথকে প্রভুর নিকটেই রাখিয়াছিলেন। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রদ্ধা ও গৌরবের পাত্র ছিলেন।

ভাগবতাচার্য্য। নাম শ্রীরঘুনাথ, উপাধি ভাগবতাচার্য্য। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগরে ত্রীপাট। প্রভু যেবার নীলাচল হইতে গোঁড়ে আসিয়াছিলেন, সেবার নীলাচলে কিরিয়া যাওয়ার সময়ে বরাহনগরে ইহার গৃহে আসিয়াছিলেন। ইনি প্রভুকে দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন; শুনিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া হৃদয়, গর্জন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন; বাহুস্বতীহারা হইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে নৃত্যাদির পরে প্রভু একটু স্থস্থির হইলে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥ এতেকে তোমার নাম ‘ভাগবতাচার্য্য’। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য ॥” তদবধি ইনি ভাগবতাচার্য্য নামে বিখ্যাত। বাক্সালা পয়রাদি ছন্দে ইনি “শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিনী” নামে একখানা শ্রীমদ্ভাগবতের মর্য্যাদ্বাদ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন স্বেতমঞ্জরী।

মকরধ্বজকল্প। পূর্বলীলায় চন্দ্রমুখ নট। পানিহাটিতে কায়স্থ-কুলে আবিস্কৃত। অধ্যাক্ষ হইয়া ইনি রাঘবের ঝালি নীলাচলে লইয়া যাইতেন। ইনি পানিহাটির রাঘবপণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। প্রভু ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন (পানিহাটিতে)—“সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ। রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার। সে কেবল স্থনিশ্চিত জানিহ আমার ॥”

মহেশ পণ্ডিত। ব্রজের মহাবাহু সখা। দ্বাদশগোপালের একতম। মসিপুরে ব্রাহ্মণবংশে আবিস্কার। মসিপুৰ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে বেলেডাক্রান্তে ত্রীপাট স্থানান্তরিত হয়; তাহাও গঙ্গাগর্ভে লীন হইলে পালপাড়ায় তাহা স্থানান্তরিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ইনি চাকদহের নিকটবর্তী যশড়া-ত্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর। বন্দ্যাসাচীর ভট্টনারায়ণের সন্তান।

মহেশ পণ্ডিত নবদ্বীপে এবং নীলাচলে—উভয় স্থানেই প্রভুর সেবা করিয়াছেন।

মাধুর ব্রাহ্মণ। মথুরাবাসী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। সনোড়িয়ার গৃহে সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করেন না। কিন্তু ইহার ভক্তি দেখিয়া ত্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামী ইহাকে শিষ্য করিয়া ইহার হাতেও ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি

ছিলেন মহা কৃষ্ণপ্রেমী। মথুরাতে প্রভুর সহিত ইহার মিলন হয়; উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। মথুরা ব্রাহ্মণ প্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলন্তপ্রভাচার্য্য দ্বারা করিলেন; কিন্তু প্রভু এই ব্রাহ্মণের হাতেই নীতিকা করিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ আপত্তি করিলে প্রভু মাধবেশ্বরপুত্রীমহাদেবীর আচরণের দোহাই দিলেন। মহাজনো যেন গন্তঃ স পথাঃ। তদবধি এই ব্রাহ্মণ প্রভুর মথুরাবাসকালীন সঙ্গী। প্রভুকে সঙ্গে করিয়া ব্রজবণ্ডলের তীর্থাদি দর্শন করাইয়াছিলেন। পরে প্রভু যখন প্রয়াগের দিকে যাত্রা করিলেন, তখনও ইনি সঙ্গে ছিলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু ইহাকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন।

মাধববোষ। ব্রজের “রসোল্লাসা”, বিশাখাকৃত গীত গান করিতেন। উত্তর-রাষ্ট্রীয় কায়স্থবংশে আবির্ভূত। ইহার তিন সহোদর—গোবিন্দ বোষ, মাধব বোষ ও বাহুদেব বোষ। ইহার তিনজনই মধুর কীর্তন করিতে পারিতেন। যথাক্রমিকালের সাত সম্প্রদায়ের কীর্তনে ইহার মূল গায়ন থাকিতেন। ইহাদের কীর্তনে নিতাই-গৌর অত্যন্ত শ্রীতিলাভ করিতেন। মাধববোষের কীর্তনে শ্রীনিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। প্রভুর আদেশে নাম-প্রেম-প্রচারকার্য্যে বাহারা শ্রীনিত্যানন্দসঙ্গে সঙ্গী ছিলেন, মাধববোষও ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন।

মাধবীদেবী। নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী। ইনি ছিলেন বৃদ্ধা, তপস্বিনী। প্রভু ইহাকে শ্রীমাদিকার গণের মধ্যে গণনা করিতেন। ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর সেবার জন্য ইহার নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু লোকশিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন—কলাকেনী।

মাধবেশ্বরপুত্রী (মাধবপুত্রী)। মহাবিরক্ত সন্ন্যাসী। মহাপ্রেম-নিকেতন। শ্রীপাদ পরমানন্দপুত্রী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুত্রী, শ্রীপাদ রঙ্গপুত্রী প্রভৃতি বহু বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং শ্রীপাদ অষ্টমত আচার্য্যও ইহার শিষ্য। লৌকিক-লীলায় ইনি হইলেন মহাপ্রভুর পরমগুরু। অযাচক। অযাচিতভাবে দুগ্ধাদি পাইলে আহার করিতেন। নতুবা উপবাসীই থাকিতেন। নির্দিষ্ট কোনও বাসস্থান ছিল না, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেন। একবার ব্রজবণ্ডলে আসিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া নাম কীর্তন করিতেছিলেন, তখনও আহার হয় নাই। এক গোপবালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে এক ভাণ্ড দুধ দিয়া বলিলেন—“আমি পরে আসিয়া ভাণ্ড নিব, এখন যাই, এই গ্রামেই আমি থাকি, অযাচকদের আহার যোগাই।” পুরীগোস্থানী দুগ্ধ পান করিয়া বালকের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক আসিলেন না। শেষ বাজিতে যখন একটু তন্দ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া মাধবেশ্বরের হাত ধরিয়া এক কুঞ্জে নিয়া গিয়া বলিলেন—“আমি গোবর্দ্ধনের অধিপতি গোপাল। স্নেহের ভয়ে আমার সেবক আমাকে এই কুঞ্জে রাখিয়া গিয়াছে, আর কিরিয়া আসে নাই। তদবধি আমি এই কুঞ্জে রোদ্র-বৃষ্টি-নীতে, দাক্ষনলে কষ্ট পাইতেছি। তোমার অপেক্ষায় আছি। তুমি আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া সেবা প্রতিষ্ঠা কর।” পরদিন ব্রজবাসীদের সহায়তায় মাধবেশ্বর গোপালকে বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনের উপরে সেবা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুকাল সেবার পরে গোপাল আবার স্বপ্নে পুরীগোস্থানীকে বলিলেন—“তুমি আমার অঙ্গের তাপ দূরীকরণের জন্য অনেক সেবা করিয়াছ, কিন্তু আমার অঙ্গের তাপ এখনও সম্যক্রূপে দূর হয় নাই। তুমি নিজে যাইয়া মলযজ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর। তাহা হইলেই তাপ যাইবে।” পরমানন্দে মাধবেশ্বর চন্দন আনিতে চলিলেন, শান্তিপুরে অষ্টমতচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলেন, তাঁহাকে লীলা দিয়া বেয়ুগাতে আসিলেন। বেয়ুগাতে শ্রীগোপীনাথের কি কি ভোগ লাগে জানিয়া লইলেন। শুনিলেন “অমৃতকেলি”—নামক এক অপূর্ব কীর গোপীনাথকে দ্বাদশ পাত্রে ভোগ দেওয়া হয়। পুরীগোস্থানী মনে ভাবিলেন—“যদি অযাচিতভাবে একটু কীর পাই, তাহা আশ্বাসন করিয়া যদি দেখি যে অতি উত্তম, তাহা হইলে তাহার প্রস্তুত-প্রণালী জানিয়া লইয়া সেইরূপ কীর প্রস্তুত করিয়া গোবর্দ্ধনে গোপালের ভোগ দিতে পারি।” এই কথা মনে হওয়া মাত্রেই তিনি আবার ভাবিলেন—“হুঁ, হি, আমি না অযাচক হুঁতি গ্রহণ করিয়াছি? আমার মনে কীর পাওয়ায়

লালসা কেন ?” নিজেকে বিচার দিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী হাটের এক শুল্ক ঘরে বসিয়া তিনি নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে সেবক গোপীনাথের শয়ন দিয়া ধরে গিয়াছেন। গোপীনাথ সেবককে স্বপ্নে বলিলেন—“উঠ, আমি আমার ভক্ত মাধবেজের জন্য এক ভাণ্ড কীর আমার ধড়ায় আঁচলে লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমার মায়ায় তোমরা জানিতে পার নাই। কীরভাণ্ড নিয়া মাধবকে দাও।” তৎক্ষণাৎ সেবক আগিয়া আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া গোপীনাথের ধড়ায় আঁচলে কীর পাইলেন। কিন্তু মাধবেজ কোথায়, তাহাতে জানেন না। তাই চিংকায় দিতে দিতে চলিয়াছেন—“কে কোথায় মাধবেজ আছ ? তোমার ভক্ত গোপীনাথ কীর চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। আসিয়া তাহা গ্রহণ কর।” শুনিয়া প্রেমাত্মবিগলিত নেত্রে পুরীগোষ্ঠারী বাহির হইয়া আসিলেন, সেবক তাঁহাকে কীর দিয়া তাঁহার অশ্রু-কম্পাদি দেখিয়া ভাবিলেন—“গোপীনাথ যে এতাদৃশ প্রেমিক ভক্তের জন্য কীর চুরি করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি ?” সেবক তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। অশ্রু-কম্প-পুলকান্বিত দেহে পুরী কীরপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন, ভাণ্ডটা টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দিলেন, পরে প্রতিদিন এক এক টুকরা খাইতেন, আর প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কীর গ্রহণ করিয়া তিনি ভাবিলেন—“রাত্রি প্রভাতে হইলেই তো এই স্থানে লোক আমার স্মৃতি কীর্তন করিবে।” তাই প্রতিষ্ঠার ভয়ে তিনি শেষ রাত্রিতে বেমুণা ত্যাগ করিলেন। তদবধি গোপীনাথের নাম হইল—কীরচোরা গোপীনাথ।

মাধবেজ নীলাচলে আসিয়া গোপালের আদেশের কথা জানাইয়া জগন্নাথের সেবকদের সহায়তায় রাজপুরুষ-দিগের আন্তর্য্যুলো একমণ চন্দন ও বিশ তোলা কপূর সংগ্রহ করিয়া চন্দন বহনের জন্য দুই জন লোক সঙ্গে করিয়া আবার বেমুণায় আসিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নে গোপালদেব আবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—“তোমার প্রেম পরীক্ষার্থ তোমাকে চন্দন আনিতে বলিয়াছিলাম। তোমার প্রেম দর্শনে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। সেখানে গোপীনাথের সঙ্গে চন্দন লেপন কর, তাহাতেই আমার তাপ দূর হইবে। গোপীনাথ ও আমি একই।” সেবকদের সহায়তায় তিনি সমস্ত চন্দন ঘষাইয়া গোপীনাথের সঙ্গে দিলেন। চন্দন শেষ হইলে পুনরায় নীলাচলে গেলেন।

শ্রীমদ্বিত্যানন্দ যখন তীর্থভ্রমণ করেন, তখন পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীপাদ মাধবেজের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। উভয়ে উভয়ের দর্শনে প্রেম-পরিপ্লুত হইয়াছিলেন।

ইহার সিদ্ধি-প্রাপ্তিকালে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ইহার প্রাণঢালা সেবা করিয়াছিলেন, তিনিও তুষ্ট হইয়া শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। সিদ্ধিপ্রাপ্তি-সময়ে “কৃষ্ণ পাইলাম না, মথুরা পাইলাম না” বলিয়া খেদ করিতে করিতে ইনি অপ্রকট হইয়াছেন। ইনি ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। ষাধার সহিতই ইহার সম্বন্ধ হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

মাধাই। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। “জগাই মাধাই” দ্বৈতব্যা।

মালিনী। শ্রীবাসপতিতের গৃহিণী, শ্রীনিত্যানন্দ ইহাকে মা ডাকিতেন এবং বাল্যভাবের আবেশে ইহার কোলে বসিয়া স্তম্ভ পান করিতেন, ছোট শিশুকে মা যেমন খাওয়াইয়া দেন, মালিনীও বাল্যভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে সেই ভাবে অন্নাদি খাওয়াইতেন। একদিন ঠাকুরসেবার একটা ঘৃত রাখার বাটা একটা কাকে লইয়া যাওয়ার মালিনী দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতেছিলেন, নিত্যানন্দ দেখিয়া কান্নার কাষণ জিজ্ঞাসা করিলে মালিনী ঘটনায় কথা বলিলেন। তখন নিত্যানন্দ কাককে ডাকিলেন, কাক আসিলে নিত্যানন্দ বলিলেন—বাটা কিয়াইয়া লইয়া আইস। কাক উড়িয়া চলিল, মালিনী চাহিয়া রহিলেন, কতক্ষণ পরে কাক বাটাটা আনিয়া যথাস্থানে রাখিল। নিত্যানন্দ প্রভাব-দর্শনে মালিনী মুগ্ধিতা হইয়া পড়িলেন, পরে মুগ্ধাভঙ্গে নিত্যানন্দের স্তব করিলেন। স্তব শুনিয়া নিত্যানন্দ হাসিয়া বাল্যভাবে বলিলেন—“মুগ্ধ করিবে ভোজন।” তখন মালিনীর চিত্তেও বাৎসল্যের উদয় হইল, তাঁহার স্তব করণ হইতে লাগিল; তিনি নিত্যানন্দকে স্তম্ভ পান করাইলেন।

ইনি স্বামী শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন এবং ঘরে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন।

মীনকেতন রামদাস। শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য। ব্রজরাখালভাবে আবিষ্ট থাকিতেন; হাতে ব্রজরাখালদের মত বাঁশীও থাকিত। কবিরাজ গোস্বামীর স্বামতপূর্বের বাড়ীতে অহোরাত্র সঙ্গীতনে নিমগ্ন হইয়া ইনিও গিয়াছিলেন। সমবেত বৈষ্ণবগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিবার সময় প্রেমাবেশে তিনি “কারো উপরিতে চড়ে। প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহারে চাপড়ে ॥” নয়নে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা, অঙ্গে পুলক; মুখে “নিত্যানন্দ” বলিয়া হুকার। গুণার্ণবমিশ্র নামক এক সরলচিত্ত বিপ্র শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ-সেবায় ব্যস্ত ছিলেন; তিনি অল্পনে আসিয়া মীনকেতনের সম্ভাষা না করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন—“এই ত দ্বিতীয় নৃত শ্রীমোহর্ষণ। বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যাগমন ॥” কিন্তু সেই বিপ্র কৃষ্ণসেবার কাজ করিতেছিলেন বলিয়া মীনকেতন তাঁহার প্রতি কষ্ট হইলেন না; তিনি নৃত্য-কীর্তনই করিতে লাগিলেন।

কবিরাজগোস্বামীর এক ভ্রাতা ছিলেন; তিনি মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া মানিতেন; কিন্তু নিত্যানন্দে তাঁহার ততটা বিশ্বাস ছিল না। ইহা লইয়া মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহার কিছু বাধাহুবাধ হইল; মীনকেতন রামদাস জুড় হইয়া তাঁহার বাঁশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন।

মুকুন্দ দত্ত। ব্রজের মধুকণ্ঠ-নামক গায়ক। চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৈষ্ণবুলে আবির্ভূত। ইনি বামুদেব দত্তের ছোট ভাই। চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে, পরে কাঁচরাপাড়ায় বাস করেন। প্রভুর সমাধ্যায়ী। প্রভু এবং মুকুন্দের মধ্যে ব্যাকরণের ফাঁকির লড়াই প্রায় লাগিয়াই থাকিত; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গাঢ়প্রীতির ফলেই এইরূপ হইত। মুকুন্দ খুব সুগায়কও ছিলেন; তাঁহার কীর্তনে প্রভুও খুব আনন্দ পাইতেন। কিন্তু প্রভুর মহা প্রকাশের সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। প্রভু সকলকেই ডাকিয়া কৃপা করিতেছেন; কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না; ভয়ে মুকুন্দও প্রভুর নিকটে যাইতে সাহস করেন না; কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর নিকটে যাইয়া মুকুন্দের দুঃখের কথা জানাইয়া বলিলেন—“মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত ॥ মুকুন্দ তোমার প্রিয়, মোসভার প্রাণ। কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান ॥ যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর। আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর ॥” শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“না, না, শ্রীবাস, মুকুন্দের কথা আমার নিকটে বলিবে না। ‘ও বেটা যখন যেথা যায়। সেই মত কথা কহি তথাই মিশায় ॥’ যখন যেখানে যায় তখন সেখানের মত কথা বলে। ‘ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ ॥’ মুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া সব’ শুনিলেন; শ্রীবাসকে বলিলেন—“প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, কখনও কি তাঁর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে?” বলিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—“আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয় ॥” শুনিয়া, যে-সময়েই হউক না কেন, প্রভুর চরণ-প্রাপ্তি নিশ্চিত জানিয়া মুকুন্দ “পাইব, পাইব” বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—“মুকুন্দে আনহ সন্দর।’ আরও বলিলেন—“মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ। আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥” মুকুন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁকে আশ্বাস দিলেন; মুকুন্দ কাঁদিতে লাগিলেন এবং গত চরিত্রের জন্য অহুতাপ করিতে লাগিলেন।

শিশুকাল হইতেই মুকুন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী। প্রভুর সন্ধ্যাসের সময়ও কাটোয়াতে ইনি উপস্থিত ছিলেন; কাটোয়া হইতে প্রভুর সঙ্গে ইনিও শান্তিপুরে গিয়াছিলেন এবং শান্তিপুর হইতেও প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পূর্বে প্রভুসদৃশ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মনোভাব জানিয়া মুকুন্দ অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিলেন। ইনি নীলাচলে প্রভুর কীর্তনাদি সমস্ত লীলাতেই সঙ্গী ছিলেন।

মুকুন্দ দাস। ব্রজের বন্দাদেবী। শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবুলে আবির্ভূত। পিতা নারায়ণদাস। ইনি নরহরি সরকার ঠাকুরের বড় ভাই। ইহার পুত্র রঘুনন্দন। মুকুন্দ ছিলেন মহাপ্রেমিক। ব্যবহারে তিনি রাজবৈভব ছিলেন।

একদিন স্নেহ রাজার উচ্চ টুঙ্গিতে বসিয়া চিকিৎসার কথা বলিতেছেন, এমন সময় রাজার সেবক এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী আনিয়া রাজার মাথার উপরে ধরিল। ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হইয়া উচ্চ টুঙ্গী হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। একেবারে চেতনাহীন; রাজা ভাবিলেন, মুকুন্দ আর জীবিত নাই। রাজা নিজে নামিয়া আসিয়া মুকুন্দের চেতনা লক্ষ্যমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুকুন্দ, কোন্ স্থানে তুমি ব্যথা পাইয়াছ?” “মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা পাই পাই।” রাজা বলিলেন—কেন তুমি পড়িয়া গেলে? “মুকুন্দ কহে—মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী।” রাজা মহা বিজ্ঞ; তিনি বুঝিতে পারিলেন—মুকুন্দ একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ।

রথযাত্রা উপলক্ষে মুকুন্দও নীলাচলে যাইতেন। একদিন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুকুন্দ, রঘুনন্দন তোমার পুত্র; না কি তুমি রঘুনন্দনের পুত্র?” মুকুন্দ বলিলেন—“রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি; অতএব রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তার পুত্র।” শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—“যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সেই শুক হয়।”

মুরারিগুপ্ত। পূর্বের হুম্মান। শ্রীহটে বৈষ্ণবংশে, প্রভুরও পূর্বে, আবির্ভূত; পরে নববীপবাসী হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। ইনি প্রভুর সমস্ত নববীপলীলার সঙ্গী ও প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁহার “শ্রীচৈতন্যচরিত”-নামক কড়চায় মুরারিগুপ্ত প্রভুর নববীপ-লীলা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ইনিই প্রভুর আদি চরিত-লেখক।

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনিয়া প্রভু বরাহভাবে আবিষ্ট হইয়া গজ্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তের গৃহে যাইয়া “শুকর—শুকর” বলিতে লাগিলেন। মুরারি সব দিকে চাহিয়াও শুকর দেখিলেন না। প্রভু মুরারির বিষয়গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে এক জলপাত্র। তৎক্ষণাৎ তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্তে জলের গাড়ু তুলিয়া লইয়া গজ্জন করিতে লাগিলেন; চারিটা খুরও প্রকাশিত হইয়াছিল। মুরারিকে বলিলেন—আমার স্তব কর। মুরারির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহার নিকটে নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

মহাপ্রকাশের সময় প্রভু মুরারিকে বলিলেন—“মুরারি আমার রূপ দেখ।” মুরারি তৎক্ষণাৎ দেখিলেন—বীরাসনে নবহরুদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া আছেন; তাঁহার বামে সীতাদেবী, দক্ষিণে লক্ষ্মণ, বানরেন্দ্রগণ চতুর্দিকে স্তব করিতেছেন। দেখিয়া মুরারি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু ডাকিয়া বলিলেন—“আরেকের বানরা। পাশরিলি, তোরে পোড়াইল সীতাচোরা।” তারপর লঙ্কাবিজয়ে হুম্মানের চরিত্র প্রকাশ করিলেন। চেতনা পাইয়া মুরারি কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—বর চাও। মুরারি বলিলেন—“জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণে রতি থাকে; যেখানে যেখানেই সপার্বদে তোমার অবতার হইবে, সেখানে সেখানেই যেন তোমার দাস হইয়া থাকি—এই বর চাই প্রভু।” প্রভু বলিলেন—তথাস্তু।

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভূজ রূপ ধারণ করিয়া “গরুড় গরুড়” বলিয়া ডাকিলে গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট মুরারিগুপ্ত প্রভুকে স্বন্ধে লইয়া অঙ্গনে বিচরণ করিয়াছিলেন।

একদিন মুরারিগুপ্ত রাজিতে আহার করিতে বসিয়া অন্ন লইয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া মাটিতে ফেলিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রভু আসিয়া বলিলেন—“মুরারি, আমার অজীর্ণ রোগ হইয়াছে; ঔষধ দাও।” মুরারি বলিলেন—“অজীর্ণতার হেতু কি? কি খাইয়াছ প্রভু।” প্রভু বলিলেন—“তুমি গত রাত্রে এত অন্ন খাওয়াইয়াছ যে, আমার অজীর্ণরোগ হইয়া গিয়াছে। তোমার জল পান করিলেই আমার রোগ সারিবে।”

এক সময়ে মুরারি ভাবিলেন—“ঈশ্বরের লীলার তথ্য তো নির্ণয় করা যায় না। কখন তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। প্রভুও কখন লীলাসম্বরণ করেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার অন্তর্জ্ঞানের দ্বন্দ্ব সঙ্করিতে পারিব না। আমি তাঁহার পূর্বেই প্রাণ ত্যাগ করিব।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মুরারি একথানা ধারালো কাতি তৈয়ার করাইয়া ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন; ইহার সাহায্যে রাজিতে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। অন্তর্ধ্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মুরারির গৃহে ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণকথা আলাপ করিতে লাগিলেন; পরে মুরারির

সকল যে তিনি জ্ঞানিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিয়া লুকায়িত ক্রটি বাহির করিয়া আনিয়া প্রাণত্যাগ করিতে মূরারিকে নিবেদন করিলেন।

মূরারির ইষ্টনিষ্ঠা জগতে প্রচার করার জন্ত প্রভু এক সময়ে এক ভক্তী করিয়াছিলেন। প্রভু পুনঃ পুনঃ মূরারিকে বলিলেন—“মূরারি, কৃষ্ণ ভজন কর। কৃষ্ণ বসিক-শেখর, পদ্ম-মধুর।” প্রভু দিনের পর দিন এইরূপ বলিতে প্রভুর প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ মূরারি শেষে একদিন বলিলেন—“প্রভু, তোমার বাক্য কত লজ্জন করিব, কালি আমাকে দীক্ষা দিও।” সমস্ত রাত্রি মূরারি কাঁদিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন—“প্রভু, পারিব না। সমস্ত রাত্রি চেষ্টা করিয়া দেখিলাম। রঘুনাথের চরণ হইতে মন ছাড়াইয়া আনিতে পারি না। তোমার বাক্যও লজ্জন করিতে পারি না। এখন আমার একমাত্র উপায় এই—তোমার আগে যেন আমার দেহত্যাগ হয়; তাহাই কর প্রভু।” প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“সাধু, সাধু গুণ্ড। তুমি সাক্ষাৎ হুয়মান; তুমি কেন রঘুনাথের চরণ ত্যাগ করিবে। তোমার ভক্তিনিষ্ঠা দেখিবার জগৎই আমি তোমাকে শ্রীকৃষ্ণভক্তনের লোভ দেখাইয়াছিলাম।”

প্রভুর দর্শনের জন্ত মূরারিগুণ্ড নীলাচলে যাইতেন। একবার দৈন্তভাবে তিনি প্রভুর বাসায় প্রবেশনা করিয়া রাস্তায় পড়িয়াছিলেন। প্রভু লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ভিতরে নেওয়াইলেন। ভিতরে গিয়া তিনি আর্তিভরে দৈন্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—“মূরারি, দৈন্ত ত্যাগ কর; তোমার দৈন্তে আমার বুক ফাটিয়া যায়।”

মূরারিচৈতন্যদাস। নিত্যানন্দ শাখা। প্রেমাবেশে ইনি প্রায় সর্বদাই বাহ্যস্থিতিহারা হইয়া থাকিতেন। বাঘ তাড়াইয়া বনের ভিতরে যাইতেন, কখনও বাঘের গালে চাপড় মারিতেন, কখনও বা বাঘের উপরে উঠিয়া বসিতেন, আবার কখনও বা নির্ভয়ে বাঘের সঙ্গে খেলা করিতেন। একবার এক অজগর সর্পকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে খেলা করিয়াছিলেন। যিনি সর্বভূতেই ভগবানকে দর্শন করেন, ভগবানের মধ্যে সকল ভূতকেও দর্শন করেন, বিশেষতঃ কৃষ্ণপ্রেম-প্রবাহে ঋষি-চিত্ত হইতে হিংসাঘেবদি সম্যকরূপে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, হিংস্রজন্তু হইতে তাঁহার আবার ভয় কোথায়? ইনি কখনও বা দুই তিন দিন জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন; তাহাতেও তাঁহার কোনও দুঃখ হইত না।

যদুনন্দন আচার্য্য। সপ্তগ্রামবাসী। শ্রীঅষ্টম আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাহ্যদেবদন্তের অঙ্গুগৃহীত। দাসগোস্বামীর দীক্ষাগুরু। ইনি নিজের অজ্ঞাতসারেই দাস-গোস্বামীর গৃহত্যাগের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহের সেবক-ব্রাহ্মণ সেবা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি দণ্ডচারি রাত্রি থাকিতে রঘুনাথ দাসের নিকটে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে সাধিয়া আনিবার জন্ত রঘুনাথকে বলিলেন; সেবার জন্ত আর কোনও ব্রাহ্মণ ছিল না। রঘুনাথের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের সম্প্রীতি ছিল। তখন রঘুনাথের প্রহরীগণ নিদ্রিত। আচার্য্য রঘুনাথকে লইয়া চলিলেন। আচার্য্যের গৃহের নিকটে আসিলে রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন—“আপনি গৃহে ফিরিয়া যাউন। আমি ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিব। আমাকে অহুমতি করুন।” রঘুনাথ যে কৌশলক্রমে নীলাচলে যাওয়ার অহুমতিই চাহিলেন; যদুনন্দন আচার্য্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি রঘুনাথকে অহুমতি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে রঘুনাথও নীলাচলের দিকে যাওয়ার জন্ত অগ্রসর হইলেন।

রঘুনন্দন। ঝারকাচতুর্ভূজের তৃতীয়বৃহৎ প্রহ্মা। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নরপদার্থরূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলার লহরিতা করিয়াছিলেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যের অভিন্নতত্ত্ব রঘুনন্দন। শ্রীথণ্ডে বৈষ্ণবুলে আবিস্কৃত। পিতা—মুকুন্দদাস; খল্লতাত—নরহরি সরকার ঠাকুর। ইহার কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্যে ইহার পিতা মুকুন্দদাস বলিয়াছিলেন—“রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি; স্ততরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁর পুত্র।” মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—“রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণসেবা বিনা ইহার অস্তিত্ব নাহি মন।” রঘুনন্দনের গৃহে একটি কবচ

বৃদ্ধ ছিল; অতঃপর মধ্যম বারমাসই সেই গাছে ফুল ফুটিত; রঘুনন্দন প্রত্যহ দুইটি কন্দকুল দিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচরণে কর্ণভূষণ রচনা করিতেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামী। ব্রজের রসমঞ্জরী; কেহ কেহ ইহাকে ব্রজের রতিমঞ্জরী, আবার কেহ কেহ বা ভাস্করমতীও বলিয়া থাকেন। এই তিন জনের ভাবই তাঁহাতে বিগ্ৰহমান। সপ্তগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা—গোবর্দ্ধন দাস; জ্যেষ্ঠা—হিরণ্যদাস। বাল্যকালে ইনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ ও রূপা লাভ করিয়াছিলেন; তাহার ফলেই বাল্য হইতেই ইনি সংসার-বিরক্ত; তাঁহাকে গৃহে আসক্ত করার উদ্দেশ্যে অল্প বয়সেই পিতা-মাতা একটা পরমাসুন্দরী কিশোরীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। প্রভুর চরণ সান্নিধ্যে অবস্থানের উদ্দেশ্যে ইনি বার বার পলাইতে আরম্ভ করেন, বার বারই ধরা পড়েন। পরে পিতা-জ্যেষ্ঠা তাঁহাকে গ্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু দুইবার শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন; দুইবারই রঘুনাথ পিতা-জ্যেষ্ঠার অহুমতি লইয়া শাস্তিপুরে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করেন। দ্বিতীয়বারে প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়া ছিলেন—“মৰ্কট বৈরাগ্য তাজ লোক দেখাইয়া। যথায়ক বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥” আরও বলিয়াছিলেন—“আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, তখন কোনও ছলে তুমি পলাইয়া আমার নিকটে যাইও। পরম-কল্প শ্রীকৃষ্ণ তখন তোমাকে সেই স্নযোগ দিবেন।” নিত্যানন্দপ্রভু যখন পানিহাটিতে আসেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। প্রভু রূপা করিয়া রঘুনাথের চিড়ামহোৎসব অঙ্গীকার করিলেন এবং বলিলেন—“শীঘ্রই তুমি নীলাচলে যাইতে সমর্থ হইবে। প্রভু তোমাকে স্বরূপদামোদরের হাতে অর্পণ করিবেন।” ইহার পরে তাঁহার গৃহ-ত্যাগের স্নযোগ হইল। নীলাচলে উপনীত হইলেন; প্রভু তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করিলেন। স্বরূপের সঙ্গে তিনি ষোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এবং পরে স্বরূপ দামোদরের তন্তুদ্বানের পরে শ্রীবৃন্দাবনে যান এবং কয়েক বৎসর পরে সেখানেই অন্তর্দ্বান প্রাপ্ত হন।

রঘুনাথের বৈরাগ্য এবং নিয়ম-নিষ্ঠা ছিল বিশ্বস্তের বস্তু।

রঘুনাথদাস স্তবমালা, মুক্তাচরিত প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর পূর্বেই তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া মনে হয় (৩৬।১৬৭-পর্য্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)।

মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথভট্টগোস্বামী। ব্রজের রাগমঞ্জরী। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পিতা—তপনমিশ্র, প্রভুর আদেশে যিনি কাশীতে বাস করিতেন। প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন। তখন রঘুনাথভট্টের পক্ষে প্রভুর সেবার সৌভাগ্য মিলিয়াছিল। তিনি প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে দুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন; নিজে রন্ধন করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। তিনি রন্ধনে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রথম বারে প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“পিতামাতার সেবা করিবে; বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িবে। বিবাহ করিবে না।” তিনি তখন কাশীতে ফিরিয়া আসেন; পিতামাতার অন্তর্দ্বানের পরে আবার তিনি নীলাচলে যান। তখন প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠান। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “রঘুনাথভট্ট গোস্বামী-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

রাঘব পণ্ডিত। ব্রজের ধনিষ্ঠা। পানিহাটিতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। রাঘব পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবার পরিপাটীর ভূমী প্রশংসা মহাপ্রভুও করিয়াছেন। যেমন শ্রীতি, তেমন শুচিতা ও শুদ্ধতা। রাঘবের বাড়ীতেও যথেষ্ট নারিকেল গাছ ছিল; তাহাতে নারিকেলও যথেষ্ট হইত। তথাপি যদি তিনি শুনিতেন—কোথাও ভাল নারিকেল পাওয়া যায়, তাহা হইলে যতই খরচ হউক না কেন, তাহা আনাইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় দিতেন। গরমের দিনে ভাল স্বচ্ছ ভাব নারিকেল আনাইয়া প্রথমে জলে বা কর্দমে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহা ঠাণ্ডা করিতেন; পরে স্বন্দররূপে ধুইয়া শব্দাকৃতি করিয়া মুখ করিয়া ভোগে দিতেন। ভক্তের শ্রীতির দত্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিতই গ্রহণ করিতেন। কোনও কোনও দিন শ্রীকৃষ্ণ জল খাইয়া শূন্য ভাব রাখিতেন। রাঘব তাহা আনিয়া ভাবের সম বাহির করিয়া কৃষ্ণকে দিতেন; কোনও

কোনও দিন সরে-পাত্রও শূন্য দেখা যাইত। একদিন রাঘবের এক সেবক কতকগুলি নারিকেল ভোগের জন্য প্রস্তুত করিয়া একটা পাত্রে করিয়া মন্দিরের দ্বারে ঝাড়াইয়াছিল; রাঘব সেবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নিতে পারিলেন না। দেখিলেন—সেবক মন্দিরের ভিত্তিতে হাত দিয়া সেই হাতে আবার নারিকেল স্পর্শ করিয়াছে। পণ্ডিত বলিলেন—মন্দিরের সম্মুখভাগ দিয়া লোক চলাচল করে; বাতালে পথের ধূলা উড়াইয়া মন্দিরের ভিত্তিতে আনে। সেই ভিত্তি ধরিয়া তুমি আবার সেই হাতে নারিকেল স্পর্শ করিয়াছ; ইহা ভোগের অযোগ্য হইয়াছে। ইহা বলিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া নারিকেল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। এইভাবে, যে ঋতুতে যে দ্রব্য উপাদেয়, সেই ঋতুতে সেই দ্রব্যই রাঘব শ্রীতি, শুচিতা ও পরিপাটীর সহিত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিতেন। ভোগের জন্য রাঘবের গৃহে যাহাই রন্ধন করা হইত, তাহাই অতি সুস্বাদু হইত। এজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“রাঘবের ঘরে রান্ধে বাধা-ঠাকুরাণী।” মহাপ্রভু নিতাই আবির্ভাবে রাঘবের গৃহে আহার করিতেন; রাঘব কখনও কখনও প্রভুর দর্শন পাইতেন।

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গোড়ে গিয়া সর্বপ্রথমে নৌকা হইতে রাঘবের গৃহেই উপনীত হইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দপ্রভু নাম-শ্রেয় প্রচারার্থ দেশে-দেশে ভ্রমণ-কালে কয়েকবারই রাঘবের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে একবার রাঘবের গৃহে অকালে জাহীররুদ্ধে কদম্বকুলও ফুটিয়াছিল। রাঘবের গৃহেই শ্রীনিত্যানন্দ রঘুনাথদাসের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, তাহার দণ্ডমহোৎসব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

রাঘবপণ্ডিত প্রভুর দর্শনের জন্য প্রতি বৎসরেই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইতেন। তাহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর বারমাসের উপভোগের জন্য অতি স্নেহের সহিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন; রাঘব সে সমস্ত ঝালি ভরিয়া মকরন্দজকরের তত্ত্বাবধানে নীলাচলে লইয়া যাইতেন; প্রভুও প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া সারা বৎসর তাহা উপভোগ করিতেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ। নিত্যানন্দ শাখা। কেহ কেহ মনে করেন—নিত্যানন্দশাখাভুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ এবং শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ একই ব্যক্তি; কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ “গৌবিন্দ কবিরাজ”-পরিচয়ে দৃষ্টব্য।

রামচন্দ্রখান। বেনাপোলের জমিদার। অত্যন্ত বৈষ্ণবদেহী। হরিদাসঠাকুর যখন বেনাপোলের নির্জন বনে বাস করিতেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিত। রামচন্দ্রের তাহা সহ্য না হওয়ায় হরিদাসের দোষ অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোনও দোষ না পাইয়া দোষ-সৃষ্টির জন্য একটা পরমাস্ত্রের স্ববতী বেষ্ঠাকে রাত্রি-কালে হরিদাসের কুটারে পাঠাইলেন। হরিদাসঠাকুর তাহাকে বলিলেন—“আমার নামসংখ্যা এখনও পূর্ণ হয় নাই বলিয়া নামকীর্তন শুন; সংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার অভিলক্ষ্য পূর্ণ করিব।” কিন্তু রাত্রিশেষ হইয়া গেলেও তাহার নামকীর্তন শেষ হয় না; বেষ্ঠা উঠিয়া চলিয়া আসে। এইভাবে তিন রাত্রি অতীত হইলে হরিদাসঠাকুরের প্রভাবে বেষ্ঠার পরিবর্তন হইল, বেষ্ঠা হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল এবং নিজের উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিল। হরিদাস তাহাকে নামকীর্তনের উপদেশ দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। হরিদাসের অবমাননায় রামচন্দ্রখান যে-অপরাধের বীজ রোপণ করিলেন, তাহার ফল হইল অতি ভীষণ। একবার সপরিবার শ্রীনিত্যানন্দ রামচন্দ্রের গৃহে আসিলে নিজের লোকের দ্বারা রামচন্দ্র তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে, রাজকর দিতেন না বলিয়া রাজার স্নেহ উজীর আসিয়া তাঁহার দুর্গামণ্ডপে বসিলেন এবং সে-স্থানে অমেধ্য রন্ধন করিলেন এবং রামচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী-পুত্রকে বাধিয়া নিলেন। মহতের নিকটে অপরাধের বিষয় ফলের দৃষ্টান্ত রামচন্দ্রখান।

রামদাস অভিরাহ। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের শ্রীদাম-সখা। খানাকুল কলকগরে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। তিনি সর্বদা সখ্যাপ্রেমের আবেশে উন্নত থাকিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে ইনি আচার্য্য হইয়া ভক্তিস্বর্ন প্রচার করিয়াছিলেন। “জয়মদল”-নামে তাহার একটা চাবুক ছিল; এই চাবুক দিয়া তিনি ঠাট্টাকে স্পর্শ

করিতেন, কিন্তুই কলক্রেম বহু হইতেন। ভক্তিবক্তার বলেন—স্বাক্ষর-সমনের পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্য বহু বারনাহুল কলক্রেমের পিয়াছিলেন, তখন অভিরামঠা ও শ্রীনিবাসের সঙ্গে তিনবার এই চাবুক স্পর্শ করাইয়াছিলেন; তখন অভিরাম-গৃহিণী মালিনীদেবী হাসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—“ঠাকুর স্থির হও; শ্রীনিবাস বালক; তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।”

কথিত আছে বিষ্ণুবিগ্রহব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহকে অভিরাম প্রণাম করিলে সেই বিগ্রহ বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

এক সময়ে শ্রীচৈতন্যসহিত খেলা করিতে করিতে প্রেমরসে উন্মত্ত হইয়া অভিরামঠাকুর বাঁশী বাজাইতে চাহিলেন; কিন্তু তখন সেখানে বাঁশী ছিল না; ছিল এক খণ্ড কাঠ, যাহা বহন করিতে বক্রিশ জন লোকের প্রয়োজন হয়, এত ভারী। কিন্তু অভিরামঠাকুর প্রেমাবেশে অনায়াসে তাহা উত্তোলন করিয়া বাঁশীর স্থায় মূখের নিকটে ধাক্কা করিয়াছিলেন। “রামদাস-অভিরাম সখ্যাপ্রেমরাশি। বোলসাকের কাঠ লৈয়া যে করিল বাঁশী ॥”

অভিরামঠাকুর শ্রীচৈতন্যশাখাভূক্ত, মহাপ্রভু ইহাকে নাম-প্রেম-প্রচারের কার্যে নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দশাখাতেও ইহার নাম আছে।

১. **রামাই**। শ্রীচৈতন্যশাখা। নীলাচলে গোবিন্দের আত্মগত্যে গোবিন্দেরই সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। রামাই প্রতিদিন বাইশ ঘড়া জল তুলিতেন। ইনি ছিলেন ব্রজলীলার জলসংস্কারকারী পয়োধ।

রামানন্দ বহু। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রজের কলকর্তৃনায়ী গুরু-নাটিকা। কুলীনগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা—লক্ষ্মীনাথ বহু (সত্যরাজ খান); পিতামহ—মালাধর বহু (গুণরাজ খান)। প্রভুর দর্শনের জন্ত প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন এবং রথযাত্রাদিকালে কীর্তনে নৃত্য করিতেন। একবার নীলাচলে সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহু প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“প্রভু, আমরা গৃহস্থ, বিষয়ী; আমাদের সাধন কি?” প্রভু বলিলেন—“কৃষ্ণসেবা করিবে, বৈষ্ণবসেবা করিবে এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করিবে।” তখন সত্যরাজ খান বলিলেন—“কিভাবে বৈষ্ণব চিনিব? বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ কি?” তদন্তরে—প্রভু বলিয়াছিলেন—“যার মূখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, পূজা সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার ॥ * * যার মূখে এক কৃষ্ণনাম। সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সন্মান ॥” পরের বৎসরেও তাঁহারা প্রভুর নিকটে আবার গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বলিয়াছিলেন—“বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীৰ্তন। দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥” এবারও তাঁহারা বৈষ্ণবের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন—“কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে ॥” বর্ষান্তরে আরও একবার তাঁহারা ঐরূপ প্রশ্নই করিয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন—যাহার দর্শনে মূখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥” এইরূপে প্রভু যথাক্রমে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের লক্ষণ প্রকাশ করিলেন।

প্রভু সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহুকে শ্রীজগন্নাথের একগাছি ছিড়া পট্টডোরী দিয়া আদেশ করিলেন—“এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ ॥” প্রভু নমন্যুরূপে ছিড়া পট্টডোরী দিয়া বলিয়াছিলেন—“ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥” তদবধি সত্যরাজ ও রামানন্দ প্রতিবর্ষে জগন্নাথের পট্টডোরী লইয়া যাইতেন। পাণ্ডুবিজয়ের সময়ে জগন্নাথের কটিতটে পট্টডোরী বাধিয়া সেবক দয়িতাগণ ডোরীর দুই পার্শ্বে ধরিয়া জগন্নাথকে পাণ্ডুবিজয় করাইয়া থাকেন।

শ্রীনিত্যানন্দশাখাতেও এক রামানন্দ বহুর নাম পাওয়া যায়। এক রামানন্দ বহুবই দুই শাখাতে গণনা কিনা বলা যায় না। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নাম-প্রেম প্রচারের জন্ত প্রহাপ্রভু বাহাদেব আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দ বহুর নাম দৃষ্ট হয় না।

রামানন্দ দ্বার। দ্বাপর-লীলার পাণ্ডপুত্র অর্জুন, ব্রজের অর্জুনীয়া গোপী এবং ললিতা—এই তিন জনই রামানন্দ দ্বারে অবস্থিত। রামানন্দ দ্বার যে ললিতা ছিলেন, একথা অনেকে স্বীকার করেন না। ধ্যানচক্রে গোপামীর মতে রামানন্দ দ্বার হইলেন ব্রজলীলার বিশাখা। রামানন্দ দ্বারে যে স্ববলের ভাবও আছে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

স্বপ্ন যৈছে পূর্বে কৃষ্ণকথের সহায়। পৌরহত্যাদিহেতু তৈছে রামরায়-প্রসঙ্গ—এই লক্ষ্য হইতে প্রভু রামায়ণ যায়। রামায়ণ-রায় উৎকলে ভবানন্দ রায়ের চ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি কাক প্রত্যাহারের মতীনে রামায়ণের পাশদকর্তা ছিলেন। গোদাবরী-তীরে বিজ্ঞানপুরে ছিল ইহার পদ্য কার্যস্থল। প্রভুর বিজ্ঞানপুরে প্রভুর সহিত রামায়ণের প্রথম মিলন হয় এবং তখনই প্রভু রামায়ণের মুখে সাধা-সধন-ভব, অত্যাশ্রমে-রামায়ণের মহিমা প্রকাশিত করান এবং শেষকালে প্রভু তাঁহার নিকটে নিজের স্বরূপ—রূপরাজ-মহাভাব-হইয়ে এককণা—প্রকাশ করিয়া স্বীয় তত্ত্ব ব্যক্ত করেন। দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও প্রভু বিজ্ঞানপুরে তাঁহার লিখিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তীর্থভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুর আসনে রামায়ণ রায় কাকব্যর্থ্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্বরূপদামোদরের সঙ্গে গীত-লোকনাথ-দ্বারা প্রভুর কৃষ্ণমিমাংসা-ব্যথার সাধনা ও ভাবের পুষ্টি সাধন করিতেন। রামায়ণ রায় ছিলেন পরম ভাগবত, মহাপ্রেমিক, সর্বদা পণ্ডিত, কসজ ভক্ত। ইনি জগন্নাথবল্লভ-নামক একখানি কৃষ্ণলীলা-নাটক লিখিয়াছেন। দেবদাসীহিসকে নিজের অভিনয় শিক্ষা দিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে এই নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন প্রভুর অত্যন্ত মনসী পার্শদ। প্রভুও ইহার নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিতে এবং প্রহস্মিমিশ্র-আদিকেও ইহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়াছেন। স্বরূপদামোদরের সঙ্গে ইহার অত্যন্ত হৃদয়তা ছিল। প্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলায় এই-ই জনই ছিলেন প্রভুর মিতা সঙ্গী। মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “রামায়ণ রায়-প্রসঙ্গ” দৃষ্টব্য।

লক্ষ্মীদেবী (লক্ষ্মীপ্রিয়া)। মহাপ্রভুর প্রথম সহধর্মিণী। পিতা—বল্লভাচার্য্য, যিনি পূর্বে ছিলেন মিস্রীলাধিপতি রাজর্ষি জনক; কেহ কেহ বলেন—ইনি ছিলেন; কষ্ণিণীর পিতা ভীষ্মক। জানকী ও কষ্ণিণী উভয়ে মিস্রীয়া লক্ষ্মীদেবী হইয়াছেন। প্রভু যখন পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন মনসীপে লক্ষ্মীদেবী প্রভুর বিরহ-সর্বের দংশনস্থলে অন্তর্দান প্রাপ্ত হইলেন।

লোকনাথ গোস্বামী। যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়িগ্রামে আবির্ভূত। পিতা—লক্ষ্মীনাথ; একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর—প্রগল্ভ। মহাপ্রভুর আদেশে লোকনাথ গোস্বামী শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইয়া বাস করেন। ইহার একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর। ব্রজলীলায় লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন লীলামঙ্গরী। লীলামঙ্গরীরই আর একটি নাম মঞ্জুনালি।

শঙ্কর পণ্ডিত। ব্রজলীলার ভদ্রাসখী, যাহার বন্ধুত্বে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইতেন। দামোদর-পণ্ডিতের কনিষ্ঠ-ভ্রাতারূপে আবির্ভূত। প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে গোড়ীয়ভক্তদের সঙ্গে ইনি নীলাচলে আসেন। ইহাকে দেখিয়া প্রভু দামোদর পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—“দামোদর, তোমার উপরে আমার সর্গোৎসব-প্রীতি; কিন্তু শঙ্করের উপরে কেবল শুদ্ধ প্রেম। অতএব, শঙ্করকে আমার নিকটে রাখ।” শুনিয়া দামোদর বলিয়াছিলেন—“শঙ্কর বললে আমার ছোট; কিন্তু প্রভু, তোমার কৃপায় এখন আমার বড় ভাই হইল।” তদবধি শঙ্করপণ্ডিত নীলাচলেই থাকিতেন। কৃষ্ণবিরহ-জনিত আত্তিবশতঃ গম্ভীরা হইতে বাহির হওয়ার চেষ্টার পথ না পাইয়া দেওয়ালের দ্বাৰে প্রভুর মুখে এবং মাথায় যখন ক্ষত হইয়াছিল, তখন স্বরূপ-দামোদরাদি পরামর্শ করিয়া শঙ্করকে প্রভুর সঙ্গে গম্ভীয়ার ভিতরে শোয়াইয়াছিলেন—প্রভুর রক্ষী হিসাবে। শঙ্কর প্রভুর পদতলে শয়ন করিতেন, প্রভু তাঁহার দেহের উপরে পাদপ্রসারণ করিতেন। একত্র শঙ্করের একটা নাম হইয়াছিলেন—প্রভুর “পাদোপসান”। শঙ্কর প্রভুর পাদলংকাহন করিতেন; ঘুম পাইলে পদতলেই ঘুমাইয়া পড়িতেন; আবার কিন্তু শীঘ্রই জাগিয়া উঠিয়া পাদলংকাহন করিতেন। এইরূপে শঙ্করের রাত্রি কাটিত। যখন ঘুমাইতেন, পীড়কালেও খালিগায়ে ঘুমাইতেন; প্রভু উঠিয়া নিজের লক্ষ্যলক্ষণি শঙ্করের গায়ে দিতেন। তাঁহার ভয়ে প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহিরে যাইতে পারিতেন না, দেওয়ালে মুখাঙ্গিও বসিতে পারিতেন না।

লক্ষ্মীদেবী। পূর্বের অদ্বিতি, কৌশল্যা, দেবকী এবং যশোদা (৩১৭২৮৫)—এই চারিজনকে মিলিত-স্বরূপে লীলাঙ্গর চক্রবর্তীর কঙ্কারূপে আবির্ভূত। মহাপ্রভুর জননী। “আই”-নামেও খ্যাত। কবে-কবে ইহার

আটটা রক্ত আবির্ভূত হইয়া ডিরোজন প্রাপ্ত হইলেন, পরে বিসর্জনক আবির্ভাব। বিসর্জনক পরে প্রভুর আবির্ভাব। অন্ন সন্ধ্যাই বিকল, সন্ধ্যা প্রহর করিয়া সন্ধ্যা আগ করেন। কিছুকাল পরে স্বামী জগন্নাথ বিসর্জনক করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। তখন প্রভুই ছিলেন তাঁহার একমাত্র সখ। শতীমাতা ছিলেন যেন মৃতিমতী লহিতুতা। প্রভুর বাল্যচারণ্যজনিত ক্রমবাহন নবতাই অন্নসময়ে সঙ্ক করিতেন। গয়া হইতে প্রভুর দেহে যখন ক্রমবাহনের বিসর্জনক আবির্ভূত হইল, বাৎসল্যবশে শতীমাতা মনে করিলেন—নিমাইয়ের বাহুগোপ হইয়াছে; তিনি প্রভুর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জগতের জীবের শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু একসময়ে শতীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব-অপদ্যায়ের গুরুত্ব দেখাইয়াছিলেন। সন্ধ্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন শতীমাতা শান্তিপুরে বাইরা প্রভুকে কর্শন করেন; কয়েক দিন থাকিয়া বহুতে বন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার আদেশেই প্রভু নীলাচলে বাস করেন। প্রভু নীলাচল হইতে মাল্লের জন্ত জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এবং প্রসাদী বস্ত্র পাঠাইতেন এবং লোকস্বাক্ষণ্ড মাল্লের চরণে নিজের প্রণাম এবং সংবাদ জানাইতেন। বালগোপালের ভোগ লাগাইয়া শতীমাতা যখন প্রসাদ সন্ধুখে রাখিয়া ভাবিতেন—“নিমাই যদি ঘরে থাকিত, এ-সকল ব্যঞ্জনাদি আহাৰ করিয়া কত তুষ্ট হইত”, আর কামিতেন, তখন প্রভাহ আবির্ভাবে প্রভু আসিয়া মাল্লের সাক্ষাতেই ভোজন করিতেন; মা কোনও কোনও দিন তাহা দেখিতেন; কিন্তু দেখিলেও শুদ্ধ বাৎসল্যের আবেশে মূৰ্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন।

শিখি বাহিনী: নীলাচলবাসী। জগন্নাথের লিখন-অধিকারী। ইহারই ভগিনী মাধবী দাসী। ইনি প্রভুর একজন বরমী ভক্ত। মহাভাগবত। প্রভু ইহাকেও শ্রীরাধার গণভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন—রাগলেখা।

শিবানন্দসেন। ব্রজলীলার বীরা দূতী। বৈষ্ণবকুলে আবির্ভূত। শ্রীপাট—কুমারহট্টে (হালিসহরে)। ইহার তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস এবং পরমানন্দদাস (কবিকর্ণপুর)। শিবানন্দসেন ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্ব। প্রভুর আদেশে প্রতিবর্ষে ইনি গৌড়ীয়-ভক্তদের সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া যাইতেন এবং পথে সকলের আহাৰ-বাসস্থান-ঘাটীদানাদি সমাধান করিতেন। একবার তাঁহাদের নীলাচল-গমনের পথে একটা কুকুর আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। শিবানন্দ এই কুকুরটিকেও আহাৰাদি দিয়া সঙ্গে নিয়াছিলেন এবং অনেক বেশী পয়সা দিয়াও ইহাকে খেয়া পাশ করাইয়াছিলেন। একদিন অধিক রাত্রিতে ঘাটী হইতে বাসায় ফিরিয়া জানিলেন—সকলের আহাৰাদি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কুকুর ভাত পায় নাই। কুকুর বাসাতেও নাই। খোঁজ করাইয়াও কুকুরকে পাওয়া গেল না। শিবানন্দ সেই রাত্রিতে উপবাসী রহিলেন। নীলাচলে উপস্থিতির পর এক দিন প্রভুর চরণ কর্শন করিতে যাইয়া দেখেন—প্রভুর সাক্ষাতে সেই কুকুরটা বসিয়া আছে, প্রভুপ্রদত্ত প্রসাদী নারিকেল খাইতেছে, আর প্রভুর শিক্ষা অম্বলারে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিতেছে। শিবানন্দ কুকুরের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিজের অপদ্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর এক দিন শিবানন্দ ঘাটীতে আবদ্ধ; সঙ্গীদের বাসা ঠিক করিতে পারেন নাই। রাত্রিও একটু বেশী হইয়াছে। নিত্যানন্দপ্রভু যেন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বলিলেন—“ক্ষুধা পাইয়াছে। শিক্ষা এখনও আসিল না। শিক্ষার তিন পুত্র মরুক।” সেবার শিবানন্দ-পত্নীও গিয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের এই কথা শুনিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিবানন্দ আসিলে পত্নীর মুখে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—“কাঁদ কেন? শ্রীমিতাইর বাংলাই লইয়া আমার তিন পুত্র মরুক।” গেলেন তিনি শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে; নিত্যানন্দ তাঁহাকে লাখি মাসিলেন; শিবানন্দের পয়স আনন্দ। বলিলেন—“এত দিনে জানিলাম, প্রভু, এই অধমকে তৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ।”

উদার-চরিত্র বাহুদেব দত্ত কিছুই সঙ্ক করিতেন না। মহাপ্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন—“তুমি সবখেল হইয়া বাহুদেবের সমস্ত কার্যের, তাহার আদ্যব্যয়ের সমাধান করিবে।”

একবার অধিকার নকুলদাসের দিকে প্রভুর আবেশ হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন তাহা শুনিয়া অধিকার

গেলেন; কিন্তু চারীর সাক্ষাতে না গিয়া লুকাইয়া রহিলেন, আর ভাবিলেন—“যদি ব্রহ্মচারী আমায় ডাকিয়া নেওয়ার এক আমার ইষ্টমত বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই বুদ্ধি বাক্যিকই সৌম্যহৃদয়ের আবেশ হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী বাস্তবিকই তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকাইয়া নিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইষ্টমত বলিয়া দিয়াছিলেন। সুনিহানন্দেব আছানে শিবানন্দেব গৃহে প্রভু একবার আবির্ভাবে ভোজন করিয়াছিলেন; শিবানন্দ অবশ্য প্রভুর দর্শন পায়েন নাই। পরের বৎসর প্রভু নিজেই এই ভোজনের কৰ্ম ব্যস্ত করিয়া শিবানন্দেব সংশয় দূর করিয়াছিলেন।

নীলাচলে ইনি প্রভুকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন; তাঁহার পুত্রদের নামেও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন। গৌরীলীলার অনেক বিবরণ ইহার নিকট হইতে জানিয়া কবিকর্ণপুর ষাঁই গ্রামে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থের বিবরণসূচীতে “শিবানন্দসেন-প্রসঙ্গ” উল্লেখ্য।

শুক্রাশ্বর ব্রহ্মচারী। ষাপরের যজ্ঞপত্নী; কোনও কোনও মতে বাজিক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে আবির্ভূত। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া ভিক্ষা করিতেন; সমস্ত দিনে যাহা পাইতেন, সন্ধ্যাসময়ে তাহা রান্না করিয়া ত্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতেন। সৰ্বদা কৃষ্ণপ্রোমে ভগমগ। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ইষ্টারই গৃহে ভক্তগণের নিকটে প্রভু কৃষ্ণবিরহ-জনিত আন্তিতে বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন মুলি কাঁধে করিয়া শুক্রাশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রভু হাসিলেন। তাঁহার মুলি হইতে নিজ হাতে ভিক্ষার চাউল লইয়া খাইতে লাগিলেন। একদিন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“ঘরে গিয়া রান্না করিয়া কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। মধাঙ্কে আমি গিয়া খাইব।” শুক্রাশ্বর ফাপরে পড়িলেন। ভক্তদের পরামর্শে ততুল ও গৰ্ভখোড় “আলগোছে” রান্না করিলেন। প্রভু গন্ধাঘ্নান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

শুক্রাশ্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন প্রভুর কীৰ্ত্তনসঙ্গী। ইনি প্রভুর দর্শনের জন্ত নীলাচলেও যাইতেন।

ত্ৰীকান্তসেন। ব্রজের কাত্যায়নী। বেথুতুলে আবির্ভূত। শিবানন্দসেনের ভাগিনেয়। নিত্যানন্দপ্রভু শিবানন্দসেনকে গালি, শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া এবং লাথি মারিয়াছিলেন বলিয়া ইনি মনে দুঃখ পাইয়া প্রভুর নিকটে নালিশ করার জন্ত সকলকে ছাড়িয়া আগেই প্রভুর নিকটে আসিলেন। আসিয়া “পেটাকী-গায়ে”ই প্রভুকে দণ্ডবৎ করায় গোবিন্দ বলিয়াছিলেন—“ত্ৰীকান্ত পেটাকী উতার।” সৰ্বজ্ঞ প্রভু সমস্ত পূর্বেই জানিয়াছেন; তাই বলিলেন—“গোবিন্দ, ওকে কিছু বলিও না; ও মনে দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে।” ত্ৰীকান্ত বুঝিলেন—প্রভু সমস্তই জানিয়াছেন। তাই ত্ৰীকান্ত কিছু বলিলেন না। আর একবার রথযাত্রার কয়েকমাস পূর্বেই ইনি একাকী প্রভুর দর্শনে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। প্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। যাওয়ার সময় প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“গোড়ীয় ভক্তদের বলিও, এবার যেন রথযাত্রা উপলক্ষে কেহ নীলাচলে না আসেন। আমিই গোঁড়ে যাইব। তোমার মামা শিবানন্দেব গৃহেও যাইব। জগদানন্দ গোঁড়ে আছেন, রান্না করিয়া আমাকে ভিক্ষা দিবেন।” অষ্টমতাতার্যাদি নীলাচলে যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন; এমন সময় ত্ৰীকান্ত আসিয়া প্রভুর কথিত সংবাদ জানাইলেন। কেহ আর সেইবার নীলাচলে গেলেন না। প্রভুও আসেন নাই; তবে আবির্ভাবে শিবানন্দেব গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন।

ত্ৰীকান্তবগোবাসী। ব্রজের বিলাস-মজরী। ভয়বাজগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—রূপসনাতনের অল্পজ অল্পম মল্লিক—ত্ৰীবল্লভ। বৎসর—ত্ৰীসৰ্বজ্ঞ নামে কর্ণাটের একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; তিনি ছিলেন ভয়বাজগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ; চারিবেদেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; চারি-বেদের অধ্যাপনাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কর্ণাটদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজে, তিনি বিশেষ পূজা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন বলিয়া তিনি “অপ্সর”-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ত্ৰীসৰ্বজ্ঞ জগৎ-তত্ত্বের পুত্র অনিরুদ্ধ; ইনিও বেদজ্ঞ ছিলেন। ত্ৰীঅনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। মোট রূপেশ্বর বংশের

কিংশ পাণ্ডিত্য লাভ করেন; কনিষ্ঠ হরিহর শত্রুবিভার পারদর্শী ছিলেন। দুই পুত্রকে রাজত্ব ভাগ করিয়া দিয়া অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্ত হইলেন। কিছু দিন পরে অরুণ হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যভাণ্ড করিয়া বঙ্গ সম্রাট হইয়া অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিকপার হইয়া আটটি অশ্ব এবং পত্নীকে লইয়া পৌরভ্য দেশে পলায়ন করেন এবং পৌরভ্যের রাজা শিখরেশ্বরের সখ্য লাভ করিয়া সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ শূদ্র, বহুবর্ষে, সমস্ত উপনিষদে এবং রসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শ্রীজগন্নাথে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। শেষ বয়সে গঙ্গাবাস করিবার উদ্দেশ্যে, শিখরেশ্বরের রাজ্য ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতট-নিকটবর্তী নবহট্ট (কালনার নিকটবর্তী নৈহাটি) গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এইখানে তিনি রাজা দত্তমঙ্গলের সৌহার্দ্য লাভ করিয়া হৃথে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানেও তিনি আড়ম্বরের সহিত জগন্নাথের সেবা করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র। পাঁচপুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার পরে জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। কুমারদেব ছিলেন অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণোচিত কার্যাদিতেই তিনি সর্বদা নিষ্ঠার সহিত ব্যাপৃত থাকিতেন। আচারহীন ব্যক্তির স্পর্শভয়ে ইনি প্রায় নির্জনেই থাকিতেন। অহিন্যের স্পর্শ হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ইনি জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। কোনও কারণে কুমারদেব নৈহাটি হইতে বাকলা চন্দ্রবীপে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। যশোহরের অন্তর্গত কতেয়াবাদেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। কুমারদেবের অনেক সন্তান ছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীঅহুপম—এই তিন জনই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কুমারদেবের এক কন্যার কথাও জানা যায়; তাঁহার স্বামীর নাম ছিল শ্রীকান্ত; গোড়েশ্বরের অশ্ব খরিদের জন্য শ্রীকান্ত হাজিপুরে থাকিতেন। কেহ কেহ বলেন—শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্রীরূপের পিতৃদত্ত নাম ছিল সন্তোষ এবং শ্রীঅহুপমের পিতৃদত্ত নাম ছিল বনভ। ইহারা তিন জনেই গোড়েশ্বরের অধীনে রাজকাৰ্য্য করিতেন। তাঁহাদের গোড়েশ্বর-প্রদত্ত পদাঙ্কনামী নাম ছিল যথাক্রমে সাকর মল্লিক; দবীরখাল এবং অহুপম মল্লিক। রামকেলিতে যখন প্রভুর সহিত সাকর-মল্লিক ও দবীরখালের সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রভু তাঁহাদের নাম রাখিয়াছিলেন সনাতন ও রূপ।

উল্লিখিত বংশবিবরণী হইতে জানা যায়—কর্ণাটারাজ সর্বজ্যেষ্ঠের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর, রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ; পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব; কুমারদেবের কনিষ্ঠ পুত্র অহুপম এবং অহুপমের পুত্র শ্রীজীব। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীজীবের উৎকৃষ্টতম অষ্টম, সপ্তম এবং ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন কর্ণাটের রাজা। (শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুতোষণী-টীকার উপসংহারে শ্রীজীবগোত্রামিলিখিত বিবরণ হইতেই উল্লিখিত বংশবিবরণী গৃহীত হইয়াছে)।

ভক্তিরত্নাকর বলেন—মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন (১৪৩৬ শকে), তখন “শ্রীজীবাবি সঙ্কোপনে প্রভুবে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে একথা শুনি।” প্রভুর সহিত মিলনের পরে শ্রীরূপ যখন অস্বাবর ধনসম্পত্তি লইয়া নৌকাযোগে পিতৃগৃহে গমন করেন, তখন অহুপম এবং শ্রীজীবও সেই সঙ্গে বাকলা চন্দ্রবীপে আসেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅহুপম যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন শ্রীজীব চন্দ্রবীপেই থাকেন, ইহা ১৪৩৭ শকের কথা। শ্রীরূপ ও শ্রীঅহুপম নীলাচলে প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া গোড়ের আসিলে অহুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় (সম্ভবতঃ ১৪৩৮ শকের প্রথমে, রথযাত্রার পূর্বে)। ইহারও কয়েক বৎসর পরে চন্দ্রবীপে একদিন রাজ্যে শ্রীজীব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে এবং পরে এই কৃষ্ণ-বলরামকেই গৌর-নিত্যানন্দরূপে স্বপ্নে দর্শন করিয়া অধীর হইয়া পড়েন। ইহার পরে তিনি অধ্যয়নের ছলে চন্দ্রবীপ হইতে কতেয়াবাদ হইয়া নববীপে আসেন এবং শ্রীমদ্বিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবনের পথে কাশীতে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সর্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ ব্রহ্মহরদ বাচস্পতির নিকটে জ্ঞান-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। (৩৪১২২৩-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ জীব বৃন্দাবনে স্বীয় পিতৃব্য শ্রীশ্রীশ্রী-সনাতনের চরণ আশ্রয় করেন এবং তাঁহাদের নিকটে ভক্তিশাস্ত্রাদিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অসাধারণ

পাণ্ডিত্য, ভক্তি এবং সৌন্দর্য্যে শ্রীজীব সকলেরই প্রশংসা ও আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসনাতনের তিরোভাবের পরে শ্রীজীবই ছিলেন সর্বত্র গোড়ায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বজনরঞ্জন, সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। ইনি কবিরাজ গোস্বামীর একতম শিষ্যগুরু ছিলেন। গোড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাসঠাকুর এবং শ্রাবানন্দ ঠাকুরও ইহার নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যাদির সঙ্গে গোস্বামিগ্রন্থ-সমুদয় বঙ্গদেশে পাঠান। শ্রীনিবাস আচার্য্য বেশে কিরীয়া আসিলে শ্রীজীব তাঁহার নিকটে পত্রাদি লিখিতেন, কয়েকখানি পত্র ভক্তিরসাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কয়েকখানি গ্রন্থের নাম এ-স্থলে লিখিত হইতেছে;—
হরিনামামৃত, ব্যাকরণ, স্তব্ধমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চনকীপিকা, গোপালবিরূপাঙ্গী, বসন্তজ্ঞপ্তি, শ্রীমদধর্মহোমসংব, শ্রীমদধর্মকল্পত্রয়, গোপালচম্পু (পূর্বচম্পু ও উত্তরচম্পু), গোপালভগবতী-টীকা, ব্রহ্মলব্ধিভা-টীকা, ভক্তিরসাকরভক্তি-টীকা, শ্রীউজ্জলনীলমণি-টীকা, যোগসার-স্তব-টীকা, অগ্নিপূরণ-পার্বতী বিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিক-কর-চরণ চিহ্ন, শ্রীমদভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা, ভাগবত-সন্দর্ভ (বা যটসন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাখ্য-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীতিসন্দর্ভ), সর্বদেহাদিনী (যটসন্দর্ভের পরিপূরক পরিশিষ্ট) ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করার নিমিত্ত কৃন্দাবনবাসী যে-সকল ভক্ত-বৈষ্ণব কবিরাজগোস্বামীকে আদেশ করিয়া ছিলেন, কবিরাজগোস্বামী তাঁহাদের নাম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে শ্রীজীবের নাম দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থ প্রণয়নের আরম্ভে তিনি তাঁহার একতম শিষ্যগুরু শ্রীজীবের আদেশ ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়াও শ্রীগ্রন্থের কোন স্থল হইতে জানা যায় যায় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখনারম্ভের সময়ে শ্রীজীবগোস্বামী প্রকট ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীজীব যে-সময়ে গোস্বামিগ্রন্থ গোড়ে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারও কয়েক বৎসর পরেই যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লিখন আরম্ভ হয়, ভূমিকায় “শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল”-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা দেখান হইয়াছে।

শ্রীধর (শ্রীধর পণ্ডিত, খোলাবেচা শ্রীধর)। ব্রজের কুহুমাসব সখা বা মধুমঙ্গল। দ্বাদশপোপালের একতম। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। নবদ্বীপবাসী। ব্যবহারিক ভাবে নিতান্ত দরিদ্র; ভক্তিদানে মহাধনী। ধোড়, মোচা, কলা, কলার পাতা এবং কলার খোলা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। প্রতিদিন যাহা উপার্জন হইত, তাহার অর্দ্ধেক গঙ্গাপূজায় দিতেন, আর অর্দ্ধেক নিজের জীবিকানির্বাহের জন্য ব্যয় করিতেন। তিনি “খোলা বেচা শ্রীধর” নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন “এক কথার লোক”। যে-দ্রব্যের মূল্য যাহা বলিয়া দিতেন, তাহার কমে কাহাকেও কোন জিনিস দিতেন না। নিমাই পণ্ডিত ইহা লইয়া তাঁহার সহিত কোন্দল করিতেন; তিনি শ্রীধরকে অর্দ্ধেক মূল্য দিতেন। তারপর লাগিয়া যাইত জিনিস লইয়া কাড়াকাড়ি। শ্রীধর শেষে বলিলেন—“ঠাকুর, যাহা বলিয়াছি, সেই মূল্যই তোমাকে দিতে হইবে। আমি বরং তোমাকে প্রত্যহ একখণ্ড ধোড় এবং একটা খোলার ডোঙ্গা বিনামূল্যে অতিরিক্ত দিব। কিন্তু আমার সঙ্গে কোন্দল করিও না।” তখন নিমাই পণ্ডিত বলিলেন—“বেশ, এই তো ভালকথা। তবে আর বিবাদ কি?”

নগরকীর্ণনে বাহির হইয়া প্রভু শ্রীধরের গৃহে গিয়াছেন। ভাঙ্গা ঘর; চালে ছানিও নাই। বাহিরে একটা ভাঙ্গা লোহার জলপাত্র পড়িয়া আছে। প্রভু তাহা লইয়াই জল পান করিলেন; বলিলেন—“আজ আমার দেহ শুষ্ক হইল; শ্রীধরের জলপানে বিকৃতভক্তি হইবে।”

মহাপ্রকাশের সময় প্রভু শ্রীধরকে ডাকিবার আদেশ করিলেন। কয়েকজন ভক্ত ছুটিলেন। অর্দ্ধপথে গিয়া শুনিলেন শ্রীধরকর্তৃক উচ্চস্বরে কীর্ত্তিত কুঙ্কনায়। শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ শ্রীধরের গৃহে যাইয়া প্রভুর আদেশের কথা বলিলেন; শুনিয়াই শ্রীধর প্রেমে মুচ্ছিত। ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে প্রভুর নিকটে লইয়া আসিলেন। “আইস, আইস” বলিয়া প্রভু ডাকিতে লাগিলেন; আর বলিলেন—“শ্রীধর, তুমি আমার বিস্তৃত আরাধনা করিয়াছ; আমার প্রেমে বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়াছ, এ-জন্মেও আমার বহু সেবা করিয়াছ; তোমার কেওয়া খোলাতে আমি

ন'ত আহার করি।" তারপর প্রভু বলিলেন—“ঐশ্বর, আমার রূপ দেখ।” ঐশ্বর দেখিলেন—আমন্ত্রণের বংশীবদন, ককিণে বলরাম ; কমলা হাতে তাহুল দিতেছেন ; অনন্তদেব যন্তকে কণাছত্র ধারণ করিয়াছেন ; চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, নারদ-শুক-জনকাদি ভক্তি করিতেছেন ; পরমাহন্দরী কিশোরীগণ চতুর্দিকে ঘোড়হস্তে স্তব করিতেছেন। দেখিয়া ঐশ্বর বিস্মিত হইয়া অচেতনপ্রায় মাটিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভু বলিলেন—“উঠ উঠ ঐশ্বর। আমার স্তব কর।” ঐশ্বর উঠিয়া প্রভুরই রূপায় স্তব করিলেন। প্রভু বলিলেন—“ঐশ্বর বর চাও। তোমাকে আজ অষ্টসিদ্ধি দিব।” ঐশ্বর বলিলেন—“প্রভু, আরো ভাঁড়াইবা ? থাকহ মিচ্ছিতে তুমি, আর না পারিবা।” প্রভু বলিলেন—“ঐশ্বর, তোমাকে এক মহারাজ্যের রাজা করিব।” ঐশ্বর বলিলেন—“মুখি কিছুই না চাও। হেন কর প্রভু যেন তোমার নাম গাঙ ॥” প্রভু বলিলেন—“না ঐশ্বর, তোমাকে বর চাইতে হইবে ; আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে না।” তখন ঐশ্বর বলিলেন—“প্রভু, যদি নিতান্তই না ছাড়িবে, তবে “প্রভু, দেহ এই বর ॥ যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত। সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥ যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল। মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ হুগল।” বলিতে বলিতে ঐশ্বর উর্জ্ববাহ হইয়া উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—“ঐশ্বর, আমার তুমি দাস। এতেকে ~~কি~~ তুমি আমার প্রকাশ ॥ এতেকে তোমার মতিভেদ না হইল। বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল ॥” ভাগ্যবান ঐশ্বর কৃতার্থ হইলেন।

নবদ্বীপলীলায় ঐশ্বর প্রভুর সঙ্গীভবনেও যোগ দিতেন। প্রভুর দর্শনের জ্ঞাত তিনি নীলাচলেও যাইতেন।

ঐবাস পণ্ডিত। পূর্বের নারদ। শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন। ইহার ছিলেন চারি সহোদর—ঐবাস, ঐরাম, ঐপতি ও ঐনিধি। “চৈতন্যের অবশেষপাত্র”-নারায়ণদেবী ছিলেন ঐবাসের প্রাতুপুত্রী। ঐবাসের গৃহিণী ছিলেন মালিনী দেবী—ব্রজের কৃষ্ণদাসী খাত্তী অধিকা। প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে ঐবাসাদি শ্রীঅষ্টৈতের সভায় কৃষ্ণকথা শুনিতেন। রাত্রিতে নিজগৃহে চারিভাই মিলিয়া উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেন। তাহা শুনিয়া পাশ্চাত্যগণের গাভ্রদাহ হইত ; কীর্তনের গোলমালে তাহাদের নাকি নিদ্রাভঙ্গ হইত ॥ ঐবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে এবং ঐবাসকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দিতেও পাশ্চাত্যগণ সঙ্কল্প করিত। জীবের বহিমুখতা দেখিয়া তৎকালীন অগ্রাণ্ড বৈষ্ণবের গায় ঐবাসেরও হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

প্রভুর আবির্ভাবের পরে, প্রভুর অপরূপ সৌন্দর্য্য এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া ঐবাসাদি ভাবিতেন—“নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হইত, কত হৃথের বিষয় হইত”। একদিন পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রভু আসিতেছেন, পথে ঐবাসের সঙ্গে দেখা। প্রভু ঐবাসকে নমস্কার করিলেন ; ঐবাস “চিরজীবী হও” বলিয়া আলীঙ্গন করিলেন। ঐবাস হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি ? কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি কার্য্যে গোড়াও। রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও ॥ পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে বিতায় কি করে ॥ এতেকে সর্বদা ব্যর্থ না গোড়াও কাল। পড়িলাত' এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল ॥” প্রভুও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“শুনহ পণ্ডিত। তোমার রূপায় সেহা হইবে মিচ্ছিত ॥”

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভুর মধ্যে প্রেমধিকার দর্শন করিয়া শচীমাতা মনে করিয়াছিলেন—নিমাইর বায়ুবাধি জন্মিয়াছে। সে-সময় ঐবাস একদিন প্রভুকে দেখিতে গেলেন ; “দেখিয়া ঐনিবাস মনে গণে। মহাভক্তি-যোগ, বায়ু বলে কোন্ জনে ॥” প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি ব্যাধি পণ্ডিত ? আমার কি সত্যই বায়ুরোগ হইয়াছে ?” ঐবাস হাসিয়া বলিলেন—“ভাল বাই। তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই ॥ মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে। শ্রীকৃষ্ণের অহুগ্রহ হইল তোমারে ॥” শুনিয়া প্রভু ঐবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“কুমিও যদি বলিতে যে আমার বায়ুরোগ হইয়াছে, আমি আজ গঙ্গায় প্রবেশ করিতাম।” ঐবাস বলিলেন—“যে তোমার ভক্তিযোগ। ব্রহ্ম-শিব-নারদাদি বাহুয়ে এ-ভোগ ॥ সবে মিলি এক ঠাই করিব কীর্তন। যে-তে কেনে ~~না~~ বন্ধ পাশ্চাত্য শাসীগণ ॥”

সন্ন্যাসের পূর্বপর্যন্ত একবৎসর কাল প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদের লইয়া ঘরে কপাট দিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনেই প্রভু অনেক অনেক ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিত এক যবন দ্বয়জী ; তাহাকেও প্রভু প্রেম দান করিয়াছেন। শ্রীবাসের দাসদাসী সকলেই প্রভুর রূপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর প্রতি প্রভুর রূপার কথা তো সর্বজন-বিদিত।

একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুরঘরে ধ্যানমগ্ন। এমন সময় ভাবাবেশে প্রভু আসিয়া ঘরের দুয়ারে পুনঃপুনঃ লাথি মারিয়া হুকুর দিয়া বলিলেন—“কাহারে পূজিস, করিস কার ধ্যান। কাহারে পূজিস, তাঁরে দেখ্ বিজ্ঞমান।” শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হইল ; দেখিলেন—প্রভু বীরাঙ্গনে বসিয়া আছেন, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে। শ্রীবাস স্তবস্তুতি করিলেন। সপরিজনে প্রভুর পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সাতপ্রহরীয়া ভাবের লীলায় শ্রীবাসের গৃহেই ভক্তবৃন্দ প্রভুর অভিব্যেক করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীবাসের দাসদাসীগণও অভিব্যেকের জন্ত জল আনিয়াছিলেন। শ্রীবাসের এক দাসী ছিল—নাম দুঃখী ; তাহার ভক্তিযোগ দেখিয়া প্রভু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন “সুখী।”

শ্রীবাসপণ্ডিত সপরিজনে প্রভুর দর্শনের জন্ত প্রতি বৎসরেই নীলাচলে যাইতেন এবং স্বগৃহে প্রভুকে ভীকা করাইতেন। নীলাচল হইতে গোড়ে আসিবার সময়ে প্রভু শ্রীবাসের কুমারহট্টের গৃহেও পদার্পণ করিয়াছিলেন।

মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “শ্রীবাসপণ্ডিত-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

শ্রীরূপগোস্বামী। ব্রজলীলার শ্রীরূপমঞ্জরী। ভরদ্বাজ-গোব্রজীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—কুমারদেব। (“শ্রীজীবগোস্বামী”-পরিচয় বংশ পরিচয় দ্রষ্টব্য)। গোড়েশ্বর হুসেনসাহের অধীনে চাকরী করিতেন। গোড়েশ্বরদত্ত নাম ছিল দবীরখাস। রামকেলিতে প্রভুর সহিত প্রথম মিলন। তাহার পরে শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণময়ূর পুরস্চরণ করেন ; পরে অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া নৌকাযোগে কনিষ্ঠ সহোদর অহুপমের সঙ্গে পৈতৃক বাড়ী বাকলাচন্দ্রবীপে গমন করেন। নীলাচল হইতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইয়া প্রভুর সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে অহুপমের সহিত গৃহত্যাগ করেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রভুর সঙ্গে আঁড়ল গ্রামে বনভট্টের গৃহেও গিয়াছিলেন। প্রয়াগে প্রভু তাঁহাকে দশ দিন পর্য্যন্ত নানা বিষয়ক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থাদির উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। শ্রীরূপ তদনুসারে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং স্বযুক্তিরায়ের সঙ্গে বনভ্রমণ করেন। মাসেক বৃন্দাবনে থাকিয়া নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে মিলনের আশায় অহুপমের সহিত বৃন্দাবন ত্যাগ করেন ; গোড়ে আসিলে অহুপমের গঙ্গালাভ হয়। শ্রীরূপ রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে যাইয়া হরিদাস ঠাকুরের বাসায় অবস্থান করেন। সে-স্থানেই প্রভুর সহিত মিলন হয়। বৃন্দাবনে থাকিতেই কৃষ্ণলীলা-নাটক-রচনার সঙ্কল্প করিয়া কিছু কিছু লিখিয়া কড়চাকায়ে রক্ষা করিতেছিলেন। ব্রজলীলা ও পুরলীলা একসঙ্গে লেখারই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। পথিমধ্যে সত্যভামাদেবীর স্বপ্নাদেশে এবং নীলাচলে প্রভুর সাক্ষাৎ আদেশে দুইভাগে দুই লীলা লিখিতে আরম্ভ করেন। নীলাচলে থাকিতে দুই নাটকের (ব্রজলীলা-নাটক বিদগ্ধমাধব এবং পুরলীলা-নাটক বিদগ্ধ মাধবের) যাহা কিছু লিখিত হইয়াছিল, স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের সঙ্গে প্রভু তাহা আস্থাদান করেন। শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত এবং বর্ণনার সারস্বত দেখিয়া রায়রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রসশাস্ত্র প্রকটনের উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহাতে পুনরায় শক্তিসঞ্চার করেন এবং স্বীয়-পার্শ্ব ভক্তগণের নিকটেও শ্রীরূপকে রূপা করার জন্ত প্রভু অহুরোধ করেন। কয়েকমাস নীলাচলে বাস করিয়া শ্রীরূপ গোড়দেশ হইয়া আবার বৃন্দাবনে আসিয়া প্রভুর আদেশ অহুযায়ী কাজ করিতে থাকেন। প্রভুর শিক্ষার আদর্শে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীরূপ গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের সাধন-ভজনের রীতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে কিনা বলা যায় না। যে-কল্পনা আবিস্কৃত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত—ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, উজ্জল-নীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব, ললিত-

মাধব, দানকেন্দ্রিকৌমুদী, স্তবমালা, ত্রীবাধারুগগণোদ্দেশদীপিকা, বথুরামাহাশ্মা, উদ্ভবসন্দেশ, হংসদূত, ত্রীকৃষ্ণজন্ম-
তিথিবিধি, পদ্মাবলী, আখ্যাতচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর
একতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। দাসগোস্বামী নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গেলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসনাতন তাঁহাকে নিজেদের
তৃতীয় ভাই রূপে সে-স্থানে রাখিয়াছিলেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “রূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

শ্রীসনাতনগোস্বামী। ব্রজলীলার রতিমঞ্জরী, নামভেদে লবঙ্গমঞ্জরী। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ-
বংশে আবির্ভূত। পিতা—কুমার দেব। গোড়েশ্বর হসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গোড়েশ্বরদত্ত নাম
সাকর মল্লিক। (“শ্রীজীবগোস্বামী”-পরিচয়ে বংশ-বিবরণ দ্রষ্টব্য)। রামকেন্দ্রিতে প্রভুর সহিত প্রথম মিলন হয়।
তাহার পরে সহোদর শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিষয়ত্যাগের উপায় চিন্তা করেন এবং শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আশায় কৃষ্ণমন্ত্রের
পুরস্চরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেশে চলিয়া গেলেন; শ্রীসনাতন রাজকাৰ্য্যে না গিয়া অস্থস্থতার ভান করিয়া গৃহে থাকিয়া
পণ্ডিতবর্গের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। রাজা বৈষ্ণ পাঠাইলেন; রাজবৈষ্ণ সনাতনকে
দেখিয়া রাজার নিকটে জানাইলেন,—সনাতনের কোনও অস্থ নাহি। তখন গোড়েশ্বর হসেন সাহ নিজেই একদিন
সনাতনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে কাৰ্য্যে যোগ দেওয়ার জন্ত অনুরোধ করিলেন। সনাতন অস্বীকার করায় ক্রুদ্ধ
হইয়া রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তখন উড়িয়ার সঙ্গে হসেন সাহের যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধযাত্রার পূর্বেও
হসেন সাহ আর একবার সনাতনের নিকটে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্ত সনাতনকে বলিলেন। সনাতন
সম্মত না হওয়ায় রাজা তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন-গমনের সময় সনাতনের
নিকটে এক পত্রে জানাইয়া গিয়াছিলেন—গোড়ে মদীর ঘরে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে; সেই টাকার সাহায্যে
কারাগার হইতে বাহির হইয়া সনাতন যেন বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। সনাতন কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া কারাগার
হইতে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। পলাতক রাজবন্দী বলিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে গড়িয়ার-পথে না গিয়া
সনাতন অগ্রপথে গেলেন এবং এক ভৌমিকের সাহায্যে বিপদসঙ্কুল পাতড়া-পর্বত পার হইয়া কাশীর দিকে রওয়ানা
হইলেন। পথে হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হয়; শ্রীকান্ত অনেক চেষ্টা করিয়া একখানি
ভোটকল গ্রহণ করিবার জন্ত সনাতনকে সম্মত করাইলেন। কাশীতে আসিয়া তিনি শুনিলেন—প্রভু বৃন্দাবন
হইতে কাশীতে আসিয়াছেন। চন্দ্রশেখর বৈষ্ণের গৃহে প্রভুর সহিত মিলন হইল। সনাতনের সঙ্গে ছিল একখানি
মাত্র পরিধেয় বস্ত্র। স্নানের পরে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে একখানা নূতন বস্ত্র দিলেন, সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন না।
প্রভুর সঙ্গে তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতে গেলে মিশ্র তাঁহাকে একখানা নূতন বস্ত্র দিলেন; তিনি গ্রহণ না
করিয়া একখানা পুরাতন বস্ত্র চাহিলেন। মিশ্র তাহা দিলেন; সনাতন তাহা ছিঁড়িয়া কোপীন ও বহির্কাস করিলেন।
তিনি বুঝিতে পারিলেন—প্রভু তাঁহার ভোটকল পছন্দ করিতেছেন না। স্নানের ঘাটে যাইয়া এক গোড়িয়াকে
নিজের ভোট দিয়া তাঁহার একখানা ছেঁড়া কাপা লইয়া আসিলেন, তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন।
প্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত সনাতনকে শিক্ষা দিলেন এবং বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৃন্দাবনে সেবা-প্রচারাদি করার এবং
বৈষ্ণব স্মৃতি-প্রণয়নের জন্ত আদেশ করিয়া তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। সনাতন বৃন্দা-
বনে গেলেন; সে-স্থানে সুবুদ্ধিরায়ের সঙ্গে মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-ত্যাগের পরে শ্রীসনাতন বৃন্দাবনে উপস্থিত
হইয়াছিলেন। দুই জন দুই পথে চলিতেছিলেন; তাই তাঁহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাহি। বৃন্দাবনে কিছুকাল
অপেক্ষা করিয়া ঝরখণ্ডের পথে সনাতন নীলাচলে আসেন। ঝরখণ্ডের জলবায়ুর দোষে সনাতনের দেহে কণ্ডু
দেখা দিল; কণ্ডু হইতে রস ক্ষরিত হইতেছিল। সনাতনের নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—
নীলাচলে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া জগন্নাথের রথচক্রের নীচে দেহপাত করিবেন; যেহেতু, এই দেহে
ভজনও হইবে না, নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথের দর্শনও করিতে পারিবেন না; প্রভু নাকি মন্দিরের
নিকটে থাকেন, তাই প্রভুর নিকটে যাইতেও পারিবেন না; সুতরাং এই দেহ রাখিয়া কি লাভ? সনাতন ভক্তি

হইতে উখিত দৈহ্যবশতঃ নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করিতেন; তাই জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে যাওয়ারও অযোগ্য বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন। যাহা হউক, সনাতন নীলাচলে আসিয়া হরিদাসঠাকুরের বাসায় গিয়া উঠিলেন; সেইখানেই থাকিতেন। সেইখানেই প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন হইল। অন্তর্যামী প্রভু সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্পের কথা জানিয়া দেহত্যাগ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। সনাতনের আর এক দুঃখ—প্রভু বলপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; তাহাতে তাঁহার কণ্ঠের রস প্রভুর অঙ্গে লাগে। জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকটে তিনি তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন। জগদানন্দ বলিলেন—রথযাত্রা দর্শন করিয়া তুমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাও। একথা শুনিয়া প্রভু জগদানন্দের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন—বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ সনাতনকে উপদেশ দিতে যাওয়ার জগদানন্দ-কর্তৃক সনাতনের মর্যাদা লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া। সনাতন তাহাতে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—“প্রভু, জগদানন্দের সৌভাগ্যের এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথা আজই জানিলাম। তুমি জগদানন্দকে অস্বীয়জ্ঞানে তিরস্কার কর, আর গৌরববুদ্ধিতে আমাকে সম্মান কর।” প্রভু বলিলেন—“না সনাতন! মর্যাদা লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। তোমাকে আমি আমার লাল্য জ্ঞান করি; লাল্যের অমেধ্য গায়ে লাগিলে লালকের ঘৃণা জন্মে না।” প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের কণ্ঠ-আদি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল, তাঁহার দ্বিবা দেহ হইল।

একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথর রৌদ্রে প্রভু সনাতনকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভু যমেশ্বর-টোটার ভিক্ষা করিবেন; সনাতনকে আহ্বান করিলেন। জগন্নাথের সেবকদের স্পর্শভয়ে সনাতন মন্দিরের নিকটবর্তী ছায়াচ্ছন্ন সোজা পথে না গিয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে তপ্তবালুকাময় সমুদ্রতীরবর্তী পথে যমেশ্বরে গেলেন। তাঁহার পায়ে ফোঁসকা হইয়া ক্ষত হইয়াছিল। প্রভু ডাকিয়াছেন—তাহাতেই পরমানন্দে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, ফোঁসকা বা ক্ষতের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রভু যখন দেখাইয়া দিলেন, তখনই জানিতে পারিলেন।

নীলাচলে প্রভু নিজের সকল পার্শ্বদের নিকটে সনাতনের জন্ম রূপা প্রার্থনা করিলেন। কয়েকমাস অবস্থান করিয়া প্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া প্রভুর আদেশের অহরূপ কাণ্ডে লিপ্ত হইলেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য, দৈহ্য, ভজননিষ্ঠাদি ছিল অপরের পক্ষে বিস্ময়োৎপাদক।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী যে-সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে—বৃহদভাগবতামৃত, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকা, শ্রীমদভাগবতের বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকা, দশমচরিতাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “সনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

লঙ্কায়। মুকুন্দসঙ্কয়। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। প্রভুর ছাত্র। ইহার গৃহেই প্রভুর চতুষ্পাঠী ছিল। ইহার পুত্রের নাম পুরুষোত্তম; তিনিও প্রভুর ছাত্র। মুকুন্দসঙ্কয় নবদ্বীপে প্রভুর কীর্তনসঙ্গী ছিলেন; প্রভুর দর্শনের জন্ম তিনি নীলাচলেও ঘাইতেন।

সত্যরাজ খান। কুলীন-গ্রামবাসী গুণরাজখানের পুত্র। নাম—লক্ষ্মীনাথ বহু, উপাধি হইল সত্যরাজ খান। মহাপ্রভুর অতি প্রিয়ভক্ত। রামানন্দ বহু ইহারই পুত্র। সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহুর প্রার্থনায় প্রভু ইহাদের নিকটে গৃহস্থবৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ, এবং বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের সংজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রূপা করিয়া প্রভু ইহাদিগকে পট্টডোরীর সেবাও দিয়াছিলেন। (“রামানন্দবহু” দ্রষ্টব্য)।

সদাশিব কবিরাজ। নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। ব্রজলীলার চন্দাবলী। বৈষ্ণবংশে আবির্ভূত। পিতা—কংসারি সেন। পুত্র—পুরুষোত্তম দাস (“পুরুষোত্তমদাস” দ্রষ্টব্য) এবং পৌত্রের নাম—কাছঠাকুর (“কাছঠাকুর” দ্রষ্টব্য)। ইহার চারিপুরুষ ধরিয়া গৌরপার্বদ।

সনাতনগোস্বামী। “শ্রীসনাতনগোস্বামী” দ্রষ্টব্য।

সার্কভোম ভট্টাচার্য্য। পূর্বে দেবলোকের বৃহস্পতি। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পিতা নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদ। বিদ্যাবচস্পতি ছিলেন সার্কভোমের ভ্রাতা। লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং ভক্তিবক্তাকবের মতে সার্কভোম ভট্টাচার্য্যের নাম ছিল—বাহুদেব; সার্কভোম তাঁহার উপাধি। সার্কশাস্ত্রে—বিশেষতঃ গ্রায় ও বেদান্তে—ইহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কথিত আছে—ইনি মিথিলাতে গ্রায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে বাংলাদেশে নাকি গ্রায়শাস্ত্র ছিল না। তিনি মিথিলা হইতে গ্রায়শাস্ত্র নকল করিয়া আনিতে চাহিলেন; মিথিলার গৌরব ক্ষুদ্র হইবে ভাবিয়া তত্রত্য গ্রায়-চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পঞ্চধর মিশ্র নাকি তাঁহাকে গ্রায়শাস্ত্র নকল করিতে দিলেন না। তখন বাহুদেব সার্কভোম সমগ্র গ্রায়শাস্ত্র কঠস্থ করিয়া দেশে আসেন এবং তখন হইতেই নাকি বাংলাদেশে গ্রায়ের চর্চা আরম্ভ হয়। কেহ কেহ এই কিস্কদস্তীতে আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতেই বাংলা দেশে গ্রায়ের চর্চা চলিতেছিল। “গ্রায়কন্দলীর” লেখক শ্রীধরও নাকি বাংলার (রাঢ়ের) লোকই ছিলেন। আবার সার্কভোম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদও “প্রত্যক্ষমণি-মাহেশ্বরী”-নামে গ্রায়গ্রন্থ “তত্ত্বচিন্তামণির” এক টীকা লিখিয়াছিলেন। স্ততরাং সার্কভোমের পক্ষে মিথিলা হইতে গ্রায়শাস্ত্র কঠস্থ রিয়া আনার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু নাকি নবদ্বীপে সার্কভোমের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সার্কভোমের যখন মিলন হয়, তখন সার্কভোম প্রভুকে চিনিতে পারেন নাই; গোপীনাথ আচার্য্যের নিকটেই তিনি প্রভুর পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং পরিচয় পাওয়ার পরে তিনি প্রভুকে বলিয়াছিলেন—“সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত সন্ন্যাস। অতএব হও তোমার আমি নিজদাস॥” ইহাতেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, প্রভু সার্কভোমের ছাত্র ছিলেন না। যদি ছাত্র হইতেন, তাহা হইলে সার্কভোমের পক্ষে তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়; কোনও কারণে ভুলিয়া গেলেও গোপীনাথ আচার্য্য যখন পরিচয় দিলেন, তখন তাঁহার সে-কথা মনে পড়িত এবং গোপীনাথ আচার্য্যকে তাহা বলিতেন।

গৌর ভট্টাচার্য্য “সন্ন্যাসবাদ”-নামে একখানি গ্রায়ের গ্রন্থ এবং গ্রায়শাস্ত্র “তত্ত্বচিন্তামণি”-গ্রন্থের “সারাবলী”-নামক একখানা টীকাও লিখিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীধরকৃত “অদ্বৈতমকরন্দ”-নামক গ্রন্থেরও একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন।

সার্কভোম নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া সপরিবারে বাস করেন। সে-স্থানে তিনি অদ্বৈতবেদান্তের (মায়াবাদ ভাষ্যের) অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বহু সন্ন্যাসীও “উপকর্তা” ছিলেন; তিনি ছিলেন মায়াবাদী। প্রভুর ভগবন্ত প্রথমে স্বীকার করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। প্রভুর ভগবন্ত স্বীকার না করিলেও প্রথম দর্শনেই প্রভুব প্রতি তাঁহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল এবং এই পরম-সুন্দর তরুণ সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে, তজ্জগত তিনি চিন্তিতও হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—বেদান্ত পড়াইয়া এই তরুণ সন্ন্যাসীটীকে তিনি “বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে” প্রবেশ করাইবেন। একাদিক্রমে সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত পড়াইলেন। প্রভু বসিয়া বসিয়া শুনেন; একটা কথাও বলেন না। শেষে তিনি প্রভুকে বলিলেন—“তোমার মনের ভাব তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শুনিলে, অথচ একটা কথাও বল না। তুমি বুঝিতে পারিতেছ কিনা, তাহাও তো আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” তখন প্রভু বলিলেন—“তুমি বেদান্তের সূত্র যাহা পড়িয়া যাও, তাহা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি। কিন্তু তোমার ভাষা বুঝিতে পারি না। আমার মনে হইতেছে—তোমার ভাষা বেদান্তসূত্রের অর্থকে প্রকাশিত না করিয়া বরং আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে।” শুনিয়া সার্কভোম স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিচার আরম্ভ হইল। প্রভু সূত্রের মূখ্যার্থ বিবৃত করিয়া শঙ্করাচার্য্যের গোণার্থ খণ্ডন করিলেন। সার্কভোম অনেক বিতর্ক তুলিলেন; প্রভু সমস্ত খণ্ডন করিলেন। সার্কভোম বিন্মিত হইলেন। মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদের দিকে সার্কভোমের মন

টলিতে লাগিল। প্রভু তাঁহাকে বড়ভুজরূপ দেখাইলেন। এবার সার্কভোমের সমস্ত বিতাগরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল; তিনি প্রভুর পদানত হইলেন, প্রেমগদগদ কর্তে একশত শ্লোকে প্রভুর স্তুতি করিলেন। অপরোক্ষ অহুভব লাভ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বীকার করিলেন—প্রভু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। তদবধি তিনি হইয়া পড়িলেন প্রভুর একান্ত ভক্ত।

একদিন অতি প্রত্যুষে সার্কভোম সবেমাত্র শয্যাভ্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু আসিয়া তাঁহার হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন; সার্কভোম তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন—যদিও তখনও তাঁহার বাসিষ্ঠ পর্ধ্যস্ত ধোয়া হয় নাই। প্রভু বলিলেন—“তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণরূপা হইয়াছে; তাহাতেই মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, বেদধর্মাদি লঙ্ঘন করিয়াও তুমি প্রাপ্তি মাত্রে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে।”

সার্কভোম নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক মাসেই নিজের গৃহেই নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ উপচারে প্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। একদিন এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষেই সার্কভোমের জামাতা অমোঘ প্রভুর একটু নিন্দা করিয়াছিলেন—“একেলা সন্ন্যাসী এত খায়! এই অঙ্গে যে দশজন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে।” শুনিয়া সার্কভোম লাঠি লইয়া অমোঘকে তাড়া করিয়া গেলেন। অমোঘ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। সার্কভোম জামাতার মৃত্যু কামনা করিলেন। সস্ত্রীক সেদিন উপবাসী রহিলেন। রাত্রিতে অমোঘের বিস্মৃতিকা হইল। প্রভুর রূপায় পরদিন অমোঘ বাঁচিয়া গেলেন এবং প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রভুর মহিমান্বচক দুইটি শ্লোক এক তালপত্রে লিখিয়া সার্কভোম একদিন জগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভুর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। জগদানন্দের হাত হইতে তালপত্র নিয়া শ্লোক পড়িয়া মুকুন্দ ভাবিলেন—প্রভু এই শ্লোক দুইটি দেখিলেই ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। তাই মুকুন্দ তাহা দেওয়ালে লিখিয়া রাখিয়া তাহার পরে প্রভুর নিকটে দিলেন। প্রভু বাস্তবিকই শ্লোক দুইটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। দেওয়ালের লেখা দেখিয়া ভক্তগণ তাহা কণ্ঠস্থ করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—এই শ্লোকদ্বয় “সার্কভোমের কীর্ত্তি ঘোষে চক্কাবাচ্চাকার।”

রাজা প্রতাপরুদ্রও সার্কভোমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন; প্রভুর সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রতাপরুদ্র সার্কভোমেরও শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “সার্কভোম-ভট্টাচার্য্য-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য। ২৬/১২৫ পয়ায়ে ঢাকাও দ্রষ্টব্য।

স্বক্লরানন্দ ঠাকুর। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের স্বদাম সখা। যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি ছিলেন “শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের পার্শদ-প্রধান”; ইনি মহাপ্রেমিক ছিলেন। জাঘীরের বৃক্ষে কদম ফুল ফুটাইয়াছিলেন এবং প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় জলের ভিতর হইতে কুস্তীর ধরিয়া আনিতেন। ইহার কোনও কোনও শিষ্য বনের বাঘকে পর্ধ্যস্ত ধরিয়া আনিয়া কানে হরিনাম দিতেন। ইনি বিবাহ করেন নাই।

স্ববুদ্ধিরায়। গোড়ে “অধিকারী” ছিলেন। তখন হুসেন-খাঁ সৈয়দ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেন। ইনি হুসেন-খাঁর উপরে একটা দীঘি খোদাইবার ভার দেন; কাজের ক্রটি পাইয়া ইনি হুসেন-খাঁকে চাবুক মারিয়াছিলেন; পরে হুসেন-খাঁ (হুসেন সাহ) গোড়ের রাজা হইলেন এবং স্ববুদ্ধিরায়কে “বহু বাড়াইয়াছিলেন।” হুসেন সাহের পত্নী হুসেন সাহের অঙ্গে চাবুকের দাগ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। তখন হুসেন সাহের পত্নী স্ববুদ্ধিরায়কে মারিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু হুসেনসাহ বলিলেন—“স্ববুদ্ধিরায় আমার পালনকর্তা ছিলেন, আমার পিতৃতুল্য; তাঁহাকে মারিতে পারিব না।” তখন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—“যদি প্রাণে মারিতে না পার, তাহা হইলে তাহার জাতি নষ্ট কর।” হুসেনসাহ বলিলেন—“জাতি নষ্ট করিলে স্ববুদ্ধিরায় বাঁচিয়া থাকিবেন না।” উভয় সঙ্কটে পড়িয়া স্ববুদ্ধিরায়ের মুখে তিনি করোঁয়ার জল দেওয়াইলেন।

তখন স্ববুদ্ধির কাশীতে আসিয়া পণ্ডিতদের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ তন্ত্ৰস্থত খাইয়া প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন ; আবার কেহ কেহ বলিলেন—“না, তন্ত্ৰ স্থত খাইয়া প্রাণত্যাগ সঙ্গত নহে ; যেহেতু দোষ অল্প।” রায় কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময় মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে কাশীতে আসিলেন। স্ববুদ্ধির প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিবরণ শুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“তুমি বৃন্দাবনে যাও, নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন কর। এক নামাভাসেই তোমার পাপ দূরীভূত হইবে ; আর নাম হইতে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইবে।” প্রভুর আদেশ পাইয়া স্ববুদ্ধির প্রয়াগ ও অযোধ্যা হইয়া নৈমিষারণ্যে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। এই সময়ের মধ্যে প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আসিয়াছেন। রায় নৈমিষারণ্য হইতে মথুরায় আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের স.বাদ পাইলেন। মথুরায় প্রভুর দর্শন না পাওয়াতে তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি মথুরাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বন হইতে শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মথুরায় আনিয়া বিক্রয় করিতেন। এক এক বোঝা পাচ ছয় পয়সায় বিক্রয় হইত। নিজে এক পয়সার চানা খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন ; অবশিষ্ট পয়সা দোকানদারের নিকটে গচ্ছিত রাখিতেন ; গচ্ছিত পয়সা-দ্বারা তিনি “দুগ্ধী বৈষ্ণব দেখি তাঁরে করান ভোজন। গোড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈলমর্দন॥” মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী যখন মথুরামণ্ডলে আসিলেন, স্ববুদ্ধির তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রীতি দেখাইলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বাদশ বন দর্শন করাটয়াছিলেন। একমাসমাত্র বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলনের জন্ত বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়া স্ববুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। স্ববুদ্ধির সনাতনের প্রতিও বিশেষ স্নেহ ও শ্রীতি দেখাইয়াছিলেন।

স্বরূপদাস সরথেল। পূর্বে বলরামকান্ত রেবতীর পিতা ককুম্বী। ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। শ্রীপাট—নবদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রামে। “সরথেল” তাঁহার গোড়েশ্বরদন্ত উপাধি। গৌরীদাস পণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস সরথেল ইহার সহোদর। স্বরূপদাসের দুই কন্যা—বনুধা ও জাহ্নবা, দ্বাপরের বলদেবকান্ত বারুণী ও রেবতী। এই দুই কন্যাকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকটে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

স্বরূপদামোদর। ব্রজলীলার বিশাখা ; ধ্যানচন্দ্রগোস্বামীর মতে ললিতা। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। নবদ্বীপবাসী। পূর্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর প্রতি অমুরাগী। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইনি উন্ন্যস্তের মত হইয়া কাশীতে গিয়া নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে চৈতন্তানন্দের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করিলেন না ; তখন তাঁহার নাম হইল “স্বরূপ”। তাঁহার গুরু চৈতন্তানন্দ বেদান্ত অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনের জন্ত তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর বিরহে অধীর হইয়া গুরুর আদেশ নিয়া তিনি নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন—প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে। তদবধি ইনি নীলাচলেই ছিলেন, একবার কেবল নীলাচল ত্যাগ করিয়া প্রভুর সঙ্গে গোড়ে আসিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন মহাপণ্ডিত, কৃষ্ণ-রস-তত্ত্ববেত্তা, প্রেমময়বিগ্রহ, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ। কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলিতেন না ; প্রায় নিঃকণ্ঠে থাকিতেন। প্রভুর মনের ভাব একমাত্র ইনিই জানিতেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসভাসযুক্ত কোনও কথা শুনিতে প্রভুর স্বথ হইত না ; তাই প্রভু নিয়ম করিয়াছিলেন—কেহ কোনও গ্রন্থ, শ্লোক বা গীত রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্ত আনিলে আগে স্বরূপদামোদর তাহা পরীক্ষা করিবেন। ইনি ছিলেন সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য। প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশায় ইনি বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, গীতগোবিন্দের পদ কীর্তন করিয়া এবং ভাগবতের শ্লোক পড়িয়া প্রভুর আনন্দ বিধান এবং ভাবপুষ্টি সাধন করিতেন।

বঘুনাথ দাস যখন গৃহত্যাগ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে স্বরূপের হাতে অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর নিকটে বঘুনাথের বক্তব্য কিছু থাকিলে স্বরূপদামোদরের দ্বারাই তিনি তাহা প্রকাশ করাইতেন।

ইনি মহাপ্রভুর শেষ (মধ্য ও অন্ত্য) লীলা সূত্রাকারে তাঁহার এক কড়চায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কড়চার নাম “স্বরূপদামোদরের কড়চা”। এই কড়চা অবলম্বনে কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে প্রভুর অনেক লীলা বর্ণন করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কড়চা এখন পাওয়া যায় না। “স্বরূপদামোদরের কড়চা”-নামে বাজারে এখন যাহা পাওয়া যায়, তাহা কৃত্রিম, গোস্বামিশাস্ত্র-বিরোধী।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে ইনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে “স্বরূপদামোদর-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

হরিদাস ঠাকুর। যশোহর জেলার বৃন্দ-গ্রামে যখনকালে আবির্ভূত (৩৩৯১-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)। বৃন্দ ত্যাগ করিয়া ইনি বেণাপোলের অরণ্যমধ্যে নির্জন কূটরে কিছুকাল বাস করেন সে-স্থানে তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন, তুলসীসেবা করিতেন; ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। তিনি সকল লোকেরই বিশেষ প্রসন্ন হইতেন; কিন্তু স্থানীয় ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখানের তাহা সহ্য হইল না। তিনি হরিদাসের কুৎসা বটনার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ তাঁহার দোষের অহুসঙ্কান করিতে লাগিলেন; কোনও দোষ না পাইয়া দোষসৃষ্টির জন্য একটা অস্মরী যুবতী বেশ্যাকে রাত্রিকালে হরিদাসের কূটরে পাঠাইলেন। বেশ্যা তাহার চিন্তাকর্ষক হাব-ভাবাদেশে নানাভাবে হরিদাসকে মুগ্ধ করিতে পর পর তিনরাত্রি পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল; শেষকালে হরিদাসের মহিমায় বেশ্যারই চিত্তের পরিবর্তন সাধিত হইল, বেশ্যা হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া নিজের উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিল। হরিদাস তাহাকে হরিনাম কীর্তনের উপদেশ দিয়া বেণাপোল ত্যাগ করিলেন। হরিদাসেব রূপায় সেই বেশ্যার পরে পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, হরিদাস ঠাকুর বেণাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চান্দপুরে আসিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেন। রঘুনাথ তখন বালক, পাঠশালায় পড়িতেন। রঘুনাথ প্রায়ই হরিদাসের নিকটে আসিতেন; তিনি তখন হরিদাসের রূপা লাভ করেন। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—হরিদাস ঠাকুরের এই রূপাই পরে রঘুনাথের পক্ষে চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল।

অনেক অহুসঙ্কান করিয়া বলরাম আচার্য্য একদিন হরিদাসকে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের সভায় লইয়া গেলেন। সে-স্থানে পণ্ডিতসমাজ তাঁহার মুখে নামমহিমা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি নামমহিমা-প্রকাশ করেন এবং এই প্রসঙ্গে বলিলেন—নামাভাসেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। গোপাল চক্রবর্তী নামে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের এক আরিন্দার ইহা সহ্য হইল না; চক্রবর্তী হরিদাসের প্রতি কটাক্ষ করিলেন এবং হরিদাসকে বলিলেন—যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহা হইলে তোমার নাক কাটিব। হরিদাস সন্মত হইলেন। ইহাতে সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী চক্রবর্তীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বলরাম আচার্য্য তাঁহাকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস তাঁহাকে কণ্ঠচ্যুত করিলেন। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—“ইনি তর্কনিষ্ঠ; তাই—এ-সকল কথা বলিতেছেন। ইহার বিষয়ে আমার সম্বন্ধে আপনারা মনে কোনও কষ্ট নিবেন না।” হরিদাস বলরাম আচার্য্যের গৃহে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আচার্য্যের বিষয়, তিন দিনের মধ্যে গোপাল চক্রবর্তীর কুষ্ঠরোগ জন্মিল, হাতের আঙ্গুল কঁকড়া হইয়া গেল এবং নাক খসিয়া পড়িল। তাহাতে হরিদাস মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া শাস্তিপুরে চলিয়া আসেন। অষ্টৈতাচার্য্য তাঁহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত স্থান দিলেন; তাঁহাকে তিনি শ্রাদ্ধপাত্রও খাওয়াইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে অষ্টৈতাচার্য্য যেমন শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়াছিলেন, শাস্তিপুরে অবস্থানকালে হরিদাস ঠাকুরও ঐ একই উদ্দেশ্যে নাম সঙ্কীর্ণ করিয়াছিলেন।

বেণাপোলে অবস্থান-কালে রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেশ্যা যেমন হরিদাসকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, শাস্তিপুরে স্বয়ং মায়াদেবীও দিব্য রমণীর বেশে ঠিক তদ্রূপ চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যর্থকাম্য হইয়া শেষকালে হরিদাসের নিকটে নাম দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

এই সময়ে তিনি শাস্তিপুণ্ডে থাকিতেন ; কখনও কখনও বা নিকটবর্তী ফুলিয়াগ্রামেও থাকিতেন। গঙ্গান্নান করিতেন। উচ্চস্বরে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া নৃত্য-কীর্তন, হাঙ্গ, রোদন, হুঙ্কারাদি করিতেন। যবন কাজীর ইহা শুধু হইত না—যবন-সন্তান হইয়া হিন্দুর ধর্ম আচরণ করে কেন হরিদাস? কাজী গিয়া মলুকপতির নিকটে নালিশ করিলেন এবং হরিদাসকে শাস্তি দেওয়ার জন্ত অনুরোধ করিলেন। মলুকপতি হরিদাসকে ডাকাইলেন। হরিদাস গেলেন। • মলুকপতি তাঁহাকে সাদরে ও সম্মানে গ্রহণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন ; পরে মিষ্ট কথায় স্বীয় শাস্ত্রের কথা জানাইয়া কৃষ্ণনাম ত্যাগ করার জন্ত হরিদাসকে বলিলেন। হরিদাসও তখন বলিলেন—“ঈশ্বর এক ; ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে। ঈশ্বর যাহাকে যে-ভাবে প্রেরণা দেন, সেই লোক সেই ভাবেই বলে। আমাকে তিনি যে-ভাবে চালাইতেছেন, আমি সেই ভাবেই চলিতেছি।” শুনিয়া সকলে স্থগী হইলেন ; কিন্তু ছুট কাজী খুসী হইতে পারিলেন না ; হরিদাসকে শাস্তি দেওয়ার জন্ত কাজী পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। মলুকপতি তখন আবার হরিদাসকে নাম ত্যাগ করিয়া কল্মা পড়ার জন্ত কোমলে-কঠিনে বলিলেন। হরিদাস দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—যদি আমার দেহ খণ্ড খণ্ডও করা হয়, তথাপি আমি হরিনাম ছাড়িব না।” কাজীর প্ররোচনায় মলুকপতি তখন হুকুম করিলেন—বাইশ বাজারে নিয়া নিয়া কঠোর বেত্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করিতে হইবে। মলুকপতির পাইকগণ হরিদাসকে লইয়া গেল ; একের পর এক—বাইশটা বাজারে তাঁহাকে খুব জোরের সহিত বেত্রাঘাত করিল। হরিদাস মরিলেন না ; তাঁহার মুখেও দুঃখের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা গেল না। প্রসন্নবদনে তিনি হরিনাম কীর্তন করিতেছেন, আর ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন—তাঁহাকে প্রহার করিতেছে বলিয়া যবনদের যেন কোনও অমঙ্গল না হয়। তখন পাইকগণ বিস্মিত হইল ; যে-ভাবে তাহারা বেত্রাঘাত করিতেছে, তাহাতে তিন চারি বাজারের আঘাতেই অতি শক্ত লোকও মরিয়া যায় ; আর এই হরিদাস বাইশটা বাজারে আঘাত পাইয়াও এমন সুপ্রসন্ন ! তাহারা হরিদাসকে বলিল—“ঠাকুর, তুমি তো মরিলে না ; কিন্তু আমাদের মরণ নিশ্চিত ; তোমাকে মারিতে পারিলাম না বলিয়া মলুকপতি আমাদের মারিয়া ফেলিবেন।” হরিদাস অগ্নানবদনে বলিলেন—“আচ্ছা, তাহা হইলে আমি মরিতেছি।” তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন ; নিবিড় ধ্যান, শ্বাস নাই, প্রশ্বাস নাই, উদর-স্পন্দন নাই ; ঠিক যেন মৃত। পাইকেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে মলুকপতির নিকটে লইয়া গেল। মলুকপতি কবর দেওয়ার হুকুম দিলেন ; কিন্তু সেই কাজী বলিলেন—“না, কবর দিলে এই স্বধর্মবিরোধী লোকটা উদ্ধার পাইয়া যাইবে ; উহাকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হউক ; যেন চিরকাল কষ্ট পায়।” মলুকপতি তদনুরূপ হুকুম দিলেন। পাইকগণ হরিদাসকে লইয়া চলিল ; হরিদাস উঠিয়া বসিল—কিন্তু দৃশ্যতঃ তখনও মৃত। তাঁহাকে মৃত জানে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। কতক্ষণ পরে হরিদাসের ধ্যানভঙ্গ হইল ; তিনি গঙ্গা হইতে উঠিয়া আসিলেন। মলুকপতি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। যিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রীনামই তাঁহাকে রক্ষা করেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন।

কিছুকাল পরে বৈষ্ণব-দর্শনের অভিপ্রায়ে হরিদাস নবদ্বীপে আসিলেন। হরিদাসকে পাইয়া তৎকালীন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

হরিদাস ছিলেন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী। কাজী-দলনের দিনেও নগরকীর্তনে হরিদাস ছিলেন অগ্রবর্তী প্রথম সম্প্রদায়ে। প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে হরিদাস নবদ্বীপের সর্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন এবং জগাই-মাধাই কর্তৃকও আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রভুকর্তৃক কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে হরিদাস হইয়াছিলেন বৈকুণ্ঠের কোটাল।

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে প্রভু যখন কাটোয়া হইতে শাস্তিপুণ্ডে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅর্ঘ্যতাচার্য্যের গৃহে প্রভুর লহিত হরিদাসের মিলন হইয়াছিল ; প্রভুর সহিত একত্রে ভিক্ষা গ্রহণের জন্ত প্রভু তাঁহাকে আহ্বানও জানাইয়া

ছিলেন। প্রভু যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন হরিদাস কাদিতে কাদিতে বলিলেন—“আমার কি গতি হইবে প্রভু।” প্রভু বলিয়াছিলেন—“তোমার জন্ম আমি নীলাচলচন্দ্রের চরণে প্রার্থনা জানাইব; তোমাকে নীলাচলে লইয়া বাইব।” প্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে গোড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে হরিদাস নীলাচলে গমন করেন। গভীরার নিকটবর্তী এক নিভৃত উদ্যানে প্রভু হরিদাসের বাসা ঠিক করিয়া দিলেন; প্রভুর আদেশে গোবিন্দ প্রতিদিন সে-স্থানে হরিদাসের জন্ম প্রসাদ দিয়া আসিতেন। প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু প্রত্যাহা হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হইতেন এবং জগন্নাথমন্দিরে যে প্রসাদ পাইতেন, হরিদাসকেও তাহা দিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তাঁহার পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতেন। প্রভুর সঙ্গে হরিদাস নীলাচল হইতে গোড়েও আসিয়াছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই আবার নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

শেষ সময়ে তিনি প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—“প্রভু, আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা অন্তর্ধান করিবে; আমাকে যেন তাহা দেখিতে না হয়। আমার ইচ্ছা—তোমার চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া, নয়নদ্বয় তোমার চন্দ্রবদনে স্থাপন করিয়া, মুখে তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার সাক্ষাতেই প্রাণত্যাগ করি। তোমার রূপা হইলেই প্রভু আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।” ভক্তবৎসল প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন এবং প্রভুর পার্শ্বদবৃন্দের মুখে নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে সেইভাবেই হরিদাস নির্দ্যান প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু হরিদাসের দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিলেন। পরে পার্শ্বদবৃন্দের সহিত সমুদ্রতীরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন—প্রভু নিজেই সর্বাগ্রে তাঁহাকে বালু দিলেন। পরে প্রভু তাঁহার বিরহ-মহোৎসবও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

নামসকীর্তনের আচার এবং প্রচার—উভয়েরই হরিদাস ঠাকুর ছিলেন উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। প্রভুর প্রচারিত উচ্চসকীর্তনের প্রভাবে যে স্বাবর-জগন্মাদি এবং নামাভাসের ফলে যে স্নেহ-যবনাদিও উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে—হরিদাস ঠাকুরের মুখেই প্রভু এই তথ্যও প্রকাশ করাইয়াছিলেন।

তাঁহার নির্দ্যানের পরে প্রভু নিজ মুখেই বলিয়াছেন—“হরিদাস ঠাকুর ছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা ব্রহ্মজ্ঞ হইল মেদিনী ॥” মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “হরিদাস ঠাকুর-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন—ঋচীক মূনির পুত্র মহাতেজা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত মিলিত হইয়া হরিদাস-ঠাকুররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; মুরারিগুপ্ত তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে (কড়চায়) বলিয়াছেন যে, কোনও এক মুনিকুমার তুলসীপত্র আহরণ করিয়া তাহা প্রকালিত না করিয়াই পিতার নিকটে দিয়াছিলেন বলিয়া পিতাকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হইয়া হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

স্থান-নদী-পর্বতাদির পরিচয়

অক্কেবুতীর্থ। মথুরায়। বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যস্থলে যমুনার একটা ঘাট। এই ঘাটে অক্কেবু বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসী লোকগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শনাদি করিয়া অক্কেবুতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই ঘাটে প্রভু একদিন যমুনা ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তীর্থরাজ। হরির অত্যন্ত প্রিয় স্থান।

অনন্ত-পদ্মনাভ-স্থান (অনন্তপুর)। দাক্ষিণাত্যে অনন্তপুর জেলায়। বেল্লারী হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমান নাম ত্রিবাঙ্গম্। এইস্থানে শ্রীঅনন্ত-পদ্মনাভ শ্রীবিগ্রহ আছেন।

অন্নকূট গ্রাম। মথুরায় গোবর্দ্ধন-পর্বতের উপরে স্থিত একটা গ্রাম। অপর নাম “আনিয়োর”। এই স্থানেই গোবর্দ্ধন-পূজার সময় অন্নকূট হইয়াছিল। এখানে গোবর্দ্ধন-পতি শ্রীগোপালদেবের স্থিতি।

অম্বুয়া মুলুক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার সংলগ্ন একটা গ্রাম—অম্বিকা। বর্তমান নাম প্যারীগঞ্জ; এখানে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট ছিল।

অযোধ্যা। বর্তমান “আউধ”।

অহোবল-নৃসিংহক্ষেত্র। অহোবল বা অহোবিলম্। দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল জেলায় অবস্থিত। এখানে স্প্রসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ বিত্তমান।

আইটোটা। নীলাচলে গুণ্ড্যামন্দিরের নিকটে একটা উদ্যান-বিশেষ।

আঠারনালা। শ্রীক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র নদী। ইহার উপরে একটা সেতু আছে; সেই সেতুতে আঠারটা খিলান আছে; এজ্জ ইহার নাম আঠারনালা। ইহা পুরীর নিকটে। এই সেতুটা পার হইয়াই পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

আঠৈল গ্রাম। প্রয়াগে দ্বিবৈদী-সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর তীরের একটা গ্রাম। এই গ্রামে বল্লভ-ভট্ট বাস করিতেন। তিনি প্রয়াগ হইতে প্রভুকে এই গ্রামে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

আরিট গ্রাম। অরিষ্ট গ্রাম; মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্দ্ধনে; এই গ্রামেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রামকৃষ্ণ অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

আগালনাথ। পুরী হইতে ১৪১৫ মাইল দূরে। শ্রীজগন্নাথের অনবসরে প্রভু আগালনাথে গিয়া থাকিতেন।

উৎকল। উড়িষ্যা প্রদেশ।

ঋষভ পর্বত। দাক্ষিণাত্যে; দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। বর্তমানে “পালনি হিল”।

ঋগ্মুখ পর্বত। অবস্থান-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যের বেল্লারী জেলার হাম্পি-গ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা-নদীর তীরে অপ্রশস্ত গিরিবন্ধটার পার্শ্ববর্তী পর্বটাই ঋগ্মুখ পর্বত, ইহা নিজামের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। কেহ বলেন, ঋগ্মুখ পর্বত মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত, বর্তমান নাম “রাঙ্গু”। আবার কেহ বলেন, পম্পানদীর উপত্যস্থল যে পর্বত, তাহাই ঋগ্মুখ।

কটক। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদের রাজধানী; কাটজুড়ি ও মহানদীর মধ্যবর্তী। দক্ষিণদেশের বিত্তানগর হইতে শ্রীসাক্ষীগোপাল উৎকলরাজ কর্তৃক আনীত হইয়া কটকেই ছিলেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসের পর নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন সাক্ষীগোপাল কটকেই ছিলেন। পরে পুরী হইতে ছয় সাত মাইল দূরে সত্যাবাদী বা সাক্ষীগোপাল গ্রামে আসেন।

কমলপুর। পুরীজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম হইতে পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়। পুরী হইতে তিন ক্রোশ।

কাটোয়া। কণ্টকনগর। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। এইস্থানে প্রভু কেশব-ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কানাইর মাটশালা। গোড়ের নিকটে, রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে।

কাবেরী। নদী। ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্তী শ্রীরঙ্গম কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। কাবেরী নদীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি জন্মে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। বর্তমান নাম “অর্দ্ধগঙ্গা” নদী।

কামকোষ্ঠীপুরী। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশৈল ও মাদুরার মধ্যবর্তী একটা স্থান। তাঞ্জোর জেলার কুন্তকোণম্।

কাম্যবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটা বন। কাম্যবনে অনেক তীর্থ আছে।

কালিন্দী। যমুনা নদী।

কাশী। বারাণসী। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কুমারহট্ট। বর্ধমান চব্বিশ পরগণা জেলার হালিসহর। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব-স্থান। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে শ্রীবাসপণ্ডিতও এইস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

কুমুদবন। ব্রজমণ্ডলস্থিত দ্বাদশ বনের একটা বন।

কুরুক্ষেত্র। কলিকাতা হইতে ১০৫১ মাইল দূরে থানেশ্বর ষ্টেশন। কুরুক্ষেত্রে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই-স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২১১৭১ পন্নায়ের টীকাপরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

কুলিয়া। নবদ্বীপ গঙ্গার যেই তীরে, তাহার অপর তীরে একটা গ্রাম। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে। এখন একদিকের গঙ্গাপ্রবাহ শুকাইয়া খাদ হইয়াছে; অতএব সাতকুলিয়াই বর্তমান কুলিয়া। সাতকুলিয়াও অনেকাংশ ভাসিয়া গিয়াছে।

কুলীন গ্রাম। বর্ধমান জেলায়, গুণরাজখান ও রামানন্দ বসুর বাসস্থান। মহাপ্রভু কুলীনগ্রামের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুরও কিছুকাল কুলীনগ্রামে ছিলেন।

কুশাবর্ত্ত। নাসিকের নিকটবর্তী। পশ্চিমঘাট বা মহাদ্রির কুশট্ট-নামক প্রদেশ হইতেই গোদাবরীর উদ্ভব।

কুন্তকর্ণ-কপাল-স্থান। দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বর্তমান “কুন্তকোণম্”-নগর।

কুর্নাক্ষেত্র (কুর্নস্থান)। বর্তমানে “শ্রীকুর্নম্” নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের গঙ্গাম জেলায় সমুদ্রের ধারে চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্বদিকে। কুর্ন-অবতার শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের জগা বিখ্যাত।

কুন্তমালা। নদী। বর্তমান নাম ভাইগা (মতান্তরে ভাসাই)। মাদুরা সহর এই নদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। মলয় পর্বত হইতে এই নদী নিঃসৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণবেণী। নদী। মহাদ্রি-পর্বতের মহাবলেশ্বর হইতে উদ্ভূত। কৃষ্ণবেণীতীরেই বিষ্ণুমঙ্গল-ঠাকুরের বাসস্থান ছিল। দাক্ষিণাত্যে।

কেশীতীর্থ। শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার কেশীঘাট।

কোণার্ক। অর্ক-তীর্থ। বর্তমান নাম “কোণারক”। পুরী হইতে ১২ মাইল উত্তরে, সমুদ্রতীরে। এইস্থানে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের অত্যাশ্চর্য নিদর্শন-স্বরূপ একটা সূর্য্য-মন্দির আছে।

কোলাপুর। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য। উত্তরে সাঁতারা, দক্ষিণে ও পূর্বে বেলগ্রাম এবং পশ্চিমে রত্নগিরি। কোলাপুরে অনেক মন্দির ছিল।

খণ্ড। শ্রীখণ্ড। বর্ধমান জেলায়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট।

খন্দির বন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটা বন।

খেলাতীর্থ। ২।১৮।৫২-পর্যায়ের ঢাকা ব্রহ্মবা। ব্রজমণ্ডল একটা তীর্থ।

গভীরা। পুরীতে মহাপ্রভুর আবাসগৃহ।

গয়া। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। যক্ষ্মনদীর তীরে অবস্থিত।

গাঁঠুলি গ্রাম। গোবর্দ্ধন পর্বতের নিকটবর্তী, পশ্চিম দিকে একটা গ্রাম।

গুণ্ডিচা মন্দির। পুরীর একটা মন্দির। “সুন্দরচলে” অবস্থিত। যথার্থ্যায় শ্রীজগন্নাথদেব “নীলাচল”স্থিত স্বীয় মন্দির হইতে আসিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে নবরাত্রি অবস্থান করেন।

গোকর্ণ। বোম্বাই প্রদেশে উত্তর-কানারায়, বর্তমান গোয়ানগরের ৩০।৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। শিবমন্দিরের জন্ম প্রসিদ্ধ। বর্তমান নাম “জেণ্ডিয়া”।

গোকুল। মথুরার দক্ষিণপূর্ব দিকে, যমুনার অপর পারে, মথুরা হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গোদাবরী। দাক্ষিণাত্যের একটা প্রধান নদী। নামিক হইতে ২৯ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মগিরি পর্বত (মতান্তরে জটাকটকা পর্বত) হইতে উৎপন্ন। রামানন্দরায়ের রাজকার্য্যস্থল বিজানগর ছিল গোদাবরীতীরে।

গোবর্দ্ধন। মথুরা হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বত।

গোবর্দ্ধনগ্রাম। গোবর্দ্ধনপর্বতে একটা গ্রাম।

গোবিন্দকুণ্ড। গোবর্দ্ধন-পর্বত-তটে একটা প্রসিদ্ধ কুণ্ড বা সরোবর।

গোড়। পূর্বকালে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই “গোড়”-নামে পরিচিত হইত। প্রাচীন গোড়-নগর মালদহের নিকটে, পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গৌতমী গঙ্গা। গোদাবরী নদীর একটা শাখা। ইহার তীরে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া নাম হইয়াছে গৌতমীগঙ্গা।

চটকপর্বত। পুরীতে সমুদ্রের তীরে যে-সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাদিগকে “চটক পর্বত” বলে।

চতুর্দার। মহানদীর যে-তীরে কটক, তাহার অপর তীরের একটা স্থান। কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দারে ঘাইতে হয়। সাধারণ নাম “চৌদার”।

চান্দপুর। হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটবর্তী একটা গ্রাম; মথুরাগ্রামের পূর্বদিকে। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের পুরোহিত বগরাম আচার্য্য এবং দাসগোস্বামীর গুরু যত্নন্দন আচার্য্য এই চান্দপুরে বাস করিতেন।

চিত্রোৎপলা নদী। মহানদীর যে-অংশ কটকের নিকটে, তাহাকে “চিত্রোৎপলা নদী” বলে।

চীরঘাট। যমুনার একটা ঘাট। এই স্থানে বজ্রহরণ-লীলা হইয়াছিল।

ছত্রভোগ। চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণে। এই গ্রামটিকে কেহ কেহ “খাড়ি” বলেন। এ-স্থানে “বৈজয়ন্তা নাথ” (বদরিকানাথ?) নামে অনাদি শিবলিঙ্গ আছেন। কিছুদূরে “দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী” আছেন। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসেব শুক্লা প্রতিপদে নন্দাস্নান উপলক্ষে মেলা হয়।

জগন্নাথ (ক্ষেত্র)। পুরী; শ্রীজগন্নাথদেবের স্থান।

জগন্নাথ-বল্লভ-উত্থান। পুরীতে গুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যস্থলে একটা উত্থান।

জয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র। মাদ্রাজের বিশাখাপত্তন জেলার একটি তীর্থস্থান। পর্বতের উচ্চপ্রদেশে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির আছে। ভিজাগাপটম্ হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে সিংহাবলম্ স্টেশন।

ঝামটপুর। বর্তমান জেলার কাটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটি গ্রামের নিকটে একটা গ্রাম। এই স্থানে কবিরাজগোস্বামীর শ্রীপাট।

ঝারিখণ্ড। বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশ। বর্তমান আটগড়, টেকানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োগুর, বামড়া, বোলাই, গঙ্গাপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল।

তাপী নদী। বর্তমান “তাপী” নদী। “স্বরাট” নগর এই নদীর তীরে। বিদ্যাপাদ (বর্তমান সাতপুরা বেঙ্গ) পর্বতের দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে।

তাত্তপর্ণী নদী। বর্তমান নাম “টিনিভেলি”। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণসীমায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কন্ঠাকুমারীর নিকটে প্রবাহিত।

তালবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনের একটি বন।

তিরোহিত। প্রাচীন নাম মিথিলা; বর্তমান ত্রিহত জেলা।

তিলকাশী। সম্ভবতঃ বর্তমান “তেলকাশী”। দাক্ষিণাত্যে “তিনেভেলী”র উত্তর-পূর্ব দিকে।

তুঙ্গভদ্রা নদী। স্থানীয় নাম “তুঙ্গুদ্রা”। এই নদীটি “তুঙ্গ” ও “ভদ্রা” এই দুইটি নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন। পশ্চিমঘাট পর্বতের “গঙ্গামূল” শিখরের নিম্নদেশে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত “কদূর” জেলায় “তুঙ্গ” নদীর উৎপত্তি, “ভদ্রা”-নদীর উৎপত্তিও তুঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে। উভয়ে আসিয়া “শিমোগা”-জেলায় মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত “তুঙ্গভদ্রা” নদীটি মাদ্রাজ ও নিজামরাজ্যের মধ্যবর্তী সীমা।

ত্রিকাল হস্তীস্থান। দাক্ষিণাত্যে উত্তর আর্কটে তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে স্বর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত।

ত্রিতকুপ। কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচূর বা তিরুশিবপুর নগর। মতান্তরে, সরস্বতী নদীর তীরবর্তী কুপ-বিশেষ।

ত্রিপদী। তিরুপতি; তিরুপাট্টুর। উত্তর আর্কটে বেক্টাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে।

ত্রিমল্ল। তিরুমলয়। তাম্বোর জেলায় অবস্থিত।

দণ্ডকারণ্য। উত্তরে “খান্দেশ” হইতে দক্ষিণে “আহম্মদনগর” এবং মধ্যে “নাসিক” ও “আউরঙ্গাবাদ” পর্য্যন্ত গোদাবরী নদীর তীরস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে “দণ্ডকারণ্য”-নামক বিস্তৃত বন ছিল।

দক্ষিণ মথুরা। বর্তমান “মাদুরা”। মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত।

দুর্বেশন। দাক্ষিণাত্যে, রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

দ্বারকা। দ্বারাবতী। কাঠিয়াবার প্রদেশে কচ্ছ উপসাগরের উপরে স্থিত। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

দ্বৈপায়নী। দাক্ষিণাত্যে, সম্ভবতঃ গোকর্ণ-তীর্থের নিকটে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীবলদেব গোকর্ণতীর্থে শিবমূর্তি-দর্শন এবং দ্বৈপায়নী-আর্য্য দর্শনের পরে স্থপারকে গমন করেন। “আর্য্য”-দেশের নাম নহে, দেবীর নাম।

ধনুতীর্থ। সেতুবন্ধে। বর্তমান “পদ্ম প্যাসেজ্”। ভারতবর্ষ ও সিলোনের (প্রাচীন লঙ্কার) মধ্যবর্তী। লঙ্ঘণের ধনুর অগ্রভাগদ্বারা সমুদ্রের সেতু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় “ধনুতীর্থ” নাম হইয়াছে।

ধ্রুবঘাট। মথুরায়, যমুনার একটি ঘাট।

নন্দীখর। মথুরা জেলায়। এ-স্থানে নন্দমহারাজের বাড়ী ছিল।

নবদ্বীপ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান।

নরেন্দ্র-সরোবর। পুরীর একটি পুষ্করিণী। এই সরোবরে চন্দনযাত্রাদি উৎসব হইয়া থাকে।

নর্মদা। নদী। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ নদী।

নাসিক। বোম্বাই প্রদেশে নাসিক জেলা; তাহার সদর—নাসিকনগর। গোদাবরীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত; অপস্র তীরে পঞ্চবটী। নাসিক একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর। এই স্থানে অনেক দেবালয় আছে; মহাপ্রভু এইস্থানে ত্র্যম্বক-মহাদেব দর্শন করিয়াছিলেন।

নিৰ্বিকছা। নদী। উজ্জয়িনীৰ নিকটে। বিদ্যা পৰ্বত হইতে উদ্ভূত, চম্বে আসিয়া পড়িয়াছে।

নৈমিষাৰণ্য। লক্ষৌ প্ৰদেশেৰ নিকটে। বৰ্তমানে “নিমখাৰ বন” বা “নিমসাব” নামে পৰিচিত। গোমতী নদীৰ তীৰে।

নৈহাটী। বৰ্তমান জেলাৰ কাটোয়াৰ নিকটে একটা গ্ৰাম। প্ৰাচীন নাম নবহট্ট। কবিৰাজ গোস্বামীৰ আবিৰ্ভাবস্থান ঝামাটপুৰ নৈহাটীৰ নিকটবৰ্তী।

পঞ্চবতী। দণ্ডকাৰণ্যেৰ অন্তৰ্গত একটা বন। বৰ্তমান “নাসিক” সহৰেৰ নিকটে গোদাবৰীৰ তীৰে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ নৃপনখাৰ নাসিকা ছেদন কৰিয়াছিলেন।

পঞ্চাপ্ৰসৱাতীৰ্থ। শাতকৰ্ণিৰ, মতাস্তৰে মাণ্ডকৰ্ণিৰ, মতাস্তৰে অচ্যুতখ্যৰ তপশ্চা ভঙ্গ কৰাৰ জন্ত ইন্দুকৰ্ণক প্ৰেৰিত পাঁচটা অপ্ৰসৱা অভিশপ্তা হইয়া কুন্তীৰূপে একটা সৰোবৰে বাস কৰে। অৰ্জুন তীৰ্থযাত্ৰায় আসিলে কুন্তীৰ-যোনি হইতে অপ্ৰসৱা পাঁচটাকে উদ্ধাৰ কৰেন। তদবধি এই সৰোবৰ তীৰ্থৰূপে পৰিণত হয়। শ্ৰীমদ্ভাগবতৰ “ততঃ কাস্তনমাসাত পঞ্চাপ্ৰসৱসমুত্তমম্ (১০।৭২।১৮)”-শ্লোক হইতে মনে হয়, ইহা “কাস্তন” বা “অনন্তপুৰেৰ” নিৰ্ধটকৰ্তী।

পম্পাসৰোবৰ। হায়দৰাবাদেৰ দিকে, অনাগুণ্ডিৰ নিকটে তুঙ্গভদ্রাৰ তীৰবৰ্তী একটা সৰোবৰ। কেহ কেহ বলেন, ত্ৰিবাঙ্কুৰে “পম্পা”-নদীই পম্পাসৰোবৰ। আবার কেহ বলেন, বিজয়নগৰেৰ প্ৰাচীন ৰাজধানীৰ নামই পম্পা, বৰ্তমান নাম “হাম্পী”।

পয়স্বিনী নদী। ত্ৰিবাঙ্কুৰ ৰাজ্যে “তিৰুবন্তৰ” নদী।

পয়োক্ষী। নদী। দাক্ষিণাত্যে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপাদ পৰ্বতেৰ (বৰ্তমান নাম—সাতপুৰাৰেঞ্জ) দক্ষিণে প্ৰবাহিত একটা নদী। পশ্চিমবাহিনী হইয়া তাপ্তীনদীৰ সহিত মিলিত হইয়াছে। বৰ্তমান নাম “পূৰ্ণ্ডি”। বৰ্তমান ত্ৰিবাঙ্কুৰ ৰাজ্যে। মতাস্তৰে, বৰ্তমান নাম “পাৰপুণী” নদী। মহাভাৰত, বনপৰ্বে ৮৫শ অধ্যায়ৰ বৰ্ণনামতে কৃষ্ণবেণাজলোদ্ভূত জাতিস্বৰ্গৰ পৰে সৰ্বব্ৰহ্ম, তাহাৰ পৰ পয়োক্ষী, তাহাৰ পৰে দণ্ডকাৰণ্য।

পাণ্ডুপুৰ। পণ্ডুৰপুৰ। বোম্বাই-প্ৰদেশেৰ শোলাপুৰ জেলাৰ অন্তৰ্গত; শোলাপুৰ হইতে ৩৮ মাইল পশ্চিমে। ভীমৰথী নদীৰ তীৰে অবস্থিত।

পাণ্ড্যদেশ। দাক্ষিণাত্যে “কেৰল” ও “চোল” ৰাজ্যেৰ মধ্যবৰ্তী প্ৰদেশ।

পানাগড়িতীৰ্থ। “ত্ৰিৰাজামেৰ”-পথে “তিনেভেলি” হইতে ত্ৰিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অবস্থিত।

পানা-নৱসিংহ-স্থান। “কৃষ্ণা” জেলাৰ “বেজওয়াদা” সহৰেৰ সাত মাইল দূৰে “মঙ্গলগিৰিৰ” মধ্যে অবস্থিত। পৰ্বতেৰ উপৰে এ-স্থানে শ্ৰীনৃসিংহ-বিগ্ৰহ আছেন। কথিত আছে, এই নৃসিংহদেবকে সৰবত ভোগ দিলে তিনি অৰ্দ্ধেক মাত্ৰ গ্ৰহণ কৰেন, বাকী অৰ্দ্ধেক অবশেষ থাকে।

পানিহাটী। কলিকাতাৰ উত্তৰে সাড়ে চাৰি ক্ৰোশ দূৰে, গঙ্গাতীৰে। শ্ৰীৰামৰ পণ্ডিতেৰ শ্ৰীপাট। এই স্থানে দাস-গোস্বামীৰ দণ্ডমহোৎসব হইয়াছিল।

পাপনাশন। “কুন্তকোণম্” হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। “তিনেভেলি” জেলাৰ অন্তৰ্গত “পালম্-কোটা” হইতে ঊনত্ৰিশ মাইল পশ্চিমেও “পাপনাশন” নামে একটা নগৰ আছে।

পাবনকুণ্ড। পাবন-সৰোবৰ। নন্দীৰেৰ নিকটে, মথুৰা জেলায়।

পিছলদা। তমলুকেৰ নিকটবৰ্তী ৰূপনাৰায়ণ-নদেৰ তীৰে একটা গ্ৰাম।

পুৰুষোত্তম। পুৰী বা নীলাচল।

প্ৰয়াগ। বৰ্তমান এলাহাবাদ। এ-স্থানে ত্ৰিবেণীসঙ্গম।

বাতাপানি। ভূতপণ্ডি। ত্ৰিবাঙ্কুৰ ৰাজ্যে, নগৰকৈলেৰ উত্তৰে, তোৰল-তালুকেৰ মध्ये।

বারাগঙ্গী। কাশী; প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

বিজ্ঞানগর। গোদাবরী-তীরে; রায়রামানন্দের রাজকার্যস্থল। বিজ্ঞানগরেই প্রভুর সহিত রায়রামানন্দের প্রথম মিলন হয়। এইস্থানের বড়বিগ্র-ছোটবিগ্রের ভক্তিপ্রভাবেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে সাক্ষীগোপালের আগমন।

। কঞ্জিভেরাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে।

বৃদ্ধকাশী। বর্তমান নাম “বৃদ্ধাচলম্”। দক্ষিণ আর্কট জেলায় “ভেলার” নামক নদীর একটা উপনদী “মণিমুখের” তীরে অবস্থিত।

বৃদ্ধকোলতীর্থ। “মহাবলীপুরম্” বা “সপ্তমন্দিরের” অন্তর্গত “বলিপীঠম্” হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে।

বৃন্দাবন। অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মথুরা জেলায়।

বেণাপোল। যশোহর জেলার একটা গ্রাম। বেণাপোলের জঙ্গলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কিছুকাল ছিলেন।

বেদাবন। “তাজোর” জেলায়, “তিরুন্তরাইগণ্ডি” তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। তাজোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে।

ভদ্রক। উড়িষ্যার অন্তর্গত।

ভদ্রবন। মথুরা জেলায়; দ্বাদশ বনের একটা বন।

ভবানীপুর। উড়িষ্যায়, পুরীর নিকটবর্তী একটা স্থান।

ভাগীর বন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটা বন।

ভাগানদী। বর্তমানে “দণ্ডভাঙ্গা নদী” নামে খ্যাত। পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে।

ভীমরথী নদী। বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলায়; পাণ্ডুর (পণ্ডরপুর) এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বর। পুরী জেলায় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

মণিকর্ণিকা। কাশীতে গঙ্গার একটা ঘাট।

মংস্ত্রতীর্থ। কেহ কেহ বলেন, “ভিজাগাপট্টমের” অন্তর্গত “পদ্ম-তালুকের” মধ্যে “পাদেক” হইতে ছয় মাইল উত্তরদিকে, “মটম”-গ্রামের নিকটে “মাচের”-নদীর একটা অদ্ভুত আবর্ভাই মংস্ত্রতীর্থ; আবার কেহ কেহ বলেন— “মালাবর” জেলার সমুদ্রতীরে অবস্থিত বর্তমান “মাহে” নগরই মংস্ত্রতীর্থ। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা বর্তমান “মস্‌লিবন্দর”।

মথুরা। মথুপুরী। স্প্রসিদ্ধ। বর্তমান উত্তর প্রদেশে।

মধুবন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটা বন।

মন্ত্ৰেশ্বর। নদ। কলিকাতার অদূরে ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্তী বৃহৎ নদের নামই মন্ত্ৰেশ্বর।

মন্দার পর্বত। ভাগলপুর জেলায় বাঁকা স্বেতিভিশনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পর্বত। সমুদ্রমস্তনের সময় অনন্ত নাগ এই মন্দার-পর্বতকেই বেষ্টন করিয়াছিলেন। পর্বতের অঙ্গে এখনও বেষ্টন-চিহ্ন বর্তমান।

মলয় পর্বত। মালাবার উপকূলের প্রসিদ্ধ গিরিমালার সর্বদক্ষিণ অংশ। বর্তমান নাম “ওয়েষ্টার্ন ঘাট” বা “পশ্চিম ঘাট।” কেহ কেহ বলেন, কর্ণাট ও দ্রাবিড় দেশে সমস্ত পর্বতকেই “মলয়” বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, “নীলগিরি” পর্বতই মলয় পর্বত।

মল্লার দেশ। মালাবার দেশ। উত্তরে দক্ষিণ কানারা, পূর্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

মল্লিকার্জুনতীর্থ। দক্ষিণ ভারতের “কণ্ঠলের” সত্তর মাইল নিম্ন প্রদেশে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানে মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির বিद्यমান।

মহাবন। ব্রজমণ্ডলে দ্বাদশ বনের একটা বন।

মহেন্দ্রশৈল। গঙ্গাম প্রদেশে সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ পর্বত। বর্তমানে “ইষ্টার্নঘাট” বা পূর্বঘাট।

মানসগঙ্গা। গোবর্দ্ধনে, একটা সরোবর।

মায়াপুর। হরিদ্বার; অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। “হরিদ্বার” ব্রাহ্ম লাইনের “জোয়ালপুর” স্টেশন হইতে “গড়বাল” রাজ্যের অন্তর্গত “তপোবন” নামক স্থান পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড “মায়াক্ষেত্র” নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে কনখল, হরিদ্বার, হৃষীকেশ এবং তপোবন এই চারিটা তীর্থ আছে। “মায়াপুরী” বলিতে সময়ে সময়ে সমস্ত “মায়াক্ষেত্রকে” বুঝায়, আবার কখনও কখনও বা জালাপুর, কনখল এবং হরিদ্বার এই তিনটা মাত্র স্থানকেও বুঝায়।

মালজাঠ্যা দণ্ডপাট। উড়িষ্যায়, রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যমধ্যে একটা প্রদেশ।

মাহিস্বতীপুর। নরখদানদীর তীরবর্তী বর্তমান “মহেশ্বরপুর”। নামান্তর “চুলি মহেশ্বর”। ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত।

যমেশ্বর টোটা। নীলাচলে; টোটা গোপীনাথের মন্দির এই স্থানে।

যাজপুর। উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। নাভিগয়াক্ষেত্র। নামান্তর—“যজ্ঞপুর”; “যজ্ঞার্তিপুর”।

রাজমহিষ্মা। বর্তমান “রাজমহেন্দ্রী” নগর। মাদ্রাজ প্রদেশে। রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনাধীনে ছিল।

রাঢ়দেশ। গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত বাংলাদেশের অংশকে রাঢ়দেশ বলে।

রামকেলি। মালদহ স্টেশন হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

রামেশ্বর। “সেতুবন্ধ-রামেশ্বর”-নামে প্রসিদ্ধ স্থান। “মাদুরা” হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। “পদ্ম”-বন্দর হইতে চারি মাইল উত্তরে রামেশ্বর-শিবের মন্দির।

রেমুণা। বালেশ্বরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে। এই স্থানে “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ”-বিগ্রহ বিদ্যমান।

লঙ্কা। বর্তমান “সিপোন”। ভাবতবর্ষের দক্ষিণে।

লৌহবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনের একটা বন।

শান্তিপুর। নদীয়া জেলায়, গঙ্গাতীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীঅধৈতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীপাট।

শিবকাঞ্চী। বর্তমানে “কাঞ্জিভেরাম” নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে “চেন্নলপুত”-জেলায়, “পেলার” নদীর তীরে, মাদ্রাজ হইতে ছেচল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

শিবক্ষেত্র। দক্ষিণ-ভারতে “তাঞ্জোর” নগরে অবস্থিত শিবমন্দির।

শিয়ালী-ভৈরবী-স্থান। শিয়ালী-নামক স্থানে যে “ভৈরবীদেবী” আছেন, তাঁহার স্থান। “শিয়ালী” দক্ষিণ ভারতে “তাঞ্জোর” জেলার “তাঞ্জোর”-নগর হইতে আটচল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটা প্রধান নগর।

শেষশায়ী। ব্রজমণ্ডলে অবস্থিত; ২১৮৭৫৮ পয়্যারের টিকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীখণ্ড। “খণ্ড” দ্রষ্টব্য।

শ্রীবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটা বন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ। শ্রীবৈকুণ্ঠম্। “আলোয়ার তিরুনগরী” হইতে চারি মাইল উত্তরে এবং “তিনেভেলি” হইতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র। শ্রীরঙ্গম্। মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত “ত্রিচিনপল্লীর” উত্তরে কাবেরী নদীর উপরে অবস্থিত। “তাঞ্জোর”-জেলার “কুস্তকোণম্” হইতে পশ্চিম দিকে।

শ্রীশৈল। মলয় পর্বতের উত্তরাংশ। বর্তমানে “পাল্‌নি হিলস্”-নামে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, বর্তমান “নিজাম রাজ্যের” দক্ষিণ ও মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তর।

। বর্তমান “শিলেট”। পূর্বে আসামের মধ্যে ছিল, এখন পাকিস্থানে।

সত্যভামাপুর। উড়িষ্যাদেশে পুরীর অদূরে একটি গ্রাম।

সপ্তগোদাবরী। মাদ্রাজ প্রদেশে রাজমহেন্দ্রী জেলায়, গোদাবরীর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। কাহারও কাহারও মতে, অপর নাম—“গৌতমী সঙ্গম”। কেহ কেহ বলেন, গোদাবরীর সাতটি শাখানদী—বাণগঙ্গা, উর্জা, পানিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। মহাভারত, বনপর্বের ৮৫তম অধ্যায়ে সপ্তগোদাবরীর উল্লেখ আছে। *

সপ্তগ্রাম। কলিকাতা হইতে সাতাইশ মাইল দূরে হুগলী জিলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা স্টেশন; ত্রিশবিঘার অতি অল্পদূরে সপ্তগ্রাম। পূর্বে “সপ্তগ্রাম” বলিলে—বাসুদেবপুর, বাঁশবাড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর—এই সাতটি গ্রামের সমষ্টিকে বুঝাইত। সপ্তগ্রাম সরস্বতী-নদীর তীরে অবস্থিত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থান। পূর্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর ছিল।

সিংহারি-মঠ। শৃঙ্গেরী মঠ। মহীশূরের অন্তর্গত “শিমোগা”-জেলায় “তুঙ্গভদ্রা”-নদীর তীরে “হরিহরপুরের” সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁহার চারিজন শিষ্যের দ্বারা ভারতবর্ষে চারিটি মঠ স্থাপন করাইয়াছিলেন—বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ, ত্রিক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ এবং দাক্ষিণাত্যে—শৃঙ্গেরীমঠ।

সিদ্ধিবট। সিদ্ধিবট। দক্ষিণভারতে “কুড়াপা”-নগরের পূর্বদিকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

সুমনঃ-সরোবর। গোবর্দ্ধনের কুহুম-সরোবর। “সুমনঃ-শব্দের অর্থ কুহুম—পুষ্প।

সূর্য্যারকতীর্থ। বোম্বাই হইতে ছাফিশ মাইল উত্তরে “থানা”-জেলায়-“সোপারা”-নামক স্থান। পূর্বে ইহা কোঙ্কানের রাজধানী ছিল।

সেতুবন্ধ। “রামেশ্বর” দ্রষ্টব্য।

সোরোক্কেত্র। মথুরার নিকটবর্তী একটি স্থান। গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

স্বক্কেত্র। হায়দরাবাদের অন্তর্গত একটি তীর্থস্থান। স্বন্দ—কার্ত্তিকের।

হাজিপুর। গঙ্গানদীর এবং গওক-নদের সঙ্গমস্থলে পাটনার অপর পারে হাজিপুর।

হিমালয়। ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অতি প্রসিদ্ধ পর্বত।

মুক্তি

কেহ যদি কোনওরূপ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, সেই বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেই বলা হয় তাহার মুক্তি হইয়াছে। জীবের ভব-বন্ধন হইতে আত্মাত্মিক-অব্যাহতিরূপ মুক্তিই এইস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মুক্তির স্বরূপ। জীব হইলেন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অতি ক্ষুদ্রতম অংশ; এই জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা; সুতরাং জীবও হইলেন স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া শক্তিমাম্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হইল তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য। তাই জীব হইলেন স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস। জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের—শক্তির সহিত শক্তিমানের—সম্বন্ধ যখন নিত্য, তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণদাসত্বও হইতেছে নিত্য। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তির চিৎকণ অংশ বলিয়া স্বরূপে জীব হইলেন কৃষ্ণের নিত্যদাস।

এই জীব আবার দুই শ্রেণীর—এক নিত্যমুক্ত; আর, অনাদিকাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মায়াপাশে আবদ্ধ। ষাঁহার নিত্যমুক্ত, তাঁহার অনাদি কাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ; তাঁহার অনাদি কাল হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পার্শ্বদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন এবং সেবাজনিত পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। তাঁহার অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের স্ব-স্বরূপে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহাদের মুক্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে না; যেহেতু, কোনও সময়েই স্বরূপ-বিরোধী কোনও বস্তুদ্বারা তাঁহাদের বন্ধন হয় নাই, হইবেও না।

ষাঁহার অনাদিকাল হইতেই মায়াপাশে আবদ্ধ, তাঁহাদেরই মুক্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে। জীবের স্বরূপে মায়া নাই বলিয়া (জীবশক্তিতে মায়াশক্তির সংযোগ নাই বলিয়া) এবং জীবশক্তি চিদ্রূপা বলিয়া, কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি চিদ্রবিরোধী জড়রূপা বলিয়া, মায়া হইল জীবের স্বরূপবিরোধী একটা বস্তু। এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তুদ্বারাই জীব আবদ্ধ। জীবের এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তুদ্বারা বন্ধন হইতে অব্যাহতিই হইল তাঁহার মুক্তি।

কিন্তু জীব তাঁহার এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তুদ্বারা কেন আবদ্ধ হইলেন? এবং কখন আবদ্ধ হইলেন? তাঁহার এই বন্ধন ছেদনযোগ্য কি না?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস; কিন্তু ষাঁহার অনাদি কাল হইতেই কৃষ্ণকে ভুলিয়া অনাদি-বহির্মুখ হইয়া আছেন, তাঁহারাই মায়ার কবলে পতিত হইয়াছেন। “কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায ॥” আনন্দস্বরূপ—সুখস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বরূপতঃই জীবের মধ্যে একটা চিরন্তনী সুখবাসনা আছে। কিন্তু অনাদি-বহির্মুখ জীব অনাদি কাল হইতেই সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পেছনে রাখিয়াছেন বলিয়া সুখের স্বরূপ জানেন না। প্রদীপের আলোককে পশ্চাদিকে রাখিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখের দিকে দেখা যায় আলোকের বিরোধী ছায়া বা অন্ধকার। অনাদি-বহির্মুখ জীবও সুখস্বরূপকে পশ্চাদিকে রাখাতে সম্মুখে দেখিয়াছেন—সুখবিরোধী দুঃখময়-বস্তু—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি ভোগ্যবস্তু এবং ইহাকেই ভ্রান্তিবশতঃ সুখ বলিয়া মনে করিয়া ইহার অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর শরণাগত হইয়াছেন—যেন তাঁহার কৃপায় ঐ সমস্ত প্রাকৃত বস্তু ভোগ করিতে পারেন। অনাদি-বহির্মুখ জীব মনে করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার সুখবাসনা তৃপ্তিলাভ করিবে। ইহা যে সুখনয়, বস্তুতঃ দুঃখ, ভোগ করাইয়া তাহা উপলব্ধি করাইবার অভিপ্রায়ে মায়াও তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া মায়িক ভোগ্যবস্তু ভোগ করাইতেছেন। ইহাই অনাদি-বহির্মুখ জীবের মায়াবন্ধনের হেতু। মায়িক সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, জীবের বহির্মুখতাও অনাদি, এই মায়াবন্ধনও অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও ইহা আগন্তুক বস্তু; বিশেষতঃ ইহা জীবের স্বরূপ-বিরোধী বস্তু। সুতরাং ইহা নিরসনযোগ্য, এই বন্ধন ছেদনযোগ্য।

অনাদিকর্মফল-বশতঃই জীবের অনাদিবহির্মুখতা এবং সংসার-বন্ধন। মায়ার প্রভাবজনিত দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহের ও দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখের জন্ম মায়াবন্ধ সংসারী জীব অনেক নূতন নূতন কর্ম করিয়া থাকেন। কর্মফল

ভোগের জন্ত কর্মফলভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া দেবতা-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-ভৃশ-পুণ্ড্রাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন, জন্ম-মৃত্যু-জরা, আধি-ব্যাধি, শোক-তাপাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

কর্মফল ভোগের জন্ত কখনও মানুষের দেহকে, কখনও বা দেবতার দেহকে, কখনও বা স্বাবর-জন্মাদির দেহকে আশ্রয় করিতেছেন এবং সেই সেই দেহকেই নিজের দেহ বা নিজের স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু এই সকল দেহ তাঁহার নিজেরও নয়, তাঁহার নিজের স্বরূপও নয়। কারণ, দেখা যায়, মৃত্যুর দ্বার দিয়া জীব এই সকল দেহকে ত্যাগ করিয়া যান। নিজের দেহ বা নিজের স্বরূপ হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হইত না। বিশেষতঃ, এই সকল দেহের কোনও দেহেতেই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি-কৃষ্ণসেবাও হইতেছে না। এই সকল দেহ আবার পঞ্চভূতাম্বক, জড়; জীব স্বরূপে চিন্ময়। চিন্ময় জীবের স্বরূপগত দেহ চিদ্বিরোধী জড় হইতে পারে না। মৃত্যুসময়ে জীব একটা সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিয়া স্থল জড়দেহকে ত্যাগ করিয়া যান। এই সূক্ষ্ম দেহও প্রাকৃত—জড়; স্তুরাং তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী। কর্মফল ভোগের জন্ত আবার স্থল জড় দেহে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবেই জন্মের পরে মৃত্যু, মৃত্যুর পরে আবার জন্ম—ইত্যাদি ক্রমে চলিতে থাকে। মহাপ্রলয়ে যখন সৃষ্টিক্রিয়া বন্ধ থাকে, তখন জীব স্বীয় কর্মফলকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম রূপে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থান করেন। তখন যে-রূপে জীব অবস্থান করেন, তাহাও তাঁহার স্বরূপ নহে; যেহেতু, তাহাতে তাঁহার কর্মফল বিজড়িত আছে এবং কর্মফল-অনুযায়ী দৈহিক স্তরের বাসনাদিও আছে। এই কর্মফল এবং দেহ-স্থখাদির বাসনা জড় বলিয়া তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী। মহাপ্রলয়ের পরে আবার যখন সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন সেই কর্মফলভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া জীব আবার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া থাকেন। এইরূপই চলিতে থাকে।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীতেই জীব যখন অবস্থান করেন, তখনই তাঁহার মুক্তি; যেহেতু, কারণার্ণবশায়ীও তো ভগবানের এক স্বরূপ। তাহা নয়; যেহেতু, তখন জীবের মায়িক উপাধি থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অবস্থানকে “নিরোধ” বলা হইয়াছে; মুক্তি বলা হয় নাই। “নিরোধোহস্তানুশয়ন-মাস্তনঃ সহশক্তিভিঃ। ২।১০।৬ ॥” টীকাতে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অস্ত আস্তনঃ জীবস্ত হর্যেযোগনিজামনু পশ্চাৎ শক্তিভিঃ স্রোপাধিভিঃ সহ শয়নং লয়ঃ নিরোধঃ।” শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“আস্তনঃ জীবস্ত শক্তিভিঃ স্রোপাধিভিঃ সহ অস্ত হর্যেয়শয়নং হরিশয়নানুগতভেন শয়নং নিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্র হর্যে শয়নং প্রপঞ্চং প্রতি দৃষ্টিনিমীলনং জীবাদীনাং শয়নং তত্র লয় ইতি জ্ঞেয়ম্।” উভয়ের টীকার তাৎপর্য একই। টীকানুযায়ী অর্থ হইবে এইরূপ। হরির শয়নের পরে স্বীয় উপাধির সহিত জীব হরিতে শয়ন করে (লয় প্রাপ্ত হয়)। হরির শয়ন বলিতে মায়িক প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন বুঝায়; যখন শ্রীহরি দৃষ্টি-নিমীলন করেন, তখনই মহাপ্রলয়। তাহা হইলে, উক্ত শ্লোকার্কে তাৎপর্য হইল এই—মহাপ্রলয়ে জীব স্বীয় উপাধির (শক্তিভিঃ) সহিত শ্রীহরিতে (কারণার্ণবশায়ীতে) অবস্থান করেন। তখনও মায়িক উপাধি থাকে বলিয়া এবং এই মায়িক উপাধি জীবস্বরূপের বিরোধী বলিয়া উপাধিদ্বারা আবৃত জীব তখন স্বরূপে অবস্থিত থাকেন না, স্বরূপ হইতে ভিন্ন এক রূপেই অবস্থিত থাকেন। স্তুরাং ঐ অবস্থিতিকে মুক্তি বলা যায় না। মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থিত জীব যে মুক্ত নহেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, মহাপ্রলয়ের পরে যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন তাঁহাকে আবার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে কর্মফল ভোগের জন্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু মুক্ত জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না। (পরবর্তী আলোচনায় “অন্তিমা মুক্তি” দ্রষ্টব্য)। মুক্তি বলিতে কি বুঝায়, উল্লিখিত শ্লোকার্কে দ্বিতীয়ার্কে তাহা বলা হইয়াছে—“মুক্তি-হিহাত্মা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতঃ ॥” এই শ্লোকার্কে পরে আলোচিত হইবে।

মায়াজনিত অজ্ঞতাদি—নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞতাদি—এবং এই অজ্ঞতাদির ফলে দেহানু-বুদ্ধি এবং দেহেন্দ্রিয়াদির স্তরের জন্ত বাসনাদিই হইল জীবের উপাধি। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডেই হউক, কিম্বা মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীতেই হউক, যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বত্রই মায়াবদ্ধ জীবের এই উপাধি থাকিবে এবং উপাধিই তাঁহাকে স্বরূপ হইতে ভিন্ন একটা রূপ দিয়া থাকে; সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে যখন থাকেন, তখন এই ভিন্ন রূপ হয় স্থল বা সূক্ষ্ম—

কিন্তু পাঞ্চভৌতিক ; আর কারণার্গবশায়ীতে যখন থাকেন, তখন এই রূপ হয় উপাধিধারা আবৃত জীবস্বরূপের রূপ । যতদিন পর্য্যন্ত জীব মায়ার কবলে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্তই তাঁহার মায়িক উপাধি থাকিবে ; সুতরাং ততদিন পর্য্যন্তই তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন একটা রূপ থাকিবে । স্বরূপ হইতে ভিন্ন এই রূপটী দূর হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবেন । এই ভিন্ন রূপটী যখন মায়িক উপাধিরই ফল, এই রূপটী দূরীভূত হইলেই বৃত্তিতে হইবে, মায়াও তিরোহিত হইয়াছে—সুতরাং জীবও মুক্তিলাভ করিয়াছেন । তাহা হইলেই বুঝা গেল—মায়িক উপাধির ফলে জীব তাঁহার স্বরূপ হইতে যে ভিন্ন রূপ পাইয়া থাকেন, সেই ভিন্ন রূপ ত্যাগ করিয়া জীব যদি স্ব-রূপে অবস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন ।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহাই জানা যায় । “মুক্তি হিত্বাত্মনা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ২।১০।৬ ॥—অত্ৰথা রূপ পরিত্যাগ পূর্বক জীবের যে স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই মুক্তি ।” এই শ্লোকার্ধের “অত্ৰথা রূপম্” এর অর্থ শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—অবিদ্যাত্মক কৰ্ত্তৃত্বাদি” ; শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অবিদ্যাত্মকম্ অজ্ঞত্বাদিকম্” এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ম্ ।” সকলের অর্থের তাৎপর্য্যই এক—অবিদ্যার বা মায়ার প্রভাবজনিত অজ্ঞতা, কৰ্ত্তৃত্বাদি এবং তজ্জনিত স্থূলসূক্ষ্ম মায়িক রূপ । মহাপ্রলয়ে জীব যে-রূপে কারণার্গবে অবস্থান করেন, তাহাকেও চক্রবর্তিপাদ সূক্ষ্ম রূপই বলিয়াছেন । এই অত্ৰথা রূপ—স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ—পরিত্যাগ পূর্বক জীবের স্বরূপে অবস্থিতিই হইল তাঁহার মুক্তি । “স্বরূপেণ”—শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—মুক্তিরিতি স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্যম স্বরূপসাক্ষাৎকার উচ্যতে । তদবস্থানমাত্রস্ত সংসারদশায়ামপি স্থিতত্বাৎ । অত্ৰথারূপত্বস্ত চ তদজ্ঞানমাত্রার্থত্বেন তদ্বানৌ তজ্জ্ঞান-পর্য্যবসানং । স্বরূপং চাত্ত মুখ্যং পরমাত্মলক্ষণমেব । রশ্মিপরমাণুনাং সূর্য্যইব স এব হি জীবানাং পরমোহংশিস্বরূপঃ ।” ইহার তাৎপর্য্য এই—‘এস্থলে স্বরূপে ব্যবস্থিতি’ বাক্যে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বুঝাইতেছে ; কেবলমাত্র ‘স্বরূপে অবস্থিতি’ বুঝায় না ; যেহেতু, সংসার-দশাতেও জীবের স্বরূপে অবস্থিতি থাকে অর্থাৎ সংসার-দশাতেও তাঁহার চিন্ময়-স্বরূপই থাকে, সেই চিন্ময়-স্বরূপে মায়িক উপাধির যোগ হয় মাত্র । এই মায়িক উপাধি বশতঃ স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানমাত্রই তাঁহাকে অত্ৰথা রূপ দিয়া থাকে । এই অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই স্বরূপের জ্ঞান জন্মে । এস্থলে যে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বলা হইল, সেই স্বরূপ হইতেছে জীবস্বরূপের অংশী পরমাত্ম-স্বরূপ । রশ্মির পরমাণু-সমূহের অংশী যেমন সূর্য্য, তদ্রূপ পরমাত্মাই জীবসমূহের অংশী । এই অংশী পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই অংশ-জীবের মুক্তি ।” অত্ৰ প্রমাণেও ইহা জানা যায় । পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মায়িক উপাধির অবসান হইলেই জীবের মুক্তি হইতে পারে । কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎকারেই যে মায়িক উপাধি দূরীভূত হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতের “ভিত্তিতে হৃদয়-গ্রন্থিচিহ্নস্তে সর্বসংশয়াঃ । ক্লীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এব এরাত্মনোম্বরে ॥ ১।২।২৯ ॥”—শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায় । মুণ্ডক-ঋতিও এই কথাই বলেন । ২।২।৮ ॥ সুতরাং পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারেই জীব সর্ববিধ লেপহীন স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন ।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা, পরমেশ্বর । অনন্ত-স্বরূপে তিনি আত্মপ্রকট করিয়া আছেন । এ-সমস্ত স্বরূপের যে-কোনও এক স্বরূপের উপলব্ধিতে বা সাক্ষাৎকারেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । এজতাই “স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ”—বাক্যের অর্থে চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—“স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ কেষাঞ্চিৎ ভগবৎ-পার্ষদরূপেণ চ ব্যবস্থিতি মুক্তিরিতি ।—শুদ্ধ জীবস্বরূপে, কাহারও বা ভগবৎ-পার্ষদ-স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি ।”

শুদ্ধ জীব-স্বরূপ হইল—চিৎকণ অংশ । ইহার নিৰ্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপের সহিত, (কিন্তু সবিশেষ-স্বরূপের সহিত) সাযুজ্য চাহেন, তাঁহার চিৎকণরূপেই ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন (অথবা ভগবৎস্বরূপের মধ্যে অবস্থান করেন) । তাঁহাদের কথাই চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—“শুদ্ধজীবস্বরূপেণ”—বাক্যে । আর, ইহার ভগবৎ-পার্ষদত্ব কামনা করেন, মুক্ত-অবস্থায় তাঁহার ভগবৎ-পার্ষদরূপেই অবস্থান করেন । “কেষাঞ্চিৎ-ভগবৎ-পার্ষদরূপেণ চ”—বাক্যে তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে ।

প্রশ্ন হইতে পারে—জীব স্বরূপে হইলেন ভগবানের চিৎকণ অংশ। যিনি পার্শ্বদেহে অবস্থান করেন, তাঁহার তো পার্শ্বদেহ থাকিবে; এই পার্শ্বদেহে তো চিৎকণ নয়; এই দেহে চিৎকণ জীব অবস্থান করেন। সুতরাং এই পার্শ্বদেহে তো হইল জীবের স্বরূপ হইতে অত্রথা রূপ বা ভিন্ন রূপ। এই অবস্থায় পার্শ্বদেহে অবস্থিতিকে স্বরূপে অবস্থিতি কিরূপে বলা যায়? পার্শ্বদেহে অবস্থিতিকে মুক্তিই বা কিরূপে বলা যায়?

উত্তর—জীবস্বরূপের দুইটি লক্ষণ—ইহা চিৎকণ এবং ইহা কৃষ্ণের নিত্যদাস; চিৎকণরূপে নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে, অথবা ভগবদবিগ্রহে যখন জীব অবস্থান করেন, তখন তাঁহার একটীমাত্র স্বরূপগত লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়—চিৎকণত্ব; কৃষ্ণদাসত্ব অভিব্যক্ত হয় না। তথাপি তাঁহাকে মুক্ত বলা হয়; যেহেতু, তখন তাঁহাতে মায়াবন্ধন বা মায়িক উপাধি থাকে না। পূর্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতিই মুক্তি।

আর, যিনি পার্শ্বদেহে অবস্থান করেন, তাঁহাতে জীবস্বরূপের দুইটি লক্ষণই অভিব্যক্ত—চিৎকণত্ব এবং কৃষ্ণদাসত্ব। চিৎকণরূপে জীব পার্শ্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও এবং এই পার্শ্বদেহটি চিৎকণ না হইলেও, ইহা চিন্ময়; সুতরাং জীবস্বরূপের সজাতীয়; জীবস্বরূপের বিরোধী জড়দেহ নহে। মায়িক উপাধির ফলস্বরূপ যে পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহা জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে এবং তাঁহার কৃষ্ণদাসত্বের ভাবকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া তাহা হইল জীবস্বরূপের বিরোধী একটা বস্তু। কিন্তু পার্শ্বদেহ চিন্ময় বলিয়া এবং জীবের স্বরূপগত ধর্ম কৃষ্ণদাসত্বের অনুকূল বলিয়া, কৃষ্ণসেবার সহায়তা করে বলিয়া, ইহা স্বরূপের প্রতিকূল নহে। সুতরাং মায়িক জড়দেহের তায়, চিন্ময় পার্শ্বদেহে জীবস্বরূপের “অত্রথা রূপ”—নিত্য কৃষ্ণদাসজীবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ—নহে। ইহাতে মায়াবন্ধন স্পর্শও নাই; সুতরাং পার্শ্বদেহে অবস্থিতিও জীবের মুক্তি; মুক্তিবিরোধী কিছু নহে। নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তাঁহার স্বরূপে অবস্থিতি; যে মায়াবন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলিয়া জীব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, সেই বন্ধন দূরীভূত হইয়া যায় বলিয়া ইহা তাঁহার মুক্তিই।

সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার বলিতে স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভূতিকেই বুঝায়। কেবল দর্শনমাত্রই সকলের পক্ষে সাক্ষাৎকার নয়। প্রকটলীলা-কালে ভগবৎ-রূপাতে সকলেরই দর্শন হইয়া থাকে; কিন্তু সকলে তাঁহার স্বরূপের দর্শন পায়েন না। একথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন। “নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ। মুঢ়োহয়ং নাভি-জানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্ ॥ ৭।২৫ ॥” প্রকটলীলা-কালে ঐহার দর্শন পায়েন, অথচ স্বরূপের দর্শন পায়েন না, স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভব যাহাদের হয় না, তাঁহাদের সাক্ষাৎকারকে বাস্তব সাক্ষাৎকার বলা যায় না; তাহা হইবে সাক্ষাৎকারের আভাস মাত্র। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রকাশই (ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপই) আনন্দস্বরূপ; সুতরাং যে কোনও স্বরূপের বাস্তব সাক্ষাৎকারেই চিন্তে পরমানন্দের আবির্ভাব হইবে; পরমানন্দের আবির্ভাবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের তায়, দুঃখ-ক্লেশাদি, অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান তিরোহিত হইবে। ইহাই বাস্তব-সাক্ষাৎকারের লক্ষণ। সাক্ষাৎকারের আভাসে তাহা হয় না।

কাহার পক্ষে বাস্তব সাক্ষাৎকার সম্ভব? শ্রীমদ্ভাগবতের “ন যন্ত চিন্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোঙহায়াঞ্চ বিস্তৃঙ্খ-নাবিশং। যদভক্তিয়োগানুগৃহীতমঙ্গসা মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিন্ ॥ ৪।২৪।৫২ ॥”—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি-পাদ লিখিয়াছেন—“তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ তদভক্তসঙ্গাদেব ভবতীত্যাহ ন যন্তেতি। যেসাং সতাং ভক্তিয়োগেনানুগৃহীতং বিস্তৃঙ্খং সৎ যন্ত চিন্তং বাহার্থবিষ্টং ন ভবতি, তমোরূপায়াং ওহায়াঞ্চ নাবিশং লয়ং ন প্রাপ, তত্র তদা স মুনিঃ তব গতিং তত্ত্বং পশতি।” টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—“সাধুদিগের কৃপায় ভক্তির অনুষ্ঠানে ঐহার চিন্তা বিস্তৃঙ্খ হইয়াছে, তাহারই ফলে বাহ্যিক বিষয়ে ঐহার চিন্তা ভ্রান্ত হয় না, তমোঙহাতেও ঐহার চিন্তা প্রবেশ করে না, সেই নির্মলচিন্তা মুনিই ভগবানের গতি—তত্ত্ব—দর্শন করিতে পায়েন।” যত দিন পর্য্যন্ত চিন্তা নির্মল না হয়, তত দিন যে ভগবদর্শন সম্ভব নয়, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের “অবিপক্ককষায়াণাং দুর্লবশোহং কুযোগিনাম্ ॥ ১।৬।২২ ॥”—এই ভগবৎ-দুষ্টি হইতেও জানা যায়। এই বাক্যে বলা হইয়াছে,—ঐহাদের কষায় (কামাদি দুর্কামনা, মায়া-প্রভাষ) দ্বারা

ইহা নাই, তাঁহার ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ করিতে পারেন না। “তদ্বদ্বদান। মনয় জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা। পশুভ্যামনি চান্নানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ শ্রীভা. ১২।১২ ॥” এই শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রদ্ধাবান মূনিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তা শ্রুতগৃহীতা (শুরুমুখে শ্রুতা পশ্যাৎ গৃহীতা) ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা হইতে, শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্ত্যবিশেষের অনুষ্ঠানের কথা জানা গেল। ভক্তির অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়াদি নির্মল হইলে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভব। কিন্তু নির্মল চিত্ততাই অথবা ভক্তির অনুষ্ঠানই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের মুখ্য হেতু নহে, ইহা একটি আনু-বঙ্গিক হেতু মাত্র। ভগবানের শক্তিব্যতীত কেহই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিভে:। তামৃতে পুণ্ডরীকাকং ক: পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন—ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও (ভক্তগণ) তাঁহার নিজশক্তিদ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করেন। তাঁহার শক্তিব্যতীত সেই পুণ্ডরীকাক অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পাইবে? শ্রুতির “যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যন্তশ্চৈষ বিবৃণতে তন্ম্ যাম্ ॥ কঠ ॥ ১২।২৩ ॥”—এই বাক্যও সে কথাই বলেন। ভগবানের এই শক্তিটী দ্বারাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তি। এই স্বপ্রকাশতা-শক্তিই বিমুক্তসত্ত্ব। বিমুক্ত-সত্ত্ব হইল হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সখিং-এই তিনটী রুত্তিবিশিষ্ট স্বরূপশক্তির রুত্তি-বিশেষ। “তদেবং তস্মা মূলশক্তে ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ভা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। ভগবৎ-সন্দর্ভ ॥ ১১৮ ॥—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মিকা চিহ্নভক্তির যে স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ-রুত্তিবিশেষের দ্বারা ভগবান্, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির পরিণতি পরিকরাতি—বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হয়েন, সেই রুত্তিবিশেষকে বিমুক্তসত্ত্ব বলে।” সুতরাং বিমুক্তসত্ত্বই হইল স্বপ্রকাশতা-শক্তি। এই শক্তিই বাস্তব সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতু। কিন্তু চিত্তে এই শক্তির প্রতিফলনের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। “ততস্তৎকরণ-শুদ্ধ্যপেক্ষাপি তৎশক্তি-প্রতিফলনার্থমেব জ্ঞেয়া। প্রীতিসন্দর্ভ: ॥ ৭ ॥” এই চিত্তশুদ্ধি বা করণশুদ্ধির নিমিত্তই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে চিত্ত নির্মল হইলে সেই নির্মল চিত্তে যখন ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়, তখন সাধকের ইন্দ্রিয়সকল সেই শক্তির সহিত তাদান্ব্য লাভ করে। এইরূপে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির সহিত তাদান্ব্য-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়াদিতেই ভগবান্ উপলব্ধ হয়েন—ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। “তদেবং তৎপ্রকাশেন নিঃশেষশুদ্ধ-চিত্তত্বে সিদ্ধে, পুরুষকরণানি তদীয়-স্বপ্রকাশতাসক্তিতাদান্ব্যাপন্নতয়া এব তৎপ্রকাশতাভিমানবন্তি স্য:। প্রীতিসন্দর্ভ: ॥ ৭ ॥” এই শক্তির চিত্তে প্রতিফলনের নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান যেমন প্রয়োজন, ভগবানের ইচ্ছাও তেমনি প্রয়োজন। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই এই শক্তি সাধকের চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারে। এজগ্ৰই এই শক্তিকে “ইচ্ছাময়-তদীয়-স্বপ্রকাশতাসক্তি” বলা হয়। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানদ্বারাই ইহা চিত্তে আবির্ভূত হয় এবং এইরূপে আবির্ভূত শক্তির চিত্তে প্রকাশই হইতেছে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের মূল হেতু। “তদ্বৃত্তিবিশেষাবিস্কৃত-তদিচ্ছাময়-তদীয়-স্বপ্রকাশতাসক্তিপ্রকাশ-এব মূলরূপা। প্রীতিসন্দর্ভ: ॥ ৭ ॥” এইরূপে সাক্ষাৎকার হইলেই চিত্ত সম্যকরূপে বিমুক্ত হয়। ইহাই যথার্থ সাক্ষাৎকার।

উক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে—সাধকের ইন্দ্রিয়শুদ্ধির নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হইলেই তাহাতে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়; তখনই সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই চিত্ত সম্যক বিমুক্ত হয়। এখানে দুই স্তরে চিত্তশুদ্ধির কথা জানা গেল—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে এবং সাক্ষাৎকারের পরে। আবার ইহাও জানা গেল যে, সাক্ষাৎকারের পরেই সম্যক বিমুক্তি। তাহা হইলে বুঝা গেল, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে যে শুদ্ধি, তাহা সম্যক শুদ্ধি নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা জাগে—তাহা কি রকম শুদ্ধি?

২।২০।৫-পর্যায়ের টীকায় বলা হইয়াছে, শুদ্ধসত্ত্বের (স্বরূপশক্তির) রুত্তিবিশেষ ভক্তি-সাধকের চিত্তে প্রবেশ করিয়া সত্ত্বকে শক্তিসম্পন্ন করে এবং এই শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বদ্বারা স্বজ: ও তম:কে নির্জিত করে। এইভাবে স্বজ: ও তম: দূরীভূত হইলে চিত্ত থাকে কেবল সত্ত্ব। ভক্তির প্রভাবে এই সত্ত্বও পরে দূরীভূত হয়; তখন চিত্ত সম্যকরূপে

মায়ানিমুক্ত হইয়া থাকে (২২৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মায়িক সত্ত্ব স্বচ্ছ, উদাসীন, প্রকাশতাপ্রণালী (কিন্তু গুণাতীত তত্ত্ববস্তুর প্রকাশ করিতে পারে না)। রজঃ এবং তমঃই বাহিরের বিষয়ে চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া এবং স্বরূপ-জ্ঞানাদিকে আবৃত করিয়া চিত্তের বিশেষ মলিনতা সম্পাদন করিয়া থাকে। রজস্তমো দূরীভূত হইয়া গেলে সেই মলিনতা থাকে না ; স্বচ্ছ এবং উদাসীন বলিয়া সত্ত্ব তাদৃশ মলিনতা জন্মাইতে পারে না। সুতরাং রজস্তমো দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরে চিত্তে যখন কেবলমাত্র সত্ত্ব থাকে, তখনও চিত্তকে বিসুদ্ধ বলা যায়। অকণ্ঠ তখনও চিত্ত সম্যক্ বিসুদ্ধ নহে ; যেহেতু, তখনও মায়িক সত্ত্ব আছে ; সত্ত্ব স্বচ্ছ হইলেও মায়িক গুণ বলিয়া তাহাতে অবিসুদ্ধতা কিছু থাকিবেই। উল্লিখিত আলোচনায় ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে যে বিসুদ্ধতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় রজস্তমোহীনতারূপ বিসুদ্ধতা। পূর্বোক্ত “ন যন্ত চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমন্” ইত্যাদি শ্রীভা. ৪২৪৫-শ্লোক হইতেও তাহাই যেন জানা যায়। শ্লোকস্থ “তমো গুহায়াঞ্চ”-শব্দে স্পষ্টভাবেই তমোগুণের কথা বলা হইয়াছে। আর “বহিরর্থবিভ্রমন্”-শব্দে রজোগুণের কথাই বলা হইয়াছে ; যেহেতু, রজোগুণই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্য বস্তুর বিক্ষেপাদি জন্মায়। শ্লোকে বলা হইয়াছে—এই দুইটি মায়িকগুণের প্রভাব হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

যখন সাধক-ভক্তের চিত্তে কেবল সত্ত্বগুণমাত্র থাকে, তখনও একমাত্র ভক্তির প্রভাবেই সেই সত্ত্বও দূরীভূত হইতে পারে এবং চিত্ত সম্যক্ৰূপে বিসুদ্ধ হইতে পারে (২২৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এইভাবে চিত্ত সম্যক্ৰূপে মায়াগুণাতীত হইয়া গেলেই যে-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইবে, তাহা নহে। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে— তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার একমাত্র ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির উপরই নির্ভর করে। চিত্ত সম্যক্ বিসুদ্ধ হইলেই যে ঐ শক্তি চিত্তে প্রতিফলিত হইবে, তাহাও নহে ; যেহেতু, ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের ইচ্ছা হইলেই তাহা সম্ভব। কিন্তু “লোক নিস্তারিব এই দৈব-স্বভাব” বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা-বিধায়িনী এই শক্তিকে সাধকভক্তের চিত্তে প্রতিফলিত বা আবির্ভাবিত করাইতে যে ভগবান্ কখনও অনিচ্ছুক হয়েন, তাহা নহে। বরং এই বিষয়ে তাঁহার কিছু ব্যাকুলতা আছে বলিয়াই যেন মনে হয়। একথা বলার হেতু এই যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন মায়িকগুণের নিরসনের পূর্বেই, রজস্তমো দূরীভূত হওয়ার পরেই, তিনি তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তিকে সাধকভক্তের চিত্তে প্রতিফলিত করিয়া থাকেন ; ভক্তির প্রভাবে সত্ত্বেরও সম্যক্ অপসারণ পর্যন্ত যেন তিনি অপেক্ষা করেন না।

প্রশ্ন হইতে পারে—চিত্তে মায়িক সত্ত্বগুণ বর্তমান থাকিতে চিহ্নভক্তির বৃত্তি বিশেষ স্বপ্রকাশতা-শক্তি কিরূপে প্রতিফলিত হইতে পারে ? সত্ত্বের স্বচ্ছতা-গুণ আছে বলিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে। বিশেষতঃ, “যথেষ্টপন্নতা দেবী” ইত্যাদি শ্রীভা. ১৩৩৪-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন, সত্ত্বগুণময়ী মায়ারূপিত হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিত্তার আবির্ভাবের দ্বারা। “স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত-বিত্ত্যবির্ভাবদ্বারলক্ষণা সত্ত্বময়ী মায়ারূপিতা।” যাহাদ্বারা তত্ত্ববস্তুর জ্ঞান যায়, তাহাই বিত্তা। সুতরাং শ্রীজীবের ঐ উক্তিতে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তিকেই যেন বিত্তা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সত্ত্বগুণ মায়িকবস্ত্ত হইলেও ইহা যখন বিত্ত্যবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ, তখন একমাত্র সত্ত্বগুণের অবস্থিতিকালেও ভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হইতে পারে। সত্ত্বের স্বচ্ছতা এবং উদাসীন বশতঃই বোধ হয় ইহা সম্ভব। নির্মল কাচের ভিতর দিয়াও সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে, নির্মল কাচ সূর্য্যরশ্মি-প্রবেশে বাধাও জন্মায় না। যাহাউক, সত্ত্বগুণের দ্বার দিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তিরূপ বিত্তা যখন চিত্তে প্রকাশিত হইয়া চিত্তকে নিজের সহিত তাদান্ধাপ্রাপ্ত করায়, তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় এবং তাহারই ফলে চিত্ত সম্যক্ৰূপে বিসুদ্ধ হয় ; তখন সত্ত্বও তিরোহিত হইয়া যায়। মায়িক সত্ত্বও অস্তিত্বকালে চিত্তকে সম্যক্ বিসুদ্ধ বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বিবেচ্য। অস্বচ্ছ কোনও বস্তুর দ্বারা নির্মিত জানালায় ভিতর দিয়া জানালায় অপর পার্শ্বের বস্ত্ত দৃষ্টিগোচর হয় না ; কিন্তু স্বচ্ছ কাচনির্মিত জানালায় ভিতর দিয়া তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্রূপ

অবস্থায় রজস্তমোণ্ডণদ্বারা চিত্ত যখন আচ্ছন্ন থাকে, তখন তত্ত্ব-দর্শন না হইতে পারে; কিন্তু রজস্তমঃ অন্তর্হিত হইয়া গেলে কেবল স্বচ্ছ সত্ত্ব যখন থাকে, তখন তাহার ভিতর দিয়া তো তত্ত্বদর্শনাদি হইতে পারে। এইরূপ দর্শনকে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বলা যায় কিনা? বোধ হয় ইহাকে তত্ত্বসাক্ষাৎকার বলা যায় না; যেহেতু, ইহা দর্শন হইলেও আরত দর্শনমাত্র, অনারত দর্শন নহে। কাচের আবরণের ভিতর দিয়া যে-বস্তুর দর্শন হয়, তাহা দূরদর্শন; দর্শন হয় বলিয়া কাচকে আবরণ না বলিয়া আবরণাভাস হয়তো বলা চলে; তাহা দর্শনের যে ব্যবধান জন্মায়, দর্শন হয় বলিয়া তাহাকে ব্যবধানাভাসও হয়তো বলা চলে, তথাপি দর্শনটী থাকিয়া যায় আরত; এইরূপ দৃষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করা যায় না। তদ্রূপ মায়িক সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া তজ্জনিত ব্যবধানকে ব্যবধানাভাস এবং তজ্জনিত আবরণকে আবরণাভাস হয়তো বলা যাইতে পারে; তথাপি কিন্তু এই আভাসদ্বয়ের সহায়তায় যে দর্শন হয়, তাহা আরত, দৃষ্ট তত্ত্ববস্তুর সহিত স্পর্শাদি হয় না; এজ্জ তাহাকে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার বা বাস্তব সাক্ষাৎকার বলা যায় না এবং এইরূপ সাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতুও বলা যায় না। মুক্তি বলিতে সম্যকরূপে মায়ানিশ্চুঙ্কিই বুঝায়; মায়ার একটা অংশও যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ সম্যক মায়ানিশ্চুঙ্কি হইয়াছে বলা যায় না।

প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে, যতদিন পর্যন্ত মায়ানিশ্চুঙ্কিত পাঞ্চভৌতিক দেহ থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সম্যক মায়ানিশ্চুঙ্কি কি সম্ভব? উত্তরে বলা যায়—ইহা অসম্ভব নহে। স্পর্শমণি-ভাবে স্বরূপ-শক্তির রুত্তিবিশেষ ভক্তির স্পর্শে সাধকের পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহও অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যায়। “ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেণ লক্ষ্যেন্দ্রিয়াজ্ঞম্। ঘটতে স্বানুরূপেণ বৈকুণ্ঠেহজ্ঞ চ স্বতঃ ॥ রহদ্ভাগবতামৃত ॥ ২।১।১৩৯ ॥” টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“স্বানুরূপেণ স্বভাঃ সচ্চিদানন্দবদনরূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেণ অতো দ্বয়োরপি একরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্যাবসানাং।—ভক্তির স্ফূর্তিতে পাঞ্চভৌতিক দেহধারীদিগের দেহও সচ্চিদানন্দরূপতায় পর্যাবসিত হয়।” (৩।৫।৪৭ এবং ২।২।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত কছু নয়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ৩।৪।১৮৩ ॥” শ্রীমদ্ভাগবতের “যথেষ্টোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবতি বিদুর্মহিম্নি হে মহীয়তে ॥ ১।৩।৪৪ ॥”—শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অয়ম্ভাবঃ। যাবদবিদ্যা আশ্রয়ঃ আবরণ-বিক্ষেপৌ করোতি, তাবদুপরতিঃ। যদা তু সৈব বিদ্যাক্রপেণ পরিণতা, তদা সদসজ্জপং জীবোপাধিঃ দন্ধা নিরিন্ধ-নাগিবৎ স্বয়মেবোপরমেদিতি।—যে পর্যন্ত অবিদ্যা (রজস্তমঃ) আবরণ ও বিক্ষেপ জন্মায়, সে পর্যন্ত মায়া উপরত হয় না। (রজস্তমোরূপ অবিদ্যা অপসারিত হইলে) মায়া যখন বিদ্যাক্রপে (সত্ত্বগুণরূপে) পরিণতি লাভ করে, তখন স্থূল-সূক্ষ্মরূপ (সদসজ্জপং) জীবোপাধিকে দন্ধ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির গ্রায় নিজেই উপরত হয়।” তাৎপর্য—ভক্তির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সত্ত্বগুণ যখন রজস্তমঃকে অপসারিত করে, তখন থাকে একমাত্র সত্ত্ব (বা বিদ্যা); তখন মায়াই বিদ্যাক্রপে পরিণত হয় (সত্ত্বগুণময়ী মায়া স্বরূপশক্তির রুত্তিবিশেষ অপ্রাকৃত বিদ্যার দ্বারস্বরূপ বলিয়া তাহাকে বিদ্যা—প্রাকৃত বিদ্যা) বলা হয়। এই অবস্থায় সত্ত্ব (বা বিদ্যা) মায়িক উপাধিকে দন্ধ করিয়া নিজেই নির্বাপিত হইয়া যায়। যতক্ষণ ইন্দ্রন পায়, ততক্ষণই আগুন জ্বলিতে থাকে, ইন্দ্রনকে ধ্বংস করিতে থাকে; কিন্তু ইন্দ্রন যখন সম্পূর্ণরূপে দন্ধ হইয়া যায়, তখন আগুন, আপনা-আপনিই নিভিয়া যায়। ভক্তির শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন সত্ত্বগুণরূপ অগ্নি যখন তাহার ইন্দ্রনতুল্য রজস্তমঃ এবং মায়িক উপাধিকে দন্ধ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, তখন ইন্দ্রনের অভাবে নিজেই—ভক্তির শক্তিতে—বিলুপ্ত বা অপসারিত হইয়া যায় (২।২।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের “ধায়া স্নেন নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।”—বাক্যে এবং বৈদিক গায়ত্রীর “ভর্গো দেবতা ধীমহি (ভর্গঃ অবিদ্যা-তৎকার্য্যায়োৰ্ভজ্ঞানাং ভর্গঃ। সাযনাচাৰ্য্য)”—বাক্য হইতে জানা যায়, ভগবানের স্বরূপ-শক্তি-রূপে ভজ্যই মায়াকে নিঃশেষে দূরীভূত করিতে পারে। ভক্তির সাধনে এই স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির রুত্তিক্রপা ভক্তি যখন সাধকের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সাধন-পদ্ধতায় মায়া যে সম্যকরূপেই তিরোহিত হইয়া যাইবে, এবং সাধকের যথাবস্থিত দেহেই যে ইহা হইতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সাক্ষাৎকার দ্বিবিধ। আত্মসাক্ষাৎকার দুই রকমের—অন্তঃসাক্ষাৎকার এবং বহিঃসাক্ষাৎকার।

চিন্তে ভগবানের আবির্ভাব হইলেই অন্তঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীনারদ স্বীয় অন্তঃসাক্ষাৎকারের কথা ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছিলেন। “প্রণায়তঃ স্ববীৰ্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়প্রবাঃ। আহুত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ শ্রীভা. ১।৬।৩৪ ॥—ঐহার শ্রীচরণের আবির্ভাবস্থান তীর্থরূপে পরিণত হয়, স্বীয় যশঃকথা শ্রবণে ঐহার অত্যন্ত প্রীতি, সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার যশঃকীর্তনসময়ে, আহুতের ত্রায় আমার চিন্তে আবির্ভূত হইয়া দৃষ্ট হয়েন।”

আর চক্ষুর সাক্ষাতে যে দর্শন, তাহার নাম বহিঃসাক্ষাৎকার। ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি ঋষিগণ শ্রীভগবানের বহিঃসাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন। তত্ত্বাগতং প্রতিভূতৌপয়িকং স্বপুংভিস্তেহচক্ষুতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্ ॥ শ্রীভা. ৩।১৫।৩৮ ॥—তাঁহারা ব্রহ্ম-সমাধিরূপ সাধনের ফলস্বরূপ সুস্পষ্টরূপে অনুভূয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীভগবান পদব্রজে আগমন করিলেন এবং তাঁহার পরিকরণগণ সেবাযোগ্য নানা বস্তুদ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন।”

সত্তোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। সাধকের মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভের সময়ের দিক্ বিবেচনা করিয়া মুক্তিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—সত্তোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। ভক্তিমিশ্র-যোগমার্গের সাধকগণই তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে সত্তোমুক্তি বা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অন্তিমামুক্তি লাভ করা হইলে তাহাকে বলে সত্তোমুক্তি। ঐহার সত্তোমুক্তি চাহেন, তাঁহারা অন্তিম সময়ে প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরাজে লইয়া থাকেন; তারপর ব্রহ্মরাজ ভেদ করিয়া দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ করেন এবং দেহত্যাগের পরে ব্রহ্মধামে (নির্কীর্ষশেষ সিদ্ধলোকে বা বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীভা. ২।২।১৫-২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্তিমিশ্র-যোগমার্গের সাধকদের সত্তোমুক্তির কথাই উপরে বলা হইল। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রাভক্তিমার্গের সাধকও যে সত্তোমুক্তি পাইয়া থাকেন, শ্রীনারদের দৃষ্টান্তে তাহা জানা যায়। শ্রীনারদ যে তাঁহার যঁথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহ-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্ময় পার্শ্বদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, ব্যাসদেবের নিকটে নিজমুখেই তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। “প্রযুক্ত্যামানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরক্ককর্ষ-নির্কীর্ণো হ্রপতং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ শ্রীভা. ১।৬।২৯ ॥—শুদ্ধা ভাগবতী তনুর (চিন্ময় পার্শ্বদেহের) প্রতি আমি প্রযুক্ত্যামান হইলে আমার আরক্ককর্ষ-নির্কীর্ণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।” ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন শুদ্ধা ভক্তিমার্গের সাধনেও যে সত্তোমুক্তি লাভ হয় ঐতিহ্যে এবং ঋষিচরী গোপীগণই তাহার দৃষ্টান্ত (“অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

আর ঐহার সত্তোমুক্তি চাহেন না, কিন্তু সিদ্ধগণের ক্রৌড়াস্থান, অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র আধিপত্য লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্তোমুক্তিকামীদের ত্রায় দেহত্যাগ-সময়ে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিতই জ্যোতির্ময়ী সুষুম্নানাড়ীকে অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করেন। যথেষ্টভাবে ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানের ঐশ্বর্য্যভোগের পরে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টম্ আবরণ প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন। এই স্থানে তাঁহাদের সুন্দ-দেহোপাধি বিলুপ্ত হয়। পরিশেষে তাঁহারা শুদ্ধজীবস্বরূপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে প্রাপ্ত হয়েন। মৃত্যুর পরে ঐহার ক্রমে ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েন বলিয়া ঐহাদের মুক্তিকে ক্রম-মুক্তি বলে। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের ২।২।২২-৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জীবমুক্তি। দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত (বা বহির্গত) হইয়া গেলেই, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই, সাধনসিদ্ধ-সাধক মুক্তি পাইয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা পার্শ্বদেহে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহার মুক্তিকে বলে উৎক্রান্ত-মুক্তি বা অন্তিম মুক্তি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেও জীব মায়াবদ্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারই মুক্তির হেতু। জীবদশাতেই যদি কোনও সাধকের পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে তখনই তিনি মায়াবদ্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তাঁহার জীবদশায় তিনি মুক্ত

হয়েন বলিয়া তখন তাঁহাকে বলা হয় জীবমুক্ত এবং তাঁহার এই মুক্তিকে বলা হয় জীবমুক্তি। “সি চ যুক্তিরূপকান্ত-দশায়াং জীবদশায়ামপি ভবতি। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১ ॥”

শ্রুতিতেও জীবমুক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। “যদা সৎগুরুকটাক্ষোভবতি তদা ভগবৎকথা-শ্রবণ-ধ্যানাদৌ শ্রদ্ধা জায়তে। তস্মাদ্ হৃদয়স্থিতানাদিদুর্ভাসনাগ্রস্থিবিনাশো ভবতি। ততো হৃদয়স্থিতাঃ কামাঃ সর্বের্বিনশ্যন্তি। তস্মাদ্ হৃদয়পুণ্ডরীক-কর্ণিকায়াম্ পরমাস্মাভির্ভাবো ভবতি। ততো দৃঢ়তরো বৈষ্ণবী ভক্তির্জায়তে। ততো বৈরাগ্যমুদেতি। বৈরাগ্যাদ্ বুদ্ধিবিজ্ঞানাবির্ভাবো ভবতি। অভ্যাসাৎ তজ্জ্ঞানং ক্রমেণ পরিপকং ভবতি। পকবিজ্ঞানাৎ জীবমুক্তো ভবতি। ইতি ত্রিপাদবিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ ॥ পঞ্চমাধ্যায়ঃ ॥—সৎগুরুর কৃপাকটাক্ষে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-ধ্যানাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে। তাহা হইতে হৃদয়স্থিত অনাদি দুর্ভাসনা-গ্রস্থি বিনষ্ট হয়; তাহার ফলে হৃদয়স্থিত সমস্ত কাম দূরীভূত হয়। তখন হৃৎপদ্মের কর্ণিকায় পরমাস্মার আবির্ভাব হয়। তাহা হইতে দৃঢ়তরো বৈষ্ণবী ভক্তি জন্মে। ভক্তি হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য হইতে বুদ্ধিবিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। অভ্যাসবশতঃ সেই জ্ঞান ক্রমশঃ পরিপক হয়। পরিপক-বিজ্ঞান হইতে সাধক জীবমুক্ত হয়েন।” মহোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং শ্রীমদভাগবতের ৩।৮।৩৫-৩৮ শ্লোকেও জীবমুক্ত সাধকের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শ্রুতিতে উল্লিখিতরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজাচার্য জীবমুক্তি স্বীকার করেন না। ইহার হেতু বোধ হয় এইরূপ। “তদধিগমে উত্তরপূর্বাধয়োঃ অশ্লেষবিনাশো তদ্যপদেশাৎ ॥” ৪।১।১৩ ॥—এই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মস্বদর্শন বা ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। পরবর্তী “ইতরশ্চাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ৪।১।১৪ ॥”—এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে পাপের ত্রায় পুণ্যেরও ধ্বংস হয়। এস্থলে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—পুণ্য ধ্বংস হয় বটে; কিন্তু তাহা হয় শরীরপাতের (মৃত্যুর) পরে, পূর্বে নহে। যেহেতু, শরীরপাতের পূর্বে যতদিন সাধক জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহার অন্ন-জলাদির প্রয়োজন হয়। পুণ্যের ফলেই সাধক এই সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পাইয়া থাকেন। ব্যঞ্জন এই যে, পুণ্য না থাকিলে সাধক অন্ন-জলাদি পাইতে পারেন না। পুণ্যও পাপেরই ত্রায় মায়াজনিত কর্মের ফল; সুতরাং যতদিন পুণ্য থাকিবে, ততদিন মায়ার প্রভাবও থাকিবে; মায়ার প্রভাব থাকিলে সাধক কিরূপে জীবমুক্ত হইতে পারেন? ইহাই বোধ হয় আচার্য্যপাদের অভিপ্রায়। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রথমতঃ, “ভিগতে হৃদয়গ্রস্থিচ্ছিত্ত্বস্তে সর্বসংশয়াঃ। স্কীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডকশ্রুতি ॥ ২।২।৮ ॥”—এই শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মক্ষয়ের কথা জানা যায়। কর্ম্মক্ষয় বলিতে পাপ ও পুণ্য উভয়ের ক্ষয়ই বুঝায়। কেহ হয়তো বলিতে পারেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যে কেবল অপ্রারব্ধ-কর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে; প্রারব্ধ কর্ম্মের কথা বলা হয় নাই; যেহেতু, শাস্ত্র বলেন, “নাভুক্তং স্কীয়তে কর্ম্ম কোটিকল্পশতৈরপি।” কিন্তু ইহা হইল সাধারণ বিধি; যাহাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় নাই, তাহাদের জগৎই এই বিধি। কিন্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লব্ধ সাধকের জগৎ যে বিশেষ বিধি আছে, তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে যে-পাপ এবং পুণ্য উভয়ই সম্যক্রূপে বিনষ্ট হয় এবং মায়ার অঙ্গনও সম্যক্রূপে দূরীভূত হয়, শ্রুতিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়। “যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কর্ভারমীশং পুরুষং ব্রহ্ময়োনিং। তদা বিদ্বান্ পুণাপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥ ৩।১।৩ ॥” দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত সাধক কেবল যে স্বীয় পুণ্যের ফলেই তাঁহার প্রয়োজনীয় অন্ন-জলাদি পাইয়া থাকেন, তাহা বলাও বোধ হয় সম্ভব হয় না। ভগবৎ-কৃপাতেও তিনি তাহা পাইতে পারেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“অনন্তান্শিত্ত্বয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯।২২ ॥—অনন্তনিষ্ঠ হইয়া ঈহারা আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার ভজন করেন, আমি সেই সকল নিত্য্যভিযুক্ত (সর্বপ্রকারে মদে-কনিষ্ঠ) ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি।” এই শ্লোকের টীকায় যোগ-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“ধনাদিলাভম্—ধনাদিলাভ।” শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—“যোগক্ষেমম্ অন্নাত্মাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ—অন্নাতির আহরণ এবং তৎসংরক্ষণ।” তিনি আরও লিখিয়াছেন—“তৎপোষণভারো

ময়ৈব বোচ্যঃ গৃহস্থস্তেব কুটুম্বপোষণভার ইতি—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, গৃহস্থ যেমন কুটুম্ব-পোষণের ভার বহন করেন, তদ্রূপ আমিও তাঁহাদের পোষণভার বহন করি।” শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও লিখিয়াছেন—“দেহযাত্রামাত্রার্থমপি অপ্রযতমানানাং যোগঞ্চ ক্লেমঞ্চ অলকন্ত লাভং লকন্ত পরিরক্ষণং চ শরীরস্থিত্যর্থং যোগক্লেমমকাময়মানানামপি বহামি প্রাপয়ামি অহং সর্বৈশ্বর্যঃ।—তাঁহারা যোগ (অলক বস্ত্র লাভ) এবং লক-বস্ত্রের রক্ষণ চাহেন না ; দেহযাত্রা নির্বাহের জন্তও তাঁহারা কোনও চেষ্টা করেন না ; কিন্তু সর্বৈশ্বর্য আমি তাঁহাদের শরীর-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের যোগক্লেম বহন করি (পাওয়াইয়া থাকি)।” অনন্তচিন্তে ভজন-পরায়ণ ভক্তের জন্তও যাহার এত ক্লগা, কৃপা করিয়া সেই ভগবান যাহাকে সাক্ষাৎকার দিয়াছেন, তাঁহার প্রয়োজনীয় অন্নজলাদি যে তিনি তাঁহাকে দিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। গীতার এই উক্তি হইতে জানা যায়, ভগবৎ-কৃপাতেই সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত সাধক নিজের প্রয়োজনীয় অন্নজলাদি লাভ করিতে পারেন ; তজ্জন্ত পূর্বসঞ্চিত পুণ্যের প্রয়োজন হয় না। স্মরণ্য মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পুণ্যের ধ্বংস স্বীকারের বিপক্ষেও কোনও হেতু দেখা যায় না ; বিশেষতঃ শ্রুতিও যখন বলেন— ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে পুণ্য ও পাপ উভয়ই সম্যক্রূপে ধ্বংস হয়। শ্রুতিও যে স্পষ্টভাবেই জীবমুক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। এ-সমস্ত কারণে, জীবমুক্তি অস্বীকারের মূলে কোনও শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

মায়ার প্রভাবেই জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মে, অহং-মমত্বাদি জ্ঞান জন্মে। এইরূপ অহং মমত্বাদি-জ্ঞান স্বরূপতঃ মিথ্যা। যেহেতু, আমার দেহ বাস্তবিক “আমি” নই, ইহা “আমারও” নয়। এইরূপ জ্ঞান মায়াকল্পিত, মায়ার প্রভাবে জাত। জীবদশাতেই যদি কাহারও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন—এই “অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান” মিথ্যা এবং অহং-মমত্বাদি জ্ঞানের ফলে জীবের যে “অন্ত্যধারূপ—স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ,” তাহাও মিথ্যা। তাই তখন আর তাঁহার উপরে মায়ার প্রভাব থাকে না বলিয়া তিনি জীবমুক্ত। জীবমুক্ত-অবস্থায় অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান থাকে না বলিয়া দেহাদিতে আবেশ-জনিত দুঃখ-বোধও থাকে না ; আর পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া পরমানন্দের অনুভবও হয়। তাই জীবমুক্তিও আত্যন্তিক পুরুষার্থ। “জীবতন্তুৎসাক্ষাৎ-কারণে মায়াকল্পিতস্ত অন্ত্যধারাবস্ত মিথ্যাত্বাভাসাৎ সৈষা মুক্তিরেবাত্যন্তিকপুরুষার্থতয়োপদিষ্টতে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ১১”

নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সাধক ভক্তির সাহচর্য্যে যদি জানমার্গের উপাসনা করেন, তাহা হইলে ভক্তির রূপায় তিনিও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহার স্ব-স্বরূপ-সাক্ষাৎকারও লাভ হইতে পারে। তখন অবিদ্যাকর্তৃক আত্মাতে আরোপিত সদসজ্ঞপও (স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরও) তাঁহার নিকটে মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়। তখন তিনি জীবমুক্ত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-লক্ষণা জীবমুক্তির কথা বলা হইয়াছে। “তত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণং জীবমুক্তিমাহ—যত্রেমে সদসজ্ঞপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা। অবিদ্যায়ান্নি কৃতে ইতি তদব্রহ্মদর্শনম্ ॥ শ্রীভা. ১।৩।৩৩ ॥ স্বসংবিদা জীবাত্মনঃ স্বরূপজ্ঞানেন। * *। ব্রহ্মণো দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ ; যত্র স্বসংবিদেত্বাত্মজা জীবস্বরূপজ্ঞানমপি তদাশ্রয়মেব ভবতি ইতি, তথা কেবলস্বসংবিদা তে (সদসজ্ঞপে) নিষিদ্ধে ন ভবত ইতি চ জ্ঞাপিতম্। ততশ্চ জীবত এব অবিদ্যাকল্পিতমায়াকার্য্যাসম্বন্ধ-মিথ্যাস্ব-জ্ঞাপকজীবস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ তাদাত্ম্যাপন্ন-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো জীবমুক্তিবিশেষ ইত্যর্থঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৩ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জানমার্গের সাধক যদি ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সাধনের শেষ অবস্থায় তিনি নিজেকে জীবমুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন বটে ; কিন্তু ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদরবশতঃ তাঁহার অধঃপতনই হয় ; স্মরণ্য তাঁহার জীবমুক্তি লাভ হয় না। “যেহন্তেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন্দয়্যন্তুভাবাদ-বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আকৃষ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগদঙ্গুয়ঃ ॥ ১০।৩।৩২ ॥”

এইরূপে, যাহারা ভক্তির সাহচর্য্যে যোগমার্গের সাধন করেন, তাঁহাদের জীবদশায় ভক্তির রূপায় পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহারাও জীবমুক্ত হইতে পারেন।

আর, ভক্তিমার্গের উপাসকও তাঁহার জীবদশায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিলে জীবমুক্ত হইতে পারেন।

কোনও কোনও স্থলে জীবমুক্ত পুরুষ তাঁহার দেহভঙ্গ পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করেন বটে; কিন্তু সেই ভোগে তাঁহার কোনও রূপ অভিনিবেশ থাকে না। “তন্মাদস্ত প্রারব্ধকর্ম্মাত্রাণামনভিনিবেশেনৈব ভোগঃ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ৪ ॥” তিনি সংসারে থাকেন—পদ্যপত্রে জলের মতন।

জীবমুক্ত মহাপুরুষগণ তাঁহাদের দেহভঙ্গের পরে স্ব-স্ব-সাধনানুসারে কেহ বা শুদ্ধজীবস্বরূপে নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে, বা ভগবদ্বিগ্রহে, আবার কেহ বা ভগবৎ-পার্বদরূপে অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহাদের অন্তিমা মুক্তি।

অন্তিমা মুক্তি বা উৎক্রান্ত মুক্তি। দেহভঙ্গের পরে সাধক যে-মুক্তি পাইয়া থাকেন, তাহাকেই অন্তিমা মুক্তি বলে। প্রাণ উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইয়া যাওয়ার পরে এই মুক্তি লাভ হয় বলিয়া ইহাকে উৎক্রান্ত-মুক্তিও বলা হয়।

অন্তিমা মুক্তি লাভের পরে আর কাহাকেও সংসারে আসিতে হয় না। ব্রহ্মসূত্রও একথা স্বীকার করিয়াছেন। “অনারব্ধিঃ শব্দাৎ ॥” ৪।৪।২২ ॥ “ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতি বলেন—মুক্ত জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।” ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন—“স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে চ।১৫।১ ॥” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও তাহাই বলেন। “আব্রহ্মভুবনান্ধ্রোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জুন। মাং প্রাপ্যেব তু কোন্তেষ্য পুনর্জন্ম ন বিদুতে ॥ চ।১৬ ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) সহ স্বর্গাদি সমস্তই অনিত্য। যাহারা এই সকল লোক প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনর্জন্মের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।” গীতায় অত্রও বলা হইয়াছে—“যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ১৫।৬ ॥—যে স্থানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পরমধাম।” গীতা আরও বলেন—“তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম্ ॥ ১৮।৬২ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রসাদে পরমা শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে।” পুরাণাদিতেও এইরূপ বহুপ্রমাণ দৃষ্ট হয়।

পঞ্চবিধা মুক্তি। ঈহারা মুক্তিকামী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অল্প কিছুও কামনা করিয়া থাকেন; সুতরাং কামনার প্রকৃতি অনুসারে মুক্তির স্বরূপও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ মুক্তিও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। এইভাবে শাস্ত্রে পাঁচ রকমের অন্তিমা মুক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়—সায়ুজ্য, সালাক্য, সাক্ষি, সাক্ষ্য এবং সামীপ্য। এ-স্থলে এই পঞ্চবিধা মুক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

সায়ুজ্য। পরতত্ত্ব-বস্তুর কোনও এক প্রকাশের সহিত মিলিত হইয়া যাওয়ার (অর্থাৎ কোনও এক স্বরূপে প্রকাশ করার) নাম সায়ুজ্য। সায়ুজ্য মুক্তি আবার দুই রকমের—নির্বিশেষ ব্রহ্মসায়ুজ্য এবং ঈশ্বর-সায়ুজ্য বা ভগবৎ-সায়ুজ্য।

ঈহারা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া যান, তাঁহাদের মুক্তিকে বলে ব্রহ্মসায়ুজ্য। মিলিত হওয়ার অর্থ—ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়া নয়; অণুচৈতন্য জীব কখনও বিভূচৈতন্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন না। সায়ুজ্যমুক্তিতে মিলিত হইয়া যাওয়ার অর্থ—ব্রহ্মের সহিত তাদাস্বা প্রাপ্ত হওয়া; ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ-তন্ময়তা লাভ করা। এই আনন্দ-তন্ময়তা বশতঃ সায়ুজ্যপ্রাপ্ত জীব নিজের অস্তিত্বের কথাও যেন ভুলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে।

মুখ্য অর্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে শ্রুতিবাক্যের লক্ষণামূলক অর্থ করিয়া মায়াবাদীরা বলেন—জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবে অভিন্ন, জীব ব্রহ্মই; মায়াবিজৃম্বিত ব্রহ্মই জীব। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন পটাকাশ বা বৃহৎ আকাশের সঙ্গে মিশিয়া সর্বতোভাবে এক হইয়া যায়, তখন যেমন ঘটাকাশের আর কোনও পৃথক সত্তা থাকে না, তদ্রূপ মায়-বিজৃম্বিত-ব্রহ্মরূপ জীবের মায়াজনিত অজ্ঞান যখন দূর হইয়া যায়, তখন

জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যান, তখন আর তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। ইহা ঋতিসম্মত বা দেদান্তসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। ঋতি-বেদান্ত-মতে জীব হইতেছেন ব্রহ্মের চিক্রপা শক্তির অংশ। কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর স্বরূপগত লক্ষণের ব্যত্যয় হইতে পারে না; স্তূতরাং মুক্তির পূর্বেও যেমন জীব চিংকণ, মুক্তির পরেও তেমনি চিংকণ। কণ-পরিমাণ জীব মুক্ত অবস্থাতেও বিড়ু-পরিমাণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না। সাযুজ্য মুক্তিতেও জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে, সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীবস্বরূপে। অবশ্য আনন্দ-তন্ময়তাবশতঃ পৃথক অস্তিত্বের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। “অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাস্থানা সম্পরিদক্তো না বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥ ৪।৩।২১ ॥” তন্ময়তাবশতঃ স্বীয় অস্তিত্বের অনুভব হয় না বলিয়া যে মুক্ত জীবের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। যেহেতু, জীব স্বরূপতঃ চেতন বস্তু বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্ব হইবে স্বরূপগত ধর্ম; তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না। “যদৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজাতুর্বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ ॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতি ॥ ৪।৩।৩০ ॥” জীবের স্বরূপগত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিও সাযুজ্যমুক্তিতে থাকে; তাই জীব ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন। মুক্ত জীব আনন্দ হইয়া যান না; মুক্তিতে আনন্দ হইয়া গেলে মুক্তির পুরুষার্থতাই থাকে না; আনন্দ আনন্দন করিতে পারিলেই মুক্তির পুরুষার্থতা। রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরিয় শ্রুতিঃ ॥

সাযুজ্যমুক্তিপ्राप्त জীবের যে পৃথক অস্তিত্ব থাকে, মায়াবাদ-ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করচার্য্যও তাঁহার নৃসিংহ-তাপনীর ভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তু ভজন্তে ॥”—এই বাক্যে। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদভাগবতের ১০।৮।৭।২১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই—“সাযুজ্যমুক্তিপ्राप्त জীবও ভক্তির রূপায় পৃথক বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।” সাযুজ্য মুক্তিতে জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ভজনের উপযোগী দেহ ধারণ সম্ভব হয়; পৃথক অস্তিত্ব না থাকিলে বিগ্রহ ধারণ করিবে কে? (২।১০।৩৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

আর, ঐহারা অঘাসুরাদির গ্রায় অস্তিত্বা মুক্তিতে ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া যান এবং সে-স্থানে সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীবস্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহাদের মুক্তিকে বলা হয় ঈশ্বর-সাযুজ্য। ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের গ্রায় ঈশ্বর-সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবেরও পৃথক অস্তিত্ব থাকে, তাঁহার স্বরূপগত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিও থাকে। আনন্দস্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দ-নিমগ্নতার স্ফূর্তিই তাঁহাদের চিত্তে প্রধানরূপে জাগরুক থাকে। “অস্তভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্ত্তিরেব প্রধানম্। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫ ॥” এই আনন্দ-নিমগ্নতা হইল, ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিপ्राप्त জীবের গ্রায় আন্তরিক ব্যাপার। কখনও কখনও তাঁহাদের বাহ্যানন্দ-উপভোগও হয়। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় এবং ভগবান অনুগ্রহ করিয়া যদি তাঁহাদিগকে বাহ্যানন্দ-ভোগের উপযোগিনী কিঞ্চিৎ শক্তি দান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথাযোগ্যভাবে ভগবদন্ত তদীয় অপ্ৰাকৃত ভোগোচ্ছিষ্ট-লেশ অনুভব করিতে পারেন। “কচিদিচ্ছয়া তদনুগ্রহেণ তদীয়তচ্ছজিলেশপ্রাপ্তৈশ্ব্য যথায়ুক্তং বহিস্তদন্তাপ্রাকৃততদ্ভোগোচ্ছিষ্টলেশমেবানুভবতীত্যেকে ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫ ॥” এই উক্তির সমর্থক শ্রুতিবাক্যও প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে। “যদৈনং মুক্তো ন প্রবেশতি মোদতে চ কামাংশ্চৈবানুভবতীতি রহৎ-শ্রুতৌ ॥—মুক্ত ব্যক্তি ভগবানে প্রবেশ করেন, আনন্দ অনুভব করেন, কামসকলও অনুভব করেন ॥ রহৎ-শ্রুতি ॥ ব্রহ্মাভিসম্পত্ত ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতীত্যাদিমাদ্বান্দনায়ন-শ্রুতৌ ॥—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন, ইত্যাদি। মাদ্বান্দনায়ন-শ্রুতি ॥”

উল্লিখিত শ্রুতি প্রমাণের “ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন”—ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায়—ভগবৎ-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবের মধ্যে দর্শন-শ্রবণাদির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি নাই। ভগবান রূপা করিয়া অনুভবাদি জ্ঞাতৃ কিঞ্চিৎ শক্তি দান করিলেই মুক্ত জীব অনুভবাদি লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের এই ভোগও অতি সামান্য।

ভগবানের সম্পূর্ণ আনন্দও তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না। “মুক্তাঃ প্রাপ্য পন্নং বিষ্ণু তন্তোগামেশতঃ কচিং। বহিষ্ঠান ভূঞতে নিত্যং নানন্দাদীন কথঞ্চন ॥ মাধবভাষ্যত ভবিষ্যৎ-পুরাণ-বচন ॥—মুক্ত পুরুষেরা

পরপুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোনও স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করেন ; কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারেন না ।”

সামুজ্যপ্রাপ্ত জীবদিগের মধ্যে স্বরূপামুবন্ধী সেবা-সেবক-ভাব বিকাশ লাভ করে না বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সর্বতোভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছে, একথা বলা যায় না । তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবৎ-রূপার বিকাশও হয় অতি সামান্য রূপে ; এ-জগতই তাঁহারা বাহিরের অপ্রাকৃত ভোগোচ্ছিষ্ট অতি অল্প পরিমাণেই ভোগ করিতে পারেন ; সম্পূর্ণরূপে ভোগ, বা ভগবদানন্দেরও সম্পূর্ণ ভোগ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব এবং পরিকরন্দের সহিত ভগবানের লীলাদির অনুভব একেবারেই অসম্ভব ।

স্বরূপে অণুচৈতন্য জীবের শক্তিও অণুপরিমিতই ; স্বরূপ-শক্তির রূপাতেই ভগবৎ-সেবাদের জন্ত জীবের শক্তি বিপুলতা লাভ করে । ষাঁহার জীবের স্বরূপামুবন্ধিনী কৃষ্ণমুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাপ্রাপ্তির বাসনায় ভক্তি-ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, স্বরূপশক্তি তাঁহাদিগকেই পূর্ণরূপে রূপা করেন । কারণ, ভগবানের প্রীতি-বিধানই স্বরূপশক্তির একমাত্র কাম্য বস্তু ; সেবাদ্বারা ভগবানের প্রতিবিধানের জন্ত ষাঁহার লালায়িত, তাঁহাদের আনুকূল্য করাও স্বরূপশক্তির স্বরূপগত ধর্ম ; যেহেতু, এইরূপ আনুকূল্যদ্বারাই ভগবৎ-সেবা সম্ভব হইতে পারে । কিন্তু ষাঁহার ভগবৎ-সেবাই চাহেন না, চাহেন ভগবানের বিগ্রহে স্থিতিমাত্র, তাঁহাদিগের প্রতি স্বরূপশক্তির পূর্ণ রূপার কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না । এজগতই ভগবৎ-সামুজ্যপ্রাপ্ত জীব স্বরূপশক্তির বা ভগবানের পূর্ণ রূপা হইতে বঞ্চিত এবং তাহারই ফলে লীলাদির অনুভব বা ভগবানের আনন্দেরও পূর্ণ অনুভব হইতে বঞ্চিত ।

সালোক্য-মুক্তি । যে মুক্তিতে সমান (একই) লোকে (ধামে) বাস হয়, তাহাকে সালোক্য-মুক্তি বলে । সাধকের উপাস্ত ভগবৎ-স্বরূপের যেই ধাম, মুক্তি লাভ করিয়া সেই ধামে বাস করার বাসনা ষাঁহার থাকে, তিনিই ভগবৎ-রূপায় এই সালোক্যমুক্তি পাইতে পারেন । সালোক্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীব ভগবৎ-রূপায় কয়চরণাদিবিশিষ্ট পার্শ্বদেহ লাভ করেন ; এই পার্শ্বদেহ চিন্ময়, প্রাকৃত নহে ; ইহা নিত্য । শ্রীনারদ তাঁহার পার্শ্বদেহ-প্রাপ্তিসম্বন্ধে ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন—“প্রযুক্ত্যামানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং । আরককর্মনির্ব্বাণো হ্রপতং পাঞ্চ-ভৌতিকঃ ॥ শ্রীভা. ১।৬।২৯ ।—শুদ্ধা ভাগবতী তনুর প্রতি আমি প্রযুক্ত্যামান হইলে আমার আরককর্মনির্ব্বাণ পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ নিপতিত হইল ।” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অনেন পার্শ্বদতনূনামকর্ম্মারকত্বং শুদ্ধত্বং নিত্যত্বমিত্যাदि সূচিতং ভবতীত্যেবা ।—ইহাদ্বারা পার্শ্বদতনুসমূহের অকর্ম্মারকত্ব, শুদ্ধত্ব, নিত্যত্বাদি সূচিত হইতেছে ।”

সাষ্টি-মুক্তি । সাষ্টি অর্থ (সমজাতীয়) ঐশ্বর্য্য । ষাঁহার উপাস্ত ভগবৎ-স্বরূপের সমজাতীয় ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তাঁহার এই সাষ্টি-মুক্তি পাইয়া থাকেন । তাঁহাদেরও চিন্ময় এবং নিত্য পার্শ্বদেহ ।

সাষ্টি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবসম্বন্ধে কয়েকটি ঋতিপ্রমাণ প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে । “স তত্র পর্য্যেতি জঙ্ঘন ক্রীড়ন রমণঃ স্ত্রীভির্কা যানৈর্কা জ্ঞাতিভির্কা নোপজনং স্রব্ধিং শরীরম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১২।৩ ।—সেই মুক্তপুরুষ ব্রহ্মলোকে যাইয়া স্ত্রীপুরুষের সংযোগে জাত এই শরীর স্রবণ না করিয়াই যথেষ্ট ভ্রমণ, ভক্ষণ, ক্রীড়া, স্ত্রীগণের সহিত রমণ, যান-যোগে বিহার, জ্ঞাতিগণের সহিত অবস্থান করেন । আপ্রোতিত স্বরাজ্যম্ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ১।৬ ।—মুক্তপুরুষ অংশভূত ব্রহ্মাদি দেবগণের আধিপত্য লাভ করেন । সর্ব্বৈশৈ দেবা বলিমাহরন্তি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ১।৫ ।—ব্রহ্মাদি দেবগণ মুক্তপুরুষের জন্ত পূজোপহার আচরণ করেন । তস্ত সর্ব্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৭।২৫।২ ।—মুক্ত পুরুষের সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দ গতি হয় ।” এ-সমস্ত ঋতিবাক্যে যদিও মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয় । বেদান্তও বলেন—“জগদব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসম্বিহিতত্বাৎ ॥ ৪।৪।১৭ ।—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য্য মুক্তপুরুষের নাই ।” চরিত্রে, ঔদার্য্যে, কারুণ্যাদি গুণে ভগবানের সমান যে কোথাও কেহ নাই, তাহা ভগবানই দেবকী-বনুদেবের নিকটে কংসকারাগারে আবর্ত্তিত

হওয়ার পরে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। “অদৃষ্টান্ততমং লোকে শীলোদার্য্যভণৈঃ সমম্। অহং হুতো বামভবং পুন্নিগৰ্ভ ইতি স্মৃতঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩।৩০ ॥—তোমরা (অংশে) হুতপা ও পুন্নিগৰ্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অপজ্ঞা করিয়া আমার মত পুত্র পাওয়ার নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছিলে; কিন্তু চরিত্রে, ঔদার্য্যে, ভণে আমার সমান কেহ, কোথাও নাই বলিয়া আমিই পুন্নিগৰ্ভ-নামে তোমাদের পুত্র হইয়াছি।” ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যতো দূরে, অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্যেরও আংশিক প্রাপ্তি মাত্র হইতে পারে। “অতএবাগ্নিমানি-প্রাপ্তিরপ্যংশেনৈব জ্ঞেয়া ॥ শ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৩ ॥” বৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৪।১৯৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—পার্ষদগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক (স্বরূপানুবন্ধি) পরম-ঐশ্বর্য্য-বিশেষ বর্তমান এবং অনন্তসাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি মহিমাবিশেষ বর্তমান। পার্ষদগণ অপেক্ষা ভগবানের এই সকল রৈশিষ্ট্য না থাকিলে পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদি ভগবানের তুল্যই হইলে, পার্ষদগণ বিচিত্র ভজনরস অনুভব করিতে পারিতেন না। “এবং পার্ষদেভ্যস্তেভ্যোহপি সকাশাং ভগবতা বিধেয়স্বাভাবিকপরমৈশ্বর্য্য-বিশেষাপেক্ষয়া তথানন্তসাধারণমধুরমধুরবিচিত্র-সৌন্দর্য্যাদিমহিমাবিশেষদৃষ্ট্যা ভগবতো মহান্ বিশেষঃ সিদ্ধাত্যেব। অতথা সদা পরমভাবেন তেষাং তস্মিন্ বিচিত্র-ভজনরসানুপপত্তিরিতি দিক্ ॥” পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্য যে ভগবানের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা নূন, তাহাই এস্থলে বলা হইল।

সাক্ষ্য-মুক্তি। সাক্ষ্য-সমান রূপ-প্রাপ্তি। যিনি যে-ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই ভগবৎ-স্বরূপের ধামে সেই ভগবৎ-স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হইয়েন, অর্থাৎ নারায়ণের উপাসক যদি নারায়ণের শ্রায় চতুর্ভূজ রূপ প্রাপ্ত হইয়েন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে সাক্ষ্য-মুক্তি বলা হয়। গজেন্দ্র ভগবৎ-স্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবসন ও চতুর্ভূজ ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদবিমুক্তোহজ্ঞানবন্ধনাং। প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভূজঃ ॥ শ্রীভা. ৮।৪।৬ ॥”

সাষ্টি-মুক্তি-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা নূন। তদ্রূপ, সাক্ষ্যমুক্তিতেও তদ্রূপ নূনতা থাকিবে। ভগবানের অনন্তসাধারণ বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদির কথা সাষ্টি-মুক্তি-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকাংশে বলা হইয়াছে। সাক্ষ্যে কর-চরণাদির সংখ্যায় এবং বর্ণাদিতেই সাম্য থাকিতে পারে; ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি, সর্বজন-চিত্তাকর্ষকাদি এবং শ্রীবৎস-কৌস্তভ ও করচরণ-চিহ্নাদি মুক্ত জীব পাইতে পারেন না। এ-সমস্ত ভগবানের নিজস্ব বস্তু।

সাক্ষ্য-প্রাপ্ত জীবের পার্ষদদেহও চিন্ময়, অপ্রাকৃত এবং নিত্য।

সামীপ্য-মুক্তি। যে-মুক্তিতে ভগবানের সমীপে (নিকটে) থাকা যায়, তাহার নাম সামীপ্য-মুক্তি। সামীপ্য-মুক্তিতেও নিত্য চিন্ময় পার্ষদদেহ প্রাপ্তি হয় এবং সেই দেহেই ভগবানের নিকটে থাকা হয়।

সালোকা, সাষ্টি ও সাক্ষ্য হইল অন্তঃসাক্ষাৎকারময়; কিন্তু সামীপ্য বহিঃসাক্ষাৎকারময়; এজন্ত সালোক্যাদি ত্রিবিধা মুক্তি অপেক্ষা সামীপ্যের আধিক্য। “সালোক্যাদিষু চ সামীপ্যস্তাধিক্যং বহিঃসাক্ষাৎকারময়ত্বাং ॥ শ্রীতি সন্দর্ভঃ ॥ ১৬ ॥”

সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি সম্বন্ধে। ঐহারা বিধিমার্গে ভগবানের ভজন করেন এবং ঐহাদের চিত্তে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহারাই স্বস্ব-বাসনানুসারে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির মধ্যে কোনও একটি মুক্তি পাইতে পারেন। এই চতুর্বিধা মুক্তির স্থান মায়াভীত বৈকুণ্ঠে বা পরব্যোমে। “ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তিপায় ॥ ১০।১৫ ॥ নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রোপসাকো বৈকুণ্ঠভূবনং গমিষ্যতি। নারায়ণার্থবিশির-উপনিষৎ ॥ ৪ ॥” ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিও তাহাই বলেন। “মাহাস্ব্যজ্ঞানযুক্তশ্চ হৃদৃঢ়ঃ সর্বতোহধিকঃ। স্নেহোভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সাষ্ট্যাদি নান্তথা ॥ ১।৪।৮ ॥—দ্বুত নারদপঞ্চরাত্রবচন ॥—মাহাস্ব্য-জ্ঞানযুক্ত, হৃদৃঢ় এবং সকল বিষয় হইতে অধিক যে-স্নেহ, তাহাকেই ভক্তি বলে; এতাদৃশী ভক্তিব্যতীত সাষ্ট্যাদি মুক্তি অস্ত কিছতেই পাওয়া যায় না।”

সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ চিন্ময় এবং নিত্য পার্শ্বদদেহে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। তাঁহাদিগকে শাস্ত ভক্ত বলে। নবযোগেন্দ্র, সনক-সনাতনাদি শাস্ত ভক্ত। শম-শব্দের অর্থ—ভগবন্নিষ্ঠতা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“শমো মন্থিততাবুদ্ধেঃ ॥ শ্রীভা. ১১।১২।৩৬ ॥” এইরূপ “শম” ষাঁহাদের আছে, তাঁহারাশৈ শাস্তভক্ত। একমু শাস্তভক্তের একটি লক্ষণ—“কৃষ্ণকনিষ্ঠতা” এবং তাহাঁরই ফলে “কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ”।

শাস্তভক্ত কৃষ্ণসম্বন্ধে মমতা-গন্ধহীন—ভগবান্ “আমার আপন-জন” এরূপ জ্ঞান তাঁহাদের জন্মে না ; যেহেতু, শাস্তভক্তের চিত্তে ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। “শাস্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥ ২।১২।১৭৭ ॥” শাস্তভক্তের ভাব মদীয়তাময় নহে, পরন্তু তদীয়তাময় ; “ভগবান্ আমার” এই ভাব তাঁহাঁর নাই ; আমি ভগবানের, ভগবান্ অনুগ্রাহক, আমি অনুগ্রাহ—ইত্যাদি ভাবই শাস্তভক্তের চিত্তে বলবান্ ।

শাস্তভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাঁর ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভূজ-রূপেই স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হয়েন। “শ্রামাকৃতিঃ স্মুরতি চতুর্ভূজোহয়ম্ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥” তিনি “সচ্চিদানন্দসাম্রাজ্ঞ আত্মারামশিরোমণিঃ। পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচির্বীণী ॥ সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ। বিদুরিদ্ধাদিগুণবানশ্মিনালম্বনো হরিঃ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥”

শাস্তভক্ত দুই শ্রেণীর—আত্মারাম ও তাপস। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের রূপাতে যে-সমস্ত আত্মারাম বা তাপস কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, তাঁহারা শাস্তভক্ত। “শাস্তাঃ স্ত্যঃ কৃষ্ণ-তৎপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ। আত্মারামা শুদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥” সনক-সনন্দনাদি আত্মারাম শাস্তভক্ত। “আত্মারামাস্ত সনক-সনন্দনমুখা মতাঃ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥” আর, ভক্তিব্যতীত মুক্তি নির্দিষ্ট হয় না, ইহা ভাবিয়া ষাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করেন, অথচ মুক্তিবাসনা ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে তাপস শাস্তভক্ত বলে : “মুক্তির্ভক্ত্যেব নির্বিঘ্নেত্যভ-যুক্তবিরক্ততাঃ। অনুজ্ঞিতমুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫ ॥”

শাস্তভক্তগণের প্রায়শঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখই অনুভূত হয় ; ভগবানের সর্বাচিত্তাকর্ষক গুণের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের চিত্তে গুণাদি স্ফুর্তি হইয়া থাকে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের স্ফুর্তিও হইয়া থাকে। কিন্তু নির্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ-জাতীয় সুখ অধন—তরল ; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের অনুভবে যে-আনন্দ, তাহা ঘন, প্রচুরতর। “প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্তাদত্র যোগিনাম্। কিস্ত্বান্নসৌখ্যমঘনং ঘনস্বীশময়ং সুখম্ ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৪ ॥” এইরূপ অনুভবলব্ধ আনন্দ রসরূপে পরিণত হওয়ার পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব (ত্রিবিগ্রহরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই) প্রধানহেতু ; ব্রজের দাস্ত্যভাবের ভক্তের জায় ভগবানের লীলাদির মনোজ্ঞ ইহার প্রধান কারণ নহে। “তত্রাপীশ্বরূপানুভবৈস্তেবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্ মনোজ্ঞতা লীলাদেব তথা মতা ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৪ ॥”

সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির প্রত্যেকটিই আবার দুই রকমের—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা। “সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেতাপি। সালোক্যাদিবিধা তত্র নাগ্না সেবাজুষ্ণং মতা ॥ ভ. র. সি. ৩।২।২৯ ॥” বৈকুণ্ঠের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাহাতে সুখ এবং ঐশ্বর্য্য বর্তমান। ষাঁহাদের চিত্তে এই সুখ এবং ঐশ্বর্য্য লাভের বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের মুক্তি হইল—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা। আর, ষাঁহাদের চিত্তে প্রেমের স্বভাববশতঃ সেবার বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের মুক্তি হইল—প্রেমসেবোত্তরা। এই প্রেমসেবা অবশ্য ব্রজের জায় মদীয়তাময়ী প্রেমসেবা নহে ; যেহেতু, শাস্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মদীয়তাময় ভাবেরই অভাব ; এই প্রেমসেবা হইতেছে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়-প্রেমের সেবা, তদীয়তাভাবময়-প্রেমসেবা। ষাঁহারা সেবা চাহেন, তাঁহারা সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি গ্রহণ করেন না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—সালোক্য, সাক্ষি ও সাক্ষ্যমুক্তি হইতেছে, অন্তঃসাক্ষাৎকারময় ; সালোক্যাদি ত্রিবিধামুক্তিপ্রাপ্ত শাস্তভক্তগণ স্ব-স্ব-চিত্তেই ভগবানকে অনুভব করেন ; কিন্তু সামীপ্য-মুক্তিতে বহিঃসাক্ষাৎকারও হয় ; স্তত্রাং সামীপ্যমুক্তিতেই আনন্দের আধিক্য।

ভগবৎ-প্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তি। উল্লিখিত পঞ্চবিধা মুক্তিব্যতীত আরও এক রকমের মুক্তি আছে। ইহা হইতেছে ভগবৎ-প্রাপ্তি; ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলে আনুশঙ্গিক ভাবেই মুক্তি হইয়া যায়। এজন্ত ইহাকে মুক্তি না বলিয়া সাধারণতঃ প্রাপ্তি বলা হয়। ভগবৎ-প্রাপ্তি বলিতে ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তি বুঝায়। এই সেবা হইতেছে—প্রাণচালা সেবা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি-পূর্ব্বিকা সেবা। এইরূপ সেবার জন্ত মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে কেবলাপ্রীতি, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শুদ্ধ প্রেম। প্রেম-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—কৃষ্ণোন্মির্গ-প্রীতি-ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তিই ঐহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারা চিন্তে এই প্রেমের আবির্ভাবের অনুকূল সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন। এই সাধন হইতেছে—শুদ্ধাভক্তির সাধন, রাগানুগামার্গের সাধন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমুক্ত বৈধীমার্গের সাধনে শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন-শুদ্ধপ্রেম বা কেবলাপ্রীতি পাওয়া যায় না। এইরূপ শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাই চাহেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম হইলেও, স্ততরাং তাঁহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ থাকিলেও, ঐশ্বর্য্যের অস্তিত্বের জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন এবং তাঁহার পরিকরগণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ব্রজপরিকরদের গাঢ়-প্রীতিরস-সমুদ্রের অতল তলে যেন আত্মগোপন করিয়া থাকে। ঋতিতে পরব্রহ্মকে “রসো বৈ সঃ”, “সর্ব্বরসঃ” “রসঘনঃ” বলা হইয়াছে; তিনি পরমতম রসরূপ—রসস্বরূপে পরম আত্মাচ্যুতম এবং রসিকরূপে রসিকেন্দ্র-শিরোমণি; তিনি “সর্ব্বরসঃ”—অনন্ত রসবৈচিত্রীর সমবায়, অশেষ-রসায়ত-বারিধি। স্বয়ংভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনেই তাঁহার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। “মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার” বলিয়া ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা পরিসিদ্ধিত এবং পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্য্যেরই সেবা—পুষ্টিবিধান—করিয়া থাকে (২১১১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) মাধুর্য্য-গন-বিগ্রহ, রসঘন-বিগ্রহ রসিকশেখর ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ব্রজপরিকর-ভক্তদের প্রেমরস নির্য্যাস আশ্বাদন করেন; লীলার ব্যাপদেশেই এই প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রেম সঙ্কচিত হয়; স্ততরাং প্রেমরস-নির্য্যাসের উচ্চাসও স্তিমিত, শুক্লীভূত হইয়া যায়। তাহাতে প্রেমরস-নির্য্যাসের আশ্বাদন ক্ষুদ্র হয়, রসিকশেখরত্বের বিকাশ বিঘ্নিত হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের পক্ষেও অভীষ্ট নয়; যেহেতু, ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই বিলাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতিবিধান ঐশ্বর্য্যেরও একান্ত কাম্য। তাই ব্রজে পূর্ণতমরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এবং মাধুর্য্যের দ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়াই প্রয়োজন-অনুসারে মাধুর্য্যের পুষ্টিবিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রসআশ্বাদনাত্মিকা লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকে; নিজের অনাবৃত্তস্বরূপে প্রায়শঃই আত্মপ্রকাশ করে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও যেমন, তেমনি তাঁহার ব্রজপরিকরদের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকে প্রচ্ছন্ন। ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম সম্যকরূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। তাঁহাদের প্রেমের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাঁহাদের প্রেমে স্বস্ব-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তাই তাঁহাদের প্রেম-সম্যকরূপে বিশুদ্ধ, নির্ম্মল—তাঁহাদের প্রীতি হইতেছে কেবলা প্রীতি।

ব্রজলীলার পরিকররূপে ঐহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা কামনা করেন, তাঁহাদের কাম্যও হইতেছে ঐরূপ কেবলা প্রীতি—স্বস্ব-বাসনার গন্ধলেশশূন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম।

বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধান নারায়ণরূপে লীলা করিয়া থাকেন। তাই সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত বৈকুণ্ঠ-পরিকরদের চিন্তেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাপ্য লাভ করিয়া থাকে। এজন্ত শ্রীকৃষ্ণে বা নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি জন্মিতে পারে না। ব্রজপরিকরদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমত্ববুদ্ধি এবং এই মমত্ববুদ্ধিবশতঃই তাঁহাদের পক্ষে প্রাণচালা সেবা সম্ভব।

ভগবৎকৃপাব্যতীত সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও মুক্তিই সম্ভব নয়। কৃপা উদ্ভব করার জন্ত ভগবৎ-প্রীতির উন্মেষ প্রয়োজন। তাই আনুশঙ্গিকভাবে সাযুজ্যমুক্তির সাধককেও ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিকামীর এই ভগবৎ-প্রীতি উপায়মাত্র, উপেনয় নহে। আর, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির সাধকদের নিকটে ভগবৎ-প্রীতি উপায় এবং উপেনয়—উভয়ই। তথাপি, উপেনয়রূপা ভগবৎ-প্রীতিতে তাঁহারা প্রাধান্ত দেন না; তাঁহাদের প্রাধান্ত থাকে নিজের মায়া-নিবৃত্তিতে এবং ঐশ্বর্য্যাদি লাভের বাসনায়। “অথ মুক্তিভোগ্য ভগবৎপ্রীতে রাধিক্যং বিদ্রম্যতে। তত্র যদপি তৎপ্রীতিং বিনা তা অপি ন সন্ত্যেব, তথাপি কেচাঞ্চিৎ তেষাং স্বস্তৃ হঃখহানৌ সামীপ্যাদিলক্ষণ-সম্পত্তাবপি তাৎপর্য্যং ন তু শ্রীভগবতোবেতি তেষু নৃজতা। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৬ ॥”

মুক্তিকামীরা নিজেদের জ্ঞাত কিছু চাহেন—পঞ্চবিধা মুক্তিতে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের কামনা সাধারণ। সালোক্যাদিতে তদতিরিক্তও কিছু কামনা আছে।

কিন্তু ব্রজপ্রেমের উপাসকগণ নিজেদের জ্ঞাত কিছুই চাহেন না; তাঁহাদের একমাত্র কাম্য—কৃষ্ণমুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। মুক্তি তাঁহারা চাহেন না; এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। “সালোক্য-সাক্ষি-সামীপ্য-সাক্ষিপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীযমানং ন গৃহস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীভা. ৩।২৯। ১৩ ॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আবার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতীত আর কিছুই চাহেন না; আমি যদি তাঁহাদিগকে সালোক্য, সাক্ষি, সামীপ্য, সাক্ষ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তিও দিতে চাহি, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।”

তাঁহাদের মুক্তি না চাওয়ার হেতু এই। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। অনাদিবহির্গুণতাবশতঃ মায়ায় কবলে পতিত হইয়া জীব নিজের স্বরূপের কথা ভুলিয়া আছেন। ভক্তিমার্গের সাধনে এই স্বরূপের জ্ঞান স্মরিত হইতে পারে এবং স্বরূপের জ্ঞান স্মরিত হইলে সেবাবাসনাও স্মরিত হইতে পারে। সাযুজ্যমুক্তিতে কৃষ্ণদাস-স্বরূপের জ্ঞান স্মরিত হয় না; সুতরাং সেবা-সেবকভাবও স্মরিত হয় না; যেহেতু, সাযুজ্যকামীদের সাধনই হইতেছে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানমূলক। সাযুজ্যমুক্তিতে কৃষ্ণসেবার কোনও অবকাশ নাই বলিয়া ভক্ত তাহা নিতে চাহেন না। আর, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিতে স্বরূপের জ্ঞান এবং সেবা-সেবকভাবও বিদ্যমান থাকে; কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্ত লাভ করে বলিয়া সেবাবাসনার সম্যক্ স্মরণ হয় না, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিও জাগে না। তাই প্রাণচালা সেবার সম্ভাবনা নাই। এজন্ত ভক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও কামনা করেন না। ভক্ত “নরক বাহুয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২।৬।২৪১ ॥” এস্থলে সাযুজ্যের উপলক্ষণে পঞ্চবিধা মুক্তিই সূচিত হইতেছে। নরকে কাহাকেও অনন্তকাল থাকিতে হন না। নরকভোগের পরে আবার ব্রহ্মাণ্ডে জন্মাদি হয়। কোনও জন্মে কোনও ভাগ্যে ভজনের উপযোগী মনুষ্যদেহ লাভের সম্ভাবনা থাকে; তখন শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অমূল্য ভজনের সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু কোনও এক রকমের মুক্তি লাভ হইলে সেই অবস্থাতেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে; শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী ভজনের সম্ভাবনা একেবারেই তিরোহিত হইবে। এজন্ত ভক্ত বরং নরকেও যাইতে প্রস্তুত, তথাপি মুক্তি নিতে ইচ্ছুক হয়েন না।

ভক্তচিত্ত-বিনোদনই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ব্রত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—“মদভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণ ॥” শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য ঐহাদের লাভ হয়, নিজের জ্ঞাত তাঁহাদের কাম্য কিছু না থাকিলেও স্বীয়মাধুর্য্যাদি আশ্বাদন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহাদিগকে অপরিসীম আনন্দ দান করিয়া থাকেন। তাঁহার মাধুর্য্য অসমোর্কি। “যে মাধুরী-উর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান, পরব্যোমে স্বরূপের গণে। যৌহো সব অবতারা, পরব্যোমে অধিকারী, এ-মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা, পতিব্রতাগণের উপাস্তা। তেঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কামভোগে, ব্রত করি করিল তপস্তা ॥ ২।২।১২৬-১৭ ॥” শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য—“কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হবে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২।১৮৮ ॥” আবার “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আশ্বাদিতে সাধ উঠে মনে ॥ ২।২।১৮৬ ॥” শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির এমনই এক অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি যে, আশ্বারাম মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। “আশ্বারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-মিখমজ্জতগুণো হরিঃ ॥ শ্রীভা. ১।৭।১০ ॥” প্রতিও বলেন—“মুক্তা অপি হি এনমুপাসত ইতি সৌপর্ণকর্তে ॥” কিন্তু —৬/৬০

“কর্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি তপ ধ্যান, ইহা হৈতে মাধুর্য্য হ্রদয় । কেবল যে রাগমার্গে, তবে কৃষ্ণে অনুরাগে, তারে কৃষ্ণমাধুর্য্য মূলত ॥ ২১১।১০০ ॥”

এই রাগমার্গের ভজনকেই শ্রীমদভাগবতে “প্রোজ্জ্বিত-কৈতব পরমধর্ম” বলা হইয়াছে এবং ইহাই শ্রীমদভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম । “ধর্মঃ প্রোজ্জ্বিত-কৈতবোহত্র পরমো নির্য্যংসরাণাং সতাম্ ॥ ১।১।২ ॥” এই শ্লোকের টীকার শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অত্র শ্রীমতি হৃদয়ে ভাগবতে পরমো ধর্মো নিরূপ্যতে ইতি । পরমম্ হেতুঃ প্রকর্ষণে উজ্জ্বিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যমিন্ সঃ । প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ । কেবলমী-শ্বরাদ্রাধনলক্ষণো ধর্মো নিরূপ্যতে ইতি ।—যে-ধর্মের অনুষ্ঠানে কোনও রূপ ফলাভিসন্ধান থাকিবে না, এমন কি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও রকমের মুক্তির বাসনা পর্যাশ্রয় থাকিবে না, যাহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে ভগবানের আরাধনা বা সেবা (প্ৰীতিবিধান), তাহাই পরমধর্ম ।” স্বামিপাদের এই টীকার কৈতব-শব্দের মর্ম্মই কবিদ্বয় গোন্ধাবী এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—“কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম । সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমোবর্ষ ॥ অজ্ঞান-তমের নাম कहिये কৈতব । ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাহ্য আদি সব ॥” এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর্য্যবসার হয় শ্রীহরির তুষ্টিতে । “স্বনুষ্ঠিতস্ত ধর্ম্মস্ত সংসিদ্ধির্হিরিতোষণম্ ॥ শ্রীভা. ১।২।১৩ ॥” কৃষ্ণকামনা এবং কৃষ্ণভক্তি-কামনাব্যতীত আর সকল রকমের কামনাতেই নিজের প্রতি অনুসন্ধান থাকে ; তাই শ্রীমদমহাপ্রভু অল্পকামনাকে হৃৎসঙ্গ ও কৈতব বলিয়াছেন । “হৃৎসঙ্গ कहिये কৈতব আশ্রবঞ্চনা । কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তিবিনা অল্প কামনা ॥ ২।২।১।১০ ॥

রাগমার্গের ভজনেই কৃষ্ণসেবার উপযোগী এবং কৃষ্ণমাধুর্য্য আন্বাদনের উপযোগী প্রেম লাভ হইতে পারে । এজন্ত প্রেমকে বলা হয় পঞ্চমপুরুষার্থ বা পরম-পুরুষার্থ । “পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ ২।২।১।১২ ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন । কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আন্বাদন ॥ প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত-বশ । প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস ॥ ১।১।১।১৩-৮ ॥”

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের চারি ভাবের পরিকর আছেন—দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । এই সমস্ত ভাবে উত্তরোত্তর প্রেমের গাঢ়তা এবং উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশতা । মধুর-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবা-প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্ণতম-প্রেমবশতা ।

রসস্বরূপ পরব্রজ শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বতন্ত্র হইলেও রসস্বরূপ-স্বভাববশতঃ ভক্তির বশীভূত । “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠর-শ্রুতি ॥” তিনি শুদ্ধাভক্তির (অর্থাৎ কেবলা প্ৰীতিরই) বশীভূত হয়েন । তিনি নিজেই বলিয়াছেন—“ঐশ্বর্য্য-শিখিল প্রেমে নহে মোর প্ৰীতি ॥ ১।৩।১৪ ॥” একমাত্র ব্রজেরই কেবলা প্ৰীতি ; সুতরাং তিনি ব্রজপরিকরদিগের প্রেমেরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত ; তাঁহার ব্রজপরিকরগণ তাঁহাকে নিতান্ত আপন করিয়াই পাইয়া থাকেন । রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া ব্রজপরিকররূপে ঐহার ঐহার সেবা পাইয়া থাকেন, “রসং য়েবাং লব্ধ্বানন্দী ভবতি”-শ্রুতিবাক্যের পূর্ণ সার্থকতা তাঁহাদেরই মধ্যে ।

ব্রজভাবের সাধক ব্রজের যে-কোনও একভাবের পরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া পার্শ্বদক্ষলে সেই ভাবানুকূল-লীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন ।

ব্রজভাবের সাধক মুক্তি চাহেন না বটে ; কিন্তু আনুঘটিক ভাবেই তাঁহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে যখন তাঁহার অভীষ্ট সেবা লাভ হইবে, তখন ব্রজেরই তো তিনি ভাবানুকূল পার্শ্বদক্ষলে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবেন । সংসারবন্ধন ছিন্ন না হইলে ভগবৎলীলাস্থল ব্রজে তিনি ঘাইবেন কিরূপে ? তাই আনুঘটিক ভাবেই তাঁহার মুক্তি হইয়া যায়, তজ্জন্ত তাঁহাকে কিছু করিতে হয় না । “অনার্য্যসে ভবকৃষ্ণ, কৃষ্ণের সেবন ॥ ১।৮।২৪ ॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন । মারাপাশ ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২।২।১।৮ ॥” ভগবৎ-প্রাপ্তির আনুঘটিক ভাবে এই মুক্তি লাভ হয় বলিয়াই ইহাকে “ভগবৎ-প্রাপ্তি-লক্ষণা মুক্তি” বলা যায় ।

মায়াবাদীদের মত। মায়াবাদীরা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ারকেই একমাত্র মুক্তি মনে করেন ; অত্ৰ কোনওরূপ মুক্তির পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না ; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সালোক্যাদি মুক্তি হইতেছে অনিত্য ; যেহেতু, সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া জীব লবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপগণের ধাম বৈকুণ্ঠাদিতেই গমন করেন। তাঁহাদের মতে বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধার অনিত্য—কায়িক এবং ভগবৎ-স্বরূপগণও তাঁহাদের মতে মায়াময়, মায়িক, অনিত্য। অনিত্য বৈকুণ্ঠাদি-প্রাপ্তি বা অনিত্য ভগবৎ-স্বরূপসমূহের সেবাপ্রাপ্তি কখনও নিত্য হইতে পারে না ; সুতরাং সালোক্যাদি মুক্তির নিত্যত্ব নাই। ইহাই মায়াবাদীদের মত। কিন্তু এই মত শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধারের নিত্যত্ব প্রতিস্থতি একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; সালোক্যাদি মুক্তির কথাও প্রতিস্থতিতে দৃষ্ট হয়।

সৃষ্টির পূর্বেই নামরূপাদি-বিশিষ্ট মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব ; সৃষ্টির পূর্বে, মহাপ্রলয়ে, মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না ; সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে কোনও বস্তুর অস্তিত্বের কথা যদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, নামরূপ-বিশিষ্ট হইলেও সেই বস্তু যে সৃষ্ট বা মায়িক হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সৃষ্টি-ব্যাপারটাই হইল মায়িক ; সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই হইল মায়িক বা প্রাকৃত। সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে ; সুতরাং তাহা অনিত্য। যাহা সৃষ্ট নহে, মায়িক সৃষ্টির পূর্বে হইতেই যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে পারে না ; তাহা নিত্য এবং অপ্রাকৃত। যাহা জড় বায়ী বা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, তাহাও হইবে জড়—চিদ্বিরোধী ; আর যাহা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত নয়, যাহা অপ্রাকৃত, তাহা হইবে জড়-বিরোধী—চিৎ, চিন্ময়। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে যে-সমস্ত বস্তুর কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুও হইবে চিন্ময় এবং চিন্ময় বলিয়া নিত্য।

শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণাদিই হইলেন ভগবৎ-স্বরূপ। সৃষ্টির পূর্বেও এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অস্তিত্বের কথা প্রতিতে দৃষ্ট হয়। “বাসুদেবো বা ইদমগ্র অসীৎ, ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ ॥”—সৃষ্টির পূর্বে বাসুদেব ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না।—এই প্রতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্বেও বাসুদেব ছিলেন। মহোপনিষদ্ বলেন—“একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাদীষোমো নেমে ত্বাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রাঃ ॥”—এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও (শঙ্করও) ছিলেন না, অপ্তেজ আদি ছিল না, স্বর্গও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য্য কিছুই ছিল না। এই প্রতিবাক্যও সৃষ্টির পূর্বে নারায়ণের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। গোপালতাপনী-প্রতি শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। “ও যোহসৌ পরংব্রহ্ম গোপালঃ ॥ ৩ ॥” শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন—“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ॥ ১০।১২ ॥” যিনি পরব্রহ্ম, তিনি মায়িক বা সৃষ্ট বস্তু হইতে পারেন না। তাঁহা হইতেই বরং মায়িক বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে। “জন্মাগন্ত্য যতঃ”—এই ব্রহ্ম-সূত্রও তাহাই বলিয়াছেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। “পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুর্বেদ চ ॥ পতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্তবঃ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৭-১৮ ॥ অহং সর্বস্ব প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥ ১০।৮ ॥” এই সমস্ত প্রতি-স্থিতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব এবং নারায়ণ সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন ; সুতরাং তাঁহার মায়িক বা অনিত্য হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, মায়িক বস্তু নহেন, প্রতি হইতে তাহাও জানা যায়। “ও সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদায়া গুরবে বুদ্ধি-সাক্ষিণে ॥ গোপালতাপনী প্রতি।” অত্ৰ ভগবৎ-স্বরূপগণও যে অপ্রাকৃত নিত্য, সচ্চিদানন্দময়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ যখন নিত্য, চিন্ময়, তাঁহাদের ধামও হইবে নিত্য, চিন্ময়। তাহা কখনও মায়িক বা প্রাকৃত হইতে পারে না। ভগবদ্ধার-সমূহের সাধারণ নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ—যাহাতে কুণ্ঠা (বা মায়ী) নাই। প্রবর্ততে যত্র রজস্তমসয়োঃ সত্ত্বং মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়ী কিমুতাপরে হরেরনৃত্যতা যত্র সুরাসুরাচ্ছিতাঃ ॥ জীতা. ২।১০ ॥” ভগবদ্ধারের কথা প্রতিতেও পাওয়া যায়। “ভুবি দিবি ব্রহ্মপুরে হেঘ ব্যোমি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

মুণ্ডক ॥ ২।২।৭ ॥—আত্ম (ব্রহ্ম) ব্রহ্মপুত্রে (ব্রহ্মধামে), ব্যোমে (পরব্যোমে) বিবাজ করেন। স ভগবঃ কন্দিৎ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। স্বে মহিম্নি ইতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৭।২।৪।১ ॥—ব্রহ্ম কোথায় প্রতিষ্ঠিত? নিজের মহিমায়।” নিজের মহিমায় বলিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির মহিমাকে বুঝায়। তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই তাঁহার ধাম। “তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদেষু শ্রয়মাণস্থাৎ তদাধারশক্তিলক্ষণস্বরূপবিভূতিমবগম্যতে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥ ১৭৪ ॥ (সন্ধিনী-প্রধান-স্বরূপশক্তিকেই আধার-শক্তি বলে)।” গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনের উল্লেখ আছে। “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবন-স্বরূপভূতলাসীনং সত্যতং সমরূপদগ্ধোহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥ পূর্বতাপনী। ৩৫ ॥” বৃন্দাবন হইল অপ্রাকৃত গো-গোপাদির স্থান। ঋগ্বেদের “যত্র গাবো ভূরি-শৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়ন্ত কৃষ্ণঃ পরমং পদমবতাতি ভূরি ॥ ১৫৪।৬ ॥”—এই বাক্যে দীর্ঘশৃঙ্গবিশিষ্ট গো-সমূহসম্বন্ধিত উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের পরমপদের (পরমধামের) কথা জানা যায়। গীতাতেও ধামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “যদগচ্ছা না নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫।৬ ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে-স্থানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহা আমার পরম ধাম। তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম্ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—হে ভারত, তুমি সর্বতোভাবে তাঁহারই (ঈশ্বরেরই) শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার অনুগ্রহে পরমা শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮।৬২ ॥” ধাম এবং ধামের নিত্যত্বস্বক্কে এইরূপ আরও বহু প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ যেমন অপ্রাকৃত, নিত্য, সচ্চিদানন্দময়, তাঁহাদের ধামও অপ্রাকৃত, নিত্য, সচ্চিদানন্দময়। স্তুতরাং ঐহারা সাধন-ভজন-প্রভাবে ভগবৎ-রূপায় ভগবদ্ধামে গমন করেন, তাঁহাদের মুক্তি যে অনিত্য, এইরূপ অনুমান শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। ভগবদ্ধাম যখন মায়াতীত, সেস্থানে ঐহারা যাইবেন, তাঁহারাও মায়াতীত (মায়ামুক্ত) হইয়াই যাইবেন; মায়ার উপাধিকে লইয়া মায়াতীত ধামে যাওয়া সম্ভব নয়। মুক্তি অর্থই হইল মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি। অনাদিবহির্গুণতাবশতঃই জীবের মায়াধীনতা। ভগবৎ-রূপায় মায়াধীনতা ঘুচিয়া গেলেই বহির্গুণতাও ঘুচিয়া যায়, তখনই ভগবৎগুণতা, ভগবৎ-সান্নিধ্যাদি। তখন কিসের জন্ত আবার মায়াধীনতা জন্মিতে পারে? বিশেষতঃ, ভগবদ্ধামে তো মায়াই নাই; ভগবদ্ধামে ঐহারা যাইবেন, প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড-স্থিতা মায়া কিরূপে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে? মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাদিগকে আর মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে হয় না, তাঁহারা নিত্যই ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। এজন্তই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।”

বেদানুগত পুরাণাদিতে বহুস্থলেই সালোক্যাদি মুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে কলিসন্তরণোপনিষৎ বলেন—“সর্বদা শুচিরশুচির্বা পঠনব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং স্বরূপতাং সাযুজ্য-তামেতি।” অত্রাণ্ড শ্রুতিতেও মুক্তির উল্লেখ আছে। এই অবস্থায় সালোক্যাদি মুক্তিকে অপারমার্থিক বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ

রাগানুগা-সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।

রাজিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ চৈ. চ. ২।২২।৯০

নিজের সিদ্ধদেহ মনে ভাবনা করিয়া সাধক সেই সিদ্ধদেহে দিব্যরাত্রি ব্রজে স্বীয়-অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। “নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছেত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ চৈ. চ. ২।২২।৯১ ॥” স্বীয়-অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ যিনি, তাঁহার আনুগত্যে অন্তর্মনা হইয়া (অর্থাৎ মনে নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহে অভীষ্ট-লীলায়) নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবে। বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবায় মনকে নিয়োজিত করাই হইল অন্তর্মনা হওয়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ বলিতে কি বুঝায়? তাহা বলা হইতেছে। যিনি সখ্যভাবের উপাসক, ব্রজে সখ্যাদের সহিত বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইলেন তাঁহার অভীষ্ট-লীলাবিলাসী কৃষ্ণ; সখ্যভাবের লীলাতে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম পরিকর ভক্ত) হইতেছেন সুবল-মধুমঙ্গলাদি; সুবল-মধুমঙ্গলাদির আনুগত্যেই সাধক অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সখ্যভাবাত্মিকা-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করিবেন। এইরূপে বাৎসল্য-ভাবের সাধক শ্রীমন্দ-যশোদার এবং মধুর-ভাবের সাধক শ্রীললিতাদির আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার চিন্তা করিবেন। “লুকৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্যাত্ম সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৬০ ॥” একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন; তাহা হইতেছে এই। শ্রীমন্দ-যশোদাদি বা শ্রীরাধা-ললিতাদি সকলেই রাগান্বিকা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। রাগান্বিকার সেবা হইতেছে স্বাতন্ত্র্যময়ী; কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে অধিকার নাই; আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাঁহার অধিকার। তাই রাগান্বিকার অনুগতা রাগানুগা ভক্তিতেই তাঁহার অধিকার; রাগানুগা-সেবাই সাধকভক্তের কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের মধ্যে রাগানুগার সেবার অধিকারী পরিকরও আছেন। যেমন, মধুর-ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-মঞ্জরী-আদি হইলেন রাগানুগা সেবার মুখ্য অধিকারিণী। তাঁহাদের রূপাতেই সাধক-জীব সেবায় নিয়োজিত হইতে পারেন। সাধক গুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীর চরণ আশ্রয় করিলে শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীই রূপা করিয়া তাঁহাকে ললিতা-বিশাখাদি সখীবর্গের এবং শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনীর আনুগত্য দিয়া শ্রীযুগলকিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। মঞ্জরী-বলিতে দাসী—শ্রীরাধিকার দাসী বুঝায়। মধুর-ভাবের সাধকের সিদ্ধদেহ হইতেছে মঞ্জরীদেহ। অত্যাশ্রয় ভাবের সাধকের সিদ্ধদেহও সেই-সেই ভাবের লীলার নিত্যপরিকরদের অনুরূপ দেহ।

শ্রীগুরুরূপায় এবং শ্রীভগবানের রূপায় সাধকভক্ত যখন অভীষ্ট-লীলায় প্রবেশ করিবেন, তখন যেই পার্শ্বদ-দেহে তিনি ভাবানুকূল-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন, সেই পার্শ্বদ-দেহটাই তাঁহার সিদ্ধদেহ। লীলাতে প্রবেশ করার পূর্বে সাধকের পক্ষে সেই দেহ দুর্লভ। সাধন-কালে মনে মনে সেই দেহের চিন্তা করিতে হয় এবং মনে মনে বা অন্তরে সেই দেহের চিন্তা করা হয় বলিয়াই ইহাকে “অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহ” বলা হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—সিদ্ধদেহটীর কোনওরূপ পরিচয় না পাইলে তাহার চিন্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তর এই। শ্রীগুরুদেব রূপা করিয়া তাঁহার শিষ্য-সাধককে এই সিদ্ধদেহের পরিচয় জানাইয়া দেন। রাগানুগামার্গের সাধক গুরুদেব তাঁহার শিষ্যকে গুরু-প্রণালিকা যেমন দিয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ-প্রণালিকাও দিয়া থাকেন। গুরু-প্রণালিকাতে থাকে গুরুবর্গের নাম—সংল্লিষ্ট শিষ্যের নামও থাকে, আর থাকে তাঁহার গুরু, পরম-গুরু—ইত্যাদি ক্রমে গৌর-শ্যাম-কৃষ্ণ-মূলগুরু (অর্থাৎ নিত্যানন্দ-পরিবার-স্থলে শ্রীনিত্যানন্দের, শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার-স্থলে শ্রীঅদ্বৈতের ইত্যাদি) নাম পর্য্যন্ত। আর, সিদ্ধপ্রণালিকাতে থাকে শিষ্যের এবং গুরুবর্গের সিদ্ধদেহের বিবরণ, বর্ণ-বয়স-বেশ-

ভূষা-সেবা-ইত্যাদির বিবরণ। সিদ্ধপ্রণালিকাতে অবশ্য সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শনমাত্র উল্লিখিত হয়। সিদ্ধপ্রণালিকা-ব্যতীত রাগানুগার ভজনই চলিতে পারে না।

রাগানুগামার্গে অন্তর্নিহিত সিদ্ধদেহে অষ্টকাঙ্গী (ঋত্বিদিনব্যাপী)-শীলান্বয়ণের বিধান পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডের ৫২-অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়। তাহাতে মধুর ভাবের সাধক বা সাধিকার অন্তর্নিহিত সিদ্ধদেহের একটা দিগ্‌দর্শনও পাওয়া যায়।

আস্মানং চিন্তয়েন্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্ ।
 রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্ ॥
 নানানিল্লকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্ ।
 প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্খীম্ ।
 রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবন-পরায়ণাম্ ।
 কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়্যং প্রকূর্বতীম্ ॥
 শ্রীত্যানুদ্রবসং যত্নাত্ময়োঃ সঙ্গমকারিণীম্ ।
 তৎসেবনস্থখান্নাদভাবেনাতিস্থনির্বৃত্তাম্ ॥
 ইত্যাস্মানং বিচিন্ত্যেব তত্রসেবাং সমাচরেৎ ॥

—প. পু. পা. ৫২।৭-১১ ॥

—শ্রীসদাশিব নারদের নিকট বলিতেছেন—“ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে নিজেকে তাঁহাদের (গোপীগণের) মধ্যবর্তিনী, রূপ-যৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী রমণীরূপে চিন্তা করিবে ; শ্রীকৃষ্ণের ভোগের (প্রীতির) অনুরূপা নানাবিধ-শিল্পকলাভিজ্ঞা, কৃষ্ণকর্তৃক প্রার্থিতা হইলেও ভোগপরাঙ্খী রমণীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। সর্বদা শ্রীরাধিকার কিস্করীরূপে তাঁহার সেবাপরায়ণারূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণে অপেক্ষাও শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রীতিমতী হইবে। প্রীতির সহিত প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনে যত্নপর হইবে (অবশ্য মানসে, কেবল চিন্তাঘারা) এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবে নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।”

যাহা হউক, শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহার শিষ্যকে যে-সিদ্ধদেহের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার কল্পিত নহে। সাধকের মঙ্গলের নিমিত্ত পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার গুরুদেবের চিন্তে ঐ রূপটি স্মরিত করেন। “কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্ধ্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে ॥ ২।২২।৩০ ॥” “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৩।২।৫ ॥”-বশতঃ মায়াবদ্ধ জীবের বহির্মুখতা ঘুচাইয়া তাঁহাকে স্বচরণ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত করাইবার নিমিত্ত পরম-করুণ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার নিক্ষীপ-রূপ অপৌরুষেয় বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, যুগাবতারাদিরূপে প্রতিযুগে এবং সময় বিশেষে স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়া জীবের প্রয়োলাভের উপায় বলিয়া দিতেছেন, আবার যাহারা প্রীতিপূর্বক তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাকে পাওয়ার উপযোগিনী বুদ্ধিও তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন (গীতা ১০।১০) ; হুতরাং সাধকের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি যে তাঁহার গুরুদেবের চিন্তে রাগানুগামার্গের ভজনে অপরিহার্য-সিদ্ধদেহের রূপ স্মরিত করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নহে।

সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ গুরুদেবের চিন্তে যে-রূপটি স্মরিত করেন, তাহা আকাশকুসুমের স্থায় অসত্য হইতে পারে না ; তাহা সত্য। শাস্ত্রোক্তধ্যানমন্ত্রে বা ত্ববাদিতে বর্ণিত ভগবৎ-স্বরূপের রূপ চিন্তা করিতে গেলে সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের নিকটে সাধারণতঃ তাহা যেমন অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়, ভগবৎ-কৃপায় সাধনে অগ্রসর হইতে হইতে তাহা যেমন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে, তদ্রূপ এই অন্তর্নিহিত সিদ্ধদেহও সাধকের প্রথম অবস্থায় সাধকের চিন্তায় অস্পষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু ক্রমশঃ ভক্তিরাপীরা কৃপা তাঁহার চিন্তে যতই পরিপুষ্ট হইবে, অন্তর্নিহিত

দেহটীও ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অবশেষে ভক্তিরানীর পূর্ণরূপা পরিস্ফুট হইলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন এই অন্তর্ভুক্তিত দেহটীও সাধকের মানস-নেত্রে স্বীয় পূর্ণমহিমায় জ্বলিয়ামান হইয়া উঠিবে। তখন সাধক এই সিদ্ধিদেহের সঙ্গে স্বীয় তাদান্ব্য মনন করিয়া সেই দেহেই স্বীয় অতীত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তত্ত্বয়তা লাভ করিবেন। ভগবৎ-রূপার সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধকের দেহ-ভঙ্গের পরে যথাসময়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অন্তর্ভুক্তিত দেহের অনুরূপ একটি দেহ দিয়াই সেবায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের “স্বং ভক্তিবোগপরিভাবিত-স্বংসরোজে আসুসে ঐতেক্ষিত-পথো নম্ নাথ পুংসাম্। যদ্ যদ্ দিয়া ত উরুগায়-বিভাবয়ন্তি ভক্তবপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৩।১।১১ ॥”—শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের টীকার একরকর অর্থ করিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“যদ্বা তে সাধকভক্তাঃ স্ব-স্ব-ভাবানুরূপং যদ্ যদ্ দিয়া বিভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুঃ তেষাং সিদ্ধিদেহান্ প্রণয়সে একর্ষণে তান্ প্রাপয়সি অহো তে স্বভক্তপারবশ্যমিতি ভাবঃ।-অথবা (অর্থাৎ এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে), সাধক-ভক্তগণ স্ব-স্ব-ভাব অনুসারে নিজেদের যে-যে-রূপ তাঁহারা মনে ভাবনা করেন, ভক্তপারবশ ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেই-সেই-রূপ সিদ্ধিদেহই প্রকটরূপে দিয়া থাকেন।”

প্রশ্ন হইতে পারে—কেবল চিন্তাধারাই কি অন্তর্ভুক্তিত দেহের অনুরূপ একটি দেহ পাওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং দিয়া। স্নেহাদ্বেষাদ্ ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ-স্বরূপতাম্ ॥ কীটঃ পেশকুতং ধ্যানন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎসাম্যতাং রাজন্ পূর্বরূপমসম্ভ্যজন্ ॥ ১।১।২২-২৩ ॥—স্নেহবশতঃ, কিম্বা ভয়বশতঃ, কিম্বা দ্বেষবশতঃ যদি কোনও লোক চিন্তা-দ্বারা মনকে কোনও বস্তুতে সাম্যরূপে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই লোক সেই বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। একটি কীট পেশকুৎ-কর্কুক ধৃত হইয়া যদি পেশকুতের আলয়ে নীত হয়, তাহা হইলে ভয়বশতঃ সেই পেশকুতের চিন্তা (ধ্যান) করিতে করিতে স্বীয় পূর্বদেহ ত্যাগ না করিয়াও সেই কীট পেশকুতের রূপ প্রাপ্ত হয় (কুমারিয়া-পোকা কোনও তেলাপোকাকে ধরিয়া তাহার বাসায় লইয়া গেলে কুমারিয়া-পোকার চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকাটি যে কুমারিয়া-পোকাতে পরিণত হইয়া যায়, এরূপ একটি লোক-প্রসিদ্ধিও আছে)। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভুক্তিও ঠিক এই রূপ উক্তিই দৃষ্ট হয়। “কীটঃ পেশকুতাঃ কৃদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুশ্রবন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ১।১।২৭ ॥” হরিণ-শিশুর প্রতি স্নেহজনিত আসক্তিবশতঃ জন্মান্তরে ভরত-মহারাজের হরিণদেহ-প্রাপ্তির কথাও অতি প্রসিদ্ধ। হুতরাং সিদ্ধিদেহের চিন্তাধারার পরিণামে তদনুরূপ একটি বেহপ্রাপ্তি অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

একণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কুমারিয়া-পোকার চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকা যে-দেহ পায়, তাহা হইতেছে প্রাকৃত দেহ; হরিণশিশুর চিন্তা করিতে করিতে ভরত-মহারাজ যে-হরিণ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও প্রাকৃত দেহ। সাধক অন্তর্ভুক্তিত সিদ্ধিদেহের চিন্তা করিতে করিতে পরিণামে যে-দেহ পাইবেন, তাহাও কি প্রাকৃত দেহ?

উত্তর। সাধক তাঁহার চিন্তার ফলে কি প্রাকৃত দেহ পাইবেন, না কি অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ পাইবেন, তাহা নির্ভর করে তাঁহার চিন্তার স্বরূপের উপরে। তেলাপোকা তাহার প্রাকৃত মনের প্রাকৃত-বুদ্ধিধারার কুমারিয়া-পোকার প্রাকৃত দেহকে চিন্তা করিয়া প্রাকৃত কুমারিয়া-পোকার প্রাকৃত দেহ পায়। ভরতমহারাজ পরম-ভাগবত হইলেও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন প্রাকৃত-হরিণশিশুর প্রাকৃত দেহকে এবং তাঁহার চিন্তাও উদ্ভূত হইয়াছিল মনের প্রাকৃতাত্ম্য হইতে। যে-চিন্তার স্বরূপই প্রাকৃত, চিন্তনীয় বিষয়ও প্রাকৃত, তাহার ফলে প্রাপ্ত দেহটীও প্রাকৃতই হইবে।

একণে সাধক-ভক্তের চিন্তার স্বরূপ-সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। সাধক-ভক্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভক্তি-অঙ্গ হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ এবং দেহ-ইন্দ্রিয়াদিধারা যখন ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও স্বরূপশক্তির সেই বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদান্ব্য প্রাপ্ত হয় (ভক্তিরসায়িত সিদ্ধি “অভ্যাসিতাশ্রুত-মিত্যাদি” ১।১।১-শ্লোকের টীকার শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এতচ্ কৃষ্ণতদ্ভক্তরূপৈককলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপ-

শক্তিবৃত্তিরূপমতোহপ্রাকৃতমপি কারাদিবৃত্তিতাদান্মোহন এব আবিভূর্তমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীচৈ. চ. ৩।৩।৬৫-পর্যায়ের টীকাও দ্রষ্টব্য)। সাধকের ইন্দ্রিয়াদি যখন স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদান্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি—চিন্তাও—স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদান্ম্য প্রাপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার অন্তর্নিহিত দেহের চিন্তাও হইয়া যায় স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদান্ম্য প্রাপ্ত; যেহেতু, এই চিন্তাও সাধন-ভক্তির অঙ্গই। অবশ্য সাধনের প্রথম অবস্থাতেই যে-সাধকের চিত্তেন্দ্রিয় এবং চিত্তেন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্বরূপ-শক্তির সহিত সম্যকরূপে তাদান্ম্য-প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। বৈষয়িক-ব্যাপারের সংশ্রব এইরূপ তাদান্ম্য-প্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন জন্মায়; কিন্তু বিঘ্ন জন্মাইলেও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান একেবারে ব্যর্থ হয় না, হইতে পারেও না। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের আধিক্যে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের-সহিত দেহেন্দ্রিয়াদির তাদান্ম্য-প্রাপ্তির আধিক্য—সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্ব লাভেরও আধিক্য হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারের সংশ্রবের ন্যূনতায় দেহেন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতত্বেরও ন্যূনতা হইতে থাকে। ভোজ্য বস্তুর গ্রহণে যেমন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার অপসরণ হয়—ঠিক তদ্রূপ। সম্পূর্ণভাবে প্রেমোদয় হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্যকরূপে নিঃশব্দ বা অপ্রাকৃত হইয়া যায় এবং দেহেন্দ্রিয়াদির গুণময়াংশ বা প্রাকৃত-অংশও সম্যকরূপে নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের “জহগুণময়ং দেহমিত্যাदि”-১০।২৯।১১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। “গুরুপদটি-ভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎপ্রণতি-পরিচর্যাদিময়াং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু-প্রবিষ্টায়াং সত্যং নিঃশব্দে মনুষ্যশ্রয়ঃ” ইতি ভগবদুক্তে ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভিঃ ভগবদগুণাদিকং বিষয়ীকূর্বন্ নিঃশব্দে ভবতি। ব্যবহারিকশব্দাদিকমপি বিষয়ীকূর্বন্ গুণময়োহপি ভবতি ইতি ভক্তদেহস্ত অংশেন নিঃশব্দং গুণময়ত্বং চ জ্ঞাতং। ততশ ‘ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ’ ইতি ‘তুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপায়াঃক্ষুদ্রাসম্’ ইতি জ্ঞায়েন ভক্তিবুদ্ধিতারতম্যেন নিঃশব্দদেহাংশনামাধিক্যাতারতম্যং জ্ঞাতং তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং জ্ঞাতং। সম্পূর্ণ-প্রেমগুণ্যপন্নো তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেহ সম্যক নিঃশব্দে এতদ্দেহঃ জ্ঞাতঃ।” ভক্তির রূপায় সাধকের প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ যে অপ্রাকৃত হইয়া যায়, শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও তাঁহার বৃহদভাগবতায়ুতে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি-স্থাপানাদেহদৈহিকবিশ্বতেঃ। তেষাং ভৌতিকদেহেহপি সচ্চিদানন্দরূপকা ॥ বৃ. ভা. ১।৩।৪৫। শ্রীচৈ. চ. ৩।৫।৪৭-পর্যায়ের টীকাও, ২৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল,—সাধক-ভক্তের অন্তর্নিহিত দেহের যে-চিন্তা, তাহা প্রাকৃত গুণময় বস্তু নহে; স্বরূপতঃ তাহা হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বা বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদান্ম্যপ্রাপ্ত; সাধনের পরিপক্বতায় তাহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হইয়া যায়। আর, যে-সিদ্ধদেহটীর চিন্তা করা হয়, তাহাও প্রাকৃত নহে, তাহাও অপ্রাকৃত—চিন্ময়। একটা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ-সম্বন্ধে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ চিন্ময়ী চিন্তার ফলে যে-দেহ প্রাপ্তি হইবে, তাহা প্রাকৃত হইতে পারে না; তাহা হইবে অপ্রাকৃত—চিন্ময়, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক।

ভগবৎ-রূপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক ভগবৎ-পর্ষদদেহে সাক্ষাদভাবেই অভীষ্ট-লীলা-বিলাসী ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। এই পার্শদদেহই তাঁহার সিদ্ধ দেহ। অপ্রাকৃত চিন্ময়-ভগবদ্ধামে ভগবানের অপ্রাকৃত-লীলায় প্রাকৃত দেহের স্থান নাই; যেহেতু, সেস্থানে প্রকৃতির বা গুণময়ী মায়া প্রবেশাধিকার নাই। মায়াভীত বৈকুণ্ঠের পার্শদগণের সকলের দেহই যে অপ্রাকৃত-শুদ্ধসত্ত্বময়, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়। বৈকুণ্ঠবর্ণনায় ব্রহ্মা বলিয়াছেন—“বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বো বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ। যেহনিমিত্ত-নিমিত্তেন ধর্মেণারাদয়ন্ হরিম্ ॥ ৩।১৫।১৪ ॥—নিকাম ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া (সাধনে সিদ্ধিলাভপূর্বক) ঈহায়া সেইস্থানে (মায়াভীত বৈকুণ্ঠে) বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্তি।” এখানে “বৈকুণ্ঠ-মূর্তয়ঃ”—শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠ হরেরিব মূর্তির্ধেয়াং তে—ঈহাদের মূর্তি হরির মূর্তির জ্ঞায় (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ)।” আর শ্রীজীবগোস্বামীচরণ লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠ ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্তির্ধেয়াং তে—বৈকুণ্ঠের (অর্থাৎ শ্রীহরির) মূর্তির জ্ঞায় নিত্যানন্দরূপা মূর্তি ঈহাদের।”

একশ্রেণী আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যে-সিদ্ধদেহটা দিয়া ভগবান্ সাধক-ভক্তকে লীলায় এবিষ্ট করাইয়া থাকেন, সেই সিদ্ধদেহটা তিনি ভক্তকে কি ভাবে—বা কোথা হইতে আনিয়া দিয়া থাকেন? নিম্নে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

পূর্ববর্তী আলোচনার শ্রীমদ্ভাগবতের “বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বের বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ। যেহনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ষণেণাধরন্ হরিম্-॥ ৩।১৫।১৪ ॥”-শ্লোকটি এবং তদন্তর্গত “বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ”-শব্দের যে অর্থ শ্রীজীব তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীব সম্পূর্ণ শ্লোকটির যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে। “বৈকুণ্ঠমূর্তয়ে নিত্যানন্দরূপা মূর্তির্ধেয়াং তে যত্র বসন্তি। তথা ন বিজ্ঞতে নিমিত্তং কারণং যন্ত স শ্রীভগবানেব নিমিত্তং ফলং যত্র তেন ধর্ষণে ভাগবতাখ্যেন যে চ হরিমারাধয়ন্ তে চ যত্র বসন্তীত্যর্থঃ। হরি-পদানতিমাত্রদ্বৈতরিত্তি যত্র ব্রজস্বীত্যা বিদ্যমাণাং ॥” কিরূপ ধর্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিলে আরাধক ভক্ত “বৈকুণ্ঠমূর্তি” হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারেন, মূল শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে তাহা বলা হইয়াছে—“অনিমিত্ত-নিমিত্তেন ধর্ষণে হরিং আরাধয়ন্—অনিমিত্ত-নিমিত্ত ধর্মদ্বারা হরির আরাধনা করিয়া। কিন্তু “অনিমিত্ত-নিমিত্ত ধর্ম কি?”—শ্রীজীব তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি “অনিমিত্ত”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“ন বিজ্ঞতে নিমিত্তং কারণং যন্ত স শ্রীভগবানেব—যাহার কোনও নিমিত্ত বা কারণ নাই, তিনি অনিমিত্ত; তিনি শ্রীভগবান্ই; (যেহেতু, ভগবান্ হইলেন সর্বকারণ-কারণ, তাঁহার কোনও কারণ থাকিতে পারে না)।” তারপর তিনি লিখিয়াছেন—“স শ্রীভগবানের নিমিত্তং ফলং যত্র তেন ধর্ষণে ভাগবতাখ্যেন যে চ হরিমারাধয়ন্—সেই অনিমিত্ত-শ্রীভগবান্ই নিমিত্ত (অর্থাৎ ফল) যাহাতে সেই ধর্মদ্বারা, অর্থাৎ ভাগবত-ধর্মদ্বারা যাহারা হরির আরাধনা করেন (তাঁহারাই বৈকুণ্ঠমূর্তি হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করেন)।” শ্রীজীবের এই টীকাছসারে সমগ্র শ্লোকটির অর্থ হইবে এইরূপ—“সর্বকারণ-কারণ বলিয়া যিনি নিজেকে অকারণ (বা কারণহীন), সেই শ্রীভগবান্ই (সেই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিই) যে ধর্মাত্মত্বের ফল, সেই ভাগবত-ধর্মের দ্বারা যাহারা শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহারাই বৈকুণ্ঠমূর্তি (নিত্যানন্দরূপা মূর্তি) হইয়া সে-স্থানে (বৈকুণ্ঠে) বাস করেন।” চক্রবর্তিপাদ “বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“ভগবৎ-সাক্ষ্যবস্ত্তঃ—ভগবৎ-সাক্ষ্য লাভ করিয়া (তাদৃশ আরাধকগণ বৈকুণ্ঠে বাস করেন)।”

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত “বসন্তি যত্র পুরুষাঃ”-ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীজীবগোস্বামী আবার তাঁহার শ্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়া একটু অগ্ররকম অর্থ করিয়াছেন। শ্রীতিসন্দর্ভে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই। “নিমিত্তং ফলং ন নিমিত্তং প্রবর্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেনেত্যর্থঃ। ধর্ষণে ভাগবতাখ্যেন।—ফল বা ফলাভিসন্ধান যে ধর্মাত্মত্বের প্রবর্তক নহে, অর্থাৎ যাহা নিষ্কাম, সেই ভাগবত-ধর্মের দ্বারা।” এই অংশের টীকার মর্ম শ্রীধরস্বামিপাদের এবং চক্রবর্তিপাদেরও টীকার অঙ্গরূপ। কিন্তু ইহার পরে শ্রীজীব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা স্বামিপাদের বা চক্রবর্তিপাদের, এমন কি শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভ-টীকারও অঙ্গরূপ নহে। তিনি লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠশ্চ ভগবতা জ্যোতিরংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকশোভারূপা বা অনন্তা মূর্তয়ঃ তত্র বর্তন্তে তাসামেকস্মৈ সহ মুক্তশ্চৈকস্মৈ মূর্তিঃ ভগবতা ক্রিয়ত ইতি বৈকুণ্ঠশ্চ মূর্তিরিব মূর্তির্ধেয়ামিত্যুক্তম্ ॥”—ইহার মর্ম হইল এই। “ভগবানের জ্যোতির অংশভূতা এবং বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা অনন্ত মূর্তি বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। সে সমস্ত মূর্তির এক মূর্তির সহিত ভগবান্ মুক্তগুরুষের মূর্তি করেন; একজ্ঞ বৈকুণ্ঠের মূর্তির দ্বারা মূর্তি যাহাদের—একথা বলা হইয়াছে।”

এই উক্তির অব্যবহিত পরেই, বোধ হয় এই উক্তির সমর্থক প্রমাণরূপেই, শ্রীজীব লিখিয়াছেন—“যথৈবাহ—প্রযুক্ত্যমানে যয়ি ত্যং শুদ্ধাং ভাগবতীং তদ্ব্যম্। আরম্ভকর্মনির্মাণো গ্রন্থতং পার্শ্বভৌতিকঃ ॥” ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (১।৬।২২ শ্লোক), ব্যাসদেবের প্রতি নারদের উক্তি। কিরূপে নারদ পার্শ্বদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধুসেবার প্রভাবে ভগবানে নারদের দৃঢ় মতি জন্মিয়াছে দেখিয়া ভগবান্ নারদকে পূর্বে বলিয়াছিলেন—“ভূমি এই নিম্ন লোক ত্যাগ করিয়া আমার পার্শ্বদেহ প্রাপ্ত হইবে। সংসেবয়া

দীর্ঘরাপি জাতা ময়ী দুর্ভা মতিঃ। হিষাবন্তনিমং লোকং গম্বা মজ্জনভামসি। শ্রীভা. ১।৩২৫।” ভগবৎ-কবিত এই পার্শ্বদেহ নারদ কি-ভাবে পাইলেন, তাহাই তিনি বলিয়াছেন—“প্রযুক্ত্যামানে ময়ি” ইত্যাদি শ্লোকে। “ভগ্ন ভাগবতী ভক্তর প্রতি আমি প্রযুক্ত্যামান হইলে আমার আরক-কর্ম-নির্মাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।” শ্লোক “প্রযুক্ত্যামানে”-শব্দের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন “নীতামানে—নীত হইলে।” কোথায় নীত হইলে? “বা ততঃ শ্রীভগবতা দাতুং প্রতিজ্ঞাতা তাং ভাগবতীং ভগবদংশজ্যোতিরংশরূপাং শুদ্ধাং প্রকৃতিস্পর্শশূচ্যাং ততঃ প্রতি—ভগবৎ-প্রতিজ্ঞাতা ভাগবতী শুদ্ধা ততঃ প্রতি ভগবানকর্তৃকই নারদ নীত হইয়াছিলেন।” এখানে “ভাগবতী”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে “ভগবদংশ-জ্যোতিরংশরূপা—ভগবানের অংশ যে জ্যোতি, তাহার অংশরূপা”; আর “শুদ্ধা”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—“প্রকৃতিস্পর্শশূচ্যা।” ভগবানের অংশরূপা জ্যোতি বলিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকেই বুঝায়; তাহার অংশ যাহা, তাহাও স্বরূপশক্তির বা শুদ্ধস্বেরই বৃত্তিবিশেষ, স্তবরাং শুদ্ধা—প্রকৃতিস্পর্শশূচ্যা। এতাদৃশ শুদ্ধস্বময় পাণ্ড-দেহের প্রতিই ভগবান্ নারদকে নিয়া গেলেন এবং নিয়া গিয়া সেই দেহই নারদকে দিলেন। ইহা হইতে বুঝা গেল—সেই দেহ ভগবদ্ব্যমে পূর্বেই বর্তমান ছিল। এইরূপ অনন্ত শুদ্ধস্বময় দেহই যে বৈকুণ্ঠে নিত্য বর্তমান, তাহাও ধ্বনিত হইল। মুক্তজীবকে ভগবান্ এইরূপ কোনও এক দেহে সংযোজিত করিয়াই পাণ্ডব দান করিয়া থাকেন। শ্রীজীব তাঁহার প্রীতিসম্বর্ডে সালোক্যমুক্তি-প্রসঙ্গেই এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির স্থান ঐশ্বর্য্যাত্মক বৈকুণ্ঠধামে।

প্রীতিসম্বর্ডের উল্লিখিত বিবরণ হইতে কেহ কেহ মনে করেন—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন-শুদ্ধাভক্তির সাধনে যাহারা শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজধামে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা-লাভের বাসনা করেন, ভগবৎ-রূপায় সিদ্ধিলাভ করিলে, বৈকুণ্ঠের শোভাস্বরূপ এবং ভগবানের জ্যোতির অংশভূত যে-সকল মূর্তি বা বিগ্রহ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত, সেই সকল মূর্তির মধ্যে কোনও কোনও মূর্তির সহিত ভগবান্ তাঁহাদিগকে সংযোজিত করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রজপরিকরভূক্ত করিয়া থাকেন।

এ-সম্বন্ধে কয়েকটা বিষয়ে বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। বিষয়গুলি এই।

প্রথমতঃ, ব্রজভাবের কোনও উপাসকও যে সিদ্ধাবস্থায় বৈকুণ্ঠে অবস্থিত অনন্ত মূর্তির মধ্যে কোনও একমূর্তি পাইবেন, একথা শ্রীজীব উল্লিখিত আলোচনায় বলেন নাই; অতএব কোথাও বলিয়াছেন বলিয়াও আমরা জানি না। প্রীতিসম্বর্ডের উল্লিখিত আলোচনায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে সালোক্যমূর্তি-সম্বন্ধে এবং তদুপলক্ষণে ঐরূপ ব্যবস্থা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া মনে করা যায়; এ সমস্ত মুক্তির স্থান বৈকুণ্ঠে। নারদের দৃষ্টান্তেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়; নারদ হইতেছেন বৈকুণ্ঠের পরিকর।

দ্বিতীয়তঃ, ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম বৈকুণ্ঠে অবস্থিত মূর্তিসকল শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধামের সেবার উপযোগী কিনা তাহাও বিবেচ্য। বৈকুণ্ঠের লীলা ঐশ্বর্য্যাত্মিকা, দেবলীলা। ব্রজের লীলা শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মিকা নরলীলা। পরিকরদের দেহও লীলার অঙ্গরূপ এবং তাঁহাদের ভাবের অঙ্গরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

তৃতীয়তঃ, ব্রজভাবের সাধক কখন কোন্ স্থানে এবং কি ভাবে বৈকুণ্ঠস্থিত মূর্তির সহিত সংযোজিত হইতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য।

যদি বলা যায়, শ্রীনারদের দ্বায় দেহভজের সময়েই ব্রজভাবের সাধকও সিদ্ধদেহ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রশ্ন জাগে, তখন তাঁহাকে এই সিদ্ধদেহ কে দেন। ভগবানের জ্যোতির অংশভূত বিগ্রহগুলি থাকে বৈকুণ্ঠে—নারায়ণের অধিকারে; স্তবরাং ঐ দেহ সাধকভক্তকে নারায়ণই দিয়া থাকেন—এইরূপ অঙ্গমান করা যায়। কিন্তু তাহাতেও আবার এক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যিনি সিদ্ধদেহ দেন, সিদ্ধ দেহ দিয়া তিনিই তো সাধককে লীলায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন; নারদের দৃষ্টান্তে তাহা জানা যায়। ব্রজভাবের সাধককে যদি নারায়ণই সিদ্ধদেহ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি সেই সাধককে তাঁহার অভীষ্ট-ব্রজলীলাতে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন? ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, কবিরাজগোষ্ঠারী লিখিয়াছেন—নারায়ণ কেবল সালোক্যাদি-চতুর্বিধা মুক্তিই দিয়া থাকেন।

“পরব্যোম-মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ। নারায়ণরূপ করে বিবিধ-বিলাস। ১৫১২ ॥ * * * ॥ সালোক্য সামীপ্য সাটি’ সাক্ষ্য প্রকাশ। চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিত্যর। ১৫১৩ ॥” এই চারি রকমের মুক্তি দিয়া নারায়ণ সাধকে বৈকুণ্ঠের লীলাতেই প্রবেশ করাইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যে ব্রজভাবের সাধকেও ব্রজলীলায় প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

ব্রজলীলাতে প্রবেশের পক্ষে একমাত্র সম্বল হইতেছে—কেবলা প্রীতি, ব্রজপ্রেম। তাহা যিনি দিতে পারেন, তিনিই সাধকে ব্রজলীলায় প্রবেশ করাইতে পারেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই ব্রজপ্রেম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত নারায়ণাদি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই দিতে পারেন না। “সম্ভাবতার্য বহবঃ পুঙ্করনামস্ত সর্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাঙ্গঃ কো বা লতাঃপি প্রেমদো ভবতি ॥” স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—“আমা বিনা অস্ত্রে নায়ে ব্রজপ্রেম দিতে। ১৩১২০ ॥” ইহাতে মনে হয়, ব্রজভাবের সাধকের সিদ্ধদেহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই দিয়া থাকেন, বা দেওয়াইয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি এই সিদ্ধদেহ বৈকুণ্ঠ হইতে আনিয়া দিয়া থাকেন? তাহাও মনে করিতে দ্বিধা বোধ হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া ইহা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও, লীলাসুরোধে তিনি যে-সকল বিভিন্ন স্বরূপে আত্মপ্রকটন করিয়া আছেন, সে-সকল স্বরূপের ধামের ব্যাপারে সে-সকল স্বরূপেরই বিশেষ অধিকার থাকা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অপ্রকটে স্বয়ংভগবান্ ব্রজ ছাড়িয়া অস্ত্র কোনও ধামেই যান না; প্রকটে দ্বারকা-মথুরায় গমন করেন বটে; কিন্তু কোনও সময়েই তাঁহার বৈকুণ্ঠ-গমনের কথা শুনা যায় না। ব্রজের বা দ্বারকা-মথুরার কোনও ব্যাপারে নারায়ণকে আহ্বান করার বা কোনও নির্দেশ দেওয়ার কথাও শুনা যায় না।

ব্রজভাবের সাধক কিন্তু দেহভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধদেহ পানেন না; পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা দেখা যাইবে।

চতুর্থতঃ, নারদের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, বৈকুণ্ঠ-ভাবের সাধক সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে প্রারম্ভ-ভোগান্তে যথাবস্থিত-সাধকদেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই লিঙ্গদেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎই বৈকুণ্ঠস্থিত অনন্ত মুক্তির মধ্যে কোনও এক মুক্তির সহিত সংযোজিত হইয়া থাকেন এবং তখন হইতেই পার্শ্বদরূপে বৈকুণ্ঠের উপযোগী সেবাদিতে তাঁহার অধিকার জন্মে। অজামিলের বিবরণ হইতেও তাহাই জানা যায়। অজামিল—“হিমা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াঃ দর্শনাদহু। সন্তঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ-পার্শ্ববর্ত্তিনাম্ ॥ সাকং বিহায়স্য বিম্রো মহাপুরুষকিঙ্কটৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ শ্রীভা. ৬২।৪৩-৪৪ ॥”

কিন্তু ব্রজভাবের সাধকের অবস্থা অন্তরূপ। নারদের ছায়া, দেহভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি সিদ্ধদেহ বা পার্শ্বদেহ পানেন না। নারদাদি বৈকুণ্ঠভাবের উপাসকগণের প্রেম হইতেছে ঐশ্বর্য্য-ভাবাত্মক; ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও এই ভাবের উপাসনা সম্ভব হইতে পারে; ঐশ্বর্য্যভাব এইরূপ উপাসনার প্রতিকূল নহে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডও ঐশ্বর্য্যভাবপূর্ণ। “ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত ॥ ১৪।১৬ ॥”; সুতরাং ঐশ্বর্য্য-ভাবাত্মক বৈকুণ্ঠ-পার্শ্বদেহের সাধনা এই জগতেই, সাধকের যথাবস্থিত দেহেই, পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং যথাবস্থিত-দেহভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই সাধক পার্শ্বদেহ (অর্থাৎ সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ) লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু ব্রজ-ভাবের সাধকের অভীষ্ট ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন; ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে, ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক আবেষ্টনের মধ্যে, সেই ভাবের সাধন বোধ হয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এই জাতীয় সাধকের অভীষ্ট ভাব হইতেছে—ব্রজপ্রেম।

ব্রজপ্রেম-শব্দটি একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। ব্রজপ্রেমের অনেক স্তর আছে। ব্রজপ্রেমের প্রথম বিকাশকে বলে—রতি, বা ভাব, বা প্রেমাস্কর। এই রতি ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অম্ময়োগ ও ভাবাদি স্তর অতিক্রম করিয়া মহাভাবে পর্য্যবসিত হয়। ব্রজে দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের লীলা আছে। ব্রজভাবের সাধক এই চারিটি ভাবের মধ্যে যে কোনও এক ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা কামনা করেন; সেই ভাবের লীলাতে সেবার উপযোগী ভাব—প্রেমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যেই স্তর সেই ভাবের লীলায়

উপযোগী, সেই প্রেমস্তর—প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার সাধনা সম্যকরূপে পূর্ণ হইয়াছে বলা যায় এবং তখনই—তাঁহার পূর্বে নহে, ঐ স্তর প্রাপ্ত হইলেই—তিনি পার্শ্বদৃষ্টি এবং পার্শ্বদ্রুপে সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ পাইতে পারেন। দাস্ত-ভাবে প্রেম রাগ পর্য্যন্ত, সখ্যভাবে প্রেম অহুরাগ পর্য্যন্ত, বাৎসল্যভাবে প্রেম অহুরাগের শেষলীমা পর্য্যন্ত এবং মধুর-ভাবে প্রেম মহাভাব পর্য্যন্ত বর্ধিত হয় (২১২৩৩৪-৩৭ পয়ার এবং ২১১৯১৫৭-৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); অর্থাৎ দাস্তভাবে সাধকের প্রেম রাগস্তরে, সখ্যভাবে সাধকের প্রেম অহুরাগস্তরে, বাৎসল্যভাবে সাধকের প্রেম অহুরাগ-স্তরের শেষলীমায় এবং মধুর-ভাবে উপাসকের প্রেম মহাভাব-স্তরে উন্নীত হইলেই সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ পাওয়া যাইতে পারে; তাহার পূর্বে নহে।

কিন্তু ব্রজভাবে সাধক যথাবস্থিত দেহে ব্রজপ্রেম-বিকাশের দ্বিতীয় স্তর প্রেম পর্য্যন্ত পাইতে পারেন, তাহার চিত্তে আবির্ভূত কৃষ্ণরতি গাঢ়তা লাভ করিয়া প্রেম-পর্য্যায়েই উন্নীত হইতে পারে; যথাবস্থিত দেহে স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয় (২১২২১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইহার কারণ এইরূপ বলিয়া অহুমিত হয়। ব্রজের ভাব হইল শুদ্ধমাদুর্ধ্যময়, সম্যকরূপে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিময়। ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রধান জগতে, ঐশ্বর্যভাবাত্মক আবেষ্টনে, তাহা বোধ হয় সম্যকরূপে পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারে না। স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব এবং পরিপুষ্টির জন্ম ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাদুর্ধ্যময় আবেষ্টনের প্রয়োজন; এইরূপ আবেষ্টন এই জগতে সুদুর্লভ বলিয়াই বোধ হয় সাধকের যথাবস্থিত দেহে স্নেহ-মানাদির আবির্ভাব হয় না। প্রেম হইতে পারে—প্রেম পর্য্যন্ত তাহা হইলে কিরূপে হইতে পারে? প্রেমও তো “মমত্বাতিশয়াক্রান্তঃ?” ইহার উত্তর বোধ হয় এই। এই প্রেম হইল রতি বা ভাবের গাঢ় অবস্থা (ভাবঃ স এব সাক্ষাত্মা বৃদ্ধিঃ প্রোমা নিপত্ততে)। আর, ভাব (বা রতি) হইল প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ (প্রেমসূর্য্যঃ স সাম্যভাক্)। এখানে প্রেম-শব্দে সম্যকবিকাশময় ব্রজপ্রেমই সূচিত হইতেছে—সূর্য্য-শব্দের ধ্বনি হইতেই তাহা বুঝা যায়। সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন-গগনে সমুদ্ভাসিত হয়, তখনই তাহার পূর্ণ মহিমা; তদ্রূপ প্রেমেরও পূর্ণ মহিমা তাহার পূর্ণতম-বিকাশে। সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তাহার কিরণ প্রকাশ পায়; তখন অন্ধকার কিছু কিছু দূরীভূত হইলেও সম্যকরূপে তিরোহিত হয় না; তদ্রূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-স্থানীয়া রতির উদয়েও ঐশ্বর্যজ্ঞানরূপ অন্ধকার যেন সম্যকরূপে তিরোহিত হয় না। এই রতির বা ভাবের গাঢ়তা প্রাপ্ত অবস্থাই প্রেম—উদীয়মান সূর্য্যতুল্য। উদীয়মান সূর্য্য বাহিরের অন্ধকার দূর করে, কিন্তু গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার সম্যকরূপে দূর করে না। তদ্রূপ, উদীয়মান সূর্য্যসদৃশ প্রেমের আবির্ভাবেও বোধহয় সাধকের চিত্ত-কন্দরে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্যের ভাব থাকিয়া যায়। এইরূপ অতমানের হেতু এই যে, বৈকুণ্ঠ-পার্শ্বদেহে যে ভাব, তাহার নাম শাস্ত ভাব; শাস্তভাব প্রেম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় (শাস্তরসে শাস্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়। ২১২৩৩৪); কিন্তু শাস্তভক্তের এই প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে। অবশ্য বৈকুণ্ঠভাবে সাধক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা চাহেন না বলিয়া শাস্তভক্তের প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে নিবিড়; তাই তাঁহার চিত্তে ভগবান্ সষট্ঠে মমত্ব-বুদ্ধি জগিতে পারে না; কিন্তু ব্রজভাবে সাধকের অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা বলিয়া তাঁহার চিত্তে প্রমোদয়ে কিছু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও তাহা খুবই তরল, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতার বাসনাই এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নিবিড়তাপ্রাপ্তির পক্ষে বলবান্ বিঘ্নরূপ হইয়া পড়ে। তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান খুব তরল বলিয়াই প্রেমের আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সষট্ঠে তাঁহার মমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। জগতের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান আবেষ্টন তাঁহার এই তরল-ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে অপসারিত করার অক্ষম নহে বলিয়াই বোধ হয় ব্রজভাবে সাধকের প্রেম গাঢ়তা লাভ করিয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হইতে পারে না এবং বোধ হয় এজন্যই তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্তই লাভ হয়। এইরূপ ভক্তকে বলে জাতপ্রেম ভক্ত।

জাতপ্রেম ভক্তের প্রেম আরও গাঢ়তা লাভ করিয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হওয়ার পক্ষে অক্ষম আবেষ্টনের—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাদুর্ধ্য ভাবাত্মক আবেষ্টনের—প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ আবেষ্টনের অভাব। তাই জাতপ্রেম ভক্তের দেহভক্তের পরে যোগমায়া কৃপা করিয়া তাঁহাকে—তখন যে-ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকটিত থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে—প্রকট-লীলাস্থলে আহিরী-গোপের ঘরে জন্মাইয়া থাকেন (২১২২১৪ পয়ারের

টীকা দ্রষ্টব্য)। সেই স্থানের আবেষ্টন-ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, শুদ্ধমার্ধ্যময়। সেইস্থানে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের সঙ্গে প্রভাবে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা-প্রবণের প্রভাবে, তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিয়া ভাবাহুকুল লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয় এবং তখনই তিনি সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। উজ্জলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভ-প্রকরণের—“তদ্ভাববন্ধরাগা যে জনান্তে সাধনে রতাঃ।” ইত্যাদি ৩১শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী এইরূপই লিখিয়াছেন। “* * * নহু য়ে ইদানীন্তনা রাগাহুগীয়-সাধনবন্তো নিষ্ঠাকচ্যাসক্তাদি-কক্ষাকচতয়া কশ্মিচ্চিঙ্গয়নি যদি জাতপ্রেমাণঃ স্যন্তে তর্হি ভগবৎসাক্ষাৎসেবাযোগ্যা তদ্বৈদ্যাক্ষণ এব প্রপঞ্চাগোচরপ্রকাশে তৎপরিকরণদবীং প্রাপ্ত্যন্তি কিম্বা প্রপঞ্চাগোচর-কৃষ্ণাবতার-সময়ে। তত্রোচ্যতে। সাধকদেহে প্রেমপরিণামরূপাণাং স্নেহমান-প্রণয়াদীনাং স্থায়ীভাবানাং আবির্ভাবাসম্ভবাং গোপিকাদেহেযু এব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীনাং মহাভাববতীনাং সঙ্গমহিয়া দর্শন প্রবণ স্মরণ-গুণকীর্তনাদিভিঃ অবশ্যম্বেদোপপত্তন্তে তেষামেব অসাধারণলক্ষণভাঃ তান্ বিনা গোপীজ্ঞাসিদ্ধেঃ। * * *। অতএব প্রপঞ্চাগোচরস্ত বৃন্দাবনীয়স্ত প্রকাশস্ত সাধকানাং প্রাপঞ্চিকলোকানাঞ্চ তত্র প্রবেশদর্শনেন সিদ্ধানাং প্রবেশদর্শনেন চ জ্ঞাপিতাং কেবলসিদ্ধ-ভূমিভাঃ স্নেহাদয়োভাবাঃ স্বধ-সাধনৈরপি ন তুর্গং ফলন্তি। অতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্ত্যন্তে প্রপঞ্চাগোচরে বৃন্দাবনস্ত প্রকাশ এক শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে তৎ প্রথম-প্রাপণার্থং নীয়ন্তে। তস্ত সাধকানাং নানাবিধ-কর্মপ্রভৃতি-প্রাপঞ্চিক-লোকানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ তত্র প্রবেশদর্শনেনাচমিতাং সাধকসিদ্ধভূমিভাঃ। তত্রোৎপত্ত্যানন্তরমেব শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাৎ পূর্বমেব তদুদ্ভাবসিদ্ধার্থমিতি।” ২১২১২৪-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্যন্তই লাভ হইতে পারে, ভক্তিরসামুতসিদ্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমন্-মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও তাহাই মনে হয়। প্রেমবিকাশের ক্রমসম্বন্ধে ভক্তিরসামুতসিদ্ধ বলিয়াছেন—“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গেহি ভজনক্রিয়া। ততোহনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তিত্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমা-ভ্যুদয়তি। সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাপ্ত্যর্থে ভবেৎ ক্রমঃ। ১।৪।১১—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তারপর (ভজনাঙ্গে) নিষ্ঠা, তারপর ভজনাঙ্গে রুচি, তারপর (ভজনাঙ্গে) আসক্তি, তারপর ভাব (অর্থাৎ রতি বা প্রীতাহুক), তারপর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই ক্রম।” ভক্তিরসামুতসিদ্ধিতে সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে ইহার পরে আর কিছু বলা হয় নাই; প্রেমের পরবর্তী স্নেহ, মান, প্রণয়াদি-স্তরের আবির্ভাবের ক্রমসম্বন্ধেও কিছু বলা হয় নাই। সাধন-ভক্তির পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গেও ভক্তিরসামুতসিদ্ধ বলিয়াছেন—“চিন্তে ভাবের (অর্থাৎ প্রেমের) আবির্ভাবই সাধন-ভক্তির লক্ষ্য; প্রেমের পরবর্তী স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব যে সাধনভক্তির লক্ষ্য, তাহা বলা হয় নাই। “কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যাভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।” যথাবস্থিত দেহেই সাধন-ভক্তির অহুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে মনে হয়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্যন্তই আবির্ভূত হয়, ইহাই ভক্তিরসামুতসিদ্ধুর অভিপ্রায়। শ্রীপাদ সনাতনগোষ্ঠামীর নিকটে জাতপ্রেমভক্তের লক্ষণ-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের “এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতাহু-রাগো ক্রতচিন্ত উঠৈঃ। হপত্যথো রোদিতি রোতি গায়তুয়াদবম্ভ্যতি লোকবাহুঃ। ১।১।২।৪০।”—শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে ব্রতরূপে অবলম্বিত নামকীর্তনের মহিমায় সাধকের চিন্তে যে প্রেমের উদয় হয় এবং প্রেমের আবির্ভাবে যে চিন্তাব্রতা, হাস্ত, রোদন, চীৎকার, গীত, উদ্গাদবৎ নৃত্য এবং লোকাপেক্ষাহীনতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই বলা হইয়াছে। স্নেহ-মান-প্রণয়াদির উদয়ে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রভুকেও তাহা বলা হয় নাই। ইহাতেও বুঝা যায়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্যন্তই আবির্ভূত হইতে পারে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুরও উক্তির অভিপ্রায়। পূর্বেলিখিত চক্রবর্তিপাদের উক্তিও এ-সমস্ত শাস্ত্রোক্তিরই অতুষ্করণ।

যাহা হউক, উজ্জলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভ প্রকরণের ৩১-শ্লোকের চক্রবর্তিপাদকৃত আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকার যে-অংশ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে উক্ত টীকাতেই লিখিত হইয়াছে—“রাগাহুগীয়-সম্যকসাধননিরতায় উৎপন্নপ্রম্বে ভক্তায় চিরসময়বিধৃত-সাক্ষাৎসেবাভিলাষ-মহৌৎকর্ষায় কৃপয়া ভগবতা সপরিকর-স্বদর্শনং তদভিলষণী-সেবাপ্রাশ্চর্য্য-

ভাবকমলক স্নেহাদিপ্রেমভেদনায়াপি সাধকদেহেহপি অগ্নেহপি সাক্ষারপি সঙ্কলীয়ত এষ । ততশ্চ শ্রীনারদায়ৈব চিদানন্দ-
ময়ী গোপীকাকার-তদ্ভাবভাবিতা তদুশ্চ দীয়তে ততশ্চ বৃন্দাবনীয়-প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিকর-প্রাদুর্ভাবসময়ে সৈব তদু
যোগমায়য়া গোপিকাগর্ভাদুদ্ভাব্যতে উক্তত্বায়েন স্নেহাদিপ্রেমভেদসিদ্ধ্যর্থম্ ।” তাৎপর্যার্থ—“রাগাঙ্গুগীর্ষ-মার্গে সম্যক্
সাধন-নিরত জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে বহুকাল পর্য্যন্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবালাভের অগ্নি বলবতী উৎকর্ষা জাগিতে
থাকে, সেই ভক্তের চিত্তের তখন পর্য্যন্ত স্নেহাদি-প্রেমভেদ উদ্ভিত না হইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তখন দয়া করিয়া সেই
ভক্তের সাধক-দেহেই অগ্নে এবং সাক্ষাৎভাবেও তাঁহাকে সপরিকরে একবার দর্শন দেন । তারপর শ্রীনারদকে ভগবান্
যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন তদ্রূপ সেই জাতপ্রেম সাধককেও চিদানন্দময় তদ্ভাব-ভাবিত গোপিকাকার
দেহ দেন । তারপর বৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের আবির্ভাব-সময়ে, স্নেহাদি-প্রেমভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত,
সেই দেহই যোগমায়াকর্তৃক গোপিকাগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত হয় ।” কাস্তাভাবের সাধকসম্বন্ধেই উল্লিখিত কথাগুলি
বলা হইয়াছে বলিয়াই “গোপিকাকার-দেহ” বলা হইয়াছে ; কাস্তাভাবের সাধকের-অন্তশ্চিস্তিত দেহ “গোপিকাকার ।”
যদি লখ্যভাবের সাধকের কথা বলা হহত, তাহা হইলে “গোপাকার দেহই” বলিতেন ; যেহেতু, তাঁহার অন্তশ্চিস্তিত
দেহ “গোপাকার—গোপবালকের আকারই” হইবে । যাহা হউক, উক্ত টীকায় বলা হইল—সপরিকরে-ভগবান্
জাতপ্রেম ভক্তকে একবার দর্শন দেন । কাস্তাভাবের সাধক শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের
সেবাই অন্তশ্চিস্তিত দেহে চিন্তা করিয়া থাকেন ; শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে গোপীজন-বল্লভরূপেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ-
পরিবেষ্টিত হইয়াই দর্শন দিয়া থাকেন । তাহার পরে, সেই জাতপ্রেম ভক্তকে তাঁহার অন্তশ্চিস্তিত গোপিকাকার
একটি দেহ দিয়া থাকেন এবং এই দেহটী চিদানন্দময় । কিন্তু এই চিদানন্দময় গোপীদেহ দেওয়ার তাৎপর্য কি ?
ভক্তের যথাবস্থিত দেহটাই যে গোপীদেহে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহা নহে । দেহভঙ্গ পর্য্যন্ত জাতপ্রেম ভক্তেরও
যথাবস্থিত সাধকদেহই থাকে । দেহভঙ্গের পরেই গোপকন্টার দেহ পাইয়া থাকেন । প্রশ্ন হইতে পারে—তাহাই
যদি হইবে, তাহা হইলে কেন বলা হইল, সপরিকরে দর্শন দানের পরে ভগবান্ সাধককে চিদানন্দময় গোপীদেহ দিয়া
থাকেন ? ইহার উত্তর বোধহয় এইরূপ । জলৌকা যেমন একটি তৃণকে অবলম্বন করিয়া আর একটি তৃণকে
পরিভ্রাণ করে, তদ্রূপ জীবও তাহার মৃত্যু-সময়ে যে কর্মফল উদ্ভূত হয়, সেই কর্মফলের ভোগোপযোগীদেহকে আশ্রয়
করিয়া, অথবা তাহার সংস্কারাঙ্কুর দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার পরে তাহার পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া থাকে (শ্রীভা.
১০।১।৩২-৪২) । স্ব-স্ব-সংস্কার অনুসারে দেহত্যাগ-সময়ে যাহা যাহা চিন্তা করা যায়, জীব তাহা তাহাই পাইয়া
থাকে । “যং যং বাপি শ্রবন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ । তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ গীতা ।
৮।৬ ॥” ভোগায়তন দেহ, বা সংস্কারাঙ্কুর দেহ, কিম্বা অন্তকালে ভাবনার অনুরূপ দেহ ভগবান্ দিয়া থাকেন । এই
দেহকে আশ্রয় করিয়াই জীব পূর্বদেহ ত্যাগ করে । জাতপ্রেম ভক্তের সাধনাঙ্কুর বা সংস্কারাঙ্কুর দেহ হইতেছে
তাঁহার অন্তশ্চিস্তিত চিদানন্দময় দেহ । দেহভঙ্গ-সময়ে—সপরিকর, ভগবদ্দর্শনের পরে দেহভঙ্গ হয় বলিয়া, দর্শনলাভের
পরেই—জাতপ্রেম ভক্ত দেহভঙ্গ-সময়ে তাঁহার সংস্কার-অনুরূপ এই দেহটী লাভ করিয়া থাকেন এবং এই দেহকে
আশ্রয় করিয়াই তিনি তাঁহার যথাবস্থিত দেহত্যাগ করেন । এই দেহই পরে যথাসময়ে যোগমায়ী প্রকটলীলাস্থলে
গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত করাইয়া থাকেন ।

টীকায় বলা হইয়াছে “শ্রীনারদায় ইব”—নারদকে শ্রীভগবান্ যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ ।
নারদ তাঁহার যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়া চিদানন্দময়-দেহে বৈকুণ্ঠ-পার্বদ লাভ করিয়াছিলেন ; উপরে উল্লিখিত
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত জলৌকার দৃষ্টান্ত-অনুসারে বলা যায়, ভগবদন্ত চিদানন্দময় দেহকে আশ্রয় করিয়াই নারদ তাঁহার
যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন । দেহের চিদানন্দময়ত্বাংশেই নারদের প্রাপ্ত দেহের সঙ্গে জাতপ্রেম ভক্তের প্রাপ্ত
দেহের সাদৃশ্য ; সর্ববিষয়ে সাদৃশ্য নাই । যেহেতু, নারদ যে-দেহ পাইয়াছিলেন, তাহা ছিল বৈকুণ্ঠ-পার্বদের দেহ ;
জাতপ্রেম-ভক্ত দেহভঙ্গের পরে যে-দেহ লাভ করেন, তাহা ব্রজলীলার পার্বদ-দেহ নহে ; প্রেম ক্রমশঃ গাঢ় হইতে
হইতে অস্তীষ্ট-লীলার শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হইলেই ভক্ত পরিকর লাভ করিতে পারেন ; এবং তখন

যে-দেহে তিনি লীলার প্রবেশ করিবেন, সেই দেহই হইবে তাঁহার পার্শ্বদেহ বা সিদ্ধদেহ। জাতপ্রেম ভক্ত যে শ্রীকৃষ্ণধর্মন লাভের পরে এইরূপ সিদ্ধদেহ পাইয়া থাকেন, তাহা চক্রবর্তিপাদ বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন—চিদানন্দময় গোপিকা দেহ পাইয়া থাকেন। এই দেহ যে বৈকুণ্ঠে রক্ষিত ভগবানের জ্যোতির অংশভূত কোনও একটা দেহ। তাহাও অসুমান করা যায় না; যেহেতু, বৈকুণ্ঠস্থিত তদ্রূপ দেহগুলির সমস্তই সেবোপযোগী পার্শ্বদেহ বা সিদ্ধদেহ; কিন্তু ভক্ত তখনও সেবোপযোগী পার্শ্বদেহ পাইবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকৃপার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই যে জাতপ্রেম ভক্ত এই দেহটা লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই মনে হয়।

এই দেহটার আশ্রয়ে জাতপ্রেম ভক্ত যখন প্রকটলীলা-স্থলে জয়গ্রহণ করেন, তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সনের মাহাত্ম্যে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদিয় কথা শ্রবণাদির মাহাত্ম্যে, তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে যখন সেবার উপযোগী স্তর উন্নীত হয়, তখনই পরিকররূপে তিনি লীলাতে প্রবিষ্ট হয়েন। তাঁহাকে সেই দেহ ত্যাগ করিয়া অপর একটা দেহ আর গ্রহণ করিতে হয় না; সুতরাং বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্জ্যোতিরংশভূত কোনও এক দেহের সঙ্গে তাঁহার সংযোজিত হওয়ায় প্রথম উঠিতে পারে না। তাঁহাকে সেই দেহ কেন ত্যাগ করিতে হয় না, তাহার হেতুও বোধহয় আছে। সিদ্ধদেহের মোটামোটা এই কয়টা লক্ষণ দেখা যায়—প্রথমতঃ, ইহা সচ্চিদানন্দময়; দ্বিতীয়তঃ, ভাবানুরূপ, অর্থাৎ যিনি কাস্তাভাবের সাধক, তাঁহার সিদ্ধদেহ হইবে গোপীদেহ, ইত্যাদি; তৃতীয়তঃ, ইহাতে থাকিবে ভাবানুরূপ সেবার উপযোগী স্তর পর্যন্ত প্রেমের বিকাশ। এক্ষণে, জাতপ্রেম ভক্ত যে-দেহে প্রকটলীলাস্থলে জয়গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রথম দুইটা লক্ষণ বিদ্যমান, বাকী কেবল তৃতীয় লক্ষণটা, অর্থাৎ প্রেমের যথোচিত পুষ্টি। সাধকভক্তের যথাবস্থিত দেহেই যখন রতির আবির্ভাব হয় এবং সেই রতি যখন প্রেম পর্যন্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তখন প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত ভাবানুরূপ সচ্চিদানন্দময় দেহে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গাদির প্রভাবে যে-সেবার উপযোগী স্তর পর্যন্ত প্রেম উন্নীত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরলীলায় যে সমস্ত ঋষিচরী সাধনসিদ্ধ গোপীগণ ব্রজে গোপীগর্ভে জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ ছিল “গুণময়”—সচ্চিদানন্দময় ছিল না। যুত্যাব্যতীতই তাঁহাদের এই গুণময় দেহও গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়াছিল এবং সেবোপযোগী পার্শ্বদেহে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাঁহাদের গুণময়দেহও যখন সচ্চিদানন্দময় পার্শ্বদেহরূপে পরিণত হইতে পারিয়াছিল, তখন জাতপ্রেম ভক্তের সচ্চিদানন্দময় দেহ কেন পার্শ্বদেহে পর্য্যবসিত হইতে পারিবে না?

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্বে বলা হইয়াছে, জাতপ্রেম ভক্ত সচ্চিদানন্দময়দেহে প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন। কিন্তু ঋষিচরী গোপীগণ গুণময় দেহে আবির্ভূত হইলেন কেন? ইহার কারণসম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কেহ কিছু উল্লেখ করেন নাই। তবে শাস্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার কারণের একটা অসুমান বোধ হয় করা যাইতে পারে। তাই এই।

উজ্জলনীলমণিতে সাধনসিদ্ধা গোপীদিগকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—যৌথিকী এবং অযৌথিকী। সাধনকালে বহুসাধক এক সঙ্গে মিলিত হইয়া একই ভাবে যদি ভজন করেন, ভিন্ন ভিন্ন দলে অবস্থিত থাকিলেও সম্মিলিত ভাবে তাঁহারা যদি একই যুখে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যৌথিকী বলা হয়। “যৌথিক্য-স্তত্র সংভূয় গণশঃ সাধনে রতাঃ। কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে ২৮শ শ্লোক। টীকা। যুখেভবা যৌথিক্যঃ। সংভূয়ঃ মিলিত্বা সাধনেনিরতাঃ। কিন্তু গণশঃ গণেন গণেন গণেনেতি অবাস্তুরগণা অপি বহুবস্ত্র যুখে তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। চক্রবর্তী।” আর, ঐরূপ দলবদ্ধভাবে ভজন না করিয়া যাহারা গোপীভাবের প্রতি অসুরাগী হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং উৎকট রাগানুগীয় ভজনের ফলে যাহাদের পরমোৎকর্ষা জাগিয়া উঠে, উৎকর্ষা-অনুসারে তাঁহারা সময়ে সময়ে এক, অথবা দুই, অথবা তিন জন ক্রমে ব্রজে জয়গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে অযৌথিকী বলে। “তস্তাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ তদ্ব্যোগ্যমহুরাগোৎপাদ্য প্রাপ্যোৎকর্ষাহুসারতাঃ। তা একশোঃঅথবা ত্রিাঃ কালে কালে ব্রজেভবন্।

প্রাচীনাশ্চনবাশ্চ স্থায়সৌখিক্যন্ততো দ্বিধা ॥ কৃষ্ণবল্লাভাপ্রকরণে ৩১শ শ্লোক ।” পূর্বে যে আত্মপ্রেম ভক্তদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা অর্থোথিকী। যথাবস্থিতদেহে তাঁহাদের প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয়। আর ঋষিচরীগোপীগণ ছিলেন বৌথিকী।

বৌথিকী ঋষিচরী গোপীগণ সাধনকালে ছিলেন দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি। তাঁহারা পূর্ব হইতেই কান্ডাভাবে গোপালের উপাসক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে যখন দণ্ডকারণ্যে আসেন, তখন তাঁহার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া কান্ডাভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য তাঁহাদের বাসনা বলবতী হইয়া উঠে; তখন তাঁহারা মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে তদনুকূল বর প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্রও মুখে কিছু না বলিয়া মনে মনেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভীষ্ট বর প্রদান করেন। পরে যোগমায়া তাঁহাদের সকলকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা-স্থলে আনিয়া গোপীগর্ভ হইতে গোপকন্যারূপে আবির্ভাবিত করেন। (শ্রীজীবের টীকা)। ইহারাই ঋষিচরী গোপী।

যেই দেহে ঋষিচরী গোপীগণ গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই দেহ ছিল গুণময়, সচ্চিদানন্দময় ছিল না। বৈষ্ণবতোষণী টীকায়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, এই ঋষিচরী গোপীগণ ছিলেন “সিদ্ধপূর্ণভাবাঃ ন তু সিদ্ধদেহাঃ—তাঁহাদের ভাব বা রতি পর্য্যন্তই সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু দেহ সিদ্ধ (চিন্ময়) হয় নাই।” ব্রজের গোপীগর্ভ হইতে কিরূপে গুণময় দেহের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহার বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বৈষ্ণবতোষণীতে লিখিয়াছেন, প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিকের মিশ্রণ থাকে; তাহার প্রমাণ এই যে, প্রকটলীলায় শ্রীদেবকী-দেবীর প্রথম ছয়টি সন্তানের দেহও ছিল প্রাপঞ্চিক। “ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি। অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়্গর্ভ-সংজ্ঞকানাং জন্ম শ্রয়তে ইতি।” কিন্তু ঋষিচরীদের দেহ গুণময় বা প্রাপঞ্চিক কেন ছিল? এ-সম্বন্ধে চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—যখন সাধনাতে তাঁহাদের দেহভঙ্গ হয়, তখন তাঁহারা প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন না, প্রেমের পূর্ববর্তী গুর রতাকুর মাত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেই যোগমায়া তাঁহাদিগকে ব্রজে গোপকন্যারূপে আবির্ভাবিত করাইয়াছেন। “গোপালোপাসকা ঋযয়ন্তে শ্রীরামমূর্তিমাধুরী-দর্শনাং রাগময়ভক্তে নির্ভীকচ্যাসক্তিরতাকুর-ভূমিকা আকৃতাঃ সম্যগপরিপক্ককষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্য্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্যকা বভূবুঃ।” গোপীগর্ভে জন্ম সময়ে তাঁহারা ছিলেন “সম্যক্ অপরিপক্ক-কষায়া”—গুণময়রূপ কষায় তখনও তাঁহাদের ছিল। তারপর, তাঁহাদের মধ্যে ষাঁহারা নিত্যসিদ্ধগোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, ঐ সঙ্গের এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথাাদি শ্রবণের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিদশা হইতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণাঙ্গরাগ জন্মে এবং ক্ষুর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গও তাঁহাদের হইয়াছিল; তাহারই ফলে তাঁহাদের কষায় সম্যকরূপে দূরীভূত হয়, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিও প্রেম-স্নেহাদি ভূমিকায় আকৃত হয়। এই অবস্থায় গোপদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়া থাকিলেও পতিশ্রদ্ধাদির অঙ্গসঙ্গাদি হইতে যোগমায়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ চিন্ময়ীভূত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাসরঙ্গনীকৃত শ্রীকৃষ্ণের বেণুবান্দন-সময়েই পতিশ্রদ্ধাদের দ্বারা নিবারিতা হওয়া সত্ত্বেও যোগমায়ার রূপায় নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেরই তাঁহারা অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীতা হইয়াছিলেন। “তাসামেব মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূয়া বয়ঃসন্ধিদশামারভ্য এব লক্ষপূর্ণাঙ্গরাগাঃ ক্ষুর্তিপ্ৰাপ্তকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাঃ দক্ষসম্যক্ কষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আকৃতাঃ গোপৈর্বৃতা অপি যোগমায়্যৈব তদঙ্গস্পর্শদোষা-দ্রহিতাঃ চিন্ময়দেহীভূতাঃ কৃষ্ণোপভূক্তান্তান্তাঃ রাত্রৌ বেণুবান্দন-সময়ে পতিভির্বার্যমাণা অপি যোগমায়াসাহায্য-প্রসাদাৎ নিত্যসিদ্ধগোপীভিঃ সহিতা এব প্রেষ্ঠমভিসঙ্গাঃ।” শ্রীমদভাগবতের—“তা-বীৰ্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ পিতৃভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। গোবিন্দাপছতাত্মানো ন গুবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ১০।২৯।”-শ্লোকে ইহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

আর, নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ষাঁহাদের হয় নাই, তাঁহাদের প্রেম লাভও হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের কষায়ও (গুণময়ত্বও) দূরীভূত হয় নাই। গোপদিগের সহিত তাঁহাদেরও বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহারা পতিবর্জিত উপভূক্ত হইয়াছিলেন এবং অপত্যবতীও হইয়াছিলেন। তাহার পরে নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের সহিত তাঁহাদের সঙ্গ হইয়াছিল; তাহার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের জন্য তাঁহাদের লালাসা জাগিয়াছিল, তাঁহারা পূর্ণরাগবতীও

হইয়াছিলেন। নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদেব রূপাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের দেহ রূক্ষাঙ্গ-সঙ্গের অযোগ্য ছিল বলিয়া বোঝা যায় তাঁহাদের সাহায্য করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণকালে তাঁহারা গৃহমধ্যে ছিলেন; পূর্বরাগবতী ছিলেন বলিয়া বংশীধ্বনি-শ্রবণে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণসমীপে বাঁওয়ার অল্প চেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বোঝা যায় সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণকর্তৃক নিবারিতা হইয়া গৃহমধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন, বাহির হইতে পারিলেন না। মহাবিপদগ্রস্তা হইয়া তাহারা যেন মরণদশায় উপনীত হইলেন, পতি-আদিকে মহাশত্রু মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব-প্রাণৈকবদ্ধ মনে করিয়া তীব্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (স্মরণ) করিতে লাগিলেন। “কাস্তিভু নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গ-ভাগ্যাভাবদলকপ্রেমতাদদগ্ধকথায় গোপৈবৃঢ়া গোপোপভুক্তা অপত্যবত্যো বভূবুঃ। তাঃ খলু তদন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূম্না কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাং পূর্বরাগবত্যাঃ তাংসং রূপাশ্রয়ী-ভবন্ত্যেহপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগ্যদেহেষু বোঝা যায় সাহায্যকরণং পতিভির্বারিতাঃ কৃষ্ণমভিসর্গু মক্ষমা মহাবিপদগ্রস্তাঃ পতি-ভ্রাতৃপিতৃাদীন স্বপ্রাণৈবরিষেন পশুস্তো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যাং যথাক্রা মাত্রাদিশ্ববন্ধুজনং স্মরন্তি তথৈব স্বপ্রাণৈকবদ্ধং কৃষ্ণং সস্মরন্তিত্যাহ অন্তরিতা।” তীব্রধ্যান-কালে শ্রীকৃষ্ণবিরহের ফলে তাঁহাদের যে-জালাময় উৎকট দুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহা যেমন ছিল অতুলনীয়, আবার ক্ষুণ্ণিতে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের ফলে যে-অনির্বচনীয় আনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাও ছিল তেমন অতুলনীয়। ইহারই ফলে তাঁহাদের সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া গেল, পতিকর্তৃক উপভুক্ত তাঁহাদের গুণময় দেহও গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিল, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের উপযোগী হইয়া পড়িল। কৃষ্ণসেবার উপযোগী এই সচ্চিদানন্দময় দেহেই তাঁহারা কেহ কেহ বা সেই দিন, কেহ কেহ বা পরের দিন রাসলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদভাগবতে—“অন্তর্গৃহগতাঃ কাস্তিভু গোপোহলকপির্নির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্-ভাবনাযুক্তা দধুমীলিতলোচনাঃ ॥ হঃসহশ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপদৃশ্যভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাল্পেষনিবৃত্ত্যা কীর্ণমঙ্গলাঃ। তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহগুণময়ং দেহং সত্ত্বঃ প্রসঙ্গিবন্ধনাঃ ॥ ১০।২৯।২-১১ ॥”—ম্লোকে ইহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত ঋষিচরী গোপীদিগের মধ্যে “তাঃ বার্যমাণাঃ পতিভিঃ”—ইত্যাদি ম্লোকোক্ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত গোপীদেব সঙ্ক্ষে টীকাভাগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—যেই গুণময় দেহে তাঁহারা ব্রজে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিত্যসিদ্ধগোপীদেব সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের সেই গুণময় দেহই সচ্চিদানন্দময় পার্শ্বদেহে পরিণত হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে সেই গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অল্প সচ্চিদানন্দময় দেহ গ্রহণ করিতে হয় নাই—শ্রীকৃষ্ণের যথাবস্থিত সাধকদেহ যেমন বৈকুণ্ঠ-পার্শ্বদেহে পরিণত হইয়াছিল, তদ্রূপ। আর “অন্তর্গৃহগতাঃ কাস্তিভু”—ইত্যাদি ম্লোকে পতিকর্তৃক উপভুক্তা যে-ঋষিচরী গোপীদেব কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্ক্ষে বলা হইয়াছে, তাঁহারা “জহ গুণময়ং দেহম্—গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।” এই গুণময় দেহত্যাগসঙ্ক্ষে শ্রীপাদ সনাতনগোবিন্দ তাঁহার বৃহৎবৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—“গুণময়ং দেহং জহঃ। গুণাঃ ভাবাঃ। তত্র আস্তরা ভাবাঃ আর্জব-বৈষ্ণব-মাদিব-বহির্নিষ্কমোপায়াজ্ঞতা গুণজনাদিসঙ্কোচাদয়ঃ। বাহাঃ সন্তপ্ততা-গৃহাস্তঃস্থতা-বদ্ধতাদয়ঃ। তন্ময়ং তৎপ্রধানং দেহং জহরীতি। তস্তাবত্যাগ এবাত্র দেহত্যাগ উক্তঃ।—গুণ অর্থ ভাব। ভাব দুই রকমের—অন্তরের ও বাহিরের। অন্তরের ভাব—সরলতা, বৈষ্ণব, মুহূর্ত্তা, বহির্গত হওয়ায় উপাদ-বিষয়ে অজ্ঞতা, গুরুজনাদি হইতে সঙ্কোচাদি। আর বাহিরের ভাব—সন্তপ্ততা, গৃহাস্তঃস্থিততা, বদ্ধতাদি। এ-সমস্ত ভাবময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এস্থলে সেই সেই ভাবের ত্যাগকেই দেহত্যাগ বলা হইয়াছে।” ইহাতে বুঝা যায়—গোপীগণের দেহ হইতে কতকগুলি ভাবই দূরীভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের মৃত্যু হয় নাই। তাঁহাদের গুণময় দেহের গুণময়ত্বই দূরীভূত হইয়াছিল, সেই দেহই সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ করিয়াছিল। শ্রীপাদ বিদ্যনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—মরণব্যতীতই ঋষিদিগের দেহের জায় তাঁহাদের দেহ গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল। “মরণবশাৎ দেহপাত এব তাসামিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্। * * * তাংসং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ঋষীদীনামিহ প্রাপুরেব এব দেহত্যাগঃ।” শ্রীমদভাগবতী তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—“গুণময়ং

বিরহভাবময়ং দেহম্ আবেশমিত্যর্থঃ । তথা তৃতীয়ে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মণো দর্শিতম্ । —বিরহভাবময় আবেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মারও কেবল পূর্বভাবের আবেশ ত্যাগ দর্শিত হইয়াছে ।” শ্রীজীব এখানে “গুণময়ত্ব” ত্যাগের কথাই বলিলেন ; মৃত্যুর কথা বলেন নাই । কিন্তু অপর এক রকম অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“তন্মায়য়া এব ত্যাক্তানাং দেহানামন্তর্দ্বাপনং তৎসদৃশীনামন্তানাং ফোরণঞ্চ গম্যতে । —গোপীদিগের পরিত্যক্ত দেহ শ্রীকৃষ্ণমায়াই অন্তর্দ্বাপিত করিয়াছিলেন এবং তৎসদৃশ অগ্র দেহ প্রকটিত করিয়াছিলেন ।” ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহারা যেন বাস্তবিকই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে তদনুরূপ সচ্চিদানন্দময় দেহ পাইয়াছিলেন । এই সচ্চিদানন্দময় দেহও শ্রীকৃষ্ণমায়াই প্রকটিত করিয়াছিলেন । এখানে শ্রীকৃষ্ণমায়্যা-শব্দে শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; বহিরঙ্গামায়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ দিতে পারেন না । শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞানভূষণও লিখিয়াছেন—“পরয়া হরিশক্ত্যা আবির্ভাবিত-তদুপভোগযোগ্য বিজ্ঞানানন্দময়-দেহাঃ সত্য ইতি লভ্যতে । —শ্রীহরির পরাশক্তির দ্বারা ই কৃষ্ণের উপভোগ্য বিজ্ঞানানন্দময়-দেহ আবির্ভাবিত হইয়াছিল ।”

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়—ঋষিচরী-গোপীদিগের গুণময়-দেহই, ঋবের যথাবস্থিত দেহের স্রায়, সচ্চিদানন্দময় পার্শ্বদেহে (অর্থাৎ সিন্ধুদেহে) পরিণত হইয়াছিল । আর, যদি তাঁহাদের বাস্তব দেহত্যাগ (স্বা মৃত্যু) স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও দেহত্যাগের পরে বা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে সচ্চিদানন্দময় দেহ পাইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণশক্তিকর্তৃকই আবির্ভাবিত হইয়াছিল । বৈকুণ্ঠে অবস্থিত ভগবানের জ্যোতির অংশভূত মূর্ত্তি-সকলের মধ্যে কোনও কোনও মূর্ত্তির সহিত যে ঋষিচরী গোপীগণ সংযোজিত হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা কেহই বলেন নাই, এমন কি শ্রীজীবগোস্বামীও বলেন নাই ।

যাহারা সালোক্যাদি মূর্ত্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠ-পার্শ্বদেহ লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সকলকেই যে বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্যোতির অংশভূত মূর্ত্তির সহিত সংযোজিত হইতে হইবে, একথাও শ্রীতি-সন্দর্ভে শ্রীজীব বলেন নাই । ঋবাদির স্রায় কাহারও কাহারও প্রাকৃতদেহও যে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে চিন্ময় পার্শ্বদেহে পরিণত হইয়া যায়, তাহাও শ্রীজীব লিখিয়াছেন । “কচিং প্রাকৃত্যাপি মূর্ত্তিরচিন্ময়া ভগবচ্ছক্ত্যা তাদৃশমাপন্নতে । যথোক্তং শ্রীকৃষ্ণমুদ্গিষ্টা চিত্রপং হিরণ্যমিতি । তদেব রূপং হিরণ্যং বিভ্রদিতী টীকা চ । শ্রীতিসন্দর্ভে ॥ ১৩ ॥” শ্রীকৃষ্ণের দিবরংগী এই । শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্ত দুইজন বিষ্ণুপার্শ্বদেহ রাখ লইয়া উপস্থিত হইলে, ঋব সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া বিষ্ণু-পার্শ্বদেহকে প্রণাম করিলেন । তারপর হিরণ্যরূপ ধারণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করিলেন । “পরীত্যাভার্ড্য বিষ্ণ্যাগ্রং পার্শ্বদাবভিবন্দ্যচ । ইয়েষ তদযিষ্ঠীতুং বিভ্রদরূপং হিরণ্যম্ ॥ ভীড়া, ৪।১২।২২ ॥” শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—“তদেবরূপং হিরণ্যং বিভ্রদিতী—ঋবের যে-রূপ (বা দেহ) পূর্বে ছিল, তাহাই হিরণ্য (বা চিন্ময়) হইল ।”

এই প্রসঙ্গে কেহ হয়তো বলিতে পারেন—বৈকুণ্ঠে যে-সকল ভগবজ্যোতির অংশভূত মূর্ত্তি বিরাজিত, তাহারা নিত্য ; তাহাদের সহিত সংযোজিত হইয়া পার্শ্বদেহ লাভ করিলে সেই পার্শ্বদেহের নিত্যত্বসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না । কিন্তু ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে যে-গুণময় দেহ সচ্চিদানন্দময়, তাহার নিত্যত্বসম্বন্ধে আশঙ্কা আছে ; যেহেতু, এই সচ্চিদানন্দময়ত্ব হইতেছে আগন্তুক । ইহার উত্তরে বলা যায়—ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা আবির্ভাবিত চিন্ময় দেহের চিন্ময়ত্ব আগন্তুক বলিয়া যদি অনিত্যত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্যোতির অংশভূত দেহের সহিত সংযোজিত সাধকের পার্শ্বদেহের অনিত্যত্বের আশঙ্কাও থাকিতে পারে ; যেহেতু, বৈকুণ্ঠস্থিত মূর্ত্তি নিত্য হইলেও তাহার সহিত সাধকের সংযোজন আগন্তুক । আগন্তুক বলিয়া কোনও সময়ে এই সংযোগ নষ্টও হইয়া যাইতে পারে । বস্তুতঃ, বৈকুণ্ঠস্থ মূর্ত্তির সহিত সংযোগ, কিম্বা ভগবচ্ছক্তিতে আবির্ভাবিত দেহের চিন্ময়ত্ব, আগন্তুক বলিয়া তাহার অনিত্যত্বের আশঙ্কা বিচারসহ নহে । ভগবানের রূপশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবেরই ইহা ফল । জীবের স্বরূপে তো স্বরূপ-শক্তি নাই । শ্রীকৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের রূপার ভজনীদের অচুটানের ফলে স্বরূপশক্তি সাধকের চিত্তে

আবির্ভূত হইয়া ভক্তি-প্রেমাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব এবং তজ্জাত ভক্তি-প্রেমাদি হইল আগন্তুক; আগন্তুক বলিয়া কি তাঁহা কখনও অন্তর্হিত হইবে? অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তো সাধন-ভজনেরই কোনও সার্থকতা থাকে না। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবকে তাহার কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য “লোকনিত্যরিব এই ঈশ্বর-স্বভাব”-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই চেষ্টা করিতেছেন; ইহারই ফলে জীবচিহ্নে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব; স্বরূপশক্তি রূপা করিয়া জীবচিহ্নে আসেন—তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী করিয়া তাঁহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করাইবার উদ্দেশ্যে, চলিয়া যাওয়ার জন্য তিনি আসেন না; যে-মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তো জীব শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহা স্বরূপ-শক্তির বিধা শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রেত হইতে পারে না। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং স্বরূপশক্তির রূপাব্যতীত কৃষ্ণসেবা হইতে পারে না বলিয়া জীবস্বরূপের সহিত স্বরূপ-শক্তির এমনই একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান, যাহাতে স্বরূপ-শক্তি কোনও জীবকে একবার রূপা করিলে সেই রূপা হইতে সেই জীব আর কখনও বঞ্চিত হইতে পারেন না। স্বরূপশক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই এইরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের “ত্যাগ্য স্বধর্ম্ম চরণাভ্যুজং হরেভজ্ঞপকোহথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক বাভ্রমভূদমুশ্রু কিং কোবার্থ আশ্রোহভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১।৫।১৭ ॥”—শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব এবং চক্রবর্ত্তিপাদ উভয়েই ভক্তির একরূপ অবিচ্ছিন্ন-ধর্ম্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন। “ভক্তিবাসনায়া স্ববিচ্ছিন্নধর্ম্মত্বাৎ—শ্রীজীব। ভক্তি-বাসনায়াস্ববিচ্ছিন্নধর্ম্মত্বাৎ স্মৃদ্রুপেণ তদাপি সত্যং—চক্রবর্ত্তী।” গীতার “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্রুতি”—এই শ্রীকৃষ্ণোক্তিভেদেও সে-কথাই ধ্বনিত হইতেছে। স্মরণ্যঃ কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণের রূপা আগন্তুকী বলিয়া অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

যাহা হউক, উপরে ঋষিচরী গোপীদিগের প্রসঙ্গে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে জানা গেল—তাঁহাদের সাধক-দেহ-ভঙ্গ-সময়ে তাঁহারা “জাতরত্নাকুর” ছিলেন, “জাতপ্রেম” ছিলেন না। উজ্জলনীলমণিতেও তাঁহাদের সম্বন্ধে একথাই বলা হইয়াছে—“লক্ষ্যভাবা ব্রজে গোপ্যো জাতাঃ পান্ন ইতীরিতম্ ॥ কৃষ্ণবল্লাভ-প্রকরণ ॥ ২৯ ॥—পদ্ম-পুরাণ অন্ত্যসারে জানা যায়, ‘লক্ষ্যভাবা’ হইয়া তাঁহারা ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।” ভাব ও রতি—একার্থক শব্দ। স্মরণ্যঃ লক্ষ্যভাব অর্থ জাতভাব বা জাতরতি। জাতরতিত্বের অবস্থাতেই যোগমায়া কেন তাঁহাদিগকে ব্রজে গোপকন্ডারূপে আবির্ভাবিত করাইলেন? পূর্বে বলা হইয়াছে—ঋষিচরী গোপীগণ ছিলেন যৌথিকী; যৌথিকী বলিয়াই কি তাঁহারা জাতপ্রেম হইতে পারেন নাই? তাহা মনে হয় না; কারণ, উজ্জল-নীলমণি হইতে জানা যায়, শ্রুতিচরী গোপীগণও ছিলেন যৌথিকী এবং জাতপ্রেম হইয়াই তাঁহারা গোপকন্ডারূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনিষদগণ “তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজিরে ব্রজে ॥ কৃষ্ণবল্লাভ-প্রকরণ ॥ ৩০ ॥”

ঋষিচরী এবং শ্রুতিচরী—উভয়েই যৌথিকী। তথাপি রতিপথ্যায়মাত্র উদ্ধুদ্ধ হওয়ার পরই যোগমায়াদেবী ঋষিচরীদিগকে ব্রজে আনিয়া জন্ম দেওয়াইলেন; কিন্তু শ্রুতিচরীদিগকে প্রেমপথ্যায়-লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদিগের প্রতি পূর্বোক্তিত শ্রীরামচন্দ্রের রূপাই তাঁহাদের প্রতি যোগমায়া এই রূপাবৈশিষ্ট্যের হেতু কিনা বলা যায় না।

যাহা হউক, ঋষিচরী গোপীদিগেরই ব্রজে জাত দেহের গুণময়ত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিচরীদিগের সম্বন্ধে এরূপ কোনও কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয় না। ইহাতে মনে হয়—ঋষিচরী গোপীগণ জাতপ্রেম হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের দেহ প্রথম হইতেই চিন্ময় ছিল না, প্রথমে ছিল গুণময়। এজন্যই তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও পতিকর্ত্তক উপভুক্ত্যও হইতে হইয়াছে, নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে অভিসার করা হইতেও বাধাপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিচরী গোপীগণ জাতপ্রেম হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যসিদ্ধাদি গোপীদের সঙ্গে প্রভাবে বয়ঃসন্ধি অবস্থা হইতেই তাঁহাদের প্রেম ক্রমশঃ পরিপুষ্ট লাভ করিয়া মহাভাব-পর্যায়ের উন্নীত হইয়াছিল; এবং এজন্যই তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেই অভিসারবতী হওয়ার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্যন্ত লাভই সাধারণ নিয়ম।

কাস্তাভাবের সাধনের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে রায়রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদের দৃষ্টান্তের পরিবর্তে শ্রুতিগণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই বলিয়া মনে হয় যে, গোপীদের আত্মগতো যিনি রাগাত্মগীয় ভজনের অনুর্তান করিবেন শ্রুতিগণের দ্বারা তিনিও যথাবস্থিত সাধক-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন। দণ্ডকারণ্যবাসী-মুনিগণের (ঋষিচরী-গোপীগণের) পক্ষে—সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপার ফলেই—রতি-পর্য্যায় পর্য্যন্ত লাভের পরেই যোগমায়াকর্তৃক তাঁহাদের ব্রজে আনয়ন একটা বিশেষ ব্যবস্থা, সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম।

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে ব্রজভাবের সাধকদের সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তিসম্বন্ধে, বৈষ্ণবাচার্য্য গোপামি-পাদগণের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় :—ব্রজভাবের সাধক তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিলেই তাঁহার দেহভঙ্গের পরে,—তখন যে-ব্রজাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা চলিতে থাকে, সেই ব্রজাণ্ডে—যোগময়া তাঁহাকে নিয়া আহিরী গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত করাইবেন ; যেই দেহে তিনি লীলাস্থলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা হইবে সচ্চিদানন্দময় এবং তাঁহার অস্বচ্ছিত্তি সিদ্ধদেহের অনুরূপ (অর্থাৎ তিনি যদি কাস্তাভাবের সাধক হইতেন, তিনি গোপকন্ডা-দেহ পাইবেন, তিনি যদি সখ্যভাবের সাধক হইতেন, তিনি গোপ-বালক-দেহ পাইবেন ; ইত্যাদি)। তারপর, তাঁহার ভাবাত্মকুল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে মাহাত্ম্যে এবং তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণাদির মাহাত্ম্যে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে যখন অভীষ্ট-কৃষ্ণসেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হইবে, তখনই তাঁহার সেই দেহ সিদ্ধদেহে—পার্বদদেহে—পরিণত হইবে এবং তখনই তিনি নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপরিকররূপে (সাধনসিদ্ধ পরিকররূপে) স্বীয় অভীষ্ট লীলায় প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকারী হইবেন। যে-সচ্চিদানন্দময় দেহে তিনি ব্রজে আহিরী গোপের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই তিনি তাহা পাইবেন ; এবং নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গে ফলে তাঁহার সেই দেহই যে-পার্বদদেহে পরিণত হইবে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই। তিনি যদি কাস্তাভাবের সাধক হইতেন, গোপকন্ডারূপে চিন্ময় দেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিলে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সৌভাগ্য তাঁহার লাভ হইবে। কারণ, জাতপ্রেম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মমত্বাতিশয় জন্মিবে, তাঁহার মনও হইবে—সম্যকরূপে মন্থিত। তাঁহার এতাদৃশ প্রেমই তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে নিমিত্ত ঔৎসুক্য দান করিবে ; তাঁহার দেহে গুণময়ত্ব থাকিবে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও বিষয়েও তাঁহার মন যাইবে না। নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে প্রভাবে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ মহাভাব-পর্য্যয়ে উন্নীত হইবে, তিনি শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগবতীও হইবেন এবং স্মৃতিতে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ লাভও তাঁহার হইবে। তথাপি পরকীয়াত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত কোনও গোপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবে ; কিন্তু পতিঘৃণের অঙ্গস্পর্শাদি হইতে যোগময়াই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। যথাসময়ে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেই তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট হইবেন।

নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তিও অনুরূপ ভাবেই হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগৌরভট্ট-সম্বন্ধে

(১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মূলগ্রন্থের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণীটীকাতে এবং ভূমিকাতেও গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সর্ব্বদাই আমরা গোস্বামিশাস্ত্রের সহিত সঙ্গতি-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছি। সেই আলোচনায় শ্রীল স্বরূপদামোদর-গোস্বামীর এবং শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি অনুসারে আমরা বলিয়াছি—শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপই শ্রীশ্রীগৌরহৃদয়।

শুনা যাইতেছে, কেহ কেহ নাকি বলেন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ে মিলিত হইয়াই যে গৌর হইয়াছেন, তাহা নয় ; ইহা সম্ভব হইতে পারে না। এক জন কখনও আর একজনের সঙ্গে এই ভাবে মিলিয়া যাইতে পারে না। আসল কথা হইতেছে এই যে, শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন ; উভয়ের দেহের একত্র মিলন উৎপ্রেক্ষামাত্র, অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন বলিয়াই বলা হয়। যেন উভয়ে মিলিয়াই গৌর হইয়াছেন।

এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। পরস্পর হইতে ভিন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনের দেহ যে অপর জনের দেহের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারে না, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু এইরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনের ভাব এবং কান্তিও অপর জন গ্রহণ করিতে পারে না। অগ্নের কথা ছাড়িয়া দিয়া পিতামাতার দৃষ্টান্ত ধরিয়াই আলোচনা করা যাউক। পিতা এবং মাতা উভয়েরই সন্তানের প্রতি বাৎসল্য আছে ; কিন্তু উভয়ের বাৎসল্য সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে ; পিতা অপেক্ষা মাতার বাৎসল্য তীব্রতর। যাহা হউক, সন্তানের প্রতি উভয়েরই বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও পিতা চেষ্টা করিলেও মাতার মত বাৎসল্যের অধিকারী হইতে পারেন না। এক জনের রূপ বা কান্তিও আর এক জন গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধনে সিদ্ধিলাভের ফলে কোনও কোনও স্থলে সাক্ষ্যপালাভের কথা শুনা যায় ; কিন্তু তাহা হয়—সাধকের দেহত্যাগের পরে ; বিশেষতঃ সেই সাক্ষ্য কেবল কান্তিমাত্রের লাভই হয় না—ভিতরে এক রকম বর্ণ, বাহিরে আর এক রকম কান্তি থাকে না ; সেই সাক্ষ্যে একটা মাত্র বর্ণই থাকে, যাহা বাহিরে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই শ্রীরাধার রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের কথা কল্পনাও করা যায় না ; যেহেতু, তিনি অজ, শাস্ত, নিত্য ; স্তবরাং সাধকের স্তায় দেহত্যাগের পরে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাধারূপ চিন্তার ফলে রাধার বর্ণপ্রাপ্তির কল্পনা করা যায় না। যদি বলা যায়—দেহত্যাগব্যতীতও শ্রীরাধার রূপ চিন্তা করিতে করিতেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কান্তি পাইতে পারেন। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়া যাইতেন, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ আর থাকিত না। তাহা বখন হয় না, তখন কেবল রাধারূপ চিন্তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, একথাও বলা যায় না।

দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এক জন আর এক জনের ভাব গ্রহণ করিতে পারে না সত্য ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও সত্য। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে বাইয়া স্বরূপদামোদরের আনুগত্যেই কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তত্ত্বতঃ ভিন্ন বস্তু নহেন ; তাঁহার স্বরূপতঃ একই—“রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ॥ ১।৪।৮৫ ॥” কিরূপে তাঁহার একই স্বরূপ হইলেন ? ইহার উত্তর কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতেই পাওয়া যায়। “রাধা পূর্ব শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ যুগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলা-রস আবাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ১।৪।৮৬-৫ ॥” শ্রীল স্বরূপদামোদরও এ-কথাই বলিয়াছেন। “রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিজ্ঞাদিনী শক্তিরন্বদেকাঙ্গানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গর্তো তৌ।” শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে

তাত্ত্বিক সঙ্ঘ হইল অচিন্ত্যভেদাভেদ-সঙ্ঘ ; যেহেতু, শ্রীরাধা হইলেন শক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সঙ্ঘই হইল ভেদাভেদ-সঙ্ঘ। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির দ্বারা তাঁহারা পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য হইলেও নীলারস আন্বাদনের জন্য অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই দুইরূপে বিদ্যমান। একথা নারদপঞ্চরাত্রও বলিয়াছেন। “ঈভুজঃ সোহপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশচ্চ তরুণো জলদশ্রামহুম্মরঃ ॥ ২।৩।২১ ॥ এক ঈশঃ প্রথমতো বিধারুণো বভূব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভূঃ ॥ স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্রামঃ সগুণো নিগুণঃ স্বয়ম্। তাং দৃষ্ট্বা হুম্মরীং লোলাং রতিং কৰ্ত্তুং সমুচ্চতঃ ॥ ২।৩।২৪-৫

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্যই ব্রহ্মরূপ, তাহাও নারদপঞ্চরাত্র বলিয়াছেন। “যথা ব্রহ্মরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা ব্রহ্মরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা ॥ ২।৩।৫১ ॥” শ্রীরাধায় ও শ্রীকৃষ্ণে যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন—“রাধিকা পরদেবতা। * *। সা তু সাক্ষ্যাহলক্ষ্মী কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতর্য্যোক্ষিত্যভেদঃ স্নেহোহপি মুনিসত্তম ॥ ৫।১।৫৩-৫ ॥” আবার স্বয়ং শ্রীরাধাও নারদকে বলিয়াছেন—“অহং চ বাসুদেবাখ্যা নিত্যং কামকলাত্মকঃ। * * *। আবয়োরন্তরং নাতি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥ ৪৪।৪৪-৬ ॥” শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক একই স্বরূপ ; প্রাকৃত জগতের দুই ব্যক্তির মত তাঁহারা ভিন্ন নহেন। তাঁহারা একেই দুই, আবার দুইয়েও এক। এই জগতই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ে মিলিয়া এক হইতে পারিয়াছেন। তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—“রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অগ্ন্যোজ্ঞে বিলসে রস আন্বাদন করি ॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি। রস আন্বাদিতে দোহে হৈলা এক ঠাই। ১।৪।৪২-৫০ ॥” এক জাতীয় রসবৈচিত্র্য আন্বাদনের উদ্দেশ্যে একই দুই হইয়াছেন ; আর এক জাতীয় রস-বৈচিত্র্য আন্বাদনের জন্য দুইই এক হইয়াছেন। উভয়ই অনাদিকালে। শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে, তিনি “রাধাভাবদ্ব্যতিস্ববলিত” হইতে পারিয়াছেন। একথাই শ্রীল স্বরূপদামোদরও বলিয়াছেন। “চৈতন্যাত্ম্যং প্রকটমধুনা তদ্ব্যবধৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্ব্যতি-স্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥” ইহাতেই তিনি “রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ” হইতে পারিয়াছেন। গৌরাদী শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্রাম অঙ্গে স্পৃষ্ট (আলিঙ্গিত) হইয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, শ্রীমদ্মহাপ্রভু রায়রামা-নন্দ্রের নিকটে তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। “গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্রহৃত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অঙ্গ জন ॥ তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আন্বাদন ॥” শ্রীমদ্ভাগবতের “কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণম্”-শ্লোকের মর্ম্মও ইহাই। যে-খানেই গৌরতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে সে-খানেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূতত্বের কথাই বলা হইয়াছে, উৎক্রেস্কার ভাব (যেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একত্রিতই হইয়াছেন, এইরূপ ভাব) কোনও স্থলেই ব্যক্ত হয় নাই।

স্বরূপতঃ এক এবং অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষে এক হওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং এইভাবে এক হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। উভয়ে মিলিয়া এক না হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি গ্রহণ সম্ভব হইত না। কারণ, দুইজন স্বরূপতঃ এক তত্ত্ব হইলেও এক জনের কেবল ভাব বা কেবল কান্তি, অথবা ভাব এবং কান্তি, অপর জনের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব নয় ; যেহেতু, কোনও স্বরূপের ভাব এবং কান্তি সেই স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্য। বস্তুতঃ, ভাবই স্বরূপের বৈশিষ্ট্য ; স্বরূপ ভাবেরই মূর্ত্ত রূপ। একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ রূপে বিরাজিত। একই শ্রীরাধা কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন কাস্ত্যশক্তিরূপে বিরাজিত। ভাবকে বাদ দিয়া স্বরূপের কল্পনা করাও চলে না। স্বরূপকে বাদ দিয়া ভাবকেও গ্রহণ করা চলে না। স্বরূপকে গ্রহণ করিলেই স্বরূপের ভাব এবং কান্তিকেও গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। স্বরূপকে বাদ দিয়া যদি কেবল ভাবগ্রহণ সম্ভব হইত, ব্রহ্মসীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার পৃথক সত্তা রক্ষা করিয়া তাঁহার ভাব এবং কান্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় মাধুর্য্যরস আন্বাদন করিতে পারিতেন ; তাহাতে এক ব্রজেই বিষয়জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয় এই উভয় জাতীয় রসই শ্রীকৃষ্ণ আন্বাদন করিতে পারিতেন। তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন্য

শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে ; শ্রীরাধার প্রতি নবগৌরচনা-গৌর অঙ্গদ্বারা বীষ প্রতি শ্রাম অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া শ্রামহৃন্দরকে গৌরহৃন্দর হইতে হইয়াছে এবং আশ্রয়-জাতীয় রস আশ্বাদনের জন্ত শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্র-মনকে (দেহেন্দ্রিয়-চিন্তকে) বিভাবিত করিতে হইয়াছে ।

কোনও কোনও স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার ভাব-কাস্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন । এ-সকল স্থলে কাস্তি-অঙ্গীকারের দ্বারাই উভয়ের একীভূতত্ব স্থচিত হইতেছে । স্বীয় মাধুর্য আশ্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ; গৌরাক হওয়াই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে । স্বীয় মাধুর্য আশ্বাদনের জন্ত শ্রীরাধার ভাবগ্রহণই অত্যাবশ্যক, গৌরাক হওয়ার—সুতরাং শ্রীরাধার কাস্তি গ্রহণের—অত্যাবশ্যকতা নাই । শ্রীরাধার সহিত একীভূত না হইলে শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে ; তাহাতেই শ্রীরাধার কাস্তিও গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৌর হইতে হইয়াছে । উভয়ে মিলিত হইয়া একীভূত না হইলে কাস্তিগ্রহণও সম্ভব নয় । তাই কাস্তি অঙ্গীকারের দ্বারা (অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব-কাস্তি অঙ্গীকারের দ্বারা) শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত হওয়াই স্থচিত হইতেছে ।

১. গৌরতত্ত্বের মূল প্রমাণেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্ব প্রাপ্তির কথাই দৃষ্ট হয় এবং একত্ব-প্রাপ্তিবশতঃই রাধাভাব-দ্ব্যতি-স্ববলিতত্বের কথা দৃষ্ট হয় । “চৈতন্যখ্যং প্রকটমধুনা তদ্ব্যকৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্ব্যতিস্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥”

কেহ কেহ নাকি আবার বলেন—শ্রীকৃষ্ণ যে রাধিকাস্বরূপ হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । এ-বিষয়ে আমাদের নিবেদন এই যে—ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে । কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১৪১২৭ ॥” শ্রীরাধাগোস্বামীও তাঁহার ললিতমাধবে শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—“সরভঙ্গমুণ্ডভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৮৩২ ॥” এবং “চৈতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং যন্ত প্রেক্ষ্য স্বরূপভাং ব্রজবধূসারূপ্যমঘিচ্ছতি ॥ ৪১২৯ ॥”

(২)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবানের ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে । প্রথমতঃ কুপার বৈশিষ্ট্য । দ্বাপর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অসুরদিগকে সংহার করিয়াছেন, কলিতে শ্রীগৌরাক্ষরূপে কাহাকেও প্রাণে মারেন নাই, অসুরদিগের অসুরত্বের বিনাশ করিয়াছেন । দ্বাপরলীলায় অসুর-দিগকে নিহত করিয়াও ব্রজপ্রেম দেন নাই ; কিন্তু নবদ্বীপলীলায় সকলকেই ব্রজপ্রেম দিয়াছেন । দ্বাপরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে উপযাচক হইয়া আপামর সাধারণকে ব্রজপ্রেম দান করেন নাই ; কিন্তু কলি-লীলায় শ্রীশ্রীগৌরহৃন্দর অবতীর্ণ হইয়াছেন—নির্ব্বিচারে আপামর-সাধারণকে অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণের উদ্দেশ্যে এবং নিজেও বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্ববৃন্দের দ্বারাও বিতরণ করাইয়াছেন । দ্বাপরলীলায় ভক্তনের আদর্শ স্থাপন করেন নাই, কলির লীলায় তাহাও করিয়াছেন । শ্রীরাধার প্রেমমহিমা গৌররূপে যেভাবে (দীর্ঘাকৃতি-কুর্মাাকৃতি-ধারণাদি লীলা প্রকটিত করিয়া) অভিব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণরূপে সেভাবে করেন নাই । তাই পদকর্তা বলিয়াছেন—“যদি গৌর না হৈত, কেমন হৈত, কেমনে ধরিভাম দে । রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে ॥ মধুরবৃন্দাধিপিন-মাধুরী প্রবেশ চাতুরী-সার । বরজ যুবতী ভাবের আরতি শক্তি হইত কার ॥” এইরূপে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌর-রূপেই স্বয়ংভগবানের করুণাবিকাশের উৎকর্ষ ।

দ্বিতীয়তঃ, মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য । গোদাবরী-তীরে ভাগ্যান্ রায়রামানন্দ শ্রামহৃন্দর বংশীবদনের সাক্ষাতে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাশ্রবণ শ্রীশ্রীরাধারাগীর দর্শন পাইয়াছেন ; শ্রীশ্রীরাধারাগীর অঙ্গকাস্তিতে শ্রামহৃন্দরের সর্ব-অঙ্গকে আচ্ছাদিত হইতেও দেখিয়াছেন । ইহা মদনমোহনরূপ—বরং মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও একটা বৈশিষ্ট্যময়রূপ । একথা বলার হেতু এই যে, শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপের বিকাশ হয় সত্য ; কিন্তু শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গকাস্তিতে শ্রামহৃন্দরের অঙ্গ সকল-সময়েই কি আচ্ছাদিত হয় ? শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে-অপূর্ব মাধুর্যের বিকাশ, তাহাতেই তিনি মদনমোহন । সেই মদনমোহনরূপের উপরে শ্রীরাধার অঙ্গকাস্তির প্রলেপ

মদনমোহনরূপের যে একটা বৈশিষ্ট্য দান করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না—ইহা যেন আনন্দঘন-বিগ্রহের সর্বত্র একটা তরল আনন্দের প্রলেপ। এই অপূর্ণ রূপের দর্শনে রায়রামানন্দ অবশ্যই এক অনির্বচনীয় আনন্দ অহুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু এই আনন্দের আশ্বাদনজনিত উন্মাদনা তিনি সঘরণ করিতে পারিয়াছিলেন; তখন আনন্দাধিক্যে তিনি মুচ্ছিত হয়েন নাই। রায়রামানন্দ হইলেন ব্রজের বিশাখা। ব্রজলীলায়—ললিতা-বিশুখাদি নিত্যই মদনমোহনরূপ দর্শন করিয়া থাকেন; মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে তাঁহাদের পক্ষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের তৎকালীন সেবা তো সম্ভব হয় না। মদনমোহনরূপের আশ্বাদনজনিত আনন্দের উন্মাদনা সঘরণ করার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে। তাই বিশাখারূপ রায়রামানন্দ শ্রীরাধার হেমকান্তিধারা আচ্ছাদিত শ্রামহন্দরের দর্শনজনিত আনন্দোন্মাদনা সঘরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু কৃপা করিয়া যখন তাহাকে স্বীয়-স্বরূপ—রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ—দেখাইলেন, তখন এই রূপের দর্শনজনিত আনন্দোন্মাদনা রায়রামানন্দ সঘরণ করিতে পারিলেন না; আনন্দের আধিক্যে তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও এই অপূর্ণ রূপে যে এক অপূর্ণ অনির্বচনীয় মাধুর্যাতিশয়ের বিকাশ, ইহাই তাহার প্রমাণ। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের মাধুর্যের উৎকর্ষ স্থচিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, লীলার বৈশিষ্ট্য। কবিরাজগোস্বামী বলেন, শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অক্ষয়সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলামৃত-সারের শত শত ধারা সর্সদিকে প্রবাহিত হইতেছে। “কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে বাহা হৈতে। সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহর চরাহ তাহাতে ॥ ২১৫১২২৩ ॥”; কবিরাজগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন, কৃষ্ণভক্তিসংস্কৃত সিদ্ধান্তসমূহ এবং প্রেম-রসসমূহ শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অক্ষয় সরোবরেই প্রস্ফুটিত কমল-কুমুদের দ্বারা বিরাজিত। কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন, তার মধু কর আশ্বাদন। প্রেমরস-কুমুদ-বনে প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে, তাতে চরাও মনোভূষণ ॥ ২১৫১২২৫ ॥” কবিরাজগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—চৈতন্য-লীলা অমৃতের সমুদ্রতুল্য এবং কৃষ্ণলীলা স্বকপূর্বতুল্য; কপূর-সংযোগে অমৃতের আশ্বাদনজনিত উন্মাদনা বর্ধিত হয়, মাধুর্যের প্রাচুর্য স্ফুরিত হয়; তেমনি, কৃষ্ণলীলামৃতাস্থিত চৈতন্যলীলার আশ্বাদনেও মাধুর্য-প্রাচুর্যের অহুভব হইতে পারে। “চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা কপূর, দৌহে মেলি হয় সুমাধুর্য। সাধুগুণ-প্রসাদে, তাহা যেই আশ্বাদে, সে-ই জানে মাধুর্য-প্রাচুর্য ॥ যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অল্পপানে (পাঠান্তর—অল্পপানে) ততু ভক্তের দুর্বল জীবন। যার একবিন্দু পানে, উৎফুল্ল তনুমনে, হাসে গায় করয়ে নর্জুন ॥ ২১৫১২২৬-৩০ ॥”

কবিরাজগোস্বামীর উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে করুণার, রূপের এবং লীলার এক অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের হেতুও বোধ হয় আছে। ব্রজলীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়েরই বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে অভিব্যক্ত; যেহেতু, ব্রজলীলায় একান্ত হইয়াও তাঁহারা পৃথকরূপে অবস্থিত; কিন্তু নবদ্বীপলীলায় তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গৌর হইয়াছেন; হুতরাং একই গৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন। ব্রজলীলায় পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণা স্বরূপশক্তি আছেন অমূর্তরূপে; আর মূর্তা পূর্ণা স্বরূপশক্তি আছেন পৃথকরূপে—শ্রীরাধারূপে। কিন্তু নবদ্বীপলীলায় শ্রীশ্রীগৌরে পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ আছেন, পূর্ণা অমূর্তা স্বরূপশক্তিও আছেন, অধিকন্তু আছেন পূর্ণা মূর্তা স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা। ইহাই বোধ হয় গৌরস্বরূপের করুণাদির বৈশিষ্ট্যের হেতু।

শ্রীমদমহাপ্রভু বলিয়াছেন, মাধুর্যই ভগবতার সার। শ্রীকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌররূপেই যখন করুণামাধুর্যের, রূপমাধুর্যের এবং লীলামাধুর্যের অপূর্ণ বৈশিষ্ট্যময় বিকাশ দৃষ্ট হয়, তখন ইহাও মনে হইতে পারে, সর্ববিধ-মাধুর্যের অপূর্ণ-বৈশিষ্ট্যময় বিকাশবশতঃ গৌরস্বরূপে ভগবতার, বা পরব্রহ্মের, বা রসস্বরূপেরও অপূর্ণ-বৈশিষ্ট্যময়-বিকাশ। এতদ্ব্যতীত বোধ হয় স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন—“ন চৈতন্যং কৃষ্ণজগতি পরতত্ত্বং পরমিহ। —শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর নাই।”

কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—শ্রীশ্রীগৌরহৃন্দর-সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণকে খর্ব করা হয়; তাহাতে অপরাধের আশঙ্কা আছে।

এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। একই রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ রসবৈচিত্রী আত্মদানের ভক্ত অনাদি কাল হইতে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ রসস্বরূপ-পরব্রহ্ম-স্বয়ংভগবান্ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও শক্তির বিকাশে, ভাববৈচিত্রীর বিকাশে এবং রসবৈচিত্রীর বিকাশে তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। তারতম্য না থাকিলে বৈচিত্রীই সম্ভব হয় না। এই সমস্ত অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে স্বয়ংভগবানেরই লীলা। ইহা মনে করিলে ভেদ-ভেদে ভেদ মনন করা হয়; শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“ঈশ্বরকে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।” পদকর্তা গৌর-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“রাম আদি অবতারে, কোথো নানা অস্ত্র ধরে, অস্ত্রেরে করিলে সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিলে, প্রাণে পারে না মারিলে, চিত্তভক্তি করিলে সভার ॥” —একথা শুনিয়া কেহ যদি বলেন, পদকর্তা এখানে শ্রীরামচন্দ্রের ঋকতা খ্যাতি করিয়াছেন, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত হইবে না; যেহেতু, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীগৌর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহেন; শ্রীরামচন্দ্রের ঋকতা খ্যাতি শ্রীগৌরেরই ঋকতা খ্যাতি হয়। পদকর্তার উক্তির তাৎপৰ্য্য হইতেছে এই যে, শ্রীশ্রীগৌরহস্তের শ্রীরামচন্দ্রাদিরূপে যে রূপাট্টবৈচিত্রী প্রকাশ করেন নাই, গৌররূপে তাহা করিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য—“কোটিক্রমাণ্ড পরব্যোম, তাহা। যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন ॥”-ইহাতেও শ্রীনারায়ণাদি পরব্যোমত্ব ভগবৎ-স্বরূপগণের তাত্ত্বিক ঋকতা খ্যাতি হয় নাই। নারায়ণের বলাবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আত্মদানের জগৎ উৎকট তপস্বী করিয়াছিলেন, তাহাতেও শ্রীনারায়ণের তাত্ত্বিক ঋকতা খ্যাতি হয় নাই। এ-সমস্ত উক্তির তাৎপৰ্য্য এই যে, নারায়ণাদি-স্বরূপেও স্বয়ংভগবানের যে মাধুর্য-বৈচিত্রী বিকশিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তাহা বিকশিত। শ্রীনারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণ হইতে যদি পৃথক্ তত্ত্ব হইতেন, তাহা হইলেই উল্লিখিত উক্তিভেদে তাঁহাদের তাত্ত্বিক ঋকতা খ্যাতি হইত। এইরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতেছে ভাবের, স্বরূপের নহে।

ব্রজের ভাবের উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে। দাস্ত্র অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর-ভাবের উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। ভাবোৎকর্ষের তারতম্যসূত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বস্ত্রতার এবং ভাবাত্মক লীলা-বলাবিলাসিনী তারতম্য হইয়া থাকে। সখ্যভাবের লীলা অপেক্ষা বাৎসল্যভাবের লীলা এবং বাৎসল্যভাবের লীলা অপেক্ষা মধুরভাবের লীলা অধিকতর মাধুর্যময়ী। সুতরাং সখ্যভাবের লীলাবলাবিলাসী কৃষ্ণ অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাবের লীলাবলাবিলাসী কৃষ্ণের এবং বাৎসল্যভাবের লীলাবলাবিলাসী কৃষ্ণ অপেক্ষা মধুরভাবের লীলাবলাবিলাসী কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হয়। বিভিন্ন ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাদির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একই এবং অভিন্ন। মাধুর্যাদির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বৈচিত্রীতে বিকাশিত হয় বলিয়া গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণ অপেক্ষা যশোদা-সুতপায়ী কৃষ্ণ বা স্থবল-সখা কৃষ্ণ যে ঋক বা ছোট, তাহা বলা সঙ্গত হইবে না—কৃষ্ণ একই। তাই, শ্রীরাধার প্রেমরূপ গুরু শিষ্য-নটরূপ-কৃষ্ণের ভাবের উৎকর্ষ-খ্যাতি যশোদাসুতপায়ী কৃষ্ণের বা স্থবল-সখা কৃষ্ণের অপকর্ষ বা ঋকতা খ্যাতি হয় না।

ঠিক এইভাবেই, শ্রীশ্রীগৌরহস্তের করুণা-রূপ লীলাদির উৎকর্ষ খ্যাতি শ্রীশ্রীশ্রামহস্তের অপকর্ষ বা ঋকতা খ্যাতি হয় না। যদি তাঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব হইতেন, তাহা হইলে একের উৎকর্ষ-খ্যাতি অপরের অপকর্ষ খ্যাতি হইত; কিন্তু তাঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব নহেন; একই অদ্বয়তত্ত্ব—বিষয়-প্রধানরূপে শ্রামহস্তের এবং আশ্রয়-প্রধানরূপে গৌরহস্তের। গৌরহস্তের মহিমা শ্রামহস্তের মহিমা হইতে ভিন্ন নহে; শ্রামহস্তের মহিমাও গৌরহস্তের মহিমা হইতে ভিন্ন নহে। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলাও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-রসস্বরূপ-পরব্রহ্মের লীলা হইতে ভিন্ন নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্মই লীলা করিতেছেন; তাঁহাদের লীলাও সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের লীলাই বৈচিত্রীময়। গৌরলীলা এবং কৃষ্ণলীলাও একই পরতত্ত্ববস্তুর—একই রসস্বরূপের—রসোৎসারিণী লীলা দুইটি বৈচিত্রীময়। লীলাবলাবিলাসী-তত্ত্ব এক এবং অভিন্ন বলিয়া লীলাবৈচিত্রীর পার্থক্য তত্ত্বের পার্থক্য স্থিতি করে না। সুতরাং এক স্বরূপের লীলাদির উৎকর্ষ-খ্যাতি অপার স্বরূপের নিকটে অপরাধের প্রায়ই উদ্ভূত পাবে না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম ও সন্ন্যাস

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে সন্ন্যাসের স্থানসম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন ; তাই এখানে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে ।

কোন অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, তাহাই প্রথমে বিবেচনা করা যাউক । মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ বলেন—
“যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্বক্ৰমু বস্তব । তদেব সংক্ৰসেদ্ বিদ্বানশ্রুত্যা পতিতো ভবেৎ ॥ ২।১২ ॥ —বখন (ব্যবহারিক) সমস্ত-বস্তুর বিষয়ে মনে বৈরাগ্য জন্মে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত ; বৈরাগ্য জন্মিবার পূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয় ।” সেই উপনিষৎ আরও বলিয়াছেন—“ব্রহ্মার্থমন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব বা । সংক্ৰসেদুভয়-ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্নু মর্ত্যি ॥ ২।২০ ॥ —অর্থের জন্ত, অন্নবস্ত্রাদির জন্ত, কিম্বা প্রতিষ্ঠার জন্ত যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি ইহকাল-পরকাল হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, তিনি মুক্তি পাওয়ার যোগ্য নহেন ।”

কিন্তু কলিযুগে যে সন্ন্যাসের বিধান নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাহা বলিয়া গিয়াছেন । “অন্থমেধং গবালন্তং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্ । দেবরেন্ন হুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্যেৎ ॥ ১।১৭।৭ শ্লো ॥” ইহা হইতে জানা যায়, উল্লিখিত ঐতিহ্যোক্ত লক্ষণ বাহার আছে, তাহার পক্ষেও কলিকালে সন্ন্যাস প্রশস্ত নহে ।

বারাণসীতে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ-প্রবণের পরে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দসরস্বতীর এক মুখ্য শিষ্য নিজেদের আশ্রমে বসিয়া প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যা আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—
“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্য দৃঢ় সত্য মানি । কলিকালে সন্ন্যাসের সংসার নাহি জিনি ॥ ২।২৫।২৭ ॥” ইহা হইতেও কলিকালে সন্ন্যাসের অল্পযোগিতার কথাই জানা যায় ।

কিন্তু উপরে সাহা বলা হইল, তাহা হইতেছে সাধারণ বিধি । কোনও বিশেষ বিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিভিত্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে কিনা, তাহা দেখা যাউক ।

বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে অভিধেয়-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবের আচার-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“অসংসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার । শ্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥ এসব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম । অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণেকশরণ ॥ ২।২২।৪২ ৫০ ॥” মহাপ্রভুর এই উপদেশ বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম ত্যাগের কথা পাওয়া যায় । বর্ণাশ্রম-ধর্ম বলিতে বর্ণধর্ম এবং আশ্রম-ধর্ম বুঝায় । শাস্ত্রে চারিটা আশ্রমের বিধান দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস । সন্ন্যাস হইল চতুর্থ আশ্রমধর্ম । বাহ্যিক ভক্তিমার্গের সাধক, তাহাদের পক্ষে ইহাও বর্জনীয় বলিয়া মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন । বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ বৈষ্ণবের একটা আচারের মধ্যে পরিগণিত ।

চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গেও প্রভু সন্ন্যাসের উপদেশ দেন নাই ; বরং বলিয়াছেন—“জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ॥ ২।২২।৮২ ॥”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়িত শ্রীকৃপাদিগোপাঙ্গিগণই বৈষ্ণবধর্মের ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং ভক্তিরসায়ুভ-সিদ্ধি-আদি ভজন-পথ-প্রদর্শক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । তাহাদের গ্রন্থে কোনও স্থলেই সন্ন্যাসের উপদেশ দৃষ্ট হয় না । তাহারাও কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই । তাহারা নিকিঞ্চনের বেশমাত্র ধারণ করিয়াছিলেন । শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বারাণসীতে শ্রীপাদ তপনমিশ্রের নিকট হইতে একখানা পুরাতন বস্ত্র পাইয়া তাহা দ্বারা কোপীন-বহির্কাস করিলেন । ইহাই নিকিঞ্চনের বেশ ।

শ্রীপাদ জগদানন্দ যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন এক দিন তিনি আহারের জন্ত শ্রীপাদ সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । মুকুন্দসরস্বতী নামক কোনও এক সন্ন্যাসী শ্রীপাদ সনাতনকে একখানা বহির্কাস দিয়াছিলেন । সনাতন সেই বহির্কাস মাথায় বাধিয়া জগদানন্দের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন । তখন “রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত

শ্রোতাবিষ্ট হইল। ‘মহাপ্রভুর প্রসাদ’ জানি তাঁহারে পুছিল। কাহা পাইলে এই তুমি রাতুল বসন। ‘মুকুন্দসরস্বতী দিল’ কহে সনাতন ॥ গুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল। ভাতের হাপ্তী লঞা তাঁরে মারিতে আসিল ॥ ৩১৩৫১-৫৩ ॥’ সনাতন লজ্জিত হইলেন; তাহা দেখিয়া জগদানন্দপণ্ডিত ভাতের হাড়ি “চুলাতে ধরিয়া” সনাতনকে বলিলেন— “তুমি মহাপ্রভুর হও পাষণ্ড-প্রধান। তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥ অগ্র সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। কোন্ ঐচ্ছ হয় ইহা পারে সহিবারে ॥” তখন সনাতন বলিলেন— “—সাদু, পণ্ডিত মহাশয়। চৈতন্তের তোমাসম প্রিয় কেহ নয় ॥ ঐছে চৈতন্তনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে ॥ যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বাঁধিল। সেই অপূর্ব প্রেম প্রত্যক্ষে দেখিল ॥ রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যায়। কোন পরদেশীকে দিব, কি কাজ ইহায় ॥ ৩১:৩৫৫-৬০ ॥” এখানে শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন—“রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যায়।” রক্তবস্ত্র—এখানে “রক্তবর্ণের বা লাল-রং এর” বস্ত্র নহে। মহাপ্রভু যে-বর্ণের বহির্ধ্বাস ব্যবহার করিতেন, ইহা সেই বর্ণের বস্ত্র; কারণ, ইহাকেই জগদানন্দ-পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র মনে করিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুকুন্দ-সরস্বতীনামক সন্ন্যাসীর বহির্ধ্বাস। সন্ন্যাসীরা যে বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করেন, ইহাও ছিল সেই বর্ণের বস্ত্র। রক্ত অর্থ—রঞ্জিত, রংকরা। শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি হইতে জানা গেল - সন্ন্যাস গ্রহণ তো দূরে, সন্ন্যাসীদের দ্বায় রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করাও বৈষ্ণবের পক্ষে কর্তব্য নয়।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—রামানুজ-সম্প্রদায়, কি মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ও তো বৈষ্ণব; কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়েও তো সন্ন্যাসী দেখা যায়। ইহার উত্তরে বলা যায়, প্রত্যেক সাধক-সম্প্রদায়ের আচরণ হয় সেই সম্প্রদায়ের লক্ষ্যবস্ত্র-প্রাপ্তির অন্তর্কূল। রামানুজ-সম্প্রদায়ের, কি মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের লক্ষ্য এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য একরূপ নহে। এই দুই সম্প্রদায়ের উপাস্ত—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ; গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্ত—ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এই দুই সম্প্রদায়ের ভাব—বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব; গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভাব— ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মক ভাব। এই দুই সম্প্রদায়ের কাম্য—সালোক্যাদি মুক্তি; গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কাম্য—ব্রজে কৃষ্ণমুখৈক-তাৎপৰ্য্যময়ী সেবা। মুক্তিকামনা হইল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভাব-বিরোধী, ভজন-বিরোধী। এই সম্প্রদায়ের নিকট—“কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম ॥ অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব।” শ্রীমদ্ভাগবতের “প্রোজ্জ্বলিত-কৈতব পরম-ধর্মই” গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ধর্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্মের অন্তর্গত সালোক্যাদি মুক্তি-প্রাপ্তির অন্তর্কূল। এজন্য মুক্তিকামীরা বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তর্গত করেন। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের অন্তর্গত তত্ত্ববাদী আচার্য্য তাঁহার সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন— “—বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ২৯:২৩৮ ৩৯ ॥” শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মহুত্র ভাগ্যে এবং গীতাভাষ্যে বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তর্গতের কথা বলিয়া গিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সন্ন্যাস হইল বর্ণাশ্রম-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। মুক্তিকামী রামানুজ-সম্প্রদায় এবং মধ্ব-সম্প্রদায় বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ অবিধেয় নহে। ইহা তাঁহাদের জগৎ বিশেষ-বিধি। কিন্তু গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মুক্তিকামী নহেন; বর্ণাশ্রম-ধর্ম এবং তদন্তঃপাতী সন্ন্যাসও তাঁহাদের ভজনের অন্তর্কূল নহে। বৈদিক শাস্ত্রে যে-সন্ন্যাসের কথা দেখা যায়, তাহা হইতেছে চতুর্থাশ্রমের সন্ন্যাস; অতরূপ সন্ন্যাসের কথা বৈদিকশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বেদবিরোধী বৌদ্ধসম্প্রদায়ে যে-সন্ন্যাস প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা বৈদিকশাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাস নহে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য অনেককে বৌদ্ধদের অন্তর্ভরণেই দণ্ডনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করিয়াছেন; গিরি, পুরী, বন, ভারতী প্রভৃতি দণ্ডনামী সন্ন্যাসীদের উপাধি বৈদিকশাস্ত্রানুগত সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। পরবর্তী কালেও কেহ কেহ অনেকটা শ্রীপাদ শঙ্করের অন্তর্ভরণেই সন্ন্যাস-প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের সন্ন্যাস বৈদিক শাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাস কিনা, তাহা স্থধীবর্ণের বিবেচনার বিষয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—“আপনি আচারি ধর্ম শিকাইমু সভায়।” -এই সঙ্কল্প লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ

হইয়াছেন। এই অবস্থায়, সন্ন্যাস যদি কলিতে নিষিদ্ধই হয় এবং সন্ন্যাস যদি শুদ্ধ-ভক্তিমার্গের সাধনের প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে প্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন ?

ইহার উত্তর এই। প্রথমতঃ, কলিতে সন্ন্যাসের নিষিদ্ধতা-সম্বন্ধে। কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ জীবের পক্ষে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবতত্ত্ব নহেন, সাধনোদ্দেশ্যে সন্ন্যাস-গ্রহণেরও তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ; স্বতরাং তিনি বিধি-নিষেধের অতীত। জীবের জন্তই বিধি-নিষেধ। আপরে ব্যাসদেবের "নিকটে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছিলেন—কোনও বিশেষ কলিতে তিনি নিজেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কলিহত নরদিগকে হরিভক্তি (প্রেমভক্তি) গ্রহণ করাইয়া থাকেন। "অহমেব কচিৎ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাপ্রিভঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাণহতান্ নরান্ ॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ধৃত পুরাণবচন ॥" মহাভারতেও অল্পরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "স্ববর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাহশ্চন্দ্রাদদী। সন্ন্যাসকুণ্ড শমঃ শঙ্কঃ নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ ॥" এসকল শাস্ত্রবাক্য-সিদ্ধির নিমিত্তই গৌরকৃষ্ণের সন্ন্যাস গ্রহণ। ইহা তাঁহার লীলা। কি উদ্দেশ্যে তিনি এই সন্ন্যাস-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই বলিয়া গিয়াছেন। "যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ। ধর্মী কর্মী তপোনিষ্ঠ নিম্মক দুর্জন ॥ এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥ নিভারিতে আইলাও আমি হৈল বিপরীত। এ-সব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ১।১৭।২৫৩-৫৫ ॥ এ-সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ১।১৭।২৫৭-৫৯ ॥"

দ্বিতীয়তঃ, ভজনাদর্শ-সম্বন্ধে। প্রভুর মধ্যে দুইটা ভাবের প্রকাশ—ঈশ্বর-ভাব ও ভক্তভাব। ঈশ্বর-ভাবে জীব-উদ্ধারের জন্ত তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তভাবে তিনি নিজেও ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্শ্বদর্শনের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। সন্ন্যাস যদি তাঁহার উপদিষ্ট ভজনের অঙ্গকূল হইত, তাহা হইলে প্রভু তাঁহার পার্শ্বদর্শনকেও সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দিতেন এবং চৌষটি-অঙ্গ সাধনভক্তির বিবৃতি-প্রসঙ্গে সন্ন্যাসের কথাও বলিতেন। প্রভু তাহা করেন নাই এবং তাঁহার পার্শ্বদর্শনের মধ্যেও কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বর-ভাবে জীব-উদ্ধারের জন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তভাবে প্রভু বলিয়াছেন—“কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজন। যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছর হৈল মন ॥ ২।১৫।৫২ ॥ (ছর—জীব-উদ্ধারের ভাবে আবিষ্ট)।” প্রভুর এই বাক্যের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, প্রেম-প্রাপ্তির সাধনে সন্ন্যাসের কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, সন্ন্যাস যে ভক্তিমার্গের ভজনের প্রতিকূল, শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে মহাপ্রভু তাহাও প্রকাশ করাইয়াছেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠব্য)।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং কচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তং সমাচরণং ॥ ১০।৩০।৩১ ॥” এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকা বলেন—“বচ আজ্ঞা সত্যং প্রমাণত্বেন গ্রাহ্যং স্ববচনেন অবিকল্পমিতি স্বশব্দেন তেষামেব তথা বিচারাদাজ্ঞায়া বলবত্তরং ব্যঞ্জিতম্। বুদ্ধিমিত্তি তত্ত্ববিচার্য্য ইত্যর্থঃ। অন্তথা নির্বুদ্ধিরেব ইতি ভাবঃ।” এই টীকানুসারে শ্লোকটির তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ।—ঈশ্বরের উপদেশই প্রমাণরূপে গ্রহণ এবং অনুসরণ করিবে। তাঁহার আচরণসম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিবে ; ঈশ্বরের যে-আচরণ তাঁহার উপদেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত, সেই আচরণেরই অনুসরণ করিবে, অস্ত্র আচরণের অনুসরণ করিবে না। অনুসরণের পক্ষে ঈশ্বরের আচরণ অপেক্ষা আদেশই বলবত্তর।” শ্রীউজ্জলনীলমণিও বলেন—“বস্তিতব্যং শমিচ্ছন্তিওক্তবস্তু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যশ্চ বিনির্ণয়ম্। কৃষ্ণবস্তুপ্রাকরণ। ১২ ॥—যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভক্তবৎ আচরণই (ভক্তের আচরণের অনুকরণই) করিবেন, কখনও কৃষ্ণবৎ আচরণ (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ) করিবেন না। এইরূপই সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের নিশ্চিত তাৎপর্য্য।” শ্রীমন্মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গৌর কৃষ্ণ। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই যদি তাঁহার চরণাঙ্গুত কোনও ভক্ত তাঁহার আদর্শের দোহাই দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে ভক্তিশাস্ত্র-বিরোধী

কর্ম। কেহেতু, সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতেছে মহাপ্রভুর আচরণ এবং এই আচরণের সহিত তাঁহার উপদেশের সঙ্গতি নাই; তাঁহার উপদেশে প্রভু কোথায়ও সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা বলেন নাই; বরং কলিতে সন্ন্যাস বর্জনীয় বলিয়া এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম ত্যাগের কথায় সন্ন্যাস-ত্যাগের ইঙ্গিত দিয়া তিনি সন্ন্যাসের বিরুদ্ধেই উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে যদি কেহ বলেন—প্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণরূপ আচরণের অনুসরণ না হয় অকর্তব্য হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার চরণান্তগত কোনও ভক্ত যদি সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন, সেই ভক্তের আচরণের অনুসরণে সন্ন্যাস-গ্রহণে তো কোনও দোষ থাকিতে পারে না; যেহেতু, শাস্ত্র তো ভক্তব্যং আচরণের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—যদি কোনও ভক্ত সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই সন্ন্যাস-গ্রহণই হইবে অশাস্ত্রীয়; অশাস্ত্রীয়-আচরণের অনুকরণ বিধেয় হইতে পারে না। উপরে উদ্ধৃত উজ্জলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন—সিদ্ধভক্তই হউন, কি সাধকভক্তই হউন, ভক্তের যে-আচরণ ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত, তাহাই অনুসরণীয় অগ্র আচরণ অনুসরণীয় নহে (১৪৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যদি কেহ বলেন—শ্রীমদ্বিত্যানন্দও তো সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্বিত্যানন্দ হইতেছেন ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মলীলার বলদেব। ঈশ্বরের সকল আচরণ যে অনুসরণীয় নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্বিত্যানন্দের সন্ন্যাসও হইতেছে তাঁহার লীলাবিশেষ। আবার নবদ্বীপে আসার পরে তিনি নিজ হাতেই তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু সেই ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু গঙ্গায় বিসর্জন দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে নীলাচল-গমনের পথে শ্রীমদ্বিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডও ভাঙ্গিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা কেহই আর সন্ন্যাসাশ্রমের দণ্ড ব্যবহার করেন নাই।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ্বন্দ্বী শ্রীপুরুষোত্তম আচাৰ্য্যও তো সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপদামোদর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্বে হইতেই ভক্তিমার্গাবলম্বী ছিলেন। তথাপি তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন কেন? উত্তরে বক্তব্য এই :—ভক্তিশাস্ত্রের আত্মকল্যাণ-বিধায়ক বলিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তিনি যখন শুনিলেন, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভাবিলেন—“আমার প্রাণকোটাগ্নির প্রভু সন্ন্যাসাশ্রমের হুঃখ ভোগ করিবেন, আর আমি গৃহস্থত্ব ভোগ করিব? ইহা কিছুতেই হইতে পারে না; আমিও সংসারহুঃখে জলাঞ্জলি দিব, সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।” এইরূপ ভাবিয়া প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কঠোরতার চিন্তায় অধীর হইয়া উন্নতের স্থায় ছুটিয়া গিয়া তিনি কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহাও পুরোপুরি সন্ন্যাস নহে; তিনি যোগপট্ট নেন নাই, দণ্ড-কমণ্ডলুও গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ, তিনি ছিলেন নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভক্ত; সিদ্ধভক্তদের সকল আচরণও যে অনুসরণীয় নহে, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন—পরমানন্দরপুরী, রঙ্গপুরী, ব্রহ্মানন্দভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণও প্রভুর সঙ্গ ছিলেন; প্রভু তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তিও প্রদর্শন করিতেন। সন্ন্যাস প্রভুর অনুমোদিত না হইলে তিনি এইরূপ করিলেন কেন? উত্তরে বক্তব্য এই। এই সমস্ত সন্ন্যাসী পূর্বে শঙ্করসম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে তাঁহারা ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিলেও তাঁহাদের নাম এবং বেশ পূর্ববৎই ছিল। ভক্তিমার্গে প্রবেশ করার পরে তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রতি মর্যাদাজানবশতঃই মহাপ্রভু তাঁহাদের পূর্বনাম ও বেশ পরিত্যাগের জন্ত তাঁহাদিগকে আদেশ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বিবেচ্য। যে-সকল সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েই সন্ন্যাসাশ্রমোচিত বিশেষ উপাধি আছে। এক সম্প্রদায়ে ত্যাগ করিয়া কোন সন্ন্যাসী অগ্রসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে পূর্ব উপাধি পরিত্যাগ করিতে এবং নূতন সম্প্রদায়ের উপাধি গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হয়। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-প্রথা প্রচলিত নাই বলিয়া সন্ন্যাসাশ্রমোচিত উপাধিও এই সম্প্রদায়ে নাই; হতরাং অগ্র সম্প্রদায়ের কোনও সন্ন্যাসী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে পূর্ব উপাধিত্যাগের জন্ত তাঁহাকে বাধ্য করার প্রশ্নও থাকিতে পারে না।

শ্রীলব্ধাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত (অষ্টম। তৃতীয় অধ্যায়) হইতে জানা যায়, শ্রীমদ্ব্যহাপ্রভু

নিজেকে উপলক্ষ্য করাইয়া শ্রীশ্রী সার্কর্ভোম ভট্টাচার্যের মুখে সন্ন্যাসের ভক্তিবর্ণনাবিরোধিতার কথা প্রকাশ করাইয়াছেন।
প্রভুর মায়ার মূর্ত্ত হইয়া সার্কর্ভোম প্রভুকে বলিয়াছিলেন—

বড়ই কৃষ্ণের রূপা হইয়াছে তোমারে ।
পরম চবুন্ধি তুমি হইয়া আপনে ।
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে ।
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে ।
বার পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম বা বলিব সেহো নহে ।
'প্রণমেদগুবুঝমাখচাণালগোথুরম্ ।
ব্রাহ্মণাদি কুকুর চণ্ডাল অস্ত্র করি ।
এই বে বৈষ্ণবধর্ম—সভারে প্রণতি ।
শিখাসুত্র বুচাইয়া সবে এই লাভ ।

সবে একখানি করিয়াছ অব্যভায়ে ।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে ।
প্রথমেই বন্ধ হয়, অহঙ্কার-পাশে ।
কাহারেও বোল হস্ত জোড় নাহি করে ।
হেম জন নমস্করে, তবু নহে ভীতি ।
বুঝ এই ভাগবতে বেন মত কহে ।
দৈবরো জীবকলয়া এবিটো ভগবানীতি ॥
দণ্ডবত করিবেক বহু মাজ করি ।
সেই ধর্মধরজী, বার ইথে নাহি রতি ॥
নমস্কার করে আসি মহা মহা ভাগ ।

বৈষ্ণব ভক্তদের নামের অন্তে থাকে “দাস”। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণকারীর নামের পূর্বে থাকে “স্বামী” এবং পরে থাকে “মহারাজ”। শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন—“ভৃগাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” কিন্তু সন্ন্যাস প্রভুর এই উপদেশ পালনের পথেও অস্বরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং “নাহং বর্ণী ন চ নরপতিঃ—ইত্যাদি প্রভুকথিত সাধকের পরিচায়ক শ্লোকেরও বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

এ-সমস্ত আলোচনায় দেখা গেল, শ্রীমন্নহাপ্রভুর চরণাভ্যুগত গোড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

ওনিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ নাকি বলেন—সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে ভজনই সম্ভব নহে। ইহাও এক অভূত কথা! মহাপ্রভু তাঁহার ষে-সমস্ত পার্শ্বভক্তের দ্বারা ভক্তনের আদর্শ স্থাপন করাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন গৃহস্থাত্মা : শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন, রঘুনাথদাস, রঘুনাথভট্ট প্রভৃতি গৃহস্থাত্মা না থাকিলেও তাঁহাদের কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই।

বস্তুতঃ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস হইতেছে তাঁহার একটা স্বরূপাবন্ধিনী লীলা। য. শ্রী.। ২।৩-৪ অঙ্কচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ইতি গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

চতুর্থসংস্করণের পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

বিবেদন

অজ্ঞানতিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।
চক্ষুক্ষ্মীলিতং যেন তস্মৈ ত্রীপুরবে নমঃ ॥

ত্রীগৌরহৃদয় মোরে যে কহান বাণী ।
তাহা বিনা ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥

জয় গৌরনিত্যানন্দ জয়াঐতচন্দ্র ।
গদাধর ত্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥

সব ভক্তগণের করি চরণ বন্দন ।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জন ॥
তোমাদের ত্রীচরণ ধর মোর শিবে ।
কৃপা করি উদ্ধারহ এ-অপরাধীরে ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভাষ কৃপাসিকুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

কৃপাপ্রার্থী
ত্রীনাথগোবিন্দ মাধ

